RECORD NO. KPL 2	**CONDITION** Brittle
KPL ACC. NO (S). 769; 770; 772; 774; 775; 777; 778, 779; 780; 781; 782, 783, 784; 785; 786.	**COLOUR** Yellow brittle pages
TITLE Kāyastha patrikā (কায়স্থ পত্রিকা) Kayastha Patrikā - Nabaparyay (কায়স্থ-পত্রিকা নবপর্যায়)	**SIZE** 13cm x 21 cm
PERIODICITY Monthly	**PLACE(S) OF PUBLICATION** Calcutta. Bangadeshiya Kayastha Sabha / Printer: Mitra Press. 45 Grey Street.
EDITOR(S) Nagendranath Basu (1309-25 b.s.) Amulyacharan Ghoshbarma Vidyabhushan (1326-26) Jitendranath Ray (1329-30) Ganapati Sarkar Barma (1331) Kiranchandra Datta (1332)	**VOLUMES IN RECORD** Vol 1-3: 1309-11 b.s. (1902-05) Nabaparyaya Vol. 1-17: 1317-34 b.s. (1910-28)

DOUBLE COLOUR

BLANK PAGE(S)

Tight Binding

BRITTLE PAGES.

INSECT DAMAGE

কায়স্থ-পত্রিকা।

সূচনা।

শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক কায়স্থ-পত্রিকা প্রচারিত হইল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যপ্রচারার্থ এই কায়স্থ-পত্রিকার সৃষ্টি। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কায়স্থ-সভা স্থাপনের আবশ্যকতা কি? আর কায়স্থ-পত্রিকা প্রচারেরই বা কি প্রয়োজন? কায়স্থ-সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, অতি কল্যাণকর ও বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী। যে কায়স্থ-সমাজ এক সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-সমাজের অব্যবহিত পরেই সম্মানিত ছিলেন, এখন সেই কায়স্থ-সমাজের পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি ও পূর্ব্ব সম্মান কোথায়? বঙ্গদেশে প্রধানতঃ উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীর কায়স্থের বাস। এই চারি শ্রেণীর কায়স্থকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা ও পরস্পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করাই কায়স্থ-সভার প্রধান উদ্দেশ্য। চারি শ্রেণীর একতা বা সম্মিলন ভিন্ন প্রনষ্টগৌরব উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। [illegible]রা ভাবিয়াছিলাম, যখন আমাদের ঘরে ঘরে মিল নাই, তখন চারি

BLOCKED INFORMATION.

শ্রেণীর মিলন অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু গত ১০ই পৌষ কায়স্থ-সভায় চারি শ্রেণীর কায়স্থের যে অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল; তাহাতে বুঝিয়াছি, চারি শ্রেণীর মধ্যে একত্রস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। সে দিন বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ যেরূপ জাতীয়তার পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই। সেদিন কায়স্থ-সভায় সম্মিলিত হইবার জন্য বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রায় ৩০সহস্র কায়স্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থ-সভার সঙ্কীর্ণ স্থানে তাঁহাদের দশম অংশের একাংশেরও স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। সে সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগ, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও স্বজাতিপ্রিয়তা যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, কায়স্থ-সমাজ এখনও জাতীয়তা হারান নাই, এখনও কায়স্থ-সমাজ মনে করিলে, একতারূপ মহাশক্তির সাহায্যে জাতীয় সকল অভাব দূর করিতে সমর্থ।

সেদিনকার স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্ম্মানুরক্তি যাহাতে জলবুদ্বুদ্বৎ বিলুপ্ত না হয়, সেদিনকার স্মৃতি যাহাতে প্রত্যেক কায়স্থ বিস্মৃত না হন, কায়স্থ-সভা তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই শুভ জাতীয়-কার্য্যে প্রতিকূলতাচরণ কোন কায়স্থ সন্তানেরই কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে আমরা চারি সমাজ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি, প্রত্যেক কায়স্থই তৎপক্ষে উদ্যোগী হউন, কায়স্থ-সভার ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আজ যে বহুসংখ্যক কায়স্থ বিপন্ন হইয়া হাহাকার করিতেছেন, কত বিধবা নিরন্ন হইয়া হীনজাতির মুখাপেক্ষী হইতেছেন, এই যে কত শত অসহায় কায়স্থ-বালক অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া হীন কর্ম্ম দ্বারা জাতীয় গৌরব নষ্ট করিতেছে, ইহার কি প্রতিকার হইবে না? কায়স্থ-সমাজে বহু সহস্র ধনী, মানী ও সুশিক্ষিত লোক রহিয়াছেন, তাঁহারা থাকিতেও সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? বলিতে কি, কায়স্থ-সমাজ সে পূর্ব্বশক্তি হারাইয়াছেন! সে স্বজনপ্রতিপালনে অনুরাগ, জাতীয় কল্যাণ-সাধনে স্পৃহা এবং আত্মীয় স্বজনের উপর পূর্ব্ববৎ মমতা আর নাই, তাই সমাজের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। এ দুর্দ্দশা কি দূর হইবে না? দূর করিবার উপায় আছে, তাহা বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সমবেত চেষ্টা। কায়স্থ-সভা তাই চারি শ্রেণীর কায়স্থের

সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছেন। চারি সমাজের চেষ্টায় যাহাতে একটী স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, কায়স্থ-সভা তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্। একটী বৃহৎ স্থায়ী ভাণ্ডার গঠিত হইলে ও স্বজাতিপ্রিয় উপযুক্ত লোকের যত্ন থাকিলে সমাজের নানা অভাব অনায়াসেই দূর হইবে। তাই বলিতেছি, কায়স্থ-সভার এই সাধু সংকল্প কায়স্থ মাত্রেরই প্রীতিকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কায়স্থ মাত্রেই এই সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধ্যমতে সাহায্যদানে কাতর হইবেন না। স্বজাতির যাঁহারা উন্নতির কামনা করেন, স্বজাতীয় বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রধান প্রধান অভাব-মোচনের চেষ্টা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কায়স্থ সমাজে আর এক সামাজিক ব্যাধি প্রবল হইতেছে,—তাহা বিবাহ-ব্যয়। কত শত সুম্রান্ত গৃহস্থ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন! তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কৌলীন্য ও আভিজাত্য এখন কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে,—কন্যাদায়ে এখন সকল গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত। পূর্ব্বে যেখানে পণ না দিলে কন্যা পাওয়া যাইত না,এখন সেখানে তাহার দশগুণ অর্থ ব্যয় না করিলে কন্যার উপযুক্ত বর মিলিতেছে না। সকলে মিলিয়া এই কুপ্রথা-নিবারণের চেষ্টা না করিলে কায়স্থ-সমাজ অবসন্ন হইবে;—মানীর মান থাকিবে না, হীনের আধিপত্য বাড়িবে, জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে। তাই চারি শ্রেণীর সমবেত চেষ্টায় যাহাতে এই কুপ্রথা শীঘ্র নিবারিত হয়, কায়স্থ-সভা তজ্জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন।

কেবল যে বিবাহ-ব্যয়-নিবন্ধন সমাজে অবনতি ঘটিতেছে, তাহা নয়। উপযুক্ত কুলাচার্য্যের অভাবে এবং কুলশীলের পূর্ব্বাপর পরিচয় না লইয়া কেবল অর্থলোভে বিবাহ-সম্বন্ধপ্রযুক্ত অনেক উচ্চবংশ হীন শোণিতসংস্রবে কলুষিত হইয়াছে, সেই জন্য কায়স্থ-সমাজ স্থানবিশেষে উপহাসাস্পদ হইতেছে। যাহাতে এরূপ বিসদৃশ বিবাহ নিবারিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এখন কায়স্থ-সন্তান মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। শাখা সভাসমূহের প্রতি কায়স্থ-সভার বিশেষ অনুরোধ, যাহাতে এরূপ গর্হিত কার্য্য নিবারিত হয়, তৎপ্রতি সকলের যেন লক্ষ্য ও চেষ্টা থাকে। এইজন্যই কায়স্থ-সভা চারি শ্রেণীর সকল প্রকার কুলগ্রন্থ ও বংশাবলি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল সংগৃহীত হইলে কায়স্থ-সভা প্রত্যেক শাখা-সভাকে তাহার এক এক গ্রন্থ

নকল রাখিতে অনুরোধ করিবেন। শাখা-সভাসমূহও কুলগ্রন্থাদি সংগ্রহ পক্ষে কায়স্থ-সভাকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিবেন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ।

কোন কোন কায়স্থ মহোদয়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কায়স্থ-সভা চারি শ্রেণীর ৪০ জন মাত্র লোকের উপর সমগ্র কায়স্থ-সমাজের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া ও পূর্ব্ব প্রথা উঠাইয়া নূতন সমাজ-গঠন দ্বারা সমাজ-বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ-স্থাপন করাই কায়স্থ-সভার প্রধান উদ্দেশ্য।" আমরা বলি, তাঁহাদের এই বৃথা সন্দেহ দূর হউক। সমাজরক্ষার জন্য এই কায়স্থ-সভার সৃষ্টি, সমাজে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য নহে। কায়স্থ সভা ৪০ জন ব্যক্তির উপরে সমস্ত কায়স্থ-সমাজের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন নাই। সভার নিয়মাবলির ৩উ ধারা দেখুন—

"শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সাধারণ আচার ব্যবহার ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী কর্তৃত্ব সভার হস্তে থাকিবে। এই কর্তৃত্ব-পরিচালনভার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক নেতার (গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি, দলপতি প্রভৃতির) উপর ন্যস্ত থাকিবে।"

উক্ত নিয়ম পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, কায়স্থ-সভা নূতনপ্রথা প্রবর্ত্তন করিতেছেন না। ইহাতে বরং সামাজিক নেতৃগণের পূর্ব্বসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া মন্ত্রিত্ব করিবেন মাত্র।

চারি সমাজের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি-আকর্ষণ কায়স্থ-সভার প্রধান উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সকল বিষয় সম্যক্ বিচার না করিয়া অচিরাৎ চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধস্থাপন সভার মুখ্য লক্ষ্য নহে। অনেক স্থানেই এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর পরিচয় সম্যক্ অবগত নহে। কুলশীলের পরিচয় সম্যক্ অবগত না হইয়া কিরূপে এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিবেন? যখন দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় চারি শ্রেণীস্থ কায়স্থের মূলপুরুষ এক, তখন পরস্পরে সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে কি ইচ্ছা হয় না? তাই কায়স্থ-সভায় এইরূপ প্রস্তাব উঠিয়াছে—

"চারি শ্রেণীর কায়স্থের কিম্বা অন্তর্গত কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিবাহাদি ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভবপর কি না এবং হইলে কি উপায়ে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার বিশেষ বিচার করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি পরবর্ত্তী বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ অধিবেশনের দেড়মাস পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে মন্তব্য সভ্যবর্গকে জ্ঞাপন করিবেন ও উক্ত অধিবেশনে বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন।"

উক্ত প্রস্তাব অনুসারে কায়স্থ-সভা চারি শ্রেণীর কুলশাস্ত্র-সংগ্রহের ও কুলগত সামাজিক ইতিহাস-প্রকাশের আয়োজন করিতেছেন। প্রতি সমাজের কুলীন ও মৌলিকের সংখ্যা এবং পাত্র পাত্রীর সংখ্যাই বা কত, তাঁহাদের পরিচয়, আদান প্রদানের নিয়মই বা কিরূপ প্রচলিত আছে, কায়স্থ-সভা তাহার তালিকা ও বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিবেন। তৎসাহায্যে আমরা জানিতে পারিব, কায়স্থ-সমাজে এখনও কত বিশুদ্ধ বংশ বর্ত্তমান। এই সকল বিশুদ্ধ বংশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও কুলগত ইতিহাস আলোচনা দ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিবেন, চারিশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপন সম্ভবপর কি না?

হীন জাতির শোণিত যাহাতে উচ্চ কায়স্থবংশে সংক্রামিত না হয়, পরস্পর বিশুদ্ধ শোণিত সংস্রবে যাহাতে জাতীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়, সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তির মধ্যে কে না তাহা কামনা করেন? বিশুদ্ধিতা-রক্ষা ও সমাজ-শক্তি-সংবর্দ্ধনের জন্যই চারি শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদানের কথা উঠিয়াছে। যখন সে দিন চারি সমাজের বহু গণ্যমান্য লোক একত্র হইয়া সামাজিক বিপদ বুঝিয়া নির্ব্বিরোধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট স্ব স্ব বর্ণ-পরিচয় ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন স্থায়ী সম্মিলনরূপ চারি-শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া কেহ কেহ কেন বিচলিত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। যখন আমরা চারি সমাজ একত্র হইলাম, তখন পরস্পরের মধ্যে চিরসৌহার্দ্য স্থাপনের কি ইচ্ছা হয় না?

কায়স্থ-সমাজে ধর্ম্মনীতিশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে, এ অভাব দূর করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ব্বতন বৃদ্ধগণ যেরূপ বালকদিগকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতেন, বর্ত্তমানকালে সেরূপ শিক্ষাদানপ্রথা এক

প্রকার বিলুপ্তপ্রায়। সেই শিক্ষার অভাবে এখন কায়স্থ-সন্তান ধর্ম্মে আস্থা-শূন্য ও জাতীয়তা হারাইতে উদ্যত! আবার যাহাতে কায়স্থ-সমাজে ধর্ম্ম-নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, কায়স্থ-সভা ও শাখা-সভাসমূহ তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। কায়স্থ সন্তানদিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথোচিত চেষ্টা করা হইবে। দুস্থ কায়স্থদিগের শিক্ষার উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। যিনি সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষা লাভ করিয়া কুলদীপক হইবেন, কায়স্থ-সভা তাঁহাকে যথোচিত সম্মানিত করিবেন।

কায়স্থগণ স্ব স্ব ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপন করিয়া থাকেন, অথচ ক্ষত্রিয়ের যে সকল শাস্ত্রোক্ত আচার সংস্কারাদি আছে, তাহা আদৌ প্রতিপালন করেন না। কায়স্থ-সমাজের ব্যবহার দিন দিন ভ্রষ্ট হইতেছে, এ বিষয়ের শীঘ্র প্রতিবিধান হওয়া উচিত। সেই জন্য কায়স্থ-সভায় প্রস্তাব উঠিয়াছে—

“কায়স্থগণের স্ববর্ণানুসারে সামাজিক আচার ব্যবহার ও সংস্কারাদি কি উপায়ে প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিলেন। সমিতি পরবর্ত্তী বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনের দেড় মাস পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য সভ্য-বর্গকে জ্ঞাপন করিবেন ও উক্ত অধিবেশনে বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন।”

যে শুভ সঙ্কল্পে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে একে একে প্রকাশ করিলাম। এ শুভ সঙ্কল্প যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, স্বজাতি মাত্রেই তৎপ্রতি আনুকূল্য ও অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা।

কায়স্থের বর্ণ-বিচার।

(ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র ও মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতা।)

কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া গণ্য। আবহমান কাল কায়স্থ-সমাজে এ বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। কুল-পরিচয়-শিক্ষা-দানপ্রথা কায়স্থ-সমাজ হইতে দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে, তাই এখন কোন কোন কায়স্থ নিজ জাতিতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন; কিন্তু কায়স্থ বৃদ্ধগণ, যাঁহারা পিতৃগণের নিকট বাল্যকালে কুল-পরিচয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, কায়স্থগণ কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের প্রাচীন কুলাচার্য্য-কারিকায়, কায়স্থগণের কুল-পরিচায়ক শ্লোক রহিয়াছে। তাহা এই,—

“গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥”

গঙ্গা জল নহেন, স্বর্ণ ধাতু নহে, কুশ তৃণ নহে এবং গো পশু নহে অর্থাৎ দেবদেবীর স্বরূপ, সেইরূপ প্রজাপতির কায় হইতে সমুৎপন্ন কায়স্থবর্ণ কখনই শূদ্র হইতে পারে না অর্থাৎ শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ।

এইরূপ কুল-পরম্পরাগত পরিচয় ও বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ অশূদ্র বা ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া গণ্য হইলেও কায়স্থবিদ্বেষিগণ চতুরতা-প্রকাশ ও মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের পল্লবগ্রাহিতা ও অর্ব্বাচীনতা পণ্ডিতসমাজে অবিদিত নাই। পূর্ব্বতন কায়স্থবন্ধুগণের কথা বলিতেছি না, বর্ত্তমান কালে যে সকল বিদ্বেষ্টা গাত্রদাহনিবারণের জন্য কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র ও মুদ্রিত ব্যাসসংহিতা। কিন্তু একবার কেহ ভ্রমেও ভাবেন নাই যে, এই দুইখানি গ্রন্থের

প্রমাণ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের বিচারে প্রকৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না? আমরা প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া বুঝিয়াছি, বিচার-সভায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রমাণ অকিঞ্চিৎকর ও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। প্রথমে আমরা ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিব।

ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহা বুঝি উশনা-স্মৃতি। উশনা-স্মৃতি ও ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র দুই খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উশনা-স্মৃতির প্রমাণ বহু স্মৃতিনিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন কোন প্রাচীন স্মৃতিসংগ্রহে বা স্মৃতিনিবন্ধে উদ্ধৃত দেখা যায় না। এই জন্যই ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রের মৌলিকতা সম্বন্ধে সহজেই নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই তিন পৃষ্ঠাসম্বলিত ক্ষুদ্র গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা দ্বারা আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ সকলেই বলিয়া থাকেন,—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" (বৃহস্পতি)

অর্থাৎ যে স্মৃতিতে মনুসংহিতার বিপরীত কথা আছে, তাহা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য নয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র নামধেয় গ্রন্থে অধিকাংশই মনুর বিপরীত কথা লিখিত হইয়াছে। এখানে দুই একটী প্রমাণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে; মনুসংহিতায় আছে—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" ১০।৮
"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম।" ১০।৪৭

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্য-কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক জাতি হইয়াছে, চিকিৎসা করাই ইহাদিগের বৃত্তি।

কিন্তু ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রকার ভিন্নরূপ কি বলিতেছেন দেখুন,—

"নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সংজাতো যো ভিষক্ স্মৃতঃ।
অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্যেত্তু বৈদ্যকম্ ॥২৬
আয়ুর্বেদমথাষ্টাঙ্গং তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ ;
জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ ॥২৭
বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ॥৩১
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠাঃ শস্ত্রজীবিনঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে যে জন্মে, সেই ভিষক্ বা বৈদ্য বলিয়া গণ্য। অভিষিক্ত রাজার আজ্ঞায় এই জাতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম, জ্যোতিষ ও গণিতচর্চ্চা করিবে ও শারীরিক বৃত্তি অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভে হঠাৎ যে জাতি হইয়াছে, তাহার নাম অম্বষ্ঠ। এই অম্বষ্ঠেরা কৃষিজীবী, আগ্নেয়বৃত্তিক, ধ্বজাধারী ও শস্ত্রজীবী হইয়া থাকে।

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তু রুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥ ১০।৯

ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যাতে অতিক্রূরাচারী ক্ষত্রশূদ্রদেহধারী উগ্র নামক জাতি জন্মিয়াছে।

ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রকার এরূপ ব্যাখ্যা বলেন নাই, তাঁহার মতে—

"শূদ্রস্তু বিপ্রাসংসর্গাজ্জাত উগ্র ইতি স্মৃতঃ।
নৃপস্য দণ্ডধারঃ স্যাদ্দণ্ডং দণ্ড্যেষু সঞ্চরেৎ ॥" ৪১

অর্থাৎ শূদ্রের ব্রাহ্মণীসংসর্গে উগ্র নামক জাতির উৎপত্তি।

মনুতে আছে,—

"জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।"

অর্থাৎ নিষাদ হইতে শূদ্রার গর্ভে পুক্কসজাতির উৎপত্তি।

ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রকারের মতে—

"নৃপায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতঃ পুক্কস উচ্যতে।"

অর্থাৎ শূদ্রসংসর্গে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে পুক্কসজাতি জন্মিয়াছে।

এইরূপ অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রকার অনেক স্থলেই মনুর অনুসরণ করেন নাই। মনুর বিপরীত কথা প্রকাশ করায় ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের নিকট আদরণীয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সকল স্মৃতিতেই তৎতৎ স্মৃতিকারের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। যথা, মনুসংহিতার প্রথমে,—

"মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্ ॥"

অত্রিসংহিতার প্রথমে,—

"হুতাগ্নিহোত্রমাসীনমত্রিং বেদবিদাম্বরম্।
সর্ব্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞাতমৃষিভিশ্চ নমস্কৃতম্॥"

এইরূপ সকল স্মৃতির প্রারম্ভে অথবা মধ্যে, স্মৃতিকার ঋষির প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই অপূর্ব্ব ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র-নামধেয় ক্ষুদ্র গ্রন্থে এরূপ কোন প্রসঙ্গ নাই।

এতদ্ব্যতীত ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে ২৭ শ্লোকে—"আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ।" এবং ৪৭ শ্লোকে—"শাখা বৈখানসেনোক্তা তন্ত্রমার্গ-বিধিক্রিয়াঃ।" ইত্যাদি বচনে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় গ্রন্থের আধুনিকত্ব সূচিত হইতেছে। কারণ কোন স্মৃতি বা প্রাচীন পুরাণে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই। তন্ত্রের বীজ আমরা অথর্ব্ববেদে পাইলেও তন্ত্রশাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি স্মৃতি ও পুরাণের বহু পরে হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

এই সকল কারণে অর্থাৎ মনুর বিপরীত মতপ্রকাশ, ঋষিপ্রসঙ্গের অভাব, তন্ত্রপ্রসঙ্গ এবং স্মৃতিনিবন্ধসমূহে এই গ্রন্থের বচন অনুল্লেখহেতু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কিছুতেই গণ্য করিতে পারি না। ইহার ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র নাম কেন যে হইল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উশনা-স্মৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সহিত কোন সংস্রব নাই। ইহা যে আধুনিক কালে কোন জাতিবিদ্বেষী-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহারা এই অভিনব গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া—

"বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ প্রজায়তে।
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিতো বা ভবত্ত্যতঃ॥
সূতকে প্রেতকে চৈব দীক্ষাকালেহথ বাপনম্।
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা কায়স্থের বর্ণসঙ্করত্ব- ও শূদ্রত্ব-প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নিরস্ত হউন। যে গ্রন্থ আদৌ প্রামাণিক ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া

গণ্য হইতে পারে না, তাহার বচন উদ্ধৃত করিয়া জাতিবিচারে অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতাপ্রকাশ মাত্র।

এবার আমরা মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতার আলোচনা করিব। মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতায় এইরূপ শ্লোক আছে,—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ॥
বরটো মেদচাণ্ডালো দাসশ্বপচকোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"

উক্ত বচন দৃষ্টে কোন কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কায়স্থ-জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এমন কি "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" গ্রন্থে, উক্ত খণ্ডিত বচনের প্রকৃত পাঠ প্রকাশিত হইলেও এখনও কোন কোন বিকৃতমস্তিষ্ক বিদ্যাভূষণ-মুদ্রিত ব্যাসসংহিতার বিকৃত পাঠের সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির II A 11 নং পুথি এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী প্রেস ও বোম্বাই নগরের মহাদেব শাস্ত্রীকর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্যাসসংহিতার দোহাই দিতেছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যে ১১৫২ সংখ্যক ব্যাসসংহিতা পুথির সাহায্যে "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" গ্রন্থে যে প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পুথিখানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছেন। এমন কি, কেহ বা পুথির সংবাদদাতাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও বিমুখ হন নাই।

বিদ্বেষিগণ এসিয়াটিক সোসাইটির যে হস্তলিপির প্রমাণ দিতেছেন, তাহা প্রাচীন পুথি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, তাহা একখানি বাঁধান খাতা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন আধুনিক পণ্ডিতের লেখা। তদ্দৃষ্টে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাসসংহিতা মুদ্রিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মুদ্রিত গ্রন্থ-দৃষ্টে বোম্বাই নগরে মহাদেব শাস্ত্রী ও কলিকাতায় বঙ্গবাসী প্রেস কর্ত্তৃক ব্যাস-সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই এই কয়েকখানি ব্যাসসংহিতা এক ছাঁচে ঢালা। যদি পরবর্ত্তী প্রকাশকবর্গ পূর্ব্বমুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া দুই একখানি পুথির সাহায্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মুদ্রিত ব্যাসসংহিতার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে পাইতাম না। যাহারা যত প্রাচীন সংস্কৃত পুথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এক গ্রন্থের বহু প্রাচীন

পুথিতে পাঠান্তর থাকে, ব্যাসসংহিতার প্রাচীন পুথিতেও পাঠান্তরের অভাব নাই। ১৪০৯ শকে ও ১৬৫৭ সংবতে লিখিত দুইখানি ব্যাসসংহিতার প্রাচীন হস্তলিপিতে,—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ ॥"

এই শ্লোকটী এককালে নাই। * ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নও কায়স্থতত্ত্ব-সমালোচনা-কালে লিখিয়াছেন,—"আমরা বলি কায়স্থ, মালাকার, নাপিত, কুম্ভকার, এতগুলি প্রচলিত উচ্চ জাতি যে শাস্ত্র মতে অন্ত্যজ, তাহা কখনই নয়। শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভব।" † কারণ ব্যাসসংহিতার অন্য স্থানে দেখা যায়,—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণোদাসগোপকাঃ।
শূদ্রানামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি ॥" ‡ (ব্যাস ৩য় অঃ ২০ শ্লোক)

যে ব্যাস, নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই ব্যাসই নাপিতকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলিয়া উল্লেখ করিবেন, তাহা কখনই সঙ্গত নয়। দেবনাগরাক্ষরে লিখিত বেঙ্গল গবর্মেণ্টের ১১৫২ নম্বর ব্যাসসংহিতার পুথিতে এইরূপ প্রকৃত পাঠ গৃহীত হইয়াছে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপোঃ দাসো বৈ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ বিরাটকায়স্থ মালাকারকুটুম্বিনঃ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রা ভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথা ভিন্নো রজকঃ পুক্কসো নটঃ ॥
বরাটো মেদচণ্ডালদালসশ্চৈব লৌকিকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ ॥"

অর্থাৎ বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, দাস, কুম্ভকার, বণিক্, বিরাটকায়, মালাকার, কুটুম্বী ও অন্য বহু শূদ্র স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন হইয়াছে। চর্ম্মকার,

* বিশ্বকোষ—কায়স্থ শব্দ দ্রষ্টব্য।

† জন্মভূমি দ্বিতীয় বর্ষ ৪৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, পরাশর প্রভৃতি বহু স্মৃতিতে এই শ্লোকটি অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

ভিন্ন, রজক, পুক্কস, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দালস ও লৌকিকগণ এবং যাহারা গোমাংস ভোজন করে, তাহারা অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য।

উক্ত শ্লোকে নাপিত-গোপাদি কেবল শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে, অন্ত্যজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই অথবা ব্যাসের অপর শ্লোকের সহিত ইহার কিছু মাত্র অসঙ্গতি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মুদ্রিত ব্যাসসংহিতাসমূহে—

"এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রা ভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথা ভিন্নো রজকঃ পুক্কসো নটঃ ॥"

এই আবশ্যকীয় চারি চরণ এক কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বিরাটকায়স্থ" এই প্রকৃত পাঠের স্থানে "কিরাতকায়স্থ" এই বিকৃত পাঠ গৃহীত হইয়াছে। বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সংগৃহীত সমস্ত পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ১১৫২ নং পুথি খানি যে কেহ গিয়া দেখিয়া আসিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বচক্ষে এই পুথিখানি সন্দর্শন করিয়াছেন। চন্দ্রসূর্য্যের অস্তিত্ব যেরূপ মিথ্যা নয়, এই পুথিখানির অস্তিত্বও সেইরূপ প্রকৃত। আমাদের সংগৃহীত প্রাচীন ব্যাসসংহিতার পুথির সহিত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের উক্ত পুথির অনৈক্য নাই। গবর্মেণ্টের পুথি প্রকাশ্য স্থানে রহিয়াছে এবং সাধারণের সহজেই নয়নগোচর হইতে পারিবে বলিয়াই ঐ পুথিখানির কথা বলিলাম। এখন যাঁহারা ব্যাসসংহিতার বিকৃত পাঠদৃষ্টে কায়স্থকে অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য করিতে অগ্রসর, বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহাদের যুক্তি কতই অসার ও ভিত্তিশূন্য। এইরূপে প্রতিকূলবাদিগণ অপরাপর যে সকল বচন দ্বারা কায়স্থের নীচত্বপ্রতিপাদনে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তির অসারতা ক্রমশঃ প্রতিপাদন করিব এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার সবিশেষ প্রমাণ ও প্রয়োগ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ।

মহারাজ আদিশূরের প্রায় চারিশত বৎসর পরে মহারাজ বল্লালসেন বঙ্গ-সিংহাসন সুশোভিত করেন। মহারাজ বল্লালসেন দেবের রাজত্বকালে কাশ্যপগোত্রীয় ভৃগুনন্দী ও গৌতমগোত্রীয় মুরহর দেব নামে দুইজন স্বাধীন-চেতা তেজস্বী কায়স্থ মহাপুরুষ কান্যকুব্জ অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ভৃগুনন্দী নন্দীগ্রাম হইতে আগমন করায় ভৃগুর বংশধরগণ নন্দি-বংশ বলিয়া পরিচিত। মুরহর দেব চক্রবর্ত্তু হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় বংশধরগণ চক্রী বা চাকী নামে খ্যাত। মুরহর দেবের পিতা ত্রৈলোক্যদেব বক্রবুর্ত্তু গ্রামে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। বল্লাল রাজত্বের প্রারম্ভেই ইঁহারা চাকরী উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দী মহারাজ বল্লালসেনের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী হন। মুরহর দেবও জনৈক কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। দানসাগরাদি সমাপনান্তে, মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থগণের 'পটী' বিভাগে সমুদ্যত হইলে, কায়স্থগণের সমাজ-বন্ধন-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে বল্লালসেনের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য ও বিশেষ মতভেদ ঘটে। তৎপ্রযুক্ত তিনি তাঁহার আত্মীয় কান্যকুব্জান্তর্গত কোলাঞ্চনিবাসী অত্রিগোত্রীয় নরদাসকে পত্র লিখিয়া স্বদেশ হইতে আনয়ন করেন। তিনি উপস্থিত হইলে, তিনজনে সম্মিলিত হইয়া রাজার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি-লাভার্থ যুক্তি করিলেন এবং বল্লালসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী বরেন্দ্র-ভূমের সোলকুপার রাজা জটাধর নাগের ও সরগ্রামের রাজা কর্কট নাগের আশ্রয় অবলম্বনে স্বতন্ত্র পটী-সংগঠনপূর্ব্বক স্বকীয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। এ সম্বন্ধে বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর নামক পুস্তকে লিখিত আছে :—

"মনেতে ভাবিল পটী আলাদা করিব।
বল্লাল-মর্য্যাদা কিছু মাত্র না লইব॥

এত ভাবি লিখন লেখেন নরদাসে।
তেঁহ আসি মিলিলেন নন্দীর সকাশে॥
আছিল মুরারি চাকী কুটুম্ব প্রধান।
তাঁহাকে আনিল নন্দী করিয়া সম্মান॥
তিনজনে একস্থানে বসিয়া নির্জ্জনে।
রাজার চরিত্র-দোষ ভাবে মনে মনে॥
বল দেখি পরামর্শ উপায় কি করি।
এস্থানে থাকিলে রাজা হইবেন বৈরী॥
এ সব মিছিল-মধ্যে না থাকিব আর।
হেন সঙ্গে না করিব আহার ব্যবহার॥
পরমার্থ-ক্রিয়াহীন হইতে লাগিল।
পরস্পর ভাবি দেখ জাতি না রহিল॥
তবে ত ভাবিল নন্দী হিত উপদেশ।
এক পরামর্শ এক আছয়ে বিশেষ॥
বারেন্দ্র-ভূমির জমিদার কর্কট নাগ।
শুনেছি বল্লাল প্রতি আছে তাঁর রাগ॥
নাগের নিকটে যেয়ে হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥"

তৎপরে উক্ত রাজদ্বয়-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, নাগদ্বয় তাঁহাদিগকে মহা সমাদরে গ্রহণ ও তিনজনের বাস জন্য তিনখানি গ্রাম দান করিলেন। কালক্রমে উক্ত গ্রাম-ত্রিতয় তাঁহাদিগের নামানুসারে যথাক্রমে নন্দী-গাঁতি, চাকী-গাঁতি ও দাস-গাঁতি নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভৃগুনন্দী এইরূপে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া নরদাস, মুরহর দেব ও নাগদ্বয়ের সাহায্যে বারেন্দ্র-পটী সৃষ্টি করিলেন। পটী-বন্ধন সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে ;—

"পটীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন।
কুল বাঁধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ॥

কন্যা কিম্বা পুত্রে যদি কুল বাঁধা হয়।
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়॥
কন্যাগত কুল করা বড় অনুচিত।
দৈবে ধনহীন হৈলে হবে বিপরীত॥
কুলের গরিমা করে যশের লাগিয়া।
বর্দ্ধমানা হ'লে কন্যা নাহি দিলে বিয়া॥
কন্যা-কালাতীত যদি কোন ক্রমে হয়।
হইবে পাতকগ্রস্ত জানিহ নিশ্চয়॥
পরকাল নষ্ট হয় জানে সর্ব্বজনে।
অতএব কুল বাঁধা নিষেধ এ কারণে॥
নবকৃত কুল বাঁধা কোন প্রয়োজন।
সকলের মূল কুল দান ও গ্রহণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে এই রীতি লিখে বর্ণাচারে।
চারি যুগ ক্রমে চলে সেই ব্যবহারে॥
এখন কলিতে রাজা বল্লাল প্রধান।
তার মত সেই লয় সে অতি অজ্ঞান॥
কন্যার লইলে কড়ি মহাপাপ হয়।
ঘোর নরকানলে সে পাপী ডুবয়॥
সে পাপ-নিবৃত্ত নাহি করে বিত্ত-বলে।
হন্ হন্ নরকানলে যমদূত ফেলে॥
বল্লাল-মর্য্যাদা হ'লে অবশ্য ঘটায়।
কুলের কারণে মহা-পাপগ্রস্ত হয়॥
ব্রতাদি নিয়মে ধর্ম্ম লাভ হয় যত।
কুলক্ষয় জন্য তার নিশ্চয় পাতক॥
অতএব কুল বাঁধা অকর্ত্তব্য হইল।
সিদ্ধ সাধ্য দুই ভাব প্রসিদ্ধ লাগিল।
দান-গ্রহণ-শ্রেষ্ঠভাব করণ তাৎপর্য্য।
কুলাকুল দুই হইতে লাভ শৌর্য্য বীর্য্য॥

সিদ্ধঘরে প্রধান ত্রুটি যদি হয়।
সাধ্যঘরে সিদ্ধ মত বিগ্রহের প্রায়॥

ঐ সময়ে গৌড়ীয় কতিপয় কায়স্থ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজভুক্ত হওয়াতে উত্তররাঢ়স্থ করাতিয়া বা করতুয়া গ্রামের বাৎস্যগোত্রীয় ব্যাসসিংহের পুত্র পরীক্ষিৎ সিংহ তাঁহার উত্তররাঢ়ীয় সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃগুনন্দীর সহিত মিলিত হন। গৌড়ীয় কায়স্থগণ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ-ভুক্ত হওয়াতেই বোধ হয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কাণসোণার শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত বুধুদেব ও কুলদেব এবং পুরুষোত্তম দত্ত-বংশজাত বটগ্রামস্থ নারায়ণ দত্ত স্ব স্ব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সোলকুপায় আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। এই সাত ঘর একত্র হইয়া বারেন্দ্রপটী সৃষ্টি করেন। ইঁহারা সকলেই উপনিবেশী কায়স্থ, বরেন্দ্রদেশস্থ গৌড়ীয় কায়স্থগণকেও ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র-সমাজ-ভুক্ত করেন নাই। তাঁহারা নিম্নলিখিত ভাবে পটী বা কুল-বন্ধন করিয়াছিলেন :—

"যদা কৌল্যে পরিচয়ে দাসনন্দীবিধানতঃ।
চাকীত্যেতে সিদ্ধভাবাস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ॥
নাগসিংহদেবদত্তাশ্চত্বারঃ সাধ্যসংজ্ঞকাঃ।
তেষাং মধ্যে সিদ্ধতুল্যো নাগোঽপি বলবত্তমঃ॥
সিংহোপাধির্ম্মধ্যবর্ত্তী সিংহসংহননো মুদা।
ততঃ কনিষ্ঠতাং প্রাপ্তৌ দেবদত্তৌ সমপ্রভৌ॥
সাধ্যে চতুর্গৃহে তত্র ভাবেঽপি তারতম্যতঃ।
সিদ্ধতুল্যো নাগরাজো জানীহি বুদ্ধিমত্তম॥
ততঃ পরং মধ্যবর্ত্তী সিংহোপাধিক এব চ।
তদপেক্ষান্যূনমানী দেবো বিধিবিধানতঃ॥
দত্তস্তু দেবতুল্যোঽসৌ চত্বার্য্যেতানি সন্তি হি।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধসাধ্যসমন্বিতং॥
সাধ্যসিদ্ধা মিলিত্ব চ সপ্ত বাসা বিনির্ম্মিতাঃ।
সিদ্ধভাবে উত্তমেঽপি যদি কার্য্যং ভবেত্তদা॥
স্বর্ণাচ্ছন্নবিষাণোঽপি নয়নানন্দদায়কঃ।
সিদ্ধৌ সিদ্ধৌ যদা কার্য্যং আর্য্যধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে॥

তুল্যভাবপ্রদে। হেমমিব জাম্বূনদোজ্জ্বলং।
সিদ্ধৌ যদি সাধ্যনাগে কার্য্যঞ্চ ব্যবহারতঃ॥
বিষাণে রত্নহারস্তু করোতি হৃদয়ঙ্গমঃ।
বিনির্ধূতপ্রধানে চ সিংহে যদি কৃতির্ভবেৎ॥
উত্তমঃ সোঽপি বিজ্ঞেয়ঃ কুলধর্ম্মবিচারণাৎ।
হিমাংশোর্মলিনত্বঞ্চ কুৎসায়াং হি নিবর্ত্ততে॥
যদি কার্য্যং দেবদত্তে করোতি ক্রমশো জনঃ।
চন্দ্রো যথা প্রভাহীনো মেঘাচ্ছন্নো ভবত্যুত॥
দৈবাদ্যদি সিদ্ধগেহে ত্রুটীহৈকা ভবত্যপি।
দোষঃ কদাপি ন গ্রাহ্যঃ শুদ্ধবুদ্ধিমতা তদা॥
সাধ্যাবাসে মানহানির্যদি বা ভবতি কদা।
তদা সাধ্যস্ত দোষোঽয়ং বলীয়ানেষঃ সন্ততঃ॥
ইদং জ্ঞেয়ঞ্চ কারণং মূলজং ভাববিত্তম।
অমূলজে সর্ব্বনাশো ভবতি নাত্র সংশয়ঃ॥”

ভৃগুনন্দী পটীবন্ধনকালে আদান-প্রদান-সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতি সৎ নিয়ম। তৎসম্বন্ধে বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ কায়স্থগণের ঢাকুর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

“সাধ্য চারি ঘর মধ্যে ভাব তারতম।
সিদ্ধতুল্য নাগ-ঘর জানিবা নিয়ম॥
তার পর মধ্যবিৎ সিংহকে জানিবা।
তদপেক্ষা নীচ ঘর দেবকে বুঝিবা॥
দত্ত ও দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ঘরে সপ্ত ঘরের নির্ণয়॥
সিদ্ধিভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জ্জন॥
সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে তুল্য প্রধান চলন।
জাম্বূপদ হেম যৈছে উজ্জ্বল বরণ॥

সিদ্ধি যদি প্রধান সাধ্যনাগে কার্য্য করে।
গজ-দন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন রহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভাব মাত্র জানিবা বিধান॥
দেবদত্ত-ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্র যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়॥
দেবে যদি সিদ্ধঘরে এক ত্রুটি হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্য-যোগ্য নয়॥
সাধ্য-ঘরে হয় যদি মর্য্যাদার হ্রাস।
সাধ্যের প্রধান ত্রুটী বড় সর্ব্বনাশ॥
এই ত জানিহ ভাব মূলজ করণে।
অমূলজে সর্ব্বনাশ জান সর্ব্বজনে॥”

ভৃগুনন্দী দ্বারা ইহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে,—

“কন্যামূল্যং গৃহীতা যো নিকৃষ্টঃ শাস্ত্রসঙ্গতঃ।
তদ্দোষাদ্রৌরবং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥”

অর্থাৎ কন্যা-মূল্য-গ্রহণকারী শাস্ত্রানুসারে নিকৃষ্ট এবং তদ্দোষ জন্য তাহাকে চন্দ্রসূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত রৌরবনরকে বাস করিতে হয়। কন্যা-মূল্য-গ্রহণ যে দোষের কথা, তাহা মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা জানা যায়—

“ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥”

অর্থাৎ শুল্করূপ ধনগ্রহণের দোষজ্ঞ কন্যার পিতা অল্পমাত্রও শুল্ক গ্রহণ করিবেন না,—যেহেতু লোভবশতঃ মূল্য গ্রহণ করিলে তিনি অপত্য-বিক্রয় জন্য অতিশয় পাপী হয়েন।

এস্থলে কুলীনের অর্থ দেখান নিতান্ত অন্যায় হইবে না বলিয়াই তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কুলীন শব্দের অর্থ উত্তম কুলোদ্ভব, ইহার পর্য্যায়—

“মহাকুল কুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ” (অমরকোষ)

আধুনিক কুলীন-লক্ষণ যথা,—

"উৎকর্ষ-বিশেষো বংশ ইতি সঙ্কেতং তস্যাপত্যমিত্যর্থে কুলশব্দাদীন প্রত্যয়েন কুলীনপদ-সিদ্ধিঃ।" অর্থাৎ কুলীন শব্দে উৎকর্ষবিশেষ বংশজাতক ব্যক্তিকে বুঝায়। লক্ষণ যথা,—

"উৎকর্ষ-বিশেষ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-বংশজাতকত্বে সতি তদ্ধর্ম্মবত্বং কুলীনত্বমিতি।" অর্থাৎ কুলীন শব্দের অর্থ এই যে, সৎকুলে উদ্ভব, উৎকর্ষ-বিশেষ-ধর্ম্মে জাত এবং স্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট। এতদ্ভিন্ন—

"সদ্বংশতো যোনির্যস্য কুলীনঃ সমুদাহৃতঃ।
সৎসঙ্গশ্চ সদাচারঃ সচ্ছাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিতঃ॥"

ইহাও একটী কুলীনের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারেই দাস, নন্দী ও চাকী সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন এবং দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ সাধ্য অর্থাৎ মৌলিক।

ভৃগুনন্দী যে কারণে বল্লালপ্রদত্ত কুল-মর্য্যাদা অস্বীকার করিয়া উক্ত রাজধানী পরিত্যাগ ও জটাধর নাগের আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক বারেন্দ্র-পটী সৃষ্টি করেন, এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বল্লালের স্বেচ্ছাচারিতাই বারেন্দ্র-পটী-সৃষ্টির প্রধান কারণ। তিনি কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রদানকালে অনেক অচলন চলন করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি রূপান্ধ হইয়া বিবাহ করিবার জন্য একটী সুন্দরী ডোম-কন্যাকে গৃহে আনিয়া রাখিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তজ্জন্যই ভৃগুনন্দীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অধিকন্তু পটী-বিভাগকালে গৌড়ীয় কায়স্থগণের সহিত উপনিবেশী কায়স্থগণকে একীভূত করিতে যাওয়াতেই ভৃগুনন্দী তাঁহার প্রদত্ত কুল-মর্য্যাদা অস্বীকার করিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে নন্দী মহাশয় শাস্ত্র-প্রমাণাদিও দেখাইয়াছিলেন এবং মনুর—

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমসার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠি-কুলানি চ।"

এই শ্লোক উল্লেখে হীনক্রিয় (অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-বিহীন)-দিগের সহিত বিবাহাদি নিষিদ্ধ তাহাও সম্পূর্ণভাবে দেখাইয়াছিলেন। ইহাতেঃ

বল্লালের মনের গতি পরিবর্ত্তন না হওয়ায়, অগত্যা তাঁহারা স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে সম্প্রতি এখানে আসিয়া লালাও ক্ষত্রিয় রীতির বহির্ভূত নিয়মে বল্লাল কর্ত্তৃক কুলবদ্ধ হইতে অথবা তাঁহার কুলমর্য্যাদ গ্রহণ করিতে তাঁহারা অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। বল্লাল-মর্য্যাদা, যে কেবল ভৃগুনন্দীই অস্বীকার করিয়াছিলেন এমন নহে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং উত্তর বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণও স্বীকার করেন নাই। বল্লাল সম্বন্ধে ইঁহারা সকলেই এক একটী দোষারোপ করিয়া থাকেন। বল্লালসেনের স্বেচ্ছাচারিতা-দোষই উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে বারেন্দ্র কায়স্থগণ বলেন যে, তিনি নীচ বংশীয়া ডোম-কন্যাকে বিবাহার্থে আনয়নপূর্ব্বক গৃহে রাখিয়াছিলেন। উত্তর-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কহেন, বল্লালসেন এক অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করায়, লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ বল্লাল সেনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন ও কতক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসেনের মতাবলম্বী হইয়া তাঁহার বাসস্থান গৌড়ে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হন, উত্তর-বারেন্দ্রে বাস হেতু তাঁহারা ও তদ্বংশীয়গণ উত্তর-বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত কায়স্থ ঘরের গোত্র ও প্রবর নিম্নে লিখিত হইল :—

উপাধি	গোত্র	প্রবর
দাস	অত্রি	অত্রি, অসিত, বিশ্বাবসু।
নন্দী	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
চাকী	গৌতম	গৌতম, আঙ্গীরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।
নাগ	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
সিংহ	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
দেব	আলম্যান	আলম্যায়ন, কাত্যায়ন, বৌধায়ন।
দত্ত	মৌদ্গল্য	কুশিক, কৌশিক, বন্ধুল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে কাশ্যপগোত্রীয় ভৃগুনন্দী-বংশজাত দেবীদাস রায় মুর্শিদাবাদের নিজামতের দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে তিনি মহিমাপুরে বাস

করিতেন। উত্তররাঢ়ীয় চৌঁয়ানিবাসী বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ-বংশীয় জনৈক সিংহও সেই সময়ে উক্ত সরকারে কার্য্য করিতেন। উক্ত রায়ের পুত্রের সহিত এই সিংহের কন্যার বিবাহ হওয়ায় তাঁহার জ্ঞাতি চৌয়াস্থ অন্য ১১ ঘর ও উক্ত সিংহ বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হন। উক্ত ১২ ঘর সিংহের বংশধরগণ সেই সময় হইতেই সাধ্যাভাপন্ন অর্থাৎ মৌলিক হইয়া বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত আছেন। ঐ খৃষ্টাব্দেই চড়িয়া গ্রামের আলম্যানগোত্রীয় দেব-ঘর শুকদেব তালুকদার (অর্থাৎ তাড়াসের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বনমালী রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ) বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হন। ইহার সময় নির্দ্ধারণের অন্য উপায় না থাকিলেও প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর দেওয়ান বলরাম রায়ের পিতামহ বলিয়াই উহা ১৬০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ সময়েই বর্দ্ধনকুঠীর রাজার পিতা দেব-বংশ-সম্ভূত আলম্যানগোত্রীয় আর্য্যবর দেবও বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধনকুঠীর নিকটবর্ত্তী রামপুরের মন্দিরের উপরে ইষ্টক-খোদিত শ্লোক দ্বারা আর্য্যবর দেবের ১৬০০ খৃষ্টাব্দের বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হওয়ায় জানা যায়। যথা—

"গুণাব্ধিশরচন্দ্রেন যুতে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধিভীতো ভগবান্ দদৌ শ্রীবিষ্ণবে মঠং॥"

উভয় বংশই বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়া সাধ্যাভাপন্ন হইয়াছেন। আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ীয় চাকী-বংশের চতুর চাকী ভৃগুনন্দী-বংশজাত গোপী রায়ের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়ায় বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত কাশ্যপগোত্রীয় হরিপুরের দাস, উত্তররাঢ়ীয় সমাজভুক্ত উক্ত গোত্রীয় নাগরার দাস এবং গুধীর দাস, যদিও বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজে তত সম্মানিত হইতে পারেন নাই। হরিপুর ও নাগরার দাসের জ্ঞাতি যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজভুক্ত থাকার বিষয় ঢাকুর পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিন্তু মৌদ্গল্য-গোত্রীয় গুধীর দাস যে কোন্ সমাজ হইতে আসিয়া বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হন, পটীবন্ধনের সময় তাহার কোন নামোল্লেখ নাই বলিয়া তাহা জানা যায় না। তবে বোধ হয়, ইঁহারাও ঐ সময়েই বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়া থাকিবেন।

উক্ত দাসবংশীয়গণের মধ্যে গুধীর দাস সাধ্যাভাপন্ন হইয়াছেন। হরিপুরের দাস কষ্ট ভাবে ও নাগরার দাস নির্নাম অবস্থায় বারেন্দ্র-সমাজ মধ্যে রহিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পর রায় কালিয়াইএর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার-বংশীয় পরাশরগোত্রীয় দেবঘরও উক্ত বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হইয়া সাধ্যাভাপন্ন হয়েন। ২১০ বৎসর পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কায়স্থগণের ঢাকুর নামক পুস্তক রচিত হয়। উক্ত ঢাকুরে যখন পরাশরগোত্রীয় দেবঘরের নাম সন্নিবেশিত হয় নাই, তখন ঢাকুর প্রণয়নের পরই কোন সময়ে ইঁহারা বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

সম্প্রতি পুত্রের বিবাহে অর্থগ্রহণরূপ কুপ্রথা প্রচলিত হওয়ায় বরেন্দ্র-দেশস্থ গৌড়ীয় দাস, নন্দী, চাকী, ধর, কর, সেন, ঘোষ ও চন্দ্র প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণের কন্যার সহিত বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত কোন কোন কায়স্থের বংশধরগণের বিবাহ হওয়ায় তাঁহারাও বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহারা সমাজে সুপরিচিত হইতে পারেন নাই। উল্লিখিত বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত কায়স্থগণের আদিসমাজ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অত্রিগোত্রীয় দাসের সমাজ,—বাকি, সাধুখালি, বনথুর, বগুড়া, মছমৈল, ময়দান দিঘী, পাবনা, ঘর গাঁ, কেচুয়া-ভাঙ্গা।

নন্দীর সমাজ,—বল্লা, পোতাজিয়া, অষ্টমুনিশা, কালিয়াই, সিংহডাঙ্গা, খামরা, চিথলিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখালি, দিলপশার, রহিমপুর, মণিদহ, মহিমাপুর, বেথুরিয়া, করমজা, আমদহ, হামকুড়া, মহেশরোহালি, গোবিন্দপুর, আড়পাড়া, মূলাজোড়, কামার গাঁ।

চাকীর সমাজ,—সরিষা, শিমলা, হেলঞ্চ, অষ্টমুনিশা মেদোবাড়ী, কেচুয়া-ভাঙ্গা, বাজুরস, গোবিন্দপুর নলমুড়া, সেকেন্দরপুর, মৌরট, গাজনা, দুর্ল্লভ-পুর, শ্যামনগর, ঢাকচোর, পানানগর, হেমরাজপুর, দিলপশার, রঘুনাথপুর, কাকিনা, চাঁচকা রামদিয়া, বাগুটীয়া।

নাগের সমাজ,—সোনকুপা, স্বরগ্রাম, ডাঙ্গাপাড়া, গাড়াদহ।

সিংহের সমাজ,—করাতীয়া, জয়জান, কাঁদা, চৌঁয়া, উধুনিয়া, বাড়িয়াহাটী।

দেবের সমাজ,—কাশসোণা, তারাগুণিয়া, কাকদহ, চিথলিয়া, চড়িয়া, তাড়াস, বর্দ্ধনকুঠী, রায় কালিয়াই।

দত্তের সমাজ,—বটগ্রাম, কাঁউননারী, রাধানগর, রহিমপুর, টেপা, বালি।

মৌদ্গল্য ও কাশ্যপগোত্রীয় দাসের সমাজ—হরিপুর, নাগরা, গুধী।

উল্লিখিত সমাজগুলি একণে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

নরদাস, ভৃগুনন্দী ও মুরহর ধনবান্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ভৃগুনন্দী শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত মুরারই ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী প্রাচীকোট গ্রামে জনৈক ভট্টাচার্য্যের তিনি শিষ্য হন। বার্দ্ধক্যাবস্থায় তিনি নন্দীগাঁতি ত্যাগ করিয়া প্রাচীকোটের নিকটস্থ বল্লায় বাস করিয়াছিলেন। থামরার নন্দীনামে পরিচিত ভৃগুনন্দীবংশের একটী শাখাও অদ্যাপি উক্ত ঘরের শিষ্য আছেন। নরদাস দাসগাঁতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বরেন্দ্রভূমস্থ চাকী গ্রামে বাস করেন। তিনি শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তদ্বংশীয় কেহ কেহ মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব হইয়াছেন। মুরহরও চাকী গাঁতি পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌরটে বাস করেন। তিনি গাণপত্য মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণও মহাপ্রভুর সময়েই বৈষ্ণব হইয়া থাকিবেন। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের বর্ত্তমান সমাজ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইল, যথা—নরদাসবংশীয়গণ দাসবংশ, ভৃগুনন্দীর বংশধরগণ নন্দীবংশ ও মুরহর দেববংশজ কায়স্থগণ চাকীবংশ নামে খ্যাত। ইঁহারাই সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন। আর নাগ, সিংহ, দেবদত্ত ও মৌদ্গল্যের দাসবংশীয়গণ সাধ্য অর্থাৎ সিদ্ধ মৌলিক। গৌড়ীয় দাস, নন্দী চাকী, ধর, কর, সেন, ঘোষ ও চন্দ্র প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণের বংশধরগণ সাধ্য-মৌলিক নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

কায়স্থ-বখর।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারকালে তদ্দেশীয় ঐতিহাসিক বা রাজপুরুষ কর্তৃক যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ মহারাষ্ট্রী-ভাষায় বিরচিত হয়, সেই সমস্ত ইতিহাসই বিভিন্ন 'বখর' নামে প্রসিদ্ধ। আমরা আজ যে 'বখর'খানি বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে উপস্থিত করিতেছি, এখানিও শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

ইন্দোর-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সচিব শ্রীযুক্ত ভাউসাহেব গুপ্তে মহাশয় দুইখানি আদর্শ পুথির সাহায্যে 'কায়স্থ প্রভূঁচ্যা ইতিহাসচীঁ সাধনেঁ' নামক মরাঠী মাসিক পত্রিকায় এই বখরখানি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহার আদর্শ পুথিতে প্রকাশ যে, বচাজী রঘুনাথ নামক কোন ব্যক্তি এই বখরের রচয়িতা। কায়স্থপ্রভুদিগের ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত থাকায় গুপ্তে মহাশয় এই বখরখানির "কায়স্থ প্রভূঁচী বখর" নাম দিয়াছেন। আমরা "কায়স্থ-বখর" নামেই প্রকাশ করিলাম। এই বখরে চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশীয় কায়স্থ এবং চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ-প্রভুগণের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রসেন-রাজপুত্র ও তদ্বংশধরগণের সহিত চিত্রগুপ্তবংশীয়া কায়স্থ-কন্যার বিবাহকথা, কায়স্থগণের অধিকার ও সংস্কারাদির বিবরণ, শিবাজীর পিতা শাহজীর সময় হইতে মহারাষ্ট্ররাজ্য-বিলোপকাল পর্য্যন্ত কায়স্থ-প্রভুগণের পদমর্য্যাদা, সামাজিক প্রভাব ও কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের সহিত দলাদলীর ইতিহাস এবং শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থ-মহোদয়গণের নিকট এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমাদৃত হইবে ভাবিয়াই মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অগ্রসর হইলাম।

আজকাল অনেকেই অনুবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই আমরা মহারাষ্ট্রী মূলও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

মূল।

শ্রী ব্রহ্মদেবানে সৃষ্টি উৎপন্ন করূন, সৃষ্টি চালাবী হা হেতু উৎপন্ন জাহলা; ত্যা কালাচে ঠায়ীঁ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি চৌর্যায়শীঁ লক্ষযোনি নির্ম্মাণ কেল্যানন্তর জীবমাত্রাস কর্ম্ম লাবূন পুণ্যপাপবিধিনিষেধ লাবণে প্রাপ্ত জাহলেঁ। ত্যা কালীঁ ধর্ম্মস্থাপনা সৎকর্ম্ম করণারাঁস ব পাতক করণারাঁস শাসন করী, ঐসা শ্রীযমধর্ম্ম উৎপন্ন করূন ত্যাচী স্থাপনা ত্যা অধিকারাবর কেলী; পরন্তু পাপ-পুণ্য-লেখন হোউন যমধর্ম্মাস সমজণ্যাস অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাচা ব্যবহার সমজে, ঐসা পুরুষ অসাবা অশী ব্রহ্মদেবাস ইচ্ছা হোউন, তে সময়াঁ ইচ্ছেপাসূন কৃতযুগীঁ সমুদ্রমন্থনাচে বেলেস ব্রহ্মদেবাচে কায়েপাসূন মোহনীস্বরূপ নির্ম্মাণ জাহলেঁ ত্যা দেবীচে নাঁব শ্রী কালিকা। তিজপাসূন যা কার্য্যা নিমিত্ত পুরুষ সর্ব্ব দেবাঁনীঁ প্রার্থনা

অনুবাদ।

শ্রীব্রহ্মদেব (ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক সৃষ্টি উৎপাদিত হইলে, (তাঁহার মনে) সৃষ্টি-ব্যাপার যাহাতে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার সংকল্প উদিত হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি চতুরশীতি লক্ষযোনি (জীব) নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর প্রত্যেক জীবকেই কর্ম্মের বশীভূত ও পাপ-পুণ্য-বিধি-নিষেধাদির অধীন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সেই সময়ে ধর্ম্ম-স্থাপনাদি সৎকার্য্যকারীদিগকে (পুরস্কৃত) এবং পাপকার্য্যকারীদিগকে শাসন করিবার জন্য তিনি শ্রীযমধর্ম্মকে (ধর্ম্মরাজ যমকে) উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে সেই পাপপুণ্য-বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরন্তু পাপপুণ্যের হিসাব লিখিয়া তাহা যমধর্ম্মকে বুঝাইয়া দিতে পারে এরূপ একজন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ব্যবহারাভিজ্ঞ পুরুষ থাকা আবশ্যক বলিয়া ব্রহ্মদেবের মনে হইল। সেই ইচ্ছাক্রমে কৃতযুগে সমুদ্রমন্থনকালে ব্রহ্মদেবের কায়া হইতে কালিকা নাম্নী যে মোহিনী দেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহার নিকট এই পাপপুণ্য-বিচারকের কার্য্যের জন্য সকল দেবতারা একটী পুরুষ প্রার্থনা করিলেন। তখন

মূল।

করূন মাগিতলা। তেহ্বাঁ শ্রীকালীকাদেবীনে আপলে কায়ে পাসূন আপলে চিত্রাপ্রমাণে। চিত্র [রূপ দেহ] পুরুষাকৃতী উৎপন্ন কেলা ত্যাচে কানীঁ লেখণী ব হাতীঁ দঁউত, অসা পাহূন ত্যাস সমুদ্রমন্থনীঁ চৌদা রত্নেং নিঘালীঁ, ত্যাংচে বিভাগকরণ্যাবিষয়ীঁ দেবাঁনী সাংগিতলেঁ। ত্যাপ্রমাণে ত্যাণে কেলেঁ। নন্তর সৃষ্টীঁত বিধিনিষেধযোগ্য পুণ্য ব পাপ হোতেঁ ত্যাপ্রমাণে লেখন করূন সর্ব্বকাল যমধর্ম্মাস ব সর্ব্ব দেবাঁস সমজবাবেঁ হা অধিকার ত্যাজলা সংগোন, কালীদেবীচে চিত্রাপাসূন চিত্র উৎপন্ন জাহলেঁ ক্ষণূন চিত্রগুপ্ত কায়স্থ অশী জ্ঞাত স্থাপিলী। ত্যা চিত্রগুপ্তাস ব্রহ্মকর্ম্ম অধিকার দেউন মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার করূন ব্রহ্মপুত্র দাহা জণ পুরাণপ্রসিদ্ধ আহেত, ত্যাতীল ব্রহ্মপুত্র মনু যাংচী কন্যা দেউন বিবাহ করূন ব্রহ্মকর্ম্মাধিকারী কেলা।

অনুবাদ।

শ্রীকালিকাদেবী স্বীয় কায়া হইতে আপনার চিত্রের (মূর্ত্তির) ন্যায় চিত্র-(রূপবিশিষ্ট) পুরুষ উৎপাদন করিলেন। সেই পুরুষের কর্ণে লেখনী ও হস্তে মসীপাত্র দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন চতুর্দ্দশ রত্নের বিভাগ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে সেই পুরুষ তাহা সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর, পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত বিধি-নিষেধযোগ্য পুণ্য-পাপাদির যথাযথ পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা তাহা যমধর্ম্মের গোচর করিবার ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। কালিকাদেবীর চিত্র হইতে (এই পুরুষের) চিত্র উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া "চিত্রগুপ্ত কায়স্থ" নাম ও জাতি (দেবতারা ?) স্থাপন করিলেন এবং সেই চিত্রগুপ্তকে ব্রহ্মকর্ম্মের (বেদ-বিহিত ক্রিয়াকলাপের) অধিকার দান ও তাঁহার মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। ব্রহ্মার পুরাণপ্রসিদ্ধ দশজন মানসপুত্রের অন্যতম মনুর কন্যার সহিত তাহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাকে বেদানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকারী করা হইল। তখন তাহার সন্ততিগণ 'ব্রহ্মকায়স্থ' নামে পরিচিত হইল।

মূল।

মগ ত্যাংচী সন্ততি ব্রহ্মকায়স্থ অশী চাললী। ত্যাপাসূন কায়স্থ সংজ্ঞা ত্যা জ্ঞাতীস আহে। য়াপ্রমাণেঁ * সৃষ্টিখণ্ড পদ্মপুরাণান্তরীঁ কথা আহে। ব্রহ্মদেবাপাসূন শ্রীকালিকা দেবী জাহলী ত্যা দেবীপাসূন চিত্রগুপ্ত কায়স্থ জাহলে * তেহবাঁ ব্রহ্মকর্ম্মাস আধিকারী পহিলেচ হোতে, পুঢে

অনুবাদ।

তাহা হইতে ঐ জাতীয় লোকেরা কায়স্থ-সংজ্ঞা পাইয়াছে। এইরূপ আখ্যায়িকা পদ্মপুরাণের অন্তর্গত সৃষ্টিখণ্ডে বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মদেব হইতে শ্রীকালিকাদেবীর উৎপত্তি হইল। সেই দেবী হইতে যখন চিত্রগুপ্ত কায়স্থ উৎপত্তি লাভ করিলেন, তখন পূর্ব্বাবধিই বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের অধিকারী ছিলেন। * পরে তাঁহার মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার সমাহিত

---

* কমলাকর শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে কিন্তু এইরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

"পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—

স্রষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানে স্থিতস্তস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ ॥১
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ ॥২

অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিকালে প্রাণীদিগের সদসৎ কর্ম্ম জানিবার জন্য ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার সর্ব্বকায় হইতে এক দিব্যরূপ পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে মসীপত্র ও লেখনী। ধর্ম্মরাজের সমীপে তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত।

আবার কমলাকরের পরমাত্মীয় গাগাভট্ট তাঁহার কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রদীপে লিখিয়াছেন,—

"সাগরমন্থনকালে কালীশরীরোৎপন্নঃ। ইতি ছাগোলেনোক্তং।

ক্ষণং ধ্যায়ন্ স্থিতস্তস্য শরীরান্নির্গতো বহিঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনীং ॥
দধানশ্চিত্ররূপেণ রক্ষিতো দৈবতৈর্হৃদি।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ ॥

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, বখর-রচয়িতা কর্ত্তৃক গাগাভট্টের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মূল।

মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার হোউন ব্রহ্মপুত্র চিরঞ্জীব দাহ্ম ত্যাংতীল মনূচী কন্যা চিত্রগুপ্তাস দেউন বিবাহ কেলা. ত্যা বিচারেঁ পাহতাং বেদাধিকারী ব্রহ্ম কর্ম্মাস অধিকারী আহেত। এবংচ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়স্থ যাঁসীঁ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মকর্ম্মাধিকার [আহে] হা খচিতার্থ। কায়স্থ অশী সংজ্ঞা অন্য দুসর্‍্যা লোকাস নহ্বতী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারী বর্ণাস ধর্ম্ম, চার বর্ণাচে লোক তেহবাঁ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব বৈশ্য যা তীন বর্ণাঁস বেদাধিকার আহে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ একূণ ষট্‌কর্ম্মে ব সংস্কার আহেত [তে]—

গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়া নিষ্ক্রমোহন্নপ্রাশনং বপনক্রিয়া ॥ ১
উপনয়নং গোদানং সমাবর্ত্তননামকম্।
বিবাহঃ পুত্রকামায় সংস্কারঃ ষোড়শ স্মৃতা ॥ ২

অনুবাদ।

হইল। ব্রহ্মার চিরজীবী দশ জন মানসপুত্রের অন্তর্গত মনুর কন্যা চিত্রগুপ্তকে দান করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত করা হইয়াছিল। এই সকল কথার বিচার করিলে, তিনি বেদাধিকারী ও বেদবিহিত কার্য্যেও অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এতদ্বারা জানা গেল চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন। বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মকর্ম্মে (বেদোদিত কার্য্যে) তাঁহার অধিকার আছে। পূর্ব্বে কায়স্থ-সংজ্ঞা অপর কাহারও ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি-বর্ণের লোকেরই (চারিপ্রকার) ধর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের বেদে অধিকার আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম ও নিম্নলিখিত সংস্কারও আছে। যথা,—

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, বপন-ক্রিয়া (চূড়াকরণ), উপনয়ন, গোদান, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ। এই ষোড়শবিধ সংস্কারে তিন বর্ণেরই অধিকার আছে। শূদ্রের বেদাধিকার নাই। তাহা-

মূল।

একূণ সোলা সংস্কার য়েণেপ্রমাণেঁ তীন বর্ণাস আহেত। শূদ্রাঁস বেদাধিকার নাহীঁ সেবাবৃত্তীনেঁ অসাবেং। অশী বেদাজ্ঞা চালত অসতাং সূর্য্যবংশ বা সোমবংশাদি ক্ষত্রিয় পৃথ্বীবর রাজে রাজ্যাধিকারী অসতাঁ ত্রেতাযুগীঁ জমদগ্নিঋষি ব রেণুকাদেবী যাঁচ্যা আশ্রমী সহস্রার্জুন রাজা গেলা। ত্যানেঁ কামধেনূচ্যা লোভাস্তব জমদগ্নি য়াংচা বধ কেলা, ব রেণুকেস একবীস বার কেলে। তে সময়ীঁ রেণূকাদেবীনে আপলা পুত্র শ্রীপরশুরাম বিষ্ণুচা অবতার যাচেঁ স্মরণ কেলেঁ তেক্ষণী আশ্রমাস আলে। তেহ্বাঁ মাতেচী আজ্ঞা জাহলী কী ক্ষত্রীয়াঁনী নিরপরাধী পিত্যাস বধিলেঁ, মাঝ্যা আংগাবর একবীস ক্ষতেঁ শস্ত্রাঁনী কেলী য়াস্তব করেতাঁ তুঁ একবিস বেলাঁ নিঃক্ষত্রীয় পৃথ্বী করাবীঁ ত্যা আজ্ঞেনেঁ পরশুরামাস ক্রোধ উৎপন্ন হউন সহস্রার্জুনাসুদ্ধাঁ একবীস বেলাঁ পৃথ্বী

অনুবাদ।

দিগের প্রতি (দ্বিজাতির) সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবার বেদাজ্ঞা আছে। সেই আদেশ আবহমানকাল পালিত হইতেছিল।

অতঃপর সূর্য্যবংশীয় ও সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণের ধরাতলে রাজ্যাধিকার-ভোগকালে, ত্রেতাযুগে একদা সহস্রার্জ্জুন রাজা জমদগ্নি ঋষি ও রেণুকাদেবীর আশ্রমে গমন করেন। তিনি কামধেনুর লোভে জমদগ্নির বধ ও রেণুকার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিলেন। তখন রেণুকাদেবী স্বীয় পুত্র শ্রীপরশুরামকে স্মরণ করিলেন। পরশুরাম বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। স্মরণমাত্র তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতি মাতার এই আদেশ হইল যে, "ক্ষত্রিয়গণ তোমার নিরপরাধ পিতাকে বধ করিয়াছে এবং অস্ত্রাঘাতে আমার অঙ্গে একবিংশতি ক্ষত করিয়াছে। অতএব তুমি একবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় কর।" সেই আদেশ প্রাপ্ত হইলে জাতক্রোধ পরশুরাম সহস্রার্জ্জুনসহ পৃথিবীকে একবিংশবার ক্ষত্রিয়-শূন্য করিবার জন্য মহাস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এ জন্য তিনি দাক্ষিণাদিগ্বর্ত্তী শ্রীরামতীর্থে গমন

মূল।

নিঃক্ষত্রিয় করাবয়াস মহা অস্ত্রেঁ বা শস্ত্রেঁ পাহিজেত, য়াস্তব করিতাঁ দক্ষিণেস শ্রীরামতীর্থাস জাউন একবিস বর্ষে অনুষ্ঠান কেলেঁ, তেহ্বাঁ তেথেঁ শ্রীসদাশিব প্রসন্ন জাহলে। আণি পাশুপতাদিক অস্ত্রেঁ ব শস্ত্রেঁ ফরশ ইত্যাদি পরশুরামাস দেউন পৃথ্বীঁতং অজিংক্য হোশীল য়াঁপ্রকারে বর দিলা। তেহ্বাঁ পরশুরামানে প্রতিজ্ঞা কেলী কীঁ, একবিসবেলাঁ পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয় করূন ক্ষত্রিয় রুধিরেঁ মাতাপিতরাংচেঁ তর্পণ করীন, অশী প্রতিজ্ঞা করূন ক্ষত্রিয়বধার্থ পৃথ্বীবর গমন করূন সহস্রার্জুনাদিক ক্ষত্রিয় বধোন ক্ষত্রিয় রুধিরেঁ মাতাপিতরাংচেঁ তর্পণ কেলেঁ। একবীসবেলাঁ পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয় কেলী। আণি প্রতিজ্ঞা সিদ্ধীস নেলী। য়াপ্রমাণে প্রভাসখণ্ড (? ব আর্বুদখণ্ড ?) য়াত স্কন্দপুরাণান্তরী ব অন্যগ্রন্থী কথা আহে। পুঢ়ে ক্ষত্রিয় গগনোদরীঁ গেলে, কোণী পাতালী গেলে; কোণী জটাধারী, ব নটনর্ত্তক, ব পূজারী ইতক্যা যাতীমধেঁ গেলেঁ কোণী অরণ্যান্ত

অনুবাদ।

করিয়া একবিংশ বৎসর কাল তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। তখন তথায় শ্রীসদাশিব প্রসন্ন হইয়া পাশুপতাদি অস্ত্রশস্ত্র ও পরশু প্রভৃতি পরশুরামহস্তে সমর্পণ করিয়া "পৃথিবীতে অজেয় হইবে" এই বর প্রদান করিলেন। তখন পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "একবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়-রুধিরে মাতাপিতার তর্পণ করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি ক্ষত্রিয়-বধার্থ পৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক সহস্রার্জ্জুনাদি ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয়-শোণিতে পিতামাতার তর্পণ করিলেন। এইরূপে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে, আর্ব্বুদখণ্ডে ও অন্য গ্রন্থে আছে।

অতঃপর ক্ষত্রিয়গণ গগনোদরে প্রবেশ করিলেন। কেহ পাতালে গমন করিলেন, কেহ বা জটাধারী, নট, নর্ত্তক, পূজারী প্রভৃতি জাতির সহিত

মূল।

জাউন অনুষ্ঠানাস বসলে, ব সন্ন্যাশী জাহলে। কোণী ব্রহ্মবেষ ধরীলে ব ব্রহ্মচারী জাহলে। কোণী পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) শাস্ত্রী জাহলে, কোণী বনামধ্যে প্রবেশ করূন জীবাচে রক্ষণ করিতে জাহলে, কোণী ভারতী জাহলে। শ্রীদশরথাদি ক্ষত্রিয় স্ত্রীবেষ ঘেউন রাহিলে। জনকাদি ক্ষত্রিয় কেবল বিষ্ণুভক্ত সাত্ত্বিক সত্ত্বগুণী রাজ্য করীত হোতে ত্যাঁস শ্রীপরশুরামাচা উপদ্রব চাললা নাহী। অথবা শরণ হোউন রাহিলে। সহস্রার্জ্জুনাচা বধ করূন নির্ব্বংশ কেলা। পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয় করীত অসতাং যুদ্ধাংত চন্দ্রসেন রাজা ক্ষত্রিয় যাণেং বহুত যুদ্ধ কেলেং ত্যাচা বধ পরশুরামানে কেলা। কোট্যাবধী ক্ষত্রিয় দলাসুদ্ধাং মারিলে ক্ষত্রিয়াংচে পুত্র গর্ভাসুদ্ধাং চ্ছেদিলে। ত্যা ভয়েং করূন ক্ষত্রিয়াংচ্যা স্ত্রিয়া আপল্যাপলাং স্থলেং সোড়ুন বহুত আশ্রমাস গেল্যা। চন্দ্রসেনাচী স্ত্রী সুমন্ত রাজাচী কন্যা তী পরম পতিব্রতা হোতী।

অনুবাদ।

মিলিত হইলেন। অপরে অরণ্যে গিয়া তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিলেন। কেহ ব্রহ্মবেশ ধারণ করিলেন ও ব্রহ্মচারী হইলেন। কেহ বা পরিব্রাজক শাস্ত্রী হইলেন, কেহ বনে প্রবেশ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ ভারতী হইলেন। শ্রীদশরথাদি ক্ষত্রিয় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজা কেবল বিষ্ণুভক্ত ও সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন বলিয়া শ্রীপরশুরামের উপদ্রব, তাঁহাদিগের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না, অথবা তাঁহারা শরণাগত হইয়া রক্ষা পাইলেন। (পরশুরাম) সহস্রার্জ্জুনের বধ সাধন করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বংশ করিলেন।

এইরূপে পৃথিবী যখন নিঃক্ষত্রিয় হইতেছিল, তখন ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রসেন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধ করিলেন। পরশুরাম তাঁহাকে বধ করেন। কোটী কোটী ক্ষত্রিয়কে দলবলসহ বিনষ্ট করিলেন। ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগকে গর্ভচ্ছেদ করিয়াও মারিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ে ক্ষত্রিয়-রমণীগণ স্ব স্ব বা

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলপ্রথা।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলবিভাগ ও কুলপ্রথা, বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কায়স্থ-শ্রেণী এবং অন্যান্য জাতির কুলবিভাগ ও কুলপ্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাঙ্গালাদেশের কুল-প্রথাকে আমরা বল্লালী বলিয়া থাকি—সেনরাজ বল্লাল ইহার বিধাতা। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় প্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লালী নহে; ইহাকে পুরন্দরী বলা উচিত। বল্লালীতে কুল কন্যাগত, পুরন্দরীতে কুল জ্যেষ্ঠপুত্রগত। বল্লালী নিয়ম অনুসারে সকল কন্যাকেই উপযুক্ত কুলীনে দান করা উচিত, না করিলে দাতাকে কুলভ্রষ্ট হইতে হয়; পুরন্দরী কায়স্থকুলীন উপযুক্ত কুলীনকন্যাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিলেই তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষত থাকে, তিনি কন্যাগণকে অনায়াসেই অকুলীনে বা মৌলিকে দান করিতে পারেন।

মূলের পার্থক্যহেতু ফলের পার্থক্য অপরিহার্য্য। বল্লালী নিয়ম অনুসারে মৌলিকের কন্যাকে গ্রহণ করা দূষণীয়। বস্তুতঃ দূষণীয় জ্ঞান না থাকিলে কন্যাগত কুলের রক্ষা নাই। কুলীনগণ সহজে মৌলিকের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হন না; সুতরাং কুলীন-কন্যাগণ সৎপাত্রে অর্থাৎ কুলীনে সহজে প্রদত্ত হইতে পারে। এদিকে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে কুলীন ও মৌলিকের কন্যা বা পুত্রে বিশেষ প্রভেদ নাই; জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রের ও কন্যাগণের বিবাহে কোন প্রকার বাধা নাই। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মৌলিকের বিশেষ হীনতা নাই। সাধারণতঃ কুলীন-কন্যা ও মৌলিক-কন্যার আদরের বিশেষ তারতম্য নাই। কুলীনগণের মর্য্যাদা খুব বেশী বটে, আদরও খুব, কিন্তু মৌলিকের সংস্রব দূষণীয় নহে।

এই ত মূলের বিভিন্নতা; শাখা প্রশাখার বিভিন্নতা আরও অধিক। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলের বিভাগে প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলীন। কিন্তু ঘোষ, বসু বা মিত্রমাত্রই কুলীন নহে, অনেকে অকুলীন। অন্যান্য

শ্রেণীতে মিত্র কুলীন নহে। বঙ্গে গুহ কুলীন, উত্তররাঢ়ে সিংহ কুলীন। সকল শ্রেণীর ঘোষেই মকরন্দ ঘোষের সন্তান, বসুমাত্রেই দশরথ বসুর সন্তান। মিত্রমাত্রই কালিদাস মিত্রের সন্তান ও গুহমাত্রই বিরাট গুহের সন্তান। পুরুষোত্তম দত্ত সকল শ্রেণীর বালার দত্তদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কথিত আছে যে, সেনরাজ বল্লাল দত্তদিগকে কুলীন-শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু কিরূপে ও কোন্ সময়ে মিত্রগণ বঙ্গে ও উত্তররাঢ়ে অকুলীন হইলেন এবং গুহ রাঢ়ে অকুলীন হইলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। পরে এ বিষয়ে বিচার করা যাইবে।

প্রত্যেক কুলীনবংশে দুই সমাজ আছে। ঘোষবংশীয়গণ বালী অথবা আকনা সমাজভুক্ত। মাহীনগর ও বাগাণ্ডা বসুদিগের দুইটী সমাজ এবং বড়িসা ও টেকা দুইটী মিত্রসমাজ।

দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কুল নয় প্রকার, পাঁচটী মূল ও চারিটী শাখা। কথিত আছে, পুরন্দর খাঁ এই বিভাগ করেন, তজ্জন্য প্রথার নামই পুরন্দরী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, পুরন্দর কেবল চারিটী মূল ও তিনটী শাখা কুলের সৃষ্টি করেন—মুখ্য, কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়জ (তুর্যক) মূল ও কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়জদিগের দ্বিতীয় পো এই তিন শাখা। মুখ্যের দ্বিতীয় পো নাই। পরে কোন সময়ে ছ-ভায়া (যড়্‌ভ্রাতা) কুলের ও তাহার শাখার সৃষ্টি হইয়াছে।

মুখ্য কুলীন—মুখ্য কুলীন কুলীনশ্রেষ্ঠ। জন্ম দ্বারা তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুখ্য, দ্বিতীয় কনিষ্ঠ, তৃতীয় মধ্যাংশ ও চতুর্থ তেয়জ হইয়া থাকেন। পরে দেখা যাইবে, দানগ্রহণানুসারে এই নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়।

আবার মুখ্য কুলীন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রকৃত, সহজ ও কোমল। আদিপুরুষ হইতে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পুত্র প্রকৃত মুখ্য। মিত্রদিগের জ্যেষ্ঠবংশের লোপ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্য কেহই নাই। ঘোষবংশে বালী-সমাজে একটী ও বসুবংশে মাহীনগর-সমাজে একটী প্রকৃত-মুখ্য আছেন, অপর দুই সমাজে প্রকৃত মুখ্যের বংশাভাব হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ দুই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুলীন। প্রকৃত মুখ্যপদ জ্যেষ্ঠত্বানুসারে নির্ণীত হয় বটে, কিন্তু বালী-সমাজে একটী ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

সহজমুখ্য—প্রকৃত-মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র জন্ম দ্বারা ক্রমান্বয়ে কনিষ্ঠ ও ছ-ভায়া হইয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত বা সহজমুখ্যের কন্যার সহিত স্ব স্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে, তাঁহারা বাড়িয়া সহজমুখ্য হইতে পারেন। এইরূপে গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা সচরাচর বাড়ি-সহজমুখ্য বলিয়া পরিগণিত হন। বাড়ি সহজমুখ্যের জ্যেষ্ঠপুত্র-জন্ম দ্বারাই সহজমুখ্য হইয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে আর বাড়ি-সহজমুখ্য বলা যায় না। কিন্তু আবার সহজমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বাড়ি সহজমুখ্য। তাঁহারাও গ্রহণ দ্বারা সহজ হইতে পারেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া কুলীনের কন্যাকে আনয়ন করাকে 'গ্রহণ' বলে।

কোমল মুখ্য—পূর্ব্বে এইরূপ রীতি ছিল যে, প্রকৃত মুখ্যের ৪র্থ পুত্র কোমল মুখ্য হইতেন, কিন্তু তাঁহার পদরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রকৃতের বা সহজের কন্যা গ্রহণ করিতে হইত। জন্ম-কোমলমুখ্যের কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারিলেও তিনি কুল রক্ষা করিতে পারিতেন। সহজের তৃতীয় পুত্রও পূর্ব্বে কোমলমুখ্য হইতেন। ইদানীন্তন নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে কোমলমুখ্য কেবল কোমলের পুত্রগণই হইয়া থাকেন এবং সহজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কোমলের কন্যা গ্রহণ করিলে কোমলত্ব প্রাপ্ত হন। কোমলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বাড়ি-কোমলমুখ্য। তাহাদের কোমল-মুখ্যত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রকৃত জন্ম-সহজ বা জন্ম কোমল মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রকৃত-মুখ্য—প্রকৃত, সহজ এবং কোমল তিনশ্রেণী হইতেই কন্যা গ্রহণদ্বারা প্রকৃতত্ব রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার জন্ম ভাব সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু মুখ্য ভিন্ন অন্য কুল হইতে গ্রহণ করিলে তাঁহার কুলক্ষয় হয়।

সহজমুখ্য—জন্ম দ্বারা কুল প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলে প্রকৃত বা সহজ বা কোমল মুখ্য হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মুখ্য ভিন্ন অন্য কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার মুখ্যত্বের লোপ হয়। বাড়ি-সহজমুখ্য প্রকৃত বা সহজ জন্মমুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে সহজমুখ্যত্ব প্রাপ্ত হন। কোমলমুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে কোমলমুখ্যত্ব প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ মুখ্যের প্রথমা কন্যা গ্রহণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য, কিন্তু এই নিয়মের অনেক ব্যত্যয় হইয়া থাকে। যে কন্যাকে মৌলিককে বিবাহ দেওয়া যায়, তাহাকে গণনার ভিতর আনা যায় না অর্থাৎ কুলীনের প্রথম কন্যা মৌলিকে দান করিলে, দ্বিতীয়া

কন্যা কুলকার্য্য সম্বন্ধে প্রথমার পদ প্রাপ্ত হয়। প্রথম কন্যাকে মুখ্যকুলীনে দানের পর দ্বিতীয় কন্যাকে পুনর্ব্বার মুখ্যকুলীনে দান করার দৃষ্টান্ত অনেক লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতে দাতার ক্ষতি হয় না। কিন্তু গৃহীতার কুলহানি না হইলেও কুলের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে এবং প্রথমা কন্যার গৃহীতা বাড়ি-মুখ্য হইলে,তাহার বিশেষ দোষ হয়। সেই দোষকে উত্থোড় বলে। মুখ্যের চতুর্থ বা পঞ্চম কন্যা গ্রহণ দ্বারাও মুখ্য কুল রক্ষা হইতে পারে। সেইরূপ কন্যাকে ঘটকেরা 'পরছেই' বলিয়া থাকেন।

গ্রহণ সম্বন্ধে সহজমুখ্যের ঐরূপ নিয়ম, কোমলমুখ্যেরও সেইরূপ। তাঁহাদিগকে বাড়িতে হইলে প্রকৃত বা জন্ম-সহজ বা জন্মকোমল মুখ্যের কন্যাকে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা তাঁহাদের কুলহানি হইয়া থাকে।

মুখ্যকুলীনের কন্যা গ্রহণ না করিয়া, নিম্ন শ্রেণীস্থ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে মুখ্যকে মুখ্যত্ব হইতে চ্যুত হইতে হয়। তিনি কন্যাদাতার কুলপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ কনিষ্ঠের কন্যা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে কনিষ্ঠ হইতে হয়। তেয়জের কন্যা গ্রহণ করিলে তেয়জ হইতে হয়। মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার কুলের লোপ হয়; তিনি আর কুলীন থাকে না, বংশজ বা অকুলীন হইয়া পড়েন।

কুলীনদিগের দানের বিশেষ নিয়ম নাই। তাঁহারা কুলীন বা মৌলিককে যথেচ্ছা দান করিতে পারেন। উপযুক্ত কুলীনে দান করা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় নাই, সাধারণতঃ একটী কন্যা উপযুক্ত কুলীনে দান করা কর্ত্তব্য। মুখ্যের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে সমান কুলীনে অর্থাৎ মুখ্যে, দ্বিতীয় কন্যাকে কনিষ্ঠ কুলীনে,তৃতীয় কন্যাকে ছভায়া কুলীনে,চতুর্থ কন্যাকে মধ্যাংশ কুলীনে ও পঞ্চম কন্যাকে তেয়জ কুলীনে অর্পণ করিতে পারিলে বিলক্ষণ গৌরব আছে। তাহার পর পুনর্ব্বার মুখ্য, কনিষ্ঠ প্রভৃতিকে ক্রমান্বয়ে দান করারও নিয়ম আছে। অনেক স্থলেই এই নিয়মের ভঙ্গ হইতে দেখা যায় ও এক্ষণে তাহা বিশেষ দূষণীয় নহে।

কোনও মুখ্যকুলীন উপযুক্ত মুখ্যকুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া, পরে দ্বিতীয় পুত্রের কনিষ্ঠ কুলীনের কন্যার সহিত, তৃতীয়ের মধ্যাংশ কুলীনের কন্যার সহিত ও চতুর্থের তেয়জ কুলীনের কন্যার সহিত

বিবাহ দিতে পারিলে এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ পাঁচটী কন্যাকে ক্রমান্বয়ে মুখ্যাদি কুলীনে দান করিতে পারিলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে ঘটকেরা নবরঙ্গী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বংশধরেরা বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলের বর্ত্তমান প্রণালীর বিধাতা পুরন্দর খাঁ নবরঙ্গী ছিলেন। শ্রীমান্ বসু ও রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীও নবরঙ্গ ছিলেন।

কনিষ্ঠকুল—মুখ-কুলীনের দ্বিতীয়পুত্র জন্ম দ্বারা কনিষ্ঠ কুলীন হইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,তিনি জন্মমুখ্য কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে বাড়িয়া মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা না পারিলে তিনি কনিষ্ঠ ভাবেই থাকেন। মুখ্য-কুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয়পুত্র গ্রহণ দ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে, চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র উপযুক্ত গ্রহণ দ্বারা কনিষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র-জন্ম দ্বারা কনিষ্ঠ নহেন। কিন্তু তিনি উপযুক্ত দানগ্রহণ দ্বারা কনিষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাকে বাড়ি-কনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে। কনিষ্ঠ কুলীনের সংখ্যা এক্ষণে অত্যন্ত কম। কনিষ্ঠ কুলীন কনিষ্ঠকে কন্যা দান করিলে শ্রেষ্ঠ কার্য্য হয়, কিন্তু তাঁহাদের নিজের কুলরক্ষার্থ মুখ্যকুলীনের দ্বিতীয় কন্যাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মুখ্যকুলীনের দ্বিতীয় কন্যাকে গ্রহণ করিলে এবং কনিষ্ঠকে বা ছভায়াকে কন্যাদান করিতে পারিলে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। যদি জন্ম-কনিষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্যের দ্বিতীয় পুত্র মুখ্যত্ব প্রাপ্ত না হইয়া কনিষ্ঠই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কুলরক্ষার্থ কনিষ্ঠের প্রথম কন্যা গ্রহণ করাও অপ্রশস্ত নহে। দ্বিতীয় কন্যাকে গ্রহণ করিলেও কুলরক্ষা হয়, কিন্তু তন্নিম্ন কুল হইতে গ্রহণে তাঁহার কুলহানি হইয়া থাকে। মুখ্যের চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র ও কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখ্যের দ্বিতীয় কন্যা গ্রহণ ভিন্ন কুলরক্ষা হয় না। এই জন্য সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, "কনিষ্ঠ কুল দোছেই মূল।" ছেই শব্দের অর্থ কন্যা।

ছ-ভায়া (ষড়্ভ্রাতা)—কনিষ্ঠ কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র-জন্ম দ্বারা ছ-ভায়া হইয়া থাকেন; তাঁহাকে জন্ম-ছভায়া বলে। জ্যেষ্ঠ পুত্র (বাড়ি-ছভায়া) মুখ্যের তৃতীয় কন্যা, জন্ম কনিষ্ঠ কুলীন ও জন্ম-ছভায়ার প্রথম কন্যা গ্রহণ দ্বারা কুলরক্ষা করিতে পারেন। বাড়ি-ছভায়া মুখ্যের তৃতীয় কন্যা গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাহার কুলনাশ হয়। সাধারণতঃ বলিয়া থাকে 'ছভায়া কুল তেছেই মূল।' ছভায়া কুলীনের সংখ্যাও খুব কম।

মধ্যাংশ—ছভায়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মমধ্যাংশ ও মধ্যাংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রও জন্ম-মধ্যাংশ। মুখ্যকুলীনের তৃতীয় পুত্রও জন্ম মধ্যাংশ। মুখ্য কুলীনের ষষ্ঠ ও সপ্তম পুত্র পূর্ব্বোক্তরূপে মধ্যাংশ হইতে পারেন। মুখ্য কুলীনের ৩য় বা ৪র্থ কন্যাকে গ্রহণ করাই জন্ম-মুখ্যের কর্ত্তব্য। ছভায়ার জ্যেষ্ঠ কন্যা বা মধ্যাংশের জ্যেষ্ঠ কন্যা গ্রহণ করিলেও কোন বিশেষ দোষ হয় না। মুখ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যা এবং কনিষ্ঠের ও ছভায়ার প্রথমা কন্যা ভিন্ন অন্য কন্যাকে গ্রহণ করা বাড়ি-মধ্যাংশের অকর্ত্তব্য; তাহাতে কুল রক্ষা হয় না।

তেয়জ—তেয়জের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্ম-তেয়জ। মুখ্যের চতুর্থ পুত্রও জন্ম-তেয়জ। মুখ্যের অষ্টম এবং নবম পুত্র কনিষ্ঠের ও মধ্যাংশের দ্বিতীয় পুত্র বাড়ি-তেয়জ। জন্ম-তেয়জের, মুখ্যের চতুর্থ বা পঞ্চম কন্যা অথবা মধ্যাংশের প্রথমা কন্যাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠ কুলীনের দ্বিতীয় কন্যা ও জন্ম তেয়জের প্রথম কন্যা গ্রহণ করারও রীতি আছে, কিন্তু তাহাতে কুলের নাশ না হইলেও নিন্দা আছে। বাড়ি তেয়জের গ্রহণ সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম; কিন্তু তেয়জের প্রথম কন্যা গ্রহণ করায় তাহার কুলনাশ হয়।

দ্বিতীয় কুল—কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পো, ছভায়ার দ্বিতীয় পো, মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো, তেয়জের দ্বিতীয় পো—এই চারিটী শাখা কুল। মুখ্যাদি পঞ্চকুলকে গাছকুল বলে। এক্ষণে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে মধ্যাংশ-দ্বিতীয়পোর সংখ্যা অনেক বেশী, অন্যান্য শাখা কুলের সংখ্যা খুব কম। কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রেরা কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পো; ছভায়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রেরা ছভায়ার দ্বিতীয় পো, মধ্যাংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রেরা মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো। তদ্রূপ তেয়জের দ্বিতীয় পো। কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পোর, তেয়জের প্রথম কন্যা অথবা কনিষ্ঠের দ্বিতীয় কন্যাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ছভায়ার দ্বিতীয় পোর তেয়জের প্রথম কন্যা অথবা ছভায়ার দ্বিতীয় কন্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মধ্যাংশের দ্বিতীয় পোর তেয়জের প্রথম কন্যা, মধ্যাংশের দ্বিতীয়াদি কন্যা ও মধ্যাংশের দ্বিতীয় পোর কন্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কুলের এক্ষণে বিশেষ বাধা-বাধি নাই। সাধারণতঃ মধ্যাংশের দ্বিতীয় পোর সহিত মধ্যাংশের দ্বিতীয় পৌর কার্য্য হইয়া থাকে। তেয়জের দ্বিতীয় পোর মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো অথবা তেয়জের দ্বিতীয় পোর কন্যাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজে সম্বন্ধ।

বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-সমাজভুক্ত শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ কনোজাগত কায়স্থ-প্রধানগণের সন্তান, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আদিপুরুষগণের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইবার কারণ ও তৎপরবর্ত্তি-কালে পরস্পর সম্বন্ধ এই কয়টী জ্ঞাতব্য বিষয় অনেকেই বোধ হয় বিশেষরূপে আলোচনা করেন নাই অথবা অবগত নহেন। সেই জন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-সমাজের আদি পরিচয় ও সম্বন্ধ-বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

ধ্রুবানন্দমিশ্র কর্ত্তৃক সংস্কৃতভাষায় রচিত বঙ্গজ-কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে:—

মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করেন। কান্যকুব্জাধিপতি রাজা আদিশূরের যজ্ঞ সুসম্পন্ন ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য দশজন দ্বিজকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চ প্রধান (কায়স্থ) গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং বিপ্র পঞ্চ গোযানে আরোহণ করিয়া আদিশূরের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। * ব্রাহ্মণদিগের যোদ্ধৃবেশ দর্শন করিয়া রাজা বিষাদে নিমগ্ন হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। নৃপতির অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠোপরি রক্ষা করেন, তাহাতে সেই কাষ্ঠ সজীব হইয়া তৎক্ষণাৎ নূতন

* "কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ রাজার্থে বিধৃত সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ॥
বঙ্গেশ্বরো মহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥
গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পক্তিবেশসমন্বিতাঃ॥" (মিশ্রকারিকা)

পল্লবাদি ধারণ করিয়াছিল।' সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া পাত্র মিত্র সহ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে আগমন করেন ও বহুবিধ স্তব করিয়া পাদ্যার্ঘ ও তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিয়াছিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ প্রধান (কায়স্থ) আসনে উপবেশন করিলে, মহারাজ আদিশূর তাঁহাদের পরিচয় ও গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করেন। ভট্ট পঞ্চ বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় দিয়াছিলেন। পঞ্চ প্রধানের পরিচয় এইরূপ :—

'সুকৃতরূপ অলি যাঁহার পরিচ্ছদ, ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে যাঁহার বড়ই অনুরাগ, প্রভাব-সম্পন্ন ও ঘোষবংশের সূর্য্যস্বরূপ এই সেই মকরন্দ। যাঁহার বংশ চন্দ্রবংশের ন্যায় বিখ্যাত ও দেবলোকও যে কুলের বশীভূত; ইনি সৌকালিন গোত্রসম্ভূত ও শৈব, দেবপূজ্যা কালিকা ইঁহার কুল-দেবী। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিকদিগের অগ্রগণ্য, সূর্য্যধ্বজের বংশধর এবং বীরাগ্রগণ্য।

(২য় দশরথ বসু)—'বসুতুল্য যে বসু পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, এই দশরথ সেই বসুর বংশোদ্ভব। ঐ বংশের জ্যেষ্ঠ হইতে জন্ম লাভ করিয়া দশরথ জগতে বিদিত হইয়াছেন। ইনি চন্দ্রের স্বরূপ, চেদিরাজ বসুর বংশসম্ভূত, গৌতম গোত্রজ, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, নির্ম্মল মতিমান্, মহাতান্ত্রিক ও বীরশ্রেষ্ঠগণের অগ্রণী।

(৩য় বিরাট গুহ)।—'ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব গুহের বংশধর, কুলপদ্মের মধু আহরণে নিরত ও বহু পুণ্যসমন্বিত। ইনি বিরাট পুরুষের সদৃশ বলিয়া ইঁহার নামও বিরাট। ইনি সুতাপস মহাবাহু, কাশ্যপগোত্রসম্ভব, শ্রীহর্ষশিষ্য, কালিকাভক্ত, দ্বিজগণের প্রতিপালক ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য। ভট্ট যখন গুহ শব্দ উচ্চারণ করেন, তখন রাজার সভ্যগণ হাস্য করিয়াছিলেন।

(৪র্থ কালিদাস মিত্র)।—'যশস্বীদিগের মধ্যে যশোধর, সর্ব্বদা সকলের নিকট সমাদৃত, সত্ত্বগুণশালী এবং শরৎকালের সুধাংশুর ন্যায় যাঁহার যশঃ দীপ্তিমান্ ইনিই সেই কালিদাস। ইনি সূর্য্যসম তেজস্বী, সমুদ্রস্বরূপ মিত্রবংশে সমুৎপন্ন, চন্দ্রবংশোদ্ভব, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য, বিশ্বামিত্র গোত্রজ, শাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল, সুধীর ও প্রাজ্ঞ। ইঁহার কুলদেবী আদ্যাপ্রকৃতি।

(৫ম পুরুষোত্তম দত্ত)।—'এই পুরুষোত্তম অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব, সুদত্তকুলপ্রদীপ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, মহাকৃতী, মহামানী ও কুলভৃদ্গণের অগ্রগণ্য, সকলকে

রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন। ইনি শুকসেনবংশসম্ভূত, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের শ্রেষ্ঠ, মৌদ্গল্যগোত্রজ, শস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর ও বলবান্। মহাদেব ইঁহার কুলদেবতা *।

বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকায় পঞ্চ কায়স্থের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আধুনিক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায়ও প্রায় ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় কারিকায় প্রভেদ এই, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ পঞ্চ-কায়স্থের পরিচয় দিবার সময়, দশ দ্বিজস্থানে 'পঞ্চদ্বিজ' ও 'পঞ্চশূদ্র' এবং শিষ্যস্থানে 'ভৃত্য' যোগ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয়-স্থলে 'মৌদ্গল্যগোত্র' না বলিয়া 'ভরদ্বাজগোত্র' এবং বিরাটগুহস্থানে 'দশরথ গুহ' নামোল্লেখ করিয়াছেন।

* "সুকৃতালিকৃতাম্বর এব কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতির্দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টপতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং প্রথিতেন্দুযশঃসুরলোকবশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশঃ;
স সৌকালিনগোত্রজঃ শৈব এব তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্যঃ সূর্য্যধ্বজধরঃ ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ॥
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশোদ্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতো গুণার্ণবৈর্নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তু নঃ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বৈভবকুলসাগরে॥
স চ চৈদ্যকুলাম্বুজসোমসমঃ গৌতমগোত্রতঃ শ্রী।
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকো মতিনির্ম্মলাস্তঃ।
মহাতান্ত্রিকো বারবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতো বিরাটপুরুষঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ॥
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ সদা দ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ।
নিশম্য ভট্টেন গুহ প্রভাষিতং নৃপালসভ্যৈরতিহাস্যমাশ্রিতং॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ প্রমত্তসত্ত্ববানয়ং শরৎসুধাংশুবদ্যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপদ্বিষালিযোষিদালিকো বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিকাদাসচন্দ্রকঃ।
স চ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথিনাং বরোঽহরম্।
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্রগোত্রঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরশ্চ প্রাজ্ঞঃ॥
আদ্যপ্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য।
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তস্য কুলোদ্ভবঃ। সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাকৃতির্মহামানী চ কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ। স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ।
স চ শৈকসেনাধরো শৈববরো রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী পিনাকপাণিঃ কুলদেবতা চ॥" (মিশ্রকারিকা।)

পুরুষোত্তম দত্তের গোত্র ও গুহবংশের আদিপুরুষের নামপার্থক্য কেন হইল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগ্রন্থে ঘোষ, বসু, মিত্র ও দত্ত এই কয়বংশের কুলপরিচয় ও বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গুহবংশের বিস্তৃত বংশাবলী ও পূর্ব্বপরিচয় কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই। অধিক সম্ভব, শ্রেণীবিভাগকালে গুহবংশ দক্ষিণরাঢ়ে ছিলেন না! বল্লালসেন যে সময় কৌলীন্য প্রদান করেন, তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ না থাকায় কেবল ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন বংশ কুলীন হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের গুহগণ ঘোষ, বসু ও মিত্রের সহিত কুলমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকা হইতে জানা যায়,—গুহবংশে যে ব্যক্তি বল্লালী কৌলীন্য লাভ করেন, তাঁহার নাম দশরথ গুহ, ইনি বিরাটগুহের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে কোন কোন গুহবংশধর দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বাস করিলেন এবং বাস-নিবন্ধন এখানেই আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন,—প্রথমে ইঁহারা কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন, পরে কি কারণে বলা যায় না, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন-সমাজ গুহকে সন্মৌলিক বলিয়া গণ্য করিলেন। এই দক্ষিণরাঢ়াগত গুহগণ বল্লালী মর্য্যাদাপ্রাপ্ত দশরথ গুহকেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেন, তদনুসারেই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের আধুনিক কুলাচার্য্যগণ দশরথ গুহকেই আদিশূরের সভায় আগত গুহবংশের আদিপুরুষ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক গুহবংশের আদিপুরুষ বিরাট গুহের বহুপুরুষ পরে বল্লালসেনের সময় দশরথ গুহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কুলগ্রন্থের উক্ত পরিচয় হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ পঞ্চ ঘর (ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্তবংশ) আদিশূরানীত সেই পঞ্চ কায়স্থেরই বংশধর। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু এক্ষণে তাঁহারা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কতকাল একত্র থাকিয়া পরস্পরে সামাজিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং কোন্ সময়ে ও কোন্ পুরুষ হইতে উভয় দল ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন?

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় এইরূপ বংশলতা দেখা যায়:—

- মকরন্দ ঘোষ
  - পুরুষোত্তম
    - ভবনাথ (দক্ষিণরাঢ়ী)
      - মহাদেব
        - গাব
          - প্রভাকর (আকনা)
          - নিশাপতি (বালী)
  - সুভাষিত (বঙ্গগত)
    - চতুর্ভুজ (বঙ্গজ)

- দশরথ বসু
  - কৃষ্ণ (দক্ষিণরাঢ়ী)
    - ভবনাথ
      - হংস
        - শুক্তি (বাগাণ্ডা)
        - মুক্তি (মাহীনগর)
        - অলঙ্কার (বঙ্গগত)
  - পরম (বঙ্গগত)
    - লক্ষ্মণ (বঙ্গজ)
    - পূষণ

- কালিদাস মিত্র
  - শ্রীধর (দক্ষিণরাঢ়ী)
    - শুক্তি
      - সৌভরি
        - হরি
          - সোম
            - কেশব
              - মৃত্যুঞ্জয়
                - ধুঁই (বড়িসা)
                - গুঁই (টেকা)
  - অশ্বপতি (বঙ্গগত)

- পুরুষোত্তম দত্ত
  - গোবর্দ্ধন
    - নীলাম্বর
      - হরি
        - গোবিন্দ
          - দিবাকর
            - মহীপতি
              - বিনায়ক
                - নারায়ণ দত্ত (বল্লালসেনের সমসাময়িক)
                  - গদাধর (বালীসমাজ)
                  - হাড়ো
                  - রবিদাস
                  - মুরারি দত্ত (বঙ্গগত)
    - কনক দত্ত (বংশাভাব)

বঙ্গজ কায়স্থগণের মুদ্রিত বংশাবলীতে এইরূপ তালিকা দৃষ্ট হয় *:—

* শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণীর যত্নে শ্রীচন্দ্রকান্ত গুহ মৌলিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত কায়স্থবংশাবলী দ্রষ্টব্য।

- মকরন্দ ঘোষ
  - সুভাষিত
    - চতুর্ভুজ (বঙ্গজ)
      - গঙ্গাধর
        - সুভানন্দ
          - রাম
          - কার্ণ্য
          - রাঘব
          - কালসি
  - পুরুষোত্তম
    - ভবনাথ (দক্ষিণরাঢ়)

- কালিদাস মিত্র
  - অশ্বপতি (বঙ্গগত)
    - তারাপতি (বঙ্গজ)
      - গোট
        - বাহন
          - শৌরী
            - জয়ী
            - পাই
  - শ্রীধর (দক্ষিণরাঢ়)

- দশরথ বসু
  - পরম
    - লক্ষ্মণ
    - পূষণ
      - দিবাকর (বঙ্গজ)
        - বাগ্ভট্ট
          - উদন
          - দণ্ডপাণি
          - তমোপহ
          - বিভাকর
  - কৃষ্ণ (দক্ষিণরাঢ়)
    - ভব
      - হংস
        - শুক্তি
        - মুক্তি
        - অলঙ্কার (বঙ্গগত)

- পুরুষোত্তম দত্ত
  - অর্ক দত্ত
    - নারায়ণ
      - মুরারি
        - পুরদত্ত
          - গোবিন্দ

উপরে যে বংশলতা উদ্ধৃত হইল, কেবল দক্ষিণরাঢ়ীয় দত্তবংশ ভিন্ন আর কোনটাই আদিকুলাচার্য্যকারিকা-সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের মুদ্রিত কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে, মকরন্দের ৬ষ্ঠ পুরুষে প্রভাকর ও নিশাপতি ঘোষ, দশরথের ৫ম পুরুষে শুক্তি ও মুক্তি বসু, কালিদাসের ৯ম পুরুষে ধুঁই ও গুঁই মিত্র এই ছয় জন প্রকৃতমুখ্য কুলীনে পদাভিষিক্ত হইয়া বল্লালের সভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।*

* কায়স্থ-কুলরক্ষিণী-সভা হইতে প্রকাশিত কায়স্থকারিকা ১৫পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এদিকে ধ্রুবানন্দমিশ্রের বঙ্গজ কারিকার বিভিন্ন স্থানে লিখিত আছে,—

"বসুবংশেষু মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজমহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥"

১। "দশরথঃ প্রধানশ্চ কায়স্থানাং চূড়ামণিঃ।
আদিশূরসমানীতো যথা গঙ্গা ভগীরথৈঃ॥
তস্যাপি বংশসঞ্জাতৌ পরমকৃষ্ণকৌ বসু।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তৌ কুলীনৌ তৌ কুলেশ্বরৌ॥
স্থিতঃ কৃষ্ণবসু রাঢ়ে পরমো বঙ্গদেশকে।
তয়োশ্চ কুলমাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুং॥
দ্বৌ পুত্রৌ পরমাজ্জাতৌ খ্যাতৌ লক্ষ্মণপূষণৌ॥"

২। "মকরন্দঃ প্রধানশ্চ কায়স্থানাং শিরোমণিঃ।
আদিশূরসমানীতো যথা গঙ্গা ভগীরথৈঃ॥
তদ্বংশে চ সমুদ্ভূতৌ ভবনাথ-সুভাষিতৌ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তৌ কুলীনৌ তৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥
খ্যাতো বঙ্গে সুভাষিতঃ ঠক্কুরশ্চ মহাবলী।
খ্যাতো দক্ষিণরাঢ়ে চ ভবনাথো মহাকৃতিঃ॥
সুভাষিতস্য দ্বৌ পুত্রৌ মহাকীর্ত্তিচতুর্ভুজৌ।"

৩। "কালিদাসপ্রধানশ্চ কায়স্থানাং শিরোমণিঃ।
আদিশূরসমানীতো যথা গঙ্গা ভগীরথৈঃ॥
তদ্বংশে চ সমুদ্ভূতৌ শ্রীধরাশ্বপতী বলৌ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তৌ কুলীনৌ তৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥
অশ্বপতিমিত্রঃ খ্যাতো বঙ্গে চ ঠক্কুরদ্যুতিঃ।
খ্যাতো দক্ষিণরাঢ়ে চ শ্রীধরশ্চ মহাকৃতিঃ॥"

৪। "দত্তবংশসমুদ্ভূতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতিস্তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনম্॥"

ধ্রুবানন্দ ঘটকের উক্ত কারিকা হইতে জানা যাইতেছে, কান্যকুব্জ

হইতে যে পঞ্চ কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন, বল্লালসেনের সময় তাঁহাদেরই বংশে পরম ও কৃষ্ণ বসু, সুভাষিত ও ভবনাথ ঘোষ এবং শ্রীধর ও অশ্বপতি মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণ, ভবনাথ ও শ্রীধর দক্ষিণরাঢ়ে বাসহেতু দক্ষিণরাঢ়ী এবং বঙ্গে বাসহেতু পরমের পুত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ বসু, সুভাষিতের পুত্র চতুর্ভুজ ও মহাকীর্ত্তি ঘোষ, অশ্বপতি মিত্র, বিরাটগুহ-বংশীয় দশরথ গুহ এবং পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণদত্ত বল্লাল কর্ত্তৃক বঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিনয়হীনতাপ্রযুক্ত বল্লালসেন নারায়ণদত্তকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন নাই, তদ্ব্যতীত অপর সকলেই কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের হস্তলিখিত কারিকায় পাওয়া যাইতেছে যে, পুরুষোত্তমের নবম পুরুষে নারায়ণদত্ত জন্মগ্রহণ করেন, ইনি বল্লালসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। আবার বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, নারায়ণ দত্ত তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

এখন কথা হইতেছে, মুদ্রিত বঙ্গজ-কায়স্থ বংশাবলী অনুসারে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের পুত্র অথবা পৌত্রগণ গৌড়াধিপ বল্লাল কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন, তখন কিরূপে কনোজাগত পুরুষোত্তম দত্তের অধস্তন নবম পুরুষোদ্ভব নারায়ণ দত্ত উক্ত প্রথম বল্লালী কুলীনগণের সমসাময়িক হইবেন। অপর পক্ষে মুদ্রিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকায় প্রভাকর নিশাপতি প্রভৃতি ছয় জন মুখ্য কুলীনকে কিরূপেই বা বল্লালের সমসাময়িক বলা যায়? কারণ দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থমাত্রেই অবগত আছেন যে, গৌড়াধিপ হোসেনশাহের রাজস্বসচিব পুরন্দর খাঁ (১৪৯৪ খৃঃ অঃ) খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলীনগণের ১৩শ পর্য্যায় লইয়া প্রথম সমীকরণ ও কুলবিধি প্রচার করেন। গৌড়াধিপ বল্লালসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। এরূপ স্থলে ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের প্রভাকর ও নিশাপতি ঘোষ, ৫ম পর্য্যায়ের শুক্তি ও মুক্তি বসু এবং ৯ম পর্য্যায়ের ধুঁই ও গুঁই মিত্রের সন্তানগণ কিরূপে পুরন্দর খাঁর সময়ে ১৩শ পর্য্যায়-ভুক্ত হইতে পারেন? পুরন্দর খাঁ ও উক্ত ৬ জন মুখ্য কুলীনের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত বর্ষ ব্যবধান। এই সাড়ে তিনশত বর্ষে

অন্ততঃ ১০।১২ পুরুষ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে ১৩শ পর্য্যায় না, ১৭শ হইতে ২০ পর্য্যায় হইয়া পড়ে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রভাকরাদি ছয় ব্যক্তি কখনই বল্লালসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন না। দক্ষিণরাঢ়ীয় প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকাতেও এরূপ কথা লিখিত নাই। বরং ধ্রুবানন্দমিশ্র যেরূপ কৃষ্ণ, ভবনাথ ও শ্রীধরকে বল্লালের সমকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ রামানন্দ প্রভৃতি রচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় ইহার পোষকতা আছে।

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ বল্লালসেনের ৩৫০ বর্ষেরও কিছু পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন* এবং মহারাজ বল্লালসেন ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর সম্পূর্ণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন†। সুতরাং আদিশূর কিঞ্চিদূর্দ্ধ একাদশ শত এবং বল্লালসেন সার্দ্ধসপ্তশতবর্ষ পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ প্রধানতঃ তিন পুরুষে এক শতাব্দ গণনা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আদিশূরানীত কায়স্থগণের মধ্যে ৩৩।৩৪ পুরুষ ও বল্লালসেনের সময় ২৩।২৪ পুরুষ হওয়া উচিত। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজদিগের বংশাবলী আলোচনা করিলে প্রধানতঃ ২৪ হইতে ২৭ পর্য্যায় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই পর্য্যায়গণনা বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদা-প্রদান কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, তৎপূর্ব্ববংশাবলী কুলাচার্য্যগণ অনাবশ্যক বোধে রক্ষা করেন নাই। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় দত্তবংশ চিরদিন অভিমানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাই বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্ববংশ ততদূর নষ্ট হয় নাই। আমরা বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় দেখিতে পাই—

"কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
গুণমেতং সমাশ্রিত্য মধ্যল্যকুলমুত্তমম্॥"

কুলীনের কুলরক্ষার্থ বিবাদ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহার মীমাংসা করিতে পারে, এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই 'মধ্যল্য'। বল্লালসেন নারায়ণ দত্তকে

* কায়স্থ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় 'আদিশূর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বিশ্বকোষ ১২শ ভাগ 'বল্লালসেন' শব্দ দ্রষ্টব্য।

এই 'মধ্যল্য' পদ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপস্থলে নারায়ণ দত্ত নিষ্কুল হইলেও তিনি কুলবিচারক হইয়া মহাসম্মানিত হইয়াছিলেন। কুলবিচারের অধিকার থাকায় তাঁহার বংশের হস্তেই আদিকুলগ্রন্থ ছিল; তাঁহারা নিজ পূর্ব্বাপর বংশাবলী রক্ষা করিতে বিমুখ হন নাই। সেইজন্য দক্ষিণরাঢ়ীয়-কারিকায় দেখিতে পাই, কান্তকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্তের ৯ম পুরুষ বল্লালসেনের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

বঙ্গজকারিকায় নারায়ণদত্তকে বঙ্গজ ধরা হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকায় তৎপুত্র মুরারি বঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বঙ্গজ-কারিকায় নারায়ণ দত্তের পিতার নাম অর্ক, কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকায় তাঁহার পিতৃনাম বিনায়ক। এরূপ নামপার্থক্যের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যেমন আধুনিক বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ কনোজাগত কায়স্থ প্রবরগণকে বল্লালী মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কায়স্থ-কুলীনগণের পিতা নির্দ্দেশ করিয়া মহাভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, অর্কদত্তও সেইরূপ নারায়ণ দত্তের কোন পূর্ব্বপুরুষ হইবেন; লিপিকর-প্রমাদেই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা হইতে ঐ নামটী বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই দত্তবংশের তালিকা এবং কনোজাগত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বল্লালসেনের সময় কনোজাগত ব্যক্তিগণের ৯ম হইতে ১২শ পর্য্যায় হইয়াছিল। যতদিন বল্লালসেন রাঢ়ী ও বঙ্গজসমাজ পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়াছিলেন, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বহু দূরদেশে বাস ও খরস্রোত বিভীষিকাময়ী পদ্মানদীর ব্যবধানপ্রযুক্ত যত দিন তাঁহারা পরস্পর সম্বন্ধ-স্থাপন নিতান্ত অসুবিধাজনক মনে না করিয়াছিলেন, ততদিন অর্থাৎ ৯।১০ পুরুষ ধরিয়া কনোজাগত কায়স্থ-সন্তান এক সমাজভুক্ত ও পরস্পরে সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন,*—ততদিন দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন সমাজভুক্ত হন নাই।

(ক্রমশঃ)

* বলাবাহুল্য, দক্ষিণরাঢ়ীয় দত্তগণের মধ্যে ৩২।৩৩ পর্য্যায় বিদ্যমান।

আদিশূর।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-গগনে আদিশূর ধ্রুবতারাস্বরূপ। বঙ্গের কি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কি শ্রেষ্ঠ কায়স্থ কাহারও আদি পরিচয় জানিতে হইলে আদিশূরকে লক্ষ্য করিতে হয়। কারণ সকলেই জানেন, আদিশূর নৃপতির আগ্রহে ও চেষ্টায় গৌড়মণ্ডলে কনোজবাসী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের শুভাগমন হইয়াছিল। গৌড়রাজ্যে বহুকাল বৌদ্ধশাসনের পর যে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাও সেই মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের ফল। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই হিন্দুনরপতির প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রকৃত আবির্ভাব-কাল লইয়া বহুদিন হইতেই নানামত চলিয়া আসিতেছে এবং নানা লোকে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন।

বলিতে কি, আদিশূরের প্রকৃত পরিচয় ও অভ্যুদয়কাল নির্ণিত না হইলে, কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, বঙ্গের এই দুই প্রধান জাতির সামাজিক ইতিহাসের অনেকাংশ পরিস্ফুট হইবে না এবং অনেক আলোচ্য বিষয়ে আমাদের অভাব থাকিয়া যাইবে। তাই আমাদের সামাজিক ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে আদিশূরের প্রকৃত ইতিহাস-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিভিন্ন মত।

আদিশূরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, কেহ তাঁহাকে বৈদ্য, কেহ তাঁহাকে মাহিষ্য, আবার অনেকে তাঁহাকে কায়স্থ-নৃপতি বলিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপে তাঁহার সময়সম্বন্ধেও নানা কথা শুনিতে পাই। নিম্নে কএকটী মত উদ্ধৃত করিলাম :—

১ নূলাপঞ্চাননঘটকরচিত-সারাবলীধৃত-কুলার্ণব-মতে,—

"বেদবাণাঙ্গশাকে তু বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ"

অর্থাৎ ৮৫৪ শকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন।

২ ভট্টগ্রন্থ-মতে—

"শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা।
অঙ্কে অঙ্কে বাণাগতি বেদমুক্তা তদা॥ (৯৯৪)
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিশে।
সহর পহর তেজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥"

৩ বারেন্দ্রকুল-পঞ্জীর মতে,—

"বিপ্রান্ বেদবিধানবঞ্চিতহৃদো বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভুঃ।
গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্ বিঘ্নোপশান্ত্যক্ষমান্॥
স্বাচারী সুবিচারচারচতুরশ্চারক্রিয়াচারকঃ।
শাকে বেদকলঙ্কষট্কবিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ॥
আনেতুং যতবান্ সুবেদবিদুষোঽসৌ পঞ্চগোত্রান্ দ্বিজান্।
পঞ্চ প্রাঞ্চিতকাঞ্চনাঙ্গরুচিকান্ শ্রীকান্যকুব্জোদ্ভবান্॥"

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সদাচারনিষ্ঠ সুবিচারক চারচতুর রাজা আদিশূর কলিকালভব গৌড়বাসী যাবতীয় বিপ্রমণ্ডলীকে বেদবিধি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও বিঘ্নশান্তি-বিধানে অসমর্থ জানিয়া ৬৫৪ শকে চার দ্বারা কান্যকুব্জোদ্ভব সমুজ্জ্বল কান্তি-বিশিষ্ট পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

৪ বাচস্পতিমিশ্ররচিত কুলরামের মতে—

"বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥*

অর্থাৎ ৯৫৪ শকে গৌড়দেশে বিপ্রগণ আগমন করিয়াছিলেন।

৫ ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতের মতে—

"নবনবত্যধিকনবশতীশকাব্দে প্রাগুপকল্পিতাবাসে নিবেশয়ামাস।"

অর্থাৎ ৯৯৯ শকাব্দে পূর্ব্ব হইতে কল্পিত আবাসে ব্রাহ্মণগণ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

৬ দত্তবংশমালার মতে—

"গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্টশতাব্দকে।"

* কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রকৃত পাঠ এইরূপ হইবে,—"বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।" বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ দত্তবংশের আদিপুরুষ ৮০৪ শকে গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন কায়স্থকৌস্তুভরচয়িতার মতে (৮১৪ শকে=) ৩৮০ বাঙ্গালা সনে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে (=৮৮৬ শকে), গৌড়ে-ব্রাহ্মণরচয়িতা ৺মহিমচন্দ্র মজুমদারের মতে ৯৫৪ শকে এবং সম্বন্ধ-নির্ণয়-রচয়িতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির মতে ৯৯৯ সম্বতে অর্থাৎ ৮৬৪ শকে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আদিশূরের সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।

উপরে যে বহুমত উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা পরস্পর বিরোধী, কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। এরূপ স্থলে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, কোন্ মত আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? উক্ত বিভিন্ন মত হইতে ৮০৪, ৮১৪,৮৬৪, ৯৫৪, ৯৯৪ ও ৯৯৯ শক পাওয়া যাইতেছে। এখন দেখিতে হইবে ৮০৪ শক (৮৮২ খৃষ্টাব্দ) হইতে ৯৯৯ শক (১০৭৭ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে গৌড়ের সিংহাসনে কোন্ কোন্ রাজা অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উক্ত সময়ে আদিশূরের অভ্যুদয় সম্ভবপর কিনা? তৎকালের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা বলিতে পারি, যে ৮০৪ হইতে ৯৯৯ শক পর্য্যন্ত গৌড়ে পালরাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং ঐ সময়ে আদিশূরের অভ্যুদয় সম্ভবপর নহে।

আদিশূরের প্রকৃত কালনির্ণয়।

৮০৪ শকে (৮৮২ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ে পালরাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে :—

প্রভাচন্দ্রসূরিরচিত প্রভাবকচরিতে লিখিত আছে,† "পাটলীপুরে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য বপ্পভট্টি (শূরপাল) জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সম্বতে (=৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়। তৎপ্রমাণ—

* বিশ্বকোষে 'পালরাজবংশ' শব্দ দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থ ১৩৩৫ সম্বতে (=১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়।

"শতাষ্টকে চ বর্ষাণাং গতে বিক্রমকালতঃ।
সপ্তাধিকে রাধশুক্লতৃতীয়াদিবসে গুরৌ॥
মোঢ়েরকে বিহৃত্যামুং দীক্ষিতা নাম চাদধুঃ।"

(প্রভাবকচরিত ১১।১২৮-২৯)

তৎকালে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সহিত গৌড়পতি ধর্ম্মের ঘোর শত্রুত ছিল। বপ্পভট্টি প্রথম অবস্থায় কনোজাধিপ আমরাজের সভায় ছিলেন ও তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে কনোজপতির প্রতি বিরক্ত হইয়া গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী-নগরে আগমন করেন। এ সময়ে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মের (ধর্ম্মপালের) প্রধান সভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বাক্‌পতির সাহায্যে শূরপাল গৌড়রাজ-সভায় মহাসম্মানের সহিত রাজগুরু হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। * কিছুকাল পরে আমরাজ কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি-শূরপালকে আপনার সভায় আনয়ন করিলেন। তাহাতে গৌড়াধিপ ধর্ম্ম, নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। অল্পদিন পরে তিনি কনোজাধিপকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমরা চিরদিনই উভয়ের শত্রু। বৃথা আর শস্ত্রসংগ্রাম না করিয়া এস আমরা শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। আমার রাজ্যে বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত আগমন করিয়াছেন। আপনার যে কোন সভাপণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধে যে পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনিই স্বরাজ্য বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিবেন।' গৌড়াধিপের আহ্বানে আমরাজের পক্ষ হইতে বপ্পভট্টি আসিয়া বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে বাক্‌পতির কৌশলে বপ্পভট্টিরই জয় হইল। ধর্ম্ম, স্বরাজ্য কনোজাধিপতির করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আমরাজ গৌড়াধিকার গ্রহণ করেন নাই। তিনি গুরু বপ্পভট্টির আদেশে গৌড়রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

রাজশেখর-রচিত প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে,—

* বপ্পভট্টি শূরপাল-প্রভাবের কতকটা নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মপাল-পুত্র দেবপাল আপনার প্রিয় পুত্রের 'শূরপাল' নামকরণ করিয়া পিতৃগুরুর নাম রক্ষা করিয়াছিলেন।

"শ্রীবিক্রমকালাদষ্টশতবর্ষেষু নবত্যধিকেষু ব্যতীতেষু ভাদ্রপদে শুক্লপক্ষ-পঞ্চম্যাং পঞ্চপরমেষ্ঠিনং স্মরন্ রাজা শ্রীআমঃ দিবমধ্যষ্ঠাৎ।"

অর্থাৎ বিক্রমাব্দের ৮৯০ বর্ষ অতীত হইলে (=৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) ভাদ্রমাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে পঞ্চ পরমেষ্ঠীকে স্মরণপূর্ব্বক আমরাজ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 'তিনি ভোজ-মৎস্যাদি নরপতিগণের আগ্রহে ও পঞ্চালবাসিগণের হর্ষোৎপাদনের জন্য কান্যকুব্জপতিকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। *

উক্ত কান্যকুব্জপতি কে? তাঁহার নাম নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে এইরূপ পাওয়া যায়—

"জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনাথ পিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"

অর্থাৎ গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ + প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া মহোদয়শ্রী (কান্যকুব্জরাজ্যলক্ষ্মী) উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার তিনিই (ইন্দ্ররাজের) পিতা চক্রায়ুধকে উপহার স্বরূপ পুনরায় (সেই রাজ্য) প্রদান করিয়াছিলেন।

চক্রায়ুধের পুত্র উক্ত ইন্দ্রায়ুধের অধিকার-কাল সম্বন্ধে অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশ হইতে জানা যায়, তিনি ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন।

বপ্পভট্টিসূরিরচিত প্রভাবকচরিত ও প্রবন্ধকোষ-পাঠে আমরা জানিতে

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৩১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

+ আশ্চর্য্যের বিষয়, ইন্দ্ররাজকে কেহ বরেন্দ্ররাজ বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু বরেন্দ্ররাজ্যের সহিত এই কনোজাধিপ ইন্দ্ররাজের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহার প্রমাণাভাব।

‡ শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাম্।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্॥

(জৈন হরিবংশ ৬৬ সর্গ)

পারি যে, আমরাজের পুত্র দন্দুক পাটলীপুত্র নগরে বিবাহ করেন, তিনি পিতৃদ্বেষী ও নিতান্ত অধার্ম্মিক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার আধিপত্যকালে তাঁহার শিশুপুত্র ভোজদেব পাটলীপুত্রে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উক্ত দন্দুকের পিতৃদ্বেষিতা ও অধার্ম্মিকতার পরিচয় থাকায়, আমাদের মনে হয়, দুর্বৃত্ত দন্দুকই পিতৃরাজ্য কাড়িয়া লইয়া 'ইন্দ্রায়ুধ' বা 'ইন্দ্ররাজ' নামে আখ্যাত হন। পরে গৌড়পতি ধর্ম্মপাল এই ইন্দ্ররাজকে পরাজয় করিয়া তৎপিতা চক্রায়ুধ আমরাজকে পুনরায় কনোজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ৭০৫ শকাব্দের (৭৮৩ খৃষ্টাব্দের) কএক বর্ষ পরে প্রায় ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়া থাকিবে। এ সময়ে সম্ভবতঃ পাটলীপুত্রেই ধর্ম্মপালের রাজধানী ছিল। তৎপরে ধর্ম্মপাল পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে রাজধানী করিয়া থাকিবেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, উক্ত ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম দান করেন। *

কি বারেন্দ্র ও কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদি কুলগ্রন্থ মতে, ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশ কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের সভায় শুভাগমন করেন। সুতরাং যখন ভট্টনারায়ণের পুত্র ও ক্ষিতীশের পৌত্র আদিগাঞি ওঝা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক হইতেছেন, তখন মহারাজ আদিশূরকে ধর্ম্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বীকার করিতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রও লিখিয়াছেন,—

"ক্ষ্মাপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্ গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ স দৈবশরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।

* রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্গ্রামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥ (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

"প্রজ্ঞা-বাক্যবিবেকশীলবিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়বংশোদ্ভবং॥"

অর্থাৎ নৃপতি আদিশূরের প্রতিভূ গৌড়রাষ্ট্রে আধিপত্য করিবার পরে দৈববলে দেবপাল গৌড়রাজ্যে প্রবল রাজা হইয়াছিলেন। ইনি প্রজ্ঞা, বাক্য, বিবেকশীল ও বিনয়সম্পন্ন, শুদ্ধাশয় ও শ্রীমান্ ছিলেন। ইহার মতি নিরন্তর স্বীয় বংশোদ্ভবদিগের সহিত নিজ কুলধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল।

উক্ত প্রমাণদ্বারাও আদিশূর পালবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

এ ছাড়া ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দির হইতে ভট্ট ভবদেবের এক প্রশস্তি পাইয়াছি, তৎপাঠে জানিতে পারি যে, ভট্ট ভবদেবের মিত্র সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র ঐ প্রশস্তি রচনা করেন। যে ভবদেবের পদ্ধতি অনুসারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইনিই সেই ভবদেব। ইনি সাবর্ণগোত্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধলগাঞিসম্ভূত। উক্ত প্রশস্তিতে লিখিত আছে—

'গৌড়াধিপের নিকট যিনি সিদ্ধলগ্রাম লাভ করেন, তাঁহার বংশে ১ম ভবদেবের জন্ম, তৎপুত্র রথাঙ্গ, তৎপুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র বুধ, তৎপুত্র আদিদেব, তৎপুত্র গোবর্দ্ধন, তৎপুত্র মহাপণ্ডিত ভট্টভবদেব (অপর নাম বালবলভীভুজঙ্গ)' অর্থাৎ ১ম ভবদেবের অধস্তন ৭ম পুরুষে ভবদেবের উৎপত্তি। * ভবদেবের মিত্র বাচস্পতিমিশ্র-রচিত ন্যায়সূচীনিবন্ধে লিখিত আছে—

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু বৎসরে॥ (৮৯৮)

অর্থাৎ সুধীগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচিত হয়।

৯৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন বাচস্পতি মিশ্র বিদ্যমান ছিলেন, তখন ভবদেবভট্টেরও ঐ সময়ে বিদ্যমান থাকা বোধ হয়, কেহ অসঙ্গত মনে করিবেন না। সুতরাং খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে যখন ভবদেব হইতেছেন, তখন তাঁহার উর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ ১ম ভবদেবকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক স্বীকার করা যায়। রাঢ়ীয়

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকামতে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণদিগকে বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সিদ্ধল গ্রাম একটী। উক্ত গ্রামবাসিগণ তৎপুত্র ক্ষিতিশূরের সময় ভিন্ন ভিন্ন গাঞি-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। এরূপ স্থলে বোধ হয় যে, ১ম ভবদেবের অনতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতা কিম্বা পিতামহ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের কোন সময়ে সিদ্ধল গ্রাম লাভ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পাটলী-পুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর কোন সময়ে ক্ষিতীশের পৌত্র আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করেন।

পূর্ব্বে যে সকল কুলগ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারেন্দ্র-কুলজী হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, মহারাজ আদিশূর ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ও তৎকর্ত্তৃক আদিশূরানীত-ক্ষিতীশের পৌত্র আদিগাঞিকে গ্রাম-দান এই উভয় আলোচনা করিলে বারেন্দ্র-কুলজীতে যে আদিশূরের আবির্ভাবকাল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে আদিশূর যে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি।

আদিশূর ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের একজন সামান্য নৃপতি বলিয়াই গণ্য ছিলেন। এ সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ-আনয়নের আয়োজন করিলেও তৎকালে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকা হইতে জানা গিয়াছে যে, আদিশূর পঞ্চগৌড়েশ্বর হইবার পর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আদিশূর প্রকৃত কোন্ জাতি ছিলেন, কোন্ সময়ে তিনি পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং কোন্ সময়ে তাঁহার সভায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন, সে কথা পরে লিখিব।

(ক্রমশঃ)

কায়স্থ-বখর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠার পর)

মূল।

তী দাল্‌ভ্যঋষি মহাসমর্থ যোগী শ্রীবিষ্ণুভক্ত কেবল বিষ্ণুস্বরূপ হোতে, ত্যাঞ্চ্যা আশ্রমাস জাউন আশ্রয় করুন রাহিলী। তী গর্ভিণী হোতী। গর্ভী পুত্র হোতা, তিচেঁ পালন দাল্‌ভ্য ঋষীনী কন্যা ম্হণোন কেলেঁ হোতেঁ। পরশুরামাস জ্ঞানদৃষ্টীনে সমজলেঁ কী, চন্দ্রসেন রাজাচী স্ত্রী দাল্‌ভ্য আশ্রমাস গেলী। তিচে উদরীঁ পুত্রগর্ভ আহে। য়া প্রমাণে সমজল্যাবর দাল্‌ভ্যঋষীচে আশ্রমাস গেলে। তেথেঁ আদরাতিথ্য ঋষীনে বহুতপ্রকারেঁ কেলেঁ। স্নান হোউন ভোজন সময়ীঁ পানে বাঢ়ল্যাবর, এক মাগণে আহে, ম্হণোন রামানে ঋষীস প্রশ্ন কেলা। তেঁ ঋষীনে মান্য কেলেঁ। ঋষী রামাস বোললে কী, মজলাহী এক মাগণে আহে। তেঁ রামানে মান্য

অনুবাদ।

স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নানা (ঋষির) আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রসেন রাজার পরম পতিব্রতা স্ত্রী, সুমন্তরাজার কন্যা, সর্ব্বশক্তিমান্ দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে গিয়া তাঁহার আশ্রয়ার্থিনী হইলেন। দাল্‌ভ্য পরম যোগী, শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত ও কেবল বিষ্ণুস্বরূপ ছিলেন। ঋষিবর আশ্রিতাকে কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসেন-পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে পুত্র ছিল।

দাল্‌ভ্য ঋষি কন্যার ন্যায় তাঁহার (রাজা চন্দ্রসেনের পত্নীর) পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে পরশুরাম জ্ঞানদৃষ্টির বলে জানিতে পারিলেন

মূল।

কেলে আণি আনন্দরূপ ভোজনে জাহলীঁ। তাম্বূল ঘেতলেঁ। নন্তর ঋষী বোললে জে, কায় মাগণে অসেল তী আজ্ঞা করাবী, তেহ্বাঁ। চন্দ্রসেনাচীস্ত্রী আপলে আশ্রমমাস আহে, তী আমচে স্বাধীন করাবী. অসে রাম বোললে। তেসময়ীঁ ঋষীনে ত্যা স্ত্রীস বোলা-বুন আণলী, তেহ্বাঁ। স্ত্রী ভয়াভীত হোউন কম্পায়মান জাহলী, তিজলা ঋষীনে রামাচে স্বাধীন কেলেঁ। নন্তর রাম ঋষীস বোললে জে, তুম্হাঁ কায় মাগণে তেঁ মাগাবে; তেহ্বাঁ। ঋষীনে মাগিতলেঁ কী, য়া স্ত্রিয়েচে উদরী গর্ভ আহে, তে আম্হাস দিলা পাহিজে। ত্যাজ বরুন রাম বোলতে জাহলে জে, ক্ষত্রিয়-বধার্থ পূর্ণ প্রতিজ্ঞা কেলী, ত্যাচা বিচার কায়? তেহ্বাঁ। ঋষানে উত্তর কেলেঁ কী, গর্ভী ক্ষাত্রিয় আহে। হা

অনুবাদ।

যে, চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান আছে। তখন তিনি দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষি বহু প্রকারে তাঁহার আদরাতিথ্য করিলেন। স্নানাদির পর ভোজনসময়ে পরশুরাম ঋষিকে বলিলেন, "আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।" ঋষি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং পরশুরামকে বলিলেন যে, "আমারও আপনার নিকট একটি প্রার্থনা আছে।" পরশুরামও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর সানন্দে ভোজনব্যাপার সুসম্পন্ন হইল, তাম্বূলাদির গ্রহণও হইল। তখন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন্ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে, আদেশ করুন।" উত্তরে পরশুরাম বলিলেন যে, "চন্দ্রসেনের স্ত্রী আপনার আশ্রমে আছেন, তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন।" তখন ঋষি রাজপত্নীকে তথায় আহ্বান করিলেন। চন্দ্রসেনের স্ত্রী ভয়ে ভীত হইয়া কম্পমান অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষি তাঁহাকে পরশুরামের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মূল।

দুর্বৃত্তি দুর্বুদ্ধি হোণার নাহী। সাত্ত্বিক সত্ত্ববুদ্ধি ধার্ম্মিক হোইল। অসে বোলান রামাচী সমজুত কেলী। তেসময়ীঁ রামানীহা ক্ষত্রিয়-বিদ্যা বহিষ্কৃত করুন কায়স্থ ম্হণাবেঁ, অশী আজ্ঞা কেলী। তেহ্বাঁ। পাসূন ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ ঝালে। নন্তর রামানে ত্যা স্ত্রিয়েস তেথেঁ ঠেবিলী। তিজলা পুত্র হোতাঝাঁলা। ত্যাচে নাব সোমরাজ ঠেবুন চিত্রগুপ্তাচে ধর্ম্ম ত্যাস দেউন ত্যাপাসূন চান্দ্রসেনীয় ক্ষত্রিয়াচে বংশাস কায়স্থ নাম প্রাপ্ত জাহলে। শস্ত্রবিদ্যা বহিষ্কৃত জাহলী। তেহ্বাঁ। উপজীবিকেস লেখনবিদ্যা

অনুবাদ।

অতঃপর রাম ঋষিকে বলিলেন, "আপনার কি প্রার্থনা তাহা জ্ঞাপন করুন।" তখন ঋষি এই প্রার্থনা করিলেন, "এই স্ত্রীর গর্ভটি আমায় দান করিতে হইবে।" তাহা শ্রবণ করিয়া পরশুরাম বলিলেন যে, "ক্ষত্রিয়বধার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার পূর্ত্তি কিরূপে হইবে?" তখন ঋষি উত্তর করিলেন, "এই স্ত্রীর গর্ভে যে ক্ষত্রিয় বালক আছে, সে দুর্ব্বৃত্ত বা দুর্ব্বুদ্ধি হইবে না। সাত্ত্বিক, সত্ত্বুদ্ধি ও ধার্ম্মিক হইবে।" ইত্যাদি কথা বলিয়া তিনি পরশুরামকে বুঝাইলেন। তখন পরশুরাম সেই বালককে ক্ষত্রিয়বিদ্যা হইতে বিচ্যুত করিয়া "ইহাকে কায়স্থ নামে অভিহিত করিবেন," ঋষির প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন। সেই সময় হইতে ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ হইলেন।

অনন্তর পরশুরাম সেই স্ত্রীকে সেই স্থানেই রাখিলেন। তাঁহার (রাণীর) গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার নাম সোমরাজ রাখিয়া তাহাকে চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম (কার্য্য) প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে চান্দ্রসেনীয় ক্ষত্রিয়দিগের বংশধরগণ কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হইলেন। (১) শস্ত্রবিদ্যায় বঞ্চিত হইলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে লেখনবিদ্যা দেওয়া হইল।

(১) স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত অলীকগ্রামমাহাত্ম্যনামক গ্রন্থে ৬৬তম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ।

তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যো ভবিষ্যতি শিশুঃ প্রভুঃ॥"

মূল।

দিলী। পুঢ়ে অনুক্রমে সংস্কার চৌলাদি মৌঞ্জীবন্ধন কেলে। মৌঞ্জী-বন্ধন-সময়ী গায়ত্রী মন্ত্রোপদেশ দাল্‌ভ্য ঋষীনী কেলা। গুরুত্ব দাল্‌ভ্যানে কেলে ম্হণোন চান্দ্রসেনীয় ক্ষাত্রিয়াচ্যা বংশাস দাল্‌ভ্য গোত্র তেহ্বাঁ পাসূন ম্হণাবয়াচা প্রঘাত পড়লা, আণখী উপনাবেঁ ব গোত্রেঁ বেগলালী আহেত। ত্যাচা বিস্তার সহ্যাদ্রিখণ্ডী লিহিলা আহে। ক্ষত্রিয় বিদ্যা বহিষ্কৃত কেলো ম্হণোন বরকড় ধর্ম্ম গেলে অসে নাহী। সোমরাজা থোর ঝাল্যাবর চিত্রগুপ্ত কায়স্থ য়াচী কন্যা ত্যাস করূন ত্যাচে লগ্ন কেলে। তেহ্বাঁ ত্যাচে বংশজ ব্রহ্ম কায়স্থাচা অধিকার পাবলে। এবঞ্চ পহিলে ক্ষত্রিয়াঁস বেদাধিকার হোতাচ। সোমরাজা হাচ চান্দ্রসেনীয় ক্ষত্রিয় য়াচা পুত্র ম্হণোন ক্ষত্রিয়াচে ধর্ম্ম প্রাপ্ত

অনুবাদ।

যথাকালে বালকের চূড়াকরণ ও মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার হইল। মৌঞ্জীবন্ধন-কালে স্বয়ং দাল্‌ভ্য ঋষি তাঁহাকে গায়ত্রী মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার গুরুর পদ তিনিই লইলেন। এই কারণে চান্দ্রসেনীয় ক্ষত্রিয়-বংশকে দাল্‌ভ্য গোত্রীয় বলিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য উপাধি গোত্রও আছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে।

চান্দ্রসেনীয়েরা ক্ষত্রিয়বিদ্যা-বহিষ্কৃত হইলেন বলিয়া তাঁহাদের অন্য ধ বিলুপ্ত হইল, এরূপ নহে। সোমরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে চিত্রগুপ্ত কায়স্থে কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তখন তাঁহার বংশজগণ ব্রহ্মকায়স্থের সম অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্বাবধি বেদাধিকার ছি সোমরাজ চান্দ্রসেনীয় ক্ষত্রিয়ের পুত্র ছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে অধিকা ছিলেন। পরে ব্রহ্মকায়স্থের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন। তদ ব্রহ্মকায়স্থের ত্রিবিধকর্ম্ম তাঁহার অনুষ্ঠেয় হইল। তদনুসারে বেদাধিকার জন্মি

মূল।

হোতে ব ব্রহ্মকায়স্থটী কন্যা দেউন লগ্ন কেলে, তেহ্বাঁ ত্রিবিধ কর্ম্ম ব্রহ্মকায়স্থাচে লাবিলে, ত্যা অন্বয়ে পাহতাঁ বেদাধিকার ঝালা। হা শাস্ত্রার্থ পুরাণান্তরী খচিত আহে। ক্ষত্রিয় বিদ্যা মাত্র বহিষ্কৃত কেলী। আণি লেখনবিদ্যা উপজীবিকেস লাবুন দীলা। ত্যাপ্রমাণে আচরূ লাগলে। যদর্থী রেণুকামাহাত্ম্যাতীল ব্যাসকৃত :—

রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্‌বহিষ্কৃতঃ।
দত্তকায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
প্রাপ্তকায়স্থনামত্বাল্লেখ্যবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্‌।
তস্য ভার্য্যা কৃতা চিত্রগুপ্তকায়স্থবংশজা ॥ ২ ॥
তদ্‌গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্‌।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

এই শাস্ত্রসঙ্গত সিদ্ধান্ত পুরাণান্তরে অসংশয়িতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চান্দ্রসেনীয়গণকে কেবল ক্ষত্রিয়বিদ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য লেখনবিদ্যা প্রদান করা হইল, তদনুসারে তাঁহারা আচরণ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে রেণুকামাহাত্ম্যে ব্যাসকৃত নিম্নলিখিত শ্লোক আছে,—

পরশুরামের আদেশে তিনি ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং তাঁহাকে চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মনামে পরিচিত কায়স্থধর্ম্ম প্রদত্ত হইল। (ক) 'বালক কায়স্থনাম প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহাকে চিত্রগুপ্তের প্রসিদ্ধ কায়স্থধর্ম্ম এবং

---

* (ক) বঙ্গদেশে মুদ্রিত 'কায়স্থধর্ম্মনিরূপণং' নামক পুস্তকে রেণুকামাহাত্ম্য হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এইরূপ লিখিত আছে,—"কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।"

মূল।

সদাচারপরা নিত্যং রতা হরি-হরার্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাং চ পূজকাঃ ॥ ৩ ॥
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
(হা শ্লোক ২ পৃষ্ঠাত দিলা আহে)
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ কুর্বীত মৌঞ্জীবন্ধনম্।
যৎকিঞ্চিদ্বৈদিকং জাপ্যং নবগ্রহ-মখাদিকম্ ॥ ৫ ॥

য়েণে প্রমাণে ধর্ম্ম বা ষোড়শ সংস্কার করু লাগলে ক্ষষট্‌কর্ম্মা-পৈকী যজন, অধ্যয়ন, দান, অশী তীন কর্ম্মে দাল্‌ভ্য ঋষিচে ব পরশুরামাচে আজ্ঞেনে [চান্দ্রসেন] কারাত অসতা ত্যাস পুত্র চার [চিত্রগুপ্ত কন্যেচে উদরী] ঝালে, ত্যাচী নাবেঃ—

অনুবাদ।

নরপতিগণের লেখ্যবৃত্তি প্রদান করিলেন। (খ) চিত্রগুপ্তবংশজাত কোন এক কন্যা ঐ বালকের সহধর্ম্মিণী হইল। অনন্তর তাঁহার বংশ-সম্ভূত কায়স্থগণ দাল্‌ভ্যগোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহর্ষি দাল্‌ভ্যের উপদেশ পাইয়া কায়স্থসন্তানগণ সত্যবাদী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার-সম্পন্ন ও প্রতিনিয়ত হরি-হরার্চ্চনে রত হইলেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতা ও অতিথিগণের পূজায় নিরত হইয়া গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, ক্ষত্রিয়োচিত মৌঞ্জীবন্ধন, নবগ্রহ-যজ্ঞাদি, বৈদিক মন্ত্রজপ প্রভৃতিতে সমাসক্ত হইলেন।' এইরূপ ধর্ম্ম ও যোড়শ সংস্কারের তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং ষট্ কর্ম্মের মধ্যে যজন, অধ্যয়ন

(খ) এই (২) চিহ্নিত শ্লোকটি শূদ্রকমলাকর গ্রন্থে স্কন্দপুরাণোক্ত রেণুকামাহাত্ম্য হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে নাই। নাগপুরের রাও সাহেব মাধব রাও গঙ্গাধর চিটনবীস মহোদয়ের নিকট সহ্যাদ্রিখণ্ডের ৬৬তম অধ্যায়ের যে প্রাচীন অনুলিপি আছে, তাহাতেও এ শ্লোক দৃষ্ট হয় না। কেবল গাগাভট্ট ও গোবিন্দভট্টের কায়স্থপদ্ধতিনামক গ্রন্থদ্বয়ে এ শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

মূল।

বিশ্বনাথ, মহাদেব, ভানু, লক্ষ্মীধর একুণ চার পুত্র ঝালে, ত্যাত মুখ্য বড়ীল পুত্র বিশ্বনাথ য়াস ভূবর্ষ্য অসে মহাপ্রভূ সর্ব্বজন ম্হণো লাগলে। ত্যাপাসুন ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনী কায়স্থ প্রভূ অশী সংজ্ঞা চাললী, পুঢ়ে কলিযুগী শূদ্রলোক প্রভূস পরভূ ম্হণো লাগলে. ত্যাপ্রমাণে দ্বেষবুদ্ধীনে শ্রীমন্ত নারায়ণ রাও পেশবে প্রভূ-জ্ঞাতীচে পূর্ণ দ্বেষ্টে য়াচে কারকীর্দীপাসূন ব্রাহ্মণহী তসেঁ ম্হণু লাগলে। পরন্তু পহিলে কাগদপত্র রাজশিক্যাচে ব পেশবে বরকড় সরকারচে শিক্যাচে প্রভূ ম্হণূন আহেত। য়াপ্রমাণে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভূয়াঞ্চী উৎপত্তি আহে। ইতর ক্ষত্রিয়াচ্যা স্ত্রিয়া পরশুরামাচ্যা ভয়াস্তব অনেক আশ্রমী গেল্যা, ত্যাঁত কাঁহীঁ গর্ভিণী হোত্যা, ত্যাঁতীল কাঁহীকাঞ্চে ঠায়ী বৈশ্যাদি

অনুবাদ।

ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্ম দাল্‌ভ্য ঋষির ও পরশুরামের আদেশে করিতে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় (চিত্রগুপ্তের কন্যার গর্ভে) সোমরাজের চারিটী পুত্র হইল। তাহাদের নাম—

(১) বিশ্বনাথ, (২) মহাদেব, (৩) ভানু ও (৪) লক্ষ্মীধর। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথকে সকলে ভূবর্ষ্য "মহাপ্রভু" উপাধিতে অভিহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহা হইতে ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনীয়দিগের কায়স্থপ্রভু এই সংজ্ঞা প্রচলিত হইল। অতঃপর কলিযুগে শূদ্রগণ প্রভুদিগকে 'পরভু' বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্তনারায়ণ রাও পেশওয়ে প্রভুদিগের ঘোর বিদ্বেষ্টা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শাসন-কাল হইতে ব্রাহ্মণেরাও বিদ্বেষবশে তাহাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রাচীন রাজমুদ্রাঙ্কিত কাগজপত্রে ও অপর পেশওয়েগণের যাবতীয় সরকারি মুদ্রাযুক্ত কাগজপত্রে 'প্রভু' নামই রহিয়াছে। চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভুদিগের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ।

মূল।

অন্য জাতীপাসূন ঝালেল্যা বংশাস কায়স্থ অশী সংজ্ঞা ঝালী। ত্যাচে বংশ ধিস্তারলে, তে সঙ্কর কায়স্থ পঞ্চ সংস্কারী ঝালে। তে হিন্দুস্থান ইত্যাদিক দেশী ব দক্ষিণেত নিরালে আহেত। তে পঞ্চ সংস্কারী য়া প্রমাণে সঙ্কর কায়স্থাঞ্চী উৎপত্তি আহে। য়েণে প্রমাণে ত্রিবিধ কায়স্থাচ্যা স্কন্দপুরাণী, রেণুকামাহাত্ম্যী ব সহ্যাদ্রিখণ্ডাত কথা আহেত, ব অনেক পুরাণান্তরী জ্ঞাতিনির্ণয় কথা আহে। পুঢ়ে পরশুরামানে নিঃক্ষত্রিয় পৃথ্বী করূন তী ব্রাহ্মণাস দিলী। নন্তর আপন ক্ষত্রিয়হন্তা অশী ব্রাহ্মণ-দেহী অহংতা পরশুরামাস উৎপন্ন ঝালী। পৃথ্বীত ব্রাহ্মণাচীচ সত্তা জাহলী। রাজা নাহী, রাজ্য-সত্তা নাহী য়ামূলে ব্রাহ্মণাস ফার উন্মাদ জাহলা। ব্রাহ্মণ কোণী কোণাস মানীনাত, অসে

অনুবাদ।

অন্য ক্ষত্রিয়দিগের রমণীরা পরশুরামের ভয়ে নানা আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কাহারও কাহারও গর্ভে বৈশ্যাদি অন্য বর্ণের ঔরসে জাত সন্তানেরা "কায়স্থ" এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইল। তাহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পঞ্চসংস্কারযুক্ত সঙ্কর কায়স্থ জাতি হইয়াছে। তাহারা হিন্দুস্থান প্রভৃতি দেশে ও দক্ষিণে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছে। সঙ্কর কায়স্থগণের উৎপত্তি এইরূপ। এইরূপ ত্রিবিধ কায়স্থের উৎপত্তিকথা স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে ও সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। * তদ্ভিন্ন অন্য বহু পুরাণে তাহাদিগের জ্ঞাতি-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ আছে।

পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণদেহ ধারণ করিয়াও ক্ষত্রিয়হন্তা হইয়াছেন বলিয়া পরশুরামের মনে অহঙ্কার জন্মিল। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদিগেরই সর্ব্বত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

* বখর-রচয়িতা স্কন্দপুরাণের দোহাই দিয়া যে সঙ্কর কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক স্কন্দ কি অপর কোন পুরাণে এরূপ সঙ্কর কায়স্থের প্রসঙ্গ নাই। এটী বখরকারের কল্পনা অথবা শূদ্র কমলাকরের ভ্রান্তিবিজৃম্ভন বলা যাইতে পারে।

DOUBLE COLOUR

মূল।

জাহলে। ব চোর, মেবশী, ফার জাহলে। তেহ্বাঁ আদিপুরুষ নির্গুণ ব বিশ্বরূপী নিরাময় পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ত্যাঁস দেখিল মানীনাত। য়াজ করিতাঁ ত্যাণে ক্ষত্রিয়কুলী সূর্য্যবংশী শ্রীদশরথ রাজা ক্ষত্রিয়সত্বধারী পরম পরাক্রমী য়াঞ্চে বংশী কৌসলেচে উদরী শ্রীরামচন্দ্র, ব সুমিত্রেচে উদরী লক্ষ্মণ শেষাচা অবতার; গরুড় তো ভরত ব সুদর্শন তো শত্রুঘ্ন হে দোঘে পুত্র কেকেয়ীচে উদরী একূণ চার রূপে অবতার আদি পুরুষানে ধরিলা। ত্যাচে মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার ঝাল্যাবর ত্যানে তাটিকা ব সুবাহুচা বধ কেলা। বিশ্বামিত্রাচা যাগরক্ষণ ব অহল্যা উদ্ধরণ করূন সীতা স্বয়ংবরাস গেলে। তেথে পরশুরামানে ত্র্যম্বক ধনুষ্য জনকাচে গৃহাঁ ঠেবিলে হোতে।

অনুবাদ।

আর কেহ রাজা বা রাজ্যাধিকারী না থাকায় ব্রাহ্মণগণ অতীব মদোন্মত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা কেহ কাহাকেও মানিতেন না। চোর ডাকাতের সংখ্যা বাড়িল। তখন আদিপুরুষ নির্গুণ ও বিশ্বরূপ নিরাময় পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ প্রভুকেও (কেহ) মানিত না। এই কারণে তিনি (নির্গুণ পুরুষ) সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে, ক্ষত্রিয়সত্ত্বধারী পরম পরাক্রমশালী শ্রীদশরথ রাজার বংশে কৌশল্যার উদরে শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। শেষ সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। কৈকেয়ীর উদরে গরুড় ভরতরূপে ও সুদর্শন শত্রুঘ্নরূপে অবতরণ করিলেন। এইরূপে আদিপুরুষ চারিরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহাদিগের (রামচন্দ্রাদির) মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার সম্পাদিত হইলে, তিনি (রামচন্দ্র) তাটিকা (তাড়কা) ও সুবাহুর বধ করিলেন। তারপর বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা ও অহল্যার উদ্ধারপূর্ব্বক সীতার স্বয়ম্বরক্ষেত্রে গেলেন। তথায় জনকগৃহে পরশুরাম ত্র্যম্বক-ধনু রাখিয়া ছিলেন। শ্রীরাম তাহা ভঙ্গ করিয়া, স্বয়ম্বর-সমারোহ সমাপ্ত হইলে, অযোধ্যা অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

মূল।

ত্যাচা শ্রীরামানেঁ ভঙ্গ করুন স্বয়ম্বরাচা সোহালা ঝাল্যাবর তে অযো-ধ্যেস চালিলে। তেহ্বাঁ পরশুরামাস সমজলে জে, ক্ষত্রিয়া মধ্যে পরাক্রমী শ্রীরাম ক্ষত্রিয় নির্ম্মাণ জাহলা। হেং পরিসোন দেহ অহন্তা ধরুন শ্রীপরশুরাম রামচন্দ্রাবর চালোন আলে। অযোধ্যাস জাতাঁ মার্গাঁ গাঁঠ পড়লী। পরশুরামাশী ব দাশরথী রামাশী যুদ্ধ প্রসঙ্গ জাহলা, মহাঘোরান্দর হোউন পরশুরাম গর্ব্বভগ্ন জাহলে। ত্যা-ঞ্চ কাহীঁ চালে না। পরশুরাম শ্রীরামাস ম্হণালে, "আমচী শস্ত্রাস্ত্রেঁ নিবারণ মাত্র করিতোস, পরন্তু আপলীঁ শস্ত্রাস্ত্রে আম্হাবর সোড়ীত নাহীস। হা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নহ্বে।"

অনুবাদ।

তখন পরশুরাম জানিতে পারিলেন যে, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রীরাম অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া তিনি রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। অযোধ্যাগমনকালে রামের সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হইল। পরশুরামের সহিত দাশরথি রামের যুদ্ধ প্রসঙ্গ ঘটিল। মহাঘোর যুদ্ধের পর পরশুরাম ভগ্নগর্ব্ব হইলেন। শ্রীরামের বিরুদ্ধে তাঁহার আর বলপ্রকাশ চলিতেছে না দেখিয়া পরশুরাম তাঁহাকে বলিলেন,—"তুই আমার কেবল শস্ত্রাস্ত্রগুলিরই নিবারণ করিতেছিস, কিন্তু নিজের শস্ত্রাস্ত্র আমার প্রতি পরিত্যাগ করিতেছিস্ না। এরূপ আচরণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে।" তাহার উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, পরম ব্রাহ্মণভক্ত। ব্রাহ্মণের উপর অস্ত্রনিক্ষেপ আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে কায়স্থ-প্রাধান্য।

বঙ্গের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কায়স্থ-গণই এতদ্দেশে প্রাধান্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারাই বঙ্গরাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিতেন এবং তাহার পরও তাঁহারা নানা বিষয়ে প্রাধান্যবিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মণের পর সকল বিষয়েই যে কায়স্থের প্রাধান্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আমরা ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে বঙ্গের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়, তৎকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ৭৫০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে কায়স্থকুল-তিলক মহারাজ আদিশূর জয়ন্ত পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে গৌড়রাজ্যে আগমন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ প্রভৃতি স্থান জয় করেন ও ভুবনেশ্বর হইতে শ্রীহট্ট ও আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ক্রমে পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া উঠেন।* কাশ্মীরের অশ্বঘোষ কায়স্থ-

* আদিশূর সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গৌড়বংশাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽশ্বঘোষনামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥
আগমত্তারতং বর্ষং দরদাৎ স রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাসুরসমো যুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ॥
চতুরঙ্গবলোপেতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাং।
তন্মন্ত্রী বলভদ্রাখ্যো রবিদাসকুলোত্তমঃ॥
রাজধানাকুলোদ্ভূতো বীরবাহুর্মহাবলঃ।
সেনাধিপোঽভবত্তস্য যোধভীমপরাক্রমঃ॥
গ্রহমধ্যে যথা ভানুরাদিশূরস্তথা নৃণাং।
ররাজ রাঢ়বারেন্দ্রস্যাধিপত্যেন তেজসা॥
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানস্তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ।
তাম্রলিপ্তী তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্টসংজ্ঞকং॥

বংশীয় দুর্লভবর্দ্ধনের বংশধর রাজা জয়াপীড়কে তিনি স্বীয় কন্যা কল্যাণ-দেবীকে অর্পণ করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে স্বপ্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে সক্ষম

লৌহিত্যং কীচকঞ্চৈব সপ্তগ্রামং তথৈব চ।
হিড়িম্বীং বঙ্গদেশঞ্চ তথা কোচকমেব চ ॥
পুরীঞ্চ স্থাপয়ামাস মর্কতং সুমনোহরং।
পালীবৃতং তথা গৌড়ং ভুবনেশ্বরসংজ্ঞকং ॥
রাজাপুরং তথা জ্ঞেয়ং কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ।"

'চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থের উৎপত্তি হয়, তাহার বংশে রাজাধিরাজ আদিশূর জন্ম-গ্রহণ করেন। সেই সূর্য্যসম প্রভাশালী আদিশূর দরদদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি যুদ্ধে চণ্ডাসুরের ও প্রতাপে রাবণের ন্যায়, এবং চতুরঙ্গবলযুক্ত ও ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রবি-দাস-কুলশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহার মন্ত্রী ও রাজধানাকুলোদ্ভব মহাবল যোদ্ধা ও ভীমপরাক্রম বীরবাহু তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। গ্রহগণের মধ্যে যেমন সূর্য্য আদিশূরও সেইরূপ রাঢ়-বারেন্দ্র-আধিপত্য হেতু তেজোদ্বারা দীপ্তি পাইতেন। বল থাকায় তিনি বৌদ্ধরাজগণ ও গৌড়াধিপতিদিগকে এবং তাম্রলিপ্তি,চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, লোহিত্য, কীচক,সপ্তগ্রাম, হিড়িম্বী, বঙ্গদেশ ও কোচক রাজ্য জয় করিয়া সুমনোহর মর্কত, পালীবৃত, গৌড়, ভুবনেশ্বর ও রাজাপুর নামক নগর স্থাপন করেন। ইহা গ্রন্থকার-গণ বলিয়া থাকেন।'ইহা হইতে জানা যায় যে, রাজা আদিশূর ভারতের পশ্চিমোত্তরপ্রান্তস্থিত দরদ-প্রদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করিয়া আসাম হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গৌড়ে আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার স্থাপিত নগরপঞ্চকের মধ্যে গৌড় ও ভুবনেশ্বরের বিষয় জানা যায়; অন্য তিনটী জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ মর্কতকে রঙ্গপুর বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। রাজা আদিশূর যে কায়স্থ ছিলেন, উক্ত বিবরণ হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। আইন-ই-অকবরীগ্রন্থে আদিশূর কায়স্থ বলিয়াই লিখিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত যে কাশ্মীররাজ কায়স্থ জয়াপীড়ের বিবাহ হইয়াছিল, ইহাও তাহার কায়স্থত্বের পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ন্ত, আদিশূর উপাধি বলিয়া বোধ হয়। আদিশূরের পুত্রের নাম ভূশূর। কোন কুলজীগ্রন্থে তিনি জয়ন্তের পুত্র ও কোন কুলজীতে আদিশূরের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, যথা—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।"

(বংশীবিদ্যারত্নসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা;

কোন কোন কুলজীতে 'আদিশূরসুতেন চ' পাঠ দৃষ্ট হয়।

[বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী বলভদ্র ও সেনাপতি বীরবাহু এতদুভয়েও কায়স্থ ছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।* রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনীত হন। ইহা বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অপুত্রক রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণপঞ্চক ও স্বজাতি কায়স্থপঞ্চককে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের ফলে তাঁহার পুত্র ভূশূরের জন্ম হয়। কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পাঠাইতে চাহেন নাই। সেই সময়ে কান্যকুব্জ ব্যতীত সমস্ত দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় এবং তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গে দ্বিজাতিগণের যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহ প্রথমে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে চাহেন নাই; কিন্তু রাজা আদিশূর আপনার বীর্য্যবত্তা দেখাইয়া কান্যকুব্জরাজকে পরাজয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করেন।† ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণপঞ্চকের সহিত

"ভূশূরনামক পুত্র আদিনৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির ॥"

রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা (সম্বন্ধনির্ণয়।)

সুতরাং জয়ন্ত যে আদিশূরের নাম তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। রাজতরঙ্গিণীতে এই জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত জয়াপীড়ের বিবাহের কথা আছে, কুলজীগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর পঞ্চ গৌড়েশ্বর ছিলেন। তৎকালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তই পঞ্চ গৌড় নামে অভিহিত হইত। হিউয়েন সিয়াং কান্যকুব্জাধিপতি শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনকে five Indies বা পঞ্চ ভারতের রাজা বলিয়া-ছেন। এই পঞ্চ ভারত সম্ভবতঃ পঞ্চ গৌড় হইবে। কুরুক্ষেত্র হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগ পঞ্চগৌড় ছিল বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের বিভাগ হইতে তাহা জানা যায়—'সারস্বতাঃ কান্য-কুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।' এই বচন দ্বারা উহাই প্রতীত হইতেছে।

* বলভদ্র রবিদাসকুলে ও বীরবাহু রাজধানাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রবিদাস ও রাজধানা কায়স্থগণের একবিংশতি বিভাগের অন্তর্গত।

† কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীরসিংহের সহিত যুদ্ধে আদিশূরের সেনাপতি বীরবাহু প্রাণত্যাগ করিলে তাহার অধীন রাজা হিড়িম্বিদেশাধিপতি কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন। পরে রাজা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে পাঠাইয়া দেন।

গজ, অশ্ব ও নরযানারোহী কায়স্থ-পঞ্চকের * আগমনে আপনাকে কৃতার্থ ম
করিয়া রাজা আদিশূর তাঁহাদের পরিচয় অবগত হইলেন। ব্রাহ্মণপঞ্চকে
পরিচয়ের পর তিনি সূর্য্যধ্বজবংশোদ্ভব তান্ত্রিক বীরশ্রেষ্ঠ মহাশৈব ঘো
কুলাম্বুজ সৌকালীন গোত্রজ মকরন্দ, চৈত্রকুলোদ্ভব মহাতান্ত্রিক ধার্ম্মিক বীর
বসুবংশোদ্ভব গৌতম গোত্রজ দশরথ, অগ্নিকুলোদ্ভব গুহবংশীয় তাপস মহা
ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কাশ্যপগোত্রজ বিরাট, রথিশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপ্রধান বিশ্বামিত্র-গোত্র
শাস্ত্রজ্ঞ কালিদাস এবং সৈকসেনবংশীয় অগ্নিদত্তকুলোদ্ভব দত্তবংশদীপক ম
বিদ্যাবিশারদ মহারথ ও মহাসাহসী কুলশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমের পরিচয় পাই
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। যে দিবস আমাদের পূর্ব্বপুরুষ
গজাশ্বনরযানে আসিয়া রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেই দি
কথা স্মরণ করিতে এক্ষণে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যজ্ঞস
পনের পর ব্রাহ্মণকায়স্থেরা কান্যকুব্জে গিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় ফিরি
আসেন। সেই সময়ে কায়স্থপঞ্চকের সঙ্গে নাগ, নাথ ও দাস বাঙ্গাল
উপস্থিত হন। অম্বষ্ঠ হইতে সেনবংশ গৌড়ে আগমন করিয়া গৌড় আ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন গৌড়দেশীয় কায়স্থগণের মধ্য হইতে কয়েক
কায়স্থকে নির্ব্বাচন করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তবিংশতি জন কায়স্থকে রাজা আদি
২৭ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই ২৭ জনের বংশধরগণ ভিন্ন ভি
স্থানে বাস করিয়া উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি
বিভক্ত হন। † ক্রমে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গে আপনাদিগের প্রাধান্যবিস্তার করি

য়াছেন করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের বিষয় যথাসাধ্য উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিতেছি।
মহারাজ আদিশূর বংশের পর তৎপুত্র ভূশূর গৌড়াধিপতি হইলে, মগধের প্রবল পরাক্রান্ত পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহার হস্ত হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। পরে ভূশূর দক্ষিণরাঢ়ে নূতন পুণ্ড্রনগর স্থাপন করিয়া * রাজত্ব আরম্ভ করেন। ভূশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ৫৬ খানি গ্রাম দান করায় তৎপুত্র ক্ষিতিশূরের সময় তাঁহাদের ৫৬ গাঞির উৎপত্তি হয়। ক্ষিতিশূরের বহু পরে রণশূর দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। তিনি দাক্ষিণাত্যরাজ কোলাহলকেশরী রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে উত্তর-রাঢ়ে মহীপাল ও বিহারে ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। রাজেন্দ্রচোলের বিজয়কাহিনী তিরুমলয়ের গিরিলিপিতে লিখিত আছে। ‡ আনুমানিক ৭৯০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিকার ও খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক রাজচতুষ্টয়ের পরাজয় স্থির হইয়া থাকে। উক্ত ক্ষিতিশূরের পর তাঁহার প্রপৌত্র ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পর উক্ত বংশের জয়ধরশূরের সময় সেনবংশীয়েরা তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া ছিলেন। § যৎকালে শূরবংশীয়েরা দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশীয়েরা মগধ ও গৌড়ের একাধীশ্বররূপে আপনার শাসনদণ্ড ধারণ করিতেন। তাঁহাদের অন্যতম শাখা হইতে উদ্ভূত মহীপাল দেবকে উত্তররাঢ়ের রাজা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মহীপাল-বংশীয়গণ অধিক দিন উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করেন নাই। ধর্ম্মপালবংশীয়েরা গৌড়ের প্রসিদ্ধ পালরাজবংশীয়, অনেক দিন ধরিয়া মগধ, রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গের

---

* ব্রাহ্মণেরা গো-যানে ও কায়স্থেরা হস্তী, অশ্ব ও নরযানে আসিয়াছিলেন।

"গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্নীবেশসমন্বিতাঃ॥" (গৌড়বংশাবলী)

"গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥" (দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা)

† "এতেষাঞ্চ সুতাঃ পুনর্দ্দেশান্তরং গতাঃ ক্রমাৎ।
ফলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণিভেদতঃ॥
উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥" (মিশ্রকারিকা)

* হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া শূরবংশের স্থাপিত পৌণ্ড্র বলিয়া স্থির হইয়া থাকে।

† "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ"॥
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড)

‡ বিশ্বকোষ পঞ্চমভাগ গৌড়শব্দ দ্রষ্টব্য।

§ ধ্রুবানন্দের বঙ্গকারিকা ও আইন-ই-আকবরীতে জয়ধরকে আদিশূর-বংশের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনেক স্থানে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এক সময়ে বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহাদের জয়পতাকা উড্ডীন হয়। আইন-ই-অকবরী প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহারাও কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং তাম্রশাসনাদি হইতে ইঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া জানা যায়। পালবংশের ধর্ম্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, মহীপাল প্রভৃতির কীর্ত্তি আজিও তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে পালবংশের বহুবিধ কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দিনাজপুরের মহীপালদীঘী ও মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘী পালবংশীয়দিগের এক একটী প্রধান কীর্ত্তি। এই পালবংশীয়েরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ হওয়ায় সেই সময়ে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন হয়। কিন্তু পালরাজগণও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান্ ছিলেন। সেইজন্য তৎকালে গৌড়রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম সমভাবে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তান্ত্রিক ধর্ম্মসম্মত মিশ্রতান্ত্রিক পন্থা বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করে এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গের কায়স্থগণ আপনাদের পুরাতন আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ক্রমে তান্ত্রিক মত গ্রহণ করেন। কুলজীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহারা আপনাদের উপবীতাদি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে হীন হওয়ার উপক্রম করিলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া পবিত্র করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে শূদ্রাচারসম্পন্ন হইতে হয়। * আদিশূর কর্ত্তৃক যে সপ্তবিংশতি জন কায়স্থ

* "গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্গতাঃ।
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্ ॥
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্ ॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
স্থাপিতি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতা নৃপতিশাসনাৎ ॥" (মিশ্রকারিকা)

ধামি গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করায় যে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাৎস্য-গোত্রজ অনাদিবর সিংহ, সৌকালীন গোত্রজ সোমেশ্বর ঘোষ, মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দাস, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শন মিত্র ও কাশ্যপগোত্রজ দেবদত্ত উত্তররাঢ়ে বাস করায় তাঁহাদের বংশীয়েরা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থনামে পরিশেষে অভিহিত হন। উত্তররাঢ়ীয়গণের কুলজী হইতে জানা যায় যে, আদিশূরের সময় যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহাদের ৩। ৪ পুরুষ পরে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষেরা উত্তররাঢ়ে আসিয়া বাস করেন; সুতরাং পালবংশীয়দের সময় যে তাঁহারা উত্তররাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এইরূপে কায়স্থেরা বঙ্গের নানা স্থানে বাস করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় নৃপতিগণ পাল ও শূররাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত গৌড়-বঙ্গের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন, আমরা ক্রমে তাঁহাদের বিবরণ প্রদান করিব।

বঙ্গজ কায়স্থের কুলপদ্ধতি।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞনির্ব্বাহ জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে এই দেশে আগমন করেন। মিশ্রগ্রন্থে এই দশ জন "দ্বিজা দশ" নামে উল্লিখিত। যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণপঞ্চক আচার্য্য, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও সদস্যের পদবী এবং কায়স্থপঞ্চক যজ্ঞরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দশটী দ্বিজ বরণপ্রাপ্তে দশটী বেদীতে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীন কালেও এইরূপ হইত। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমাদি কার্য্য করিতেন, ক্ষত্রিয়গণ হবিরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। ত্রেতায় বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে ভগবান্ রামচন্দ্রের এই ভার ছিল। এই প্রাচীন প্রথার আদর্শে এই দেশে ইংরাজাধিকারের প্রথম কালেও যজ্ঞরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যখন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র-বাজপেয়ী যজ্ঞ করেন, তখন যজ্ঞমণ্ডপে কায়স্থগণ বরণপ্রাপ্তে যজ্ঞরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিজ দশটী যে সময়ে রাজামন্ত্রণে পঞ্চগৌড়-রাজ্যে আগমন করেন, সেই সময় এই দেশে যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছিলেন না, তাহা নহে। বৌদ্ধপ্রভাবে হিন্দুগণ সদাচারসম্পন্ন না হওয়ায় তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিজ-পদবাচ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা দেশের মধ্যে ধনী, মানী ও প্রতাপশালী ছিলেন। এজন্য রাজানুরোধে এই দেশবাসী দ্বিজ দশটীর ও পশ্চাদাগত অন্যান্য কায়স্থগণের বংশধরগণ অতি অল্পকাল মধ্যে পঞ্চগৌড়ের পূর্ব্বাধিবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সহিত ধীরে ধীরে আত্মীয়তাসূত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হওয়ার পরে, যখন দেশে ঘোরতর সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনবিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি না থাকায় বংশবিশুদ্ধিরক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে, তখন সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন হয়। যে মহাপুরুষ এই দেশের সামাজিক অধঃপতন নিবারণে প্রথম উদ্যোগী হন, তিনি রাজাধিরাজ বল্লালসেন দেব।

রাজাধিরাজ বল্লালসেন দেবের সময়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কতদিন বঙ্গে বাস হইয়াছিল, তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কিন্তু ইহা স্থির যে, বল্লালসেন কয়েক শ্রেণী ব্রাহ্মণ-কায়স্থের এবং দেশের প্রায় অন্যান্য সর্ব্ব জাতির কুলপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বংশবিশুদ্ধিরক্ষাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কয়েক শ্রেণী ব্রাহ্মণকায়স্থের কুলপ্রথায় তাঁহার হস্তক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। যে যে শ্রেণী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বল্লালের সংস্কার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে বল্লালের পরে অন্যান্য মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা বল্লালকৃত প্রণালীর অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ শ্রেণীর বর্ত্তমান কুলপ্রথা অবধারিত করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে মহারাজ দনুজমর্দ্দন সেনদেব পূর্ব্ববঙ্গে বাকলানগরে বঙ্গজ কায়স্থের প্রথম সমাজ সমীকরণ করেন। তৎপরে উত্তর-বঙ্গবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপ্রণালী রাজা কংসনারায়ণের সহায়তায় উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কর্ত্তৃক অবধারিত হয়। তৎপরে দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশীয় পুরন্দর খাঁ বল্লালী প্রথা হইতে পৃথক্ ভাবে দক্ষিণরাঢ়বাসী কায়স্থগণের কুলপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারই সমকালে চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ-বসুবংশীয় রাজা পরমানন্দরায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী কায়স্থগণের শেষ সমীকরণ করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রথা পুরন্দর কর্ত্তৃক যেরূপ পরিবর্ত্তিত

হইয়াছিল, পরমানন্দরায় বঙ্গজদিগের বল্লালী কুলপ্রথার তদ্রূপ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। পুরন্দর ও পরমানন্দের কিছু পরে মহাপুরুষ দেবীবর ঘটক পশ্চিম বঙ্গবাসী রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মেলবন্ধন করেন।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ মূলে এক, বহুকাল আদান প্রদান না ঘটায় ও বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন এখন স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র। প্রাচীন পঞ্চগৌড়-রাজ্যের যে যে অংশের নাম বঙ্গ ও বাগড়া ছিল, তাহারই অধিকাংশ বঙ্গজ কায়স্থের মূল বাসস্থান।

নবদ্বীপে যবন-বিপ্লবের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের সিংহাসনে মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজ বিশ্বরূপ-সেনদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন, বিশ্বরূপ ও তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখী যবনপ্রসার রোধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে পশ্চিম-বঙ্গ যবনাধিকৃত হওয়ার বহুপর পর্য্যন্ত স্বাধীন হিন্দু নৃপতি পূর্ব্ববঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহারাজ দনুজমর্দ্দন সেনদেব বিশ্বরূপের বংশীয় বিক্রমপুরের শেষ স্বাধীন কায়স্থ নৃপতি। দনুজমর্দ্দনের সময়ে দাসবংশীয় সুলতান বলবন দিল্লীর সম্রাট্। পশ্চিম বঙ্গের যবন-শাসনকর্ত্তা মঘিসুদ্দীন্ তুগ্রল বিদ্রোহী হওয়ায় সুলতান বলবন তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য সসৈন্যে এই দেশে আগমন করেন এবং মহারাজ দনুজমর্দ্দনের সাহায্য প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে চতুর দনুজমর্দ্দন স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, যবন-কবল হইতে বিক্রমপুর রক্ষা করা তাঁহার সন্তানগণের অসাধ্য হইবে। এজন্য তিনি বিক্রমপুরের দক্ষিণে মেঘনার মোহনাস্থিত চন্দ্রদ্বীপ নামক দ্বীপে বাকলাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। রাজার বাস বাকলায় পরিবর্ত্তিত হইলে বঙ্গজ কুলীন, মধ্যল্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার সন্নিকটে বাস গ্রহণ করেন এবং বাকলায় যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই বঙ্গজ কায়স্থগণের মূল সমাজ যথা,—

"চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃ-স্থানং যত্র কুলীনমণ্ডলং।"

মিশ্রগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই কায়স্থ-পঞ্চকের আগমনের পর, পঞ্চগৌড় রাজ্যের ধনবত্তার গৌরবে অথবা ঘোষাদির সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, রাহা প্রভৃতি কতিপয় কায়স্থ এই দেশে আগমনপূর্ব্বক এই

দেশবাসী হন। ইঁহাদিগের নাম, গোত্র ও প্রবর অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ায় এই স্থানে তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল কায়স্থ বীজপুরুষগণের সন্তান এই দেশের পূর্ব্বাধিবাসী কায়স্থগণের সহিত অল্পবিস্তর বৈবাহিক সূত্রে মিলিত হওয়ার ফলে রাজাধিরাজ বল্লালসেনদেবের সময়ে বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজ ৭২ঘরে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না। বল্লাল গুণ-কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে চারি শাখায় বিভক্ত করেন। কুলীনের লক্ষণ সুপরিচিত। রাজা ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র এই চারি জনকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিয়া "কুলীন" এবং "মৌলিক" মধ্যে দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস এই চারি জনকে কিঞ্চিন্ন্যূন গুণসম্পন্ন জ্ঞানে "মধ্যল্য" ও সেন, কর, রাহা, নন্দী, সিংহ প্রভৃতি উনবিংশ জনকে তদপেক্ষা গুণহীন বিবেচনায় "মহাপাত্র" আখ্যা প্রদান করেন। ভঞ্জ, রুদ্র, বল, আইচ প্রভৃতি অবশিষ্ট দ্বিসপ্ততি জন স্বকার্য্যবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকারে গুণহীন ছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে "অচলা" অথবা "নিম্ন মহাপাত্র" নামকরণ করেন। দক্ষিণরাঢ়ী-সমাজে ইঁহারা "বাহাত্তুরে" নামে আখ্যাত।

বংশবিশুদ্ধিরক্ষাই বল্লালসেনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে এবং বঙ্গজ কায়স্থে, বল্লালকৃত বংশবিশুদ্ধিঘটিত নিয়ম আজিও প্রচলিত আছে। এই তিন সমাজে ব্যক্তিমাত্রেরই সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে প্রত্যেক পুত্র কন্যা আদান প্রদান করা নিয়ম। বঙ্গজ কুলীনের সকল পুত্রকন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া কুলীনের সহিতই কর্ত্তব্য। দক্ষিণরাঢ়ী-সমাজে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম বিবাহে কুলক্রিয়া হইলেই হইল। বঙ্গজের কুলপদ্ধতিতে একের জন্য অপরের কুল যায় না। এক ভ্রাতার কুল নষ্ট হইলে, অপর ভ্রাতার দোষ স্পর্শে না। নিজ নিজ ক্রিয়া-জন্য নিজে নিজে দায়ী। পুত্রের ক্রিয়াদোষ-জন্য পিতার কুল যায় না, বরং কন্যাদানের দোষহেতু অবনতি ঘটে। বঙ্গজের কুল, পুত্র ও কন্যা উভয়গত হইলেও প্রধানতঃ কন্যাগত। উপর্য্যুপরি তিন পুরুষে কুলক্রিয়া না ঘটিলে, কুলীনের কুল যায়। ক্রিয়া-দোষে যে কুলীনের কুল যায়, তাঁহার নাম "কুলজ" বা "বংশজ"। বঙ্গজে মিত্রবংশ সমগ্র এবং ঘোষ, বসু, ও গুহবংশের কোন কোন শাখা কুলজ। যদি তুল্য ঘরের পাত্রপাত্রী দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে কুলজ অথবা মধ্যল্যের সহিত ক্রিয়া করিয়া কুলীন বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কুলে দোষ স্পর্শে না। এজন্য কুলজ ও

মধ্যল্যদিগের আর একটি নাম বিশ্রাম-স্থল। মহাপাত্র ও অচলার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কুলে দোষ স্পর্শে।

হীনবংশে উদ্বাহক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য কারণে কুলীনের কুল যায়। কুল-চ্যুতির লক্ষণ এই,—

"বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥
তথাপি বর্ত্ততে কিঞ্চিদ্‌ডিঙ্গরান্তে কুলক্ষয়ঃ।"

অর্থাৎ বিপর্য্যায়ে বিবাহে, অপুত্রকের কন্যাগ্রহণে, বলাৎকারে, করবর্জ্জিতে এবং ডিঙ্গর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বংশের সহিত পরিণয়-সূত্রে তিন পুরুষে কুলচ্যুতি ঘটে। পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ এবং সগোত্র-বিবাহও দূষণীয়। পিতামহ-পর্য্যায় পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিলে, বিপর্য্যায় দোষ ঘটে না। যদি কন্যার ভ্রাতা না থাকে, তাহা হইলে অচিরে তাহার পিতার পিণ্ডলোপ নিশ্চিত। এজন্য সেই কন্যার নাম 'রণ্ডপিণ্ডা'। এই সকল বৈবাহিক সম্বন্ধ-ঘটিত নিয়ম ব্যতীত চরিত্রগত দোষ জন্যও কুলচ্যুতি ঘটে। কুলচ্যুতি সম্বন্ধে কুলকারিকায় উল্লিখিত আছে,—

"পিতামহ সমজনে কিছু নাহি কক্ষ। পাইয়া সম্বন্ধ ইহা করিবে উপেক্ষ॥
রণ্ডপিণ্ড জনে ভাই কিছু নাই কাজ। কোন অংশে লাভ নাই হাসয়ে সমাজ॥
অধিক কুলের হানি কি কহিব কথা। কুলমুক্ত জনে ত্যাগ কর্ত্তব্য সর্ব্বথা॥
অপুত্রকের কন্যা যদি অল্পপণে পাই। তেয়াগ করিবে তাহা কিছু কার্য্য নাই॥
রণ্ডকুল বলি সেই কুলীনের স্থানে। কুলহান হয় সেই সম্বন্ধ কারণে॥
জাবৎমানে কুশায় পিণ্ড দেয় গোত্র জনে। কুলনাশ হয় তাই এই ত কারণে॥
বলাৎকারে কুল নাহি থাকে কদাচন। কর বিনা নাহি হয় কুলের ঘটন॥
পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ কুলের হানি হয়। এই ব্যবস্থা করিলা মহাশয়॥
ক্রমে তিন পুরুষে দৌহিত্র দোষ থাকে। ডিঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ না করিবে॥"

কুলীনের কুল চতুর্ব্বিধ—"গঙ্গাস্রোত", "পিপীলিকাপংক্তি", "ডম্বুরাকার" ও "মণ্ডূকগতি"। লক্ষণ যথা,—

"গঙ্গাস্রোত যার নাহিক বিরাম। পিপীলিকাশ্রেণী যার মধ্যে অবিরাম॥
ডম্বুরের প্রায় কুল মধ্যখানে ক্ষীণ। মণ্ডূকের গতি প্রায় কুলের লক্ষণ॥
এই চারি প্রকারে পর্য্যা থাকে যে কুলীনে। নতুবা বংশজ হয় আপনার গুণে॥"

অর্থাৎ যে কুলীনবৃন্দ পুরুষানুক্রমে উচ্চ কুলীনের ঘরে সপর্য্যায়ে আদান প্রদান পূর্ব্বক বংশবিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কুলের নাম "গঙ্গাস্রোত"। পিপীলিকা-শ্রেণীর ছোট বড়র ন্যায় যাঁহাদের বংশে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়বিধ ক্রিয়া আছে, তাঁহাদের কুল "পিপীলিকাপংক্তি"। বর্ত্তমান কালের মিউনিসিপাল-সভায় প্রতি ষষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত কমিশনরের ন্যায়, যে বংশে প্রতি তৃতীয় ক্রিয়া—কুলক্রিয়া, সেই বংশের কুল "ডম্বুরাকার" অর্থাৎ মধ্যক্ষীণ। যে বংশে মধ্যে মধ্যে কুলজ অথবা মধ্যল্য সহ ক্রিয়া দ্বারা বিশ্রাম গৃহীত হইয়াছে, তাহার কুল "মণ্ডূকগতি"। মণ্ডূক-গমনকালে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

কুলীনে কুলীনে আদান প্রদান হইলে, সেই ক্রিয়া কুলক্রিয়া। "আর্ত্তি" "উচিত" "গৃহ্য" ও "করি" কুলক্রিয়ার এই চারিটী ভাব কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। বিশিষ্ট কুলীনের মর্য্যাদার তারতম্যানুসারে অথবা পর্য্যায় প্রভৃতি অন্যান্য কারণঘটিত দোষগুণের ন্যূনাধিক্য সূত্রে, কুলক্রিয়ার এই চারি প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, বিভিন্ন পর্য্যায়ে পরিণয়স্থলে উচ্চ পর্য্যায়গত ব্যক্তির কুলক্রিয়ার আর্ত্তি ভাব ঘটে। পর্য্যায়ের মিলনে উচিত ভাব। কুলজের সহিত ক্রিয়ায় "উপ," মধ্যল্যের সহিত ক্রিয়ায় "ক্ষেম" "অনু" ও "ক্ষেমানু" এবং মহাপাত্রের সহিত ক্রিয়ার "অপ" ভাব উল্লিখিত হইয়া থাকে। নিম্ন-মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলীন উচ্চ কুলীনের সহিত ক্রিয়া করিলে, তাঁহার ক্রিয়ার ভাব "সৎ"। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র কুলীনের সহিত ক্রিয়া করিলে, তাঁহাদের সেই ক্রিয়ারও ভাব "সৎ"। অচলার সহিত ক্রিয়ার নাম "অত্যপ" বা "মোহ"। ক্রিয়াস্থলে কুলীনগণ ১৲ অর্থাৎ পূর্ণ, কুলজগণ ৸৶০, মধ্যল্যগণ ৸০, মহাপাত্রগণ ॥৶০ এবং তদিতর মৌলিকগণ ॥০ আনা রকম মর্য্যাদার অধিকারী। *

রাজাধিরাজ বল্লালকৃত বঙ্গজ কায়স্থের এই কুলপদ্ধতি তাঁহার উত্তর পুরুষ বিক্রমপুরের শেষ স্বাধীন কায়স্থ রাজা দনুজমর্দ্দন পর্য্যন্ত এবং তৎপরে

* এই সকল বৃত্তান্ত শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী বি, এল, কৃত "বঙ্গীয় সমাজ"-গ্রন্থে সবিস্তার উল্লিখিত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপরাজ্যে বাকলা নগরীতে বহুকাল পর্য্যন্ত ও অবশেষে বঙ্গজের অন্যান্য ক্ষুদ্র সমাজে আবহমান কাল অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। মহারাজ দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। দনুজমর্দ্দন ভরদ্বাজগোত্র এবং সেন-দেববংশ-সম্ভূত ছিলেন। দনুজমর্দ্দন সমাজপতি স্বরূপ বাকলাসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া কুলীন-বৃন্দের বংশবিশুদ্ধিরক্ষার উদ্দেশে কুলশাস্ত্র প্রণয়ন, কুলীনগণের দোষগুণব্যাখ্যা, সভাস্থলে বিভিন্ন বংশের গৌরব-কীর্ত্তন, ভোজনস্থলে কুলীনদিগের মর্য্যাদা-নিরূপণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কুলাচার্য্য বা ঘটক এবং স্বর্ণামাত্য বা সন্নামৎ নামক দুইটী পদ সৃষ্টি করেন। কুলাচার্য্য ও স্বর্ণামাত্য উভয়েই ব্রাহ্মণ। উভয়েই কুলীনগণের ক্রিয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাদের দোষের তীব্র সমালোচনা করিতেন। ইহাদিগের শাসনে অথবা ভয়ে কুলীনগণ অতি সাবধানে চলিতেন। কুলাচার্য্যের বিচারে যে কুলীনের কক্ষচ্যুতি ঘটিত, স্বর্ণামাত্যের আদেশে ভোজন-কালে তাহার আসন স্থানান্তরিত হইত।

বাকলা-সমাজের শৈশবকালে বিপর্য্যায়-বিবাহ-ঘটিত তুমুল আন্দোলন উপ-স্থিত হয়। এজন্য মহারাজ দনুজমর্দ্দন প্রথম সমাজ সমীকরণ করেন। বিভিন্ন মর্য্যাদার ও বিভিন্ন পর্য্যায়ের কুলীনদিগকে একীকরণ বা সমান স্থির করিবার নাম সমীকরণ। এই উপায়ে "বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি" বচনের কঠোরতা শ্লথ করা হইয়াছিল। সমপর্য্যায় হইলে সমবয়স্ক হয় না। দনুজমর্দ্দনের সময়ে বহুতর ঊর্দ্ধপর্য্যায় ব্যক্তি বহুতর নিম্নপর্য্যায় ব্যক্তির ন্যূনবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং পর্য্যায়-ঘটিত কঠোরতা অক্ষুণ্ণ রাখিলে, বহুতর পাত্র-পাত্রীর বিবাহ অসাধ্য হইয়া উঠে, এজন্য মহারাজ দনুজমর্দ্দন এই নিয়ম করেন যে, পিতামহ পর্য্যায় অতিক্রান্ত না হইলে বিপর্য্যায় দোষ ঘটিবে না। দনুজমর্দ্দন ৫।৬।৭ পর্য্যায় লইয়া কুলগ্রন্থোক্ত প্রথম সমাজ সমীকরণ করেন।

বাকলার বঙ্গজ বসুবংশীয় প্রথম নরপতি রাজা পরমানন্দ রায় ১১।১২।১৩ পর্য্যায় লইয়া বঙ্গজের নবম বা শেষ সমাজ-সমীকরণ করেন। সেই সমীকরণ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। সেই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে বাকলাসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবার সূচনা হইয়াছিল। বোধ হয়, কুলীনগণের মধ্যে তজ্জনিত পরস্পর মনান্তর বশতঃ পরমানন্দকৃত নবম সমীকরণ সমাপ্ত

হয় নাই। যবন-প্রতাপের বিস্তারের সঙ্গে বঙ্গভূমের নানা স্থানে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল বঙ্গজ রাজন্যবর্গ বাকলা হইতে পৃথক্‌ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালনা জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সুতরাং বাকলা-সমাজান্তর্গত বঙ্গজগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ায় পরমানন্দের সমাজ সংস্কার ব্যর্থ হইয়াছিল।

পরমানন্দের পূর্ব্ব হইতে ঢাকা অঞ্চলে "বাজুসমাজ" নামক বঙ্গজের অপর একটী সমাজ বর্ত্তমান ছিল। সেই সমাজে নিকৃষ্ট বংশ এবং হীন কায়স্থের সহিত বহুল সংমিশ্রণ প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত পরমানন্দ তাহার সংস্রব ত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গজ-সমাজ স্থানার সীমাবদ্ধ করেন। এই সূত্রেই মনোবাদের সূচনা হয়। বিক্রমপুর-যবনহস্তে পতিত হওয়ার পর চাঁদরায় ও কেদার রায় যবনাধীনে বিক্রমপুরের রাজপদবী প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত বিক্রমপুর সমাজের পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক বঙ্গসমাজের সমাজপতির আসন ও মর্য্যাদা পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত দুই ব্যক্তির ন্যায় মুকুন্দরাম রায় যবনাধীনে বর্ত্তমান ফরিদপুর-জেলাস্থিত ফতেয়াবাদ বা ভূষণায় অপর একটি রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক বাকলা সমাজের প্রতিকূলে পৃথক্ একটা সমাজ পরিচালনার জন্য যত্ন পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুর-সমাজের পুনরুদ্ধার এবং "ভূষণাসমাজ" প্রতিষ্ঠা কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। পরমানন্দের উত্তর কালে বঙ্গজ গুহবংশীয় রাজা বসন্তরায় বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলাস্থিত "যশোহর সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজ প্রবলপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময় হইতে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। কুলগ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে যে, বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ সমাজ শিরঃস্থান, যশোহর সমাজ বাহুস্বরূপ, বিক্রমপুরসমাজ উরু এবং ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ পদ, এই সকল সমাজ ব্যতাত বঙ্গজের আর একটী প্রসিদ্ধ সমাজ আছে, তাহার নাম ইদিলপুর সমাজ। বঙ্গজ ঘোষবংশীয় মহাপুরুষ কমলনারায়ণ রায়চৌধুরী এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি এই সমাজের সমাজপতি।

কায়স্থের বর্ণ-বিচার।

(স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।)

কায়স্থের শূদ্রত্ব-প্রতিপাদনের অনুকূলে অনেকেই স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দনের মত বলবৎ ও প্রামাণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। এস্থলে আমাদের যাহা বক্তব্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া কোন কোন পণ্ডিতকে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই,—"রঘুনন্দন কায়স্থকে শূদ্রই বলিয়াছেন, কোথাও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেন নাই। তিনি কায়স্থকে "সচ্ছূদ্র" আখ্যা দিয়াছেন। কায়স্থেরা যে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে শূদ্রাচার হইয়াছেন, সচ্ছূদ্র বলিলে তাহা বুঝায় না" ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আমাদের সর্ব্বাগ্রে বক্তব্য এই যে,—রঘুনন্দনের মতামত কতদূর প্রচলিত, প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য তাহারই বিচার করা উচিত।

১মতঃ—আমরা দেখিতে পাই যে, রঘুনন্দনের মত সমগ্র বঙ্গদেশেই প্রচলিত নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ ত বহুদূরের কথা। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রণীত শুদ্ধিতত্ত্বের মতে জানা যায় যে, তদুদ্ধৃত মনু ও বিষ্ণুপুরাণের বচনক্রমে বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের যাবতীয় ক্ষত্রিয়ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, মহানন্দি ভূপাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এবং অম্বষ্ঠাদি জাতি ক্রিয়া-লোপ-হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মোটের উপর তাঁহার মতে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য হিন্দুজাতি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার উক্ত শুদ্ধিতত্ত্বে বিষ্ণুপুরাণের দোহাই দিয়া উদ্ধৃত

"তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ।"

অর্থাৎ মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল, এই বচনটি প্রকৃত কোন বিষ্ণুপুরাণে নাই। সুতরাং উহা স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিতমাত্র। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৩।২৪ অধ্যায় পাঠ করিলে স্পষ্টই জানা যাইবে যে, মগধদেশে শূদ্র মহানন্দি

ও তাঁহার বংশধরগণ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব ছিল। রঘুনন্দন যে মনু-বচন উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমানকালে ক্ষত্রিয়াদি নাই বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সকল স্থানের ক্ষত্রি সম্বন্ধে ঘটিতে পারে না। মনুসংহিতার দশম অধ্যায় ৪২।৪৩ শ্লোক পাঠে স্পষ্ট জানা যায় যে, পুণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সকল দেশীয় ক্ষত্রিয়বংশ ক্রমে ক্রিয়ালোপবশতঃ ব্রাহ্মণ বা বেদের অদর্শন হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত মনু-বচন দ্বারা রাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র ও ভারতবর্ষে অন্যান্য স্থানবাসী ক্ষত্রিয়বংশ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার নিম্নস্থ বৈ জাতিও যে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে, এরূপ আজগুবি সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ যু বিরুদ্ধ ও অপ্রামাণ্য। এতদ্ভিন্ন আরও জানা যায় যে, রঘুনন্দন প্রা সাড়ে তিন শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ প্রা সাত শত বৎসর হইতে চলিল, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের ভ্রা পশুপতি তৎপ্রণীত বিবাহপদ্ধতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

"ইত্যনেন দক্ষিণপাদে দদ্যাৎ। তেনৈব ক্রমেণ পাদং প্রক্ষালয়েৎ, ক্ষত্রিয় দদ্যস্তু প্রথমং বামপাদং॥"

অর্থাৎ এইরূপে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পাদে পাদ্য প্রদান করিতে হইবে ক্রমে ঐ ব্রাহ্মণ দক্ষিণপাদ এবং যজুর্ব্বেদী ক্ষত্রিয়াদি জাতি বামপাদ প্রক্ষাল করিবেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের ক্রিয়া এই পদ্ধতি অনুসারেই হই থাকে, রঘুনন্দনের মতে হয় না। এতদ্দ্বারা পশুপতির সময়েও তাঁহার মতে ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহানন্দি বহু পরবর্ত্তী পশুপতির সময়ে ক্ষত্রিয়াদি থাকিল, আর রঘুনন্দনের মতে মহা নন্দি হইতেই সহসা সমস্ত ক্ষত্রিয় লোপ পাইল; এরূপ অপূর্ব্ব যুক্তির অব তারণা করা পূজ্যতম রঘুনন্দনেই সম্ভবে। পশুপতি ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম শাস্ত্রনিবন্ধকর্ত্তা মহোদয়গণের মতে ক্ষত্রিয়-লোপ হয় নাই।

২য়তঃ—রঘুনন্দনের মত অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে তাঁহারই অপর এক মতে ব্রাহ্মণাদি জাতি মাত্রকেই শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু তৎপ্রণীত "সংস্কারতত্ত্বে" স্পষ্ট লিখিত আছে যে,—

'ইদানীন্ত—"যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্ম্মপাদবিগ্রহঃ।
কামিনস্তমসাচ্ছন্না জায়ন্তে যত্র মানবাঃ॥
অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে॥"

ইতি মৎস্যপুরাণোক্তকলিযুগস্বভাবেন সম্যগ্‌ধর্ম্মাচরণরহিতেনাপি চন্দ্রোপবেশনাদ্যঙ্গাভাবেঽপি কর্ম্মণঃ প্রাধান্যাদাজ্যহোমাদিকং ক্রিয়তে।'

'মৎস্যপুরাণোক্ত এই বচন অনুসারে ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম ও ক্রিয়ালোপহেতু অঙ্গহীন ক্রিয়া করিতেছেন, তাঁহারা কেবল আপনাদের কর্ম্মপ্রাধান্য-স্থাপনের জন্য হোমাদি করেন।' রঘুনন্দনের এই উক্তি দ্বারা কি স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে না যে, ব্রাহ্মণগণ হোমযজ্ঞাদি যাহা কিছু করেন, তাহা কিছুই নহে, তাঁহারাও ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রাচারী ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? কিন্তু রঘুনন্দনের এই বিচিত্র মতের উপর কাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে? আজিও কি ৺কাশীধাম, কান্যকুব্জ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহু সুবিখ্যাত পশ্চিম ও বঙ্গদেশীয় স্থানসমূহে শত শত অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই? বর্ণগুরু পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এরূপ স্থলে সমস্ত ভারতের যাবতীয় ব্রাহ্মণই ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রাচারী ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূজ্যতম রঘুনন্দনের এই ভ্রান্ত মত যে নিতান্ত অলৌকিক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩য়তঃ—রঘুনন্দন-প্রণীত উদ্বাহতত্ত্বের মতানুযায়ী বিরুদ্ধবাদিগণ এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন যে,—

"সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন কালোত্তরমঙ্গলবিশেষাচরণঞ্চ সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যং।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেকেই তদুদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের এই বচনটি গোপন করিয়া বিদ্বেষিতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। যথা,—

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্॥"

এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, সচ্ছূদ্র শব্দে ক্ষত্রিয় বুঝাইলে এব
বসুঘোষাদি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে বসুবর্ম্মা ঘোষবর্ম্মাদিরূপ নামকর
করাই স্মার্ত্তবাগীশের মত। বাস্তবিক বসু ঘোষাদি পদ্ধতির সহিত যে দাস
পদ্ধতি যোগ করিতে হইবে, রঘুনন্দন এরূপ কথা কোথাও লেখেন নাই।
বস্তুতঃ পক্ষে সচ্ছূদ্র শব্দ রূঢ়ি, তদ্দ্বারা দেবতা, মসীশ, কায়স্থ ও শ্রীবৎসজাতি
ক্ষত্রিয় বুঝায় এবং তজ্জন্যই প্রাচীন ধরণীকোষের ক্ষত্রিয়পর্য্যায় মধ্যে কায়স্থে
এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—

"সচ্ছূদ্রো মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।"

মসীশ অর্থাৎ কায়স্থ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, দেবত্ব এবং ক্ষত্রিয়ভাবসম্পন্ন
অশূদ্র আখ্যায় পরিচিত। এই নিমিত্ত তাঁহারা অশূদ্র অর্থাৎ শূদ্র নহে
সচ্ছূদ্র অর্থাৎ শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।
শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত আচার-নির্ণয়-তন্ত্র পাঠেও এই মতের পোষকতা দৃষ্ট হয়, বাহুল্য
ভয়ে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। এতদ্ভিন্ন রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী
স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ধ্রুবানন্দমিশ্র-লিখিত কারিকা মতে জানা যায় যে, ব
প্রভৃতি কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের সন্তান; তাঁহারা বঙ্গদেশে স্ব স্ব আদিপুরুষে
নামে পদ্ধতি স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব বংশমর্য্যাদার ইতরবিশেষ স্থাপন করিয়াছিলেন
আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন সচ্ছূদ্রগণের স্ত্রী
নামকরণ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন নাই, দ্বিজাতির স্ত্রী দেবী এব
শূদ্র-স্ত্রী দাসী উল্লেখে নামকরণ করিতে হইবে, তিনি এই মাত্র ব্যবস্থা দি
ছেন। কিন্তু তাঁহার এই মতও মনু-বিরুদ্ধ। মনুর মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়
স্ত্রীরই দেবী উপাধি হইবে। ফলতঃ তিনি সচ্ছূদ্রকে দ্বিজাতির অন্তর্গত
করিলে তদীয় স্ত্রীগণও যে দাসী উল্লেখে নামকরণ করিবে, এরূপ ব্যব
নিশ্চয়ই প্রদান করিতেন। এই সকল বিষয় প্রণিধান করিয়া দেখিলে, পূজ্যপা
রঘুনন্দনের মতে কায়স্থগণকে মাত্র সচ্ছূদ্র বলিলেই যে শূদ্রই বুঝাইবে
শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বুঝাইবে না, এরূপ কোন যুক্তি নাই।

বিষ্ণুসংহিতা।

বিষ্ণুসংহিতায় কায়স্থের নামোল্লেখ ও পরিচয় দেখিয়া কোন কোন বিরু
বাদী পণ্ডিত অন্য কোনরূপ সুবিধা না পাইয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন

বিষ্ণুসংহিতায় কায়স্থের পরিচয় কেবল লেখক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বারা কায়স্থের জাতি বা বর্ণ নিরূপিত হয় নাই, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তৎসহ "রাজসাক্ষী" শব্দের সংস্রব ও সার্থকতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র প্রণিধান করিবার শক্তি থাকিলে এবং মনুসংহিতার—

"স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ॥" (মনু ৮।৬৮)

'স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে, দ্বিজগণের সাক্ষী সদৃশ দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈশ্য হইবে; শূদ্রের শূদ্র এবং চণ্ডালাদি নীচ জাতির সাক্ষী নীচ জাতিই হওয়া উচিত।' এই অনুশাসন বাক্যের প্রতি লক্ষ্য ও জ্ঞান থাকিলে কায়স্থ রাজসাক্ষীর অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয় রাজার সদৃশ দ্বিজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণ হওয়াই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান-সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেন। এরূপ স্থলে বিষ্ণুসংহিতায় কায়স্থের সন্নিবেশে তাহার বর্ণনিরূপণ সম্বন্ধে একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া উড়াইয়া দিতে কেহই সাহসী হইতেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় কায়স্থের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে কোন কোন বিদ্যাবাগীশ বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিত তাহার দোষভাগ মাত্র গ্রহণ করিয়া কায়স্থগণকে 'উক্ত বচন তাঁহাদের অনুকূলে ব্যবহার না করাই উচিত' এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি প্রাচীন মিতাক্ষরা এবং শূলপাণিধৃত টীকার সাহায্যে কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ও অতি মায়াবী বলিয়া দুর্নিবার অর্থাৎ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের বিশেষ গুণবত্তা ও শক্তিমত্তার পরিচয় থাকায় যাজ্ঞবল্ক্যবচন কায়স্থগণের অনুকূলপ্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরাকার কি বলিতেছেন দেখুন, 'কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ। তেষাং রাজবল্লভতয়া অতি মায়াবিত্বাদ্দুর্নিবারত্বাচ্চ।' রাজসভায় যে গণক ও লেখক থাকিবে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিনির্দ্দেশ আছে,—

'শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ'

রাজা শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন অর্থাৎ বেদবিদ্ গণককে নিযুক্ত করিবেন। শূদ্র কখন বেদবিদ্ হইতে পারে না। বেদবিদ্ গণক অবশ্য দ্বিজাতিই হইবে, এ সম্বন্ধে নিবন্ধকার মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তের্গণকো দ্বিজাতিঃ, তৎসাহচর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ" (বীরমিত্রোদয়ে ব্যবহারাধ্যায়) অর্থাৎ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন এই বিশেষণটী উক্ত থাকায় গণক দ্বিজাতি এবং তাঁহার সাহচর্য্যপ্রযুক্ত লেখকও দ্বিজাতি হইতেছেন। সুতরাং মিতাক্ষরার নির্দ্দেশানুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত কায়স্থ নিঃসন্দেহে দ্বিজাতিই হইতেছেন।

শুক্রনীতি।

অতঃপর শুক্রনীতির বচনাবলির সাহায্যে বিরুদ্ধবাদী নীতিজ্ঞগণ যে নিতান্ত হাস্যাস্পদভাবে কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহার যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। শুক্রনীতিতে;

"পঞ্চহস্তং বসেয়ুর্বৈ মন্ত্রিণো লেখকাঃ সদা॥" (২।২৬৭)

রাজার পাঁচ হাত দূরে সর্ব্বদা মন্ত্রিগণ ও লেখকগণ বসিবে। অর্থাৎ রাজসভায় মন্ত্রী ও লেখকের আসনের সমদূরত্বহেতু লেখক বা কায়স্থের বর্ণ এবং মর্য্যাদারও সমতাবোধক উক্তি থাকা সত্বেও কোন কোন বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিত উক্ত শুক্রবচনের পরবর্ত্তী ২৬৯ ও ২৭০ শ্লোকদ্বয় পাঠ করিয়া তাহাতে দর্শক ও লেখক অধম এবং ভৃত্য ও পরিচারকগণ অধমতম এই বৃত্তিভেদের পরিচয় দিতে গিয়া হাস্যাস্পদ যুক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্য ও লজ্জার বিষয় এই যে শুক্রনীতির তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক সকলে—

"সাহসাধিপতিঞ্চৈব গ্রামনেতারমেব চ।
ভাগহারং তৃতীয়ন্তু লেখকন্তু চতুর্থকম্॥
শুল্কগ্রাহং পঞ্চমঞ্চ প্রতিহারন্তথৈব চ।
ষট্‌কমেতন্নিয়োক্তব্যং গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে॥"

(শুক্রনীতি ২।২২০-২২২।)

অর্থাৎ প্রতিগ্রামে বা পুরে এক একজন সাহসাধিপতি বা ফৌজদার, গ্রামপতি, তৃতীয় ভাগহার বা আমীন, চতুর্থ লেখক, পঞ্চম শুল্কগ্রাহী বা তহসিলদার এবং ষষ্ঠ প্রতিহার বা চৌকিদার এই ৬জন নিযুক্ত করা আবশ্যক।

এতদ্দ্বারা লেখকের উল্লেখ শুল্কগ্রাহী ও প্রতিহার এই উভয় শ্রেণীর উপরে চতুর্থ স্থানে থাকারই পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত শুল্কগ্রাহী ও প্রতিহারের বর্ণবিচারবিষয়েও শুক্রাচার্য্য এইরূপ স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন যে;—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥"

(শুক্রনীতি ২।৪২০, গ্রন্থান্তরে ২।৪৩২।)

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, লেখক কায়স্থ, শুল্কগ্রাহী বৈশ্য এবং প্রতিহারীর কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইবে।

এ মতে কায়স্থবর্ণ বৈশ্য ও শূদ্রের উপরে এবং ব্রাহ্মণের নিম্নে হওয়ারই স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী বিদ্যাদিগ্‌গজগণ তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া শুক্রনীতির উল্লিখিত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের শেষ চরণ—

"ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসাধিপতিশ্চ সঃ॥" (২।৪১৯, গ্রন্থান্তরে ২।৪৩১)

(ভাগগ্রাহী ও সাহসাধিপতির কার্য্যে ক্ষত্রিয় নিযুক্ত হইবে।) এই শেষ দুই চরণের সহিত চতুরতাপূর্ব্বক পূর্ব্বোদ্ধৃত—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।"

বচনের সহিত মিল করিয়া দিয়া কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় ভিন্নরকম পদার্থ, উভয়ে এক জিনিস নহে, এই এক ন্যায়ের ফাঁকী বাহির করিয়া এবং তৎসহ উক্ত শুক্রনীতির উল্লিখিত শ্লোকসকলের নিম্নবর্ত্তী একটী শ্লোকের "সসঙ্করশ্চতুর্বর্ণধর্ম্মোঽয়ং" এই অসম্পূর্ণ চরণের সংযোগের সাহায্যে কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসী হইতে দেখিয়া আমরা লজ্জিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি।

এতদ্ভিন্ন কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয় পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শুক্রনীতির, 'পুরোধা চ প্রতিনিধিঃ প্রধানসচিবস্তথা'। ইত্যাদি বচনে রাজার দশ প্রকৃতির মধ্যে কায়স্থের নামোল্লেখ না থাকায় ঐ সকল বচন কায়স্থের অনুকূলে উদ্ধৃত করা নিষ্ফল বলিয়া কোন কোন মহাত্মা উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন না, দেখিয়া আমাদিগকে অবাক্ ও কুণ্ঠিত হইতে হয়।

এস্থলে বাহুল্য হইলেও শুক্রনীতির পরস্পর সামঞ্জস্যযুক্ত উল্লিখিত ও তৎপূর্ব্ব, মধ্য এবং পরবর্ত্তী বচনগুলির একত্র সমাবেশপূর্ব্বক এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। বিজ্ঞ পাঠকগণ তজ্জন্য ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

শুক্রনীতির ২য় অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে,—

(১) "সেনানীর্লেখকাশ্চৈতে শতং প্রত্যধিপা ইমে।
সাহস্রিকস্তু সংযোজ্যস্তথা চাযুতিকো মহান্ ॥২৪।

(২) পুরোধা চ প্রতিনিধিঃ প্রধানসচিবস্তথা ॥৬৯।

(৩) মন্ত্রী চ প্রাড়্বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্যো দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশ ॥৭০।

(৪) প্রজাসংরক্ষণে দক্ষো গ্রামপো মাতৃপিতৃবৎ।

(৫) বৃক্ষান্ সংপুষ্য যত্নেন ফলং পুষ্পং বিচিন্বতি ।১৭১
মালাকার ইবাত্যন্তং ভাগহারস্তথাবিধঃ ॥

(৬) গণনাকুশলো যস্তু দেশভাষাপ্রভেদবিৎ ॥১৭২

(৭) অসন্দিগ্ধমগূঢ়ার্থং বিলিখেৎ স চ লেখকঃ। ১৭৩॥

(৮) সাহসাধিপতিঞ্চৈব গ্রামনেতারমেব চ।
ভাগহারং তৃতীয়ন্তু লেখকন্তু চতুর্থকম্ ॥২২১॥

(৯) শুল্কগ্রাহং পঞ্চমঞ্চ প্রতিহারং তথৈব চ।
ষট্‌কমেতন্নিয়োক্তব্যং গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে ॥২২২॥

(১০) দশ প্রোক্তা পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব তে।
অভাবে ক্ষত্রিয়া যোজ্যাস্তদভাবে তথোরুজাঃ ॥৪১৮॥

(১১) নৈব শূদ্রাস্তু সংযোজ্যা গুণবন্তোঽপি পার্থিবৈঃ।
ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসাধিপতিশ্চ সঃ ॥৪১৯॥

(১২) গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥৪২০॥

(১৩) সেনাধিপঃ ক্ষত্রিয়স্তু ব্রাহ্মণস্তদভাবতঃ।
ন বৈশ্যো ন চ বৈ শূদ্রঃ কাতরশ্চ কদাচন ॥৪২১॥

(১৪) সেনাপতিঃ শূর এব যোজ্যঃ সর্ব্বাসু জাতিষু।

সসঙ্করশ্চতুর্বর্ণধর্ম্মোঽয়ং নৈব যাবনঃ ॥৪২২॥

(১৫) নৃপোঽধিকৃতসভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকঃ ॥৫৫৭॥

(১৬) হেমাগ্ন্যম্বুস্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ।
তত্তদ্দশাঙ্গকরণং যস্য মধ্যস্থ পার্থিবঃ ॥৫৫৮॥

(১৭) ন্যায়ান্যায়ে কৃতমতিঃ সা সভাধ্বরসন্নিভঃ ॥৫৫৯॥

অর্থাৎ প্রত্যেক শতজন সৈন্যের উপর এক এক জন সেনানী ও লেখক থাকিবে। এইরূপ প্রত্যেক সহস্র ও অযুত সংখ্যক সৈন্যের উপর এক এক মহাসেনানী ও প্রধান লেখক নিযুক্ত হইবে। পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী, প্রাড়্বিবাক, পণ্ডিত, সুমন্ত্র, অমাত্য ও দূত রাজার এই দশটি প্রকৃতি। গ্রামপতি মাতা ও পিতার ন্যায় প্রজাপালনে দক্ষ হইবেন। যেমন মালী অতি যত্নে গাছ পুঁতিয়া ফলপুষ্প চয়ন করে, ভাগহারের কার্য্যও সেইরূপ। যিনি গণনায় পটু, দেশভাষায় অভিজ্ঞ এবং নিঃসন্দেহ ও সরল কথা লিখিতে পারেন, তিনিই লেখক হইবেন। রাজা প্রতি গ্রামে বা পুরে সাহসাধিপতি বা ফৌজদার, গ্রামপতি বা গ্রামণী, তৃতীয় ভাগহার বা আমীন, চতুর্থ লেখক বা পাটোয়ার, পঞ্চম শুল্কগ্রাহী বা উল্লিখিত তহশীলদার এবং ষষ্ঠ প্রতিহার বা চৌকীদার এই ছয় জন নিযুক্ত করিবেন। পুরোহিত আদি রাজার দশটি প্রকৃতিই ব্রাহ্মণ হইবে, ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় এবং তদভাবে বৈশ্যগণ নিযুক্ত হইতে পারিবে। শূদ্র গুণবান্ হইলেও রাজা তাহাদিগকে ঐ সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। ভাগগ্রাহী ও সাহসাধিপতি ক্ষত্রিয় হইবে, গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, লেখক কায়স্থ, শুল্কগ্রহণকারী বৈশ্য এবং প্রতিহারীর কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষ বা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) ক্ষত্রিয় হইবে, তদভাবে ব্রাহ্মণ হইবে, বৈশ্য বা শূদ্র এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি কদাচ হইবে না। সকল জাতি হইতেই বীরপুরুষ দেখিয়া সেনাপতি বা সর্দ্দার নিযুক্ত হইবে, এই সেনানী সঙ্করবর্ণ সহিত চারিবর্ণ হইতেই নিয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত, কিন্তু যবন কখন নিযুক্ত হইবে না। রাজা, অধ্যক্ষ, সভ্য, স্মৃতি, গণক, লেখক, হেম, অগ্নি, জল ও স্বপুরুষ এই দশটি সাধনাঙ্গ। এই দশটি সাধনাঙ্গযুক্ত রাজা যে সভায় অধিষ্ঠান করিয়া ন্যায় ও অন্যায়ের আলোচনা করেন, সেই সভাই অধ্বর সদৃশ হয়।

শুক্রনীতির উল্লিখিত বচনাবলীর সুস্পষ্ট অর্থ পরিগ্রহপূর্ব্বক বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণকে বিচার করিতে অনুরোধ করি যে, বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতিকূল উক্তি কতদূর যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত। উল্লিখিত বচনাবলি দ্বারা লেখক বা কায়স্থের গুণ ও কর্ম্মপ্রাধান্য এবং আসন ও বর্ণবিচার যে শূদ্র ও বৈশ্যের উপরে এবং ব্রাহ্মণের নিম্নে তাহা অতি সুস্পষ্ট এবং নিঃসংসয়িত-রূপে প্রমাণিত হইতেছে। নিরপেক্ষভাবে ও সামঞ্জস্যরক্ষাপূর্ব্বক বিচার করিতে গেলে পুরোহিত আদি রাজার দশটি প্রকৃতির মধ্যে কায়স্থের নামোল্লেখ না থাকিলেও লেখকের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, আর যখন ধর্ম্মাধিকরণে কায়স্থগণ সন্ধিবিগ্রহকারী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন এবং সন্ধিবিগ্রহাদি সচিবের কার্য্য যথা,—

"রাজ্ঞা তু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥" অপরার্কধৃত ব্যাসবচন।

সন্ধিবিগ্রহলেখক স্বয়ং রাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাম্রপটে বা কার্পাসপটে রাজ-শাসন লিখিবেন। আরও

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্" (মনু ৭।৫৬)

রাজা সন্ধি ও বিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্ সচিবগণের সহিতই চিন্তা করিবেন।

এরূপস্থলে উদ্ধৃত শুক্র-বচনের বলে সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থগণ সচিব শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় কদাচ শূদ্র হইতে পারেন না, সুতরাং শ্রেষ্ঠবর্ণ দ্বিজাতি, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, অতএব উক্ত বচন উদ্ধৃত করা কায়স্থের পক্ষে নিষ্ফল না হইয়া বরং সুফলপ্রদই হইতেছে। বলা বাহুল্য যে কায়স্থ রাজার সাধনাঙ্গের অন্তর্গত, তাহাও উপরে প্রমাণ করা হইয়াছে এবং সেনাপতি বা সর্দ্দারের বর্ণ-বিচারস্থলে লিখিত 'সসঙ্করশ্চতুর্ব্বর্ণধর্ম্মোঽয়ং নৈব যাবনঃ' শুক্র-নীতির এই বিধানের আংশিক আরোপ কায়স্থের স্কন্ধে নিক্ষেপপূর্ব্বক উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানবৎ তাহাকে বর্ণ-সঙ্কর বা শূদ্র প্রমাণ করিতে যাওয়া নিতান্ত বাতুলতা ও অর্ব্বাচীনতার পরিচয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? (ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসুমল্লিক।

কায়স্থ-বখর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

মূল।

রাম বোলিলে কী, তুহ্মী ব্রাহ্মণ, আহ্মী ক্ষত্রিয়, পরম ব্রাহ্মণভক্ত, ব্রাহ্মণাবর শস্ত্রাস্ত্রে সোড়ূ নয়েত। ব্রাহ্মণাচে ঘাত অপঘাত মাত্র নিবারণ করাবে। হা ক্ষত্রিয়াঞ্চা ধর্ম্ম আহে। আণি তুহ্মী ব্রাহ্মণ আহাঁত, আণি মাঝা জন্ম ক্ষত্রিয়া মধ্যে তেহ্বাঁ আহ্মী কোণ আণি তুহ্মী কোণ হেঁ চিত্তাত সমজাবে। তে সময়ী পরশুরামানে চিত্তাত বিচারিলে। আপণ ক্ষত্রিয় বধাচী অহন্তা ধরলী য়াজকরিতা আদি-পুরুষ ক্ষত্রিয়রূপ আমচী অহন্তা দূর করাবয়াস অবতরলে। তেহ্বাঁ অবতার কৃত রামচন্দ্রজীকড়ে গেলে। হে সমজোন দেহ অহন্তা সোড়ূন নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মরূপে রাহিলে। ক্ষত্রিয় মারাবয়াচে তেহ্বাঁ পাসূন সোড়ূন দিলে। শ্রীরামচন্দ্র ভার্গবজিত ভার্গবদর্পহরণ অশী

অনুবাদ।

ব্রাহ্মণের আঘাত অপঘাত নিবারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন আপনি ব্রাহ্মণ, আমার জন্ম ক্ষত্রিয়কুলে। সুতরাং আপনি কে, আমি কে, তাহা মনে মনে বুঝিয়া দেখুন।"

তখন পরশুরাম মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, "আমি অহঙ্কার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বধের প্রতিজ্ঞা করায় আদিপুরুষ আমার গর্ব্বহরণের জন্য ক্ষত্রিয়-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখন অবতারের কার্য্যাদি রামচন্দ্রের করণীয় হই-য়াছে।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরশুরাম অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম-রূপে লীন হইয়া রহিলেন। ক্ষত্রিয়-হত্যা-কার্য্য তখন হইতে পরিত্যাগ করি-লেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন হইতে ভার্গবজিৎ, ভার্গবদর্পহরণ প্রভৃতি নাম পাই-

মূল।

নাবেঁ তেহ্বাঁ পাসূন পাবলে। পুঢ়ে অযোধ্যেস জাউন রাজ্যভার চালবূন রাবণাদি রাক্ষস মারূন অবতার চরিত্র সমাপ্ত কেলেঁ। য়া প্রমাণে বাল্মীকি রামায়ণী কথা আহে। পুঢ়ে পরশুরাম নিরভিমানে নির্ব্বিকল্প হোউন তীর্থাটনে করীত অসতাঁ পুয়োষ্ণী তীরী আল্যাবর তেথে চিত্তপাবন ব্রাহ্মণাচী উৎপত্তি কেলী। নন্তর সমুদ্রতীরী য়েউন সমুদ্রা জবল জাগা মাগোন তলকোঁকণ মুলুখ বসবূন বাস্তব্য কেলে। অশী কথা সহ্যাদ্রিখণ্ডীঁ অকরাব্যা অধ্যায়া পাসূন পুঢ়ে বিস্তারযুক্ত আহে। পুঢ়ে রাম অবতার সমাপ্ত ঝাল্যাবর দ্বাপরযুগ নিঘাল্যাবর পুঢ়ে কৃষ্ণাবতার সমাপ্ত হোউন কলিযুগ নিঘালে। বৌদ্ধ অবতার জাহলা। তেহ্বাঁ পৃথ্বীবর সূর্য্যবংশীচে

অনুবাদ।

লেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় গমন, রাজ্যভার পরিচালন, রাবণাদি রাক্ষসের বধ প্রভৃতি অবতার-চরিত্র পরিসমাপ্ত করিলেন। সে কথা বাল্মীকীয় রামায়ণে বর্ণিত আছে।

অতঃপর পরশুরাম নিরভিমান ও নির্ব্বিকল্প হইয়া তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে পয়োষ্ণী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় তিনি চিত্তপাবন ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর তিনি সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক সাগরের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিয়া "নিম্ন-কোঙ্কণ" দেশ লোকের বাসযোগ্য করিয়া তথায় স্বয়ং বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ আখ্যায়িকা সহ্যাদ্রিখণ্ডের একাদশ অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

রামাবতারের পরিসমাপ্তির পর ত্রেতাযুগ শেষ ও দ্বাপর যুগ প্রবৃত্ত হয়। ঐ যুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতার শেষ হইলে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইল। কলিযুগে বৌদ্ধ অবতার হইল, সে সময়ে পৃথিবীতলে সূর্য্যবংশীয় ও সোমবংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা

(১) প্রাচীন পুস্তকের অধ্যায়বিভাগ সকল পুস্তকে সমান পরিদৃষ্ট হয় না। একগ্রন্থে যাহা একাদশ অধ্যায়, অন্যপুথিতে তাহা দশম, দ্বাদশ বা পঞ্চদশ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট থাকে।

মূল।

সোমবংশীচে অনেক ক্ষত্রিয় রাজে য়াণী বহুত রাজ্যেঁ কেলীঁ। সোমবংশী যাদবকুলী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার হোউন ভূভার নিরসন কেলেঁ তেহ্বাঁ চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ য়াণী ক্ষত্রিয়বিদ্যা সোড়ূন শ্রীপরশুরামনী ব দাল্ভ্যঋষীনী আজ্ঞা কেলী ত্যা প্রমাণে লেখনবিদ্যা উপজীবিকেস করূন, তীন কর্ম্মে ব ষোড়শ সংস্কার আচরোন, হরিহরার্চ্চন ব ব্রাহ্মণসন্তর্পণ, পিতৃপূজন, তর্পণ তীর্থ-ক্ষেত্রী যাত্রা আচরণ করূন সহ্যাদ্রি পাটাবরী মাবলঁ কোঙ্কণাত আশ্রয় করূন নান্দত আলে। পরীক্ষিত ব জন্মেজয় য়াণে সার্ব্বভৌমত্ব রাজ্য পৃথ্বীবর কেলে। ত্যানন্তর শালিবাহন শক নিঘালা। শালিবাহন রাজা য়ানে নর্ম্মদে অলীকড়ে রাজ্য কেলেঁ। পলীকড়ে উত্তর তীরা পাসূন উত্তরেস ইন্দ্রপ্রস্থী রাজ্যক্রান্তী বহুত ঝাল্যা ক্ষত্রিয়াঁনী আচরণ সোড়ূন শূদ্রা সারিখে করাঁ লাগলে। তেহ্বাঁ পৃথ্বীবরচী দেবতাঁনী আপলী স্থানে সোড়ূন তে স্বর্গাপ্রত গেলে। মাত্র অংশরূপী জেথে ভজনপূজন

অনুবাদ।

রাজত্ব করিতেছিলেন। সোমবংশে যাদবকুলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিলেন, তখন চান্দ্রসেনীয় কায়স্থেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষত্রিয়বিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীপরশুরাম ও দাল্ভ্য ঋষির আদেশক্রমে লিখনবিদ্যা অবলম্বনে জীবিকার্জ্জন করত, তিন কর্ম্ম, ষোড়শ সংস্কার, হরিহরার্চ্চন, ব্রাহ্মণসন্তর্পণ, পিতৃপূজন, তর্পণ ও তীর্থযাত্রাদি ধর্ম্মপালনপুরঃসর সহ্যাদ্রির সানুদেশে "মাবল কোঙ্কণ" প্রদেশের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন।

(শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর) পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম রাজত্ব করেন। তাহার পর শালিবাহন শক প্রবর্ত্তিত হয়। শালিবাহন রাজা নর্ম্মদার দক্ষিণে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নর্ম্মদার উত্তরতীর হইতে উত্তর দিকে ইন্দ্রপ্রস্থপর্য্যন্ত অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। ক্ষত্রিয়েরা সদাচার পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। তখন পৃথিবীর উপর যে সব দেবতা ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। কেবল

মূল।

নামস্মরণ কীর্ত্তন তেথেঁ ভাবার্থ আচরণ পাহূন রাহিলে। পয়
শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা মন্ত্র-সামার্থ্য ধনুর্ব্বিদ্যা চালত না, অসে জাহলে
পুঢ়ে দুর্গাণাতোন চ্যমেত (?) ব পাঠাণ বা মোগল ব কিতীএ
অবিন্ধ ইন্দ্রপ্রস্থী য়েউন হিন্দুরাজ্য পরাভবূন পাতশাহাচে শ
বসবিতে জাহলে। ত্যাপাসূন ত্যাঞ্চী সহী চাললী। ত্যাস বা
সাড়ে বারাশে বর্ষে জাহলী। সন আর্বী চালত আলা। পু
যবনাক্রান্ত পৃথ্বী জাহলী। অষ্টদিশা ব্যাপূন পৃথ্বীবর যবনচ জাহলে
ত্যাজবর মণ্ডনমিশ্র য়াণীং জৈন মত স্থাপূন সর্ব্ব যাতী কর্ম্মভ্র
কেল্যা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যাতী উপযাতী য়াঁত বর্ণাবর্ণা
রীত রাহিলী নাহী, যবনাঞ্চী সদ্দী চালল্যাবর তিন চার শেঁ বর্ষে অ
মাস ভ্রষ্টাকার জাহলা। কিঞ্চিৎ আপলে ধর্ম্ম চাললে। নন্তর
শঙ্কারাবতার শঙ্করাচার্য্য প্রগট হোউন জৈন মত খণ্ডন কেলে।

অনুবাদ।

যেখানে (হরির) ভজন পূজন ও নামস্মরণ সংকীর্ত্তন হয়, সেই খানে লোকে
ভক্তি ও সদাচার দেখিয়া অংশরূপে অবস্থান করিলেন। কিন্তু শস্ত্রাস্ত্রবি
মন্ত্রসামর্থ্য, ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অচল হইয়া উঠিল। পরে দুর্গণা (?) হইতে
* (?) পাঠান মোগল প্রভৃতি যবন ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া 'হিন্দুরাজার পরা
সাধনপূর্ব্বক বাদশাহী শক অব্দ প্রবর্ত্তিত করিলেন। তখন হইতে তাঁহাদি
প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। সে ঘটনার পর বারশত বা সাড়ে বারশত ব
অতীত হইল (১)। আরবী সন দেশে প্রচলিত হইল। পরে সমস্ত পৃ
যবনাক্রান্ত হওয়ায় অষ্ট দিকে ব্যাপ্ত করিয়া যবনেরা পৃথিবীময় বিস্তার
করিল। তাহার পর মণ্ডনমিশ্র জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম
করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি ও উপজাতি সমুদায়ের স্ব

(১) দক্ষিণাপথে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ৫১২ শকাব্দে বা ৫৯০ খৃষ্টাব্দে মোস
মানেরা প্রথমে ভারতে অভিযান করেন। এই বখরের লেখকও সেই প্রবাদের অনুসরণ ক
উল্লিখিত বাক্যটি রচনা করিয়াছেন।

মূল।

মণ্ডন মিশ্রাশী বাদ ঘালূন ত্যাস জিংকোন ধর্ম্মস্থাপনা কেলী। তেহ্বাঁ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি যাতী আপলালে পূর্ব্ব ধর্ম্ম, শাস্ত্রযুক্ত চালবূ লাগলে। তেহ্বাঁ চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভু আপল্যা ধর্ম্মে চালত হোতে। তে সময়ী কোণী শাস্ত্রবিহীন আগ্রহী ব্রাহ্মণাণী দ্বেষ বাঢ়বূন চান্দ্রসেনীয় কায়স্থাঁস বেদাধিকার নাহী, ম্হণোন কর্ম্মমার্গাস অড়থলে কেলে সাবিত্রী পাসূন মণ্ডণগড় পর্য্যন্ত তটঘালুন খটলে করূ লাগলে। তেহ্বাঁ কোঙ্কণপ্রান্তী হরি ঘোলকর প্রভু প্রমুখ ব অণখী প্রভু গৃহস্থ ব ব্রাহ্মণ মিলোন ভাগুত মোঙ্গলাই অমলদার য়া জবল গেলে। তো যবন অধিকারী হোতা। তো বোললা জে, তুমচে শাস্ত্রপ্রকরণাস্ত আম্হাস মাহিতগারী নাহী। তুমচে হিন্দুচে ক্ষেত্র শ্রীবারাণসী। তেথে জাউন নিশ্চয় করূন আণাল ত্যাপ্রমাণে আম্হী চালবূ। ত্যাজ

অনুবাদ।

স্ব স্ব বর্ণের ধর্ম্ম আর রহিল না। যবনদিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রায় ৩।৪ শত বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ প্রচলিত ছিল। অতি সামান্য পরিমাণে স্থানে স্থানে স্বধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল।

অনন্তর শ্রীশঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া জৈনমত খণ্ডন করিলেন এবং মণ্ডন মিশ্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন। তখন হইতে আবার ব্রাহ্মণাদি জাতি আপনাপন পূর্ব্বধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে চলাইতে লাগিলেন। তখন চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভুগণও স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে চলিতে ছিলেন। সেই সময়ে কোনও কোনও শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন একগুঁয়ে ব্রাহ্মণ দ্বেষপরবশ হইয়া চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের বেদাধিকার নাই বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম মার্গে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার চেষ্টা করেন। সাবিত্রী নদীর তীর হইতে মণ্ডণগড় পর্য্যন্ত দল বাঁধিয়া গোলযোগ করিতে লাগিলেন। তখন কোঙ্কণ প্রদেশবাসী হরিঘোলকর প্রমুখ প্রভুবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ মিলিয়া মোগলের আমলদারের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই রাজকর্ম্মচারী যবন ছিলেন। তিনি কহিলেন, তোমাদের শাস্ত্রপ্রকরণ আমি জানিও না, বুঝিও না। তোমরা তোমাদের হিন্দুক্ষেত্র বারাণসীতে গিয়া

মূল।

বরুন কাঁহী ব্রাহ্মণ ব প্রভুমণ্ডলী শ্রীবারাণসী ক্ষেত্রাস জাউন ক্ষেত্রস্থা
মোঠে মোঠে পণ্ডিত শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ মহাসমর্থ যাঁপ্রতি প্রার্থ
কেলী, আণি আপলালে রীতীনে গ্রন্থ সমজাবুন বর্ত্তমান সাঙ্গিতলে
তেহ্বা শ্রীপাদ গুরু গোবিন্দ ভট্ট মহাবিদ্বাবন্ত হোতে, ত্যাণী বারাণসী
মণিমুক্ত মণ্ডপী সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলী মিলবুন সভা কেলী। শাস্ত্রমত
বাদপ্রতিবাদ ভবতি ন ভবতি হোতাঁ, প্রভু হে চান্দ্রসেনীয় কায়
ক্ষত্রিয় বংশ খরে। যাতী শুদ্ধ য়াঁস ত্রিবিধ কর্ম্মে ষোড়শ সংস্কা
বেদাধিকার আহেত। অসা শাস্ত্রাধার স্থাপূন সর্ব্বব্রাহ্মণাং
সমজুত জাহলী। নন্তর ব্রাহ্মণ কর্ম্মমার্গ চালবণে য়াস মা
জাহলে। তেহ্বা সর্ব্ব শাস্ত্রাঞ্চী ব পুরাণান্তরীচী মতে প্যাহূ
'গোবিন্দভট্টী' গ্রন্থ করূন দিহ্লা, নন্তর তে সন্ন্যাসী জাহলে

অনুবাদ।

যে সিদ্ধান্ত করিয়া আনিবে, তাহা আমি কার্য্যে পরিণত করাইতে পারি তদনুসারে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও প্রভুমণ্ডলী শ্রীবারাণসী ক্ষেত্রে গিয়া ক্ষেত্রস্থ প্রধান প্রধান বিদ্বান্ শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট প্রার্থনা করিলেন এ স্ব স্ব পক্ষের গ্রন্থ প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া বিবাদের বিবরণ (কারণ) নিবেদ করিলেন। তৎকালে শ্রীপাদ গুরু গোবিন্দ ভট্ট নামে একজন মহাবিদ্বান্ পণ্ডি ছিলেন। তিনি বারাণসীর মুক্তিমণ্ডপে সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্মিলিত করি এক সভা করিলেন। শাস্ত্রানুসারে বাদপ্রতিবাদের পর স্থির হইল যে, চান্দ্র সেনীয় কায়স্থ প্রভুগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত। ইহারা বিশুদ্ধ জা ইহাদিগের যজন অধ্যয়নাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম, ষোড়শ সংস্কার ও বেদাধিকা আছে। এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থাপন করায় সকল ব্রাহ্মণেরই মনে প্রবো জন্মিল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা (চান্দ্রসেনীয়গণের) কর্ম্মকাণ্ডঃ চালাইতে ম হইলেন। গোবিন্দ ভট্ট সর্ব্বশাস্ত্র ও নানা পুরাণের মত আলোচনা পূর্ব্ব গোবিন্দভট্টি নামে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে তিনি সংসা ত্যাগ পুরস্কার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

চিত্রগুপ্ত।

কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তদেবকে আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি কিরূপে বা কবে হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে ঐ মহাত্মা-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। নানা পুরাণে ইহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা মত। কোন কোন পুরাণ দুই একটী কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উৎপত্তি-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ না থাকায় তাহা হইতে কোন রূপ সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই ঐ সকল পুরাণ হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার কোন উপায় নাই। যে কয়েকখানিতে চিত্রগুপ্তসম্বন্ধে লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দ ও গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। যাহা হউক সেই সকল উক্তি কল্পান্তরের কথা বলিয়া স্বীকার করিলে আর কোন গোল থাকিবে না।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—'স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ যখন একার্ণবীভূত ছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহার নাভিতে অবস্থিত থাকিয়া বহুবর্ষ তপস্যা করেন। জলমগ্ন জগৎকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভূত-সকল সৃষ্টি করাই তাঁহার ঐ তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলে বিষ্ণু তাহা পালন করেন, অনন্তর রুদ্র তাহার সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা প্রথমতঃ সর্ব্বরূপী বায়ুর সৃষ্টি করিয়া পরে তেজোময় সূর্য্যের সৃষ্টি করেন। তাহার পরে চিত্রগুপ্তসহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন। পদ্মযোনি এইরূপে আদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।" *

* "একীভূতং যদা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষীরোদসাগরে পূর্ব্বং ময়ি সুপ্তে জগৎপতৌ ॥ ৫
নাভিস্থোঽজস্তপস্তেপে বর্ষাণি সুবহূন্যপি।
একীভূতং জগৎ স্রষ্টুং ভূতগ্রামংচতুর্ব্বিধম্ ॥ ৬

আবার স্কন্দপুরাণ-মতে—'পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে সর্ব্বভূতের প্রিয় হিতকর মিত্র নামে অনেক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। চিত্রনামে তাঁহার এ তেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নাম্নী একটী রূপগুণবতী কন্যা জন্মে। তাঁহাদের জ গ্রহণের পর মিত্র পরলোকে গমন করায় তাঁহার পত্নীও তাঁহার সহিত চিতারো হণ করেন। তখন সেই অসহায় শিশুপুত্রকন্যা দুইটী ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালি হইয়া বর্দ্ধিত হয়। চিত্র বাল্যব্রত ধারণ করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া মহাদেব সূর্য্যের মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ধূপ, মালা ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহাদের পূ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপ তপস্যায় সূর্য্য তুষ্ট হইয়া চিত্রকে বলিলে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। চিত্র বলিলেন, "হে ভগবন্ আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমা সকল কর্ম্মে দক্ষতা ও স্পৃহা জন্মে।" সূর্য্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর দিলেন। তখন চিত্র সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ চিত্রকে তাদৃশ ক্ষমতাবান্ জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি এ মেধাবী আমার লেখক হয়; তাহা হইলে আমার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ ভাবিয়া একদিন স্নানের জন্য, লবণ-সাগর-প্রা চিত্রকে অগ্নিতীর্থ হইতে স্বীয় অনুচরবর্গ দ্বারা স্বপুরে আনাইলেন। সে চিত্রই বিশ্বচরিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত।' *

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা।
রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ ॥ ৭
বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ ॥ ৮
সৃষ্টৈবমাদিকং সর্ব্বং তপস্তেপে তু পদ্মজঃ।
গতানি বহুবর্ষাণি ব্রহ্মণো নাভিপঙ্কজে ॥" ৯

(গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে শ্রবণোৎপত্তির্নাম ৭ম অঃ রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্ক

* "মিত্রো নাম পুরা দেবী ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে ॥ ২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং দ্বয়ং জজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ৩
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা ॥ ৪

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে,—'এই জগতের আদিকারণ ভগবান্ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহা হইতেই চিত্র ও বিচিত্র নামে দুই ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী, অসাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকর্ম্মস্থাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাঁহারা কায়স্থ সকলের আদিপুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া শ্রেষ্ঠকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কামক্রোধাদি কায়বর্ত্তী ষড়্‌বিধ রিপুর বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাঁহারা এই সংসারে কায়স্থনামে পরিচিত এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হন।' *

ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, 'শান্তমানস পদ্মযোনি সৃষ্টি বিধান করিবার পর, স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয়নিচয় নিরোধপূর্ব্বক সহস্র সহস্র বর্ষ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব,

আভ্যাংতু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ ॥ ৫
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালার্কেব স্থিতৌ ব্রতে ॥ ৬
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ ॥" ৩৮

(স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড ১২৩ অধ্যায়)

* "বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবেঽপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥
চিত্রবিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা ॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ খ্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্‌বিধা কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থকায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ ॥" (কুলপঞ্জীধৃত পাদ্মে পাতালখণ্ড)

গূঢ়শিরা ও পরম সুন্দর এক পুরুষ জন্মিয়া লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্রহস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মার সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুগঠন উত্তম পুরুষের আপাদমস্তক দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" তদুত্তরে সেই পুরুষ বলেন, "হে নাথ! আমি আপনার শরীর হইতে জন্মিয়াছি, আপনি আমার নাম নির্দ্দেশ করুন এবং আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন।" তখন ব্রহ্মা স্ব-সমুৎপন্ন পুরুষের কথায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে, তুমি আমার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এজন্য তুমি জগতে কায়স্থ নামে খ্যাত হইলে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের জন্য ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান নির্দ্ধারিত হইল। তুমি তথায় থাকিয়া ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পৃথিবীতে ভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি কর।" ব্রহ্মা এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন*।

---

* "দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং যস্তু তং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ।
অধোর্দ্ধ্বস্তন্নিরীক্ষ্যাথ পুরুষঞ্চাগ্রতঃ স্থিতম্॥
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম।
ইতি পৃষ্টোঽব্রবীদ্ভীষ্ম ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥"
পুরুষ উবাচ।
"উৎপন্নো বিধিনা নাথ ত্বচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ
নামধেয়ং হি মে তাত কর্ত্তুমর্হস্তুতঃ পরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎকার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয়॥"

কমলাকর ভট্ট এবং গাগাভট্টোদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের কয়েকটী শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'ক্ষণকালের জন্য ধ্যাননিমগ্ন ব্রহ্মার কায়া হইতে এক দিব্যরূপ পুরুষ বিনির্গত হন। তিনিই চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত ও ধর্ম্মরাজ সমীপে প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন। ব্রহ্মা দেবাগ্নি মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ দিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণেরা ভোজনকালে ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায় হইতে তাঁহার উৎপত্তি হওয়ায় তিনি কায়স্থনামে খ্যাতি লাভ করেন। তদীয় কায়সম্ভূত কায়স্থেরা নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া এই ধরাধামে বাস করিতেছেন*।'

পুলস্ত্য উবাচ।
"ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি সুন্দরঃ।"
ব্রহ্মোবাচ।
"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকম্॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমন্বিতঃ॥
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"
(বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন।)

* "ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্নের্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থজাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যা কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥" (কমলাকর)

গাগাভট্ট ও গোবিন্দভট্ট স্থানান্তরে ছগলমুনির বচন বলিয়াও উক্ত বচন কয়টী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উপরোদ্ধৃত পৌরাণিক শ্লোকনিচয় হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাওয়া যায়। গরুড়-পুরাণ-মতে চিত্রগুপ্ত বায়ু সূর্য্যের উৎপত্তির পর ধর্ম্মরাজ সহ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হন। স্কন্দের মতে তিনি মিত্রনামক জনৈক কায়স্থ হইতে জন্ম লাভ করেন। পদ্ম পুরাণের পাতালখণ্ড হইতে জানা যায় যে, চিত্র ভ্রাতা বিচিত্র সহ ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন হন। ঐ পুরাণের সৃষ্টিখণ্ড হইতে পাওয়া যায় যে,ধ্যাননিমগ্ন ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে চিত্রগুপ্ত বিনির্গত হন ও ভবিষ্যপুরাণের মতে ধ্যান-নিমগ্ন ব্রহ্মার কায়া হইতে চিত্রগুপ্ত দেব আবির্ভূত হন। সুতরাং স্কন্দ ভিন্ন অপর পুরাণ সকলের মতে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়োদ্ভব মহাপুরুষ। চিত্রগুপ্ত যে কায়স্থ ছিলেন, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। গরুড়পুরাণে উঁহার উৎপত্তিকালে ইঁহাকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ না করিলেও চিত্রগুপ্তপুরে কায়স্থগণের সম্যক্ প্রতিপত্তি এবং তাঁহারা যে সকল শ্রেণীর পাপপুণ্যের বিচারক, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্ত বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥" ২ (গরুড়পু° উত্তরখণ্ড ১৯ অধ্যায়)

পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের বর্ণিত চিত্রগুপ্তের ভ্রাতা বিচিত্র সম্বন্ধে অন্য পুরাণত্রয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে বিচিত্র নামে এক রাজার উল্লেখ আছে; তিনিও কিন্তু যমের অনুজ। যথা—

"তৎপুরং স ব্যতিক্রম্য তর্জিতো যমকিঙ্করৈঃ।
প্রযাতি চিত্রনগরং বিচিত্রো যত্র পার্থিবঃ॥ ২১
যমস্যৈবানুজঃ সৌরির্যত্র রাজ্যং প্রশস্তি হি।" (গরুড়পুরাণ উত্তর ১৭ অঃ)

গরুড় ভিন্ন অপর পুরাণে বিচিত্র যে যমের ভ্রাতা তাহা পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন বিচিত্রকে সৌরি বলায় যম ও বিচিত্র যে এক পিতার সন্তান, তাহাও সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে, আবার চিত্রগুপ্ত যমরূপেও অভিহিত আছেন। কারণ যমতর্পণে লিখিত আছে—

"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
উডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

গরুড়পুরাণে শ্রবণোৎপত্তি নামক অধ্যায়ে দেখা যায়, যেমন চিত্রগুপ্ত পূজিত হইলেই ধর্ম্মরাজ তুষ্ট হন, তদ্রূপ শ্রবণগণ পূজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন। যথা—

"তৈঃ পূজিতৈরহন্তুষ্টৈশ্চিত্রগুপ্তেন ধর্ম্মরাট্।
তৈস্তুষ্টৈর্ম্মৎপুরং যান্তি লোকা ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥"
(গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ৭ম অধ্যায় ২৪ শ্লোক)

গরুড়পুরাণ উত্তর খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে আছে—"যম শ্রবণগণের বাক্য শুনিয়া ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন থাকিয়া মানবগণ দিবানিশি যে সকল পাপপুণ্য করিয়াছিল, তৎসমুদায় জানিবার জন্য চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন চিত্রগুপ্ত মনুষ্যচেষ্টিত জানিতে পারিয়া সমুদায় যমকে বলিলেন*।"

গরুড়পুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, নরগণ তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলেন, তাঁহারা তৎসমুদয় চিত্রগুপ্ত ও যমকে বলিয়া থাকেন। যথা—

"নরৈস্তু তুষ্টরুষ্টৈশ্চ যৎ প্রোক্তঞ্চ কৃতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমাবেদয়ন্তি স্ম চিত্রগুপ্তে যমে চ তৎ॥" ৪৭
(গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ৬ অধ্যায়)

অগ্নিপুরাণে আছে, পাপী যমকে দেখিয়া যম কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত চিত্রগুপ্তপ্রেরিত ঘোর নরকে যায়, কিন্তু অতি পুণ্যবান্ ব্যক্তি শুভপথে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

"যমং দৃষ্ট্বা যমোক্তেন চিত্রগুপ্তেন চেরিতান্।
প্রাপ্নোতি নরকান্ রৌদ্রান্ ধর্ম্মী শুভপথৈর্দিবম্॥" (অগ্নিপুঃ ৩৭১। ১২)

শিবপুরাণে আছে—পাপিষ্ঠগণই যম ও চিত্রগুপ্তের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া থাকে। যথা—

"যমং পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাশ্চিত্রগুপ্তঞ্চ ভীষণম্।" (শিবপুঃ ধর্ম্মসংহিতা ১৯।৫অ)

---

* "শ্রবণানাং বচঃ শ্রুত্বা ক্ষণং ধ্যাত্বা পুনর্যমঃ।
যৎকৃতঞ্চ মনুষ্যৈশ্চ পুণ্যং পাপমহর্নিশাম্॥ ১
তৎ সর্ব্বঞ্চ পরিজ্ঞায় চিত্রগুপ্তো নিবেদয়েৎ।
চিত্রগুপ্তস্ততঃ সর্ব্বং কর্ম্ম তস্মৈ বদত্যথ॥" ২ (গরুড়পুঃ উত্তরখঃ ৮ অঃ)

বিভিন্ন পুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকনিচয় হইতে বুঝা যায় যে,যম ও চিত্রগুপ্ত এক নহেন। অথচ যমের সাহচর্য্যপ্রযুক্ত তর্পণকালে চিত্রগুপ্তেরও নমস্কার বিধিবদ্ধ আছে। কারণ তিনিও একতম যম বলিয়া গণ্য ছিলেন ; সে কথা পরে বলিব।

কাশীরামদাসকৃত মহাভারতের আদিপর্ব্বে দেখা যায়, একদা নৈমিষারণ্যে যম যজ্ঞার্থ ব্রতী হইলে, পৃথিবীতে কাহারও মৃত্যু না হওয়ায় লোকসংখ্যা খুব বাড়িয়া উঠিল। তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া পৃথিবীর ভারবৃদ্ধিসম্বন্ধে বিজ্ঞাপন করায় ব্রহ্মা যমের নিকট গমন করেন। যম তাঁহার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দেওয়ায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহকারিরূপে চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি করিলেন। যথা——

"অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন পূর্ব্বের আভাস॥
পূর্ব্বে এক কালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষকাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপপুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার॥
তাহা ছাড়া তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ না চাহি শমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি জোড়পাণি।
মম শক্তি এককর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণমধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥

কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্থ এই কাজ॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে বায়ু হইতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্তনামে।
যমেরে বলেন তুমি রাখ সবে এরে॥
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিব তোমারে।
যাহার যে কর্ম্ম হয় জানিতে পারিবে।
ভাবিরূপ হৈয়া তারে বিকাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিতে সংসার।
তথাপিহ তোমার উপর অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সংযমনী স্থানে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥" (মহাভারত, আদি ১৫২ পৃঃ)

বেহারী কায়স্থগণ মধ্যেও চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ প্রবাদ আছে। মূল মহাভারতে এরূপ কথা না থাকিলেও যম যে একবার ঐরূপ তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। প্রচলিত মূল মহাভারতে এই যজ্ঞবিবরণ বর্ণনা করিতে করিতে আর একটী অবান্তর ঘটনার উল্লেখ আছে অথচ মূল প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ইহাতে অনায়াসেই বোধ হইতেছে যে প্রাচীন মহাভারতে চিপ্তগুপ্তের আখ্যানসম্বলিত যমরাজের যজ্ঞকাহিনী বর্ণিত ছিল, প্রচলিত মহাভারত হইতে চিত্রগুপ্তের অংশ কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, নচেৎ প্রায় ৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে কাশীরাম ঐ বিবরণ কোথা হইতে পাইলেন ? কাশীরামের সময় কায়স্থের জাতিতত্ত্ব লইয়া কোন রূপ গোলযোগও উত্থাপিত হয় নাই। তিনি নিরপেক্ষভাবে যথাশ্রুত বিষয় পদ্যে রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিতে বোধ হয় কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। তিনি যে কায়স্থের উচ্চ জাতিত্ব প্রমাণ করিতে

প্রয়াস পাইয়াছেন, এইরূপ ভাবাও ঠিক নহে। আর ব্যাসদেব যে একটা অঙ্গহীন বিবরণ মহাভারতে প্রকাশ করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নয়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কায়স্থগণ অহল্যাকামধেনুধৃত যমসংহিতা হইতে এইরূপ বিবরণ বলিয়া থাকেন,—'সর্ব্বাগ্রে যমপুরে ১৩টী যম রাজত্ব করিতে ছিলেন। সেই সময় এক স্থানে এই নামে তিনটী লোক ছিলেন, তার মধ্যে এক জন রাজা, এক জন ব্রাহ্মণ ও একজন নাপিত। রাজার কাল ফুরাইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য যমদূত আসিল। দূত ভ্রমক্রমে রাজাকে না আনিয়া ব্রাহ্মণ ও নাপিতকে আনিয়া হাজির করিল। যম শীঘ্রই এই ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মাও এ সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। ভবিষ্যতে এরূপ ভ্রম যাহাতে না হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে সহস্র বৎসর ধ্যানে কাটিয়া গেল। তৎপরে ব্রহ্মা দেখিলেন, তাঁহার নিকট এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উপস্থিত। তাঁহার হাতে মসি, পাত্র ও লেখনী। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি আমার কায়া হইতে জন্মিয়াছ এবং এই কায়াতেই স্থিত, সেই জন্য তোমার নাম কায়স্থ। তৎপরে ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি গুপ্তভাবে আমার শরীরে রহিয়াছে, এজন্য তোমার নাম দিলাম চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্ত কোটীনগরে আসিয়া দেবী চণ্ডিকার পূজা করিতে লাগিলেন। চণ্ডী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটী বর দিলেন, ১, তুমি পরের উপকারে তৎপর হইবে। ২, তুমি নিজ কার্য্যে দৃঢ়চেতা হইবে। এবং ৩, তুমি দীর্ঘজীবি হইবে। এই বর দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে যমপুরীর ভার দিলেন, ও যৌন সৃষ্টি আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। সূর্য্য, বিষ্ণু, দেবী ভগবতী, শিব ও গণেশ তাঁহার উপাস্য ও ব্রহ্মা তাঁহার ইষ্টদেব হইলেন।'" *

উপরোদ্ধৃত প্রবাদ হইতেও জানা যায় যে চিত্রগুপ্তদেব পদ্মযোনি ব্রহ্মার কায়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূল কি তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে উহা যে কোন পৌরাণিক আখ্যান তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হয়। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ডের কথা ভিন্ন উপরোক্ত কয়েকটী বিবরণ হইতে

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-রচিত কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়—১২২ পৃষ্ঠা।

চিত্রগুপ্ত যে অযোনিসম্ভব ব্রহ্মকায়োদ্ভব, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। † কেবল প্রভাসখণ্ডের বিবরণ কল্পান্তরের ঘটনা স্বীকার করিলে সব গোল মিটিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি যে কায়স্থ আখ্যায় অভিহিত হইয়া ছিলেন ও আধুনিক কায়স্থগণের আদি পুরুষ তাহারও সবিশেষ উল্লেখ থাকায় তাঁহা হইতে যে একটী বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। এক্ষণে ঐ কায়স্থ কি, তাঁহার বৃত্তিই বা কি, তাহা বুঝিতে পারিলে চিত্রগুপ্তের বর্ণ নির্দ্ধারণ করিতে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

চিত্রগুপ্তদেব যমের সহকারী হইয়া ধর্ম্মরাজ-সভায় বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হন। এতৎসম্বন্ধে প্রায় সকল পুরাণই একমত। যথা—

"শুভাশুভং ফলং তত্র দেহিনাং সংবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ সর্ব্বৈর্বশিষ্ঠপ্রমুখৈস্তথা॥ ৩"

(শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা ১৯শ অধ্যায়)

"চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা॥"

(পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড।)

কাশীখণ্ডের ২৮শ অধ্যায়ে যম চিত্রগুপ্তকে বলিতেছেন, "এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া বল।" এইরূপ ২।১ টী শ্লোক অনেক পুরাণে পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায় যে চিত্রগুপ্ত যমরাজের সহকারী বিচারক। অনেকের বিশ্বাস, চিত্রগুপ্ত যমরাজের লেখক—মুহুরীমাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সামান্য লেখক হইলে তাঁহার পূজার কথা শাস্ত্রে থাকিবে কেন?

ভোজনকালে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক জলদ্বারা ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া

† ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তদেবের প্রণাম মন্ত্রে উঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়—

"শ্রিয়াসহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো মমাদ্য বরদো ভব॥"

অর্থাৎ সমুদ্রমথনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন মহাবাহু চিত্রগুপ্ত! অদ্য বরদ হউন।

আবার কায়স্থ ধর্ম্মপ্রদীপে গাগাভট্ট ছগলমুনির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"সাগরমন্থনকালে কাঁলীশরীরোৎপন্নঃ।"

সুতরাং এই দুইটী মতেও চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি অলৌকিক।

পরিষেচন মন্ত্র পাঠান্তে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন উপহার দিবার নিয়ম আছে।

"চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ॥"

(উশনঃসংহিতা ৩।৯৮)

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন উপহার দিয়া সেই অন্ন পরিসেচন করিয়া 'অমৃতোপস্তরণমসি' এই মন্ত্র পাঠান্তে আপোশন কার্য্য করিবে।

আবার অগ্নিপুরাণেও ইঁহার পূজার উল্লেখ আছে—

"ঈশশ্চোমা গুহো বিষ্ণুর্ব্রহ্মেন্দ্রৌ যমকালকৌ।
চিত্রগুপ্তশ্চাধিদেবা অগ্নিরাপঃ ক্ষিতির্হরিঃ॥ ৪
ইন্দ্র ঐন্দ্রী দেবতা চ প্রজেশো হি বিধিক্রমাৎ।
এতে প্রত্যধিদেবাশ্চ গণেশো দুর্গয়ানিলঃ॥ ৫
খমশ্বিনৌ চ সম্পূজ্য যজেদ্বীজৈশ্চ বেদজৈঃ।"

(অগ্নিপুরাণ ১৬৭ অধ্যায়)

অর্থাৎ ঈশান, উমা, গুহ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, কাল, চিত্রগুপ্ত, অধিদেবগণ, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, হরি, শচী, প্রজেশ, অহি, বিধি, গণেশ, দুর্গা, অনিল, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারযুগের যথাক্রমে সবিশেষ পূজা করিয়া বেদজ বীজ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

মৎস্যপুরাণেও চিত্রগুপ্তের পূজার উল্লেখ এইরূপ পাওয়া যায়।

"ভাস্করস্তেশ্বরং বিদ্যাদুমাঞ্চ শশিনস্তথা।
স্কন্দমঙ্গারকস্যাপি বুধস্য চ তথা হরিম্॥ ১৩
ব্রাহ্মণঞ্চ গুরোর্বিদ্যাচ্ছুক্রস্যাপি শচীপতিম্।
শনৈশ্চরশ্চ তু যমং রাহোঃ কালং তথৈব চ॥ ১৪
কেতোশ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ সর্ব্বেষামধিদেবতা।
অগ্নিরাপঃ ক্ষিতির্বিষ্ণুরিন্দ্র ঐন্দ্রী চ দেবতাঃ॥ ১৫
প্রজাপতিশ্চ সর্পাশ্চ ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতাঃ।
বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।
আবাহয়েদ্ব্যাহৃতিভিস্তথৈবাশ্বিকুমারকৌ॥" ১৬

অর্থাৎ ঈশ্বর, উমা, স্কন্দ, হরি, ব্রহ্মা, শচীপতি, যম, কাল এবং চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহের অধিদেবতা। অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্পানন্দ ও ব্রহ্মা ইহাদিগের প্রত্যধিদেবতা। এই সকল অধিদেব ও প্রত্যধিদেবগণ তথা বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমার যুগলকে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক আবাহন করিবে।

"চিত্রগুপ্তস্য চাজ্ঞাতমিতি মন্ত্রবিদো বিদুঃ।" ৪১

(মৎস্য ৯৩ অধ্যায়ঃ)

অর্থাৎ "আজ্ঞাতম্" এই মন্ত্রে চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে।

"যেন যঃ প্রীয়তে দেবঃ প্রীয়ন্তে পিতরস্তথা।
ঋষয়ঃ প্রমথাঃ শ্রীশ্চ চিত্রগুপ্তো দিশাং গজাঃ॥" ৬

(মহা, অনুশাসন ১২৫ অঃ)

যদ্দ্বারা যে দেব প্রীত হন ও যদ্দ্বারা পিতৃগণ, ঋষিবৃন্দ, প্রমথনিচয়, শ্রী, চিত্রগুপ্ত ও দিগ্‌গজগণ প্রীত হন।

"তৈঃ পূজিতৈরহন্তুষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন ধর্ম্মরাট্।"

(গরুড়পু॰ উত্তর ৭।২৪)

যেমন চিত্রগুপ্তের পূজায় ধর্ম্মরাজ তুষ্ট হন, তদ্রূপ তাঁহাদের পূজায় আমি তুষ্ট হই।

"যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥"

(রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব)

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও চিত্রগুপ্তের পূজার বিধান আছে—তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। পূজান্তে তাঁহার প্রণাম সম্বন্ধেও এইরূপ উল্লেখ আছে—

"ততশ্চিত্রগুপ্তায় নম ইত্যনেন পূজ্যতে।" (কৃত্যতত্ত্বং)

চিত্রগুপ্ত যাহাতে প্রীত হন, তাহার চেষ্টা করাও মানবের কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থে অনেক উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে নিম্নে একটী শ্লোক দেওয়া গেল।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে আছে—

"যেন যঃ প্রীয়তে দেবঃ প্রীয়ন্তে পিতরস্তথা।
ঋষয়ঃ প্রমথাঃ শ্রীশ্চ চিত্রগুপ্তো দিশাং গজাঃ॥" (অনুশাসন ১২৫।৬)

মহাভারতে আছে,—'চিত্রগুপ্তের মত স্বয়ং যম বিবৃত করিয়া ভাস্করকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। সূর্য্য সেই মতশ্রবণে পুলকিত হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, আপনারা ত চিত্রগুপ্তের গুহ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিলেন।' চিত্রগুপ্ত যদি সামান্যলেখক হইবেন, তবে তাঁহার মত দেবসমাজে কিরূপ গ্রাহ্য হইবার যোগ্য বুঝি না। আবার যমরাজ যে ভাবে চিত্রগুপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে চিত্রগুপ্তের সম্যক্‌মর্য্যাদা রাখিয়া কথার অবতারণা করা হইয়াছে—

"রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা।
শ্রূয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্॥ ২৯
ন হি দত্তস্য দানস্য নাশোঽস্তীহ কদাচন।
চিত্রগুপ্তমতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা বিভাবসুঃ॥ ৪৯
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতঞ্চ চিত্রগুপ্তস্য ধর্ম্মগুহ্যং মহাত্মনঃ॥ ৫০

(মহাভারত অনু, ১৩০ অধ্যায়)

অর্থাৎ আপনার নিকট দিব্যকথা যাহা শুনিলাম, তাহা অতি রমণীয়। এক্ষণে আমার প্রিয়তর চিত্রগুপ্তের বাক্য শুনুন। এই ধর্ম্মসংযুক্ত রহস্য মহর্ষিগণেরও শ্রোতব্য। * * * চিত্রগুপ্তের পবিত্রমত কিছু কহিতেছে। ঐ পবিত্রমতের কথা শুনিয়া মহাদ্যুতিঃ ভগবান্ ভাস্কর পুলকিত হইলেন ও সমুদায় দেবগণ ও পিতৃগণকে বলিলেন,—হে মহানুভব সকল, আপনারা ত চিত্রগুপ্তের গুহ্যধর্ম্ম শ্রবণ করিলেন?

চিত্রগুপ্তের বাস-ভবনসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ আছে—

" পুরমধ্যপ্রবেশে তু চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহম্।
তত্তু বিংশতিসঙ্খ্যাতং যোজনানাং সুবিস্তরম্॥২৪
দশোচ্ছ্রিতং মহাদিব্যং লোহপ্রাকারবেষ্টিতম্।
প্রতোলীশতসঞ্চারং পতাকাশতশোভিতম্॥২৫
দীপিকাশতসঙ্কীর্ণং গীতধ্বনিসমাকুলম্।
বিচিত্রচিত্রকুশলৈশ্চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহম্॥ ২৬

মণিমুক্তাময়ে দিব্যে আসনে পরমাদ্ভুতে।
তত্রস্থো গণয়াত্যায়ুর্মানুষেষ্বিতরেষু চ॥ ২৭
ন মুহ্যতি কদাচিৎ স সুকৃতে দুষ্কৃতেঽপি বা।
যদ্‌যেনোপার্জ্জিতং যাবৎ তাবদ্বৈ বেত্তি তস্য তৎ॥ ২৮
দশাষ্টদোষরহিতং কৃতকর্ম্ম লিখত্যসৌ।
* * * * * *
এভিঃ পরিবৃতো নিত্যং চিত্রগুপ্তঃ স তিষ্ঠতি॥ ৩২
যৎ কর্ম্ম কুরুতে কশ্চিৎ তৎ সর্ব্বং বিলিখত্যসৌ।"

(গরুড়পুরাণ উত্তর ৩৩ অঃ)

অর্থাৎ যমপুরমধ্যে প্রবেশস্থলে চিত্রগুপ্তের গৃহ বিদ্যমান আছে। তাহার পুরীর বিস্তার বিংশতি যোজন। উহাঁর গৃহ দশ যোজন উচ্চ ও লৌহ-প্রাকার-বেষ্টিত, এই পুরীতে শতপথ ও শতপতাকা সুশোভিত। ঐ গৃহে শত প্রদীপ জ্বলিতেছে ও গীতবাদ্যাদি-ধ্বনিতে সদা সমাকুল রহিয়াছে। উহা চিত্রকৌশলে চিত্রিত হইয়া আছে। ঐ গৃহে মণিমুক্তাখচিত পরমাশ্চর্য্য আসন বিস্তৃত, চিত্রগুপ্তদেব তদুপরি বসিয়া প্রাণিগণের আয়ুগণনা করেন। তিনি কাহারও সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মে মোহিত হন না, বরং নিরপেক্ষভাবে তাহার আজন্মোপার্জ্জিত সৎ ও অসৎ কর্ম্মনিচয় নিরূপণ করেন এবং তাহার অষ্টাদশ দোষরহিত কর্ম্মসমূহ লিখিয়া থাকেন। * * * এই সকলে পরিবৃত হইয়া চিত্রগুপ্ত অবস্থিত আছেন। যে মানব যাহা করে তিনি তাহা লিখিয়া রাখেন।

উপরে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে যেমন বুঝা যায়, চিত্রগুপ্ত যমরাজের সেরেস্তার লেখক, কিন্তু এই লেখকের আসন ও গৃহোপকরণাদির বর্ণনা যেরূপ, তাহাতে তাঁহাকে একজন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। আবার ঐ পুরাণে আছে—'তথায় (যমলোকে) বিংশতি যোজন-বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে। সেখানে কায়স্থেরা সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন।'

কায়স্থেরা পাপপুণ্যের বিচারক, ব্যাপারটা কি সামান্য? আবার পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্ত কায়স্থজাতির আদিপুরুষ, সেই আদিপুরুষ আবার যমের মন্ত্রী, বিচারক ও লেখক এবং কায়স্থ আখ্যায় আখ্যাত। তিনি তুষ্ট হইলে

ধর্ম্মরাজ তুষ্ট হন, তাঁহার পূজার বিধানও ভবিষ্য পুরাণে আছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম গণেরও চিত্রগুপ্ত নমস্য। তাঁহার বাসগৃহ যেরূপ, তাহাতে যে তিনি ধর্ম্মরাজপুরে একজন প্রধান ব্যক্তি, তাহাও নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়। যদিও পুরাণ বলীর কোন একখানিতে চিত্রগুপ্তসম্বন্ধে সম্পূর্ণ আখ্যান পাওয়া যায় না, তথাপি এই সকল সংগ্রহ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহাত্মা চিত্রগুপ্ত সামান্য চরি নহেন। ধর্ম্মরাজের সহিত উৎপত্তিলাভ করায় ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আবির্ভাবের মত ব্রহ্মকর্ত্তৃক তাঁহার সৃষ্টি হওয়ায় তিনি যে সামান্য লেখক কেরাণীমাত্র ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। বরং চিত্রগুপ্তের কথা যে সকল পুরাণে ছিল, তাহা আমাদের হস্তগত না হওয়ায়, কিম্বা কোন দৈ কারণে বিলুপ্ত বা নষ্ট হওয়ায় আমরা এইরূপ অসংলগ্ন বিবরণী পাইয়াছি। যে সকল হইতে যাহা সংগৃহীত হইল, তাহা হইতে চিত্রগুপ্তের যাহা আভা পাইলাম, তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

———

চারি সমাজে সম্বন্ধ-স্থাপন সম্ভবপর কি না?*

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিরাট অধিবেশনে চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে কুলমর্য্যাদা স্থির রাখিয়া বিবাহাদি হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে একটি প্রস্তাব হইয়াছিল। সুতরাং কুলমর্য্যাদা স্থির রাখিয়া পরস্পরের মধ্যে পরিণয়-বন্ধন সম্ভবপর কি না, তদ্বিষয়ক আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে দেখা আবশ্যক যে, চারি শ্রেণীর মধ্যে কোন্ কোন্ বংশ কুলীন বলিয়া স্ব স্ব শ্রেণীমধ্যে খ্যাত। দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র; বঙ্গজ মধ্যে ঘোষ, বসু ও গুহ; উত্তর রাঢ়ীয় মধ্যে ঘোষ ও সিংহ এবং বারেন্দ্র মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী কুলীন বলিয়া খ্যাত দেখা যায়। সুতরাং এই চারি শ্রেণী মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১ ঘর কুলীন পরিচিত ও শ্রেণীচতুষ্টয়ের স্বীকৃত ও অনুমোদিত। দক্ষিণ

* প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে কায়স্থসভা হইতে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। পঃ সঃ।

রাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় ও বঙ্গজ মধ্যে সৌকালীনগোত্র-বিশিষ্ট ঘোষবংশীয়েরা কুলীন বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ আদৌ নাই; সুতরাং বারেন্দ্রগণ ঐ ঘোষ বংশীয়গণকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে বোধ করি কোনও আপত্তি করিবেন না। বসুবংশে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে কুলীন; কিন্তু যখন উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র মধ্যে বসুবংশ আদৌ নাই, তখন এই দুই শ্রেণীতেই উক্ত বংশীয়গণের কৌলীন্য বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কাশ্যপগোত্রীয় গুহ বঙ্গজশ্রেণী মধ্যে কুলীন। বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে গুহ বংশ আদৌ না থাকায় এই উভয় শ্রেণীর উক্ত গুহ-বংশকে কুলীন স্বীকার করাই সম্ভব। তবে দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে গুহ সিদ্ধ-মৌলিক আছে বটে; কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত সিদ্ধ মৌলিকভাবাপন্ন গুহ গৌড়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীস্থ গুহ যে উপনিবেশী বিরাট গুহের বংশ-সম্ভূত, তাহা যখন পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তখন ঐ গুহকে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ কুলীন স্বীকার করিতে বোধ হয় কোন আপত্তি করিবেন না। বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে গুহ যখন কুলীন ও অচলসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় মধ্যে সিদ্ধ মৌলিক ও সাধ্য মৌলিক উভয়ই আছে; তখন এক উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগমধ্যে থাকিলে তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে মিত্র বংশ কুলীন; কিন্তু বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে মিত্র ঘর না থাকায় বারেন্দ্রগণ অনায়াসে উক্ত মিত্র-গণকে কুলীন স্বীকার করিতে পারেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে মিত্র ঘর মৌলিক, কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় মিত্র সুদর্শন মিত্রের বংশ এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন মিত্র কালিদাস মিত্রের বংশজাত বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রকে কুলীন স্বীকার করিতে উত্তররাঢ়ীয়গণের কোন আপত্তি না হওয়াই সম্ভব। আর বঙ্গজ মিত্রকে সৎকার্য্যে নিরত ও নবগুণবিশিষ্ট দেখিয়া মহারাজ বল্লাল সেন কুলীনসংজ্ঞা প্রদান করেন যথা— "নবধা গুণসম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।

কিঞ্চিদ্ গুণবিহীনা যে মধ্যল্যমধ্যমাঃ স্মৃতাঃ॥

এতাভ্যাং গুণহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

বস্বাদিমিত্রপর্য্যন্তং সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।

দত্তাদিদাসপর্য্যন্তো মধল্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

সেনাদিনন্দনশ্চৈব মহাপাত্র ইতি স্মৃতাঃ॥" (কায়স্থবংশ ও কুলদীপিকা)

বঙ্গজ শ্রেণীর জনৈক মিত্র ঔরস পুত্রের অভাব হেতু পোষ্যপুত্র গ্রহণ জন্য নিষ্কুল হইয়াছেন, সুতরাং বঙ্গাল দ্বারা কালিদাস মিত্রের বংশকে যখন কুলীন হওয়া বঙ্গজেরা স্বীকার করিয়াছেন, তখন দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রকে কুলীন বলিয়া স্বীকারেও তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা নিষ্কুল হন নাই। সিংহ উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে সিদ্ধ মৌলিক এবং বঙ্গজ মধ্যে মহাপাত্র।

দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা সিদ্ধ মৌলিককে কি প্রকারে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিবেন? কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধ মৌলিক যে গৌড়ীয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় সিংহ অনাদিবর সিংহের বংশও উপনিবেশী; আর বঙ্গজের মধ্যে সিংহ মহাপাত্র বলিয়া তাঁহাকে বঙ্গজেরা কুলীন বলিয়া স্বীকারে অমত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে তাঁহাদের সিংহ বীরবাহু সিংহের বংশ আর উত্তররাঢ়ীয় সিংহ অনাদিবর সিংহের বংশজাত; সুতরাং তদ্বংশজাত সিংহকে কুলীন স্বীকার করিতে বঙ্গজের কোনও আপত্তি চলিতে পারেনা। তবে বারেন্দ্রগণ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবরসিংহ-বংশজাত ব্যাস সিংহবংশীয় সিংহ-উপাধিধারীগণ বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে যখন সাধ্য-ভাবাপন্ন আছেন, তখন তাঁহাকে কুলীন স্বীকার কেমন করিয়া করিতে পারেন? তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন উত্তররাঢ়ীয় সমাজ মধ্যে ঐ ব্যাসসিংহবংশীয়গণ কুলীন ও বারেন্দ্র মধ্যে সাধ্যভাবে বরাবর আছেন, তখন সাধ্যভাবাপন্ন সিংহকে উত্তররাঢ়ীয় কুলীন সিংহের ভগ্নঘর বিবেচনায় কুলীন স্বীকারে বোধ হয় কোন আপত্তি হইতে পারে না। বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ কুলীন দাসবংশীয়গণ অত্রি গোত্র এবং অত্রি, অসিত এবং বিশ্বাবসু প্রবর-বিশিষ্ট। যখন এই গোত্র ও প্রবরবিশিষ্ট আর কোনও উপনিবেশী কায়স্থ নাই, তখন দাসবংশকে কুলীন স্বীকার বোধ হয় সকলেই করিতে পারেন।

বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ নন্দী ভৃগুনন্দী বংশসম্ভূত। সে বিষয়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ৭২ ঘরভুক্ত মৌলিক নন্দীকে কি প্রকারে কুলীন স্বীকার করা যায়? কিন্তু যখন সে নন্দী গৌড়ীয় ও নিত্যানন্দের সন্তান এবং বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ নন্দী উপনিবেশী, তখন বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ নন্দীকে কুলীন স্বীকার করায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। বঙ্গজের মধ্যে নন্দী মহাপাত্রভুক্ত থাকায় তাঁহারা তাহাকে কুলীন স্বীকার করিতে অমত করিতে পারেন, কিন্তু

তাঁহাদের নন্দী তেজধর নন্দীর বংশসম্ভূত বলিয়া উপনিবেশী নন্দীকে কুলীন স্বীকারে বঙ্গজগণেরও কোন আপত্তি হইতে পারে না। উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে নন্দী-ঘর না থাকায় তাঁহারাও অনায়াসে কুলীন স্বীকার করিতে পারেন।

মুরহর দেববংশীয় বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ চাকী বারেন্দ্রসমাজে কুলীন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে চাকীঘর নাই, সুতরাং চাকীকে এই শ্রেণীদ্বয় অনায়াসে কুলীন স্বীকার করিতে পারেন, তবে বঙ্গজ মধ্যে চাকী অচল থাকায় তাঁহাদের কুলীন স্বীকারে বিশেষ আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি কার্য্যকরী নহে, কারণ তাঁহাদের বঙ্গজ শ্রেণীস্থ অচল চাকী গৌড়ীয় ও নিত্যানন্দবংশ বলিয়া মুরহরবংশসম্ভূত চাকীকে কুলীন স্বীকার করিতে বঙ্গজগণের আপত্তি সম্ভবপর নহে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্য মৌলিক মধ্যে নন্দী ও বঙ্গজের অচল মধ্যে চাকী আছে, বল্লালের কুলমর্য্যাদা-প্রদান কালে পৃথক্ হইয়া তাহারাই স্বতন্ত্ররূপে পটীবন্ধন করেন বলিয়া কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ নন্দী ও চাকী ৭২ ঘর ভুক্ত হইলে, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নারায়ণ দত্ত কখনই বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়া ঐ দুইজনকে কুলীন স্বীকার করিতেন না। ঐ দুই জনকে কুলীন স্বীকার করিয়া দেবদত্তনাগের বংশধরও বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন। ঐ দেবদত্ত নাগের একটী শাখা বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে মধ্যল্য ও অপর শাখা বারেন্দ্র-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। উঁহারা অচল হইলে নাগবংশের শাখা উহাদিগকে কুলীন স্বীকারপূর্ব্বক বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত না হইয়া বঙ্গজের মধ্যল্যই হইতে পারিত। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত সিদ্ধ মৌলিক ভাবাপন্ন দেবঘর অর্থাৎ কাণসোণার বুদ্ধদেব ও কুলদেবও উহাদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আর উত্তররাঢ়ীয় কুলীন অনাদিবরসিংহের বংশজাত ব্যাসসিংহের পুত্র পরীক্ষিৎসিংহও উঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ৭২ ঘর ভুক্ত হইলে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া কখনই স্বীকার করিতেন না। আর দাসের কথা উল্লেখ বাহুল্যমাত্র, কারণ তিনি নবাগত। অধিকন্তু অত্রি-গোত্রীয় দাস অন্য কোন শ্রেণী মধ্যেই নাই। গৌড়ীয় মিশ্রিত সমাজের সহিত

একীভূত হইতে বারেন্দ্রগণ কোনরূপ আপত্তি করিলে তাহা গ্রাহ্য নহে। পটাবন্ধনের পর যখন গৌড়ীয় অনেক কায়স্থই বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তখন গৌড়ীয় কায়স্থমিশ্রিত সমাজের প্রতি বারেন্দ্রগণ কোনই দোষারোপ করিতে পারেন না।

কুলীনদিগের সম্বন্ধে বলা হইল, এক্ষণে সিদ্ধমৌলিক, মধ্যল্য, সন্মৌলিক ও সাধ্য ইঁহাদের সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধমৌলিক মোট ৮ ঘর। যথা—দত্ত, সেন, কর, গুহ, পালিত, দাস, সিংহ ও দেব।

বঙ্গজদিগের মধ্যল্য ৪ ঘর। যথা—দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস।

উত্তররাঢ়ীয়দিগের সন্মৌলিক ৩ ঘর। যথা—মিত্র, দাস ও দত্ত।

বারেন্দ্রশ্রেণীর সাধ্য ৪ ঘর। যথা—নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, দত্ত সকল শ্রেণীতেই একভাবাপন্ন আছেন সুতরাং দত্তের সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি হইতে পারে না।

দাসঘর দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে সিদ্ধমৌলিক। বঙ্গজের মধ্যে মধ্যল্য, উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে সন্মৌলিক, সুতরাং এই দাসঘরকে সিদ্ধমৌলিক, মধ্যল্য বা সন্মৌলিকরূপে স্বীকার করিতে কাহারও কোনও আপত্তি হইতে পারে না। বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে অত্রি গোত্রীয় দাস যে কুলীন আছে, সে দাস আর এ দাস সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, সুতরাং বারেন্দ্র-কায়স্থেরা এই দাসঘরকে সিদ্ধমৌলিক, মধ্যল্য বা সন্মৌলিক কি সাধ্যভাব স্বীকার করিতে পারেন।

গুহ দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধমৌলিক, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে গুহঘর নাই, সুতরাং তাঁহারাও তাঁহাকে সিদ্ধমৌলিক, সন্মৌলিক বা সাধ্যভাবে স্বীকার করিতে পারেন। বঙ্গজদিগের মধ্যে দুই প্রকার গুহ আছে। এক গুহ কুলীন ও অপর গুহ অচল। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, বঙ্গজদিগের কুলীন গুহ বিরাট গুহের বংশ, অপর গুহ রাজা নিত্যানন্দের বংশ। আর দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধমৌলিক গুহ গৌড়ীয় গুহ, সুতরাং ইহাকে মধ্যল্য, সন্মৌলিক ও সাধ্যভাবাপন্ন স্বীকার করিতে বঙ্গজেরাও কোন আপত্তি করিতে পারেন না। মিত্র উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে সন্মৌলিক, বারেন্দ্রশ্রেণীতে মিত্র নাই, সুতরাং বারেন্দ্রেরাও অনায়াসে তাঁহাকে সিদ্ধমৌলিক, মধ্যল্য, সন্মৌলিক বা সাধ্য স্বীকার করিতে পারেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ বলিতে পারেন যে, মিত্র তাঁহাদিগের কুলীন; সুতরাং উত্তররাঢ়ীয় মিত্র সন্মৌলিককে তাঁহারা কিরূপে সিদ্ধমৌলিক বা মধ্যল্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তাঁহাদিগের মধ্যে মিত্রঘর যে কুলীন আছে, তাঁহারা কালিদাস মিত্রের বংশ। আর উত্তররাঢ়ীয় সন্মৌলিক মিত্র সুদর্শন মিত্রের বংশ। সুতরাং সুদর্শন মিত্রের বংশকে সিদ্ধমৌলিক বা মধ্যল্য ভাবে গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি হইতে পারে না।

সিংহঘর দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে সিদ্ধমৌলিক, ও বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে সাধ্য, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই সিংহঘর একভাবাপন্ন দেখা যায়। বঙ্গজগণের মধ্যে সিংহঘর মহাপাত্র শ্রেণীভুক্ত।

বঙ্গজের পক্ষ হইতে এই আপত্তি হইতে পারে যে মহাপাত্রভুক্ত যে সিংহ আছেন, তাঁহাকে কি প্রকারে মধ্যল্য বা সিদ্ধমৌলিক ভাবাপন্ন বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের মহাপাত্রভুক্ত যে সিংহঘর আছে, তাহা মুখ্য মহাপাত্র, সুতরাং মধ্যল্য ও মুখ্য মহাপাত্রে বেশী ইতর বিশেষ নাই, কাজেই তাঁহাকে সিদ্ধমৌলিক বা মধ্যল্য বা সন্মৌলিক কি সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন।

দেবঘর দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে সিদ্ধমৌলিক বারেন্দ্রদিগের মধ্যে সাধ্য, সুতরাং একই ভাবাপন্ন। উত্তররাঢ়ীয়দিগের মধ্যে দেবঘর নাই, সুতরাং তাঁহারা সিদ্ধমৌলিক, মধ্যল্য বা সন্মৌলিক কি সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু দেব সম্বন্ধে বঙ্গজকায়স্থগণ আপত্তি করিতে পারেন, দেবঘরও তাঁহাদের মুখ্য মহাপাত্র।

নাগ বঙ্গজকায়স্থ মধ্যে মুখ্য মহাপাত্র, বারেন্দ্রদিগের মধ্যে সাধ্য, সুতরাং এক ভাবাপন্ন হইলেও কিছু ইতরবিশেষ হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলপ্রথা।

১ম সংখ্যায় আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলপ্রথার বিশেষ লক্ষণ সমূহের উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণ বুঝিয়া থাকিবেন যে, বঙ্গীয় কায়স্থদিগের অন্যান্য শ্রেণীতে, এমন কি বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য কোন জাতিতে এরূপ বা এতৎ সদৃশ কুলপ্রথা প্রচলিত নাই। কুল-প্রণালী ও কুলরক্ষার নিয়ম উভয়ের অন্যত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না। কুলীনের সকল পুত্র জন্ম দ্বারাই সমান কুলীন নহেন; তাঁহাদিগের কুলের নাম ও মর্য্যাদা জন্ম-পরম্পরায় স্থিরীকৃত হয়। কুলীনের অগ্রজন্মা পুত্র তাহার ভ্রাতাগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন এবং তাঁহার অগ্রজন্মা পুত্রই পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ জ্যেষ্ঠানুগামী কুল রাজাদিগের Primogeniture ও ইউরোপের ফিউডেল (feudal) নিয়মের সদৃশ। এই কুল-নিয়মের বিধাতা বসুবংশীয় পুরন্দর খাঁ মল্লিক বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হোসেন শাহের উজীর ছিলেন। তিনি নিজের কায়স্থশ্রেণীতে রাজোচিত নিয়ম প্রচলিত করাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অনেকেই অবগত থাকিতে পারেন যে, চিরপ্রতিষ্ঠিত রাজ বংশসমূহে জ্যেষ্ঠ পুত্রই 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যেশ্বর হন; দ্বিতীয় পুত্র 'কুমার' বা 'টেকায়েত্' প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন, তৃতীয় 'ঠাকুর' প্রভৃতি এবং চতুর্থ ও অন্যান্য পুত্রেরা 'বাবু' উপাধি প্রাপ্ত হন। পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহারা জ্যেষ্ঠের নিকট খোরপোষ পাইয়া থাকেন। আমাদের অনুমান যে পুরন্দর রাজবংশের নিয়মাবলম্বন করিয়া মুখ্য, কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়জ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করেন। এই নিয়ম চারিশত বৎসর কালের অধিক দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা এখনও সমাজের ক্ষতির কারণ হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই কুলপ্রথা কন্যাগত নহে; ইহা জ্যেষ্ঠপুত্র গত। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম বা উচ্চশ্রেণীর সা[illegible]ত বিবাহ দিলেই কুল রক্ষা হয়। অন্যান্য পুত্র মৌলিকে বিবাহ করিতে পারেন এবং মৌলিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করাই প্রচলিত ব্যবহার। জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও প্রথম বিবাহের পর মৌলিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করাই প্রশস্ত। এইরূপে বিবাহিত মৌলিক-

দিগের কন্যা গৃহস্থের বাটীতে কুলীনের কন্যার সহিত বিভিন্নতা নাই। সকলই সমান। 'কুললক্ষ্মী' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠা পত্নীর মর্য্যাদা তাহার দেবরগণের পত্নীসমূহের অপেক্ষা বেশী নহে। মৌলিকগণ দক্ষিণরাঢ়ে ঘৃণিত নহে। তাঁহারা সমাজের বিশিষ্ট অংশ; তাঁহাদের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ দ্বারা কুলীনের মর্য্যাদার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না; কেবল তাহারা কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী হইতে পারে না।

কুলীনগণ তাঁহাদের কন্যা সকলকে অবাধে মৌলিকে দান করিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের কুল কন্যাগত নহে। দুই একটী কন্যাকে কুলীনে দান করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু না করায় সাধারণতঃ কুল গৌরবের হ্রাস হয় না। বস্তুতঃ দক্ষিণরাঢ়ীয়-মতে মৌলিকের সকল পুত্র-কন্যারই কুলীনের কন্যা-পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। মৌলিকে মৌলিকে বৈবাহিক কার্য্য দূষণীয়; তাহাতে তাঁহাদিগকে সমাজে অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে হয়। এইরূপ নিয়ম কুলীনদিগের মর্য্যাদাবর্দ্ধক এবং মৌলিকদিগের সহজে কুলীনদিগের সহিত মিশ্রণের উপায়। এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে। নিয়ম-বিধাতাকে আমাদের ধন্যবাদ করা উচিত। অনেকে বল্লালী মতের অনুরাগী বটেন, কিন্তু মনে থাকা উচিত যে, বল্লালী নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা নিতান্ত কঠিন এবং দেখা যাইতেছে যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অনেকেরই কুলে দোষ-স্পর্শ হইয়াছে এবং কন্যাদিগের বিবাহও বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের বিবাহের নিয়মসমূহ দ্বিজাতিদিগের নিয়মসমূহ হইতে বিভিন্ন নহে। তাঁহারা দ্বিজাতিসম্ভূত এবং তাঁহাদিগের মধ্যে চিরন্তন শাস্ত্রসঙ্গত দ্বিজাতি নিয়ম অবলম্বনে বিবাহাদি কার্য্য হইয়া আসিতেছে। সেই সকল নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা কুলক্ষয় হয়। তাঁহাদিগের দ্বিজাতিমূলত্ব ইহাতেও বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কৌলীন্য-বিবাহের প্রথম নিয়ম—

(১) "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥" (মনুশাতাতপৌ)

(২) "ন সগোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত,
মাতৃতস্তু পঞ্চমাৎ, পিতৃতস্তু সপ্তমাৎ।" (বিষ্ণু)

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিবাহ দ্বারা বর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। "তে চ সন্তানিনঃ সর্ব্বে পতিতাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।" (নারদ)

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ উপনয়নসংস্কার ঘটনাক্রমে ত্যাগ করিয়া ও অন্যান্য দ্বিজাতি ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতে বিশেষ ভয় করেন। ঘটকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন,'ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।' পিণ্ডদোষ হইলে কুল থাকে না। সগোত্রা ও সমানপ্রবরা ও সপিণ্ডাকে বিবাহ শূদ্রব্যবহার এবং অত্যন্ত গর্হিত। দ্বিজাতি-ব্যবহার ও কুল-ব্যবহার একই; সগোত্রা প্রভৃতি বিবাহ "দ্বিজাতিভির্ব্বর্জ্জনীয়ঃ।" (ব্যাস)

দ্বিতীয় নিয়ম—"পিতা ন জ্ঞায়তে যস্যা ভ্রাতা যদি ন বিদ্যতে।
নোপযচ্ছেত্তু তাং কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ সুধীঃ॥" (মনু)

সুতরাং যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি বর্ত্তমান নাই, তাহাকে বিবাহ করা কুলবিধির প্রতিকূল। এরূপ কন্যার পিতৃকুলকে রণ্ডা বলা যায় এবং রণ্ডাকুলে বিবাহ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও তাহাতে কুলক্ষয় হয়। ইহাও দ্বিজাতিগণের ব্যবহার; শূদ্রপক্ষে এই নিয়ম খাটে না।

তৃতীয় নিয়ম—"বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি।"

কুলকর্ম্মে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রের কুলবিবাহে স্বপর্য্যায়ে কন্যার সহিত বিবাহ আবশ্যক। অন্যান্য পুত্রাদির বিবাহে এ নিয়ম প্রচলিত নাই। আদিশূর রাজার সময়ে যে পঞ্চকায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রথম পর্য্যায় প্রথম পুরুষ হইতে গণনা করিয়া পুত্র-কন্যার বিবাহ আবশ্যক। কালিদাস মিত্র হইতে গণনায় আমার পর্য্যায় ২৬; আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম বিবাহ মকরন্দ ঘোষ বা দশরথ বসুর অধস্তন ২৬ পর্য্যায়ের ব্যক্তির কন্যার সহিত না হইলে আমার কুল থাকিবে না, আমি কুলজ বা বংশজ হইব। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলে এই নিয়মের কোন ব্যভিচার হইতে পারে না ও ব্যভিচার হইতে দেখা যায় নাই।

চতুর্থ নিয়ম—দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলের বিবাহ, এমন কি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থমাত্রেরই শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহ "ব্রাহ্ম," সালঙ্কৃতা কন্যাদান আবশ্যক। "আহূয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কৃতা"। কন্যাদান কালে পণগ্রহণ করা নিতান্ত দূষণীয়। (ক্রমশঃ

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

চিত্রগুপ্ত।

(২)

পুরাণশাস্ত্র বেদাঙ্গ, এমন কি উহা পঞ্চম বেদ বলিয়া হিন্দুগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের ১ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায় বিংশ শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে—

"ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চম বেদ উচ্যতে।"

আমরা গতবারের কায়স্থ-পত্রিকায়, চিত্রগুপ্তদেব সম্বন্ধীয় যাহা কিছু আখ্যান পুরাণাবলি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় প্রকাশ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আবহমানকালপ্রচলিত জনশ্রুতির ২।১টীর উল্লেখ করিয়া কায়স্থগণের আদিপুরুষ যে চিত্রগুপ্ত তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। চিরকাল-প্রচলিত জনশ্রুতির অবশ্যই একটী মূল আছে—ইহা সদ্বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদের সুপ্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুরাণ ভিন্ন অপরাপর হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি ও জাতিতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতে যখন প্রথম বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা যে ছিল না তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন জাতি লইয়া যে একটা গণ্ডগোল, তাহা ভারতে ছিল না। সে সব কথা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অনেকে বৈদিকগ্রন্থ আপস্তম্ব শাখা হইতে চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে এইরূপ পাঠ উদ্ধার করেন—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চিত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নামসত্তমঃ।
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥" (শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত)

অর্থাৎ বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, ইহারাই কায়স্থ। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে ও বিচিত্র পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করেন। যশস্বী ও কুলদীপক চিত্ররথ তাঁহার

পুত্র। তিনি ঋষিবংশাবতংস গৌতমের শিষ্য ও চিত্রকূটের অধিপতি ছিলেন। এই চিত্ররথের পুত্র চৈত্ররথ।

এই মহাপ্রাজ্ঞ চৈত্ররথ সম্বন্ধে বেদান্তে আছে যে, ইনি ক্ষত্রিয়-নৃপতি ছিলেন, ইহার সাহচর্য্যে জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হন।

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।
তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ॥" (বেদান্তসূত্র ১।৩।৩৫ ও ৩৭)

চিত্রগুপ্তদেববংশীয় চৈত্ররথ যে ক্ষত্রিয় তাহা ইহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। বেদান্তের এই সূত্রদ্বয় পাঠ করিলে অনেকেরই ভ্রান্তি দূর হইবে। কায়স্থ-জাতি যে ক্ষত্রিয়ের অন্তর্ভূত তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু আপস্তম্বশাখা ও বেদান্ত-সূত্র চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই, কেবলমাত্র জাতি-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই জাতিনির্ণয়কালে উহাঁকে ক্ষত্রিয়ই বলিয়াছেন, ইহাতে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই জাতি, তাহাও মীমাংসিত হইল।

এক্ষণে তন্ত্রশাস্ত্রে চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে কিরূপ পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিজ্ঞানতন্ত্রে চিত্রগুপ্তদেবের উল্লেখ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা চিত্রগুপ্তদেবের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, তুমি চিত্রগুপ্ত নামে অভি-হিত এবং আমার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া সর্ব্বলোকে তোমাকে কায়স্থ বলিবে। তোমার গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের ব্যবস্থা হইল। *

আচারনির্ণয়তন্ত্রে আছে, সর্ব্ব নামক জনৈক মসীশ সর্ব্বাশিহৃদয়নামক পণ্ডিতবর হইতে বগলামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনানন্তর গুরুসমীপে বর প্রার্থনা করেন যে "আমাকে ত্রিলোকেশ্বর করুন।" গুরু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তদীয় অভীষ্ট বর দেন। পরে ঐ মসীশ দেহান্তে স্বর্গে যাইয়া ব্রহ্মে লীন হন। তাহার পরে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও চিত্রাঙ্গদ এই তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে চিরকাল রাজ্য করিতে লাগিলেন। 'চিত্রগুপ্ত কুল্লনামা জনৈক বিপ্র হইতে

* "নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদ্ভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতিলোঁকে তব ভবিষ্যতি॥
* * * *
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥" (বিজ্ঞানতন্ত্র।)

বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুত্রকামনা না করায় স্বর্গে দেবত্ব লাভ করেন। তিনি যমপুরীতে থাকিয়া ত্রিভুবনের বিচারক হইয়া চিরকাল সকলের শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার করিতে লাগিলেন। যম তাঁহার অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন *।"

আচারনির্ণয়তন্ত্রে (৩৭ পটল) ইহাতে চিত্রগুপ্তের জাতিবিষয়ক কোন কথা নাই, তবে তিনি যে অতি সামান্য লেখক নহেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে তন্ত্রাদির কথা ছাড়িয়া পুরাণ হইতে চিত্রগুপ্তের বর্ণ ও বৃত্তি কি, তাহার আলোচনা করা যাউক। চিত্রগুপ্তদেব বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের নমস্য হইলেও ইনি যে ব্রাহ্মণ নহেন, তাহাও পুরাণাবলীপাঠে বুঝা যায়। † গরুড় ভিন্ন অপর পুরাণে

* "গুর্ব্বাজ্ঞয়া মসীশঃ স রাজ্যভোগী দ্বিজার্চ্চিতঃ।
বিহায় দেহং ভূয়শ্চ ত্রিধারূপো বভূব হ॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গদ ইতি ত্রয়ঃ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে রাজতে চিরমুত্তমঃ॥
চিত্রগুপ্তো মহাবিদ্যাং প্রাপ্য কুল্যাখ্যবিপ্রতঃ
পুত্রান্ যাচিতবান্নৈব গুরোর্দ্দেবত্বমাবহন্॥
যমান্তস্থো বভূবাপি স্বর্গমর্ত্ত্যাধোবিবেচকঃ।
চিরং শুভাশুভং কর্ম্ম বিবিচ্য শমনান্তিকে।
যদ্বদেৎ সকলানাং তু তদেবাভোজয়ৎ যমঃ॥"

† কেবল পুরাণ বা তন্ত্র বলিয়া নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রেও চিত্রগুপ্তের পূজার কথা আছে। বৃহৎ পরাশরসংহিতার ৯ম অধ্যায় হইতে জানা যায় যে,—শম্ভু, রবি, চন্দ্র, স্কন্দ, ভৌম, হরি, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, যম, শনি, কাল, রাহু, চিত্রগুপ্ত ও কেতু ইহারা অধিদেবতা বলিয়া গণ্য ; ইহাদের জানাইয়া যে কাজ করা যায়, তাহাই সফল হয়। যথা,—

"শম্ভুং রবিং পুমান্ চন্দ্রং স্কন্দং ভৌমং হরিং বুধম্।
ব্রাহ্মণঞ্চ গুরুং বিদ্যাচ্ছুক্রং শুক্রং যমং শনিম্॥
কালং রাহুং চিত্রগুপ্তং কেতুমিত্যধিদেবতম্।
এতদ্বিজ্ঞায় যৎকুর্য্যাত্তৎসর্ব্বং সফলং ভবেৎ॥"

'চিত্রাবসোরিতি' বৈদিক মন্ত্রে চিত্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা, চন্দ্রের উদ্দেশে যেমন পায়স ও বুধের উদ্দেশে ক্ষীরান্ন নিবেদন করিতে হয়, চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে সেইরূপ অন্ন নিবেদন, তাঁহার হোম ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহার পূজাবিধানও উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। — পত্রিকা-সম্পাদক।

ইনি কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই কায়স্থ শব্দ লইয়া আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত একটা গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। তাঁহারা এই "কায়স্থ" শব্দ জাতিবাচক মনে করিয়া উহা কোন বর্ণের অন্তর্ভূর্ত, উহা মৌলিক, না সঙ্কর বর্ণ, তাঁহারা একটা বিনির্ণয় করিতে না পারায় সৎশূদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, তাঁহারা যদি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কায়স্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন—গণ্ডগোলের হাত এড়াইতেন।

ভবিষ্যপুরাণে আছে—

"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি॥
*　*　*　*　*　*
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥"

অর্থাৎ আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি কায়স্থসংজ্ঞা লাভ করিলে, ধরাধামে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাতি লাভ করিবে। তোমার ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালনীয়।

প্রাচীন বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণধৃত পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডে লিখিত আছে—

"কায়স্থসংজ্ঞায়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ॥
*　*　*　*　*　*
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ॥
*　*　*　*　*　*
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ॥
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্নাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।"

অর্থাৎ তাঁহারা কায়স্থসংজ্ঞায় আখ্যাত, কায়স্থগণের আদিপুরুষ ও লেখনকার্য্যে নিপুণতাহেতু শ্রেষ্ঠকার্য্যে নিরত ছিলেন। কামক্রোধাদি কায়বর্ত্তী ষড়্বিধ বিষয়ে

তাঁহাদের সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহারা এই সংসারে কায়স্থত্ব লাভ করেন। তাঁহাদের দ্বারা একবিংশতি প্রকার কায়স্থজাতি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়গণ অনেক ব্যবহারজীবী, কায়স্থ তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা ক্ষত্রিয়, দ্বিজ মহাশয়, উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রে অধিকারী।

স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ডের মতে চিত্রগুপ্ত মিত্র নামক কায়স্থের পুত্র। ঐ কায়স্থ শব্দ যে কোনরূপ বৃত্তি বা জাতিবাচক তাহাও নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। আবার ঐ পুরাণের রেণুকামাহাত্ম্যে আছে—

"প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা॥
*　*　*　*　*　*
কায়স্থ এব উৎপন্নো ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ॥৪৪
দত্তকায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্তকায়স্থনামত্বাল্লেখ্যবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥"৪৫

অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃক কায়স্থিত উত্তম গর্ভ প্রার্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই গর্ভস্থ শিশু কায়স্থ সংজ্ঞা পাইবে। * * * ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কায়স্থের উৎপত্তি হইল। পরশুরামের আজ্ঞানুসারেই সেই শিশু ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন। তাহাকে চিত্রগুপ্তদেবের কায়স্থধর্ম্ম দেওয়া হইল। তিনি কায়স্থ নাম ও রাজগণের লেখ্যবৃত্তি পাইলেন।

এস্থলে "দত্তকায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ" এই চরণ দ্বারা সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝা গেল যে, চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম যাহা, তাহাই দেওয়া হইল—অর্থাৎ কায়স্থধর্ম্মই চিত্রগুপ্তের আচরিত। ঐ চিত্রগুপ্তেরই ধর্ম্ম পুরাণান্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ক্ষাত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।" (ভবিষ্যপুরাণ)
"অনেকব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ॥
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্নাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।" (পদ্মপুরাণ)

সুতরাং চিত্রগুপ্ত যে জাতিতে ক্ষত্রিয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করা মূর্খতার পরিচায়ক। কায়স্থগণ যে বেদশাস্ত্রে অধিকারী, তাহারও সুস্পষ্ট উক্তি পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই।* কিন্তু কায়স্থের সর্ব্বশাস্ত্রেই অধিকার দৃষ্ট হইতেছে। যদি কায়স্থেরা শূদ্র হইতেন, তবে পুরাণে এইরূপ শ্লোক স্থান পাইত না। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ঐ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিজের গোঁ বজায় রাখিতে চেষ্টা পান। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রক্ষিপ্তের কারণ অবশ্য গুরুতর ছিল, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা কি পারিয়াছেন, না পারিবেন বলিয়া আশা করেন? তিনি কোন কোন শ্লোকনির্ব্বাচনকালে যেমন তাহার সমীচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন, আমরাও তেমনি কতিপয় শ্লোকের উৎক্ষেপ সম্বন্ধে সমধিক সন্দেহ করি। বিদ্বেষিগণ জিদ বজায় রাখিতে সময়ে সময়ে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের স্বার্থহানিকর গোটা কয়েক শ্লোক, চরণ, এমন কি অধ্যায় পর্য্যন্ত ছাঁটিয়া ফেলেন নাই, তাহারই বা বিশ্বাস কি? যেমন কোন বিষয়ের প্রক্ষেপ সম্ভব, তেমনি উৎক্ষেপ বা ছাঁটিয়া ফেলা অসম্ভব নয়। তাহারও প্রমাণ পুরাণা-বলীতে পাওয়া যায়—তাহা না হইলে মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন কথা ও শ্লোক দেখিতে পাই কেন? যদি অনেক অধ্যায়ের উৎক্ষেপ না হইবে, তবে চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে খাপছাড়া কথা পাওয়া যায় কেন, সমস্ত আখ্যান পাইতে এত হাতড়াইতে হয় কেন? যাহা হউক, প্রক্ষিপ্ত স্বীকার করিলে উৎক্ষিপ্ত স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি প্রক্ষিপ্ত বা উৎক্ষিপ্তের গণ্ডগোল ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উপস্থিত পুরাণাবলী হইতে যাহা তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্যক্ আলোচনা দ্বারা সত্য-নির্দ্ধারণ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য। যাহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে সত্যনির্দ্ধারণপূর্ব্বক মীমাংসা করায় ফলোদয় ঘটি-বার সম্ভাবনা। তাই আমরা কোন পুরাণের কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে যদি একই পুরাণে কোন স্থলে একজনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অপর স্থলে তাহাকে শূদ্র বলিতেছে দেখিতে পাই, এইরূপ অসৌসাদৃশ্য অবশ্যই সন্দেহমূলক। তাহার মীমাংসা করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নহে।

* "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৪।২৭)

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে এইরূপ অনৈক্য কোন পুরাণে নাই। এইরূপ থাকিলে উহার জাতিনিরূপণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। যে সকল পুরাণে চিত্রগুপ্তের জাতি বা বর্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ যে এক, তাহাও শাব্দিকগণ স্বীকার করিয়াছেন,—ক = ব্রহ্মা, আয় = বাহু, স্থ = স্থিত, অতএব বাহু হইতে উদ্ভূত বলিয়া কায়স্থ আখ্যা। আবার ক্ষত্র = কায়, ইয় = স্থিতিবাচক, অতএব ক্ষত্রিয়শব্দের অর্থও কায়স্থ।

১। কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থো যৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে॥
২। ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্যাদিয়েতি স্থিতিবাচকং।
ততঃ ক্ষত্রিয়শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥
৩। ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকম্
আয়স্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোহতঃ সমাখ্যাতো মসীণঃ প্রাজ্ঞবাক্ চ যৎ॥

অপরে উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একার্থ বাচক। এক্ষণে উভয়ের একবর্ণ কিনা তাহা দেখা যাউক।

"অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোহক্ষরজীবকঃ॥"

সুতরাং মসীজীবী কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের অন্তর্ভূত। অপি চ বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ডে—

"অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যাদিস্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল।"

অর্থাৎ অসি দ্বারা রাজ্যরক্ষা এবং মসী দ্বারা রাজ্যস্থাপন এই উভয়বিধ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই আমাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার স্থানান্তরে

"অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যা তৎস্থাপনায় চ।
এতৌ রাজন্যধর্ম্মৌ চ ভূমৌ নিগদিতো ময়া॥"

অসিসাহায্যে রাজ্যরক্ষণ ও মসী দ্বারা তৎস্থাপন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই রাজন্যধর্ম্ম ইহা আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি।

উপরোদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল, কায়স্থের বৃত্তি ক্ষত্রিয়-

বর্ণোচিত। সুতরাং চিত্রগুপ্তদেব ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ। কমলাকরোদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের শ্লোকে ইঁহাকে ব্রহ্মকায়োদ্ভব বলিয়া কায়স্থ জাতি বলিয়াছেন—তাহাতে এই জাতি যে চাতুর্বর্ণ্য বহির্ভূত বর্ণ নহেন, তাহাও দেখান গেল। ব্রহ্মকায়োদ্ভব কায়স্থ জাতি ও ক্ষত্রিয় জাতি যে একই বর্ণ, তাহাও প্রমাণিত হইল। যথা—

"কায়স্থ এষ উৎপন্নো ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ॥ ৪৪
দত্তকায়স্থধর্ম্মোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্তকায়স্থনামত্বাৎ লেখ্যবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥" ৪৫ (কমলাকর)

গাগাভট্টকৃত কায়স্থপ্রদীপে "ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ" চরণার্দ্ধের ব্যাখ্যায় দেখা যায়, "ক্ষাত্রধর্ম্মশব্দঃ শৌর্য্যাদি ক্ষত্রিয়সাধারণধর্ম্মপরঃ ন তু শ্রৌতস্মার্ত্তধাবদ্ধর্ম্মপরঃ" অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম দ্বারা শৌর্য্যাদি ক্ষত্রিয়-সাধারণ-ধর্ম্ম বুঝায়, তাহাদিগের আচরণীয় শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞহোমতপঃশীলব্রততীর্থাদি সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বুঝায় না। স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন, "অত্র ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃত ইত্যনেন সগরেণ কাম্বোজাদীনামিব তস্য তদ্বংশজস্য চ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মযুদ্ধোপনয়াদিরাহিত্যপ্রতীতাবপি চিত্রগুপ্তধর্ম্মত্ব-দান-কথনেনোপনয়নাদিমত্বং বেদাধিকারিত্বং সূচিতম্। তেন কেবলযুদ্ধাদিরাহিত্যমাত্রং চিত্রগুপ্তধর্ম্মত্বদানেন লেখনাধিকারঃ সূচিতঃ।"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণকে অসিজীবীর পরিবর্ত্তে মসীজীবী হইতে হইয়াছে ও হাতের অসি ছাড়িয়া লেখনী লইয়া জীবিকা অর্জ্জনের আদেশ পাইয়াছে। যুদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন ক্ষত্রিয়োচিত অপর ধর্ম্মপালনই কায়স্থের ধর্ম্ম। অং "প্রাপ্তকায়স্থনামত্বাৎ লেখ্যবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্" অর্থাৎ কায়স্থ নাম লাভ করায় রাজগণের লেখ্য বৃত্তি পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন

"* * তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ
সদাচাররতা নিত্যং রতাঃ হরিহরার্চ্চনে॥ ৪৭
দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।
যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা॥" ৪৮ (স্কন্দপু° রেণুকামা°)

অর্থাৎ কায়স্থগণ সত্যবাদী, ধার্ম্মিক, সদাচারবান্, হরিহরার্চ্চনরত ও দেব-বিপ্র-পিতৃগণ ও অতিথিসেবায় নিরত হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও তীর্থকার্য্যে আসক্ত হইলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যেও চিত্রগুপ্তদেবের উল্লেখ আছে। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় চিত্রগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তথায় ইনি কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত।

"দৃগ্‌গোচরোহভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণঃ এতদীয়ঃ।
উর্দ্ধস্থ পত্রস্য মসীদ একো মসের্দ্ধধত্বোপরি পত্রমন্যঃ॥" ১৪ সর্গ।

অনন্তর চিত্রগুপ্ত গোচরীভূত হইলেন, ইনি কায়স্থ ও উত্তম গুণবিভূষিত। ইনি আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন। ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসি দিয়া থাকেন। (অদৃষ্টে শুভাশুভ লিখিয়া দেন।) এইরূপে মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়—কায়স্থ-ক্ষত্রিয়। যদি কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভূত না হইবে, তবে চিত্রগুপ্ত কোন সাহসে ইন্দ্রাদি দেব-ক্ষত্রিয়গণের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন? আর গ্রন্থকার যদি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া না জানিবেন, তবে কেন তিনিই বা এইরূপ চরিত্র এইরূপ স্থলে সমাবেশ করিবেন? ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শ্রীহর্ষের সময় কায়স্থেরা হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। নচেৎ এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র-সমাবেশ করিয়া শ্রীহর্ষ তৎকালীন বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে উপহাসাস্পদ হন নাই কেন? পাঠকবর্গ এই বিষয় একবার অনুধাবন করুন। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, কায়স্থ-কুলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রগুপ্ত দেবই বিধাতা পুরুষ। কাশীখণ্ডেও চিত্রগুপ্তকে বিধাতা বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উক্ত পুরাণগ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে আছে, "চিত্রগুপ্তলিখিত ললাটলিপিও কাশী হইতে খণ্ডিত হয়।" আবার ২২অধ্যায়ে আছে, "কাশীবাসিকৃত কর্ম্মব্যতীত নিখিল স্থাবরজঙ্গমের কর্ম্ম চিত্রগুপ্তের গোচরীভূত।" এতদ্ভিন্ন ৫৩ অধ্যায়ে আছে, "স্বয়ং চিত্রগুপ্ত যে কাশীবাসীর অনুসন্ধান পান না, তথায় সামান্য মনুষ্যের সে বিষয় জানা অতীব দুঃসাধ্য।" শেষোক্ত বাক্যাবলী হইতে চিত্রগুপ্তকে কি সামান্য ব্যক্তি বুঝায়? একবার এবিষয়ে ভাবুন দেখি। তাহা হইলে বুঝিবেন চিত্রগুপ্তই বিধাতা পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ। তাই ইনি সকলেরই নমস্য।

আবার, কথাসরিৎসাগরনামক গ্রন্থে দেখা যায়, জনৈক চৌর চিত্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে "কায়স্থ" এককই ব্রহ্মা ও রুদ্রের কার্য্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত বিশ্ব লোপ করিতে পারেন, সকলই তাঁহার করস্থিত।

"কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখিত্বাংপংসয়তি চ ক্ষণাদ্বিশ্বং করস্থিতম্॥" (কথা-স-সা০ ৭২।৩২৩)

এখানেও চিত্রগুপ্তের বর্ণনাটী সামান্য বটে, চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি যেমন অযোনিসম্ভব কার্য্যাদি তেমনি অলৌকিক, অসামান্য, কিন্তু জাতিতে কায়স্থ; কায়স্থ অর্থে বর্ণসঙ্কর নহে, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলনিয়ম।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ-প্রবর্ত্তক মহাত্মাত্রয় মহারাজ আদিশূর নৃপতির সমকালে এদেশে আগমন করেন নাই। এই সমাজ-সংস্থাপনকারী নরদাস ঠাকুর, ভৃগুনন্দী ও মুরহরদেব চাকী মহারাজ বল্লালসেন নৃপতির সমকালে এদেশে আগমন করেন*। সুতরাং নবাগমনের প্রভাববলে তাঁহারা বরেন্দ্রখণ্ডের কায়স্থগণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় সমাজ মধ্যে যে শীর্ষস্থান লাভ করিবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে।

এই সমাজের চিরাগত কুলনিয়ম ও "ঢাকুর"নামক কুলগ্রন্থের বর্ণনা-পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, মহাত্মা ভৃগুনন্দীই বারেন্দ্র কায়স্থের কুলনিয়মের প্রধান প্রবর্ত্তক। ভৃগুপ্রবর্ত্তিত প্রধান কুলনিয়ম "দান ও গ্রহণ"। উক্ত শ্রেষ্ঠবংশত্রয় মধ্যে কন্যা দান করা ও কন্যা গ্রহণ করা এই দুইটীই প্রধান নিয়ম। কন্যা কিম্বা পুত্রগতভাবে কুলবন্ধন হইলে, ধনহীনতা বা অন্য কোন কারণে যথাসময়ে কন্যাসম্প্রদান না হইলে পাপের সঞ্চয় এবং সমঘরে আদান প্রদানের বিঘ্ন হইতে পারে; তজ্জন্যই উক্ত "দান ও গ্রহণ" উভয় বলিয়াই কুলের প্রধান লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সিদ্ধ(১) ও সাধ্য" এই দুই ভাবে সমাজ বন্ধন হয়। পূর্ব্বোক্ত নরদাস ঠাকুর, ভৃগুনন্দী ও মুরহরদেব চাকী এই তিনের বংশই সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন। ভৃগুর পরবর্ত্তিসময়ে উক্ত বংশ দানগ্রহণের সমতারক্ষা বা বৈষম্য-গণনায় এবং জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বনিবন্ধন কুলের তারতম্য দৃষ্ট হয়।

* কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে সিদ্ধের সংজ্ঞা এই যে, "যাহারা শুদ্ধবংশীয় ও পুরুষপরম্পরায় কুলকার্য্যপরায়ণ তাঁহারাই সিদ্ধ এবং যাহারা কুলকার্য্য দ্বারা সমাজে পরিচিত তাঁহারা সাধ্য। গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নরদাস ঠাকুরের চারিপুত্র। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র বাকাগ্রামে বাস করিয়া দানগ্রহণের সমতা রক্ষা করায় তাঁহার ভাব শ্রেষ্ঠ। নরদাসের কনিষ্ঠ পুত্রের দান গ্রহণের সমতা না থাকায় তিনি অমূলজরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

ভৃগুনন্দীর পুত্রগণ মধ্যে কানু ও মাধব কনিষ্ঠ। কিন্তু দানগ্রহণের গরিমায় তাঁহাদিগের ভাব শ্রেষ্ঠস্বরূপ বর্ণিত হয়। সর্ব্বাগ্রজ শ্রীকণ্ঠ ও কৌতুক নামক পুত্রদ্বয় আদানপ্রদানের বিপর্য্যয়ে সাধারণ ভাবাপন্ন হইয়াছেন।

মুরহরদেব চাকীর প্রথম পক্ষের পুত্র কানুদেবের বংশ প্রসিদ্ধ। মুরহরের শেষ পক্ষের পুত্রগণ কাম, কুমার, মদন, শিব, বীর ও মদনের মাতামহকুল শ্রেষ্ঠ না থাকায় নরদাস ঠাকুর ও ভৃগুনন্দী সমতা রক্ষা করিয়া দেন।

নাগ, সিংহ, দেব, ও দত্ত এই চারি ঘর সাধ্য। ইহাদিগের মধ্যেও ভাবের তারতম্য থাকায় ও কোন কোন স্থলে দানগ্রহণের ত্রুটি হেতু সমাজ হইতে অমূলজরূপে পরিত্যক্ত হওয়ারও বর্ণনা আছে।

"ঢাকুরে" বর্ণিত হইয়াছে যে,

"দানগ্রহণবলে কুল উত্তম জানিবা॥
যদি থাকে আদিমূল ভাবে ভাল হয়।
দান গ্রহণ দিয়া কুল কুলজিতে কয়॥"

কন্যা দান করা ও সৎকুল হইতে কন্যা গ্রহণ করা এই দুইটীই কুলের গৌরব।

পূর্ব্বোক্তরূপ উভয় সমশ্রেণীস্থ দানগ্রহণকারী কুলীনদ্বয় মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হইলে তাহাই প্রধান করণ হয়। কুলীনগণ যদি শ্রেষ্ঠ দানগ্রহণকারী সাধ্যঘর নাগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, গজদন্তে রত্নহারের ন্যায় তাহাও প্রশংসিত হইয়াছে। যে সকল সিংহঘরের সহিত কুলীনঘরের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন দ্বারা কুলের শ্রেষ্ঠত্ব বিনষ্ট হয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন নিন্দনীয় নহে, কুলীনগণের পক্ষেও ঐরূপ সম্বন্ধ তদ্রূপ। সাধ্যবংশীয় অপর দুই ঘর দেবদত্তের সহিত কুলীন

গণের যদি ক্রমে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন হয়, তাহা হইলে মেঘাবৃতচন্দ্রের ন্যায় কুলীনের কুল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল কুলজ করণের পক্ষে। অমূলজঘরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন দ্বারা-কুল নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাগুক্ত নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ, দাস, নন্দী, ও চাকীবংশীয় ব্যক্তিগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন না করিলে, তাহাদিগকে "ক্ষতবিগ্রহের" ন্যায় সম্মানহীন হইতে হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত দাস, নন্দী ও চাকীবংশের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করাই উক্ত নাগ, সিংহ, দেব ও দত্তবংশের প্রধান কর্ত্তব্য।

মহাত্মা ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র মাধবের বংশীয় দেবীদাস খাঁ মহাশয় বাদসাহ সরকারের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি পোতাজিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে নসিপুর নামক স্থানে বাস করেন। খাঁ মহাশয় সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপনের স্থল সংকীর্ণ মনে করিয়া স্বশ্রেণীস্থ বার ঘর কায়স্থ সংগ্রহ করেন। সেই বার ঘরের কুলজী-বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে উপযুক্ত পদ প্রদান করা হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চোঁয়ার সিংহঘর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সমাজ-বন্ধনের প্রারম্ভ-সময়ে দানগ্রহণের ত্রুটিবশতঃ একই ব্যক্তির সন্তানগণের মধ্যে কুল যেরূপে নষ্ট করা হইয়াছে, পরবর্ত্তিসময়ে তদ্রূপ কঠোরতা ঠিক প্রতিপালিত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। পরবর্ত্তিসময়ে দানগ্রহণের ত্রুটিকে কোন কোন স্থলে আঘাত এবং কোন কোন স্থলে সামাজিকগণকর্ত্তৃক তাহা সমতারূপে গণ্য করা হইয়াছে। ফলে যখনই যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ কুল-নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তখনই তাঁহাকে সমাজে ন্যূনাধিক মলিন এবং নিন্দনীয় হইতে হইয়াছে এবং যিনিই তিনপুরুষ পর্য্যন্ত ঐরূপ ত্রুটি কার্য্য করিয়াছেন, তিনিই সমাজে অপরিচিত হইয়াছেন।

বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। নরদাস ঠাকুর, ভৃগুনন্দী ও মুরহরদেবের বংশীয় কুলক্রিয়ান্বিত প্রধান ব্যক্তিগণই সমাজের নেতা। নাগ, সিংহ, দেব ও দত্তদ্বয়ের মধ্যে সময় সময় অনেক ব্যক্তি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং এখনও কোন কোন বংশে বিত্তবিভব-সম্পন্ন বুনিয়াদি লোক আছেন, কিন্তু অন্যান্য সমাজের ন্যায় তাহারা কখনই নেতৃত্ব-

পদ লাভ করিতে পারেন নাই। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ঐরূপ কুলীন ভিন্ন অন্যের নেতৃত্ব পদ না থাকায় সমাজের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট সাধন না হওয়াই প্রতীয়মান হয়। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে বহু নেতৃত্ব পদের সৃষ্টি হওয়ায় এবং ঐ সমাজে নানা মতের কুলীন হইলেও বৈবাহিক ক্রিয়ার অসুবিধা হইয়াছে।

বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ সম্বন্ধে একই প্রকার প্রথাপ্রবর্ত্তন থাকায়, বহু বিবাহপ্রথাপ্রচলন হইতে পারে নাই। কুলীনগণের মধ্যে বিশেষ কর্ত্তব্যানুরোধে কচিৎ কোন ব্যক্তি ২।৩টী বিবাহ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং বহু বিবাহের বিষময় ফল এই সমাজকে উপলব্ধি করিতে হয় নাই।

কন্যাদান ও গ্রহণের লঘু-গুরুভেদে কুল কখন মলিন ও কখন উজ্জ্বল হওয়া প্রতীয়মান হয়। এজন্য সাধারণে বারেন্দ্র কায়স্থের কুল "উঠা পড়া" বলিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে সিদ্ধ বা কুলীনের কুলের যে লক্ষণনির্দ্দেশ এবং দান-গ্রহণের দ্বারা কুলের গৌরব লাভ ও কুলক্ষয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারায় সিদ্ধ বা কুলীনগণের কুল কখনই "উঠা পড়া" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কারণ দানগ্রহণের সমতা রক্ষা করিতে না পারিলে কুলক্ষয় ঘটে ও নিন্দনীয় হইতে হয়। বরং সাধ্যঘরের কুল অনেকাংশে "উঠাপড়া"। কোন কোন কুলীন-বংশীয় ব্যক্তি বহুকাল নিরাবিল ভাব রক্ষা করিতে না পারিয়া সাধারণ ভাবে পরিগণিত হইয়াছেন এবং কুলীনবংশীয় কেহ কেহ নিরাবিল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুলকার্য্যের অভাবে অপরিচিতাবস্থায় পরিগণিত হইয়াছেন। এরূপাবস্থায়, কুল যে কেবল "উঠাপড়া" তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ যে সকল ব্যক্তি ক্রমান্বয় কুলকার্য্যের অভাবে সমাজে অপরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশধরেরা এখন ক্রমাগত কুলকার্য্য করিলেও, তাঁহাদিগের কুলের যে "অপকর্ষাঘাত কলঙ্ক" হইয়াছে, তাহা অপনোদন হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা দৈবক্রমে কোন ত্রুটি কার্য্যনিবন্ধন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যে সমাজে নিম্ন আসনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, বারেন্দ্র কায়স্থের কুল কেবল পুত্রগত বা কেবল কন্যাগত নহে। প্রত্যেক পুত্র ও প্রত্যেক কন্যাকে স্বপদে রাখিয়া কুল রক্ষা করিতে হয়। এই সমাজে দান ও গ্রহণ সম্বন্ধে যে সনিয়ম আছে, তাহা ভাবী-কালের পক্ষে এতই উপযোগী যে, তৎপরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা কেহ উপলব্ধি

করেন নাই এবং প্রকৃতপক্ষেও এইরূপ সন্নিয়ম দ্বারা বংশের বিশুদ্ধিত্ব পরি-রক্ষিত হইয়াছে।

যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত-কন্যা সদ্বংশে দান করাই শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। পূর্ব্বতন সময়ে এইরূপ ব্যবহারকে সকলেই শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেন। কুলীনগণ সাধ্যঘরে কন্যা দান করিলেও কন্যামূল্য গ্রহণ করিবার প্রথা এ সমাজে আদৌ হয় নাই। এমন কি কন্যামূল্য-গ্রহণকারিগণ অতি ঘৃণিতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কুলীনের সহিত অন্যান্য বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইলে, কুলোচিত মর্য্যাদা পাইবার নিয়ম আছে। এই মর্য্যাদা দাতার অবস্থানুযায়ী হওয়াই দৃষ্ট হয়। সামাজিক আহার-ব্যবহারসম্বন্ধেও সমাজে কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে। যাহারা কুল-ক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ তাহাদিগের সহিত আহার-ব্যবহারে গোলযোগ উপস্থিত হয়। বারেন্দ্র কায়স্থগণের "বার রজপুতের তের চূলা" এই প্রবাদ আছে। এই ব্যবহারের যিনি যতই নিন্দা করেন না কেন, ইহার মূলে গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত ছিল। ফলতঃ এ ব্যবহার যে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, চিরাগত কুলাচার ও বংশবিশুদ্ধিতারক্ষার উপায়মাত্র, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

ক্রমাগত তিনপুরুষ পর্য্যন্ত সমানঘরের সহিত কুলীনগণ আদানপ্রদান করিতে না পারিলে কুলের বিপর্য্যয় ঘটে। উভয় পক্ষের পিতামহ মাতামহ উভয় কুলের উজ্জ্বলতা ও গরিমা বিচার করিয়া আদানপ্রদান করাই প্রাচীন নিয়ম।* মাতামহকুলের উজ্জ্বলতা ও গরিমানুসারে উভয় কুলের গৌরব উজ্জ্বল হওয়া পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুতরাং দানগ্রহণকার্য্য উচিতরূপে হইলেই "নিরাবিলভাব ও শ্রেষ্ঠ" সম্বন্ধ হয়।

মহারাজ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়দেশবাসী কায়স্থগণ সুদীর্ঘকাল বৌদ্ধ নরপতির শাসনাধীন—বৌদ্ধ আচারব্যবহারের পুরস্কার দৃষ্টে তাঁহারা প্রধানতঃ

* ঢাকুরে লিখিত আছে ঃ—

"নরদাস ঠাকুরনাম, খ্যাতিশীল পুণ্যধাম,
আছিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ পৌরষ, ধরণীতে যার যশ,
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে॥" মৎপ্রকাশিত ঢাকুর ৩৪ পৃষ্ঠা

বৈদিক সদাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং উত্তরকালে উক্ত কায়স্থগণের সহিত যথেচ্ছ সংমিশ্রিত হইয়া সনাতন সদাচারপরিভ্রষ্ট হইতে না পারে, এই নিমিত্তই মহাত্মা ভৃগুনন্দীপ্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রাগুক্ত কুলনিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে গৌড়মণ্ডলবাসী কায়স্থগণ সদাচার ও কর্ত্তব্য জ্ঞান একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভৃগুপ্রবর্ত্তিত উক্ত কুলনিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়া না আসিলে, ভৃগু ও তৎসাময়িক কায়স্থগণ উক্ত গৌড়ীয় কায়স্থগণ হইতে স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন হওয়ায় কেহ কেহ বারেন্দ্রকায়স্থসমাজের প্রতি দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। এরূপভাবে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা না হইলে সদাচার ও সদ্বংশতা রক্ষা করা কঠিন হইত। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য কোন না কোন রূপ প্রথা অন্যান্য সমাজেও প্রচলিত আছে।

সমাজগঠনসময়ে নরদাস ঠাকুর ও ভৃগুনন্দী এবং মুরহরদেবের বংশই সমাজের নেতা স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তদবধি ঐ প্রকারেই এই সমাজের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বংশের পবিত্রতারক্ষার জন্যই কুলনিয়ম স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ভৃগুপ্রবর্ত্তিত কুলনিয়ম দ্বারা তদুদ্দেশ্য ব্যাহত হয় নাই। বস্তুতঃ যে সকল কুলনিয়ম আছে, তাহাতে সমাজের কুলীনগণের বংশের পবিত্রতা পূর্ণরূপেই রক্ষিত হইয়াছে। কারণ সামাজিক সপ্তঘর বা মূলজ ঘর অতিক্রম পূর্ব্বক অন্যত্র বিবাহ কার্য্যাদি অপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

কুলের নয়টী ও কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠতাবাচক সাতটী, মোট এই ষোড়শ লক্ষণ কায়স্থ জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবসেবা, অতিথিসৎকার ও পরোপকার-ব্রতে এই সমাজের ব্যক্তিগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং এখনও এই ভাব বিলুপ্ত হয় নাই। সমাজের মধ্যে এখনও যে সকল ব্যক্তি অবস্থাপন্ন, তাঁহারা নিত্যসেবা, পূজা, পার্ব্বণ, ব্রতাদি কার্য্য যথাযথরূপেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি মধ্যবিত্ত অবস্থাসম্পন্ন, বিশেষ ভারবহ হইলেও পুরুষপরম্পরায় দেবসেবা, পূজা-পার্ব্বণাদি কার্য্য তাঁহাদিগকেও সম্পন্ন করিতে হইতেছে। অন্নপ্রাশন হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিপ্রজাতির অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের প্রায় অনুরূপ। সমাজের বিধবাগণের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণ-বিধবাগণের আচারব্যবহার হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ফলতঃ তাহা যতি ও ব্রহ্মচারীর সদৃশ।

পূর্ব্বে কুলমর্য্যাদা শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও সাধারণ ভাবে বিভাগ হওয়ায় উত্তরকালে এ সমাজের মধ্যে তিনটী বিভাগ হইয়া আদানপ্রদান কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ১ম বিভাগ অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পুরুষপরম্পরায় সমঘরে বা উচ্চঘরে আদানপ্রদান করিয়া কুলোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ১ম বিভাগের ব্যক্তিগণের সমাজের কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থান আছে। ২য় বিভাগের ব্যক্তিগণের মধ্যে সমাজের শ্রেষ্ঠভাব রক্ষাকারী ব্যক্তিগণের সহিত আদানপ্রদান বিরল হইলে ইহারা সমঘরের সহিতই আদানপ্রদান করিয়া বংশগৌরব রক্ষা করেন। ৩য় বিভাগ বা সাধারণ ভাবে পরিণত ব্যক্তিগণের সহিত উক্ত উভয় বিভাগের ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ পূর্ব্বকালে এককালে পরিত্যক্ত হওয়াই দৃষ্ট হয়।

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে উত্তরকালে সমাজস্থ কতিপয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষের মতে প্রাধান্যহেতু ও কুলকরণের তারতম্য ও ব্যক্তিবিশেষের কোন প্রকার আচরণ দ্বারা নিরাবিল, ভূষণা, রোহিলা, বেণী, পাচুড়িয়া প্রভৃতি পটীর বিভাগের সৃষ্টি হওয়া দৃষ্ট হয়। নিরাবিল পটীর ব্যক্তিগণ অন্য পটীতে আদানপ্রদান করিলে তাঁহারা গৌরবের খর্ব্বতা মনে করেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণের সংখ্যা অল্প বলিয়া ঐরূপ পটী বা বিভাগ স্বাতন্ত্র্য আখ্যা প্রাপ্ত না হইলেও, পটীবন্ধের মূল কারণ বর্ত্তমান থাকায় কার্য্যতঃ যে বিভাগ আছে, তাহাই পটী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ১ম বিভাগের ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে "নিরাবিল ভাবে শ্রেষ্ঠ" বলিয়া অহঙ্কার করেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে সকলেই আপনাপন সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের ঐরূপ ভাব রক্ষা চেষ্টা বলবতী থাকায় বঙ্গীয় বাহাত্তুরে ঘরের কায়স্থগণ প্রথমোক্ত বিভাগের সহিত আদানপ্রদানের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রাচীন সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মগণ ঐরূপ সুবিধা প্রদান না করিয়া কঠোরতা অবলম্বন করায় এ সমাজ পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, এরূপ কথিত হয়। তদ্বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। তবে "ধনেন কুলং" এই মহাজনবাক্য আবহমান কাল হইতেই প্রচলিত আছে।

সমাজের উক্ত দ্বিতীয় বিভাগের ব্যক্তিগণের সহিত মৌলিক কর, চন্দ্র, রাহা প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ অধিক পরিমাণে সংমিশ্রিত হইয়াছেন। উক্ত মৌলিক

ঘরের সহিত আদানপ্রদান করিয়া পূর্ব্বতন সময়ে কেহ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। এইরূপ আদানপ্রদানকারী সাধ্যঘরের ব্যক্তিগণ সিদ্ধঘরের সহিত আদানপ্রদানে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধঘরের ব্যক্তি অর্থাৎ উক্ত দাস, নন্দী ও চাকীবংশীয় ব্যক্তিগণের আদান-প্রদানের সময় পরস্পর জ্ঞাতি কুটুম্ব আদি ও প্রধান সমাজস্থাননির্ণয় করিয়া সম্বন্ধ স্থাপনের নিয়ম বলিয়া আসিয়াছে। তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে :—

"অষ্টমুনিশা পোতাজিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
খামরা, সরিষা, বাজুরস।
ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজি প্রকাশ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে নিরাবিল শ্রেষ্ঠ (দোষশূন্য) সমাজ অষ্টমুনিশা, পোতাজিয়া, খামরা, সরিষা ও বাজুরসের ব্যক্তিগণের সহিত যাহাদিগের আদানপ্রদান নাই, তাহারা অপরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার (বারেন্দ্র)

কায়স্থগণের স্বধর্ম্ম পালনের উপায়।

(১)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনানুসারে হিন্দু জাতিবৃন্দের উৎকর্ষাপকর্ষাবলম্বনে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের মত চাহিয়াছেন, সেই তালিকায় কায়স্থের স্থান যথোচিত হয় নাই বলিয়া কায়স্থগণ আপত্তি করিয়াছেন। ঐ তালিকায় আপত্তি করিবার কারণ আরও অনেক জাতির আছে। কিন্তু আপত্তিকারিগণের মধ্যে কায়স্থের আপত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুটতর হইয়াছে।

আমাদের ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতাব্দের ক্ষত্রিয়গণ 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ' কতকগুলি ধর্ম্মনৈতিক ও সমাজনৈতিক কারণে ক্ষত্রধর্ম্মপালনে কতকটা অকৃতকার্য্য হইলে, নবোদিত রাজপুতজাতি

ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠে। ক্ষত্র শব্দের অর্থও দেহ, কায় শব্দের অর্থও দেহ, সুতরাং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এক হইলেও, নামের পরিবর্ত্তনে অনেকটা আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। কায়স্থের মধ্যেও অনেকে ভাবেন, আমরা বুঝি বা ক্ষত্রিয় নহি। কিন্তু আমাদের পুরুষের মধ্যে এত বিস্মৃতি ঘটিলেও আমাদের গৃহিণীদের মধ্যে অতটা ঘটে নাই। অদ্যাপিও আমাদের গৃহে জাতাশৌচের শেষ দিবসে প্রসূতি ও জাতশিশুকে স্নান করাইয়া হুলুধ্বনি সহকারে জাতকের হস্তে ধনুর্ব্বাণপ্রদানের রীতি আছে। কোন কোন বারেন্দ্র-কায়স্থ-পরিবারের মধ্যে ঐ সময়ে তরবারি দেওয়ারও প্রথা আছে। ইহা যে, ক্ষত্রোচিত স্ত্রী-আচার, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যখন আত্মবিস্মৃতিতে মগ্ন, আমাদের সহধর্ম্মিণীরা পারিবারিক প্রথার মধ্যে আমাদিগের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। আমরা যদি তাঁহাদের পথানুগামী হইতাম, বোধ হয়, আমাদের দেহেও কোন ক্ষত্রচিহ্ন বর্ত্তমান থাকিত।

কিন্তু এখন সে অনুশোচনা বৃথা। আমরা বহুকাল হইতেই ক্ষত্রধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছি। তবে কথা এই যে, পুনর্ব্বার যখন আমাদের ক্ষত্রস্মৃতি জাগরুক হইয়াছে—যখন আমরা সমগ্রজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি; যখন আমরা উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র সকল শ্রেণীর কায়স্থ, কলিকাতা, রাজসাহী, ঢাকা, কটক প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে, উপনগরে, গ্রাম ও পল্লীতে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, তখন কি আমরা এই কার্য্যের কোন দায়িত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি না? আমরা যদি ক্ষত্রিয়, তবে কি আমরা প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হইব? আমরা যদি ক্ষত্রিয়, তবে কি আমাদের গৃহিণীরা সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা ভুলিয়া যাইবেন? পতিকে কর্ত্তব্যপালনে রত দেখিয়া তিনি বাক্যটি না বলিয়া, আত্মশুদ্ধিপ্রদর্শন জন্য যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে জাতির অন্যতমা আদর্শা নারী পাঞ্চালী যজ্ঞানল হইতে সমুৎপন্না বা যজ্ঞপ্রভা-স্বরূপিণী, সে জাতির যে কি ভয়াবহ অধঃপতন হইয়াছে, তাহাকে উন্নত ও স্বস্থানে স্থাপিত করা যে কি কঠিন কার্য্য ও ভয়াবহ দায়িত্বপূর্ণ, তাহা একবার ভাবুন। তবে কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা ক্ষত্রধর্ম্মের বহির্ভূত নহে। ঐ শুনুন ধর্ম্মাধিকরণ বলিতেছেন কি?

রাজকুমারলাল প্রভৃতি বাদী, বনাম বিশ্বেশ্বর দয়াল প্রভৃতি প্রতিবাদী; মোকদ্দমা

কলিকাতা হাইকোর্টে। মাননীয় ফীল্ড সাহেব, ব্রাহ্মণলেখক বাবু শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণের মত গ্রহণ করিয়া বঙ্গের কায়স্থকে শূদ্রত্বে পাতিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। আমি সেই মত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অধিক প্রমাণে সাব্যস্ত করে যে, বঙ্গদেশের কিম্বা অন্য যে কোন দেশের হউক, কায়স্থগণ নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী অবধি (অন্ততঃ বঙ্গদেশের) কায়স্থগণ তাহাদের নামের পরে স্বকীয় বর্ম্মপদবী পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রদিগের দাসপদবী ব্যবহার করায় বিশেষতঃ গায়ত্রী দ্বারা সংস্কৃত উপনয়নক্রিয়া-সম্পাদনে বিরত থাকায় স্বজাতিভ্রষ্ট বা অপগামী হইয়া শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছে।"

আমাদের বর্ত্তমান আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়া একজন আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও একজন উচ্চ রাজকীয় বিচারক এই ভাবে আমাদিগের পাতিত্যের বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয় একথা স্বীকার করিয়াছেন বটে, তবে কয়েক শতাব্দ হইতে পদবীর পূর্ব্বে দাস ও শূদ্রাচার গ্রহণ করায় শূদ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন।

যদিও ফীল্ড সাহেবের বিচার বিরুদ্ধে অনেক কূটতর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, কায়স্থের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যাহা সহজেই মনে হয়, বাবু শ্যামাচরণ সরকার সেই মতই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বিচারপতি ফীল্ডও তাহা অনুসরণ করিয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের যতগুলি ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সারল্য ধর্ম্ম প্রধান;—বীরত্বের সহধর্ম্মিণীই সরলতা। সুতরাং যদি আমরা ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হই, তবে আমাদের পাতিত্যের কথা অস্বীকার করিব কি প্রকারে?

অতএব বিবেচ্য হইতেছে, আমাদের পাতিত্য হইতে উদ্ধারের উপায় কি? ইহার উত্তরপ্রদানার্থ আমাদের বক্তব্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইতেছে।

১। আমরা কয় শতাব্দ এই পদবীর পূর্ব্বে দাসশব্দ গ্রহণ করিয়াছি? এই দাসই কি শূদ্রত্বের অভ্রান্ত লক্ষণ?

২। দাসশব্দ পরিহার করা কর্ত্তব্য কি না? ঐ শব্দ ব্যবহারের আদিকারণ কি?

যখন আর্য্যজাতি পঞ্চনদপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন, সে আজ প্রায় ৮০০০ বৎসরের কথা। যখন বেদমন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্ট হইতেছিল, সেই সাহিত্যে অর্থাৎ বেদের ঋক্ ভাগের মধ্যে, অনেক স্থানে দাস শব্দের উল্লেখ আছে।

(১) "দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার॥" (১।৩২।১১)

(২) "যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যন্তঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।
দাসা চ বৃত্রা হতমার্য্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণাবসাবতং॥" (৭।৮৩।১)

(৩) "উত শুষ্ণস্য ধৃষ্ণুয়া প্রমৃক্ষ অভিবেদনং পুরো যদস্য সংপিণক্॥ (৪।৩০।১৩)
উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদধি অবাহন্নিন্দ্র শম্বরং॥" (৪।৩০।১৩-১৪)

(৪) "উত দাসস্য বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ।
অধিপঞ্চ প্রধীঁরিব॥" (৪।৩০।১৫)

(৫) "শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রোব্যাসৎ। দিবোদাসায় দাশুষে॥ (৪।৩০।২৯)
অস্বাপযদ্দভীতয়ে সহস্রাত্রিংশতং হথৈঃ। দাসানামিন্দ্রো মায়য়া॥" (৪।৩০।২০-২১)

ঋক্‌গুলির আমি এইরূপে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছি,—

(১) 'পণিগুপ্তা গাভী যথা দাসপত্নীগণ
অহিগুপ্তা ছিল তথা, অপিহিত জলপন্থা;
ইন্দ্র বৃত্রে সেই জন, করিয়া হনন,
করিয়াছিলেন জল-দ্বার উদ্ঘাটন॥' (১।৩২।১১)

(২) 'হে ইন্দ্র বরুণ! নেতা তোমরা উভয়,
তোমাদের সহায়তা করিয়া আশ্রয়;
গোলাভে পূর্ব্বদিকে পৃথু-পর্শু গণ;
যুদ্ধার্থে সকলে তারা করিল গমন।
হত কর বৃত্র দাসে আর আর্য্যগণে,
এস হেথা সুদাস রাজার সংরক্ষণে॥' (৭।৮৩।১)

(৩) 'শুষ্ণ পুরী সব করিয়া পিষিত করিলে তাহার ধন লুণ্ঠন;
দাস কৌলিতরে গিরি পরি স্থিত শম্বরে করিলে অবহনন॥' (৪।৩০।১৩-১৪)

(৪) 'পঞ্চশত আর সহস্রানুচর ছিল দাস বর্চ্চি-চতুরদিকে।
শঙ্কু যথা করে চক্র বেষ্টন বধিলে হে ইন্দ্র তুমি তাদিগে॥" (৪।৩০।১৫)

(৫) "পাষাণের শত সংখ্যক নগর, দিবোদাসে ইন্দ্র করিলে দান।
দভীতির জন্য ত্রিংশৎ সহস্র দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্॥" (৪।৩০।২০-২১)

আমি মাত্র ঋগ্বেদ হইতে ৫০টী সূক্তের অনুবাদ করিয়াছি, তন্মধ্যে স্ব-

লীনাক্রমে ৫টী স্থান হইতে দাস শব্দের ব্যবহার দেখাইলাম। ইহার শেষোক্ত ৩টী এক সূক্তেই আছে।

এইরূপে ঋগ্বেদের অনেকস্থলে দাসশব্দের ব্যবহার আছে। আবার যে বৃত্র শব্দ দ্বারা দাসের পরাক্রম বর্ণিত হইয়াছে, (৭।৮৩।১১) সেই বৃত্রের বিশেষণার্থে দেবশব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়;—

'অদ্বিতীয় দেব বৃত্র তোমা আঘাতিলে
হ'য়ে তুমি অশ্ব-পুচ্ছ করিলে সে ঘাত তুচ্ছ
গাভীজয় সোমলাভ তুমিই করিলে
বহাইলে সপ্তসিন্ধু প্রবাহসলিলে।'

সুতরাং দাসশব্দ বেদমন্ত্রে নিঃসন্দেহ অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহা ঠিক অসম্মানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। কেননা আর্য্যশত্রু যে বৃত্রকে দাস শব্দে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, তাঁহাকে অদ্বিতীয় দেব বলা হইয়াছে। ফলে এ সময় দেব বা দাস বলিলে কোন জাতি বুঝাইত না।

তবে বেদবর্ণিত দাস আর্য্যদিগের নিরবচ্ছিন্ন শত্রু নহেন। তাঁহাদের অনেকে আর্য্যদিগের মিত্র হইয়াছিলেন এবং আদান প্রদান সম্বন্ধ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আর্য্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে জাতি বিভাগ হইবার পূর্ব্বে, দাসনামধেয় ব্যক্তিগণ যে সম্পূর্ণ আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, আমি তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

"যুবাং হবন্ত উভয়াস আজিষ্বিন্দ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে।
যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্রসুদাসমাবতং তৃৎসুভিঃ সহ॥" (ঋক্ ৭।৮৩।৬)

ইহার আমি এইরূপে অনুবাদ করিয়াছি ঃ—

"যখন উভয় পক্ষে বাধে ঘোর রণ।
তোমাদের উভয়কে করে আবাহন॥
বসুলোভে ইন্দ্র ও বরুণে স্তুতি করে।
রক্ষিলে সুদাসে যবে এ হেন সমরে॥
তখন সুদাসে দশরাজ নির্ব্বাধিত।
রক্ষিলে তাঁহাকে যত তৃৎসুর সহিত॥"

পূর্ব্বে উদ্ধৃত এক ঋকে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুদাসের আর্য্যানার্য্য উভয়বিধ শত্রু

ছিল। ইনি দশজন রাজ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়াও তৃৎসুগণ সহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৃৎসুগণ সুদাসের পুরোহিত ছিলেন।

ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ১৮সূক্তের ১৪ ঋকে দেখা যায়, সুদাসরাজা অনু ও দ্রুহ্যের ৬৬৬৬৬৬ জন যোদ্ধাকে হত করিয়াছিলেন। তৃৎসুবংশীয় বশিষ্ঠ ঋষি যিনি সুদাসের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, ২২ ও ২৩ ঋকে বলিতেছেন যে, সুদাস তাঁহাকে ২০০ গো, ২ খান রথ ও স্বর্ণালঙ্কৃত ৪টী অশ্ব দান করিয়াছিলেন।

তৃতীয় মণ্ডলে প্রকাশ আছে, বিশ্বামিত্র সুদাস রাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া বিস্তর ধন লইয়া যখন প্রত্যাগমন করেন, এবং যখন বিপাশা নদীতে তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি মরুদ্গণের স্তব করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, বশিষ্ঠ সুদাসকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার অভিষেকের সময় পুরোহিত ছিলেন।

এই সুদাস আর্য্য কি অনার্য্য? মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ যাঁহার পুরোহিত, দশজন রাজাও যাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত, সেই পঞ্চনদপ্রদেশের আর্য্যজীবনের উন্মেষ সময়ের সুদাস আর্য্য কি অনার্য্য?

মহাভারত ইহার উত্তর দিতেছে;—"হে রম্ভোরু! আমরা শুনিয়াছি, সৌদাস বনিতা স্বামী কর্ত্তৃক পুত্র জননে নিযুক্ত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে অশ্মক নামে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।" (আদি পর্ব্ব ১১২ অধ্যায়)

সুদাসের পুত্রবধূ সন্তানার্থে বশিষ্ঠের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সুদাস আর্য্য-বংশোদ্ভব নহে। কেননা বহুপতিত্বপ্রথা আর্য্যজাতির ছিল না। সুদাস সুতরাং আর্য্যীকৃত।

মনুসংহিতায়ও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে,—

"বেণো বিনষ্টো বিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ॥" (মনু ৭।৪১)

সুতরাং মনুর মতেই সুদাস যবন-বংশোদ্ভূত।

বেদমন্ত্রে, মহাভারতে ও মনুসংহিতায় সুদাসের যেরূপ উল্লেখ দেখা যায়, তাহা একত্র করিয়া বুঝিলে সুদাসকে আর্য্যীকৃত অনার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন ডবলিউ সি বানার্জ্জির সন্তানগণ সম্পূর্ণই বৃটিশ বর্ণ সত্ত্বে ...বান্ এবং বহু শতাব্দ গত হইলেও, ইংরাজেরা যদি বর্ণভেদপ্রথা প্রচলিত করেন, তাহা হইলেও, তাঁহাদের সেই ভারতবর্ষীয় বানার্জ্জি উপাধি থাকিয়া যাইবে, সেইরূপ সুদাস বা সুদাস সদৃশ বেদবর্ণিত বহুসংখ্যক আর্য্যীকৃত অনার্য্যের দাস পদবী বর্ণভেদ স্থাপিত হইবার পরেও রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পদবী গুলি শূদ্রত্বজ্ঞাপক নহে। কেননা শূদ্রত্ব এক জিনিষ অর্থাৎ অনার্য্যের পরাজিত অবস্থার ফল, তাহা ভারতে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পরবর্ত্তী পরিণাম।

দ্বিতীয়তঃ দিবোদাস নামে একজন বিখ্যাত আর্য্যবংশীয় যোদ্ধা ছিলেন। পূর্ব্বে মন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি,—

'পাষাণের শত সংখ্যক নগর
দিবোদাসে ইন্দ্র করিবে দান;
দভীতির জন্য ত্রিংশৎ সহস্র
দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্॥'

অনার্য্যদিগের একশত পর্ব্বতবেষ্টিত নগর তিনি হস্তগত করিয়াছিলেন। এই দিবোদাসের পুত্র পুরুচ্ছেপ আবার ঋষি হইয়াছিলেন এবং ১ম মণ্ডলেই পুরুচ্ছেপ-...বিক ১৩টী সূক্ত দৃষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ—"সোমানংস্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে কক্ষীবংতংয। ঔশিজঃ।১।১৮।১ (ঋক্)

অনুবাদ—'যজমানে খ্যাত করহে ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবান ঔশিজ বিখ্যাত যেই মতে॥'

এই কক্ষীবান্ সম্বন্ধে মহাভারতে ও বায়ুপুরাণে গল্প আছে যে, কলিঙ্গরাজ সন্তান-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং না যাইয়া দাসী উশিজকে পাঠাইয়া দিলেন। মুনি ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং উশিজের দ্বারা কক্ষীবান্ নামক সন্তান উৎপাদন করিলেন। এই দাসীপুত্র কক্ষীবান্ কালে ঋষি বলিয়া খ্যাত হইলেন। ১ম মণ্ডলের ১১৫ হইতে ১২১ সূক্ত কক্ষীবান্ ঋষিপ্রকাশিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমি যে বেদমন্ত্রের অতি অল্পাংশই পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্য হইতেই তিনটী দাস ও দাসীবংশের উল্লেখ করিলাম।

১। সুদাসের বংশ।

২। দিবোদাসের বংশ।

৩। উশিজ্ দাসীর বংশ।

এই তিন বংশই ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃবংশে এবং ব্রাহ্মণ বা স্তোতৃবংশে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং উপরোক্ত তিনটী বংশকে যৌগিকভাবে ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ বলিলে তাহাদের তাৎকালিক বৃত্তির সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং তাঁহারা দাসবংশ হইলেও উহাতে শূদ্রত্বের কোন সংস্রব নাই। ইহার কতক প্রমাণ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতেও পাওয়া যাইতেছে।

বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার বাসাতে দুইজন উৎকলবাসী দাসবংশীয় ব্রাহ্মণ আছেন। বঙ্গের পূর্ব্ব উপাধিগুলি যদি কৌলীন্য প্রথা দ্বারা পরিবর্ত্তিত না হইত, তবে এই উশিজদাসীর পুত্রবংশের কথা বঙ্গদেশের আদিব্রাহ্মণের মধ্যেও শুনা যাইত। পঞ্জাবে অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে এখনও অনেক 'দাস' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছেন।

ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ সুদাস ও দিবোদাসের বংশের অস্তিত্ব কায়স্থবৈদ্যের মধ্যে অনুভব করা যায়। কায়স্থকুলজীগ্রন্থে নাগ, নাথ ও দাস নামে পশ্চিম হইতে আগত যে তিনটী বংশের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে দাসবংশ যে প্রাচীন সুদাস বা দিবোদাসের বংশ নহে, ইহা কে বলিতে পারে? পুরুষোত্তম-বংশধর মৌদ্গল্যগোত্রীয় উত্তররাঢ়ীয় দাসবংশ (যাহা অন্যান্য শ্রেণীর দত্তবংশের সমতুল্য) অতি সম্ভ্রান্ত। এই দাসবংশ সুতরাং আর্য্য-উৎপত্তিজ্ঞাপক।

বৈদ্যের মধ্যেও একটী বিশুদ্ধ দাসবংশের উল্লেখ দেখা যায়ঃ

"অরবিন্দকুলশ্রেষ্ঠবিষ্ণোরপি কুলং মহৎ।" এই অরবিন্দদাসের বংশ ও বিষ্ণুদাসের বংশ বৈদ্যের মধ্যে কুলীন। সুতরাং এই দাসপদবী দেখিয়াই শূদ্র অবধারণ করা যায় না। সুদাস, দিবোদাস প্রভৃতি দাসগণ কোন আর্য্যসত্ত্বেই বঞ্চিত ছিলেন না। তাহাদের বেদপাঠে অধিকার ছিল, অনেকের সন্তান মন্ত্রের ঋষি হইয়াছেন। যুদ্ধ ব্যবসায়, চিকিৎসা-ব্যবসায় স্বাধীন জাতির ন্যায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে এজন্য তাঁহাদের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। এই স্থলে একটী তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, সুদাস, দিবোদাস প্রভৃতি নাম বিশেষ। এই সব নাম হইতে যে পদবী সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি?

পদবীগুলি বংশের পরিচায়ক মাত্র,—স্থানভেদে গোত্র ও প্রবরেরও পরি-

চায়ক। এই প্রকারে বঙ্গের ঘোষবংশকে কেহ কেহ কাশ্মীরের কায়স্থরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ অশ্বঘোষের সন্তান বলিয়া মনে করেন। অশ্বঘোষ শব্দের অশ্ব নাম, ঘোষ পদবী ইহা বিবেচনা করা কঠিন। তবে সেই বিখ্যাত রাজার নামাংশ লইয়া একটী বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; তাহারাই ঘোষ, ইহাই সম্ভবপর। বিশ্বামিত্র গোত্রের বংশধরেরা যে মিত্র উপাধি ধারণ করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। অসিত ঋষির আর এক নাম দেবল; ইনি ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১৭ আদি কয়েকটী সূক্তের প্রবর্ত্তক। দেববংশ এই প্রবরপ্রবর্ত্তক দেবলের নাম হইতে কি সমুৎপন্ন নহে? প্রাচীন হৈহয়বংশীয় রাজগণ এবং বঙ্গের সেনরাজগণও এই বংশ হইতে উৎপন্ন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতির নামাংশ লইয়া একটী দত্তবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে দত্তা দেবী প্রভৃতির নাম প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের শেষাংশপাঠে উপলব্ধি হয় যে, গাঙ্গ্য প্রদেশে কুরু ও পাঞ্চাল নামে দুইটী প্রধানজাতি বাস করিত। বসস্ ও উশিনরস্ নামে দুটি জাতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই বসস্ সম্ভবতঃ বৈদিক প্রভু বসু বা বসুশ্রুত ঋষির নামাংশ লইয়া সঞ্জাত এবং তাহাদের বঙ্গদেশীয় উপনিবেশী সম্প্রদায়ের বসু বা বোস নামে খ্যাত হইয়াছেন। শিশুপাল ও ভগদত্তের নামাংশ লইয়া বঙ্গদেশীয় পাল ও দত্তবংশের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। ইহাদের মধ্যে পালবংশ আধুনিককালে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রস্তরোৎকীর্ণ শিলালিপিতেই সিংহ ও দেববংশের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে বাঘল (ব্যাঘ্র) নামে একটী উপাধি আছে। বোম্বাই প্রদেশের চান্দ্রসেনী কায়স্থগণ যাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই বঘেল উপাধিধারী কায়স্থ রহিয়াছেন। (কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ১১৬ পৃষ্ঠা) এই বাঘল বা ব্যাঘ্র উপাধিটি যে ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক তাহার আমি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতেছি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৮ম অধ্যায়ের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্র মধ্যে আছে,—

'তিনি (পুরোহিত) সিংহাসনের উপর এমনভাবে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিলেন যে, লোমগুলি বাহিরে থাকিলে চর্ম্মের গ্রীবাংশ পূর্ব্বমুখী হইল; কেননা ব্যাঘ্র হইয়াছে অরণ্যে ক্ষত্র। ক্ষত্রই যুবরাজ। এই ক্ষত্রদ্বারা রাজা তাহার ক্ষত্রকে উন্নতিশালী করেন। রাজা সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া পূর্ব্বদিকে ব্যাঘ্রচর্ম্মের গ্রীবাদেশে জানু পাতিয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মের গ্রীবাংশের অভিমুখে বসিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে সিংহাসন গায়ত্রী ছন্দ সহ অগ্নি তোমাতে আরোহণ করুক।'

সুতরাং ব্যাঘ্র বা বাঘ্‌ও সিংহের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের বিক্রমপ্রকাশক একটী উপাধি। নন্দী বা নন্দে উপাধি অদ্যাপি ক্ষত্রিয়বংশের মধ্যে বিদ্যমান আছে; ভঞ্জ-বংশেরও বহুদিন হইতে রাজবংশের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যেও শর্ম্ম ও বর্ম্ম উপাধি বিদ্যমান আছে। ইহা যে ঋষি ও যোদ্ধৃবংশের চিহ্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার।

কায়স্থগণের শ্রেণিবিভাগের কারণ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদের পুনর্মিশ্রণের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের সংখ্যা অনেক বেশী; উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। প্রথমে বাসানুসারে স্থানভেদে শ্রেণি সকলের নাম হইয়াছিল; এক্ষণে বাসস্থান পরিবর্ত্তন হইলেও শ্রেণির পরিবর্ত্তন হয় না; বঙ্গজ যেখানেই থাকুন তিনি বঙ্গজ থাকেন, দক্ষিণরাঢ়ীয় যেখানেই থাকুন, দক্ষিণরাঢ়ীয়ই থাকেন। উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণেরও ঐ নিয়ম। পূর্ব্বে বোধ হয় এরূপ নিয়ম ছিল না, অন্ততঃ এরূপ বাঁধাবাঁধি ছিল না। বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের আচার ব্যবহারানুসারে চলিতেন এবং অবাধে নিজ পুত্রকন্যার দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের কন্যা-পুত্রের সহিত বিবাহ দিতেন। তিনি এইরূপে সহজেই দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। পূর্ব্ববঙ্গে পুনর্বাসাভিলাষ ত্যাগ করিয়া চিরন্তন কালের নিমিত্ত দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেই তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতেন। দক্ষিণরাঢ়ে কোননগরের মণি বসুরা, সুগন্ধ্যার রায় বসুরা ও কলিকাতার হোগলকুড়িয়ায় গুহরা এইরূপে দক্ষিণরাঢ়ীয় হইয়াছেন। মণিবংশসম্ভূত প্রসিদ্ধ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু অলঙ্কার বসুর সন্তান হইয়াও দক্ষিণরাঢ়ীয় ছিলেন;—তিনি কিছু দিন হাইকোর্টের জজ ছিলেন। শিবচন্দ্র গুহ বাবুর নাম কলিকাতায় সকলেই জানেন; তিনি সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থশিরোমণি রাজা বসন্তরায়ের বংশীয়।* বঙ্গজ শ্রেণিস্থ মিত্রগণ সকলেই একালে দক্ষিণরাঢ়ীয় ছিলেন, বঙ্গে বাস করিয়া বঙ্গজ হন। দক্ষিণরাঢ়ীয় গুহগণ একালে বঙ্গজ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় হইয়াছেন।

* অন্যান্য বহুতর দৃষ্টান্ত সত্বর প্রকাশ করা যাইবে।

এক্ষণে কায়স্থ-সমাজে অনেক বিষয়ে শিথিলতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এক শ্রেণির কায়স্থের অপর শ্রেণির সহিত মিশ্রণের কেহ কেহ বাধা দিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ কি? ইহা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল? সকলেই বলিয়া থাকেন যে ইউরোপীয়দিগের ভারত অধিকারের প্রধান ফল এই যে ভারতবাসীদিগের মনোবৃত্তি সকলের ঔৎকর্ষ সাধন হইয়াছে; ইহা কি সেই সংস্কারের ফল। পূর্ব্বে যাহা সহজেই হইত, এখন তাহা সহজে হয় না কেন? লোকে কি মনে করেন যে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মিশ্রণে একের অবনতি ও অপরের উন্নতি বা উভয়েরই অবনতি হইবে? আমি দেখিতে পাই, কেহ কেহ এইরূপ মিশ্রণের নামেই প্রলয় মারুত আগতপ্রায় মনে করিয়া চিন্তাকুল হন। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে যাহা সহজেই হইত, এখন তাহা সেরূপ সহজে হয় না কেন?

আমার মনে হয়, শ্রেণি-বিভাগের মূল কারণ ছিল, তাহার তিরোভাবই পরিবারগত শ্রেণিবিভাগ-রক্ষার কারণ হইয়াছে। সেকালে রেলের গাড়ী ছিল না, কলের জাহাজ ছিল না, রাস্তা ঘাটের সুবিধা ছিল না, যাতায়াতে দস্যুভয়ও বিলক্ষণ ছিল। পরস্পরের নিকটস্থ পরিবারসমূহ একটী সমাজভুক্ত এবং নিকটস্থ কতক গুলি সমাজ এক একটি শ্রেণিভুক্ত হইয়া ছিল। তাহাদের মধ্যেই আহার ব্যবহার বিবাহাদি চলিত। উপায়ান্তর ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দূরবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপ বা বিক্রমপুর হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমে আসিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া ও সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব না হউক নিতান্ত দুরূহ ছিল। এমন কি এক শ্রেণির ভাষা অপরের ভাষার সহিত বিভিন্ন হইতেছিল। স্থানভেদে এই দুই শ্রেণি ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিরূপে গণ্য হয়; সুতরাং সামাজিকতায় পূর্ব্ববঙ্গস্থ কায়স্থগণ ভাগীরথীর অপরপার্শ্বস্থ স্বজাতিগণের সহিত পার্থক্যাবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

ইংরাজী পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ে হোসেনসাহ নৃপতির উজীর পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু মল্লিক) বল্লালী নিয়ম অতিক্রম করিয়া কায়স্থ-কৌলীন্য সম্বন্ধে নূতন নিয়ম সংস্থাপন করেন এবং সেই নিয়ম অনুসারে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যখন যে বঙ্গজ কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ে ঘটনাক্রমে বাস করিয়া সমাজভুক্ত হইতে অভিলাষ করিতেন; তাঁহারা সকলেই

সাদরে সমাজের অঙ্গ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় রাজা পরমানন্দ রায় বল্লালী নিয়ম যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়া সমীকরণ করিয়া কতকগুলি নূতন নিয়ম সংস্থাপন করেন। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলিত কৌলীন্য-প্রথার বিভিন্নতা থাকিলেও তাঁহারা অভ্যাগত দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগকে স্বশ্রেণিভুক্ত করিয়া লইতেন। বল্লালী ও পুরন্দরী প্রথার পার্থক্যনিবন্ধন পরস্পরের মিশ্রণে ব্যাঘাত হইত না। দক্ষিণরাঢ়ের কুলীনগণ বঙ্গে 'ন পুনরাবৃত্তয়ে' বাস করিয়া তথায় কুলীনত্ব ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণও দক্ষিণরাঢ়ে কিঞ্চিৎ পদচ্যুত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ঘটনাক্রমে কোন দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গে বাস করিতে বাধ্য হইয়া দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সহিত সহজে দান গ্রহণ করিতে পারিতেন না; তিনি ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্বে বঙ্গজদিগের সহিত মিশিতে বাধ্য হইতেন। কোন বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়াও সেইরূপ দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সহিত মিশ্রিত হইতে বাধ্য হইতেন। তখন আর স্ব স্ব শ্রেণির গৌরবরক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত লালায়িত হইতে পারিতেন না। এরূপ মিশ্রণে দোষ নাই; কেহ কখন দোষ মনে করিতেন না। দেশকালানুসারে এরূপ মিশ্রণ অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত।

এক্ষণে দক্ষিণরাঢ়ের ও পূর্ব্ববঙ্গের ক্রোশগণনায় দূরত্বের হ্রাস হয় নাই বটে, কিন্তু যাতায়াতের সুবিধায়, মনে হয়, সে দূরত্ব কিছুই নহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিক্রমপুর যাওয়া যায়। কলেরগাড়ী ও কলেরজাহাজ সত্বর আমাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছে। পদ্মাপার হওয়ায় আর ভয় নাই, সুতরাং যাঁহারা কলিকাতা বা নিকটস্থ স্থানে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পারেন। যে সকল দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আছেন, তাঁহারাও সহজে কলিকাতায় আসিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পারেন। পূর্ব্বে যে শ্রেণিমিশ্রণ অপরিহার্য্যপ্রায় ছিল, এক্ষণে তাহার পূর্ব্ববৎ আবশ্যকতা না থাকিলেও থাকিতে পারে। কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানেই অনেক বঙ্গজ পরিবার চিরন্তন বাস করিয়াছেন। তাঁহাদেরই একটি পৃথক্ সমাজ হইতে পারে। কিন্তু শ্রেণি বিভাগের মূল কারণ তিরোহিত হওয়া সত্বেও আমরা শ্রেণি বিভাগ রাখিতে উৎসুক। কারণাভাবেও কার্য্য রহিয়া যাইতেছে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সামাজিক প্রথাসমূহের সংস্রব উৎস আছে। অন্য সংখ্যায় এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাইবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

কায়স্থবখর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

মূল।

গোবিন্দভট্টী মধ্যে তীন কর্ম্মে, চৌল উপনয়ন সমাবর্ত্তন ইত্যাদি ষোড়শ সংস্কার চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভু য়াঁসী বেদাধিকার গায়ত্রী চা উপদেশ করাবা, অসেঁ আহে। মহারুদ্রাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ দ্বারা করাবী। বৈদিক মন্ত্রে নানা শান্তি, হোম, হবনে, বিধিযুক্ত শ্রাদ্ধ পক্ষীয় চরুপিণ্ডপ্রদানে ইত্যাদি করাবী। অসে চান্দ্রসেনীয় প্রভুংস পহিলে ধর্ম্ম চালবুন দিহ্লে। ত্যাস্ত কাংহী আক্ষেপ ন ঘেতাং চালবাবে। অসে সর্ব্ব ব্রাহ্মণাস সাঙ্গিতলে, স প্রভু মণ্ডলীস সাঙ্গিতলে জে, তুম্হাস শাস্ত্র মতে বেদ কর্ম্মাস ব ষোড়শ সংস্কারাস অধিকার

অনুবাদ।

গোবিন্দভট্টি * গ্রন্থে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভুদিগের চৌল (চূড়াকরণ), উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন প্রভৃতি তিনটি কর্ম্ম, ষোড়শ সংস্কার, বেদাধিকার ও গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। মহারুদ্রাদির অনুষ্ঠান (বেদোক্ত স্বস্ত্যয়ন) ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবার আদেশ আছে। বৈদিক-মন্ত্রপ্রয়োগে নানা প্রকার শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, যাগ, হোম, বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকালে চরুপিণ্ড প্রদান প্রভৃতি তাঁহারা করিতে পারিবেন। এইরূপে চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের পূর্ব্বতন ধর্ম্মকার্য্যসমূহ এই সময়ে চালাইয়া দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থায় যেন কেহ কোনও আপত্তি উত্থাপন না করিয়া উহার অনুবর্ত্তন করেন, একথা তিনি (শ্রীপাদ গুরু গোবিন্দ ভট্ট) সকল ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলেন। তাহার পর প্রভুমণ্ডলীকে বলিলেন, যে, তোমাদিগের শাস্ত্রমতে বৈদিক কর্ম্মে ও ষোড়শ সংস্কারে অধিকার

* এই বখরের সম্পাদক এ স্থলে বলেন, "আমরা এই গ্রন্থের একটি প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই গ্রন্থের নাম "কায়স্থ-পদ্ধতি।" এই পুথিতে দুরাগ্রহসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা অনেক পরিবর্ত্তনাদি করিয়াছেন—বৃদ্ধগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

মূল।

আহে। ত্যা অন্বয়ে প্রস্তুত গোবিন্দভট্টী হা গ্রন্থ করূন দিলহা আহে। তরা রেণুকামাহাত্ম্যাঁতাল ব্যাসোক্তি শ্লোক।

সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥
যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ॥

(হা শ্লোক পৃষ্ঠ ২ যামধ্যে পহা)

যেণে প্রমাণে সংস্কার ব যজন, অধ্যয়ন ব দান একূণ তীন কর্ম্মে করাবয়াস অধিকার শাস্ত্রমতে সাঙ্গোন আচরণ করবে ব করবাবে অসে ব্রাহ্মণাস সাঙ্গোন খটলা মোডিলা। তে সময়ী প্রভুমণ্ডলী য়াণী গুরুদক্ষিণা আপলে জ্ঞাতীচে গুরুত্ব দিহ্লে। নংতর তে সন্ন্যাস জাহলে। ত্যাচ শিষ্যে তিঘেজণ হোতে। তে অসামী।

১ মহাবলেশ্বর করবে, ২ বটেশ্বরভট, ৩ দিনকর ভট্ট টকলে।

অনুবাদ।

আছে। তদনুসারে এই "গোবিন্দভট্ট" গ্রন্থ রচনা করিয়া দেওয়া হইল। এবিষয়ে রেণুকা-মাহাত্ম্যে এইরূপ ব্যাসোক্তি আছে,—

"সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাং চ পূজকাঃ॥
যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।"

উল্লিখিত সংস্কারনিচয় ও যজন, অধ্যয়ন, দান প্রভৃতি তিনটি কর্ম্ম করিবার অধিকার শাস্ত্রানুসারে প্রদান করিয়া প্রভুদিগকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ও ব্রাহ্মণদিগকে তাহা করাইতে বলিয়া তিনি বিবাদভঞ্জন করিলেন। তখন প্রভুগণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে আপনাদিগের জাতির "গুরুত্ব" প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি (গোবিন্দভট্ট) সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তাঁহার তিনজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম—১ মহাবলেশ্বর করবে, ২ বটেশ্বর ভট্ট, ৩ দিন-

মূল।

একূণ তীন ব্রাহ্মণ দেশস্থ ত্যাংজ পাশী শিষ্যত্ব করূন হোতে। তে সর্ব্বত্র প্রভুমণ্ডলীস গুরু, আপলী প্রতিমা করূন দেউন সদরহূ প্রমাণে তীন কর্ম্মে ব ষোড়শ সংস্কার বেদোক্ত মন্ত্রে চালবাবয়াস সাঙ্গোন গোবিন্দভট্টীগ্রন্থ সমাগমে দেউন বারাণশীহূন দক্ষিণেশ, প্রভুমণ্ডলী ব ব্রাহ্মণ সমুদায় গেলে হোতে তাঁচী রাবনগী জাহলী। ত্যাসী অজ মাসে বর্ষে আঠ সাড়ে আঠশে জাহলী। তে দক্ষিণেস আলে। যাবর জাগজাগচে অমলদারাস ব ব্রাহ্মণাংস হে বর্ত্তমান সাঙ্গিতলে। তেহবা ত্যাঁণী সর্ব্ব ব্রাহ্মণাস সাঙ্গিতলে জে, বারাণশী হূন নিশ্চয় হোউন আলা ত্যা প্রমাণে প্রভু চান্দ্রসেনীয় য়াংচে ধর্ম্ম সংস্কার চালবিণে ত্যাজবরূন গোবিন্দভট্টীচে অন্বয়ে চালবু লাগলে; তেহবাং মহাবলেশ্বরকর

অনুবাদ।

কর ভট্ট টকলে। এইতিন জনই "দেশস্থ" ব্রাহ্মণ †। ইহারা গোবিন্দভট্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটেই ছিলেন। ইহারাই সর্ব্বত্র সমস্ত প্রভুদিগের গুরু হইলেন। দক্ষিণাপথ হইতে আগত প্রভুমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণ সমুদায়কে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিদায় দিবার সময়, (গোবিন্দভট্ট) আপনার (ধাতুপত্রাঙ্কিত) প্রতিমা, ও গোবিন্দভট্ট গ্রন্থ তাহাদিগের সঙ্গে দিয়া বেদোক্ত মন্ত্রে ষোড়শ সংস্কার ও যজনাদি ত্রিকর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা ৮ শত কি ৮॥ শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

তাঁহারা দক্ষিণাপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আমিলদার ও ব্রাহ্মণদিগকে বারাণসীর বিচারের ফল জ্ঞাপন করিলেন। তখন আমিলদারেরা (রাজপুরুষেরা) সকল ব্রাহ্মণকে জানাইলেন যে, বারাণসী হইতে যে সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়া আসিয়াছে, তদনুসারে চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের ধর্ম্মানুগত সংস্কার কর্ম্মাদি চালাইতে হইবে। তদবধি গোবিন্দ ভট্টি গ্রন্থানুসারে ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের ধর্ম্মকার্য্যাদি চালাইতে লাগিলেন।

† দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ ও কহ্লাড়ে এই তিন শ্রেণীতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিভক্ত।

মূল।

ব বটেশ্বরকর ব তলকর টকলে যাণী প্রভুংচী ঘরে বাটূন ঘেতলীং। গুরূনে গ্রন্থ করূন দিল্হা ত্যাপ্রমাণেং গৃহস্থাংচীং কার্য্যে প্রম্হেং করূ লাগলে। তিঘাতূন এক জণ জেথেং অসেল তেথেং ত্যাণীং তিঘাং চ বাণ্টণীচে গৃহস্থাচী কার্য্যে প্রম্হে করাবী। কোঠে তিঘেঁ নসল্যাস শিষ্ট ব্রাহ্মণ ঠেবূন চালবিলে। কোণী ব্রাহ্মণাস শাস্ত্র-ধারাবদ্দল বিচার পড়লা নাহী। তে গ্রন্থাস প্রবর্ত্তত। তেহ্বাং জে জে রোজগারসম্বন্ধী দূরদেশী জাত হোতে, ত্যাংচ্যা মূলাঁচ্যা মুঞ্জী দহ বারা বর্ষাণীং হোত হোত্যা। জেহ্বাং গুরুকুলজাত হোতেং তেহ্বাং মুঞ্জীহোউন লগ্নাদি সংস্কার চালী প্রমাণে চালবীত হোতে। অবিন্দরাজ্য-মুলে সর্ব্ব জাতীচে মলিন আচার। ব্রাহ্মণ জাতীতভক্ষাভক্ষ করণ্যাচী বিধিনিষেধ মানীত না তেহ্বাং কোণী ভটোবা দীক্ষিতবারাণশীক্ষেত্র গেলে।

অনুবাদ।

এই সময় হইতে মহাবলেশ্বর, বটেশ্বর ও দিনকর ভট্ট এই তিন জন প্রভুদিগের সব ঘরগুলি ভাগ করিয়া লইলেন এবং গুরুর প্রণীত গ্রন্থ অনুসারে যজমানদিগের ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই তিন জনের মধ্যে একজন কোনও স্থানে থাকিলে তিনি অপর দুই জনের অংশগত যজমানদিগের কার্য্যাদি চালাইতেন। তিনজনের মধ্যে কেহ না থাকিলে শিষ্ট ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া সংস্কারাদি সম্পাদিত হইত। কোনও ব্রাহ্মণই এ বিষয়ের শাস্ত্রীয়ত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। গ্রন্থানুসারে সকলেই চলিতেন। যে সকল প্রভু রোজগারের জন্য দূর দেশে গমন করিতেন, তাঁহাদের সন্তানগণের মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার ১০।১২ বৎসর পরে সম্পাদিত হইত। যখন গুরুকুলের কেহ তথায় গমন করিতেন, তখন মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার সম্পাদন করিয়া বিবাহাদি সংস্কার প্রথানুসারে সম্পন্ন করাইতেন।

(সর্ব্বত্র) মুসলমান রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায় সকল বর্ণেরই আচারে মলিনত্ব ঘটিল। ব্রাহ্মণেরা ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধ-পালনে বিরত হওয়ায় ভটোবা দীক্ষিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিলেন।

কায়স্থ-বখর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল।

তেথে শাস্ত্রবিচার পাহতাঁ কলিযুগী যজ্ঞাশিবায় হীনকর্ম্মে মাংস-ভক্ষণ নসাবে। অসে পাহূন দক্ষিণদেশী ব্রাহ্মণাশ অসেঁ সাংগূন বর্ত্তবুঁ লাগলে। ত্যাপাসূন দক্ষিণদেশীঁচে ব্রাহ্মণ নর্ম্মদে-পলিকড়ীল চালবুঁ লাগলে। নর্ম্মদা উত্তরতীরী চেঁ ব্রাহ্মণ ঐকেনাত, তে অদ্যাপি সামবেদাধ্যয়ন ব ব্যাকরণ-শাস্ত্রাধ্যায়ন মাংসাহার করিতাত। দক্ষিণেন্ত ভটোবা দীক্ষিতাঁনীং আচার করবিলা ত্যাপাসূন শুদ্ধ আচরণে চালবুঁ লাগলে। ত্যাস চারশে বর্ষে অজমাসেঁ জাহলী *। ত্যা অম্বয়েঁ প্রভুমণ্ডলীহী আচার-

অনুবাদ।

বিচারে স্থির হইল যে, কলিযুগে যজ্ঞ ভিন্ন অন্য সময়ে মাংসভক্ষণ অবিধেয়। তিনি এই সিদ্ধান্তের বিষয় দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সদাচারের অনুকারী করিলেন। তদবধি নর্ম্মদার দক্ষিণতীরবর্ত্তী প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা সেই আচার পালন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদার উত্তর তীরস্থিত ব্রাহ্মণেরা সে সিদ্ধান্তে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা অদ্যাপি সামবেদাধ্যয়ন, ব্যাকরণ-শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মাংসাহার করিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণদেশে ভটোবা দীক্ষিতের চেষ্টায় সদাচার প্রবর্ত্তিত হইল। এই ঘটনার পর প্রায় ৪ শত বৎসর অতীত হইল।*

* এই বখর-রচনার পরও ১০৭ বৎসর অতীত হইয়াছে। তাহা ধরিলে গ্রন্থোক্ত ঘটনাটি ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

DOUBLE COLOUR

মূল।

বয়াস লাগলী। মধ্যে জুন্নরপ্রান্তী কোণী ব্রাহ্মণানী গ্রামণ্য কেলে। তেহবাঁ প্রতিষ্ঠিতানীঁ আণি ক্ষেত্রস্থ পণ্ডিত শাস্ত্রী য়াঁহী শা- বিচার পাহূন মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কার প্রভুমণ্ডলী চান্দ্রসেনীয় কায়স্থাঁস আহেত, অসে বালবোধ শাস্ত্রোক্ত পত্র লিহূন শক ব সংবৎসর তি- ঘালূন জুন্নরকর জোশী য়াঁস পাঠবিলে। ত্যাপ্রমাণে তেথে সংস্কার কর্ম্মে চাললী। ত্যাস বর্ষে অজমাসেঁ একশে বত্তীস জাহলী *। ত্যা কারকীর্দীত কমলাকরভট্টজী য়াণী কাশীমধ্যে শূদ্রকমলাকর গ্রন্থ, সর্ব্বপুরাণশাস্ত্রাস্তীল সম্মতে পাহূন কেলা। ত্যান্ত চান্দ্রসেনী কায়স্থ ক্ষত্রিয় প্রভু য়াচী উৎপত্তি লিহিলী আহে। পুঢ়ে কাশীমধ্যে কমলাকরভটাচে বন্ধু গঙ্গাভট্ট মহাপণ্ডিত সর্ব্ব অজিঙ্ক্য জাহলে। শিবাজী মহারাজ ধর্ম্মাচী স্থাপনা করীত চাললে।

অনুবাদ।

তদনুসারে (ভটোবা দীক্ষিতের আনীত ব্যবস্থা অনুসারে ?) প্রভুগণও আচার পালন করিতে লাগিলেন।

মধ্যে একবার জুন্নর অঞ্চলের কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রভুদিগের জাতিবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত ও ক্ষেত্রস্থ শাস্ত্রী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচার করিয়া চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণকে মৌঞ্জীবন্ধনাদি সংস্কারের অধিকারী বলিয়া ব্যবস্থা দান করিলেন। বালকগণেরও সহজবোধ্য হয়, এরূপ ভাবে সেই ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহাতে শক, সংবৎসর ও তারিখ প্রভৃতি দিয়া উহা জুন্নরের গ্রামজোশীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তদনুসারে তথায় (প্রভুদিগের) সংস্কার কর্ম্মাদি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। প্রায় ১৩২ বৎসর পূর্ব্বে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটিয়া ছিল।

ঐ সময়ে বারাণসীতে কমলাকর ভট্ট সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অবলম্বনে "শূদ্রকমলাকর" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ-ক্ষত্রিয়-প্রভুদিগের উৎপত্তিকথা লিখিত আছে। বারাণসীতে কমলাকর ভট্টের ভ্রাতা গঙ্গা ভট্ট (গাগাভট্ট)

মূল।

ত্যাজবল বালাজী আবজী প্রভু ঘোলকর বহুত সূজ্ঞ চিটণিসাচে অধিকারাবর রাহূন স্বামিসেবা করীত হোতে ব আণখীহী প্রভু-গৃহস্থ কৃপা সম্পাদুন হোতে। ত্যাজবর মহারাজাচী পূর্ণ কৃপা। হী জাতা রাজ্যোপযোগী বিশ্বাসূ চাঙ্গলী ঐসী মানসী খাতরজমা জাহলোন, চিটণিসী ব জমেনিসী ব পারসনিসী ব পোতনিসী ব কারখানিসী য়া অধিকারাবর স্থাপনা কিল্লেকোটসুদ্ধা করূন সনদা করূন

অনুবাদ।

মহাপণ্ডিত সকলের অজেয় হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শিবাজী মহারাজ ধর্ম্ম-স্থাপনা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট বালাজী আবজী প্রভু ঘোলকর * নামক একজন অতীব বিজ্ঞ চিঠিনবীসের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বামিসেবা করিতে-ছিলেন। আরও অনেক সম্ভ্রান্ত প্রভু শিবাজীর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি মহারাজের পূর্ণ কৃপা ছিল। এই (কায়স্থ) জাতি রাজকার্য্যের উপযুক্ত, বিশ্বাসভাজন ও সৎপ্রকৃতি বলিয়া মহারাজের মনে বিশ্বাস থাকায় তিনি রাজ্য মধ্যস্থিত দুর্গাদিতে চিটনীস (চিঠিনবীস), জমানবীশ, পারসীনবীস, পোতনবীশ (ধনাধ্যক্ষ) ও কারখানা-নবীশের পদে তাঁহাদিগকেই নিয়োগ করিয়া সনন্দপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, ‡ তদবধি শিবাজীর ও শাহুর রাজ্যে প্রভুগণ রাজসেবা ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

---

* বালাজী আবজীর পূর্ব্বপুরুষেরা কোঙ্কণের অন্তর্গত জঞ্জীরা অঞ্চলে ঘোলবাড়ী নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই আদিবাসস্থান ত্যাগ করিবার পর তাঁহারা "ঘোলকর" উপাধিতে পরিচিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকাংশ উপাধি এইরূপ বাসস্থানের নামানুসারে হইয়াছে।

‡ মহারাজ শিবাজীর সময়ে যে ১৮ প্রকার কারখানা ছিল, তাহাদের নাম এই—পীলখানা (গজশালা), তালিমখানা (মল্লশালা), আম্বারখানা (শস্যসংগ্রহশালা) নগারাখানা (ভেরি দুন্দুভিশালা), তোফখানা (যন্ত্রশালা), শরবৎখানা (বৈদ্যশালা), আবদারখানা (পানীয়শালা), উত্তরখানা (উষ্ট্রশালা), ফরাসখানা (শিবিরশালা), শিকারখানা (খটকশালা), জওয়াহীরখানা (রত্নশালা), মুদপকখানা (পাকশালা), শিলেখানা (অস্ত্রশালা), শরাফখানা (তাম্বূলশালা), গাড়ীখানা (রথশালা), জিনসখানা (দ্রব্যশালা), দপ্তরখানা (লেখনশালা), নটখানা (নাটকশালা)। এই সকল কারখানার পরিদর্শনকার্য্যে প্রায়শঃ প্রভু কায়স্থদিগেরই নিয়োগ হইত।

মূল।

দিল্যা।, তেহ্বাঁপাসূন শিবশাহরাজ্যাস্ত প্রভুলোক রোজ স্বামিসেবা করূন রাহতে। কাঁহী দিবশীঁ বালাজী আবজী চি নবীস যাঞ্চে পুত্র আবজীবাবা ব খণ্ডেরাও হে উভয়তা মুঞ্জী বয়াস যোগ্য জাহলে। ত্যাসন্ধীত মহারাজ য়াঁস পট্টাভি ষেবা অসা মনসুবা চাললা হোতা, তেঁ বৈষম্য চিত্তাঁত ধরূন মোরো পন্ত পিঙ্গলে ব বালংভট চিতলে য়াঁণী মুঞ্জীচে সমারম্ভাস খলা কেলা। তেসময়ী বালাজী আবজী য়াণী উভয়তাংস উত্ত কেলে জে, তুহ্মী জ্যা কারণাস্তব বিক্ষেপ করিতাঁ তেঁ কা আধী স্বামীচ্যা পুণ্যপ্রতাপে সিদ্ধীতে পাববূন নংতর উভয়তাংচ্যা মুঞ্জা করণ্যাত য়েতল; চিন্তা কায আহে। অসে বোলো মহারাজাসন্নিধ যেঊন বিনন্তী কেলী। জে, স্বামিকার্যাচী যোজ চালবিলী হেং বৈষম্য ধরূন সেবকাচে কার্যাস বিক্ষেপ করণে প্র প্রবর্ত্তলে আহেত। ত্যাপেক্ষা স্বামিসেবা আধী সিদ্ধীস নেঊ

অনুবাদ।

কিছুদিন পরে বালাজী আবজী চিটনীসের পুত্র আবজী বাবা ও খণ্ডেরাও ইঁহারা উভয়েই উপনয়ন করিবার যোগ্য হইলেন। সেই সময়ে মহারাজের পট্টাভি ষেকের পরামর্শ চলিতেছিল। এই বিসদৃশ ব্যাপারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া (পেশওয়ে) মোরোপন্ত পিঙ্গলে ও বালংভট চিতলে উপনয়নকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই সময়ে বালাজী আবজী তাঁহাদিগের উভয়কে বলিলেন যে, "আপনারা যে কারণে বিচলিত হইয়াছেন, সেই কার্য্য প্রভুর পুণ্যপ্রতাপে অগ্রে সুসিদ্ধ করিয়া পরে উভয়ের (আবজী বাবার ও খণ্ডেরাওয়ের) উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করা যাইবে। সেজন্য চিন্তা কি?" তাঁহাদিগকে এই কথা বলিবার পর তিনি মহারাজের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন যে, "স্বামি-কার্য্যের আয়োজন আমরা করিতেছি, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সেবকের কার্য্যে বাধাদানে ইহারা (পেশওয়ে মোরোপন্ত পিঙ্গলে ও বালংভট চিতলে) প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব অগ্রে প্রভুর

মূল।

কার্য মুঞ্জীহী হোতীল য়াপ্রমাণে নিবেদন করূন বেদশাস্ত্রসম্পন্ন গাগাভট্ট মহাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্বান্ য়াঁসী রায়গড়াস আণাবয়াচা মনসুবা করূন কেশবপণ্ডিত ব ভালচন্দ্রভট্ট পুরোহিত ব সোমনাথ ভট্ট কাত্রে য়াঁসী রবানা করূন দেঊন গাগাভট্টজী য়াঁসী আণিলে মহারাজ য়াঁসী সিংহাসনাধীশ করাবে, হা বিচার সমজাবোন দিহলা। তেহ্বা ত্যাণে উত্তর কেলে জে, ছত্র সিংহাসন ব মৌঞ্জীবন্ধন ক্ষত্রিয়াবিনা দুসর্যাপাসী অধিকার নাহী। য়াচা বিচার কায়? তেসময়ী বালাজী আবজী বোলিলে জে, মহারাজাচী কুলী উদেপুরকর ক্ষত্রিয় রাণে য়াঁচ্যা বংশাতলে আহে। হী সড আপল্যাস আণোন দাখবূঁ। হ্মণোন উদেপুরাস বকীল সড আণাবয়া-করিতা পাঠবিলে। তে বর্ত্তমান পিঙ্গলে আদিকরূন বৈষম্য পাহণার য়াজলা কলোন ত্যাণে অংতরগত উদেপুরাস সূচনা পাঠবিলী। তেহ্বা

অনুবাদ।

কার্য্যসিদ্ধি করিতেছি। পরে (পুত্রদ্বয়ের) মৌঞ্জীবন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইবে।" এইরূপ নিবেদন করিয়া বেদশাস্ত্র-পারংগত মহাপণ্ডিত গাগাভট্ট (গঙ্গাভট্ট) মহোদয়কে রায়গড়ে আনয়নের পরামর্শ স্থির করিলেন এবং কেশব পণ্ডিত, ভালচন্দ্র ভট্ট পুরোহিত ও সোমনাথ ভট্ট কাত্রে প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া গাগা ভট্টজীকে আনাইলেন। মহারাজকে ছত্রসিংহাসনাধীশ্বর করিতে হইবে, এই অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন তিনি বলিলেন—"ছত্র, সিংহাসন ও মৌঞ্জীবন্ধনের অধিকার ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কাহারও নাই। এ সমস্যার মীমাংসা কি?" এই কথা শুনিয়া বালাজী আবজী উত্তর করিলেন, মহারাজের কুল উদয়পুরের ক্ষত্রিয় রাণাদিগের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বংশপত্রিকা আনাইয়া আপনাকে দেখাইব।

এই কথা বলিয়া তিনি বংশ-পত্রিকা আনয়ন করিবার জন্য উদয়পুরে দূত প্রেরণ করিলেন। পিঙ্গলে প্রভৃতি দোষ-দর্শিগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া গোপনে

মূল।

বকীল য়াঁজপাণী প্রকারাংতর সড লিহূন দিহলী। নংতর মহারাজা সন্নিধ য়েউন জাহলা মজকুর বিদিত কেলা! তে শ্রবণ করা বালাজী আবজী য়াঁস আপোন পুঢ়ে বিচার কায়? আপোন বিচা রিলে। তে ঐকুন বিনংতী কেলী জে, য়া কামাস প্রাচীন মাহিত গার ন গেলে সবব য়াপ্রমাণে জাহলে। আতাং নিলো য়েসোজী পারসনবীস প্রভু পূর্ব্ব মাহিতগার য়াঁসী পাঠবূন তেথীল সমজুতী প্রকার কসা পড়লা য়াচী খাত্রী করূন আপলে উপযোগাপ্রমাণে সম আণিতো, গাগাভট্ট আদিকরূন পণ্ডিতমণ্ডলী য়াঁসী খাতরজমা

অনুবাদ।

উদয়পুরে লোক পাঠাইয়া চিটনীসের চেষ্টা বিফল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই কারণে বালাজীর প্রেরিত দূতকে উদয়পুরের লোকেরা অন্যপ্রকার বংশপত্রিকা লিখিয়া দিলেন, অতঃপর দূত মহারাজের নিকটে আসিয়া যথাভূত ঘটনা বিবৃত করিল। তাহা শুনিয়া মহারাজ বালাজী আবজীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য?" উত্তরে বালাজী নিবেদন করিলেন যে, "এই কার্য্যের জন্য প্রাচীন ও বিশেষজ্ঞ লোককে পাঠান হয় নাই বলিয়া এইরূপ ঘটিল। এক্ষণে পুরাতত্ত্বজ্ঞ নীলো এসোজী পারসী-নবীসকে পাঠাইয়া ও তথাকার লোকেরা কি বুঝিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া আমাদিগের প্রয়োজনানুযায়ী বংশ-পত্রিকা আনাইতেছি। গাগাভট্ট প্রভৃতি মণ্ডলীর সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধ করিতেছি—এ বিষয়ে মহারাজ নিশ্চিন্ত ও সানন্দ থাকুন।" এই বলিয়া বালাজী আবজী নীলো এসোজী প্রভু পারসী-নবিসকে উদয়পুরে পাঠাইলেন। এবং মহারাজের কুল-পরিচয় সহ বংশতালিকা আনাইয়া গাগাভট্টজীর সমক্ষেই তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

অতঃপর দক্ষিণাপথের শ্রীকৃষ্ণা ও গোদাবরীতীরস্থিত তীর্থক্ষেত্রের ও অপরাপর ক্ষেত্রের পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈদিক (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান পুরঃসর নিমন্ত্রণ করিয়া রায়গড়ে আনয়ন করিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণের পরামর্শ মতে শাস্ত্রানু-

মূল।

পূর্ব্বোন য়োজিলে কার্য্য সিদ্ধাতে পাবলে য়েবিশী মহারাজাসী স্বচিত্তে আনন্দরূপ অসাবে, অসে বোলুন নিলো য়েসোজী প্রভু পারসনবীস য়াংচী রবানগী উদেপুরাস করূন দিহলী। আণি মহারাজাচে কুলাচী বংশাবলসুদ্ধা সড় আপোন গাগাভট্টজী য়াচী সমক্ষতা পূর্ণ করূন দিহলী! নংতর দক্ষিণেতলে শ্রীকৃষ্ণাগোদাতীরাংচে বগৈরে ক্ষেত্রীক্ষেত্রাচে পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব বৈদিক য়াঁশী সম্মানপূর্ব্বক বোলাবণী করূন রায়গড়াস আণবিলে। আণি সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণাচে বিচারে শাস্ত্রমতে শিবরাজ মহারাজাংচে মৌঞ্জাবংধন করূন

অনুবাদ।

সারে মহারাজের মৌঞ্জীবন্ধনপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ কার্য্য সম্পাদিত হইল। তদবধি শিবাজী মহারাজের শকাব্দ চলিতে লাগিল। আনন্দ নামক সংবৎসরে (শিবাজী) সিংহাসনারূঢ় হইলেন। সেই ঘটনার পর ১৩২ বৎসর অতীত হইল। *

সেই বৎসরেই গাগাভট্ট বারাণসীক্ষেত্র হইতে প্রাচীন গ্রন্থ গোবিন্দভট্টী আনাইয়া শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য গ্রন্থের মতামতের পর্য্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, প্রভু ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণ শুদ্ধবংশী; ইহাদিগের বৈদিক কর্ম্মে অধিকার আছে। সকল শিষ্যগণের ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতিক্রমে তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং আবজী বাবা ও খণ্ডেরাও চিটনীসের মৌঞ্জীবন্ধন করিয়া দিলেন। এই

* রাও বাহাদুর রামচন্দ্র সখারাম গুপ্তে ওরফে ভাউ সাহেব গুপ্তে মহোদয়ের নিকট শিবাজীর একখানি বখর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, "বালাজী আবজী মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় সমস্ত কারকুণেরা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাত বা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাজ এই কথা অবগত হওয়ায় বালাজীকে অপরের গৃহে ভোজনার্থ গমন করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। ***** ইহার পর বারাণসী হইতে গঙ্গাভট্ট আসিলেন। তাঁহার নিকট মহারাজ গায়ত্রী মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাহাতে করিতে পারেন, তাহা করিলেন। পরে সমস্ত কারকুণেরা এই সংবাদ অবগত হইলেন। তখন তাঁহারা গঙ্গাভট্টের মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। রাজ্য-ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাইলেন।"

মূল।

সিংহাসনধীশ্বর জাহলে। তেহবাং পাসূন শিবরাজ মহারাজাচা শক চাললা। আনন্দনাম সংবৎসরী সিংহাসনারূঢ় জাহলে। ত্যাপাসূন *একশে বত্তীস বর্ষ জাহলী। তেচ সংবৎসরী গাগভট্ট বারাণসা ক্ষেত্রাচা প্রাচীন সড় গোবিন্দভট্টী আণোন শাস্ত্রসম্মতে গ্রন্থ গ্রন্থাংতরাংচী মতে পাহূন প্রভু ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ শুদ্ধকুল য়াংসা কর্ম্মাধিকার আহে, অসে শিষ্টমতে সর্ব্ব ব্রাহ্মণাংচে সম্মতে ঠরবূন আবজীবোয়া ব খণ্ডেরাও চিটণীস য়াঁচা মুংজী কেল্যা। ড্যা আনন্দ নাম সংবৎসরীচ জাহল্যা। নংতর সর্ব্ব ব্রাহ্মণাস তাকীদ কেলী কী, প্রভু চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ য়াঁচে ঘরী মুংজী ব লগ্নে প্রয়োজনে পূর্ব্ববৎ করাত জাণে জাণোন গাগাভট্টী গ্রন্থ করূন দেউন যথাস্থিত কর্ম্মমার্গ চালত আলে। কাংহী দিবশী শিবাজী মহারাজ কৈলাসবাসী জাহলে।

নংতর সংভাজী মহারাজ রাজ্যাধিকারী জাহলে। তেহ্মা পূর্ব্ববৎপ্রমাণে চাললে। পুঠে তে কৈলাসবাসী জাহল্যাবর রাজারাম মহারাজ যাংণী কিতীএক বর্ষ রাজ্য করূন তে কৈলাসবাসী জাহলে। নংতর শাহূমহারাজ রাজ্যাধিকারী জাহলে।

অনুবাদ।

সংস্কার ঐ আনন্দ নামক সংবৎসরেই হইল। অনন্তর (গাগাভট্ট) সকল ব্রাহ্মণকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেন প্রভু চান্দ্রসেনীয় কায়স্থদিগের গৃহে উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার পূর্ব্ববৎ সম্পন্ন করান। এই বলিয়া তিনি গাগাভট্টী গ্রন্থ রচনা করিয়া দেওয়ায় কায়স্থদিগের কর্ম্মকাণ্ডাদি সংস্কার যথাবৎ আচরিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শিবাজী মহারাজ কৈলাসবাসী হইলেন।

ইহার পর সম্ভাজী মহারাজ রাজ্যাধিকারী হইলেন। তাঁহার আমলে কায়স্থদিগের সংস্কারাদি কর্ম্ম যথাপূর্ব্ব চলিয়াছিল। তিনি কৈলাসবাস করিলে রাজারাম মহারাজ কতিপয় বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া কৈলাসবাসী হইলেন। তাঁহার পরে

মূল।

ত্যা কারকীর্দীত যথাস্থিত চাললে। তেসময়ী গোবিন্দ খণ্ডেরাব চিটণীস প্রভু ঘোলকর হে স্বামিসেবেসী তৎপর অসোন অত্যন্ত কৃপেঁত অসতা কাঁহী দিবশী মহারাজাচে প্রকৃতীস দেহী বিদেহী (?) অশা বিচারে কিতীএক দিবস রাজ্যভার চালবলা। রাজধানী সাতারে-মুকামী সর্ব্ব মুখত্যার কারভারী জগজীবন রাব পণ্ডিত প্রতিনিধি কহ্লাড়কর ব ত্যাঁচে কারভারী যমাজীপন্ত যাজকড়ে মহারাজ যাঁণী সর্ব্ব কারভার সোপবিলা। বালাজী বাজীরাও উর্ফ নানা সাহেব পেশবে যাঁণী ফৌজসুদ্ধা মুলুকগিরি করীত অসাবী, ত্যাসন্ধীস্ত গোবিন্দরাব চিটনীস যাঁজবর মহারাজাচী পূর্ণ কৃপা। হরএক কামাস তট পড়ূ লাগলে হে বৈষম্য চিত্তাস্ত আণুন গোবিন্দরাব যাঁচে বন্ধু বাবুরাব যাণী প্রয়াগ ক্ষেত্রী অতিরুদ্র হোম করবিলা। ত্যাবিষয়ী গ্রামণ্য উভে করূন শ্রী কাশী ক্ষেত্রাস্তীল উভয়তটাচে ব্রাহ্মণ সাতারারাজ-ধানীপ্রতি আণবুন নানাপ্রকারে খোট্যা নূতন কবিতেচ্যা ফক্কিকা গ্রন্থাস্ত অনন্বিত লাবূন কটকটী করূ লাগলে।

অনুবাদ।

শাহু মহারাজ রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালেও (প্রভুদিগের ধর্ম্ম কার্য্য) যথাপূর্ব্ব চলিয়াছিল। সেই সময়ে গোবিন্দ খণ্ডেরাও চিটনীস প্রভু ঘোলকর স্বামিসেবায় তৎপর ছিলেন বলিয়া মহারাজের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। মহারাজ দেহে বিদেহ ভাব ধারণ করিয়া কিছুদিন রাজ্য চালাইলেন। তিনি রাজধানী সাতারা মোকামে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার কহ্লাড়নিবাসী জগজীবন রাও পণ্ডিতপ্রতিনিধি মহোদয়ের ও তাঁহার অধীন কার্য্যকারক যমাজী পন্তের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। বালাজী বাজীরাও পেশওয়ের প্রতি সেনাবলের সাহায্যে দেশবিজয় করিবার ভার ছিল। সে সময়ে গোবিন্দ রাও চিটনীসের প্রতি মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল বলিয়া প্রত্যেক কার্য্যে দলাদলি হইতে লাগিল। সেই বিরোধেই গোবিন্দরাওয়ের ভ্রাতা বাবুরাও প্রয়াগক্ষেত্রে "অতিরুদ্র" হোম করাইলেন।

(ক্রমশঃ)

কায়স্থের স্বধর্ম্ম-পালনের উপায়।

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্যামাচরণ সরকার কি প্রকারে কায়স্থকে শূদ্রত্বে অপগত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন ? সে ত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় দাস সুদাস বা দিবোদাসের বংশোৎপন্ন দাস হইতে অথবা বেদোক্ত দাস জাতি হইতে প্রতিপন্ন হয় না। কায়স্থগণের পদবীর অন্তে উপচুলবৎ একটী দাসশব্দের ব্যবহার আছে, যথা—ঘোষদাস, বসুদাস, দাসদাস ইত্যাদি ? এই উপচুলবৎ দাসশব্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ইহা যে কায়স্থ জাতিকে রাহুবৎ সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গ্রাসের ইতিহাস অতিপ্রাচীন নহে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই দাসশব্দ সৌজন্যজ্ঞাপক। এই দাসশব্দকে মধুর করিবার জন্য, কোন কোন পুরাণে বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়ের দাস, ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের দাস এবং শূদ্রকে দাসানুদাস করা হইয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও দাস শব্দ আস্বাদনীয় করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া 'দাস' নামধেয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও এই দাসশব্দ হইতে শূদ্রত্ব বিদূরিত হয় নাই এবং বঙ্গের কায়স্থগণ এই 'দাস'শব্দ স্বীকার করিয়া শূদ্রত্বে পতিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে।

যদি সৌজন্যই এই দাসশব্দ-ব্যবহারের মূলীভূত কারণ হইত, তবে যাঁহারা সত্বগুণাশ্রিত ও সকলগুলি উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ান, তাঁহারা যে দাসত্বের মধ্যস্থিত সৌজন্যকে লোভের বহির্ভূত করিতেন, আমার ত এমন বোধ হয় না। *

---

* প্রবন্ধলেখকের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। বঙ্গীয় কায়স্থগণ পদবীর সহিত যে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা যে সৌজন্যজ্ঞাপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে, এক কায়স্থ ভিন্ন বঙ্গে অপর কোন জাতিই এরূপ পদবীর সহিত 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন না। 'দাস' শব্দ শূদ্রত্ববাচী হইলে বঙ্গের শত শত শূদ্রজাতি কেন তবে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন না ? সমপর্য্যায় বা উচ্চপর্য্যায়ের নিকট পরিচয় দিবার সময়েই কায়স্থেরা সৌজন্য স্বরূপ এই 'দাস' 'শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শূদ্রাদি অর্থাৎ নিম্নপর্য্যায়ের

উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থগণ বলেন, কই এক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ভিন্ন আর কেহ ত দাসশব্দ ব্যবহার করেন না। আমি একথারও তীব্র

লোকের নিকট কোন কায়স্থই 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন না। তবে যাহাদের কেবল 'দাস' উপাধি, তাহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা, আর এরূপ 'দাস' উপাধি এখনও ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ জাতির মধ্যেও প্রচলিত দেখা যায়। এখন কথা হইতেছে, এই সৌজন্যবাচক দাস শব্দ কায়স্থেরা কেন গ্রহণ করিলেন ? গ্রহণ করিবার কারণ কি ? বর্ত্তমান কালে কোন কোন পুরাবিদ্ ব্রাহ্মণ বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক সময়ে বাঙ্গালায় আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল, এই বৌদ্ধ মত বিদূরিত করিয়া আবার গৌড়দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন হইয়াছিল।* হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকালে কায়স্থগণ

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1902, p. 5.

ব্রাহ্মণের একমাত্র সহকারী ছিলেন। সকল হিন্দুশাস্ত্র মতেই ধর্ম্মপ্রচারে শূদ্রের অধিকার নাই। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারার্থ ব্রাহ্মণের সহিত সমুপাগত কায়স্থগণও শূদ্র হইতে পারেন না। যেরূপ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে বৈষ্ণবমার্গাবলম্বী ধর্ম্মপ্রচারক ও ভক্তগণ আব্রাহ্মণ সকলেই সৌজন্যপ্রকাশক 'দাস' পদবী ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, দেবব্রাহ্মণভক্ত হিন্দুধর্ম্মপ্রচারের সহকারী কায়স্থগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ সৌজন্যপ্রকাশার্থ 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে উপাধির অন্তে তাঁহারা "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার কোন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি, যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর কোন বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, অধিকন্তু যিনি কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া একটু স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিও বিবাহাদি সংস্কারকালে কায়স্থের উপাধির শেষে 'দাস' শব্দের ব্যবহারপ্রথা প্রচলন করেন নাই। তিনি বরং লিখিয়াছেন যে—

"বসু-ঘোষাদিরূপ-পদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যং।"

অর্থাৎ সঙ্কল্পকালে ও সংস্কারাদিতে নামোচ্চারণ করিবার সময় কেবল 'বসু' 'ঘোষ' ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু রঘুনন্দনের বহু পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণগণ 'সচ্ছূদ্র' নাম-দেখিয়া ও তাহার আদি কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া স্ব স্ব সুবিধা মত 'দাস' শব্দ লাগাইয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ প্রথা স্মার্ত্তসম্মত বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান কালে কায়স্থগণ কতকটা শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কি শূদ্রের ব্যবহার ও শূদ্রের পদবী কেহ গ্রহণ করিয়াছেন ? যদি তাহা না হয়, তবে এই 'দাস' শব্দ বৈষ্ণব ভক্তগণের 'দাস' শব্দ ব্যবহারের ন্যায় সৌজন্যজ্ঞাপক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। এইরূপে ইদানীন্তনকালে যে কায়স্থ-মহিলাগণের মধ্যেও "দাসী" শব্দ সংক্রামিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বকালে যে কায়স্থপত্নীগণ 'দেবী' উপাধি ব্যবহার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।—সে কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিখিত হইবে। পত্রিকা-সম্পাদক।

প্রতিবাদ করি। শত শত মোকদ্দমায় দক্ষিণরাঢ়ীয় ভিন্ন অন্য শ্রেণীর কায়স্থ স্ত্রী বাদিনী কি প্রতিবাদিনীকে অদ্যাপিও দাসী বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। কায়স্থ গৃহে যজ্ঞে, সংকল্পে, বিবাহের মন্ত্রে, শ্রাদ্ধের পিণ্ডদানে দাস দাসী শব্দ উল্লিখিত হয়? সুতরাং দেখা যাইতেছে, দাস উপাধি সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের কায়স্থগণ লালা (মাণিক্য) ও প্রভু উপাধি গ্রহণ করিলেন। আর বঙ্গে করিলেন দাস? এ কথার কোন উত্তর নাই। এইজন্যই শ্যামাচরণ সরকার আমাদিগকে শূদ্রত্বে পতিত বলিয়াছেন,—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

(উদ্বাহতত্ত্ব)

কিন্তু শ্যামাচরণ সরকার বলিয়াছেন যে, এই শূদ্রত্বব্যঞ্জক দাসশব্দ কয়েক শতাব্দ মাত্র কায়স্থেরা ব্যবহার করিতেছেন। সে কয় শতাব্দ?

অথর্ব্ববেদে মগধ ও অঙ্গ (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বেহার) ঘৃণার চক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধায়ন ধর্ম্মসূত্র পাঠে জানা যায় যে, যাহারা কলিঙ্গদেশে আসিবে, তাহাদিগকে সর্ব্বপৃষ্ঠষ্টোমনামক যজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। বোধায়নের সময় হইতেই যে কলিঙ্গে আর্য্যজাতির যাতায়াত হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্ত্তী খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে যখন গ্রীকগণ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন দেখা যায় যে কলিঙ্গে ক্ষমতাশালী রাজগণ রাজত্ব করিতেছেন। এই সকল রাজগণ যদি আর্য্যবংশীয় হন, তবে ক্ষত্রিয়াগমনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গে পৌণ্ড্র, পূর্ব্ববঙ্গে সমতট, আসামে কামরূপ, দক্ষিণ বঙ্গে তাম্রলিপ্তি এবং পশ্চিম বঙ্গে কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি রাজধানীই চীনপরিব্রাজক ইউএন্‌সঙ্গ দেখিয়া যান। সুতরাং খৃঃপূঃ ৪র্থ ও পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ ১০০০ বৎসর বঙ্গে রাজত্ব-লীলা চলিতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সময়ে বঙ্গে যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ আসিলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কি আসিলেন না? যোদ্ধৃ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ভিন্ন কোথায় পুরোহিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্ভবে? আর বৈশ্য সম্প্রদায় না হইলেই বা তাঁহাদের অন্ন

রক্ষা করে কে? * এ সময়ের ব্যবস্থা দেখা যায় যে, যাহারা কলিঙ্গে আসিত, তাহাদিগকে যজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত, সুতরাং এই সময়ের যে ক্ষত্রিয় জাতি বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা হীনপ্রভ হইলে কিম্বা অনেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণ করিলেও বঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য চীনপর্য্যাটক বঙ্গে ও আসামে অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য সকল দেখিতে পান। দুঃখের বিষয়, এই বঙ্গীয় জাতি সংগঠনের সময়ে অর্থাৎ ১০০০ বৎসরের ইতিহাস অদ্যাপিও অবিদিত রহিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উৎপত্তির প্রকৃত তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত আছে; কেননা ইহার পরেই বঙ্গে পরাক্রান্ত কায়স্থ রাজবংশ অর্থাৎ শূর ও পালবংশ দেখিতে পাই। এই পাল বা তৎপরবর্ত্তী সেনবংশকে দাস বলা হইত, এমন কোন প্রমাণ নাই। এমন কি অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতেও ক্ষত্র জাতিকে বেদশিক্ষা দেওয়া হইত। বৈদেশিক পর্য্যাটক আবু রিহান্ তাহার সাক্ষী আছেন। ফলে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত এমন কি বঙ্গ আক্রমণের পূর্ব্বে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় হইতে কেহ ভিন্ন মনে করেন নাই।

তবে কায়স্থ জাতির লিপিকার্য্য ব্যবসায়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও রাজ্যবিস্তারের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই প্রবল ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল বেহার ও বঙ্গ। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজধানী ছিল বেহারে। পালিভাষার সংগঠন, কহিন্নী বা কায়েতী ভাষার প্রচলন ও বাঙ্গালাভাষার মৌলিকাংশের সহিত মসিজীবি-সম্প্রদায়ের যে সংস্রব ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে?

কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম্মনীতির সহায়তা করিতে গিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকমার্গে আসক্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী জাতি সকল যে উপবীত পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে

* মহাভারত বনপর্ব্ব ১৪শ অধ্যায় পাঠ করুন, পাণ্ডবেরা কলিঙ্গে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে কলিঙ্গ যজ্ঞীয় গিরিশোভিত ও সতত দ্বিজসেবিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের সময় যে কলিঙ্গে ব্রাহ্মণাদি প্রথম ত্রিবর্ণের আগমন হইয়াছিল, তাহা উক্ত বনপর্ব্ব হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বোধায়নাদির ধর্ম্মসূত্র বর্ণনাকালে কলিঙ্গে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত বটে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের সময়ে নয়। তখন এখানে পূর্ণ আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪৯-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) —পত্রিকা-সম্পাদক।

বিচিত্র কি ? যাঁহারা যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না বা যজ্ঞ করিতেন না, তাঁহারা নাম মাত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন কেন ? যখন যজ্ঞোপবীত ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজ সংগঠন ব্রতে তাঁহারা ব্রতী ছিলেন, তখন যজ্ঞোপবীতে আর তাঁহাদের কি উচ্চ পদ প্রদান করিবে ?

এইজন্য এদেশে পশ্চিমাগত দাস, দত্ত, দেব, সিংহ, বসু, ঘোষ, কর, নাগ প্রভৃতি যে সকল ক্ষত্রিয় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উপবীতী থাকিলেও, বৈদিক যাগযজ্ঞহীন তান্ত্রিকতার প্রভাবে তাঁহাদের বহু পরবর্ত্তী বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গজ কায়স্থকারিকা হইতে জানা যায়।

কিন্তু তাঁহারা যে দাস শব্দ দ্বারা শূদ্র বলিয়া চিহ্নিত হইতেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ বলেন, রঘুনন্দনের ব্যবস্থা হইতেই কায়স্থের শূদ্রত্ব বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। রঘুনন্দন অবশ্য বঙ্গের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের সময়ে ব্রাহ্মণকেও দাস উপাধিতে ভূষিত করা হইত। সুতরাং বোধ হইতেছে, ইহারই শতাবধি বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থগণের নামান্তে দাস শব্দের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে বৈশ্যজাতি সম্পূর্ণই শূদ্রভাবে ব্যবহৃত হইত, আমি তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। ইহারই অল্পকাল পরে, হিন্দু রাজত্বের বিলোপ-সহকারে মসীজীবি ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে শূদ্রাচার দ্বারা অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কাহার কাহার মত এই যে, রঘুনন্দন যখন কায়স্থকে সচ্ছূদ্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন শূদ্র হইতে কায়স্থকে তিনি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সে স্বতন্ত্র জাতি ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু আমি এরূপ বিশ্বাস করি না।

কিন্তু কেবল রঘুনন্দনের স্মৃতির ফলেই যে এরূপ হইয়াছে, ইহাও বিবেচনা করা অন্যায়, রঘুনন্দনের স্মৃতি উত্তেজক কারণ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক কারণ নদীয়ার ব্রাহ্মণ-রাজবংশ ভবানন্দ মজুমদারের বংশ।

ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি কিম্বা ক্ষত্রিয় জাতির কায়স্থ শাখার প্রতি নদীয়ার পণ্ডিতগণের ব্যবহার বহুদিন হইতে সন্দেহজনক হইয়া আসিতেছে। মুসলমান ও ইংরাজ

ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, ক্ষত্রিয় বা কায়স্থরাজ লক্ষ্মণসেনের রাজ্য যবনহস্তে পতিত হওয়ার প্রধান কারণ তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতা। বঙ্গজ-কায়স্থ প্রতাপাদিত্যের পতনের সহিত ভবানন্দ মজুমদারের উন্নতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ভূষণার রাজা উত্তররাঢ়ীয় সীতারামের পতনের কৌশলজাল কানুনগো রঘুনন্দন (পুটিয়ার রামজীবনের ভ্রাতা) দ্বারাই বিস্তারিত হইয়াছিল। ভবানন্দ মজুমদারের উত্তরপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতেই কোন ক্ষত্রিয়-রাজবংশের কুৎসা-কাহিনী 'বিদ্যাসুন্দর' নামক পুস্তকে জনৈক শক্তিশালী কবির দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্যে পঠিত হইয়াছিল। নিশ্চয় এ সময় ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ জাতির দুরবস্থার দিন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? পৌরোহিত্য-শক্তি ও রাজশক্তি একত্র হইলেই সকল দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে, নদীয়া হইতে সেই সর্ব্বনাশের বীজ বিকীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বংশধরগণের দাসত্বের ফল উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে।

সুতরাং আমরা যে কয়েক শতাব্দ নামান্তে দাস ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, ইহার প্রবর্ত্তক কারণ মধ্যে ধর্ম্মানুমোদিত কোন সামাজিকত্বের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই দাস শব্দের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে কোন কোন কায়স্থের বংশগত দাস পদবী আছে; এই সকল দাস-বংশ হইতে ঐতিহাসিক যুগে এমন সব ক্ষমতাশালী পুরুষ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এক সময়ে রাজসিংহাসনও শোভিত করিয়াছেন। (বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের বঙ্গের রাজবংশ দেখ।) দাস পদবী পরিত্যাগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(১) নামকরণ সংস্কার যাহা এখন অন্নপ্রাশন সংস্কারের সঙ্গে একত্র সম্পন্ন হয়, তাহাতে শিশুর নামের স্বাভাবিক উপাধির পর দাস শব্দ লিখিত হইবে না।

(২) দেবকার্য্যে সংকল্পসূক্ত পাঠান্তে কিম্বা দক্ষিণার সময় যখন গোত্রসহ নামোল্লেখ করা হয়, সেই নাম 'দাস' শব্দ-বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

(৩) স্বর্গগত পিতৃমাতৃগণকে আহ্বান করিয়া যখন পিণ্ডদান বা তর্পণ করা হয়, তখন তাঁহাদিগকে দাস শব্দে আর বিভূষিত করা না হয়।

এখন প্রশ্ন এই দাস শব্দ পরিত্যাগ করিলে নামের অন্তে অন্য কোন্ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পশ্চিমদেশের লালা কায়স্থগণ ত অন্য শব্দ ব্যবহার করেন না। নামের পরে যে একটী জাতিত্বজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার অত্যাবশ্যক,

ইহা কোন বেদাদি প্রাচীনগ্রন্থে সমর্থন করে না। তবে নিতান্তই যদি এ... শব্দ ব্যবহার কর্ত্তব্য মনে করেন, বর্ম্মন্ শব্দ ব্যবহার চলিতে পারে। আজও দ... রাঢ়ীয় কায়স্থের বাহাত্তরে ঘরের মধ্যে 'বর্ম্ম' উপাধি রহিয়াছে। আবার 'বর্ম্ম' শ... ব্যবহারের বেদমূলক ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। যথা—

"জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্ম্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্ম্মণো মহিমা পিপর্ত্তু॥"

(ঋক্ ৬।৭৫।১)

আমি ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি—

"যখন সমরে বর্ম্মী করেন গমন।
শোভেন তখন তিনি জীমূতের প্রায়।
বিজয় অবিদ্ধ দেহে করহ সাধন
বর্ম্মের মহিমা শূর রক্ষুন তোমায়॥"

এই মন্ত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া রাজাকে বর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রে... করা হইত। বর্ম্মের মহিমা দ্বারা তিনি সংরক্ষিত হইতেন। সুতরাং ক্ষত্রিয় ... রাজন্য-লক্ষণ প্রকাশ জন্য বর্ম্মাপেক্ষা কি উৎকৃষ্টতর উপাধি অবধারিত হইতে পারে। এজন্য "বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু" কথার বিধান দেখা যায়। আমি তাই বলি, "বর্ম্ম" শ... ব্যবহারের আপত্তি কি? কিন্তু মনে রাখিবেন—

"বিজয় অবিদ্ধ দেহে করহ সাধন।
বর্ম্মের মহিমা শূর রক্ষুন তোমায়॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বারেন্দ্রকায়স্থের আচার ব্যবহার।

স্ত্রীর গর্ভ-সঞ্চার হইলে পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত দেওয়া হয়। এই কার্য্য শুভদিনে নিমন্ত্রিত সধবা প্রতিবাসিনী দ্বারা যথারীতি সম্পন্ন হয়। ঐ পঞ্চামৃত পুরোহিত কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইলে নিমন্ত্রিত স্ত্রীগণ মধ্যে ৫।৭ জনে পঞ্চামৃতাধার ধরিয়া গর্ভবতীকে তাহা পান করাইবার বিধান আছে। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকগণকে আহার করাইবার প্রথাও দেখা যায়। সঙ্গতিশালী লোকেরা কেহ কেহ এই ব্যাপারে বহুলোক নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন। বাদ্যাদি মাঙ্গল্য কার্য্যও এই উপলক্ষে হইতে দৃষ্ট হয়। সপ্তম বা নবম মাসে গর্ভবতীকে সাধ দেওয়া হইয়া থাকে। সাধে মিষ্টান্নাদি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী গর্ভবতীকে খাইতে, দিতে ও নববস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। আত্মীয় স্বজনগণও আনন্দের চিহ্নস্বরূপ এই সময়ে গর্ভবতীকে সাধ দিয়া থাকেন। সপ্তম মাস গর্ভকালে গৃহস্থগণ আপন বাটীস্থ প্রাঙ্গণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য অস্থায়িভাবে একখানি খড়ের ঘর প্রস্তুত করাইয়া রাখেন। কিন্তু অবস্থাপন্ন বারেন্দ্র কায়স্থগণ মধ্যে যাঁহাদের ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি আছে, তাঁহারা স্বীয় বাসগৃহের সংলগ্ন একটী ঘর সূতিকাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। সূতিকা-ঘর ভিন্ন ঐ ঘর অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। পরিবার মধ্যে কাহারও সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ ঘরেই প্রসব-কার্য্য হইয়া থাকে। পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সূতিকাগার মধ্যে একখানি তরবারি রাখার প্রথা বারেন্দ্র-কায়স্থগণ মধ্যে প্রচলিত আছে। এ প্রথা বারেন্দ্র-কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক। কোন কোন ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। পুত্রসন্তান জন্মিলে প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকগণ ৭ বার ও কন্যা জন্মিলে ৩ বার হুলুধ্বনি করিয়া থাকেন। জন্ম দিবস হইতে অশৌচান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রসূতি ও নবপ্রসূত সন্তানের মঙ্গলার্থ অবস্থা অনুসারে পুরোহিত কর্ত্তৃক চণ্ডীপাঠ, অপরাজিতাস্তব ও বটুকভৈরবস্তব সূতিকাগারের সম্মুখে পঠিত হইয়া থাকে। সন্তান হওয়ার পরদিন নাপিত আসিয়া প্রসূতির

কেবলমাত্র নখ কাটিয়া দেয়। সন্তান ৬ দিনের হইলে পর সূতিকাগৃহে মসীপাত্র লেখনী, তালপত্র, একটী কাটা এবং ষষ্ঠীপূজার উপকরণাদি রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ইহাকে ষেটেরাপূজা কহে। সেইদিন সূতিকাঘরে প্রসূতি নিজেই সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠীপূজা করিয়া থাকেন। পূজাকরণার্থ সূতিকাঘরের দেওয়ালে বা পার্শ্বে ষষ্ঠীমূর্ত্তি অঙ্কিত বা নির্ম্মিত করা হয়। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রতিবেশিগণকে ভোজন করাইতে হয়। ব্রাহ্মণগণ সেইদিন সন্তানকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন এই সকল কার্য্য প্রায়ই অধিক আড়ম্বরের সহিত হইতে দেখা যায় না। নবজাত সন্তান অষ্টম দিবসের হইলে আটকলাই হইয়া থাকে। দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ ইহাকে আটকৌড়ে ও বঙ্গজেরাও আটকলাই বলিয়া থাকেন। ইহা বালকগণের উৎসব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ প্রথা যে কেবল কায়স্থগণ মধ্যে প্রচলিত এমত নহে। ইহা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নবশাখ ও অন্যান্য জাতি মধ্যেও প্রচলিত দেখা যায়। উক্ত আটকলাইয়ের দিন সন্ধ্যা সময় প্রতিবেশিমণ্ডলীর অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সন্ধ্যাকালে তাহারা সেই বাটীতে আসিয়া নানাবিধ কৌতুক ও নৃত্যাদি করিয়া থাকে। ঐ সকল বালকবালিকাদিগের জন্য আট প্রকার শস্য ভাজিয়া একত্র করিয়া রাখা হয়, ঐ সঙ্গে মিষ্টান্নাদি ও কিছু পয়সাও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বালক-বালিকাগণ সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামীর নিকট একখানি কুলা ও কয়েকটী ছোট ছোট বাঁশের লাঠি চাহিয়া লয়। তৎপরে কুলাখানিকে প্রাঙ্গণে ফেলিয়া প্রত্যেকে এক একখানি যষ্টি দ্বারা বাজাইতে থাকে ও নব-প্রসূত সন্তানের শারীরিক মঙ্গলসূচক গ্রাম্যকবিতা বা ছড়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পরে ঐ কুলাখানি সূতিকাগৃহের চাল বা ছাদ উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর বাহিরে ফেলিয়া দেয়। বালক-বালিকাগণের এইরূপ নৃত্যাদি সমাপ্ত হইলে বাটীর কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহাদিগকে উক্ত আট প্রকার ভর্জ্জিত শস্য, মিষ্টান্ন ও পয়সা বিতরণ করিয়া থাকেন। বালকগণ উক্ত ভর্জ্জিত শস্য, মিষ্টান্ন ও পয়সা পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হইলে এই উৎসব প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়। পরে একবিংশতি দিবসে নবপ্রসূত বালক ও তাহার প্রসূতি সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়া নাপিত দ্বারা নখ কর্ত্তন করিয়া স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহে

গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ দিনও ষোড়শোপচারে ষষ্ঠীপূজা হয় থাকে। সেইদিনই প্রাতঃকালে সূতিকাগৃহ পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হয়। ষষ্ঠীদেবীর ও গৃহদেবতার পূজাদি সমাপনান্তে প্রসূতি শুদ্ধ হইয়া পারিবারিক অন্যান্য লোকের সহিত একত্র পান, ভোজন ও শয়নাদি করিয়া থাকেন। এইদিন ষষ্ঠীদেবীর প্রীত্যর্থে ২০টী ক্ষুদ্র ও একটী বড় মোট ২১টী বংশ-নির্ম্মিত পাত্র (চুবড়ী) ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহা ধান্যে পূর্ণ করিয়া তাহাতে কলা, মিঠাই ও এক জোড়া করিয়া কড়ি দিয়া পূজার অন্যান্য উপকরণ দ্বারা পূজা করা হয়। পূজা-সমাপনান্তে ঐ পাত্রগুলি প্রতিবেশিগণের গৃহে গৃহে এক একটী করিয়া বিতরণ করা হয়। কন্যা হইলে ৩০ দিনে শুদ্ধ হইয়া গৃহপ্রবেশের নিয়ম আছে। ইহা ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৬ মাসে অর্থাৎ ষষ্ঠীপূর্ণিমা অতিবাহিত হইলে শুভদিনে যথারীতি সন্তানের অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে মঙ্গল বা শনিবারের রাত্রে শ্যামাপূজা করা অনেক বারেন্দ্র কায়স্থের নিয়ম আছে। ঐ উপলক্ষে নান্দীমুখাদি ও অন্নপ্রাশনোপযোগী সমস্ত কার্য্যই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের অনুরূপ হইয়া থাকে। তবে মাতুল বা স্বগোত্রীয় আত্মীয় দ্বারা নবকুমারের অন্নারম্ভ ও যজ্ঞান্তে নামকরণ হওয়ার প্রথা বারেন্দ্রকায়স্থগণ মধ্যে প্রচলিত আছে।

নামকরণ হওয়ার পূর্ব্বে রাশ্যনুসারে দুইটি নাম স্থির করিয়া একখানি পাত্রের বালুকাবিস্তৃত করিয়া তাহার উপরে ঐ নাম ২টী লিখিয়া তাহার প্রত্যেকটীর উপরে একটী করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে যে নামের উপরিস্থিত প্রদীপ অধিকক্ষণ জ্বলে, সেইটী রাশিনাম ও ইচ্ছানুসারে অন্য একটী ডাক নাম রাখা হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশনোপলক্ষে স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক মাদলপূজা ও নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। বালক পঞ্চম বৎসর বয়স্ক হইলে একটী ভাল দিন দেখিয়া সরস্বতী দেবীর যথাবিধি পূজা ও হোমাদি করাইয়া বালকের হস্তে খড়ি দিতে অর্থাৎ বিদ্যারম্ভ করাইতে হয়। স্নানান্তে বালক নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলে, পুরোহিত বা অন্য কোন বিদ্বান্ ও সুলেখক ব্রাহ্মণ মাটীতে খড়িমাটী দ্বারা অ, আ প্রভৃতি অক্ষর লিখিয়া দিলে বালক তাহার উপর খড়িমাটী দ্বারা হাত বুলায়। এই ব্যাপারে সাধ্যানুসারে আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজন করান-হইয়া থাকে।

একাদশ বৎসর মধ্যে কোন সময়ে শুভদিনে বালকের কর্ণবেধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কর্ণবেধোপলক্ষে নান্দীক্রিয়া, হোম ও পূজাদি ব্রাহ্মণের অনুরূপ সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে, কেবলমাত্র উপনয়ন হয় না। কর্ণবেধ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্যাদি বঙ্গজশ্রেণীস্থ কায়স্থগণের ন্যায় হইয়া থাকে। তবে কন্যার চূড়াকরণে নান্দীমুখ ভিন্ন অন্য সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে। বালক বালিকা বিবাহযোগ্য হইলে কুলীন মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অনুরোধ পূর্ব্বে পুত্রবান্ পিতার নিকট কখন উপেক্ষিত হইত না; কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতে দেখা যাইতেছে। বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, উভয় পক্ষ হইতেই রীতিমত কোষ্ঠী মিল করিয়া দেখান হয়। উভয়ের গণ, বর্ণ ও যোটক সম্পূর্ণ মিলিত না হইলে অর্থাৎ বিবাহ হইবার উপযুক্ত গণাদি না হইলে সম্বন্ধ স্থির হয় না। উক্ত বিষয়গুলি মিল হইলে পর, প্রথমে পত্র অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ হয়। তদুপলক্ষে গ্রামস্থ স্বজাতি, অন্যান্য ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণগণকে সভাস্থ হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা সভাস্থ হইলে পাত্র ও কন্যাপক্ষীয় ২ জন ব্রাহ্মণ দ্বারা ২ খানি পত্র লেখা হইয়া থাকে। কুলীনে কুলীনে কার্য্য হইলে ঐ পত্রে কন্যাকর্ত্তার কন্যা দান করিবার ও বরকর্ত্তার বিক্রয়, ছায়ামণ্ডপী অর্থাৎ বিবাহসভাস্থ ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদী, এবং দক্ষিণা ও পুরোহিত-দক্ষিণাদি দিবার স্বীকারোক্তি লিখিত থাকে। অর্থাৎ কুলীন ও মৌলিক সিদ্ধ ও সাধ্যে সম্বন্ধ হইলে সাধ্যকে যাবতীয় ধি-ব্যয় অর্থাৎ উভয় পক্ষের সমস্ত খরচ স্বীকার করিতে হয়। পত্র ২ খানি লেখাপড়া শেষ হইলে উভয় পক্ষ হইতেই একটি করিয়া টাকা দিয়া উভয় পত্রে সিন্দূর চন্দন দ্বারা একটি করিয়া ছাপ দিতে হয়। ধান্য, দূর্ব্বা ও গুবাক ঐ পত্র মধ্যে করিয়া জড়াইয়া উভয়পক্ষ দুই জনের মধ্যে আদান প্রদান হইয়া থাকে। ঐ টাকা ২টী উপস্থিত ব্রাহ্মণ দুইজন প্রণামী-স্বরূপ পাইয়া থাকে।

সেই সময়েই উভয় পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রণামী দেওয়ার পদ্ধতি আছে। স্বাধ্যায়ত্ত হইলে সভাস্থ ব্রাহ্মণ ও স্বজাতিগণকে আহার করাইতে হয়। নতুবা দধি, পাণ ও বাতাসা বিতরণ করিয়া সামান্যতঃ মিষ্টান্ন দ্বারা জল খাওয়াইয়া বিদায় করিতে হয়। তৎপরে লগ্নপত্র হইয়া থাকে। বিবাহের দিনেও সময় ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া ঐ পত্র উভয় পক্ষ হইতে পূর্ব্ববৎ ২ খানি লিখিত হইয়া এক পক্ষ কর্ত্তৃক অপর পক্ষের নিকট পাঠান হয়। লগ্নপত্র না

পৌঁছিলে পাত্র বিবাহ করিবার জন্য বাটী হইতে রওনা হয় না। পূর্ব্বে ঐ লগ্নপত্র লোক দ্বারা পাঠান হইত, কিন্তু এক্ষণে ডাকযোগেই পাঠান হইয়া থাকে। লগ্নপত্র প্রদান হইয়া গেলে যদি কোন কারণে বিবাহ না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে "অন্যপূর্ব্বা" দোষ ঘটে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল, এমন কি, লগ্নপত্রানুযায়ী বিবাহ না হইলে সেই কন্যার বিবাহ হওয়াই কঠিন হইয়া উঠিত। আজকাল কেবল নিয়মমাত্রই হইয়া থাকে। লগ্নপত্র পৌঁছিলে পর কয়েক দিবস পূর্ব্বে একটী দিন দেখিয়া পাত্রের আয়ুর্ব্বৃদ্ধ অর্থাৎ আইবুড় ভাত দেওয়ার প্রথা আছে। আত্মীয়গণকে গায়ে হরিদ্রা দেওয়া প্রভৃতি স্ত্রী-আচার হইয়া থাকে। পাত্র রওনা হওয়ার সংবাদ না পাইলে কন্যার আইবুড় ভাত হয় না। আত্মীয় স্বজনগণও আইবুড় ভাত দিয়া থাকেন। অন্য জাতি হইলে মিষ্টান্ন ও নববস্ত্রাদি দিয়া থাকে। লগ্নপত্র পৌঁছিলে পর বিবাহের ২।১ দিন পূর্ব্বে কন্যাপক্ষীয়গণ পাত্রপক্ষীয়গণের জন্য একটী বাসা সেই গ্রামেই স্থির করিয়া রাখেন। পাত্রপক্ষীয়েরা এক গ্রামবাসী হইলেও উক্ত নিয়মের অন্যথা হয় না। সেই বাটীতে একটী ছায়ামণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয় এবং সেইখানেই পাত্রের অধিবাসাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পাত্র গ্রামবাসী বা বিদেশী হইলেও বিবাহের পূর্ব্বদিনেই নির্দ্দিষ্ট বাটীতে আসিবার প্রথা আছে। পাত্র তথায় উপস্থিত না হইলে কন্যার গাত্রে হরিদ্রা বা অধিবাস কার্য্য কিছুই হয় না এবং বাদ্যোদ্যম ও আমোদ প্রমোদও হয় না।

কন্যাপক্ষের প্রধান প্রধান লোক গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত থাকিয়া পাত্রপক্ষকে সসম্মানে আনয়ন করিয়া থাকেন। বাসা বাটীতে পৌঁছিলে পর সেখানেও তাঁহাদের বিশেষ অভ্যর্থনা করিতে হয়। তথায় অবস্থান কালে তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী পাত্রীপক্ষ হইতে যথাসাধ্য যোগাইতে হয়, তবে কন্যাপক্ষ নিঃস্ব হইলে, পাত্রপক্ষ তাঁহাদের কিছু না লইয়া নিজব্যয়ে আহারাদি করিয়া থাকেন। অধিবাসের দিনও তরবারি পূজার প্রথা আছে। সেইদিন স্নানের সময় ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয় ঐ তরবারি-পূজা করিয়া তরবারিধৌত জল কন্যার মাথায় দিয়া থাকে। বিবাহের দিন প্রাতে ও বৈকালে কন্যার বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন একটী বাটীতে পাত্রকে উপস্থিত হইতে হয়। তথায় এয়োগণ বর বরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঘৃত প্রদীপ দ্বারা পাত্রের মুখ দর্শন করেন। সেই সময়েই এয়োগণ সূত্র দ্বারা পাত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাপ করিয়া থাকেন। ইহাকেই ক্রিয়ারম্ভের সূতা বলে।

ইহা একটী স্ত্রী-আচার। এই বরবরণ করার জন্য পাত্রপক্ষ হইতে এয়োদের দক্ষিণা দেওয়া হয়। বিবাহের দিনও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও মাঙ্গলপূজা হইয়া ছায়ামণ্ডপে একটী বাঁশ পুতিতে হয়। একটী মাছু ও সূতা তন্তুবায়ের বাড়ী হইতে আনাইয়া বরণডালায় রাখিতে হয়। বিবাহে 'কাপ ডাক তাদান' প্রথা আছে। এই কার্য্য রজক দ্বারা সম্পন্ন হয়। বিবাহের লগ্নের পূর্ব্বে ফুলশয্যার কন্যার বাটী হইতে পাত্রের বাসা বাটীতে পাঠান হইলে পর, পাত্র তাহা বাঁধিয়া বিবাহ করিতে আইসে। তৎপর যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ লক্ষে মাঙ্গলপূজার সময় কএকটী আচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের পাত্র বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কন্যা গৌরীপূজা করিতে আরম্ভ করে। অনেকস্থলে এই সময় কন্যার কোলে একখানি চণ্ডীর পুঁথি রাখা হয়। বিবাহে উপস্থিত হইলে তাহাকে তথা হইতে আনয়ন করা হয়। সপ্ত প্রদক্ষিণের পর বরযাত্রগণ বাসায় চলিয়া যান।

পাত্রকে এয়োরা বাসরঘরে লইয়া যান ও স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন করেন। বিবাহের রাত্রে পাত্র কি বরযাত্রগণ কেহই কন্যার বাটীতে আহারাদি করেন না। পাত্রের আহার আবশ্যক হইলে পাত্রপক্ষ হইতে খাদ্য সামগ্রী বাসরঘরে প্রেরিত হয়। পরদিন:প্রাতে কন্যাকর্ত্তা পাত্রের বাসায় গিয়া পাত্রপক্ষের অভ্যর্থনা করিয়া মধ্যাহ্নে ফলাহারের নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্বে পাত্রপক্ষের বাসাবাটীতে কন্যাকর্ত্তার যাইবার নিয়ম নাই। বিবাহের পর দিন কুশণ্ডিকা, সিন্দূরদান ও সপ্তপদী হইয়া থাকে। বরযাত্রিগণের স্নানান্তে জলযোগের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী পাঠাইতে হয়। বরযাত্রিগণ দিনে ফলাহার করিয়া থাকেন। রাত্রিতে কেবলমাত্র বর ও কন্যাপক্ষগণ একত্র ভোজন করেন। এদিন পাত্র শাশুড়ীর হস্তস্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন। ইহার জন্য পাত্রকেও পৃথক্ করিয়া নিয়ম করিতে হয়। বিবাহের পরদিন স্নানের সময় একটী ক্ষুদ্র পুকুর কাটিয়া তাহার চারিধারে কলার ডগা না পুতিয়া বাঁশের কঞ্চি পুতিয়া দেওয়া হয়।

পাত্র-কন্যার স্নানের জল ঐ পুকুরে পতিত হয়। পরদিন বর ও কন্যা রওনা হইয়া যায়। অষ্টমঙ্গলা পাত্রের বাটীতে হইয়া থাকে; কন্যার বাটীতে হয় না। আবার পাত্রের বাটী বহুদূর হইলে বাটী পৌঁছিবার পরদিনই অষ্টমঙ্গলা হইয়া থাকে এবং রাস্তায় আটদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে যেদিন বাটী পৌঁছিবে, সেই দিন অষ্টমঙ্গলা হইয়া থাকে। অষ্টমঙ্গলার কার্য্যাদিও রাঢ়ীবিবাহের অনুরূপ। কোথাও বিবাহের পরদিন যথাশাস্ত্র কুশণ্ডিকা হইতে দেখা যায়। অষ্টমঙ্গলার হোমও হইয়া থাকে। ঐ সময়ে সচরাচর দ্বিরাগমনও হইতে দেখা যায়। পাত্র বিবাহ করিয়া বাটী পৌঁছিলে পর বৌ-ভাত দিতে হয় অর্থাৎ ঐ দিন পাত্রীস্পৃষ্ট অন্নাদি স্বজাতিগণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহাকে কেহ পাকস্পর্শও বলিয়া থাকে। কন্যাকে পাত্রের বাটীতে লইয়া গিয়া বিবাহ দেওয়ার প্রথা বারেন্দ্রকায়স্থ মধ্যে আদৌ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ঐ কুপ্রথা ২।১টী দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাত্রের দুর্লভতাই তাহার প্রধান কারণ। বিবাহের পর কন্যার প্রথম ঋতু হইলে পর সূর্য্যার্ঘ দেওয়া হয় ও হোমাদি কার্য্য শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পুংসোৎসবেও নানা স্ত্রী-আচার আছে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত লিখিত হইল না। ফল কথা, দশকর্ম্মাদি সমস্ত কার্য্যই শাস্ত্রানুসারে হইয়া থাকে।

বারেন্দ্র কায়স্থের বিধবাগণ—বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাগণের ন্যায় কঠিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন। এমন কি, সপ্তম বা অষ্টমবর্ষীয়া বাল-বিধবারাও একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন; অন্যদিন হবিষ্যান্ন আহার করিয়া থাকেন।

বারেন্দ্র কায়স্থেরা কখন সগোত্রে বিবাহ করেন না। সঙ্গতিপন্ন বারেন্দ্র মাত্রেরই গৃহে নারায়ণ-বিগ্রহ রক্ষিত হয় ও প্রত্যহ দেবোদ্দেশে অন্নভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

আদিশূর।

(২)

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ আদিশূর খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়মণ্ডলে আধি[illegible] হইয়া হিন্দুসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন*। ধ্রুবানন্দমিশ্র এই হিন্দুকুল[illegible] মহারাজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

'সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ স্থানের অধিবা[illegible] সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পঞ্চগৌড় নামে বিখ্যাত। চিত্রগুপ্ত দেবের বংশে যে [illegible] কায়স্থশ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে কালিঞ্জর, গুজরাত, নন্দীগ্রাম, দ্রাবি[illegible] কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, মথুরা, উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ, উৎকল, কামরূপ, গৌ[illegible] ও বারেন্দ্র প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং তাহাদের সন্তান[illegible] সেই সেই দেশের নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঘোর কলিকাল প্রবৃত্ত হইলে কান্য[illegible] কুব্জ ব্যতীত আর সকল দেশেই দেবদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছি[illegible] সেই জন্যই ভূপাল (আদিশূর) কর্ত্তৃক যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও প[illegible] কায়স্থ আনীত হইয়াছিল। (১) চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থের উৎপ[illegible] তাঁহারই বংশে রাজাধিরাজ আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন। সেই সূর্য্যতুল্য তেজ[illegible] যুদ্ধকালে চণ্ডাসুর সদৃশ, প্রতাপে রাবণের মত, চতুরঙ্গ বলসম্পন্ন ও ধনুর্দ্ধরগণে[illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। রবিদাস-কুলশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহার মন্ত্রী এবং রাজধানাকুল-সম্ভূত মহাবলসম্পন্ন ভীমের ন্যায় প্রতাপশালী যোদ্ধা 'বীরবাহু' তাঁহার সেনাধি[illegible] ছিলেন। গ্রহ মধ্যে যেমন সূর্য্য, মানবদিগের মধ্যে সেইরূপ আদিশূর[illegible]

* ৫৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১) "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া সমাখ্যাতাঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদাঃ।
চিত্রদেবস্য শ্রেণী চ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতাঃ। কালিঞ্জরং গুর্জ্জরাষ্ট্রং নন্দীগ্রামঞ্চ দ্রাবিড়ং।
কান্যকুব্জং অযোধ্যায়াং ক্রমেণ মথুরাং গতঃ। রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণরাঢ়মেব চ॥
ওড়ে চ কামরূপে চ গৌড়ে বারেন্দ্রদেশকে। এতেষাঞ্চ সুতা যে তে তেঽপি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ।
সংপ্রবৃত্তে কলৌ ঘোরে বৌদ্ধধর্ম্মসুরদ্বিষাং। আদিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনা স্থিতঃ।
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণা পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ। ভূপালেন সমানীতাঃ দেশাৎ কোলাঞ্চ সংজ্ঞকাৎ।"
(মিশ্রকারিকা)

[illegible] রাঢ় ও বারেন্দ্রের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজ বাহুবলে [illegible] বৌদ্ধরাজগণকে পরাজয় এবং তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, লৌহিত্য, [illegible], সপ্তগ্রাম, হেড়ম্ব (কাছাড়), বঙ্গ ও কোচবিহার অধিকার করিয়া [illegible] মর্কত, পালীবৃত, গৌড়, ভুবনেশ্বর ও রাজাপুর নামক পুরী [illegible] করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থকার এ কথা বলিয়া গিয়াছেন (২)। রাজা [illegible] ভোগ করিয়াও সুখলাভ করিতে পারেন নাই। 'আমি পুত্রহীন, [illegible] গতি কি হইবে? কে আমাকে ঘোর পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ [illegible]? আমি শুনিয়াছি, দৈববল অপেক্ষা আর বল নাই। অতএব পুত্র-[illegible] জন্য বৈবাহুষ্ঠান করিব।' (৩) মহারাজ আদিশূর এইরূপ চিন্তা করিয়া [illegible] ও সভাসদ্‌গণের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

(২) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥
অগমত্তারতং বর্ষং দরদাৎ স রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাসুরসমো যুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ॥
চতুরঙ্গবলোপেতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
তন্মন্ত্রী বলভদ্রাখ্যো রবিদাসকুলোত্তমঃ॥
রাজধানাকুলোদ্ভুতো বীরবাহুর্মহাবলঃ।
সেনাধিপোঽভবত্তস্য যোধো ভীমপরাক্রমঃ॥
গ্রহমধ্যে যথা ভানুরাদিশূরস্তথা নৃণাম্।
ররাজ রাঢ়বারেন্দ্রস্যাধিপত্যেন তেজসা॥
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানস্তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ।
তাম্রলিপ্তীং তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্টসংজ্ঞকং॥
লোহিত্যং কীচকঞ্চৈব সপ্তগ্রামং তথৈব চ।
হেড়ম্বং বঙ্গদেশঞ্চ তথা কোচকমেব চ॥
পুরীঞ্চ স্থাপয়ামাস মর্কতং সুমনোহরম্।
পালীবৃতং তথা গৌড়ং ভুবনেশ্বরসংজ্ঞকম্॥
রাজাপুরং তথা জ্ঞেয়ং কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥" (মিশ্রকারিকা)

(৩) "সাম্রাজ্যং বুভুজে রাজা ন তু প্রাপ সুখং ক্বচিৎ।

'মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! সৃষ্টির জন্য যজ্ঞের উৎপত্তি, কার্য্যের [illegible] যজ্ঞ। যজ্ঞ হইতে বিশ্ব, সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র এবং দ্রুপদনন্দিনী [illegible] যাজ্ঞসেনীও যজ্ঞ হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। অতএব পুত্রলাভের জন্য [illegible] যজ্ঞ করুন। রাজা কহিলেন, মন্ত্রিবর! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহাই [illegible] যাহাতে পুত্র হয়, এরূপ যজ্ঞ করিতে আমি অভিলাষী। সমস্ত [illegible] পুরোহিতদিগকে আহ্বান কর। তখন মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্! [illegible] অনেক বিঘ্ন দেখিতেছি, ব্রাহ্মণের জন্য আমি চিন্তিত হইয়াছি। কারণ [illegible] বেদজ্ঞ ও যজ্ঞকারক ব্রাহ্মণ নাই, পরাশর ও অলিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে [illegible] সুতরাং কিরূপে যজ্ঞ সমাধা হইবে?' তখন সেনাধিপ বীরবাহু বলিলেন [illegible] মন্ত্রিন্! চিন্তা কি? এখনও পৃথিবী ব্রাহ্মণহীন হয় নাই। অন্য দেশে [illegible] যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অভাব নাই। এই কলিকালে কান্যকুব্জ দেশ [illegible] সমৃদ্ধিসম্পন্ন, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গতুল্য ও বীরসিংহ নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত। ঐ [illegible] হইতে বঙ্গে যাহাতে ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, তাহার যত্ন করুন। তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। সেনাপতির কথা শুনিয়া রাজা সভাসদ্‌গণকে আদেশ করিলেন, শীঘ্র কান্যকুব্জে পত্রসহ দূত পাঠাইয়া দাও। (৪)

অপুত্রোঽচিন্তয়দ্রাজা কথং মে পরমা গতিঃ।
পুন্নামনরকাৎ ঘোরাৎ কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।
অনুষ্ঠানং করিষ্যামি দৈবস্যাতঃ সুতাপ্তয়ে॥" (মিশ্রকারিকা)

(৪) "সৃষ্ট্যর্থং মখমুৎপন্নং কার্য্যস্য কারণং মখম্॥
যজ্ঞাচ্চোৎপাদিতং বিশ্বং যজ্ঞো হি ফলদঃ স্মৃতঃ।
যজ্ঞাচ্চোৎপাদিতো বিষ্ণু রাঘবো রঘুবংশজঃ॥
যাজ্ঞসেনী অভূৎ যজ্ঞাৎ কমলা দ্রুপদাত্মজা।
অতোঽর্থং পুত্রলাভায় কুরু যজ্ঞং যথাবিধি॥
(রাজোবাচ) যদুক্তং হি ত্বয়া মন্ত্রিন্ তৎ করোমি বিধানতঃ।
যজ্ঞং কর্ত্তুং তমিচ্ছামি যেন পুত্রঃ প্রজায়তে॥
আহ্বানং কুরু সর্ব্বেষাং বহ্বনাং ঋত্বিজাং তথা।"

[illegible] রাজাজ্ঞায় বলাহক নামে এক ভাট দূত হইয়া পত্র লইয়া চলিল। পত্রের মর্ম্ম [illegible] "আমি অপত্যহীন বলিয়া ভীত ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছি। আপনি [illegible] পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও যজ্ঞবিঘ্নকারীকে নিহত করিতে পারেন, [illegible] দ্বিজগণকে আমার রাজ্যে পাঠাইয়া দিবেন।"

[illegible] ভাট পত্র আনিয়া কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের হস্তে প্রদান করিল। পত্র [illegible] করিয়া কনোজপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উত্তরপ্রদানের জন্য নিজ [illegible] প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তদনুসারে ভাট উঠিয়া বলিল, দূত! তোমার [illegible] নিশ্চয়ই মূর্খ, বঙ্গদেশ যে পতিত, তাহা কি তুমি কখন শুন নাই? অঙ্গ, [illegible], কলিঙ্গ, মগধ ও সুরাষ্ট্রে তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে পুনরায় সংস্কার [illegible] আবশ্যক। অতএব বঙ্গদেশে কখনই দ্বিজগণ গমন করিবেন না। যাও! তোমার রাজাকে বলিও যে, তাঁহার প্রার্থনা অসঙ্গত। বলাহক তাহা শুনিয়া [illegible] দেশে ফিরিয়া আসিল ও বীরসিংহ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নৃপতি সকাশে [illegible] বলিল। দূতের কথা শুনিয়া মহাবল আদিশূর বীরবাহুর প্রতি যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন ও কহিলেন, 'বীরসিংহ তৃণাপেক্ষাও নীচ, কিজন্য তাহার এত গর্ব্ব। সে বোধ হয়, আমার বীর্য্যবল জানে না। আমি ক্ষত্রিয়নৃপতি, বীর [illegible] নৃপতি, হেড়ম্ব, তাম্রলিপ্ত ও কোচক জয় করিয়াছি। সে কি জানে না, বীর-

---

(মন্ত্র্যুবাচ) পশ্যামি দুস্তরং বিঘ্নং যজ্ঞকর্ম্মণি ভূপতে।
চিন্তিতোঽহং দ্বিজার্থায় যজ্ঞসংস্থাপনায় চ॥
বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঽস্তি বেদজ্ঞো যজ্ঞকারকঃ।
পরাশরালিকাঃ সন্তি কথং যজ্ঞো ভবিষ্যতি॥"
(রাজোবাচ) কথং চিন্তয়সে মন্ত্রিন্ বিপ্রহীনা ন চ ক্ষিতিঃ।
দেশান্তরে হি জাগ্রন্তি বেদজ্ঞা যজ্ঞকারিণঃ॥
কলাবস্মিন্ কান্যকুব্জং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্।
স্বর্গলোকসমং মর্ত্ত্যে বীরসিংহেন শাসিতম্॥
যেন বিপ্রাগমিষ্যন্তি বঙ্গে তদ্ যত্নমাচর।
তৈর্হি যজ্ঞঃ সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
সেনাপতিবচঃ শ্রুত্বা প্রাহ রাজা সভাসদান্।
প্রেরয়স্ব দূতং শীঘ্রং কান্যকুব্জে সপত্রকম্॥

ভোগ্যা বসুন্ধরা। বীরবাহু! আমি জানি, তুমি মহাবীর ও রথিগণের অগ্র[illegible] যেমন বজ্রের নিকট শলভ, তোমার নিকট বীরসিংহও তদ্রূপ। তুমি যুদ্ধ[illegible] করিয়া কান্যকুব্জ জয় কর। আমার যশ, গৌরব ও সৎকীর্ত্তি স্থাপন কর। (৫)

অনন্তর মহারথ বীরবাহু সন্তুষ্টচিত্তে চতুরঙ্গ বল সহ কান্যকুব্জে উপস্থিত [illegible]লেন এবং প্রিয়ম্বদ নীতিজ্ঞ দূতকে পাঠাইয়া দিলেন। দূত কালবিলম্ব না [illegible]

(৫) কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দূতস্তু বিনয়ৈঃ সহ।
অভিবাদ্য চ রাজানং প্রদদৌ যত্নতো লিপিম্॥
পঠিত্বা লিপিসম্বাদং ভূত্বা ক্রোধান্বিতো নৃপঃ।
ইঙ্গিতং কৃতবান্ ভট্টে উত্তরার্থায় সত্বরম্॥
পতিতো বঙ্গদেশস্তু ন শ্রুতং কিং ত্বয়া কচিৎ?
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥
অতো বঙ্গাখ্যদেশে তু গমিষ্যন্তি ন বৈ দ্বিজাঃ।
কথয়িষ্যসি ভূপালে অস্ত্রেয়ং প্রার্থনা বৃথা॥
বলাহকো হি তৎ শ্রুত্বা স্বদেশে পুনরাগতঃ।
প্রত্যুবাচ নৃপস্তাগ্রে বীরসিংহো যদুক্তবান্॥
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা আদিশূরো মহাবলী।
বীরবাহুং প্রতি প্রাদাদনুজ্ঞাং যুদ্ধহেতবে॥
(রাজোবাচ) শৃণু সেনাপতের্বীর বীরসিংহোত্তরং যথা।
পতিতো বঙ্গদেশো মে নীচোঽহং মূর্খতাং গতঃ॥
বীরসিংহস্তৃণাৎ খর্ব্বঃ কথং গর্ব্বেণ গর্ব্বিতঃ।
ন জানাতি স মদ্বীর্য্যং তেন গর্ব্ব ইতোঽধিকঃ॥
অহঞ্চ ক্ষত্রভূপালঃ শূরশ্চৈকশ্চমূপতিঃ।
হেড়ম্বতাম্রলিপ্তাখ্যো কোচকশ্চ জিতো ময়া॥
নঃ শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপান্নিখিতাপি বা।
খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা॥
জানামি ত্বাং মহাশূর রথিনাঞ্চ মহারথিম্।
মমাগ্রে বীরসিংহশ্চ বজ্রাগ্রে শলভো যথা॥
যুদ্ধার্থং কুরু সজ্জঞ্চ কান্যকুব্জজয়ং কুরু।
স্থাপয়স্ব সুকীর্ত্তিং তে গৌরবঞ্চ যশো মম॥

[illegible] বীরসিংহের সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইল, রাজন্! আমি যে জন্য [illegible], তাহা জানাইতেছি। বঙ্গাধিপ মহাবীর পুরুষ, সংগ্রামে অজেয়, বহু [illegible]লের অধিপতি, মহামানী ও মহাবলী; তিনি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করিবার ইচ্ছায় [illegible] পাইবার জন্য আপনার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। আপনি বিনা দোষে [illegible] তাঁহার দূতকে অবমাননা করিয়াছেন? এই কারণে সেনাপতি বীরবাহু [illegible] বল লইয়া আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। তিনি যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণ [illegible]দি চাহিতেছেন, হয় তাহা প্রদান করুন, নচেৎ যুদ্ধ দিন, অথবা যাহা ইচ্ছা [illegible] করুন। (৬) দূতের কথা শুনিয়া মহাবীর বীরসিংহ ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন, [illegible] চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। উত্তর দিবার জন্য তাঁহার দূতকে ইঙ্গিত করিলেন। তখন কনোজরাজদূত ভার্গব উঠিয়া বলিল যে 'দূত তুমি অবধ্য, নচেৎ এখন [illegible] তোমার জীবন থাকিত। যাও, তোমার রাজাকে গিয়া বল, তিনি যথাসাধ্য [illegible] যুদ্ধ করুন। তখন গৌড়দূত গৌড়-সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া [illegible] কথা জানাইল। আর বিলম্ব সহিল না। উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম উপস্থিত [illegible]ল। তিন দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া সেনাধিপ বীরবাহু ভূতলশায়ী হইলেন। [illegible]বিলম্বে মহারাজ আদিশূরের নিকট সংবাদ গেল।

(৬) ততঃ সন্তুষ্টমনসা বীরবাহুর্মহারথঃ।
অগমৎ কান্যকুব্জে তু চতুরঙ্গবলৈঃ সহ॥
প্রেষয়ামাস দূতং স্বং নীতিজ্ঞঞ্চ প্রিয়ম্বদম্।
ত্বরিতং গতবান্ দূতো বীরসিংহস্য সন্নিধৌ॥
(দূতোবাচ) শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি যদর্থমহমাগতঃ।
বঙ্গেশ্বরো মহাশূরঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ॥
অধিপো মণ্ডলানাঞ্চ মহামানী মহাবলী।
পুত্রেষ্টিং কর্ত্তুমিচ্ছন্ স ব্রাহ্মণার্থং তবাগ্রতঃ॥
দূতং পত্রিকয়া সার্দ্ধং প্রেষয়ামাস ভূপতিঃ।
কিমর্থং তস্য দূতস্য অপমানং ত্বয়া কৃতম্॥
অতঃ সেনাপতির্বীরো বীরবাহুঃ সমাগতঃ।
চতুরঙ্গবলৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থঞ্চ ত্বয়া সহ॥
যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদীংশ্চ নরাধিপঃ।
নো চেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥

'বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া গৌড়াধিপ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্যসহ হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। হেড়ম্বপতি (কাছাড়রাজ) মহাবীর ও কূটযুদ্ধবিশারদ। তিনি কান্যকুব্জে আসিয়া দেখিলেন, কনোজরাজ গোব্রাহ্মণ-ভক্ত। অতএব তিনি কূটনীতি অবলম্বন করিয়া, শত শত নীচ লোককে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোবাহনে সমরাঙ্গণে উপস্থিত করিলেন। কনোজের সেনাধ্যক্ষগণ তদ্দৃষ্টে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার নিকট গিয়া এই অদ্ভুত সংবাদ জানাইলেন। তখন আর কনোজরাজ কি করেন, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণকে পাঠাইবার জন্য অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন। হেড়ম্ব-পতি কালবিলম্ব না করিয়া সেই পত্র লইয়া আদিশূরের নিকট আসিলেন ও অঙ্গীকার লিপি প্রদান করিলেন। লিপিপাঠ করিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ও হেড়ম্বপতির বারবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আর সেই সাতশত সৈনিক পুরুষকে বর দিলেন, 'তোমরা আমার আদেশে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ হইলে' তখন হইতে তাহারা সপ্তশতী নামেই বিখ্যাত হইল। (৭)

(৭) হেড়ম্বাধিপতিঃশূরো কূটযুদ্ধবিশারদঃ।
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা কান্যকুব্জমুপাগমৎ॥
জ্ঞাত্বাসৌ কূটধর্ম্মজ্ঞঃ বৈরকর্ম্মবিশারদঃ।
কান্যকুব্জপতিং ধীরং গোবিপ্রপ্রতিপালকম্॥
চক্রঞ্চ কল্পয়ামাস ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিতম্।
সসর্জ সৈনিকান্ সর্ব্বান্ গবারূঢ়ান্ মহাবলান্॥
ততঃ সপ্তশতা গত্বা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবাঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ॥
নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানা সজ্জসমন্বিতাঃ।
আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং সিংহনাদৈরণাজিরে॥
দৃষ্টৈতদ্ বিস্ময়ং প্রাপুঃ কান্যকুব্জবলাস্তদা।
কিং কর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভিরিতি চিন্তামুপাগতাঃ॥
বিনিবৃত্য রণাৎ সর্ব্বে গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।
গত্বা তূর্ণং নৃপস্যাগ্রে কথয়ামাসুরদ্ভুতম্॥

শুভক্ষণে রাজা যজ্ঞায়োজন করিলেন। দিগ্‌দিগন্তরে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। মহাবীর বীর কান্যকুব্জাধিপতি আপনার পণ্ডিতগণকে বঙ্গেশ্বরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও নিমন্ত্রণ জানাইয়া, যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য দশজন দ্বিজকে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ দশজনের মধ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের শিষ্য পাঁচজন প্রধান (কায়স্থ)। কায়স্থপঞ্চক গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং ব্রাহ্মণপঞ্চক গোযানে আরোহণপূর্ব্বক চর্ম্মপরিবৃত সৈনিকবেশে ও পুত্রভার্য্যাদি সহ আগমন করিলেন।*

ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র নিজ কুলরামে আদিশূরের পরিচয় দিয়াছেন,—মাধবশূরের পুত্র গৌড়েশ্বর আদিশূর বিজয়ী, বাহুবলে বৈরিকুলদলনকারী, সদ্বংশপ্রসূত, দাতা ও বদান্য নরবর ছিলেন। নানা বিদেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার পদে মুকুটমণ্ডিতমস্তক অবনত করিয়াছিলেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি নানা দেশ বিদেশের নৃপগণ, কর্ণাট, কর্ণকল্প, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃসমান্বিত কামরূপ, মাগধ, মালব ও জাহ্নব জনপদের নৃপ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। কাশী ও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা ভিন্ন আর সকলেই তাঁহার সৈন্যাধিকারী বা সামন্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি একদিন দূতকে কহিলেন, হে দূত!

শ্রুত্বৈতৎ বীরসিংহস্তু ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
সখ্যত্ব মকরোদ্রাজা বঙ্গেন সহ তৎক্ষণাৎ॥
ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ।
অঙ্গীকারং তদা কৃত্বা লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ॥
হেড়ম্বাধিপতিস্তূর্ণং গৃহীত্বা লিখনং মুদা।
প্রত্যাগতস্ততো বঙ্গে আদিশূরস্য সন্নিধিং॥
কথয়িত্বা যথাবৃত্তং লিখনং প্রদদৌ নৃপে।
মহাচক্রি মহাশূরঃ কূটনীতিবিশারদঃ॥
পঠিত্বা লিখনং রাজা হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
হেড়ম্বাধিপতিং বীরং প্রশংসসে মুহুর্মুহুং॥
বরং সপ্তশতেভ্যোঽসৌ সৈনিকেভ্যো দদৌ মুদা।
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া॥
সপ্তশতীতি বিখ্যাতস্তেঽলিকা প্রাভবন্ তদা।"

(মিশ্রকারিকা)

* কায়স্থ-পত্রিকা ৩৯-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তুমি শীঘ্রই আমার হইয়া কাশীরাজের নিকট যাও, গিয়া বল, আমার রাজাকে [illegible] ভজনা করুন, নচেৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। (১) রাজাদেশ শুনিয়া দূত শীঘ্রই কা[illegible] গমন করিল ও কাশীরাজের দ্বারদেশে গিয়া রাজাকে সংবাদ জানাইল। [illegible] রাজা দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দূত যথাযোগ্য কৃতাঞ্জলিপুটে [illegible] করিয়া রাজার প্রভাব ও কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible] হইতে কি কারণে আসিয়াছ, বল। তখন দূত সত্বর হইয়া বলিতে লাগিল, [illegible] রাজকুলতিলক আদিশূরের দূত। তাঁহারই আদেশক্রমে আপনার সভায় আ[illegible]য়াছি। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, হয় তাঁহাকে কর দিন, নচেৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত [illegible] দূতের কথা শুনিয়া রাজা বীরসিংহ মহা ক্রুদ্ধ হইলেন। দূতের প্রতি স[illegible] শ্লেষোক্তি করিতে লাগিল। (২) বীরসিংহের দূত আদিশূরের দূতকে সম্বোধন ক[illegible]

(১) "গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরো নানাবিদেশনৃপতেমুকুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ।
জেতা বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনঃ দাতাবদাতকুলমাধবশূরসূনুঃ॥
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরানান্তর্দেশান্ বিদেশান্।
কর্ণাটং কর্ণকল্পং নরবরভটকৈরম্বিতং কামরূপম্॥
সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং জাহ্নবঞ্চ।
কাশী ইন্দ্রস্থলাস্তং নৃপমপি সহসা তস্য সৈন্যাধিকারী॥

স চৈকদা দূতমাহ।

রে রে দূত সুবুদ্ধিমন্ মম কৃতে কাশীন্দ্রমাশু ব্রজ।
তস্মৈতৎ কথয়স্ব মন্নৃপবরং তূর্ণং ভজস্বেরিতম্॥
নো চেদেবমথাস্তু কর্ত্তুমতুলং যুদ্ধং সুসজ্জস্ব ভোঃ।
যেনাহং বিদলীকরোমি চ বলং দন্তীব রম্ভাবনম্॥

(২) আকর্ণ্য বাক্যং স নরেন্দ্রযোজ্যং যয়ৌ দ্রুতং দূতবরশ্চ কাশ্যাম্।
দ্বারস্থলং বীক্ষ্য চ তস্য রাজ্ঞঃ প্রোবাচ মাং জ্ঞাপয় হে নরেন্দ্র॥
কলয় কলয় রাজন্মদ্বচো বীরসিংহ ত্বয়ি কথয়িতুমাস্তে চাদিশূরস্য দূতঃ।
কুত ইতি সহসা ত্বং দূতমত্রানয়স্ব বিহিতমিদমবোচৎ চাশু রাজ্ঞঃ সভায়াম্॥
অথ নৃপবরমগ্র্যং রাজসিংহাসনস্থং তরুতুরগগজেন্দ্রৈরাজভিঃ পত্তিভিশ্চ।
দ্রুহিণবদনজাতৈর্বেষ্টিতপ্রান্তদেশং দ্বিজনরকুলমৌক্যৈর্দর্শয়ামাস দূতম্॥
রাজানং তং নমস্কৃত্য যথাযোগ্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
সভাপ্রভাবং কীর্ত্তিঞ্চ রাজ্ঞোঽসৌ বক্তুমর্হসি॥…

[illegible]ল, রাজা বীর-সিংহের নিকটে আদিশূর-করী কি করিতে পারে? মত্ততার বশবর্ত্তী [illegible] নিজেকে বীরের ন্যায় বুঝিয়া বৃথা তাহার গর্জ্জন!" অতঃপর রাজা বীরসিংহ (আদিশূরকে) এই মর্ম্মে পত্র দিলেন, "রাজা আদিশূরের স্বস্তি হউক। শ্রীমন্ বীর [illegible]পতে! যদি তোমার যুদ্ধ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সত্বর সৈন্য সামন্ত [illegible] স্বয়ং আগমন কর। 'দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত' তোমার রাজ্য আমার ন্যায় লোকের নিকট কখনই মান্য নহে।" তখন সেই বিচক্ষণ দূত বীরসিংহকে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার পত্র লইয়া আদিশূরকে নমস্কার করিয়া পত্রের বিষয় জ্ঞাপন করিল। ৩ [illegible]নানৃপতিসমধিষ্ঠিত মহারাজ আদিশূর পত্র শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ-[illegible]র আয়োজন করিলেন। রাজার যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া তাঁহার বিশ্ববিজয়ী

কস্ত্বং প্রস্থাপিতঃ কেন কুতো বা ব্রূহি তদ্ধ্রুবম্।
ইতি রাজ্ঞা স পৃষ্টোঽসৌ ততঃ প্রোবাচ সত্বরম্॥
দূতোঽহং নৃপবংশমৌক্তিকমণিশ্রীলাদিশূরস্য বৈ
তস্যাজ্ঞামধিগম্য সাম্প্রতমিহায়াতঃ সভায়াং তব।
তস্যাকর্ণয় দেহি যৎ সমুচিতং শীঘ্রং করং কাময়ে
নোচেৎ শক্তিসমন্বিতো ভব ময়া যুদ্ধায় ভূপাত্মজ॥
তচ্ছ্রুত্বা বীরসিংহঃ ক্রোধেনায়তনয়নো বভূব
বীরসিংহনয়নোপদেশতঃ কৌশলং কিমপি চিন্তয়ংস্তদা।
আদিশূরনৃপচক্রবর্ত্তিনো দূতমাক্ষিপত কোঽপি কোপতঃ॥

(৩) বীরসিংহদূতোঽপি আদিশূরদূতং প্রতি আহ।
মত্ততাবশগতেন সন্ততং বীরভাবমধিগম্য গর্জ্জিতং,
বীরসিংহনৃপসন্নিধাবসাবাদিশূরকরিণা কিমকারি॥

ততো বীরসিংহেন লিপিঃ ক্রিয়তে।

স্বস্তি শ্রীযুতকাদিশূরনৃপতৌ বর্গে সমুজ্জৃম্ভতে
শ্রীমন্‌বীরমহীপতে যদি ভবান্ যুদ্ধং ময়া সজ্জতে।
আগচ্ছ স্বয়মত্র সম্প্রতি তদা সামন্তসৈন্যান্বিতো
রাজ্যং তে দ্বিজবেদযজ্ঞরহিতং নো মান্যমস্মাদৃশৈঃ॥
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরং নৃপং নত্বা জ্ঞাপয়ামাস তাং ধ্রুবম্॥
শ্রুত্বা রোষবশাদশেষনৃপতিশ্রেণীসমধ্যাস্থিতো
যোদ্ধা যোদ্ধুমলং চকার নৃপতিঃ শ্রীলাদিশূরঃ স্বয়ম্॥

অমাত্য এই কথা বলিলেন, হে প্রভো! আপনি বিশ্রাম করুন, দ্বিজগণকে দলভুক্ত করিয়া আমরাই যুদ্ধ করিব। তখন দূত রাজাকে বলিল, "আমার এই যে, আপনি কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনিয়া বৃষে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া দিন। গো-ব্রাহ্মণ দেখিয়া আর সেই রাজা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় হইবে।" তখন রাজা আদিশূর স্বরাজ্যবাসী নিরগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন, "আপনারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গবারোহণে বীরসিংহপুরে গিয়া সাগ্নিকব্রাহ্মণ আনয়ন করুন। যদি সেই রাজা সহজে ব্রাহ্মণ না দেন, তাহা হইলে আপনারা তাঁহার রাজ্যনাশ করিবেন।" বিপ্রগণ বলিলেন, "আপনার কথা শাস্ত্রসঙ্গত নহে। গবারোহণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং আমরা সম্মত হইতে পারি না।" আদিশূর কহিলেন, "আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি, সাধুকার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে বৃষারোহণ জন্য দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" রাজার আশ্বাসবাক্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ গোবাহনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে ধনুর্ব্বাণধারী বৃষাধিরূঢ় সেই সপ্তশত দ্বিজ বীরসিংহপুরে যুদ্ধার্থ প্রবেশ করিলেন। (৪) তাঁহারা সকলে বীরসিংহের

(৪) দৃষ্ট্বা তাবদমাত্যবিশ্ববিজয়ী প্রোবাচ বাচং বিভো
বিশ্রামং কুরু তে দ্বিজং নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যামহে ॥
শ্রুত্বামাত্যবচঃ সসজ্জিতমহাসৈন্যসঙ্গী প্রতস্থে
দূতস্তত্রাহ রাজন্ কুরু মম বচনাদদ্য বিশ্রামমত্র ॥
নেতব্যং ছদ্মভাবং বলমিদমখিলং বীরসিংহদ্বিজেন্দ্রৈঃ
শূদ্রাগর্ভেষু জাতা নরবর ভবতস্তত্র ক্ষিপ্রে পতঙ্গাঃ।

ততো দূতো রাজানমাহ;

তস্মাত্বং দ্বিজবর্য্যমানয় ততোযুক্তির্ময়া দীয়তে
যাস্যন্ত্যেতে বৃষবাহনেন সহসা যুদ্ধায় জাতোদ্যমাঃ।
গত্বা তত্র সমাচরন্তু সহসা তদ্রাজ্যভগ্নং কুরু
নদ্রোহঃ ক্রিয়তে চ তেন নৃপতে গোব্রাহ্মণানাং যতঃ ॥

ততো রাজা আদিশূরো নিজদেশস্থ-নিরগ্নিকব্রাহ্মণান্ আহূয় আজ্ঞাপয়ামাস। যূয়ং গবারোহণে শস্ত্রবন্তঃ বীরসিংহপুরে গত্বা সাগ্নিকব্রাহ্মণান্ আনয়ত। যদি স রাজা সহজেন ব্রাহ্মণান্ ন দদ্যাৎ তদা তদ্রাজ্যনাশো ভবদ্ভিঃ কার্য্যইতি। ততো বিপ্রা উচুঃ—

রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দূত গিয়া রাজাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, "বৃষারূঢ় বিপ্রগণ আপনার রাজ্যনাশ করিতেছে, এখন ব্রাহ্মণ দান করিয়া আপনার রাজলক্ষ্মীকে রক্ষা করুন।" রাজা সেই অপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া (সাগ্নিক) ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "আপনারা পরিজন সহিত গৌড়দেশে গমন করুন।" (বীরসিংহের আদেশে পঞ্চ সাগ্নিক) ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ও অসি লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বীরসিংহ কোলাঞ্চদেশ হইতে গৌড়ে আদিশূরপুরে আগমন করিলেন। (৫) তাঁহারা আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। রাজাও তাঁহাদের বাসার্থ পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

—কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে যে নিরগ্নিক ব্রাহ্মণেরা গোরুতে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম হইতে

রাজংস্তদ্বচনং ন বৈধবচনং যদ্গবারোহণং তৎ
কর্ত্তুং নৈব হি সম্মতা বয়মহো নো সাধয়েৎ পীড়নম্।
কর্ত্তারো যদি কর্ম্মধর্ম্মরহিতং কুৎসিতং রাজবাক্যাৎ
স্থানং তত্র ন চাত্র ভূসুরকুলে কর্ম্মণঃ কুত্র চ স্যাৎ ॥

আহ আদিশূরঃ—

আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে সাগ্নিকা বিপ্রবর্য্যা
গোবাহাদিষু দোষতঃ খলু ময়া মোচিতাঃ সাধুকার্য্যাঃ।
যুষ্মৎকার্য্যবিধিঞ্চ তৈঃ সমমহং সঙ্কারয়িষ্যে হিতং
যুষ্মৎ সন্নিহিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতম্ ॥

ততো রাজবাক্যং শ্রুত্বা সপ্তশত-পরিমিতব্রাহ্মণা গবারোহণেন চেলুঃ রাজ্ঞ আজ্ঞয়া।
পৃষ্ঠস্থলে বাণধনুর্দধানাঃ বৃষাধিরূঢ়াঃ সমরে নিবিষ্টাঃ ॥

(৫) দ্বিজাতয়ঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ শ্রীবীরসিংহস্য পুরে প্রবিষ্টাঃ।
ততস্তত্র তে গত্বা রাজ্যনাশং প্রচক্রুঃ তদ্দৃষ্ট্বা বীরসিংহস্য দূতো বিজ্ঞাপয়ামাস নৃপম্।

বৃষারূঢ়া বিপ্রাঃ ক্ষিতিতলে ভবতো রাজ্যনাশং প্রচক্রুঃ
দ্বিজোদেয়াস্তেভ্যস্তবধরনিভৃৎ মন্ত্রিণা চৈবমুক্তম্ ॥
সমাহূয় স্বীয়ং দ্বিজবরমসৌ ভূপতিস্তং বভাসে
প্রযাহি ত্বং গৌড়ে সহ পরিজনৈর্দীয়তে তত্র বৃত্তিঃ ॥

আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণ-কোদণ্ডরম্যকবচাদিশর রবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি গৌড়ে রাজাদিশূরপুরতোজ্জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ ॥"

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।)

তাহারও আভাস পাওয়া যায়। বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন, "অনন্তর রাঢ়ীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের আনয়নের কারণ স্বরূপ নিরগ্নিক সপ্তশত ব্রাহ্মণ বৃষারোহণ কুকর্ম্মজনিত পাতক হেতু পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল ২৮ জন [illegible] জীবিত ছিলেন। রাজা আদিশূর সেই ২৮ জনকেও গ্রাম দান করিয়াছিলেন।"*

রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, "মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধিপতি ছিলেন, কাশীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার স্পর্দ্ধা ছিল। তাঁহার সম্মান ও দান [illegible] দেখিয়া কাশীরাজকে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আদিশূরের [illegible] সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিন্দিত স্বরাজ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে অভিলাষী হইলেন। তাহাতে কোলাঞ্চদেশ হইতে জ্ঞানী ও তপঃনিরত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পাঁচজন ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন।" †

আবার বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—'পুরাকালে সজ্জন ও পুণ্যবানের আশ্রয় কান্যকুব্জবাসী নৃপতিশ্রেষ্ঠ চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নামে এক পুণ্যশীলা কন্যা ছিলেন। সেই চতুরা চান্দ্রায়ণব্রতচারিণী রাজকন্যা মহাপ্রতাপশালী বিখ্যাত পৃথিবীপতি আদিশূরের মহিষী। কোন সময়ে আহূত হইয়া তাঁহার নিকট কেহ স্বর্ণ-কৌশিক, কেহ রজত-কৌশিক, কেহ কৌণ্ডিন্য-কৌশিক, কেহ ঘৃতকৌশিক, [illegible] বা কৌশিক এইরূপ পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজমহিষী চন্দ্রমুখী (তাঁহাদিগকে) বলিয়াছিলেন, হে ভূদেবগণ! আমার ব্রতানুষ্ঠানার্থ [illegible] করুন, অগ্নি প্রজ্বলিত করুন ও বরুণকে আবাহনপূর্ব্বক ঘটস্থ করুন। সেই দ্বিজগণ বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণমুখোদ্ভব অগ্নির বিষয় অবগত নহি। রাজপত্নী [illegible] কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পিতার ইচ্ছা হইলেও ব্রাহ্মণহীন দেশে কিরূপে বাস করিব।" তখন রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্ [illegible] ব্রাহ্মণ আনিয়া স্ত্রীর ক্রোধ শান্তি করিলেন। *

প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য দেবীবর আদিশূরকে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত এবং রাঢ়, গৌড়, [illegible] ও বঙ্গদেশের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। † অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা-

---

* "ততো রাঢ়ীয়-সাগ্নিক-ব্রাহ্মণানয়ন-কারণীভূত-নিরগ্নিক-সপ্তশত দ্বিজা প্রায় এব গবারোহণাদি কুকর্ম্মজনিতাত্যন্তপাতকতয়া পঞ্চত্বং প্রাপ্তা স্তেষাং মধ্যে অষ্টাবিংশতিপরিমিতাঃ সন্তি। তেভ্যঃ (রাজা) অষ্টাবিংশতিগ্রামান্ দদৌ।" (কুলরাম)

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ ৮৬ পৃষ্ঠায় সেই ২৮ খানি গ্রামের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

† "পঞ্চগৌড়াধিপস্তাস্য স্পর্দ্ধা কাশীশ্বরেণ চ।
সম্মানেন চ দানেন কাশীশ্বরমধঃকৃতঃ॥
কিন্তু সাগ্নির্মহাদ্যাপি বিপ্রৈর্দ্যৈবিকলা সভা।
মনস্বী তেন ভূপোঽয়ং ভূদেবৈর্নিন্দ্যরাজ্যকঃ॥
মতিশ্চক্রে তদানেতুং গৌড়রাজ্যে দ্বিজোত্তমান্।
কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চবিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশ মেধাতিথিশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
[illegible]" হরিমিশ্র

* "নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা
সৎপুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চসমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥
চন্দ্রমুখী উবাচ।
গায়ত বেদং পূরয়তেদং মদ্‌ব্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভীগতো কুরুতাবনীদেবাঃ॥
বিপ্রা ঊচুঃ।
বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদং দ্বিজাস্যোদ্ভবো ন শ্রুতোঽগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিযোষা বচনমবোচৎ বহুতররোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ॥"
(গৌড়ে-ব্রাহ্মণধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা)

† "অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ॥ এতেষাং নৃপতিশ্চৈব"
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর)

কারও বৈদ্যকুলজীর প্রমাণে লিখিয়াছেন, "তিনি শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্ত, [illegible] ও অম্বষ্ঠকুলে প্রথম রাজা বলিয়া আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" *

আবার সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বংশীবদন-বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা দেখা যায়—'গৌড়াধিপ আদিশূরের অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইল। [illegible] একদিন সভাস্থলে মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্রত-যজ্ঞাদি কিছুই করি নাই। এখন [illegible] অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিব। কোথায় বেদপারগ সাগ্নিক বিপ্রগণ অবস্থান করেন, [illegible] আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। এক ব্রাহ্মণ কহিলেন, [illegible] কুব্জে বেদপারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করেন। তথা হইতে পাঁচজন [illegible] আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।' † আবার কোন কোন কুলজীতে আদিশূরের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, 'বিশুদ্ধ চন্দ্রবংশে কবিশূরের পুত্র মাধব জন্ম [illegible] করেন। এই মাধবের পুত্র ক্ষিতিতলবিজয়ী আদিশূর।' ‡

কুলগ্রন্থসমূহ হইতে আদিশূর সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, [illegible] একে একে উদ্ধৃত হইল। তদ্দ্বারা আদিশূরের জাতি সম্বন্ধে এই মাত্র [illegible] যাইতেছে যে, তিনি চিত্রগুপ্তবংশীয় অম্বষ্ঠ§, আবার কাহারও মতে তিনি [illegible] বংশীয় ক্ষত্রিয়। এখন দেখা যাউক সে সময়ের সাময়িক ইতিবৃত্ত হইতে আদিশূরের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

---

* "অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতিঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্ত-
স্তস্মান্নাম্নাআদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব।"
(অম্বষ্ঠসম্বাদিকাধৃত বৈদ্যকুলজী)

† "অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাং ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয়যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
বিপ্রউবাচ। কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥" (৺বংশীবদনঘটক-সংগৃহীত)

‡ "শুদ্ধশ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূরতনয়ো মাধবো মাধবেন।
তস্য শ্রীলাদিশূরঃ ক্ষিতিতলবিজয়ী॥" (এডুকেশন গেজেট ৩৭ সংখ্যা [illegible])

§ আগামীবারে প্রকাশ্য 'চিত্রগুপ্ত-বংশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ *)

মহারাজ আদিশূর যে সময় কান্যকুব্জ হইতে স্বীয় যজ্ঞার্থ পঞ্চ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ [illegible] পঞ্চ কায়স্থ (ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়) বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, কাহারও কাহারও মতে, তৎকালে বঙ্গদেশে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের আগমন হয় নাই। আদিশূর যে পাঁচ জন কায়স্থ আনয়ন করেন, যজ্ঞ-সমাপনান্তে তাঁহারা আবার দেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু তাঁহাদের কান্যকুব্জসমাজ বঙ্গদেশে গমন হেতু তাঁহাদিগকে পুনরায় স্বীয় সমাজে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন বলিয়াই হউক, কিংবা অপর যে কোন কারণেই হউক, তাঁহাদিগকে পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই মতানুসারে—তাঁহাদের পরে, পাঁচ জন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, আপনাপন পাঁচ জন ভৃত্য ও পঞ্চ পুরোহিত সঙ্গে লইয়া বঙ্গে আদিশূরের সভায় আগমন করেন।

ইহার মত-পোষক একটী বচনও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। যথা,—

"বিপ্র পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ করণ পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চকে উপনীত আদিশূরের ভবন।"

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের মূল পুরুষদিগের নামের সহিত উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সকল মূলপুরুষদিগের নামের ঐক্য নাই ও পর্য্যায়গণনাতেও বিলক্ষণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং জাতিগত ভিন্নতা না থাকিলেও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ সাম্প্রদায়িক হিসাবে মূলতঃ ভিন্ন বোধ হয়।

---

* কায়স্থ-পত্রিকায় অপর তিন সমাজের বিবরণ লিখিত হইলেও উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কোন বিবরণ অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলাচার্য্য পণ্ডিত সৃষ্টিধর ঘটক বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলজিগ্রন্থ লিখিতেছেন, সে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের অবশ্যজ্ঞাতব্য, অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ থাকিবে, আশা করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইল।

করণ শব্দ শ্রীকরণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় অর্থে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঘটককারিকাতেও কায়স্থ ও করণ তুল্যার্থে ব্যবহৃত।

বঙ্গদেশে নবাগত পঞ্চ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সৌকালীন গোত্রজ সোম ঘোষ—ইনি ঘোষবংশের আদিপুরুষ। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে ইহাঁর আদি বাস অযোধ্যা বলিয়া বর্ণিত আছে। ... আগমন করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জজান গ্রামে বাস করেন। ইঁহার স্থাপিত প্রয়াগের সোমেশ্বর শিব ও জজানের সোমেশ্বর মহাদেব ও সর্ব্বমঙ্গলা কালিকামূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ও পূজিত হইতেছে। প্রয়াগের সোমেশ্বর মহাদেব, তথাকার পঞ্চ দেবতার অন্যতম দেবতা।

২। বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ—সিংহবংশের আদি পুরুষ। বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিংহেশ্বর গ্রামে বাস।

৩। মৌদগল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দাস—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বদ্দা গ্রামে বাস।

৪। কাশ্যপগোত্রীয় দেবদত্ত—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বিরামপুর গ্রামে বাস।

৫। বিশ্বামিত্রগোত্রীয় সুদর্শন মিত্র—বীরভূম জেলার অন্তর্গত মেহগ্রামে বাস।

ইহাঁরা সকলেই রাজার নিকট স্বীয় মর্য্যাদোচিত যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরিশেষে রাজপ্রদত্ত নিষ্কর ভূমিতে উত্তররাঢ় অঞ্চলে গঙ্গার নাতিদূরে এইরূপে স্বীয় সুবিধা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বাস করেন। কাল বৃদ্ধি সহ ইহাঁদের সন্তান সন্ততি পরে ১৩৩ খানি পৃথক্ গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন। বর্ত্তমান সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ সেই সকল গ্রামের নামে পরিচিত। অদ্যাপিও পরিচয় দিতে হইলে সেই সকল গ্রামের নামোল্লেখ করিতে হয়।

ইহাঁদের আগমনের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে কায়স্থের বাস ছিল। পরন্ত বঙ্গদেশে বাস হেতু তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে বৈদিক ক্রিয়াকলাপশূন্য ও সদাচার-পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। অর্থাৎ অধুনাতন কায়স্থদিগের যে দশা হইয়াছে, তৎকালে তাঁহারাও কতকটা সেই দশা প্রাপ্ত ছিলেন। নবাগত পঞ্চ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ তাঁহাদিগের শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কর ও কাশ্যপ এই চারিগোত্রের কায়স্থের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদানসূত্রে আবদ্ধ হন। নবাগত ৫ ঘর ও শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ,

কর ও কাশ্যপ এই ৪ ঘরে আড়াই ঘর, মোট সাড়ে সাত ঘর লইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ গঠিত হইয়াছে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালী কুলমর্য্যাদাতে আবদ্ধ নহেন বা ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার কিংবা নামশেষে দাস শব্দ কদাপি ব্যবহার করেন না। ইহাঁরা স্বীয় স্বজন-ঘটক ঘটককেশরীর দ্বারা স্বীয় কুলবন্ধন করিয়াছিলেন। অনাদিবর সিংহের অধস্তন পুরুষ মহাত্মা ব্যাসসিংহ মহারাজ বল্লালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ব্রাহ্মণসহ ব্যাসসিংহও নীচকুলোদ্ভবা স্ত্রীগ্রহণ অপরাধে বল্লালের বাটীতে ভোজন পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকার করেন। স্বীয় মন্ত্রী ব্যাসসিংহের এবংবিধ আচরণে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে করাত দ্বারা শিরশ্ছেদনের ভয় দেখান। কিন্তু ব্যাসসিংহ ক্ষত্রোচিত তেজস্বিতায় রাজাজ্ঞা অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করায় করাত দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হয়। তদবধি তিনি 'করাতিয়া ব্যাসসিংহ' নামে স্বীয় সমাজে পূজিত হন। জানি না, বঙ্গদেশের কোনও সমাজ এবম্বিধ অলৌকিক তেজস্বিতার পরিচয় দেখাইতে পারিয়াছেন কি না। ব্যাসসিংহের বৃদ্ধপিতা লক্ষীবর সিংহ তৎকালে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বীয় প্রাণ দিয়াও ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বৃদ্ধ লক্ষীবর সিংহ সমগ্র উত্তররাঢ়ীয় সমাজ কর্ত্তৃক কায়স্থগুরু নামে অভিনন্দিত ও কুলপতি আখ্যায় ভূষিত হন। তাঁহার অপর বিনায়ক সিংহ কান্দি প্রদেশের রাজা হন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কৌলীন্য কোনও নিয়মবিশেষে আবদ্ধ নহে। সুতরাং কুলীনদিগের কুলও ভঙ্গ হয় না। যদিও কুলীনদিগের পুত্র-কন্যার বিশেষতঃ কন্যার আদান প্রদান সমান ঘরেই হওয়া আবশ্যক, তথাপি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ব্রাহ্মণের বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের ন্যায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কৌলীন্য ভঙ্গ হয় না। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী ও বীরভূম উত্তররাঢ়ীয়দিগের স্থান। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণাই এই সমাজের প্রধান। সমাজের বাহিরে বাস করিলে কুলীনদিগের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয় এবং উপযুক্ত আদান প্রদান সত্ত্বেও কেবল সমাজচ্যুত বলিয়াই বিদেশবাসী কুলীনগণ সমাজে অপেক্ষাকৃত কম আদরণীয় হন। অবশ্য কৌলীন্য স্বভাবের কিছু ব্যতিক্রম হয় না।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজে কেবল ঘোষ ও সিংহ কুলীন। তন্মধ্যে আবার জীবধর

সিংহ, প্রভাকর সিংহ, নারদ সিংহ, শ্রীধর সিংহ, মাধব সিংহ ও গোবিন্দ [illegible] এই ছয়জনের বংশ ও ঘোষের মধ্যে রঘুপতি ঘোষ, বেণীমাধব ঘোষ, [illegible] ঘোষ, চক্রপাণি ঘোষ, রুক্মাঙ্গদ ঘোষ ও যুবরাজ ঘোষ এই ছয়জনের বংশ মুখ্য [illegible] বলিয়া গণনীয়। ইহাই ষট্‌কুল ও ইহাদের "ভাব" বা কৌলীন্য যোল [illegible] অর্থাৎ ইহারা Bluest of the blue.

উপরোক্ত দ্বাদশ কুলীনের মধ্যে নারদ সিংহ ও লোকনাথের বংশ [illegible] কৌলীন্য-উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে ১৬ আনা, ১৫ আনা, ১৪ আনা, ১২ [illegible] ১০ আনা, ৮ আনা আছে। ১৬ আনা ১৫ আনা ভাবের কুলীন [illegible] বিশেষভাবে আদৃত। যাঁহাদের ভাব নাই, তাঁহারাই কুলহীন বা [illegible] ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ও মৌদগল্য কর ও কাশ্যপ দাস অপেক্ষাকৃত অকু[illegible]

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের একজাই বা সমীকরণের ন্যায়, উত্তররাঢ়ী [illegible] "সভা" আহূত হইত। যিনি এই সভা আহ্বান করিতেন, উত্তররাঢ়ী [illegible] তিনি "সভাপতি" নামে অভিহিত হইতেন। এই সকল সভাতে কায়স্থ[illegible] কুলমর্য্যাদা নিরূপিত হইত। শ্রেষ্ঠ কুলীনেরা মাল্যচন্দন দ্বারা [illegible] হইতেন। এক্ষণে এই প্রথা নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। [illegible] সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব, এ রকম বহু আয়াসসাধ্য সভা করার প্র[illegible] কাহারও নাই। এই রকম সভা হইত বলিয়া পূর্ব্বে নিকৃষ্ট কায়স্থেরা [illegible] সমাজে স্থান পাইতেন না। উত্তররাঢ়ীয় সমাজে দুই শ্রেণীর ঘটক বর্ত্তমা[illegible] প্রথম ব্রাহ্মণ ঘটক—এই বংশীয় পণ্ডিতবর ঘটককেশরী প্রথমেই উত্তররাঢ়ী[illegible] সমাজের কুলবন্ধন করেন। ইনি কুলাচার্য্য নামে সমাজে অভিহিত। [illegible] বংশের পণ্ডিত সৃষ্টিধর ঘটক বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সম্প্রতি কুলাই [illegible] গুণ্ডা গ্রামে বাস করিতেছেন। সমগ্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কুলতালিকা[illegible] আদান-প্রদানের বিবরণ পূর্ব্বাবর সমস্তই ঠিকভাবে ইহাঁর কাছে অদ্যাপি [illegible] রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় কায়স্থ ঘটক। ইহারা যশোহরে বাস করিতেছে[illegible] ইহাঁরা দোষাবলীর ঘটক। যাঁহাদের কিছু দোষস্পর্শ হইত, তাঁহাদেরই [illegible] ইহাঁরা লিপিবদ্ধ করিতেন। এখন সাম্যনীতির প্রচলনের সঙ্গে ঘটকদি[illegible] পূর্ব্বসম্মানেরও বিলক্ষণ লাঘব হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থেরা নামের শেষে দাস শব্দ ব্যবহা[illegible]

[illegible] ইহাঁদের সামাজিক আচার ব্যবহারগুলি এক সাবিত্রী-সংস্কার ব্যতীত [illegible] পূর্ণ[illegible]ত।

[illegible] সহজপদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। [illegible] পাত্রের বীরমুষ্টি প্রদান, বিবাহকালে সপ্তপদী-গমন, ধ্রুব-দর্শন, লাজা-[illegible], গোত্রপরিবর্ত্তন, গোমঙ্গল, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি এই সকল বেদবিহিত [illegible] বিবাহেই অনুষ্ঠিত হয়। কোন ক্রিয়া-কলাপই শূদ্রোচিত নহে।

[illegible] ঘোষ মহাশয়ের অধস্তন গোপালবল্লভ ঘোষ মহাশয় তিন বিবাহ করেন। [illegible]থমা স্ত্রীর গর্ভে রত্নোপম তিনটী সন্তানের জন্ম হয়। ইহাঁরাই স্বনামখ্যাত [illegible] গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব।

"ধন্য রে গোপালবংশ সকলি বৈষ্ণব।
যে বংশেতে জন্ম নিল বাসু, গোবিন্দ, মাধব॥"

এই তিন ভ্রাতাই চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রী৺ চৈতন্যদেবের পার্ষদ [illegible]। তজ্জন্য বৈষ্ণবসমাজে ইহাঁরা আচার্য্য ও ঠাকুর বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। [illegible]কি বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে এই তিন মহাপুরুষ কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনে সখিভাবে [illegible]র সেবা করিতেন। যথা কৃষ্ণাবতারে বাসু ঘোষ সুন্দরী সখী, মাধব ঘোষ [illegible] সখী ও গোবিন্দ ঘোষ রঙ্গ দেবী। ইহাঁরা অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু প্রত্যাদেশ [illegible] ইহাঁদের ভ্রাতৃবংশীয়েরা আপনাদিগকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য। দিনাজপুরের মহারাজ ও রাও সাহেব এই বংশীয়।

বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর মহাশয় অতি সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। ইহাঁর [illegible]চিত গৌরপদাবলী অদ্যাপি অন্যান্য পদাবলীর আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। [illegible] তিন ভ্রাতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নৃত্যাদি করিতেন—

"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"

এই তিন ভ্রাতা তিন স্থানে ৺গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন, তন্মধ্যে [illegible]দেব ঘোষ ঠাকুরের স্থাপিত ৺গোপীনাথ বিগ্রহ তমলুকে, গোবিন্দ ঘোষের [illegible]স্থাপিত ৺গোপীনাথ বিগ্রহ অগ্রদ্বীপে ও মাধব ঘোষ ঠাকুরের স্থাপিত ৺গোপী-নাথ বিগ্রহ বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কল্যাণ-বিধায়ক [illegible]দেব-স্বরূপে পূজিত।

BLOCKED INFORMATI

গোবিন্দ ঘোষ অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গোপীনাথ বিগ্রহ, প্রতি[illegible] পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে চৈত্রমাসে বারুণীর [illegible] ঠাকুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই ঘোষ ঠাকুরে[illegible] মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি বর্ষই অগ্রদ্বীপে একটী মেলা হয়। আবার বাসু[illegible] ঘোষ ঠাকুরের অনেক বংশীয়েরা ঐ তারিখে স্বীয় স্বীয় ভবনে তাঁহার [illegible] করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন।

ঘোষ ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কংসারি ঘোষের এক পুত্র চৈতন্য[illegible] ঠাকুর নসিরাবাদে গমন করেন। তাঁহার বংশীয়গণ এখন ময়মনসিং[illegible] শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছেন ও গুরুগিরি ব্যবসা করিতেছেন।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজে অনেক লোকোত্তর মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। এই [illegible] বল্লালের তেজস্বী মন্ত্রী ব্যাসসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালার গৌর[illegible] বঙ্গের শেষ বীর স্বাধীন রাজ্যসংস্থাপক ভূষণারাজ সীতারাম রায়ও [illegible] শ্রেণীতে শোভমান হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ নরোত্তম দাস গোস্বামী, [illegible] বিনায়ক সিংহ, লক্ষ্মীবর সিংহ, রাজা নরপতি, দাতা দিগম্বর ঘোষ, সর্ব্বাধি[illegible] জগন্নাথ সিংহ, লালা বাবু, ঠাকুর জগৎ ঘোষ প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মহাত্মগণ [illegible] শ্রেণী অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, হায়! এই সকল মহা[illegible] দিগের অলৌকিক জীবন-কথা গুটিকতক প্রবাদেই পর্য্যবসিত।

বর্ত্তমানে দিনাজপুরের মহারাজ ও রাও সাহেব, পাইকপাড়ার রাজ[illegible] যশোরের চাঁচড়ার রাজবংশ, বাঁশবেড়ে, শিবপুর, শাওড়াফুলি, ভাগলপুর ও রাজ[illegible] প্রভৃতি স্থানের মহাশয়বংশ এবং ভট্টবাটী ও ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারিগণ (ইঁহারা [illegible] এক সময়ে সমগ্র বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন), ইহাঁরা সকলেই উত্তররাঢ়ীয় কা[illegible]

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ

দিনাজপুর।

বঙ্গে কায়স্থ-প্রাধান্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা কুলজী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, রাজা আদিশূরের রাজত্বকালে [illegible]-কায়স্থ-কুলোদ্ভূত সেনবংশীয়েরা অম্বষ্ঠদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন, [illegible] পরিশেষে গৌড়-কায়স্থনামে প্রসিদ্ধ হন।* এই সেনবংশীয়েরা পরিশেষে [illegible] ও শূরবংশীয়দিগের হস্ত হইতে সমস্ত বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া লন। [illegible]র সেনরাজগণ যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা অবিসম্বাদিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। [illegible]ও তাঁহারা কায়স্থ বলিয়াই অভিহিত হইতেন, মধ্যে কতকগুলি অজ্ঞ ঘটকের [illegible] পড়িয়া তাঁহারা বৈদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ও সেই প্রকার বাঙ্গালার [illegible]হাসে তাঁহারা বৈদ্য বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কায়স্থত্ব [illegible]পাদন আবশ্যক মনে করিয়া প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ দিতেছি। [illegible]নন্দ মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ সেনবংশীয়দিগকে কায়স্থ বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগে সেনবংশীয়েরা অম্বষ্ঠ-কায়স্থ ও [illegible]র গৌড়-কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গৌড়-কায়স্থগণ অদ্যাপি [illegible]পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারাও বাঙ্গালায় সেনরাজ-[illegible] আপনাদের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন ও তাঁহাদের কুর্শিনামায় সেনরাজ-[illegible] নাম দেখা যায়।† ইহা আনন্দের কথা যে, আমাদের কুলগ্রন্থে যে সেন-[illegible]দিগকে গৌড়কায়স্থ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ গৌড়কায়স্থগণের নিকট হইতে এখনও তাহাই জানা যাইতেছে। আমাদের কুলজী ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের গৌড় কায়স্থগণের উক্তি এক হওয়ায় সেনবংশীয়েরা [illegible]স্থই প্রতিপন্ন হইতেছেন। দ্বিতীয় কথা, ইদিলপুরের ঘটককারিকা হইতে

* 'অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকং।
অম্বষ্ঠাৎ গৌড়মাসাদ্য ততো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তৎকুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতী।" মিশ্রকারিকা।

† কায়স্থের বর্ণনির্ণয় দেখ।

জানা যায় যে, সেনবংশের শেষ প্রধান রাজা দনোজামাধবের পুত্রের নাম রমাবল্লভ রায়, পৌত্রের নাম কৃষ্ণবল্লভ রায় ও প্রপৌত্রের নাম জয়দেব রায়। ঐ জয়দেব রায় চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত দেহুর্গাতিনিবাসী কুলীনপ্রধান বলভদ্র বসুকে আপনার কন্যা সংপ্রদান করেন। বলভদ্রের পুত্র পরমানন্দ দৌহিত্রসূত্রে পরিশেষে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন।* সুতরাং প্রাচীন ঘটকেরা সেনবংশীয়দিগকে যে প্রা কায়স্থ বলিয়া জানিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর আইন-ই-আকবরী গ্র সেনরাজগণকে সুস্পষ্টরূপে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আকবরের আদেশে বহু অনুসন্ধান করিয়া আবুলফজল আইন-ই-আকবরী রচনা করেন। আইন-ই-আকবরীর ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ বলবৎ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, আকবরের সময় সেনরাজগণ বৈদ্য হন নাই।† এক্ষণে আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কৃত তাম্র শাসনাদি হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সেনবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন। আমরা বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই যে তাঁহারা ওষধিনাথ-বংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।‡ এইরূপ আবার লক্ষ্মণ পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে সেনবংশীয়দিগকে সোমবংশীয় বলিয়া জানা যায়। সুতরাং তাম্রশাসনাদিতে জানা যায় যে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, এই চন্দ্র বংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? দানসাগর প্রভৃতি গ্র

* "বলভদ্রাত্মজো ধীমান্ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ।
তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী॥
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালঃ সেনবংশসমুদ্ভবঃ।
মৃত্যুকালং প্রাপ্য স হি ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ॥
পরমানন্দকস্তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ॥"

উক্ত সেনবংশের মূলে কোন কোন স্থানে দেববংশও লিখিত আছে, সেনরাজগণ আপনাদের নামশেষে দেবশব্দ প্রয়োগ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দেববংশও বলিত। মুসলমান-রাজত্ব কালে আবার তাঁহারা রায় উপাধিও পাইয়াছিলেন।

† কেহ কেহ অনুমান করেন, বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ সেন-বংশীয়দিগকে বৈদ্য বলিয়া প্রচার করায় তদবধি তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হন।

‡ "ভূমিভুজস্ফুটমহৌষধিনাথবংশে।"

§ "সেন-কুল-কমলবিকাশ-ভাস্করসোমবংশপ্রদীপ।"

তাঁহারা ক্ষত্রিয়-চারিত্রচর্য্য ও রাজন্যধর্ম্মাশ্রয় বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। এই সেনবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।* দাক্ষিণাত্যে সেই ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ আজিও বিদ্যমান আছেন, এবং তাঁহারা যে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, তাহা তদ্দেশের সকল অধিবাসীই জ্ঞাত আছেন। দাক্ষিণাত্যের সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ যে কায়স্থ হইয়াছিলেন, তাহা সহ্যাদ্রিখণ্ডে উল্লিখিত আছে। সুতরাং আমাদের কুলজীর সহিত ইহারও ঐক্য হইতেছে। বিজয়সেনের প্রশস্তিফলক ও সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে জানা যায় যে, সেনবংশীয়গণের আদিপুরুষেরা দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন।

আমাদের কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহারা অম্বষ্ঠ দেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। এই অম্বষ্ঠ দেশ কোথায়? বরাহমিহির প্রভৃতির গ্রন্থে অম্বষ্ঠ,

* উমাপতি-রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তিফলকে লিখিত আছে।—

"বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ।

তাঁহার বংশে কীর্ত্তিশালী দাক্ষিণাত্য-অধিপতি বীরসেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বেদব্যাস যাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বসংসারের যে কোন ব্যক্তি তাহাদের সুধাময় চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারই শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত হয়। সেই সেনবংশে ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের শিরোভূষণ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শত শত বিপক্ষসৈন্যের প্রাণসংহারকারী ও ব্রহ্মবাদী। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ব্রহ্মক্ষত্রিয় দাক্ষিণাত্য রাজগণের মধ্যে বীরসেনের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।—

"সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্যঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোঽভূদ্ভুবশঙ্করঃ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপি চ॥"

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সৌমিনী দেবতাভক্ত এই বীরসেন রাজাই সম্ভবতঃ সেনবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

মেকল প্রভৃতি দেশের উল্লেখ আছে।• তাহা বিন্ধ্যের দক্ষিণ। গ্রীক ভৌগোলি টলেমির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মহানদীর দক্ষিণে অম্বাষ্ঠী নামক জাতির বাস ছিল, সুতরাং অম্বষ্ঠ প্রদেশ যে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, সুতরাং এ বিষয়েও সমস্তই কুলজীর সহিত ঐক্য হইতেছে, কুলজী গ্রন্থ যখন সেনবংশীয়দিগকে সুস্পষ্টরূপে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে তখন সে বিষয়ে সন্দিহান হওয়া অনুচিত। আইন-ই-আকবরীও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা যথাসাধ্য সেনবংশীয়দিগকে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিলাম।* এক্ষণে সেনবংশীয়গণ কিরূপে বাঙ্গালায় প্রাধান্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, আগামী বারে তাহার বিবরণ প্রদান করিতে যত্ন পাইব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

কায়স্থ-শ্রেণিচতুষ্টয়ের কুলপদ্ধতির সমীকরণ।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণই কেবলমাত্র বল্লালকৃত কুলবন্ধন স্বীকার করেন, অন্য শ্রেণীদ্বয় তাহা স্বীকার করেন না। কালক্রমে মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ গৌড়ীয় আদিম কায়স্থগণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের সম্মানের হানি হইতে লাগিল। মহারাজ বল্লালসেন তাঁহাদের বংশ-শুদ্ধিরক্ষার নিমিত্তই কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন। আদিশূরের পর বল্লালের সময় পর্য্যন্ত এইরূপ বিমিশ্রণ সংঘটিত হয়।

বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ কুলীনগণের আদিপুরুষগণ বল্লালের রাজত্বকালে বঙ্গে আগমন করেন এবং বল্লালের স্বেচ্ছাচারিতা ও কদাচার দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া বরেন্দ্রভূমির রাজা জটাধর নাগের রাজধানী শৈলকূপায় গমনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। এই বরেন্দ্রভূমির পশ্চিমসীমা মহানন্দা নদী, দক্ষিণসীমা পদ্মা নদী, পূর্ব্বসীমা করতোয়া নদী ও উত্তর সীমা অন্যান্য রাজগণের রাজ্য। মহারাজ জটাধর বারেন্দ্র কায়স্থশ্রেণী-প্রতিষ্ঠাতা ভৃগুনন্দী, নরদাস ঠাকুর ও মুরহর চাকীর সম্মানার্থ রাজধানী শৈলকূপার নিকটবর্ত্তী দাসগাতি, চাকিগাতি ও নন্দীগাতি এই তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন। ঐ তিনখানি গ্রাম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে এবং জটাধরের মহানুভাবকতার সাক্ষী দিতেছে। এই শৈলকূপা ও তিনখানি গ্রাম এক্ষণে যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এক্ষণকার মানচিত্র দৃষ্টি করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত শৈলকূপা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নহে। আধুনিক যশোহর জেলার পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্ব্বে করতোয়া নদী বটে, কিন্তু দক্ষিণে পদ্মা নহে, পদ্মা এক্ষণে যশোহর জেলার উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিতা, শৈলকূপা প্রভৃতি স্থানও যশোহর জেলার উত্তরাংশে। বল্লালের সময় হইতে বর্ত্তমান কালতক ৭।৮ শত বৎসর গত হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে পদ্মানদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? (১) সম্ভবতঃ যশোহর জেলার বা তাহার উত্তরাংশ তৎকালে পদ্মানদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল। অতএব শৈলকূপা প্রভৃতি স্থান তৎকালে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এই নিমিত্তই ভৃগুনন্দী-প্রবর্ত্তিত কায়স্থ-সমাজ বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। জটাধর নাগ তৎকালে বরেন্দ্রভূমির রাজা ছিলেন, সেই জন্যও নব কায়স্থ-সমাজের নাম বারেন্দ্রকায়স্থ হইতে পারে।

বারেন্দ্র-কায়স্থের আদিপুরুষগণ বঙ্গে আগমন করিবার অব্যবহিত পরেই বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, সুতরাং বারেন্দ্র-কায়স্থগণ গৌড়ীয় আদিম কায়স্থগণের সহিত মিশ্রিত হইবার তৎকালে অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

মহারাজ বল্লালসেন বঙ্গজ-কায়স্থগণের কৌলীন্যের যে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা এই ;—

১। কুলকর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমাহিতম্।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যেয়ং প্রশস্তিকা॥

---

* বিশ্বকোষ "কায়স্থ" ও "কুলীন" শব্দ দ্রষ্টব্য।

(১) পদ্মানদী যেরূপ বেগবতী ও চঞ্চলা এবং দুই চারি দশ বৎসরের মধ্যে তাহার গতির যেরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, তাহাতে এই দীর্ঘকাল মধ্যে যে একটা জেলার দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অর্থ—কুলীনের কুল কন্যাগত; সমানপর্য্যায়ে আদান-প্রদান ... প্রশংসনীয়।

২। অতিদূরে সমীপে চ ঋণগ্রস্তে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ ষট্‌সু কন্যা ন দীয়তে ॥

অর্থ—অতি দূরে, অতি নিকটে, ঋণগ্রস্ত, দুর্জ্জন, ব্যাধিযুক্ত এবং মূর্খ ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবে না।

৩। সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্।
কুলীনস্য সুতাং লব্ধ্বা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ।

অর্থ—সমানপর্য্যায়বিশিষ্ট কুলীনের সহিত পুত্র-কন্যার আদান-প্রদান করাই উত্তম। কন্যার অভাবে কুশত্যাগ অর্থাৎ কুশময়ী কন্যাকে কুলীনে ... করিলে কিংবা জন্মিলে তোমাকে দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও কুল ... হইয়া থাকে।

৪। আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধম্ ॥

অর্থ—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা এই চারি প্রকারে কুলরক্ষা হয়।

৫। বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং মণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ভেঙ্গরান্তে কুলক্ষয়ম্ ॥

সপর্য্যায়ে বিবাহ না হইলে, বন্ধুহীন কন্যা বিবাহ করিলে, পোষ্যপুত্রে ... ভেঙ্গর (১) দেশীয় কায়স্থগণের সহিত আদান প্রদান করিলে কুলক্ষয় হয়।

বল্লাল ব্যতীত চন্দ্রদ্বীপের মহারাজ দনুজমর্দ্দনও বঙ্গজ-কায়স্থগণের ক... নূতন কৌলীন্য নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। দনুজ মর্দ্দন ১৩০২ খৃষ্টাব্দের চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েই তাঁহার কৌলীন্য সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। দনুজমর্দ্দনের পর বাকলার রাজা পরমানন্দ রায়ও কৌলীন্য নিয়মের সংস্কার করেন, ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ তাঁহার রাজত্ব কাল। সেই সকল নিয়ম নিম্নলিখিত আকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

(১) পাণ্ডববর্জ্জিত দেশবিশেষ, উহা প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারস্থিত ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার একাংশ। ভেঙ্গর অর্থে কায়স্থ ও শূদ্রাণী-সম্ভূত সন্তানও বুঝায়।

১। ভ্রষ্টস্থাননিবাসী চ সদ্বংশজো ভবেন্নরঃ। পদচ্যুতোঽপি তৎকুলে কথ্যতে কুলভূষণৈঃ।
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্র কুলে ক্রমাগতঃ। কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ।
(রামানন্দ-কৃত কুলদীপিকা)

অর্থ—কুলীনগণ স্থানভ্রষ্ট হইলে মর্য্যাদাহীন হইবেন, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইয়াও ক্রমাগত কুল কার্য্য করিলে কুলীনগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা কুলজ বা বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

২। দানাদিগ্রহণাদ্দোষং বর্জ্জয়েৎ বিধিপূর্ব্বকম্। গঙ্গাস্রোতঃ কুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণৈঃ ॥

অর্থ—যে কুলের আদান প্রদান সম্বন্ধে কোন প্রকারের দোষ লক্ষিত হয় না, তাহাকে গঙ্গাস্রোতঃ কুল বলে।

৩। কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্রপর্য্যায়নির্বৃতে। প্রশান্তান্যুপকর্ম্মাণি ক্ষমাপাণি তথৈব চ ॥

অর্থ—কুলীনগণ তাঁহাদের সম পর্য্যায়ে পুত্র বা কন্যা প্রাপ্ত না হইলে তাহাদের পক্ষে উপ, ক্ষম, ও অপ এই তিন ভাবের কর্ম্ম প্রশস্ত।

৪। কুলজেন সহ-কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীনে যদা। তদাপ্নুয়াদুপভাবং তদ্বদেদুপকর্ম্ম চ।
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভবেৎ মহাপাত্রেণ চাপকম্। প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোঽয়ং তত্তৎ কর্ম্মানুসারতঃ ॥

অর্থ—কুলীনগণ কুলজের সহিত কর্ম্ম (অদান প্রদান) করিলে তিলি "উপ" ভাব প্রাপ্ত হন। তাহাকে উপকর্ম্ম বুলে। মধ্যল্যদিগের সহিত আদান প্রদানে ক্ষম ভাব ও মহাপাত্রের সহিত আদান প্রদানে "অপ" ভাব হইয়া থাকে।

৫। কুলীনশ্রেষ্ঠবংশে চ ইতরঃ কুলীনে যদা।
দানাদিকুলকর্ম্মাণি কুর্য্যাচ্চ বিধিপূর্ব্বকম্।
তদিতরকুলীনস্য সদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তথা।

অর্থ—ছোট কুলীন যদি শ্রেষ্ঠ কুলীনের সহিত বিধিপূর্ব্বক আদান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনিও শ্রেষ্ঠভাব প্রাপ্ত হন।

৬। সম্বন্ধমচলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যুশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলং নষ্টং তথা তেষাং দূষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ ॥

অর্থ—কুলীনগণ যদি অচলের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাদের কুল নষ্ট ও দূষিত হয়।

৭। কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যাল্যকুলমুত্তমম্ ॥

মধ্যল্যগণের দ্বারা কুলীনের কুল রক্ষা হয় ও পরস্পর বিবাদেরও মীমাংসা হইয়া থাকে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কৌলীন্য লক্ষণে বঙ্গজগণের সহিত এক হইলেও বঙ্গজ হইতে তাঁহাদের অনেক বিশেষত্ব আছে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে নববিধ কুল প্রচলিত। তাহা এই—মুখ্য, কনিষ্ট, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ-দ্বিতীয় পো, ছভায়া-দ্বিতীয় পো, মধ্যাংশ-দ্বিতীয় পো, ও তেওজ-দ্বিতীয় পো। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ কুলই প্রধান। মুখ্য কুলীনের প্রথম পুত্র জন্ম দ্বারা মুখ্য, দ্বিতীয় পুত্র জন্ম দ্বারা কনিষ্ঠ, তৃতীয় পুত্র জন্ম দ্বারা মধ্যাংশ, চতুর্থ পুত্র জন্মদ্বারা তেওজ ও অন্যান্য পুত্রেরা জন্ম দ্বারা মধ্যাংশের দ্বিতীয়-পো। কিন্তু মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র মুখ্যের সহিত দানগ্রহণ দ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এজন্য ইহাদিগকে বাড়িমুখ্য বলা হয়। এইরূপে চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র কনিষ্ঠের সহিত দানগ্রহণ দ্বারা কনিষ্ঠত্ব, এইরূপে ষষ্ঠ ও সপ্তম মধ্যাংশের সহিত দানগ্রহণ দ্বারা মধ্যাংশত্ব এবং অষ্টম ও নবম তেওজের সহিত দানগ্রহণ দ্বারা তেওজত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। কনিষ্ঠ-দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া-দ্বিতীয় পুত্র ও তেওজ-দ্বিতীয় পুত্র, এই তিন রকম কুল "কনিষ্ঠ ছভায়া" ও তেওজ কুল হইতে উৎপন্ন হয়। "ছভায়া" কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বাড়ি ছভায়া, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলের নাম "মধ্যাংশ", মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের নাম বাড়ি মুখ্য, এইরূপে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্রের নাম বাড়ি কনিষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম পুত্রের নাম বাড়ি মধ্যাংশ এবং দশম, একাদশ, ও দ্বাদশ পুত্রের নাম বাড়ি তেওজ। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া ও মধ্যাংশ এই কয় কুল হইতে "মধ্যাংশদ্বিতীয় পুত্র" নামক কুল হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমাজে প্রকৃত-মুখ্য কুল ছিল, ক্রমে কুলের নানারূপ বিভাগ হইবার সময় মুখ্য মধ্যে আবদ্ধ সহজ ও কোমল এই দুই প্রধান বিভাগ হয়। প্রকৃত মুখ্য কুলে আদান প্রদান দ্বারা মুখ্য কুলীন "সহজ" ও কোমল মুখ্য কুলে আদান প্রদান দ্বারা কোমল নাম প্রাপ্ত হয়। সহজ সহজের সহিত ও কোমল কোমলের সহিত আদান প্রদান দ্বারা তৎ তৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণরাঢ়ীয়

কায়স্থগণের পুত্রগত কুল, মৌলিকের কন্যার সহিত কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয়। মুখ্য কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট ভাবে কুলীন-কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া পরে অন্যান্য পুত্রের মৌলিকগণের কন্যার সহিত বিবাহ দিলে কুল নষ্ট হয় না।

মৌলিকেরা অতি আগ্রহের সহিত কুলীনের বিবাহিত প্রথম পুত্রের সহিত দ্বিতীয়বার কন্যাদান করিয়া থাকেন, ইহাকে "আন্তরস" কহে। আন্তরসকারী মৌলিকেরা সমাজে বিশেষ আদরণীয় হন। কুলীনকে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ মৌলিকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান যে একালে হয় না, তাহা নহে।

বল্লাল-কৃত কুলপ্রথা তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ দ্বারা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরন্দর খাঁ নামক বসুবংশীয় কোন ব্যক্তি দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কন্যাগত কুলের উচ্ছেদ করেন। এক্ষণে দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণের মধ্যে বল্লালী মত আর প্রচলিত নাই, পুরন্দরী মতই চলিতেছে। বারেন্দ্র-কায়স্থ শ্রেণীর নন্দিবংশধুরন্ধর ভৃগুও এই মতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যার বিবাহ লইয়া সময়ে সময়ে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। অর্থাভাবে হয়ত তাঁহাকে সময়ে সময়ে নীচ কুলেও কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব কন্যাগত কুল হইলে সকলের পক্ষে কুল রক্ষা সহজ ব্যাপার হইবে না। অতএব কন্যাগত কুল না করাই ভাল। (বারেন্দ্র কায়স্থের কুলপদ্ধতি দ্রষ্টব্য) বলা বাহুল্য, ভৃগুনন্দীর এই মত শাস্ত্রসঙ্গত। এই নিমিত্ত বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুল কন্যাগত নহে। উক্ত পুরন্দর খাঁ সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজের সুবিধার জন্য দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের কন্যাগত কুল-প্রথার উচ্ছেদ সাধিত করিয়াছেন। এক্ষণে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের মধ্যে পুত্রগতকুল এবং সপর্য্যায়-বিবাহের নিয়মই জ্যেষ্ঠ কুলীন পুত্রের মধ্যে প্রবর্ত্তিত।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে বজানের সোমেশ্বর ঘোষবংশ, জেমোকান্দির অনাদিবর সিংহের বংশ, বহড়ানের হরিহর দাসের বংশ, মিত্রপুরার মিত্রবংশ ও কাঁকবাড়ীয়ার দত্তবংশ অতি প্রাচীন। কিম্বদন্তী আছে যে, এই পঞ্চবংশের আদি-পুরুষগণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগমন করেন, ইহাদের মধ্যে সৌকালীনগোত্রায়

ঘোষ একঘর, বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ একঘর, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্র একঘর, মৌদ্গল্যগোত্রীর দাস একঘর ও কাশ্যপগোত্রীয় দত্ত একঘর। ইহারা কান্যকুব্জাগত কায়স্থবংশ। এতদ্ব্যতীত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ অর্দ্ধঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দাস অর্দ্ধঘর, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ একপোয়া ঘর, মৌদ্গল্যগোত্রীয় কর এক পোয়া ঘর, এই চারিঘরে ২॥ ঘর গণনা করিয়া মোট ৯ ঘরে ৭॥ ঘর গণনা হয়। এই ৭॥ ঘরে পরস্পর আদান প্রদান হইয়া থাকে। সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ, বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ ইঁহারা কুলীন, অপর সাড়ে পাঁচঘর মৌলিক। ইহার মধ্যে কান্যকুব্জাগত মিত্র, দাস ও দত্ত এই তিন ঘর সন্মৌলিক ও অপর ২॥ ঘর সাধারণ মৌলিক। মৌলিকের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষের কন্যা গ্রহণ করিলে গ্রহণকারী কুলীনের কুলের দোষ হয়। কাশ্যপগোত্রীয় দাসের কন্যা গ্রহণ করিলেও কুলীনের কুলের ত্রুটি হয়। ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল নষ্ট হয়। মৌদ্গল্যগোত্রীয় করের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলের গৌরব নষ্ট হয়। তিন পুরুষ কুল-ক্রিয়া করিতে না পারিলে কুলগৌরব হ্রাস হয় ও তিন পুরুষ ক্রমান্বয়ে কুল-ক্রিয়া করিলে কুলগৌরব বৃদ্ধি হয় যথা—

"ত্রৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিব-জটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ ॥"

উত্তররাঢ়ীয়গণেরও পুত্রগত কুল।

বারেন্দ্র-কায়স্থের দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। যথা—

"যদা কৌল্যে পরিচয়ে দাস-নন্দিবিধানতঃ।
চাকীত্ব্যেতে সিদ্ধভাবাস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥"

বারেন্দ্র-কায়স্থগণ কুলীনকে সিদ্ধ ঘর বলেন। সকল দাস, নন্দী ও চাকী যে কুলীন তাহা নহে, দাসবংশে নরদাসবংশ, নন্দিবংশের ভৃগুনন্দীর বংশ ও চাকীবংশে মুরহরদেবের বংশই কুলীন। এই কুলীন মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিনটী ভাব থাকা জানা যায়। নরদাসবংশীয় বাঁকি ও সাধুখালি গ্রামস্থিত দাসগণ শ্রেষ্ঠ-ভাবাপন্ন। বোধপুর ও বোত্থুরস্থ দাসগণ মধ্যম ও বগুড়াস্থ দাসগণ কনিষ্ঠভাবে পরিচিত। যথা—

"শ্রেষ্ঠভাব হইল বাঁকি, কার্য্য কৈল নন্দী চাকী,
দানগ্রহণ সমতাগণনা।

বোধপুরে বত্থুরে মধ্যমভাব, চন্দ্র আচ্ছাদিয়া আর,
সংকরণ হইলেক জানা ॥
বগুড়াতে যে রহিল, ধনহীন সে হইল,
প্রধান কারণ নাহি হয়।
এ কারণ নির্ণাম, হইল বগুড়াধাম,
অমূলজ্ঞ ভাবেতে জানায় ॥" (ঢাকুর)

কিন্তু এক্ষণে দাসবংশীয় কনিষ্ঠভাবাপন্ন কুলীনগণ প্রধান করণাভাবে অমূলজ্ঞভাবে রহিয়াছে।

নন্দিগণ মধ্যে ভৃগুনন্দিবংশসম্ভূত পোতাজিয়া নবরত্ন পাড়াস্থিত মাধবের বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন। কালুনন্দীর বংশধর অষ্টমুনিশা, পোতাজিয়া ও খামরার নন্দিগণও শ্রেষ্ঠভাবে পরিচিত। শিবশঙ্কর নন্দীর বংশধরগণ রহিমপুর, আমদহ, মহেশরোহালী প্রভৃতি স্থানে স্থিত নন্দিগণ মধ্যমভাবাপন্ন এবং শ্রীকণ্ঠের বংশধরগণ কনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে উল্লেখ আছে যে—

"শিবশঙ্কর-আদি ভাই কয়জন।
ছোট বড় মধ্যভাবে হইল নিরূপণ ॥
কালু মাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান।
মধ্যবিত্তভাব শিবশঙ্কর-সন্তান ॥
সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত।
এই ত কহিনু পূর্ব্ব কুলজীর মত ॥"

গৌতমগোত্রীয় মুরহর দেবের পুত্র কালুদেববংশীয় শিমলা, হেলঞ্চগ্রাম, অষ্টমনিশা, মেদোবাড়ী ও কেচুয়াডাঙ্গাস্থিত চাকীগণ শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন। যথা—

"শিমলা হেলঞ্চগ্রাম, অষ্টমুনিশা প্রধান,
মেদোবাড়ী কেচুয়াডাঙ্গা আর।"

বাজুরস গোবিন্দপুর, নলমুড়া ও সেকন্দরপুরস্থ চাকীগণ মধ্যমভাবাপন্ন যথা—

"বাজুরস গোবিন্দপুর, নলমুড়া অতি শূর,
সেকন্দরপুর কহি সার ॥"

এবং গাজনা, চুল্ল ভপুর, শ্যামনগর, মহেশরোহালি ও ঢাকঢোরস্থ মৌয়ঢ়ৌ চাকীগণ কনিষ্ঠ ভাবাপন্ন। যথা—

"গাজনা চুল্ল ভপুর, শ্যামনগর গঙ্গাতীর,
মহেশরোহালি ঢাকঢোর স্থান।
সকলের কুলক্রিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
কার্য্য কৈল সবার প্রধান॥"

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ৭ ঘর মাত্র উপনিবেশী কায়স্থ লইয়া বারেন্দ্র সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কুলীন তিন ঘর বাদে আর অবশিষ্ট ৪ ঘর সাধ্য তাহারা নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত। ইহাদিগকে বারেন্দ্র-কায়স্থগণ সাধ্য অর্থাৎ সিদ্ধমৌলিক বলিয়া থাকেন। যথা—

"নাগসিংহদেবদত্তাশ্চত্বারঃ সাধ্য-সংজ্ঞকাঃ।"

এই সাধ্য ৪ ঘরের মধ্যেও আবার ভাবের তারতম্য আছে।

ইহাঁদিগের মধ্যে সোলকূপা ও সরগ্রামের জটাধর ও কর্কটনাগের বংশধরগণ শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে আছে যে—

"নাগের মধ্যে রূপরায় আর সব ঢোরা।
সোলকূপার নাগ যেন বিঘাতিয়া বোরা।"

জটাধর নাগ বারেন্দ্রকায়স্থ-পটীবন্ধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ভৃগুনন্দী প্রভৃতি সিদ্ধগণ উক্ত নাগবংশীয়গণকে সিদ্ধ তুল্য সম্মান করিতেন। সিংহ বংশ মধ্যে বাৎস্যগোত্রীয় জজান কাঁদিস্থিত অনাদিবর সিংহবংশীয় ব্যাসসিংহের বংশধরগণ মধ্যম ভাবাপন্ন এবং দেব ও দত্ত কনিষ্ঠভাবে পরিচিত। যথা—

"তেষাং মধ্যে সিদ্ধতুল্যো নাগোঽপি বলবত্তমঃ।
সিংহোপাধির্ম্মধ্যবিত্তো সিংহসংহননো মুদা॥
ততঃ কনিষ্ঠতাং প্রাপ্তৌ দেবদত্তৌ সমপ্রভৌ।
সাধ্যে চতুর্গৃহে তত্র ভাবেঽপি তারতম্যতঃ।
সিদ্ধতুল্যো নাগো রাজা জানীহি বুদ্ধিমত্তমঃ॥
ততঃ পরং মধ্যবিত্তঃ সিংহোপাধিক এব চ।
তদপেক্ষা ন্যূনমানী দেবো বিধিবিধানতঃ।
দত্তস্তু দেবতুল্যোঽসৌ চত্বারোতানি সন্তি হি।"

অর্থাৎ—

"সাধ্য চারি ঘর মধ্যে ভাব তারতম।
সিদ্ধতুল্য নাগঘর জানিবা নিয়ম॥
তার পর মধ্যবিৎ সিংহকে জানিবা।
তদপেক্ষা নীচ ঘর দেবকে বুঝিবা॥
দত্তও দেবের তুল্য জানিবা নিয়ম।" (ঢাকুর)

বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যেরূপ ভাব হয়, এক্ষণে তাহাই দেখান যাইতেছে।

শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন সিদ্ধে সিদ্ধে যে কার্য্য হয়, তাহা জাম্বূনদ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হয়, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও মধ্যভাবাপন্ন। সিদ্ধে সিদ্ধে যে কার্য্য হয়, তাহাও স্বর্ণাচ্ছন্ন বিষাণবৎ প্রতীয়মান হয়। সিদ্ধঘরে ও সাধ্যনাগে যে কার্য্য হয়, তাহা বিষাণে রত্নহারের ন্যায় শোভা পায়। সিদ্ধঘর যদি সাধ্যসিংহের সহিত বিবাহসম্বন্ধ করেন, তাহা হইলে সকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যদি দেবদত্তের সহিত সিদ্ধগণ কার্য্য করেন, তাহা হইলে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাহীন হয়। যদি দৈবাৎ সিদ্ধঘরে এক আধটী কার্য্যে ক্রটী হয়, তাহা গ্রাহ্য হইবার বিষয় নহে। সাধ্যগণের যদি কুলক্রিয়ার ক্রটী জন্মে, তাহা তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ দূষণীয়; ইহার প্রমাণ যথা—

"সিদ্ধভাবে উত্তমেঽপি যদি কার্য্যং ভবেত্তদা।
স্বর্ণাচ্ছন্নবিষাণোঽপি নয়নানন্দদায়কঃ॥
সিদ্ধৌ সিদ্ধৌ যদা কার্য্যং আর্য্যধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে।
তুল্যভাবপ্রদো হেমমিব জাম্বূনদোজ্জ্বলং॥
সিদ্ধো যদি সাধ্যনাগে কার্য্যঞ্চ ব্যবহারতঃ।
বিষাণে রত্নহারস্তু করোতি হৃদয়ঙ্গমঃ॥
বিনর্ধৃতপ্রধানে চ সিংহে যদি কৃতির্ভবেৎ।
উত্তমঃ সোঽপি বিজ্ঞেয়ঃ কুলধর্ম্মবিচারণাৎ॥
হিমাংশোর্ম্মলিনত্বঞ্চ কুৎসায়াং হি নিবর্ত্ততে॥
যদি কার্য্যং দেবদত্তে করোতি ক্রমশো জনঃ।
চন্দ্রো যথা প্রভাহীনো মেঘাচ্ছন্নো ভবত্যত॥
দৈবাদ্ যদি সিদ্ধগেহে ক্রটা হেকা ভবত্যপি
দোষঃ কদাপি ন গ্রাহ্যঃ শুদ্ধবুদ্ধিমতা তদা॥

সাধ্যাবাসে মানহানির্যদি বা ভবতি কদা।
তদা সাধ্যস্য দোষোঽয়ং বলীয়ানেষু সম্ভতঃ।"

বারেন্দ্র-কায়স্থগণের কুল পুত্র বা কন্যাগত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।
এ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে যথা,—

"পটীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন।
কুল বাঁধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ॥
কন্যা কিংবা পুত্রে যদি কুল বাঁধা হয়।
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়॥
কন্যাগত করা কুল বড় অনুচিত।
দৈবে ধনহীন হৈলে হবে বিপরীত॥
কুলের গরিমা করে যশের লাগিয়া।
বর্দ্ধমানা হ'লে কন্যা নাহি দিলে বিয়া॥
কন্যা কালাতীতা যদি কোন ক্রমে হয়।
হইবে পাতকগ্রস্ত জানিহ নিশ্চয়॥
পরকাল নষ্ট হয় জানে সর্ব্বজনে।
অতএব কুল বাঁধা নিষেধ এ কারণে॥"

বলা বাহুল্য, ভৃগুনন্দীর এই মত শাস্ত্রসঙ্গত। এ সম্বন্ধে পরাশরসংহিতায়
আছে যথা,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥"

বারেন্দ্র-কায়স্থগণ পূর্ব্বে অজ্ঞাত-কুলশীলা ও বন্ধুহীনা কন্যাকে বিবাহ করা
দোষের বিবেচনা করিতেন। যথা—

"পিতা ন জ্ঞায়তে যস্যা ভ্রাতা যদি ন বিদ্যতে।
নোপযচ্ছেত্তু তাং কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ সুধীঃ॥" (ইতি মনু)

বাস্তবিক যে কন্যার ভ্রাতা নাই, তাহাদিগের পুত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণের মতও তাই। এজন্য পিণ্ডলোপভয়ে তাঁহারা বন্ধুহীনা কন্যাকে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে কিন্তু অর্থলোভেই হউক বা যে কারণেই হউক সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ একবারেই নাই। যথা—

"অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

বারেন্দ্র-কায়স্থগণ কন্যামূল্য গ্রহণ করাও বিশেষ দোষের মনে করিতেন যথা,—

"কন্যামূল্যং গৃহীত্বা যো নিকৃষ্টঃ শাস্ত্রসঙ্গতঃ।
তদ্দোষাদ্রৌরবং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

যে সমস্ত কুলীনগণ বরাবর কুলকার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কুলকে নিরাবিল কুল বলে। কুলীনগণ মধ্যে যাঁহারা কখন অকুলে বা কখন কুলে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কুল গঙ্গোর্ম্মি (অর্থাৎ গঙ্গার ঢেউ যেরূপ ওঠে ও একবার পড়ে সেইরূপ), যাঁহারা বরাবর নীচে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কুলকে আবিল কুল বলে। সাতঘর ভিন্ন অন্য ঘরে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহাদের কুলকে অমূলজ কুল বলে।

কায়স্থ-শ্রেণীচতুষ্টয়ের কুলবিবরণ লিখিত হইল, এক্ষণে চারি শ্রেণীর কুল-নিয়মের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ঐক্য আছে, তাহাই দেখান যাইতেছে। কায়স্থ-শ্রেণী-চতুষ্টয়ের কুললক্ষণ এক যথা,—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥"

আর সগোত্রে বিবাহ সকলের মধ্যেই নিষেধ।

দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণের সমাজ তিনভাগে বিভক্ত। যথা—কুলীন, সিদ্ধমৌলিক ও সাধ্যমৌলিক। বঙ্গজের কুলও তিনভাগে বিভক্ত, কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র। মহাপাত্র মধ্যেও আবার দুইভাগ আছে, যথা মুখ্য ও গৌণ। উত্তররাঢ়ীয় মধ্যেও আবার কুলীন, মৌলিক ও সন্মৌলিক এই তিনভাগ দৃষ্ট হয়। বারেন্দ্র-কায়স্থের কুল প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, সিদ্ধ ও সাধ্য।

সকল শ্রেণীতেই কুলীনের মর্য্যাদা সমান। দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধমৌলিক, বঙ্গজের মধ্যল্য, উত্তররাঢ়ীয় সম্মৌলিক ও বারেন্দ্রের সাধ্য একই ভাবাপন্ন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্যমৌলিক,বঙ্গজের মহাপাত্র ও উত্তররাঢ়ীয় মৌলিক সমভাবাপন্ন।

বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয়গণ মৌলিকে কার্য্য করিলে যেমন তাঁহাদের কুলে দোষ প্রাপ্ত হয়, বারেন্দ্রগণেরও তেমনি সাধ্যের সহিত কার্য্য করিলে কুলে দোষ হয়। তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রের বিবাহ মৌলিকে দিলে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের কুলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর তাহা নহে, অন্যান্য শ্রেণীর অকুলীনে কার্য্য করিলেই কুলমর্য্যাদার হ্রাস হয়।

বঙ্গজ কায়স্থগণ যদি ক্রমাগত তিন পুরুষ কুলকার্য্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কুল নষ্ট হয় ও তাঁহারা বংশজ হইয়া যান, কিন্তু বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে সেরূপ নিয়ম নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে তিন পুরুষ অকুলীনে কার্য্য করিয়াও যদি তাঁহারা দুই তিন পুরুষ পুনরায় কুলকার্য্য করেন, তাহা তাঁহাদের সে দোষ কাটিয়া যায়। বঙ্গজ শ্রেণীর কুলের ভাব চারি প্রকার, বারেন্দ্র শ্রেণীরও কুলের ভাব চারি প্রকার। বঙ্গজ শ্রেণীর "গঙ্গাস্রোত" কুল যাহা বারেন্দ্র কায়স্থগণের নিরাবিল কুল তাহাই। বঙ্গজ শ্রেণীর "পিপীলিকাপংক্তি" ডম্বুরাকা মণ্ডুকগতি কুল বারেন্দ্রশ্রেণীর গঙ্গোর্ম্মি (উঠা পড়া) কুলের সদৃশ। বারেন্দ্র কায়স্থ ক্রমাগত অকুলীনে কার্য্য করিলে তাহাকে আবিল কুল বলে। বঙ্গজ কায়স্থগণের রণ্ডপিণ্ড বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয়গণের বন্ধুহীন কুলের সমান। বঙ্গজ দের যেমন "ডেঙ্গরে" কার্য্য করিলে কুলক্ষয় হয়, সেইরূপ বারেন্দ্র কায়স্থগণ "অমূলজে" কার্য্য করিলে তাঁহাদের কুলক্ষয় হয়। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পোষ্যপুত্রের কুল মর্য্যাদা থাকে না, কিন্তু অন্য শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ নহে।

দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের সপর্য্যায়বিবাহ কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রের সম্বন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায়, মৌলিকের সহিত বিবাহে ঐ নিয়ম থাকে না।

বঙ্গজ কায়স্থগণের তিন পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিবাহে দোষ হয় না। ঐ শ্রেণীর ফতেহাবাদ সমাজের ও বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বিবাহে পর্য্যায়ের কোন নিয়ম নাই।

আদ্যরস কেবল দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের মধ্যে আছে, অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে নাই।

"স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
যেষামেকে পিতা দদ্যাৎ তেষামেকে প্রচক্ষ্যতে॥
অতএব পুত্রস্য দ্বিতীয়বিবাহাদৌ পিত্রা নান্দিশ্রাদ্ধং ন কার্য্যং, দ্বিতীয়-বিবাহাদেঃ সংস্কারাভাবাৎ॥" (স্মার্ত্তোদ্ধৃত উদ্বাহতত্ত্ব)

পুত্রের সংস্কারকার্য্যে পিতা স্বীয় পিতৃ-পিতামহগণকে নান্দিশ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি দান করিবেন, কিন্তু পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলে নান্দিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে, কারণ দ্বিতীয়বিবাহকে সংস্কার বলে না। দ্বিতীয় পক্ষের বরে কন্যাদানের ফল হয় না; অতএব আদ্যরসে কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে কিরূপে ?

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন যে, চারি শ্রেণীর কুললক্ষণ প্রায় অনেকাংশে মিল আছে। মহারাজ বল্লালসেনের কুলনিয়ম তৎপরবর্ত্তী মহাত্মগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কায়স্থচতুষ্টয়ের কুলনিয়মের যদিও সামান্য সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা গ্রাহ্য নহে। ঐ গুলি বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় চারি শ্রেণীর মধ্যে কুলমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আদান প্রদান চলিতে পারে। চতুঃশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া কৌলীন্য প্রথার পর্য্যালোচনা করিয়া দূষণীয় নিয়মগুলি সংশোধনপূর্ব্বক এখনও নূতন স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন।

সকল সমাজের বয়োবৃদ্ধ ও প্রধানগণ একত্র হইয়া আবার একবার বিরাট সমীকরণ না করিলে এ নবপ্রথা-প্রবর্ত্তন কখনই সহজসাধ্য হইবে না; এজন্য চারি সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা স্ব স্ব সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে সকলে সম্মিলিত হইয়া উপায় অবধারণ করুন। দুই একজনের চেষ্টায় বা উৎসাহে কখনই এ জাতীয় মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

কায়স্থের বর্ণ-ধর্ম্ম-বিচার।*

১। শাস্ত্রোক্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ।

কায়স্থ জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত, এবং যদি তাহারা দ্বিজ-বংশজাত হয়, তাহা হইলে বহুকাল উপনয়ন-সংস্কারাভাবে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যতা-দোষ খণ্ডনপূর্ব্বক পুনরায় উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে কি না? এই দুই বিষয় বিচার দ্বারা মীমাংসা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ইহা দ্রষ্টব্য যে, ইদানীং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য দুই বর্ণের দ্বিজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধিকাংশই ব্রাত্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সর্ব্বাগ্রে গুরুর মুখে শুনিয়া শাস্ত্র অভ্যাস করিবার রীতি ছিল, অর্থাৎ শাস্ত্র সকল লিখিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রণালী ভিন্ন শাস্ত্রশিক্ষার অন্য উপায় ছিল না। উপনয়ন-সংস্কারের অর্থ,—বিদ্যার্থী বালককে গুরুর নিকট লইয়া যাওয়া ও রাখা ও তদবধি ঐ বালক গুরুর বাটীতে বাস করিয়া তাঁহার সন্নিধানে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার মুখে শাস্ত্র শুনিয়া তাহা শিক্ষা ও অভ্যাস করা এবং শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর গুরুকুল হইতে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা। এইরূপে ফিরিয়া আসাকে সমাবর্ত্তন বলিত। কিন্তু যখন লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়া শাস্ত্র লিখিত হইয়াছিল, তখন গুরুমুখে শুনিয়া অভ্যাস করিবার আর প্রয়োজন রহিল না, লিখিত-পাঠ করিয়া শিক্ষা করা বরং অত্যন্ত সুবিধাজনক ও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান জন্য গুরুর সাহায্য পূর্ব্ববৎ আবশ্যক রহিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য গুরুকুলে বাস করার প্রয়োজন রহিল না। উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্যই ছিল—গুরুর নিকট বাস করা; তজ্জন্য মাণবককে গুরুর নিকট লইয়া যাওয়াই উপনয়ন শব্দের মুখ্য অর্থ। সেই প্রধান উদ্দেশ্য তিরোহিত হইবার পর উপনয়ন কেবল একটী সংস্কার মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল। এইরূপে এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সমাবর্ত্তন তিন দিনের অনধিক সময়ের মধ্যে সমাপিত হয়।

* সংস্কার-সমিতিতে এই প্রবন্ধটী আলোচিত হয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদিও শাস্ত্রাধ্যয়ন তিন শ্রেণীর বা বর্ণের দ্বিজাতিরই ধর্ম্ম বা অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বিহিত আছে এবং শিক্ষাদান কার্য্যে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণের সমান অধিকার থাকা প্রতীয়মান হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয়-অধ্যাপকের নিকট উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধ্যাপনা-কার্য্যে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তাহাতে অধিকার নাই, এই নিয়ম ব্রাহ্মণেরা সুবিধামত স্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় বালকদিগকে ব্রাহ্মণ বালকদিগের সমান শিক্ষা না দিয়া স্বজাতির প্রাধান্য বজায় করিবার জন্য তাহাদিগকে নিজ ইচ্ছামত যৎকিঞ্চিন্মাত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন ও তজ্জন্য তাহাদের ঐরূপ শিক্ষায় অনাস্থা হওয়া বিচিত্র নহে এবং গুরুর নিকটে না আসিয়া অন্য প্রকারে বিদ্যাশিক্ষার প্রথাও প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা।

তৃতীয় কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকদিগের পার্থক্য ও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্থাপনার্থ তিন বর্ণের বালকদিগের নানাপ্রকারে বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের অপকর্ষসূচক নিয়ম স্থাপন করা দৃষ্ট হয়। যথা ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসসূত্রে নির্ম্মিত হইবে, ক্ষত্রিয়ের শণরজ্জু দ্বারা এবং বৈশ্যের মেষ-লোমে নির্ম্মিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মনু দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৪ শ্লোক—

> "কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
> শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং॥"

ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা তাঁহাদের পক্ষে বিহিত উক্তরূপ উপবীত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াই সম্ভব। যে সকল ক্ষত্রিয় এক্ষণে উপবীত গ্রহণ ও ধারণ করেন, তাহা কার্পাস-সূত্রে নির্ম্মিত দৃষ্ট হয়, শণরজ্জু-নির্ম্মিত নহে, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করাতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদ ও পরশুরামের ক্ষত্রিয়-দিগের সহিত যুদ্ধ ঐ প্রাধান্য লইয়াই ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ এই বিবাদই ভারতের অধঃপাতের প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। সেই বিবাদ-নিবন্ধন জাতি বিভাগেই বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব ও প্রচারের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত ধর্ম্ম-প্রচারক শাক্যসিংহ ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ছিলেন

মনুষ্যগণের জন্ম হইতে জাতিনিবন্ধন বৈষম্য বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ জাতিবিভাগ দূর করিয়া ব্যক্তিগত গুণের দ্বারাই উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থাপন করা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য হানি হওয়াতেই বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ শত্রুতা। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি দ্বয়ের ব্রাত্যতার চতুর্থ ও সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষত্রিয়জাতির লোপ হইয়াছে কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণ-বিরুদ্ধ এবং সর্ব্বোচ্চ আদালত বিচার করিয়া ঐ কথা প্রকৃত নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

বাস্তবিক বৈশ্য জাতির ও ক্ষত্রিয়জাতির অধিকাংশই ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে ক্ষত্রিয়জাতি ও বৈশ্যজাতি এখনও লোপ পায় নাই। জাতিবিভাগ জীবিকা কার্য্য-নিবন্ধনই হইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিতেছেন এবং যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বরাবর সেই কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশজ বলিয়া স্বীকার করা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। তা না হইলে তাঁহারা কোথা হইতে উদ্ভূত হইলেন? নূতন সৃষ্টি হয় নাই।

শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্ব দ্বিজাতি ও শূদ্রজাতি এই বিভাগের কারণ। সুতরাং যদি কোন জাতি শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী দেখা যায়, তাহা হইলে সে জাতিকে দ্বিজবংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিজদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বিভাগ জীবিকার্থ কার্য্যের প্রভেদ দ্বারাই করা হইয়াছে। কৃষি, বাণিজ্য ও গোমেষাদি পালন বৈশ্যদিগের জীবিকোপায় স্বরূপ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়ের কার্য্য প্রজারক্ষণ ও রাজ্য-শাসন বিহিত হইয়াছে। বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য ধনুর্ব্বেদে ব্যুৎপন্ন সৈনিক প্রয়োজন, দস্যুতস্করাদির অত্যাচার হইতে প্রজারক্ষার জন্য শান্তিরক্ষক আবশ্যক, প্রজাদিগের সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার জন্য বিচারালয় ও তৎসংস্পৃষ্ট প্রাড়বিবাক্ সভ্য প্রভৃতি আবশ্যকীয় কর্ম্মচারী প্রয়োজন এবং সুশাসন রক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য করসংগ্রহার্থ করস্থানাধিকৃত কর্ম্মচারী আবশ্যক, ইহা ভিন্ন রাজ্যের কুশলচিন্তনার্থ মন্ত্রী, অমাত্য, চার প্রভৃতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীও প্রয়োজন। এই সমস্ত কার্য্যই রাজ্যশাসন ও প্রজারক্ষণ-কার্য্যের অন্তর্গত এবং তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতিরই অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

যে রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করিবার বিধান আছে এবং যে স্থানে ব্যবসায় গোচর জ্ঞান প্রয়োজন, তথায় বৈশ্যের সাহায্য গ্রহণ করিবারও ব্যবস্থা আছে, যেমন দুই একজন বণিককে আদালতের সভ্য নিযুক্ত করিবার নিয়ম। যে সকল কার্য্যে কেবল শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন, তাহাতে শূদ্রের নিয়োগ করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় জাতীয় ব্যক্তিই রাজকার্য্যে অধিকারী, ইহাই শাস্ত্রার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আর ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, যদি কোন জাতীয় ব্যক্তিগণকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায় অর্থাৎ যে সকল রাজকার্য্যে শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রাধান্য প্রয়োজন, এরূপ রাজকার্য্যই যদি কোন জাতির অসাধারণ ও বিশেষ কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত, ইহা আপাততঃ স্বীকার্য্য অর্থাৎ বিশেষ তর্ক যুক্তি বা প্রমাণ তদ্-বিরোধী না থাকিলে উপরোক্ত হেতুতে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ প্রকার রাজকর্ম্মচারী ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত।

এক্ষণে কায়স্থ জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহা বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ। হেমচন্দ্র-কৃত নানার্থ-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে কায়স্থ শব্দের এক অর্থ 'কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ' দেওয়া আছে, অর্থাৎ কায়স্থ শব্দে যে অক্ষর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে বুঝায়। "কায়েন তিষ্ঠতি যঃ স কায়স্থঃ" ইহা কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি, তাহার অর্থ এই যে কায় দ্বারা যিনি জীবিকা অর্জ্জন করেন, তিনি কায়স্থ। কায় শব্দে হস্তের অগ্রভাগকে বুঝায় অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলিযুক্ত হস্তভাগ। পূর্ব্বে অঙ্গুলি-চতুষ্টয় দ্বারা কলম ধরিয়া লিখিবার রীতি ছিল। কায়স্থ শব্দের যোগরূঢ়ি অর্থ লেখক অর্থাৎ যিনি লিখনক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনি ঐ শব্দ বাচ্য।

স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থ জাতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এই—

বিষ্ণুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং

সসাক্ষিকম্ অসাক্ষিকং চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং ... করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকং। যত্র ক্বচন যেন কেনচিৎ লিখিতং সাক্ষিভিঃ ... চিহ্নিতং সসাক্ষিকং। স্বহস্তলিখিতম্ অসাক্ষিকম্ ॥”

লেখ্য বা দলিল তিন প্রকার, রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজার সভায় রাজার নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং তৎসভার যিনি ... (অর্থাৎ প্রাড়্‌বিবাক) তাঁহার হস্তচিহ্নিত (দলিল) রাজসাক্ষিক (Regis... যে কোন স্থলে যে কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত সাক্ষিগণ কর্ত্তৃক স্বহস্তচি... (দলিল) সসাক্ষিক। স্বহস্ত লিখিত (সাক্ষিশূন্য দলিল) অসাক্ষিক।

ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লিখন-কার্য্যে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীর ... কায়স্থ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে ৩৩৬ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি... উক্ত হইয়াছে,—

“পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥”

(রাজা) কায়স্থ কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজাগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন।

এই শ্লোকব্যাখ্যায় মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন,—

“কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ।
তেষাং রাজবল্লভতয়া অতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাচ্চ ॥”

কায়স্থ অর্থাৎ গণক এবং লেখক (Accountant and writer) তাহা... কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজাগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন। কারণ তাহা... রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া অত্যন্ত মায়াবী ও দুর্নিবার।

ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে, লেখা ও গণনা কার্য্যে ব্যাপৃত রাজকর্ম্ম... চারীর নাম কায়স্থ এবং তাহারা রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়, ... নহিলে তাহারা রাজার প্রিয়পাত্র কিরূপে হইতে পারে?

বৃহৎ পরাশরসংহিতায় কায়স্থ সম্বন্ধে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

“শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যহিতৈষিণঃ ॥”

অর্থাৎ (রাজা) শৌচযুক্ত প্রাজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মোহরান্বিত করিয়া ... নিযুক্ত করিবেন ও যাহাদের কিছু লেখাইয়া লওয়া প্রয়োজন, তদ্রূপ ব্যক্তির হিতাকাঙ্ক্ষী কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন।

...মিতাক্ষরা প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ ব্যবহারমাতৃকায় আদালতের কর্ম্মচারী নিয়োগ ... যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা উপরোক্ত ... ব্রাহ্মণকে প্রাড়্‌বিবাক্ বা জজ নিযুক্ত করিবেন এবং উক্ত বিধ কায়স্থকে ...আদালতের গণক ও লেখক নিযুক্ত করিবেন। লিখিত আর্জি দাখিলের রীতি ...না, বাদী বাচনিক অভিযোগ করিত, তাহা লিখিয়া লওয়া লেখকের কার্য্য ... প্রশ্ন দ্বারা দরকারী সকল কথা বাদীর মুখ হইতে বাহির করিয়া লওয়াও ...লেখকের কার্য্য ছিল। সেই প্রকারে প্রতিবাদীর উত্তর বা জওয়াব লেখা লেখকের ...কার্য্য। সাক্ষী সকলকে প্রশ্ন করাও তাহারই কার্য্য। প্রাড়্‌বিবাক্ কেবল সমস্ত ...তেন, আর সমস্ত কার্য্য লেখকের কর্ত্তব্য ছিল। আরও উপরোক্ত স্মৃতিবচন ... হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোবালা প্রভৃতি কোন দলিল লিখিত পঠিত ... হইলেও লোকে আদালতে আসিত, তথায় নিযুক্ত লেখক তাহা লিখিতেন ... প্রাড়্‌বিবাক্ তাহাতে মোহর মুদ্রিত করিতেন, ইহাই রাজসাক্ষিক দলিল ...। পূর্ব্বে কাজীদিগেরও ঐ প্রকার দলিল লিখিয়া মোহর যুক্ত করা কার্য্য ...। নিরক্ষর ব্যক্তিগণের বিক্রয়াদি কার্য্যের দলিল লেখা পড়া করিয়া দিবার ... ঐরূপ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত এবং তাহা আদালত-সংসৃষ্ট ছিল।

মৃচ্ছকটিক একখানি প্রাচীন নাটক। তাহাতে আদালতের এক মোকদ্দমার ...বর্ণনা আছে, তাহাতে বিচার সম্বন্ধে কায়স্থের কার্য্য উপরোক্তরূপ প্রদ... হইয়াছে।

গণক ও লেখক আদালতের আবশ্যকীয় প্রধান কর্ম্মচারী তাহা নারদ... সংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে, যথা—

“রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ ॥” (১।১৫)

...ার অর্থ এই যে—

রাজার আটটী অঙ্গ, যথা—(১) সৎপুরুষ অর্থাৎ প্রাড়্‌বিবাক্, (২) সভ্যগণ, (৩) শাস্ত্র, (৪) গণক (৫) লেখক, (৬) সুবর্ণ, (৭) অগ্নি, এবং (৮) উদক।

উপরের বৃহৎ পরাশরসংহিতার বচনে ও মৃচ্ছকটিক নাটকে কায়স্থ শব্দে জাতি...কে বুঝাইতেছে। কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন, এ কথায় কায়স্থ-...ীয় ব্যক্তিকে লেখক নিযুক্ত করাই বুঝায়, এবং কায়স্থ শব্দে গণক ও লেখক

উভয়কেই বুঝায়, তাহাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কিরূপ লেখক ও গণক রাজা নিযুক্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে ব্যাস বচন এই,—

"স্ফুটলেখং নিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিং।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনং॥
ত্রিস্কন্ধজ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকং।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"

যাহার লেখা স্পষ্ট, যিনি শব্দ-লক্ষণজ্ঞ, শৌচযুক্ত, ক্রোধশূন্য, লোভশূন্য, সত্যবাদী ও যাহার অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট, রাজা এরূপ লেখক নিযুক্ত করিবেন। যিনি তিন ভাগে বিভক্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং হিসাবাদি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, রাজা এরূপ ব্যক্তিকে গণক নিযুক্ত করিবেন।

ইহা দ্বারা গণক যে দ্বিজাতি, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে এবং গণকের সাহচর্য্যহেতু লেখকও দ্বিজাতি প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ শব্দলক্ষণের জ্ঞান শাস্ত্রাধ্যয়ন বিনা হইতে পারে না এবং যখন গণক ও লেখক উভয়েই এক কালে জাতীয়; সুতরাং দুইই দ্বিজাতি সাব্যস্ত হইতেছে।

গণক ও লেখক যে প্রকার গুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত, তাহা বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যথা—

"শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী।
নানালিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণকলেখকৌ॥"

উপরোক্ত ব্যাসবচন ও বৃহস্পতিবচন বীরমিত্রোদয়েও উদ্ধৃত আছে এবং তাহাতে গণক ও লেখক উভয়ই দ্বিজাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

রাজধর্ম্মসম্বন্ধে শুক্রনীতি-নামক গ্রন্থে সান্ধিবিগ্রহিক বা পররাষ্ট্রসচিব প্রভৃতি নানাপ্রকার রাজকার্য্যে লেখক নিযুক্ত করিবার নিয়ম আছে। লেখকেরা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, গণনাকুশল, দেশভাষা-প্রভেদজ্ঞ। এবং অসন্দিগ্ধ সরল রচনায় নিপুণ বলিয়া বর্ণিত।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কায়স্থকে রাজার ধনস্থানাধিকারী বলা আছে। যে বর্ণনা আছে, তাহাতে কায়স্থেরা কর-সম্বন্ধে রাজার প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।*

* এই জন্যই নিবন্ধকার অপরার্ক কায়স্থগণকে 'করাধিকারী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে কায়স্থ জাতি যে দ্বিজাতি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না, এখন দেখা যাউক, কায়স্থ দ্বিজাতির মধ্যে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে কি পাওয়া যায়।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে 'করণ' নামক এক ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতি কথিত আছে, যথা—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥" ১০।২২।

ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় নামক জাতি সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।* ইহা দ্বারা করণ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় প্রমাণিত

* করণ যে কায়স্থের নামান্তর তাহা বলাই বাহুল্য। করণ অর্থে—লেখ্য বা দলিল, তাহা হইতে জাতি করণ-বাচ্য। এই করণ যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত শূদ্রাবৈশ্যসুত করণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শূদ্রাবৈশ্যসুত করণদিগের এইরূপ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"বৈশ্যাদ্ধর্ম্মেণ শূদ্রায়াং জাতো বৈতালিকাভিধঃ।
চারণোঽসাবপি ভবেৎ ন্যূনো বৃষলধর্ম্মতঃ॥
রাজ্ঞাং চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুণবর্ণনতৎপরঃ।
সংগীতং কামশাস্ত্রঞ্চ জীবিকা তস্য বিশ্রুতা॥
অয়মেব করণঃ। (বিশ্বেশ্বরকৃত শূদ্রধর্ম্মনিরূপণ)

বৈশ্য হইতে ধর্ম্মানুসারে শূদ্রাতে বৈতালিক নামক জাতি হইয়াছে। এই জাতিই একটু হীন হইয়া বৃষলধর্ম্মহেতু চারণ হইয়া থাকে। (এই জাতি) রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের গুণবর্ণন তৎপর, সংগীত ও কামশাস্ত্রই তাহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জাতিরই নাম করণ। এই করণ মিশ্রবর্ণ, কিন্তু মনূক্ত করণ ক্ষত্রিয়, সুতরাং উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন-বর্ণ। অনেকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণকে ও দ্বিতীয় বর্ণ মধ্যে গণ্য কায়স্থকে বিভিন্ন জাতি বলিয়া মনে করেন। কারণ মনূক্ত করণ ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারভ্রষ্ট; কিন্তু চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ সংস্কৃত, তাঁহারা শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং কিরূপে উভয়ে এক জাতি হইবেন? তাহার উত্তর এই, মনূক্ত করণাদি সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইলেও শকযবনাদির ন্যায় ব্রাহ্মণাদর্শন ও সমস্ত ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই। (বঙ্গবাসী কায়স্থের সাবিত্রীপরিত্যাগের প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা সাধারণকে দেখিতে অনুরোধ করি।) লেখ্যজীবী করণনামক ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাত্য হইলেও পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়ন-দ্বারা আবার সকলেই বিশুদ্ধ হইয়াছিলেন। মনু বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভজাত করণনামক কোনও উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে স্বীকার করা যায়, তাঁহার সময়ে কেবল ক্ষত্রিয়জাতীয়

হইতেছে, আবার অষ্টম অধ্যায়ে ১৫৪ শ্লোকের করণ শব্দ, লেখ্য বা প
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

"ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং।
স দত্বা নির্জ্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ॥"

যে অধমর্ণ দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ এবং সেই জন্য পুনরায় খত লি
দিতে ইচ্ছা করে, সে প্রাপ্য সমস্ত সুদ পরিশোধ করিয়া করণ বা লেখ্য পরি
করিয়া দিবে।

অধিকাংশ জাতির নাম তাহাদের জীবিকার উপায় স্বরূপ কার্য্যে
হইতেই উৎপন্ন দৃষ্ট হয়। যে সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় "করণ" বলিয়া মনুসংহি
উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা 'করণ' বা লেখ্যজীবী ছিল এবং সেই জন্যই করণ
প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

করণ ছিল। সে সময়ে শূদ্রাগর্ভজাত করণের সৃষ্টিই হয় নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ম
বর্ত্তী স্মৃতিকারগণ কেহই আর মনূক্ত করণনামক ক্ষত্রিয়জাতির উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু
শূদ্রা-বৈশ্যসুত করণ নামক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? মনূক্ত ক
কি পরবর্ত্তী স্মৃতিকারদিগের সময় এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা কখনই সম্ভবপর
গুণ ও কর্ম্মানুসারে আর্য্য-সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য গঠিত হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার
মনু ৮ম অধ্যায়ের ২৫০ শ্লোকে আর একটীবার 'করণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—
করণ বা লেখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত জাতিই যে মনু কর্ত্তৃক 'করণ' নামে আখ্যাত হইয়াছেন,
সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। কারণ তিনি লেখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত অপর কোন জাতির
করেন নাই। অধিক সম্ভব, শূদ্রাবৈশ্যসুত করণ হইতে পার্থক্যরক্ষার নিমিত্ত পরবর্ত্তী
যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ মনূক্ত 'করণ' স্থানে 'কায়স্থ' নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এ
কায়স্থেরই যে একমাত্র লেখ্যবৃত্তি ছিল, অপর কোন জাতির ছিল না, বিষ্ণু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও এখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, এই জাতির আদি
চিত্রগুপ্তদেব 'কায়স্থ' নামে পরিচিত ছিলেন, সুতরাং লেখ্যজীবী করণনামক ক্ষত্রিয়গণ আদি
'কায়স্থ' নামে যে পরিচিত হইবেন, তাহাও অসম্ভব নহে। করণ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাত্যতা খণ্ডন
হিন্দু-রাজসভায় 'কায়স্থ' নামে আখ্যাত ছিলেন, ব্রাত্যতা দূর করিতে না পারিলে কখনই
হিন্দু-রাজসভায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন না এবং ব্রাত্যতা-পরিহারহেতু করণনামক
ক্ষত্রিয়জাতির উল্লেখও আর পরবর্ত্তী কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে না। তাই যাজ্ঞ
স্মৃতিতে কেবল সংস্কারসম্পন্ন কায়স্থ জাতিরই উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

পুরাণে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা মনূক্ত করণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই সমর্থন করিতেছে। স্কন্দপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একটী ও তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তাহাতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রসেনের বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ অসিজীবী ক্ষত্রিয় হইতে মসিজীবী ক্ষত্রিয়ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত আছে। ঐ রাজার গর্ভবতী পত্নী সম্বন্ধে দাল্‌ভ্য মুনি ও পরশুরামের কথোপকথনে গর্ভস্থ শিশুর প্রাণরক্ষা যে সর্ত্তে হইয়াছিল, তাহা একটী সুলক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এবং পরশুরাম ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহা ক্ষত্রিয়দিগের ধনুর্ব্বেদে শিক্ষিত হওয়ার জন্য। পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতিবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বিজিত ক্ষত্রিয়দিগকে ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবার সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণসংহারে বিরত হইয়াছিলেন। ক্ষাত্রধর্ম্ম শব্দে ক্ষত্রিয়ের-অসাধারণ ধর্ম্মই বুঝিতে হইবে। দ্বিজত্ব দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা হইতে রহিত করা পরশুরামের সর্ত্তের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। অস্ত্র-শস্ত্রে কৌশল ও নৈপুণ্য শিক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের বিশেষ কর্ম্ম ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত করাই ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করা বলিয়া বোধ হয়। * চিত্রগুপ্ত বংশীয়গণের কায়স্থ-ধর্ম্ম উহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

২। চিত্রগুপ্তের বংশ-বিবরণ।

চন্দ্রসেনরাজ-বংশধরগণ কায়স্থগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কায়স্থ-শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাঁহারা স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য 'প্রভু' বা 'চান্দ্রসেনীয় প্রভু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং অদ্যাবধি এই নামেই পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ভারতের সকল স্থানের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ কেবল 'কায়স্থ' নামেই পরিচয় দিয়া থাকেন, স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কেহই ভিন্ন নামে স্বজাতির পরিচয় দেন না। এই সকল কারণে স্মৃতি-পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে যেখানে কেবল 'কায়স্থ' শব্দের উল্লেখ আছে, অপর কোন বিশেষ কথা নাই, সেখানে 'কায়স্থ' চিত্রগুপ্তবংশীয় বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, গরুড়পুরাণে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ

---

* গোবিন্দভট্ট ও নাগাভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ সকলেই এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্মৃতি-পুরাণোক্ত আদি কায়স্থগণ অর্থাৎ চিত্র-গুপ্ত-সন্তানগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও নিবন্ধকারদিগের মতে দ্বিজাতি এবং শুক্রনীতিতে কায়স্থ বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের উচ্চে এবং ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের কোন্ বর্ণ ও কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহাই আলোচ্য।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—

"বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥
সৃষ্টে্বমাদিকং সর্ব্বং তপস্তেপে তু পদ্মজঃ।"

(গরুড়পু° প্রেতকল্প° ৭ অঃ)

ব্রহ্মা প্রথমতঃ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর সৃষ্টি করিয়া পরে তেজোময় সূর্য্যের সৃষ্টি করেন। তাহার পর চিত্রগুপ্ত সহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন। পদ্মযোনি এইরূপে আদিজগৎ সৃষ্টি করিয়া তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন।

উক্ত প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে যে, আদি সৃষ্টিকালে চিত্রগুপ্ত দেব যমের সহিত একত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যম প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন *। এরূপ স্থলে যমের সাহচর্য্য ও সহজন্মহেতু চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেছেন।

এই কারণে কমলাকর ভট্টধৃত বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ডেও দেখা যায়—

"ভবান্ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থানসমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ঃ খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে॥
ত্বদ্বংশসম্ভবা যে বৈ তেঽপি ত্বৎসমতাং গতাঃ।
তেষাং লেখ্যাদিবৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ারততৎপরাঃ॥
সংস্কারাদীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়জাতিষু।
তানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশলক্ষিতাঃ॥
উক্ত্বা প্রজাপতিরিদং তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্তঃ প্রসন্নহৃদয়োঽভবৎ॥"

* "তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।" বৃহদারণ্যক ১।৪।১১

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে চিত্রগুপ্ত! সমস্থান অর্থাৎ কায় (বাহুমূল) হইতে উৎপন্ন হেতু তুমিও ক্ষত্রিয়বর্ণ। তুমি পৃথিবীতে কায়স্থ-ক্ষত্রিয় বলিয়া বিরাজ করিবে। তোমার বংশসম্ভূত কায়স্থগণও তোমার সমান অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাদিগের লিখনী নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত তাহাদের বিবাহ হইবে। ক্ষত্রিয়জাতির যে যে সংস্কার হইয়া থাকে, আমার আজ্ঞাক্রমে তাহাদের সেই সকল সংস্কার কর্ত্তব্য। ভগবান্ প্রজাপতি এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই উক্তি শুনিয়া চিত্রগুপ্ত প্রসন্নহৃদয় হইলেন। *

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রসেনের পুত্র চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণিগ্রহণ একটী প্রধান সংস্কার। স্কন্দ-পুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, মহর্ষি দাল্ভ্য চন্দ্রসেনপুত্রের সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।" ৩।৪।

অর্থাৎ সবর্ণাতেই পাণিগ্রহণ সংস্কার বিহিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে দালভ্যঋষি-প্রতিপালিত চন্দ্রসেনরাজপুত্রের বিবাহসংস্কার সবর্ণাতেই অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয় ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের সহিতই হইয়াছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইজন্য শুক্রাচার্য্য—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণোঃ যোজ্যো কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥"

(শুক্রনীতি ২য় অধ্যায়)

এই বচন দ্বারা ব্রাহ্মণের নিম্নে এবং বৈশ্যশূদ্রের অগ্রে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়স্থানেই কায়স্থকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের ক্ষত্রবর্ণত্ব এবং ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

এখন দেখিতে হইবে, বঙ্গীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থবর্গ উক্ত চিত্রগুপ্তবংশসম্ভূত কি না এবং চিত্রগুপ্তবংশ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও কুলগ্রন্থেই বা কিরূপ লিখিত আছে?

পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের অন্তর্গত "কায়স্থোৎপত্তি"১ নামক স্বতন্ত্র অংশে

* মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থা-দর্পণে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। See Vyavastha-Darpana, 3rd part I p. 661.

(১) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ এই প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন এবং দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে বিরচিত কায়স্থবয়ান্ নামক পারস্য গ্রন্থেও ইহার অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

লিখিত আছে,—'চিত্রগুপ্ত হইতে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি ; সূর্য্যদেব ছায়াগর্ভসম্ভূতা আপন এক কন্যা চিত্রগুপ্তকে সম্প্র দান করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত অনন্তদেব ও বিশ্বকর্ম্মা চিত্রদেবকে এক একটী কন্যা দান করিয়াছিলেন। এক এক পত্নীর গর্ভে চিত্রগুপ্তের চারিটী করিয়া সুন্দর, বিখ্যাত ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্রই ধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারক হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে (সূর্য্যকন্যা ও অনন্তকন্যা গর্ভজাত) গৌড়, মাথুর, ভট্টনাগর, সেনক বা শকসেন, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব, অহিষ্ঠান ও করণ এই আটজনই শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সর্ব্বগুণোপেত ও সর্ব্বলোকপ্রিয়ঙ্করী ছিলেন, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা যে চারি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বীরশ্রেষ্ঠ ও দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট পুত্র পাইয়া চিত্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দেবপূজা, পিতৃযজ্ঞ, ব্রাহ্মণপালন, সর্ব্বদা অতিথিসেবা, প্রজাদিগের করগ্রহণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার ইত্যাদি শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।'*

* "চিত্রগুপ্তাচ্চ যে জাতাস্তান্ পুত্রান্ কথয়ামি তে।
চিত্রগুপ্তায় কন্যৈকাং সূর্য্যশ্ছায়াভবাং দদৌ ॥
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ চৈকা অনন্তশ্চ তথাপরাং।
একৈকস্যাং চতুঃপুত্রান্ জনয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥
এবং দ্বাদশপুত্রাশ্চ জাতা ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তারো ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারকাঃ ॥
তাংশ্চাপি সুন্দরান্খ্যাতান্ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদান্।
গৌড়শ্চ মাথুরশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ ॥
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তশ্চাহিষ্ঠানঃ করণস্তথা।
শ্রেষ্ঠা সর্ব্বগুণোপেতাঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ঙ্করাঃ।
সুষুবে চতুরঃ পুত্রান্ কন্যা বৈ বিশ্বকর্ম্মণঃ।
বলিশ্রেষ্ঠাদয়স্তে তু দেশে দেশে ভ্রমন্তি চ ॥
চিত্রগুপ্তস্তু তানষ্টৌ প্রাপ্য পুত্রান্ মহোৎসুকঃ।
শিক্ষয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারকঃ ॥
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্।
ভরণং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিপূজনম্।
প্রজাভ্যশ্চ করাদানং ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোকনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকত্রয়হিতায় বৈ ॥ (পাদ্মে কায়স্থোৎপত্তি

অহল্যাকামধেনুস্থ নবমবৎসধৃত ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিক-শুক্লদ্বিতীয়া-ব্রত-কথাসন্দর্ভে (যমসংহিতায়)† লিখিত আছে,—

"চিত্রগুপ্তের বিখ্যাত দ্বাদশটী পুত্র মহীতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারু মথুরায় গিয়া মাথুর নামে, সুচারু গৌড়দেশে গিয়া গৌড়নামে, চিত্র ভট্টনদী-তীরে গিয়া ভট্টনাগরিক, ভানু শ্রীবাসনগরে গিয়া শ্রীবাস্তব, অম্বা আরাধনা হেতু অম্বষ্ঠ, মতিমান্ ভার্য্যার সহিত গিয়া সখসেন নামে এবং বিভানু শূরসেন দেশে গিয়া সূর্য্যধ্বজ নামে খ্যাত হইয়াছেন।' ‡

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ এবং ধ্রুবানন্দমিশ্ররচিত বঙ্গজ-কায়স্থকারিকাধৃত পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডীয় বচনে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে—

"এই কায়স্থজাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম সূর্য্যধ্বজ। তাঁহার কুলদেবতা সূর্য্য। সূর্য্যের অনুগ্রহে তাঁহার বাসের জন্য সূর্য্যপূজা কল্পিত হইয়াছিল। এই সূর্য্যধ্বজ হইতেই ভারতে যেন দ্বিতীয় দ্বিজন্মাগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি, চন্দ্রহাসও সেইরূপ চিত্রগুপ্তের বংশীয়। চন্দ্রহাসের কুলদেবতা চন্দ্র। চন্দ্রের অনুগ্রহে ইনি মাহিষ্মতীপুরীর নিকট চন্দ্রহাস নামক গিরির অধীশ্বর। তাঁহার বংশধরগণ চন্দ্রহাস-পুরবাসী, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, সদাচার ও শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়ী সর্ব্ব-ব্যাপার-সম্পন্ন। ৩য় সূরিচন্দ্রার্দ্ধ, ৪র্থ চন্দ্রদেহ, ৫ম রবিদাস, ৬ষ্ঠ রবিরত্ন, ৭ম রবিধীর, ৮ম রবিপূজক, ৯ম গম্ভীর, ১০ম প্রভু, ১১শ বল্লভ, ১২শ উদারহাস, ১৩শ মধুমান্,

† ১৯৩০ সংবতে মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রিপ্রমুখ কাশীবাসী পণ্ডিতগণ কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা-পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত নিবন্ধ ও তাহার বচনাদি সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।

‡ "পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেরুস্তে মহীতলে ॥
মথুরায়াং গতশ্চারুর্মাথুরস্তন্মিতো গতঃ।
সুচারুর্গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ ॥
ভট্টনদীং গতশ্চিত্রো ভট্টনাগরিকঃ স্মৃতঃ।
শ্রীবাসনগরে ভানুস্তস্মাচ্ছ্রীবাস্তসংজ্ঞকঃ ॥
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ।
সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ ॥
শূরসেনং বিভানুশ্চ তেন সূর্য্যধ্বজঃ স্মৃতঃ।" (অহল্যাকামধেনুধৃত ;

১৪শ ভট্ট, ১৫শ সুভট্ট ১৬শ শ্রীগৌড়, ১৭শ রাজধানা, ১৮শ আনন্দ, ১৯শ [illegible], ২০শ বিশ্বাস ও ২১শ পঞ্চতত্বজ্ঞ। একবিংশতি শ্রেণীর কায়স্থগণ আবার প্রত্যেকে বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।'*

* "একবিংশতিসংখ্যকাঃ পঙ্‌ক্তয়স্তৎপৃথঙ্‌মতাঃ।
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্যঃ গুণজাতিবিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্॥
চিত্রদেবস্ত সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এব চ।
সূর্য্যধ্বজস্তু তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্॥
সূর্য্যধ্বজাদ্দ্বিজন্মানো দ্বিতীয়া ইহভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্॥
দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুম্।
যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্।
ওষধীনামধিপতির্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষেঽসৌ চ চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ॥
বরং বরয় ক্ষিপ্রং মত্তো মনসি নিশ্চিতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যঃ বরয়ামাস সত্বরম্॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তৎ।
মদীয়বংশবর্গ্যস্য বাসস্থানমনুত্তম্॥
উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্ত্যে চ সততং স্থিতাঃ।
তস্মাদ্ যাচে তু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপ্যুত।
মনঃসংকল্পিতং সর্ব্বমেতাবত্তে ভবিষ্যতি॥
ভবদ্ভক্তিবশাজ্জাতো হাসোঽয়ং তদ্‌ভবানপি॥
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্বকায়স্থমণ্ডলে।

৩। শিলালিপি ও ইতিহাসে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থপ্রসঙ্গ।

প্রাচীন শিলালিপি ও ইতিহাস হইতে চিত্রগুপ্তবংশীয় উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের প্রভাব ও অধিকারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গণ্ডলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্মুখশোভিতঃ।
মাহিষ্মতীসমীপস্থ-চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ॥
অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনম্
চন্দ্রহাসাভিধং লেভে কায়স্থজ্ঞাতিলক্ষণম্॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্টগুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্।
এষাং লেখনধর্ম্মোঽস্তু ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্।
শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্॥
ভগবদ-ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচারস্বধর্ম্মিণাম্।
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্রপুত্রজপুত্রাদি-নপ্তৃ-নপ্তৃজনপ্তৃজৈঃ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ।
সুহৃৎসম্বন্ধিতদ্‌বর্গ-বিভবৈর্ব্যাপৃতা মহী॥
তৃতীয়ঃ সুরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো রবিদাসোঽপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ॥
একাদশো ময়াখ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ।
উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ।

৮৬৬ সংবতে (৮০৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হৈহয়বংশীয় জাজল্লদেবের প্রশস্তিফলকে লিখিত আছে যে, শ্রীবাস্তববংশীয় রত্নসিংহ কাশ্যপীয় ও গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, উক্ত সুবৃহৎ প্রশস্তি তাঁহারই বিরচিত। এই রত্নসিংহের পুত্র দেবগণও অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চেদিরাজ পৃথ্বীদেবের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশাধিপতি হরিব্রহ্মদেবের শিলালিপিতে শ্রীবাস্তববংশীয় কায়স্থপ্রবর রামদাস 'পণ্ডিতাধীশ্বর' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

অজয়গড় হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে শ্রীবাস্তবকায়স্থগণ দুর্গাধিপ, মন্ত্রী, সেনাপতি, সর্ব্বাধিকারী, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি নানা উচ্চপদে কালঞ্জর রাজসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেহ কেহ চতুর্দ্দশবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। *

চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ যে হিন্দুরাজসভায় গণক ও লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, শিলালিপি হইতে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গোয়ালিয়র হইতে আবিষ্কৃত ১১৬১ সংবতে (১১০৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে—"মনোরথ নামে একজন মাথুরবংশীয় কায়স্থ রাজা ভুবনপালের রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয়, ব্যয় ও নিয়োগবিষয়ের নিবন্ধাদি লিখিতেন। ইহাঁর গণিতজ্ঞতা ও সমস্ত লিপিবিষয়ে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, সকলে তাহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন।' †

১১৭৩ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে গৌড়-কায়স্থবংশীয় জয়পাল জয়বর্ম্মদেব নৃপতির করাধিকারী ও সাহিত্যার্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীকরণবংশীয় ভাস্করাত্মজ কায়স্থপ্রবর সোঢ়ল দেবগিরির যাদববংশীয় ভিল্লম (১৩৩২ শকে) নৃপতির সান্ধিবিগ্রহিক (The Minister for peace and war and the Foreign Secretary) ছিলেন, ইনিই শার্ঙ্গধরপদ্ধতি রচনা করেন। ইহার মৃত্যুর পর যাদবরাজসভায় ইহারই পদে চতুর্বর্গচিন্তামণিকার মহাপণ্ডিত হেমাদ্রি অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। *

সোঢ়ল আপনাকে কাশ্মীরদেশীয় শ্রীকরণ (কায়স্থ) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কাশ্মীরদেশীয় কায়স্থগণের প্রভাব রাজতরঙ্গিণীতে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীরে কায়স্থরাজগণই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তথায় রাজকীয় সকল উচ্চপদেই কায়স্থগণকে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে সে সকল বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না। †

উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ ভিন্ন শিলালিপি ও ইতিহাস হইতে সকসেনবংশীয় কায়স্থগণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা শিলালিপিতে কায়স্থঠকুর ও সকসেনবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই বংশে অকবর বাদশাহের সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব টোডরমল ও মহাবীর নবলরায় জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশীয় কায়স্থগণের প্রধান বাসস্থান ছিল সাঙ্কাশ্য নগরে, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে সেই নগরী দান করিয়া স্বধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত আর সকসেনগণ কেহই সাঙ্কাশ্য (বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ) নামক স্থানে বাস করেন না। ‡

সূর্য্যধ্বজ কায়স্থগণও বরাবর সম্মানিত ও বিশেষ শুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য। মহারাষ্ট্রবখরসমূহ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে মহাবীর রঘুনাথ রাও পঞ্চনদ অধিকার করিয়া উক্ত বংশীয় লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক কায়স্থকে পঞ্চনদের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। যে সময় দুর্দ্দান্ত আহ্মদশাহ আবদালীর ন্যায় মহাশত্রু ভারতপ্রান্তে সতীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণবীর কর্ত্তৃক একজন কায়স্থের উপর লাহোরের শাসনভার অর্পণ, লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে কম সৌভাগ্য বা গৌরবের পরিচায়ক নহে।

৪। বঙ্গবাসী চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের পরিচয়।

এখন দেখিতে হইবে, বঙ্গবাসী কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তবংশীয় তাহার প্রমাণ

শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃপরম্।
অষ্টাদশম আনন্দঃ সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ একবিংশতমঃ স্মরঃ।
এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ॥" (কায়স্থোৎপত্তি)

* যাঁহারা ঐ সকল কায়স্থের বিস্তৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মৎকৃত কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় গ্রন্থের ৬৯ হইতে ৮১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

† Indian Antiquary, Vol. X. p. 201.

* Dr. Bhandarkar's Early History of Deccan. (2nd ed.) p. 111.

† কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয় ৩২-৩৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. I. p. 279.

এবং পূর্ব্ববর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে কি না,
বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় লেখা আছে,—

"চিত্রদেবসুতাশ্চাষ্টৌ সমভূবন্ মহাশয়াঃ।
তেষাস্তু কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম চ ॥
ঐকৈক বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতা।
তেষাং মধ্যে প্রবরাশ্চ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ ॥
সূর্য্যধ্বজো চন্দ্রহাসশ্চন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহকাঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ ॥
ইতি চাষ্টসুতাঃ খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভবন্।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাখ্যায়াঞ্চ সংজ্ঞিতাঃ ॥
ঘোষো সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্ বসুস্তথা।
রবিরত্নাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রদেহাত্তু মিত্রকঃ ॥
চন্দ্রার্দ্ধাৎ করণো জাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ ॥
মৃত্যুঞ্জয়স্তু গৌড়াচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ ॥
দাসকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়সুতো জাতো দেবসেনশ্চ পালিতঃ ॥
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতাঃ এতে পদ্ধতিকারকাঃ ॥
মৃত্যুঞ্জয়কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দনৃপেশ্বরঃ ॥
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচারপ্রভেদেন দ্বিসপ্তত্যচলাভবন্ ॥" (ধ্রুবানন্দ মিশ্র)

চিত্রগুপ্তদেবের আটটি মহাশয় পুত্র হইয়াছিল, কশ্যপ তাহাদের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। সেই এক এক জন হইতে আবার বহু বংশ (গোত্র) উৎপন্ন হইয়াছি[ল।] তাহাদের মধ্যে ২১ বংশই প্রধান বলিয়া গণ্য। সেই একবিংশতি বংশের ম[ধ্যে] সূর্য্যধ্বজ, চন্দ্রহাস, চন্দ্রার্দ্ধ, চন্দ্রদেহক, রবিদাস, রবিরত্ন, রবিধীর ও গৌড়ক [এই] অষ্ট বংশের পুত্রগণ কুলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সন্তান[গণ] দেশ নামেও আখ্যাত। সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ, চন্দ্রহাস হইতে বসু, রবিরত্ন হইতে গুহ, চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, চন্দ্রার্দ্ধ হইতে করণ, রবিদাস হইতে দত্তবংশ ও [গৌড়] হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার করণ হইতে নাগ, নাগ ও [দাস এবং]

[মৃ]ত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ নামে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকারকগণ [জন্ম]লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ নামে এক নৃপেশ্বর আবির্ভূত [হই]য়াছিলেন। তাঁহারই বংশে ৮৭ ঘর কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭২ ঘর [কু]লাচারে প্রভেদহেতু 'অচলা' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন উক্ত কুলগ্রন্থে অন্যস্থানে মহারাজ আদিশূর চিত্রগুপ্তবংশীয় অম্বষ্ঠশ্রেণীর [কা]য়স্থ, তাঁহার মন্ত্রী বলভদ্র রবিদাস-কুলোদ্ভব কায়স্থ, তাঁহার সেনাধিপ বীরবাহু [চ]ন্দ্রধানা-বংশীয় কায়স্থ, তাঁহার সভায় সমাগত ঘোষবংশের আদিপুরুষ সূর্য্যধ্বজ ও [বসু]বংশের আদিপুরুষ সকসেন নামক শ্রেণীভুক্ত কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থেও তাঁহারা চিত্রগুপ্তবংশসম্ভূত "শ্রীকরণ-" [শা]খাভুক্ত বলিয়াই বর্ণিত দেখা যায়।

চিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও ব্রতকথা মধ্যেও—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টকরণসেনকাঃ ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ ॥"

[উক্ত] প্রমাণসমূহ আলোচনা করিলে বঙ্গবাসী কায়স্থজাতিকে চিত্রগুপ্তবংশীয় [ব]লিয়া গ্রহণ করিতে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ যে বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু, উত্তররাঢ়ীয়, [দক্ষি]ণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা প্রাচীন [কু]লাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"এতেষাঞ্চ সুতাঃ পুনর্দেশান্তরং গতাঃ ক্রমাৎ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ ॥
উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চৈতস্রঃ সংজ্ঞাঃস্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ ॥"

অতএব উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ [চিত্র]গুপ্ত-সন্তান হইতেছেন। এ সম্বন্ধে কুলপরম্পরাগত প্রসিদ্ধিও রহিয়াছে।

৫। বঙ্গবাসী কায়স্থের সাবিত্রী ত্যাগের কারণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজ আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। শূরবংশীয় প্রথম

রাজা বলিয়া তিনি 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে ও রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে
জয়ন্তরাজের পরিচয় আছে। কাশ্মীরাধিপতি কায়স্থবংশীয় জয়াদিত্য আদিশূর
কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ পাণিনি-ব্যাকরণের কাশি
নাম্নী বৃত্তিকার। সেই বৃত্তি মধ্যে জয়াদিত্য বেদাভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে
উপনয়ন-সংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার জন্মে না। বেদাধ্যয়নে অধিক
প্রযুক্ত জয়াদিত্য উপনীত ও স্বক্রোচিত সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন, তাহাই প্রতি
হইতেছে। তাঁহার শ্বশুর কায়স্থরাজ আদিশূর ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে "ক্ষত্রি
হংস" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করায় তিনি দ্বিজো
সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সংস্কৃত কায়স্থ রাজসভায় যে অসংস্কৃত কায়স্থগণ সম্মানিত হইবেন, তা
কথনই সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান কোন কোন পুরাবিদ্ বহু আলোচনা করিয়া
করিয়াছেন যে, বৌদ্ধবিপ্লাবিত বঙ্গভূমে হিন্দুধর্ম্মস্থাপনার্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত কায়
গণ গৌড়দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অসংস্কৃত হিন্দুর ধর্ম্মপ্রচারে অধি
নাই। বিশেষতঃ কনোজাগত পঞ্চ কায়স্থ আদিশূরের নিকট গ্রামলাভ করি
ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমান অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন; তাঁ
হোমে আহুতি দিয়াছিলেন, কুলগ্রন্থে এরূপ কথাও লিখিত আছে, ইহা
সংস্কারের আবশ্যক। এরূপ স্থলে বঙ্গাগত কনোজীয় কায়স্থগণ যে ম
কেহই সাবিত্রীবর্জ্জিত হন নাই, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। কি ক
তাঁহারা যজ্ঞসূত্রবর্জ্জিত হইলেন, তৎসম্বন্ধে ধ্রুবানন্দমিশ্রের কায়স্থ-কারি
এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততো কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ॥

তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতা তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।" (ধ্রুবানন্দ)

ব্রাহ্মণের সম্মানস্থাপক কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও
গায়ত্রীশূন্য হইয়াছিলেন। অনন্তর বহুকাল গত হইলে পর তাঁহারা আগমোক্ত
বিধানে দীক্ষিত হইলেন। যদ্দ্বারা পাপের ক্ষয় হইলে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটিয়া
থাকে, তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তাহাই 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই-
রূপে আগমোক্ত বিধানে কায়স্থগণ পবিত্রতালাভপূর্ব্বক বিপ্রভক্ত ও বিপ্রার্চ্চক
হইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা "তান্ত্রিক" বলিয়াও
খ্যাত।

কুলগ্রন্থকার বলিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া কায়স্থগণ উপবীত
ও গায়ত্রীশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিজসংসারী আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিলেও
যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। সংসারত্যাগী
সন্ন্যাসী বা পরমহংস সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে বটে, কিন্তু তাঁহারা যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ
করিলেও ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ গায়ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং কুলগ্রন্থের
ঐ উক্তির সার্থকতা কি?

সকলেই জানেন যে, আদিশূরের সময় গৌড়দেশে বৈদিকাচার এককালে
বিলুপ্ত হইয়াছিল, বৌদ্ধাচারই তখন বঙ্গে প্রবল। বৈদিকাচার প্রবর্ত্তন
করিবার জন্যই মহারাজ আদিশূর বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে কান্যকুব্জ হইতে
আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তিত হইলেও তাহা
তেমন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্ব হইতেই সাধারণে অনেকটা
বৌদ্ধাচার অবলম্বন করিয়াছিল, কনোজাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সেই জনসাধারণের
উপর স্থায়ীপ্রভাব বিস্তার করিতে না করিতেই আদিশূরের বংশধরগণের নিকট
হইতে বৌদ্ধ পালরাজগণ গৌড়ের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন*। এই পালরাজ-
গণের সময়েই গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়। তৎকালে বঙ্গদেশীয়

* "ক্ষ্মাপালপ্রতিভূ ভু বপতিরভূদ্রাষ্ট্রে চ গৌড়ে ততঃ।
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ সদৈবশরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞাবাক্যবিবেকশীলবিনয়ৈঃ শ্রদ্ধাশয় শ্রীযুতঃ
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স্বশ্রীয়বংশোদ্ভবৈঃ॥" (হরিমিশ্রকারিকা)

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি সেই আধ্যাত্মিক বৌদ্ধতান্ত্রিক মত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মহোদ্যম ব্যর্থ হয় নাই। তাহারই ফলে বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ এমন কি নেপাল পর্য্যন্ত তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখনও যে তিব্বতদেশে তান্ত্রিক মত প্রবল দেখা যায়, তাহাও উক্ত প্রভৃতি দীপঙ্করগণের প্রভাবের ফল।

উপনয়ন বা যজ্ঞসূত্রধারণ বৈদিকী দীক্ষা অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তান্ত্রিকী দীক্ষায় যজ্ঞসূত্রগ্রহণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। বিশেষতঃ তান্ত্রিকগণ কেহই যাগযজ্ঞের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং জনসাধারণ যজ্ঞসূত্রগ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন নাই। কায়স্থগণ চি রাজসংস্রবে রাজবল্লভ বলিয়া গণ্য ও রাজসভাস্থ সান্ধিবিগ্রহিক ও লে (Secretary) কর্ম্মই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। এরূপ স্থলে কনোজাগত কা গণ ও বঙ্গবাসী অপরাপর গৌড় কায়স্থগণ পালরাজগণের অনুকরণে ও তান্ত্রিকগণের উপদেশপ্রভাবে যে যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ও বৈদিকমার্গ পরি পূর্ব্বক তান্ত্রিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। পালরাজগণের সেনবংশ প্রবল হইলেন। তাঁহাদের সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল কিন্তু তাহা বৈদিকধর্ম্মের অবসানে হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। মহা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী মহাপণ্ডিত হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব পাঠে জানা যে, যে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য আদিশূরের সভায় উ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ হলায়ুধের কেহ আর বেদপাঠ করিতেন না, তৎকালে নবাগত দাক্ষিণাত্য ও পা বৈদিকগণই কেবল বেদাধ্যয়ন করিতেন।* যখন তান্ত্রিকতার প্রভাবে কনো গত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেদচর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন কায়স্থগণের বৈদিকাচারের সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহাদের আচার ভ্রষ্ট হওয়াতেই মহা বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন দেব তাঁহাদের মধ্য হইতে নব লক্ষণাক্রান্ত কত মাত্র গুণবান্ লোককে কুলীন বা কুলধর্ম্মরত বলিয়া সম্মানিত করিয়া

* "তত্র কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞা উৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকলপাশ্চাত্যাদিভির্বেদো ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাম্বিনা কিয়দেব বেদার্থকর্ম্মমীমাংসাম্বারেণ কর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।" (হলায়ুধকৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।)

পর সকলে মৌলিক অর্থাৎ দেশপ্রচলিত মূল-ধর্ম্মে নিরত বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

বল্লালসেন জীবনের শেষাবস্থায় ঘোরতর তান্ত্রিক ও বিশেষ ব্রাহ্মণভক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় বঙ্গীয় বণিকগণের যজ্ঞসূত্র বিলুপ্ত হয়, তাহা বল্লালচরিত ও বণিকসমাজের কুলগ্রন্থ হইতে সকলই অবগত হইতে পারেন। বণিকসমাজের যজ্ঞসূত্রের উপর ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষিতা এবং তাঁহাদের পরামর্শে গোড়া-...কে পরিচালিত দেখিয়া তান্ত্রিক ও বিপ্রভক্ত কায়স্থগণ বৈদিক দীক্ষাগ্রহণ বা যজ্ঞসূত্রধারণ করিতে কেহই সাহসী হন নাই, তাঁহাদের এই ভয়ভক্তির ফলে পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া এদেশীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইলেন, ক্রমে মুসলমানপ্রভাবে ও উপযুক্ত গুরুর উপদেশ অভাবে আচার-ব্যবহারে সকলেই হীন হইয়া পড়িলেন। এ হীনভাব যে ব্রাহ্মণ-সমাজে সংক্রামিত হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইলে হিন্দুসমাজের আদৌ অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, সেই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ স্মার্ত্তগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলকেই "শূদ্র" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, রঘুনন্দন সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া বলা যাইতে পারে যে, চিত্রগুপ্তবংশীয় বঙ্গীয় কায়স্থগণ কেহই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন নাই, দ্বিজোচিত সাবিত্রী সংস্কারাভাবে তাঁহারা ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু ব্রাত্যতা ও শূদ্রতা এক জিনিস নহে।

মনুর (১০অঃ) এই শ্লোক দুইটী মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখুন—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"৪৪

শনৈঃ শনৈঃ এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। (তাহাদের নাম যথা) পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ। আবার তৎপূর্ব্বে ২২ শ্লোকে—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ লিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"

এই শ্লোকে ঝল্ল, মল্ল, করণ, নট, খশ ও দ্রবিড় এই কয়জাতি কেবল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক দেখুন,—মনু ব্রাত্য ও বৃষলত্ব দুইটী ভিন্ন বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৃষলত্ব প্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিবি, নট ও করণ নাম গৃহীত হয় নাই অর্থাৎ এই সকল ক্ষত্রিয়গণ ব্রাত্য হইলেও কেহ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। মনুর উক্ত অধ্যায়ের ২২ ও ৪৪ এই দুই শ্লোক আলোচনা করিলে বোধ হয় যে খস ও দ্রবিড় নামক ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কতকগুলি ব্রাত্য ও কতক ব্রাহ্মণাভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ব্রাত্য প্রাপ্তি বৃষলত্বের হেতু নহে, ব্রাহ্মণাভাবই বৃষলত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আবার মহাভারত সভাপর্ব্ব (৫১ অধ্যায়) হইতে জানা যায়—

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাংপতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
অহার্ষুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥" ১৭

অর্থাৎ পৌণ্ড্রিক, কুক্কুর, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য ও গয় এই সকল সুজাতি উত্তম শ্রেণীভুক্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের জন্য বহুশত ধন আহরণ করিয়া আনিয়াছিল।

মনু যে পৌণ্ড্র ও শককে বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাভারতে বেদব্যাস সেই ক্ষত্রিয় জাতিকেই সুজাতি, শ্রেণিমান্ ও শ্রেয়াংস বলিয়া অভিহিত করিলেন কিরূপে? অধিক সম্ভব, মনুর সময়ে পৌণ্ড্র ও শকদিগের মধ্যে সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, অনেকে আবার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াও গণ্য ছিলেন। মহাভারত হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মনু যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিবি ও খসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের ব্রাত্যতা-পরিহারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। লিচ্ছিবিগণ পূর্ব্বকালে মিথিলা ও নেপালে রাজত্ব করিতেন। নেপাল হইতে তাঁহাদের বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তাঁহাদের সকল শাস্ত্র পাঠেই অধিকার ছিল। কিন্তু ব্রাত্যের শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই। বিশেষতঃ অশ্বমেধযাজী রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে 'লিচ্ছিবিগর্ভজাত' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। মুদ্রা ও শিলালিপি হইতেও লিচ্ছিবিগণের উচ্চজাতিত্ব ও বিশুদ্ধত্ব প্রমাণিত হয়। এইরূপে মল্লগণ মনুর সময়ে ব্রাত্য হইলেও রামায়ণ ও সেদিনকার নেপালের ইতিহাসেও তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এখনও নেপালের মল্ল ও খসগণ আপনাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন ও দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কারাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। (See Oldfield's Nepal, Vol. I. p. 164. 177-178) মনূক্ত ব্রাত্য ঝল্ল বা ঝালাগণ আজও রাজপুতনায় সম্মানিত ও ক্ষত্রোচিত সংস্কৃত। এই জাতীয় ঝল্লপতি মান্নার স্বার্থত্যাগের উদাহরণ রাজস্থানের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

উক্ত প্রমাণানুসারে বলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশীয় চিত্রগুপ্ত সন্তান কায়স্থগণ ব্রাত্য হইলেও ব্রাহ্মণাভাবে কেহই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই। প্রসিদ্ধ কমলাকর ভট্টের আত্মীয় দিনকর ভট্টের পুত্র বিখ্যাত নিবন্ধকার বিশ্বেশ্বর ভট্ট 'শূদ্রধর্ম্মনিরূপণ' নামক গ্রন্থে ব্রাত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"চরিতৈর্দেশভাষাভির্গানং তজ্জীবিকা স্মৃতাঃ।
"লোকাচারাৎ স্মৃতাস্তেষাং শূদ্রধর্ম্মা নহি ক্বচিৎ।"

(বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুথি ৪।২।৮ পংক্তি দ্রষ্টব্য)

রাজা বা মহাপুরুষগণের চরিত্র কীর্ত্তন এবং বিবিধ ভাষায় সঙ্গীত ইত্যাদিই হইল তাহাদিগের জীবিকা। পরন্তু লোকাচারে তাহারা হীন বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত পক্ষে কখনই তাহারা শূদ্রধর্ম্মা নহে। বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সাবিত্রীসংস্কার ব্যতীত বঙ্গীয় কায়স্থগণের আচার ব্যবহার সমস্তই প্রায় দ্বিজোচিত। প্রোক্ত 'শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণে' স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, পৌরাণিক বা আগমমন্ত্রেও শূদ্রের অধিকার নাই, * শ্রাদ্ধাদিকালে শূদ্রের পক্ষে আচমন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, † এমন কি শূদ্রা-স্ত্রী সমন্ত্রক পঞ্চগব্যপানেও অধিকারিণী নহেন, ‡ কিন্তু এদেশের কায়স্থগণ সকলেই পৌরাণিক ও আগমমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন

* "অতো ন শূদ্রস্য বৈদিকপৌরাণমন্ত্রপাঠঃ।" (শূদ্রধর্ম্মনিরূপণ ১৩।২।৪)
"কাপিল-পঞ্চরাত্রে 'ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ।"
মন্ত্রে আগমমন্ত্রে।" (শূদ্রধর্ম্মনিরূপণে ১৪।২।৫)

† "যত্রানিমিত্তে দ্বিজাতীনাং আচমনং তত্র শূদ্রস্য পাণিপাদপ্রক্ষালনমাত্রমিত্যর্থঃ।"
শূদ্রধর্ম্মনি০ ১৬।১।৫

‡ "তথা চ দেবলঃ। স্ত্রীণাঞ্চৈব তু শূদ্রাণাং পতিতানাং তথৈব চ।
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং দাতব্যং মন্ত্রবর্জ্জিতম্॥" (শূদ্রধর্ম্মনিরূপণ ১৬।১।২)

শ্রাদ্ধাদিকালে সকলেই আচমন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কায়স্থ-মা... সকলেই সমন্ত্রক পঞ্চগব্য পান করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রমাণ দ্বারা এবং লোকাচার ও সূক্ষ্ম... আলোচনা করিলে চিত্রগুপ্তবংশীয় বঙ্গের কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়বর্ণ, স্বীকার করি... আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু সাবিত্রী অভাবে তাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া গণ্য। ... অর্থাৎ ব্রতের (সংস্কারের) যোগ্য। যদি চিত্রগুপ্ত সন্তানগণ ব্রাত্যস্তোম... দ্বারা ব্রাত্যপরিহার করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আবার তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন।

মনে রাখিবেন, আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষাচরিত শাস্ত্রবিহিত আচরণই সদা... সেই সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ আজ এতদূর অবনত ও জাতি হারাইতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ নিষ্ঠাবান্, সদা... সম্পন্ন ও দেববিপ্রভক্ত ছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধাদি মানিয়া চলিত... তন্নিবন্ধনই তাঁহারা এক সময়ে বঙ্গে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৌর... স্পর্দ্ধী আচার ব্যবহার দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন, এমন... ব্রাহ্মণের সহকারিরূপে তাঁহারা সমাজরক্ষক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ... যবনপ্রভাবে, যবনসংস্রবে, যবন আদর্শে ও বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ-সংসর্গে এবং তাঁহা... নিজ-বৃত্তি অপর জাতি অধিকার করায় কায়স্থসমাজের অবস্থা ও আচার ব্য... মলিন হইতে মলিনতর হইয়া আসিতেছে। এমন কি, তাহারই ... অনেকে ম্লেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন এবং জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় চরিত্র বি... দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

যদি আমরা সমাজরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি; ... আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র গৌরব বোধ করি, তাহা হইলে ... স্বধর্ম্মপালন আমাদের সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? সকলেই ... রাখিবেন যে, "আমরা চিত্রগুপ্তের সন্তান মসিজীবী ক্ষত্রিয়' (এ প্রবাদ কায়স্থ... মধ্যে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে)। আমরা উচ্চবংশজাত ... সন্তান। হিন্দু হইলেই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধাদি পালন করিতে ... বাধ্য। শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য পালনই ধর্ম্ম।

এখন বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে হীনাচার নিবন্ধন ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপ্লবের কারণেই অনেক কায়স্থ-সন্তান নিজ বর্ণধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন। ...বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সমাজপতি বা দলপতিগণ বহুদিন হইতেই ...অবনতির কারণ কতক কতক অবগত হইয়াছেন এবং কিরূপে আবার কায়স্থ-সমাজ পূর্ব্বস্মৃতিলাভে সমর্থ হইবে, সকলেই সদাচারী ও পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ...ক হইতে পারিবেন, তদ্বিষয় সকলে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন।

অনেকেরই বিশ্বাস,—দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বসু-...ক মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে শাস্ত্রোক্ত সদাচার প্রচলন করিতে ...বান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা প্রকৃত নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ ...য়ে অনেকে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেই সকল মহাত্মগণের মধ্যে বঙ্গজ-সমাজে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, বারেন্দ্র সমাজে সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস খাঁ, উত্তররাঢ়ীয় সমাজে পাইকপাড়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু) এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে ...নামধন্য রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর * ও ...নিমতলার ৺কাশীনাথ দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা রাজনারায়ণের পরে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে শ্যামবাজারনিবাসী রায় মোহনলাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ...দ্রবো, বঙ্গজ-সমাজে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দীপ্রমুখ বহু ব্যক্তি ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজে ...মার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ সংস্কৃত হইয়া সদাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব যে সকল কথা উপস্থিত করিলাম, তাহা অভিনব বলিয়া কেহই মনে করিবেন না। সমাজের বিকৃত অবস্থা দেখিয়াই এ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।

* রাজা গোপীমোহনের নাম শুনিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইবেন। তজ্জন্য আমরা ১২৫৪ সালে ...১লা বৈশাখ পীতাম্বর সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত "কায়স্থধর্ম্ম নির্ণয়" নামক গ্রন্থের প্রারম্ভেই যাহা লিখিত আছে, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"গৌড় ও বঙ্গরাজ্যবাসী দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী ...বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান আচারে হিন্দুস্থানীয় কায়স্থদিগের আলাপন ব্যবহারে ঘৃণিত হইতে হয়। যে ...হেতুক হিন্দুস্থানীয় কায়স্থ মাত্রের ক্ষত্রিয়াচার বেদবেদাঙ্গ পাঠ্য দ্বাদশাহ অশৌচ ইত্যাদি ভূয় ভূয় ...দৃষ্ট সন ১২১৩ বাঙ্গালা সালে মহারাজা গোপীমোহন বাহাদুরের সম্মতিতে তারিণীচরণ মিত্রজ ...মহাশয় অত্র বিবরণের আমূল সন্ধান করত চিত্রগুপ্ত বংশজাত কায়স্থ শূদ্র নহেন এমত প্রমাণ ...পৌরাণিক প্রাপ্তে সমাচার পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালীন নিমতলানিবাসী কাশীনাথ ...দত্ত মহাশয় এবং বৈকুণ্ঠবাসী তারিণীচরণ বসুজ মহাশয় অত্র বিবরণের আমূল সন্ধান করত ...তাবৎ পৌরাণিক প্রমাণে অবধারিত করণে নিশ্চয় না বুঝিয়া ক্ষান্ত ছিলেন পরে উক্ত বৈকুণ্ঠবাসী ...দত্ত মহাশয়ের পুত্র গুণাকর শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দত্তজ মহাশয় আলাহাবাদ হইতে পারস্য অক্ষরে ...লিখিত এক বহি আনয়ন করেন, যাহাতে পদ্মপুরাণোক্ত চিত্রগুপ্ত সন্তান কায়স্থ বংশের দ্বাদশাহ ...অশৌচ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত দৃষ্ট হয়।"

\+ ইনি এখনও জীবিত আছেন

৬। ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তবিচার।

এখন বিবেচ্য যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যত্বদোষ ক্ষালনপূর্ব্বক উপনয়ন করিতে পারা যায় কি না? আমরা বলি পারা যায়। তাহার প্রায়শ্চিত্তের নিয়ে অনুবাদ ও বিচার সহিত উদ্ধৃত হইল যথা—

উপনয়নকালাতিক্রমে প্রায়শ্চিত্তমাহ আপস্তম্বঃ।

"অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালে ঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরে অথোপনয়নং। ততঃ সংবৎসরম্ উদকোপস্পর্শনং। অথাধ্যাপ্যঃ। যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহ-সংস্তুতাঃ। তে অভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহম্ ইতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রা শ্চিত্তং। যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুরেবং সংবৎসরঃ। অথোপনয় ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনং। প্রতি-পুরুষং সংখ্যায় সংবৎস যাবন্তোহনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরে ইত্যেতাভিঃ যজুঃ-পবিত্রেণ সাম-পবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি। ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ। অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষাম্ অভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহ ইতি বর্জ্জয়েৎ। তেষাম্ ইচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং। দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবি দ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ ইতি।

অনুবাদ।

যদি কোন দ্বিজকুলজাত ব্যক্তির উপনয়ন সংস্কার না হইয়া উপনয়নের বি কাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আপস্তম্ব ঋষি এইপ্রকা করিয়াছেন যথা—

উপনয়ন-সংস্কারের জন্য যাহার যে কাল বিহিত হইয়াছে, তাহা অতীত হ গেলে এক ঋতু ব্যাপিয়া ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য (প্রায়শ্চিত্ত) আচরণ করিতে হ তাহার পর উপনয়ন হইবে। তাহার পর সংবৎসর ব্যাপিয়া স্নান করিতে হই তদনন্তর তাহাকে অধ্যাপনা করান যাইবে।

কিন্তু যাহার পিতা এবং পিতামহও অনুপনীত, সে ব্রহ্মঘ্ন সদৃশ। তাহাদের অভ্যাগমন এবং তাহাদের সহিত ভোজন ও বিবাহ পরিত্যাগ করিবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। প্রথম অতিক্রমে যেমন ঋতু ব্যাপিয়া প্রায়শ্চিত্ত, এস্থলে সংবৎসর ব্যাপিয়া করিতে হইবে। তার পর উপনয়ন। অনন্তর সংবৎসর ব্যাপিয়া করিতে হইবে। যত পুরুষ অনুপনীত, তাহাদের প্রত্যেকের গণনা করিয়া সকলের যত বৎসর হইবে, তত বৎসর চারিবেদের স্নানমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, কিংবা ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া স্নান করিতে হইবে। তার পর অধ্যাপনা হইবে।

কিন্তু যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের উপনয়ন হওয়া অনুস্মৃত নয়, তাহারা শ্মশান-সদৃশ। তাহাদের অভ্যাগমন ও তাহাদের সহিত ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জনীয়। তাহারা ইচ্ছুক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য (স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত) আচরণ করিবে, তাহার পর উপনয়ন এবং অনন্তর পাবমানী প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণের সহিত স্নান (পূর্ব্বোক্ত মত) কর্ত্তব্য॥

অত্র মনুবিষ্ণু—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥"

মনুঃ—১১।১৯২॥ বিষ্ণুঃ—৫৪।২৬॥

অনুবাদ।

মনু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল দ্বিজের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ায়) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

অত্র বশিষ্ঠঃ—

পতিত-সাবিত্রীক উদ্দালক-ব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ। মাসং পয়সা। অর্দ্ধমাসমামিক্ষয়া। অষ্টরাত্রং ঘৃতেন। ষড়রাত্রম্ অযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি॥ ১১শ অধ্যায়ে ৭৬।৭৯॥

অনুবাদ।

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। অর্দ্ধমাস আমিক্ষা বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ষড়রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্ষরায়াং ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তং।

গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়ম্ ঋণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।

* * * * * *

তার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং। ২৪২।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযমঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥ ২৬৩।
কৃচ্ছ্রং চৈবাতিকৃচ্ছ্রং চ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ ॥ ২৬৪।
উপপাতক-শুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাথ বা পুনঃ ॥২৬৫।

অতো ব্রাত্যতাদিষু অস্মিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ সহোপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদ্ এবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিত চতুষ্টয়স্য সর্ব্ববিষয়ত্বাকল্পনেন বিকল্পো বিষয়বিভাগো বা আশ্রয়নীয়ঃ। তানি স্মৃত্যন্তরদৃষ্টপ্রায়শ্চিত্তানি পাঠক্রমেণ ব্রাত্যাদি যোজয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তম্,—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ ॥১১।১৯২।

যচ্চ যমেনোক্তং—

সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।

একবিংশতিরাত্রং চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতমিতি ॥
তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্ক্যীয়মাসপয়োব্রতবিষয়ম্।

যচ্চ বসিষ্ঠেনোক্তং—

পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ। মাসং পয়সা। পক্ষমামিক্ষয়া। অষ্টরাত্রং ঘৃতেন। ষড়্রাত্রমযাচিতেন। ত্রিরাত্রমব্ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেতেতি।

অত্রেয়ং ব্যবস্থা। যস্য উপনেত্রাদ্যভাবেন তৎকালাতিক্রমঃ তস্য যাজ্ঞবল্ক্যীয়ানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপদ্যতিক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তু উদ্দালকব্রতং ব্রাত্যস্তোমো বা ইতি।

যেষাস্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তেষামাপস্তম্বোক্তম্।—

যস্য পিতাপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে তস্য উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থে মিতাক্ষরায় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধানপূর্ব্বক ব্রাত্যোপনয়ন কথিত হইয়াছে। তদ্যথা—

গোবধ ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক বর্ণন করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছে। প্রথমতঃ গোবধ প্রায়শ্চিত্ত যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "গোঘাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গরু চরিতে গেলে তাহার অনুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে, (এই প্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটী গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন ব্যাখ্যা করিয়া মিতাক্ষরাকার তৎপরে উক্ত বচনটী, অধুনা অন্য উপপাতক সকলের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন, এই বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ,—

"এই প্রকারে অন্য উপপাতকের শুদ্ধি হয়, কিংবা চান্দ্রায়ণ দ্বারা অথবা এক মাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাক দ্বারা (শুদ্ধি হয়)।"

এই বচন ব্যাখ্যাবসরে মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন,—

অতএব ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতকে এই শাস্ত্রে বা শাস্ত্রান্তরে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপপাতক শুদ্ধি হয়। উক্ত বচনে "এই প্রকারে" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়ের সমানবিষয়তা কল্পনা করিলে বিকল্প (স্বীকার করিতে হইবে) অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃত্যন্তরদৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পাঠক্রমে ব্রাত্যাদিতে যোজনা করিতেছি। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে মনু বলিয়াছেন,—"যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।"

আর যম যাহা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ),—"যাহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে নিয়ম সকল প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবি দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবকশুদ্ধ ঐ ব্যক্তিকে উপনয়ন দেওয়া বিহিত।"

এই উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমানবিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন (অর্থাৎ),—"যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে (যথা) দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধ দ্বারা, একপক্ষ ছানা দ্বারা, আটদিন ঘৃত দ্বারা, ছয়দিন অযাচিত (লব্ধ দ্রব্য) দ্বারা (জীবন রক্ষা করিবে), ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনরাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।"

এস্থলে ব্যবস্থা এই—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার শক্তি অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। সেইরূপ স্থলেই যদি পঞ্চদশ বৎসরের অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্ত্তব্য।

কিন্তু যাহাদের পিত্রাদিও অনুপনীত তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য (যথা) যাহার পিতা ও পিতামহও অনুপনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

আর যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যকব্রহ্মচর্য্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, তার পর উপনয়ন।

রঘুনন্দন।

পিতৃপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুপনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য, তাহা রঘুনন্দন কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা,—

অথোপনয়নং। তত্র গোভিলঃ—

"গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং। আষোড়শাদব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতান্ উপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন এভির্বিবাহয়েয়ুঃ ॥" * *

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নমিতি কর্ম্মণানামধেয়ং তেন কর্ম্মণা যোজয়েৎ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।

বালোবেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ ॥ * *

যত্তু পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা. অবরুদ্ধকালা ভবন্তীতি। তদ্দ্বাদশবর্ষাদুপরিব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষাদুপরি গুরু প্রায়শ্চিত্তমিতি।

ইহার পর আপদ অনাপদ ভেদে লঘু গুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দুইটী বচন অনুসারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরাশরমাধব নামক মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এস্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তদ্যথা—

পরাশরমাধবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডোক্ত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাত্যো নাম সাবিত্রীপতিতঃ। তস্য প্রায়শ্চিত্তম্।

মনুরাহ—যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।

তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥

বসিষ্ঠোঽপি—"পতিতসাবিত্রীকউদ্দালকব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ। মাসং পয়সা। অর্দ্ধমাসমামিক্ষয়া। অষ্টরাত্রং ঘৃতেন। ষড়্রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রমব্ভক্ষঃ অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি॥"

অত্র মানবং আপদ্বিষয়ং। উদ্দালকব্রতং তু অনাপদ্বিষয়ং। যত্তু যমেন উক্তং—

"সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকম্।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্॥" ইতি

তৎ মনুসমানবিষয়ং।

যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তস্য আপস্তম্বোক্তং দ্রষ্টব্যং—

"যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং, যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সম্বৎসরঃ। অথ উপনয়নং। ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ সামপবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি অথবা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাব্যাপাঃ। যস্য প্রপিতামহাদের্ন অনুস্মৃতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনম্।

যাহার শাস্ত্রবিহিত কালে উপনয়ন না হয়, (এবং তজ্জন্য সাবিত্রী পতিত থাকে) তাহাকে ব্রাত্য বলে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত মনু বিধান করিয়াছেন, যথা—

"যে সকল দ্বিজবংশজাত ব্যক্তির যথাবিধি (উপনয়ন সংস্কার পূর্ব্বক) সাবিত্রী প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র (অর্থাৎ প্রাজাপত্য) প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে।"

বশিষ্ঠও (বিধান করিয়াছেন যথা)—

"পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তি উদ্দালকব্রত আচরণ করিবেন। দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন রক্ষা করিবেন, একমাস দুগ্ধ দ্বারা, একপক্ষ আমিক্ষা বা ছানা দ্বারা, আটদিন দিন ঘৃত দ্বারা, ছয়দিন অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবেন, ত্রিরাত্র জল ভক্ষণ করিবেন, অহোরাত্র উপবাস করিবেন। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।" যাহাদের আপদ নিবন্ধন কালাতিক্রম হইয়াছে, মনু-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের পক্ষে। কিন্তু (বশিষ্ঠোক্ত) উদ্দালক-ব্রত যাহাদের বিনা আপদ ও কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহাদের পক্ষে।

আর যম যাহা বিধান করিয়াছেন, যথা—

"যাহার পঞ্চদশবর্ষ সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে সমাহিত হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে, একবিংশতি দিন এক অঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে এবং হবিঃ দ্বারা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবকশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন শাস্ত্রবিহিত।"

তাহা মনুর সমান বিষয়ক।

যাহার পিত্রাদিও অনুপনীত, তাহার পক্ষে আপস্তম্ব বিহিত (প্রায়শ্চিত্ত) দ্রষ্টব্য (তদ্‌যথা),—

"যাহার পিতা এবং পিতামহও অনুপনীত, তাহারা ব্রহ্মহত্যাকারী সদৃশ। তাহাদিগকে অভ্যাগমন করা ও তাহাদের সহিত ভোজন এবং বিবাহ বর্জ্জন করা উচিত। তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত—প্রথম অতিক্রমের ন্যায় ঋতু

এবং সংবৎসর (ব্যাপী) তাহার পরে উপনয়ন। তদনন্তর যত পুরুষ অনুপনীত তাহাদের প্রত্যেকের বৎসর গণনা করিয়া (যোগ করিলে যত বৎসর হইবে) তৎসংখ্যক উদকোপস্পর্শন (অর্থাৎ ডুব দিয়া স্নান) 'যদন্তি যচ্চ দূরক' ইত্যাদি স্ম পাবমানী ঋগ্বেদোক্ত স্নান মন্ত্র ও যজু সাম ও অথর্ব্ব বেদোক্ত পাবন স্নান মন্ত্র কিংবা ব্যাহৃতি উচ্চারণের সহিত সংবৎসর কর্ত্তব্য। তাহার পর তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য। যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহারা শ্মশান তুল্য, তাহাদিগকে অভ্যাগমন করা ও তাহাদের সহিত ভোজন এবং বিবাহ বর্জ্জনীয়। তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য। তাহার পর উপনয়ন, তদনন্তর উদকোপস্পর্শন" ইতি।

অতএব আপস্তম্বের বিধান অনুসারে যদি কোন জাতি পূর্ব্বে দ্বিজ ছিল, কিন্তু তাহাদের অনেক পূর্ব্ব পুরুষ হইতে পতিতসাবিত্রীক হইয়া এক্ষণে শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছে, সে জাতিও ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারে।

দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু এইস্থলে ইহাও বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, আমাদের শাস্ত্রে সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প বিহিত আছে।

এক্ষণে সমস্ত শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে যে, আমরা সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত, পূর্ব্বে আমাদের উপবীত ছিল, মধ্যে পাল-রাজগণের সময় হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বইচ্ছায় যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পুনরায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা পূর্ব্ববৎ বর্ণোচিত আচার-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারি।

হিন্দু ও মুসলমান-রাজত্বে বারেন্দ্র-কায়স্থের প্রভাব।

কি বঙ্গে, কি পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থদিগের শাস্ত্রসঙ্গত ও সমাজনির্দ্দিষ্ট জাতীয় ব্যবসায়, অতি নির্ম্মল—অর্থাৎ হীনতাবর্জ্জিত, অথচ গুরুত্বমূলক এবং সর্ব্বত্র সম্মানার্হ। কি প্রাচীন সময়ে, কি বর্ত্তমান কালে কায়স্থগণ রাজকীয় সকল বিভাগেই অত্যুচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ গৌরবভাগী হইয়া আসিতেছেন। অতি জটিল দুর্ব্বোধ রাজনীতি-সম্পর্কীয় কার্য্যসাধনে কায়স্থজাতির কুশলতার পরিচয় অতি প্রাচীন কাল হইতে পাওয়া যায়। বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থগণ যৎকালে বঙ্গে আগমন করিয়া সমাজসংগঠন করেন এবং তন্নিকটবর্ত্তিসময়ে, ঐ শ্রেণীর কায়স্থগণ তত্তৎকালীন হিন্দু-রাজসভায় ও নবাব-সরকারে যে সমুদয় উচ্চ সম্মান ও দায়িত্বযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, আমরা উপস্থিত প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহাই বর্ণনা করিব।

বারেন্দ্র-কায়স্থসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবসায় ও কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে অনেকটা জানিতে পারা যায়। এই শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকেরই অল্পাধিক পরিমাণে পৈত্রিক ভূসম্পত্তি আছে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভাগবাহুল্যে ঐ সমুদায় সম্পত্তির আয় সামান্য দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সমষ্টি বিচার করিলে দেখা যায়, সম্পত্তিগুলি পূর্ব্বে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। পরন্তু ঐ সকল সম্পত্তির স্থাপয়িতৃগণও তাঁহাদের সময়ে বেশ অসামান্য ছিলেন।

পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও লোকাচার-নিরূপিত কর্ম্ম, বারেন্দ্র কায়স্থগণ এ পর্য্যন্ত অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পিতৃপিতামহ আমলের সম্পত্তিটুকুর প্রসাদে কোন বারেন্দ্র কায়স্থকে একাল পর্য্যন্ত নিন্দিতাচার বা অপব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। বারেন্দ্রকায়স্থ সংখ্যায় অতি অল্প ও সকলেই পুরুষানুক্রমে পরস্পরের নিকট সুপরিচিত, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারা সাহস করিয়া শ্লাঘা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে পৈত্রিক সম্পত্তি থাকিতেই বিদ্যাশিক্ষাদি

দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধনপক্ষে এই সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত উদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই আধুনিক বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে অল্প বিলাসপ্রিয় বারেন্দ্রকায়স্থ দিনে দিনে অপরিচিত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কার্য্যকুশলতার যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

৯৯৪ শকাব্দের অর্থাৎ ১০৭২ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কায়স্থসম্প্রদায়ের অন্যতম স্থাপয়িতা ভৃগুনন্দী মহাশয় মহারাজ বল্লালসেনের সভায় আগমন করেন *। তৎকালে সেনরাজবংশের প্রতাপ-ভাস্কর মধ্যাহ্ন গগন হইতে একেবারে অপসৃত হয় নাই। দশশত দশ শকাব্দে অর্থাৎ ১০৮৮ খৃঃ অব্দে বল্লাল পটীবন্ধন ও মর্য্যাদাপ্রথার সৃষ্টি করেন। তৎপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভৃগুনন্দী বল্লাল সেনের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। চাকীবংশের আদি পুরুষ মুরহরদেব ঐ সময়ে বল্লালের সভায় অপর কোন উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকুরে তদধিকৃত পদের কোন নামোল্লেখ নাই, তবে তিনি যে কোন সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা আমরা তাঁহার ভৃগুনন্দীর সহিত বন্ধুত্ব ও তাঁহার সন্তানগণের অবস্থা সম্বন্ধে ঢাকুরে যাহা পাই, তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারি।

১০২৮ শকাব্দে † মহারাজ লক্ষ্মণসেন বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে নারায়ণ দত্ত ‡ নামক জনৈক বারেন্দ্রকায়স্থ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক অমাত্য ছিলেন। দত্ত মহাশয় আধুনিক পাবনা জেলার অন্তঃপাতী ইচ্ছামতী তীরবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে বসতি করিতেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। চাকীবংশ-সমুদ্ভূত মুরহরদেবের পৌত্র কুলদেব বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন, বলাবাহুল্য ঐ পদ বর্ত্তমানকালের ছোটলাটের তুল্য পদ। ঢাকুরে আছে —

* ঐ সময়ে বল্লালসেন এককালে রাজ্যলাভই করেন নাই। বল্লালরচিত অদ্ভুতসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯১ শকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং আইন্ অকবরী প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, তিনি ৫০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ১০৪১ শকে বা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। (পত্রিকাসম্পাদক)

† লক্ষ্মণসেন ১০৯১ শকে রাজ্যলাভ করেন, তাহা অদ্ভুতসাগর হইতে স্পষ্ট জানা যায়। পঃ সঃ

‡ নারায়ণ দত্ত বারেন্দ্রকায়স্থ ছিলেন না। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজশ্রেণীর দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ, তাহা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়। (পত্রিকা-সম্পাদক)

"বাঙ্গালার দেওয়ানগিরি, তাঁহে কৈল জমিদারী,
মহিমা বাড়িল দেশ বিদেশ ॥"

কুলদেব কাহার রাজত্বকালে দেওয়ানী করিতেন, ঢাকুরকার তাহার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু পুরুষানুক্রমিক প্রবাদ এই যে, তিনি বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণের দেওয়ানী করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুরহর বল্লালের সভায় কর্ম্ম করিতেন; পিতামহ ও পৌত্রে পিতাপুত্রের অধীনে কর্ম্ম করা অসম্ভব কি? আমাদের বোধ হয় না; মুরহর হয় ত প্রবীণ বয়সে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আর লক্ষ্মণসেনের অধীনে না হইলেও কুলদেব যে বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। এই প্রবন্ধের লেখক কুলদেবের বংশজাত, এ পর্য্যন্তও কুলদেবকৃত সম্পত্তির অংশ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন।

শিবনন্দীর বংশজাত মনোহর নন্দী মহাশয় দিল্লীসহরে বাদসাহী-সেরেস্তায় মুন্সীগিরি কর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হয়েন। দিল্লীর একজন সঙ্গতিসম্পন্ন লালা কায়স্থ তাঁহার গুণপণায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করেন। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে সুস্পষ্ট উক্তি আছে। অতএব দেখিতে পাই,—এ সময়েও পশ্চিম-প্রদেশীয় সদাচারসম্পন্ন ও উপবীতী লালা-কায়স্থগণ বারেন্দ্র-কায়স্থগণের সহিত স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতেন। এমন কি, তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সসম্মানে পোতাজিয়া গ্রামে বসতি করিতেছেন।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশে আসিয়া কানুনগো-দপ্তরের সৃষ্টি করেন। ভৃগুনন্দীর বংশধর গোপীকান্ত রায় ঐ কানুনগো-দপ্তরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজা মানসিংহ রায় মহাশয়ের কর্ম্মপরায়ণতায় প্রীত হইয়া তাঁহার স্বগ্রাম অষ্টমুনিষা ও আর কয়েকখানি গ্রাম তাঁহাকে মিলক লিখিয়া দেন অর্থাৎ নামমাত্র করধার্য্য করিয়া তাঁহাকে ঐ কয়েকখানি গ্রাম জাইগীর স্বরূপ দান করেন। গোপীকান্তের বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

যখন ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী, তখন শিবনন্দীর বংশজাত রূপরায় মহাশয় নবাব সায়েস্তা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছুপরে তিনি এই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।

ভৃগুনন্দীর পুত্র কানুর বংশধরগণ মধ্যে রাজ্যধর রায় নামে এক ব্যক্তি এই

সময়ে দিল্লীর বাদসাহসরকারে বাঙ্গলার উকীল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আরবী ও পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মাধব কানুর কনিষ্ঠ। তদ্বংশীয় এক কটক রাজসরকারে কোন উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। ঢাকুরকার তাঁহার ও তাঁহার কর্ম্মের নাম হজম করিয়াছেন।

"কটকে চাকুরী ভারি মাধবসন্তান।
পোতাজিয়া থাকি কৈল সমাজ প্রধান॥"

ঢাকুরকার এরূপ অনেকস্থলেই নাম ছাড়িয়া কর্ম্মের ও কর্ম্ম ছাড়িয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কোথাও বা উভয়েরই আভাসমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যথা—

"কানুর সন্তান কেহ পোতাজিয়া ছাড়িয়া।
থামরা কালিয়াই বাস চাকুরী লাগিয়া॥
পূর্ণিয়া সহরেতে হয় প্রধান চাকুরী।" ইত্যাদি

পূর্ণিয়া সহরে কানুর সন্তান কে কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঢাকুরে অনেকস্থলে বেশ স্পষ্ট উল্লেখও আছে। আমি তাহার সহিত লোকপ্রবাদ মিলাইয়া যতদূর সম্ভব সত্যোদ্ধার করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান রূপ রায়ের পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোপীনাথ রায়ের বংশধর গোবিন্দরাম রায় মহাশয় ঢাকার নবাবের দেওয়ানী করিতেন। তিনিই পোতাজিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নবরত্নমন্দির সংস্থাপিত করেন। তদ্বংশীয়গণ নবরত্নপাড়ার রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বংশসম্ভূত দেবীদাস রায় মহাশয় নবাব মুরশিদকুলী খাঁর রাজস্ববিভাগের প্রধান সচিব ছিলেন। পরে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে যখন মুরশিদ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন দেবীদাসও নায়েব দেওয়ানপদে নিযুক্ত হইয়া মুরশিদাবাদ-মহিমাপুরে আসিয়া বসতি করেন। নবাবসরকারে দেবীদাসের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া, মুরশিদ কুলী তাঁহাকে খাঁ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই সময় পোতাজিয়ার প্রসিদ্ধ রায়বংশের ভবানীশঙ্কর রায় মহাশয় বাঙ্গলার রায়রাঞা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায়রাঞাপদ আধুনিক সেশন জজের তুল্যপদ ছি...

মুরহর দেবের শেষপক্ষের সন্তানের বংশজাত গৃধ্রলাল মৌলিক মহাশয় নবাব সরফরাজ খাঁয়ের রাজত্বকালে মুরশিদাবাদে "জেলাদার পদে" অবস্থিত ছিলেন। সরফরাজ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নবাবী গদী প্রাপ্ত হয়েন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুরশিদাবাদ চকের বিপরীত পার্শ্বে শ্যামনগরে গৃধ্রলালের বাটী ছিল। অদ্যাপি ঐ স্থল মৌলিকপুর নামে পরিচিত। গৃধ্রলাল অতি উদার লোক ছিলেন। প্রবাদ, বিলাসিতায় তৎকালীন ওমরাহ আমীরগণও গৃধ্রলালকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অতি তুচ্ছ কার্য্য সম্পাদন করিতে গৃধ্রলাল শত শত মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর অরুচিদমনের নিমিত্ত একমাসে ছয়শত টাকার পেয়ারা খরিদ হইত, তিনি তন্মধ্য হইতে আপন পছন্দ ও আবশ্যকমত বাছিয়া ব্যবহার করিতেন। জেদে পড়িয়া তাঁহার ভৃত্য দুই হাজার টাকা দিয়া সামান্য একটী দাড়িম্ব ক্রয় করিয়াছিল, গৃধ্রলাল তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

তৎকালের জেলাদারা আধুনিক District Majistrateএর পদ অপেক্ষা অধিক দায়িত্ব ও সম্মানমূলক ছিল। নবাব আলী বর্দ্দি খাঁ বাহাদুরের রাজত্বকালে মোহনলাল রায় মহাশয় রাজসাহীর জেলাদার ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। যথা—

"জেলায় গেল মোহনলাল।
সঙ্গে গেল ভেড়ার পাল॥"

অর্থাৎ মোহনলাল অনেক নিরুপায় মূর্খ আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতীয়গণকে আপন অধীনে কর্ম্ম দিয়া রাখিয়া ছিলেন, সেই জন্যই এই ব্যঙ্গোক্তি। নরদাস-ঠাকুরের বংশজাত বাণী রায় মহাশয় নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান রায়রাঞা ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মের খ্যাতিমূলক অনেক কথা লোকপ্রবাদ হইতে অবগত হওয়া যায়। তবে তিনি যে কোন্ নবাবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

উক্ত বাণী রায়ের বংশজাত রামভদ্র মজুমদার বাঙ্গালার কানুনগো-সেরেস্তায় কোন একটী উচ্চ কর্ম্ম করিতেন।

বারেন্দ্র-কায়স্থসম্প্রদায়ের প্রত্যেক বংশেরই পূর্ব্বপুরুষগণ এই প্রকারে তাঁহাদের সময়ে রাষ্ট্রবিভাগে উচ্চ কর্ম্ম করিয়া সুখ্যাতি ও সম্পদ লাভ করেন

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কায়স্থসমাজস্থাপনের পর অধিক কাল অতিবাহিত হয় নাই। তখন সমাজ কেবল কিশোর বয়সে পদার্পণ করিতেছিল।

ধনসম্পদে আধুনিক কাঁকিনা-রাজবংশ এই সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১০৯৪ সালে নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রেরিত এবাদৎ খাঁ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত কাঁকিনা প্রভৃতি ছয় চাকলা অধিকার করিয়া রামনারায়ণকে কাঁকিনার জমিদার নিযুক্ত করেন। ইনিই বর্ত্তমান কাঁকিনারাজবংশের আদিপুরুষ।

এই সময়ে নাটোর, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, তাহেরপুর প্রভৃতি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী উপরাজন্যবর্গও কায়স্থগণকে আপন রাজ্য মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন। বাহুল্যভয়ে আমরা সে সকলের উল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম।

নবাব আলীবর্দ্দির সময়ে বা কিছু পরে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ নলডাঙ্গার এক রাজা বাকী খাজনার দায়ে মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। সেই সময় গঙ্গাপ্রসাদ নামক জনৈক বারেন্দ্রকায়স্থ নবাবের মজমুন্দারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ রাজার কারামুক্তির জন্য নবাবের নিকট নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হন, কিন্তু নবাবের বিচারে রাজার কারামুক্তির বিনিময়ে গঙ্গাপ্রসাদ মজমুন্দারী কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত হইয়া সামান্য সরকারী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। ক্রমে এই কথা সদাশয় নলডাঙ্গার রাজার কর্ণে উঠিল। তিনি পূর্ব্বোপকারীর প্রত্যুপকারস্বরূপ গঙ্গাপ্রসাদকে পরগণে জাহাঙ্গিরাবাদ মৌরশী ইজারা স্বরূপ ও বর্ত্তমান পাবনা জেলার অধীন হেমরাজপুর গ্রাম তাঁহাকে লাখেরাজ স্বরূপ দান করেন। তাঁহার সন্তানেরা বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ রাজপ্রসাদ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অল্পকাল হইল, অদৃষ্টদোষে ঐ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত তাড়াশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদারবংশের আদিপুরুষ বাসুদেব তালুকদার মহাশয়ের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম জয়কৃষ্ণ চৌধুরী, ইনি মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অধীনে নায়েব দেওয়ানপদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, নবাব ইহাঁকে চৌধুরী খেতাবে ভূষিত করেন। কনিষ্ঠ রামনাথ রায় মহাশয় নাটোরে মহারাজ রামজীবনের দেওয়ান ছিলেন। একটী কিংবদন্তী আছে, এখানে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কথিত আছে, জয়কৃষ্ণের মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি কনিষ্ঠ রামনাথকে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে নিরস্ত থাকিতে লিখিয়া পাঠান যে, তুমি সামান্য জমিদার-সরকারে কর্ম্ম কর, তুমি আর শ্রাদ্ধের কি যোগাড় করিবে, আমিই সকল আয়োজন করিব। ঐ পত্র কোনক্রমে রাজা রামজীবনের হস্তগত হয়, তিনি "সামান্য জমিদার" এই উক্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজসরকার হইতে রামনাথের মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিবার অনুমতি করেন। এদিকে জয়কৃষ্ণ শ্রাদ্ধোপযোগী উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার সময় দেখিলেন যে, রাজসাহী হইতে তাঁহার গন্তব্য স্থল তাড়াশ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ ভারবাহী শকটে পরিপূর্ণ। আর সেই সমুদায় শকটে রামনাথ-সংগৃহীত শ্রাদ্ধোপকরণ যাইতেছে। তিনি আপনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পথ বন্ধ থাকায় তাড়াসে পৌছাইতে পারিলেন না।

জয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, বলরাম রায় মহাশয় নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। রাণী ভবানীর দানশীলতার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। বলরাম রাণীর দানধ্যানকার্য্যে দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ঐ সরকারের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ বলরামের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া রাণীর নিকট তাঁহার নিন্দাবাদ করেন। কথিত আছে, চক্ষুযুগল মুদ্রিত করিয়া বলরাম স্তূপাকার দানপত্রে স্বাক্ষর করিতেন। অন্য কর্ম্মচারিগণ রাণীর নিকট তাঁহার অবহেলার নিদর্শন দেখাইবার উদ্দেশে ষড়যন্ত্র করিয়া এক ব্রাহ্মণের নামে এক দান পত্র প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাতে বলরামের দানক্ষমতার অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থাৎ নগদ দশ হাজার টাকা ও হাজার বিঘা নিষ্কর ভূমি দানের কথা লিখা ছিল। বলরাম অভ্যাস মত চক্ষু মুদ্রিয়া ঐ দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। অদূরদর্শী কর্ম্মচারিগণ ঐ দানপত্র রাণীকে দেখাইয়া বলরামের তলব করাইলেন। বলরাম রাণীর সম্মুখে দেখাইয়া দিলেন—ঐ দানপত্রের উপর পারসী ভাষায় লিখিত আছে "বরাতে আসমান, বরাতে সমুন্দর কি চর।" অর্থাৎ দানপত্রলিখিত দশ হাজার টাকা আকাশের নিকট ও হাজার বিঘা জমি সমুদ্রের চরের নিকট বরাৎ দেওয়া গেল। বিদ্বেষিগণ বিফল-মন হইয়া ফিরিলেন, রাণী বলরামের উপর অতিশয় প্রীত হইলেন।

আর একটী প্রবাদ আছে;—রাণী ভবানী পোষ্যপুত্র লইবার নিমিত্ত বলরামকে একটী উপযুক্ত ব্রাহ্মণশিশুর সন্ধান করিতে বলেন। বলরাম নানাস্থান

হইতে ব্রাহ্মণ শিশু সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে এক গৃহে একত্র স্থাপনপূর্ব্ব... সম্মুখের গৃহে বিবিধ উপাদেয় আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া সুসজ্জিত রাখিলেন। আ... করিতেই লোভপরবশ ব্রাহ্মণশিশুগণ ছুটিয়া গিয়া খাইতে বসিল। কেবল... একটী পঞ্চবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক উঠিল না। বলরাম দেখিলেন, বালকটী কাত... নেত্রে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বলরাম কারণ জিজ্ঞা... করিলে বালক বলিল 'আমার জুতা ফিরাইয়া দিবে কে?' বলরাম বুঝিলেন,— এই বালকই সিংহাসনের উপযুক্ত। তিনি স্বহস্তে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে জুতা প... ইয়া দিয়া সস্নেহে বুকে তুলিয়া রাণীর নিকট লইয়া গেলেন। ঐ বালকই ... কাগ্রগণ্য মহারাজ রামকৃষ্ণ।

এ স্থলে বর্দ্ধনকুঠী-রাজবংশের ইতিবৃত্ত দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ব... এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠী রাজবংশের প্রথম রাজা ভগবান্ দেব। তিনি দেবকু... সম্ভূত আলম্যানগোত্রীয় আর্য্যবরদেবের পুত্র। ইনি কোন্ সময়ে যে বর্দ্ধ... কুঠীর রাজসিংহাসন পরিশোভিত করিয়াছিলেন বলা যায় না। তবে তাঁহার প্রতি... ষ্ঠিত বর্দ্ধনকুঠীর নিকটবর্ত্তী রামপুরের মন্দিরস্থ ইষ্টকখোদিত শ্লোক দ্বারা ১৫... শকাব্দের পূর্ব্বে রাজা হওয়ার বিষয় জানা যায়। যথা—

"গুণাক্ষিশরচন্দ্রেণ যুতে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধি ভীতো ভগবান্ দদৌ শ্রীবিষ্ণবে মঠম্।"

অর্থাৎ ভবভয়ভীত রাজা ভগবান্ ভবভয়হারী শ্রীবিষ্ণুকে ১৫২৩ শকাব্দে এ... মঠ প্রদান করিলেন।

ইহার রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে—যে স্থানে প্রবল... প্রবাহিণী ভদ্রেশ্বরী নদী উত্তরবাহিনী ছিল, সেই স্থলে কামাখ্যা হইতে প্রত্যাগ... কোন একটী মহাপুরুষ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া নদীপার হইবার উপা... জিজ্ঞাসা করায়, নৌকাদির কোনরূপ বন্দোবস্ত না থাকার বিষয় মহাপুরুষসমীপে নিবেদন করিলে "চল আও বাচ্ছা" এই শব্দে মহাপুরুষ তাঁহাকে আহ্বান করেন। নদী গভীরা ও উত্তালতরঙ্গময়ী হইলেও তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মহাপুরুষের বাক্যের প্রতি নির্ভর রাখিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষ তৎপ্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ই...

...করিলে ভগবান্ নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। মহাপুরুষ ভগবান্‌কে ক্রমান্বয়ে সাতটী পদাঘাত করিলে অসহ্য হওয়ায় তিনি দূরে সরিয়া যান্। তাহাতে মহাপুরুষ এই বর প্রদান করিলেন যে "তেরা সাত পুরুষ রাজ্জী রহেগা বাচ্চা"। এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

এই সময়ে মুসলমানের অত্যাচারে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা বাসুদেববংশীয় পরশুরামের সন্তানগণ স্বীয় রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন। মুসলমান-সরকার হইতে রাজ্য বন্দবস্ত করিয়া লওয়ার জন্য ঘোষণা হইলে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন রাজবংশের শেষ নরপতি ভগবানের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠীর রাজপুরুষ ভগবান্ উক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্থ ভগবান্ উল্লেখে পরিচয় দিয়া মুসলমানসম্রাটের নিকট হইতে করস্বীকারে রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদবধি ইহারা করদরূপে কিছুকাল রামপুরে বাস করিয়া কোন দৈবঘটনায় ভীত হইয়া তদ্বংশীয়গণ রামপুরের বাটীতে পূর্ব্বসংস্থাপিত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি রাখিয়া বর্দ্ধনকুঠীতে রাজধানী করিয়া বাস করেন। এই ভগবানের রাজ্যপ্রাপ্তির সম্বন্ধে ঢাকুরে আছে যে,—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী।
আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্দ্ধনকুঠী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী॥"

এই রাজবংশের অন্যান্য ঘটনা বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হইল। ধনসম্পদে টেপার ভূম্যধিকারিবংশও এই সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাদেব রায়ের পুত্র মনোহর রায় কোচবিহারে খাসনবিশী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। পরে রংপুর জেলার অধীন টেপা পরগণা ক্রয় করিয়া জমিদার নামে খ্যাত হইয়াছেন। বর্ত্তমান টেপার ভূম্যধিকারিগণ মনোহর রায়ের বংশ।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা দেখিয়া কেহ কেহ উপহাস করিবেন, কিন্তু বারেন্দ্রকায়স্থের সংখ্যা বিচার করিলে সে ভ্রান্তি অপনীত হইবে। আমরা যে সময় পর্য্যন্ত দেখাইলাম, তাহার মধ্যে ও পরে আরও অনেক বারেন্দ্র-কায়স্থ রাজ্যের নানা বিভাগে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আধুনিক বারেন্দ্রকায়স্থগণ পূর্ব্বপুরুষত্যক্ত

সম্পত্তিগুলির উন্নতিবিধানে চেষ্টা না করিয়া বরং নষ্ট করিতে বসিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া অন্ন চিন্তা না থাকায় বারেন্দ্রকায়স্থগণ অতিশয় অলস, গৃহপ্রি অমিতব্যয়ী, আত্মাভিমানী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সর্ব্বত্রই অস্বচ্ছলতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

মধ্যকালে অমিতব্যয়িতাই বারেন্দ্রকায়স্থের লক্ষণ বলিয়া লোকে জানি কিন্তু সমাজে অপরাপর জাতীয়গণ হীনাবস্থাপন্ন বারেন্দ্রকায়স্থকেও সম্মান করি বিরত হইত না। প্রবাদ আছে, অন্যজাতীয় একজন ধনবান্ ব্যক্তি মৃত্যুকা পুত্রদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন "তোমরা বারেন্দ্রকায়স্থের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না। অতি দীন দরিদ্র হইয়া পড়িলে তাহাদের সহিত শত্রুতা করিও না। উহারা আজ ফকীর, কাল বাদ্‌শা সদ্ব্যবহার পাইলে পরমোপকারী, কিন্তু বিপরীত ঘটিলে অতি দুর্দ্ধর্ষ।"

বাস্তবিক একাল পর্য্যন্ত বারেন্দ্রকায়স্থগণ ঐরূপ গুণসম্পন্নই ছিলে কিন্তু হায়! এখন প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহারা অলস হইয়া পড়িতেছেন। তার কন্যাদায়, বিবাহব্যয় প্রভৃতির ক্রমিক অত্যাচারাতিশয্যে এই সম্প্রদায় দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

সকলেই সে জন্য ব্যথিত। সকলেই ইহার প্রতীকার কামনা করিয়া থাকে কিন্তু কে বলিবে কোন্ উপায়ে এই নানা দোষদুষ্ট সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধি হইতে পারে?

আমরা এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র বারেন্দ্রকায়স্থসম্প্রদায় লইয়াই আলোচ করিলাম। স্থলবিশেষে সমগ্র কায়স্থজাতির উল্লেখ করা উচিত ছিল। করি, অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

সংস্কা-ররহস্য।

দেহশুদ্ধি, অন্তঃশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি-বিধায়ক কতকগুলি বৈদিক ক্রিয়ার নাম সংস্কার। শাস্ত্রে চল্লিশ প্রকার (১) সংস্কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি অঙ্গিরার মতে সংস্কার পঞ্চবিংশতি (২) প্রকার। মহাত্মা হারীত বলেন, এই সংস্কার ব্রাহ্ম ও দৈবভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পাক-যজ্ঞাদি সংস্কার দৈব এবং ক্রমাণ গর্ভাধানাদি সংস্কারগুলি ব্রাহ্ম (৩)।

"গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়ানিষ্ক্রমণেহন্নাশনং বপনক্রিয়া।১৩
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহ-বিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ।১৪

(১) "গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশনচৌলোপনয়নানি চত্বারি বেদব্রতানি স্নানং সহধর্ম্মাচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্যভূতব্রহ্মণামেতেষাঞ্চাষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধশ্রাবণ্যাগ্রহায়ণীচৈত্র্যাশ্বযুজীতি সপ্ত পাকযজ্ঞসংস্থা অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাবগ্রহণং চাতুর্ম্মাস্যানি রূঢ়পশুবন্ধসৌত্রামণীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থা অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শী বাজপেয়োহতিরাত্রোহপ্তোর্য্যাম ইতি সপ্ত সোমযজ্ঞসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা ইতি।" (গৌতমসংহিতা)

(২) "গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো বলিরেব চ।
জাতকৃত্যং নামকর্ম্ম নিষ্ক্রমোহন্নাশনং পরং।
চৌলকর্ম্মোপনয়নং তদ্ব্রতানাং চতুষ্টয়ম্।
স্নানোদ্বাহৌ বা গ্রহণমষ্টকাশ্চ যথাযথম্।
শ্রাবণ্যামাশ্বযুজ্যাঞ্চ মার্গশীর্ষ্যাঞ্চ পার্ব্বণম্।
উৎসর্গশ্চাপ্যুপাকর্ম্ম মহাযজ্ঞাশ্চ নিত্যশঃ।
সংস্কারা নিয়তা হ্যেতে ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
পঞ্চবিংশতিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা যে দ্বিজাতয়ঃ।" (অঙ্গিরঃস্মৃতি)

(৩) "দ্বিবিধ এব সংস্কারো ভবতি, ব্রাহ্মো দৈবশ্চ, তত্র গর্ভাধানাদিস্মার্ত্তো ব্রাহ্মঃ। পাকযজ্ঞহবির্যজ্ঞাশ্চেতি দৈবাঃ। ব্রাহ্মেণ সংস্কারেণ সংস্কৃতে ঋষীণাং সলোকতাং গচ্ছতি। দৈবেন সংস্কারেণ সংস্কৃতে দেবানাং সমানতাং সলোকতাং বা গচ্ছতীতি।" (হারীতসংহিতা)

ত্রেতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥"

(ব্যাসসংহিতা ১ম অধ্যায়)

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রা- চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশচ্ছেদন, স্নান, বিবাহ, বিবাহাগ্নিপরি- গ্রহ ও ত্রেতাগ্নিসংগ্রহ এই ষোলটী সংস্কার, ইহা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে পাপ ক্ষয় হয় (৪) অথবা অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, এমন কি বৃষলত্বপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। ভগবান্ মনু বলেন,—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃশরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ। ২৬
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে।" ২৭

(মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়)

পবিত্র বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজাতিগণের নিষেকাদি শরীরসংস্কার করা কর্ত্তব্য। ইহা ঐহিক ও পারত্রিক পবিত্রতাসম্পাদক। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি-সংস্কার দ্বারা বীজ ও গর্ভজন্য পাপ সমস্ত ক্ষয় হইয়া থাকে। পাঠক! সংস্কার বিনা দেহশুদ্ধি হয় না, অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধি- কারী নহে; এইজন্য ঐহিক ও পারত্রিক হিতাভিলাষিগণের সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে স্ব বর্ণ-বিহিতসংস্কারে সংস্কৃত হওয়া কর্ত্তব্য (৫)। শাস্ত্রকারগণ একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সংস্কারের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। যথা,—

"চিত্রং কর্ম্ম যথা নৈকৈরঙ্গৈরুন্মিল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকৈঃ"। ২৬

(পরাশরসংহিতা ৮ম অধ্যায়)

(৪) "নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ম্।" (মীমাংসাপরিভাষা)

(৫) "সংস্কারেণ বিনা দেবি! দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
না সংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ।" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৯ম

চিত্রকর্ম্মে যেমন চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া, চিত্রটী সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়; সেইরূপ প্রাগুক্ত সংস্কারসমূহ ক্রমশঃ যথাবিধি অনু- ষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। নিরগ্নিকের পক্ষে বক্ষ্যমাণ দশটী সংস্কারই বিহিত। যথা,—

"জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহা সংস্কারাঃ কথিতা দশ।"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৯ম উল্লাস)

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ এই দশটী সংস্কার, তন্মধ্যে কর্ণবেধান্ত নয়টী সংস্কারে স্ত্রীলোকের মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ এবং শূদ্রের বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কারই অমন্ত্রক (৬)। ইহার আরম্ভে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যথা,—

"নামান্নচৌলগোদান-সীমোপনয়পুংসবে।
স্নানাধানবিবাহেষু নান্দীশ্রাদ্ধং বিধীয়তে।" (লোগাক্ষি)

এই নান্দীশ্রাদ্ধ দশ সংস্কারের অঙ্গস্বরূপ (৭)। ইহার অকরণে অঙ্গহানি হয়। নান্দীশ্রাদ্ধে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি কার্য্যেই নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য (৮)। বিবাহাদি গর্ভাধানান্ত সংস্কার মধ্যে একবার শ্রাদ্ধ করিলেই চলিতে পারে, প্রতিকর্ম্মের প্রথমেই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয় না (৯). ইহাই ছন্দোগপরিশিষ্টের মত। কিন্তু, বৃদ্ধি-কর্ম্মোপলক্ষে গৌর্য্যাদি

(৬) "নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জ্যং ক্রিয়াস্ত্রিয়ঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতো দশ।" (ব্যাসসংহিতা ১ম অধ্যায়)

(৭) নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ।" (ভবিষ্যপুরাণ)

(৮) "নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু। (বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ১৩শ অঃ)

(৯) "বিবাহাদিকর্ম্মগণো য উক্তো গর্ভাধানং শুশ্রুম যস্য চান্তে।
বিবাহাদাবেকমেবাত্র কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং নাদৌ কর্ম্মণঃ কর্ম্মণঃ স্যাৎ।"
(উদ্বাহতত্ত্বধৃত ছান্দোগপরিশিষ্টবচনম্)

ষোড়শ মাতৃগণের পূজা করা কর্ত্তব্য; সমস্ত শুভকর্ম্মের আরম্ভেই গণপতি বক্ষ্যমাণ মাতৃগণ যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়, ইহাঁরা পূজিত হইলে পূজকের বিধান করেন। (১০)

"গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতা।" (মহানির্ব্বাণ

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, পুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা (তুষ্টি), আত্মদেবতা ও কুলদেবতা এই ষোড়শ মাতৃকা। বাহুল্য, এই ষোড়শ মাতৃকাপূজার পূর্ব্বে গণপতির পূজা করা বিহিত (১১) আবার কেহ কেহ স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে ঘটের উপর ব্রহ্মা, দুর্গা, গণপতি, ও দিক্‌পতিগণ এই পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা উপদেশ করেন (১২)। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে বক্ষ্যমাণ চতুর্দ্দশ মাতৃকাপূজা বিহিত। যথা,—

"গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ। ১১
ধৃতিঃ পুষ্টিস্তথা তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।
গণেশেনাধিকা হেতা বৃদ্ধৌ পূজ্যা চতুর্দ্দশ॥" ১২ (কর্ম্মপ্রদীপ ১ম খণ্ড

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আত্মদেবতা এই কএকজন মাতৃগণ। বৃদ্ধিকার্য্যের আরম্ভে গণেশ ও এই চতুর্দ্দশ মাতৃকাগণের পূজা করা বিধেয়। শুভ্রপ্রতিমা, পটাদি বা অক্ষত-পুঞ্জে ইহাদিগকে চিত্রিত করিয়া পৃথগ্‌বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। (১৩)

অনন্তর পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, মন্ত্রোচ্চারণপুরঃসর দেয়ালে ঘৃত দ্বারা সাতটী বা পাঁচটী বসুধারা দিবে, যেন উহা অতি নীচ বা অতি উচ্চ না হয়। তৎপর যথাবিধি চেদিরাজবসুর পূজা ও পরে সমাহিতচিত্তে আয়ুষ্যমন্ত্র জপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ছয়জন পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে (১৪)।

"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তং প্রসবে জাতকর্ম্ম চ।
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্।" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা).

ঋতুকালে বা শোণিতস্রাব বন্ধ হইলে (১৫) অথবা কেহ কেহ বলেন, গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ (১৬) পাইলে গর্ভাধান কর্ত্তব্য। গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে অর্থাৎ তৃতীয় মাসের দশম দিন মধ্যে (১৭) জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভকালে বা দ্বিতীয়-মাসে পুংনক্ষত্রে (১৮) কিংবা জাতুকর্ণের মতে সীমন্তোনয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে (১৯) পুংসবন সংস্কার বিহিত। ষষ্ঠে বা অষ্টম মাসে অথবা প্রথম গর্ভে সপ্তম

(১০) "কর্ম্মাদিষু তু সর্ব্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ।" (কর্ম্মপ্রদীপ ১ম খণ্ড)

(১১) "গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ।
শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।
আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যঃ অন্তে চ কুলদেবতা।" (বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্ট)

(১২) "কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চদেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিক্‌পতয়স্তথা।
স্থণ্ডিলস্যৈন্দ্রদিগ্‌ভাগে ঘটেষ্বেতান্ প্রপূজয়েৎ।
ততস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ।" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

(১৩) "প্রতিমাসু চ শুভ্রাসু লিখিত্বা বা পটাদিষু।
অপি বাক্ষতপুঞ্জেষু নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ॥" (কর্ম্মপ্রদীপ)

(১৪) "কুড্যলগ্নাং বসোর্ধারাং সপ্তধারাং ঘৃতেন তু।
কারয়েৎ পঞ্চধারাং বা নাতিনীচাং ন চোচ্ছ্রিতাম্।
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতঃ।
ষড়্‌ভ্যঃ পিতৃভ্যস্তদনু ভক্ত্যা শ্রাদ্ধমুপক্রমেৎ॥" (কর্ম্মপ্রদীপ)

(১৫) "যা ঋতুমতী ভবতি উপরতশোণিতা তদা সম্ভবকাল ইতি।" (গোভিলগৃহ্যসূত্র)

(১৬) "গর্ভস্য স্ফুটতাজ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (শঙ্খসংহিতা ২য় অধ্যায়)

(১৭) "গর্ভে সতি তৃতীয়মাসস্য আদিমদেশে দশমদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুংসবনং কার্য্যমিতি।" (সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন)

(১৮) "মাসে দ্বিতীয়ে বা যদহঃ পুংসা নক্ষত্রেণ চন্দ্রমাযুক্তঃ স্যাদিতি।" (পারস্কর)

(১৯) "দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা মাসি পুংসবনং ভবেৎ।
ব্যক্তে গর্ভেঽথবা কার্য্যং সীমন্তেন সহাথবা।" (জাতুকর্ণসংহিতা)

মাসে (২০) সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য। আবার মহর্ষি আপস্তম্ব চতুর্থ মাসে (২১) সী
ন্তোন্নয়নের উপদেশ করেন। বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে জাতকর্ম্ম। এ
দশ দিনে অথবা দশ বা দ্বাদশ কিংবা অষ্টাদশ দিনে নামকরণ কর্ত্তব্য; অ
কেহ কেহ এক মাস পূর্ণ হইলে (২২) নামকরণের উপদেশ করিয়াছে
মহর্ষি শঙ্খের মতে অশৌচান্তে (২৩) নামকরণ বিহিত। অপিচ দশরাত্রে
সম্বৎসরে (২৪) নামকরণ গৃহ্যপরিশিষ্টের মত। জন্মের পর চতুর্থ মাসে অ
কেহ কেহ তৃতীয় মাসে (২৫) নিষ্ক্রমণের উপদেশ করেন। ষষ্ঠ মাসে অ
অষ্টম মাসে (২৬) অন্নাশন কর্ত্তব্য; লোগাক্ষির মতে পূর্ণ সম্বৎসরেও (২
অন্নাশন দোষাবহ নহে। কুলাগত প্রথা অনুসারে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য। অ
দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে (২৮) চৌলকর্ম্ম বিহিত; ভগবান্ মনুর মতে প্রথ
তৃতীয় বর্ষে (২৯) কুলাচারানুসারে দ্বিজাতির চূড়াকরণ বিধেয়।

"সংস্কারা অতিপাত্যেরন্ সকালাশ্চেৎ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কুর্ব্বীত যে তূপনয়নাদধঃ।" (ছান্দোগপরিশিষ্ট)

প্রাগুক্ত সংস্কারসমূহ যদি কোন কারণবশতঃ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হ

(২০) "সপ্তমে মাসি প্রথমে গর্ভে সীমন্তোন্নয়নমিতি।" (সাংখ্যায়নগৃহ্যসূত্র)

(২১) "সীমন্তোন্নয়নং প্রথমে গর্ভে চতুর্থে মাসীতি।" (আপস্তম্বসূত্র)

(২২) "নামধেয়ং দশম্যান্তু কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব।
দ্বাদশ্যামপরে কার্য্যং মাসে পূর্ণেঽথবা পরে।
অষ্টাদশেঽহনি তথা বদন্ত্যন্যে মনীষিণঃ।" (ভবিষ্যপুরাণ)

(২৩) "অশৌচে তু ব্যতিক্রান্তে নামকর্ম্ম বিধীয়তে।" (শঙ্খসংহিতা)

(২৪) "জননাৎ দশরাত্রে সংবৎসরে বা নামকরণমিতি।" (গৃহ্যপরিশিষ্ট)

(২৫) "ততস্তৃতীয়ে কর্ত্তব্যং মাসি সূর্য্যস্য দর্শনম্।" (কুল্লূকভট্টধৃত যমবচনম্)

(২৬) "ততোঽন্নপ্রাশনং মাসি ষষ্ঠে কার্য্যং যথাবিধি।
অষ্টমেঽবাথ কর্ত্তব্যং যদ্বোবং মঙ্গলং কুলে।" (যমস্মৃতি)

(২৭) "ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনং জাতে তু বা পূর্ণে সম্বৎসরে বেতি।"

(২৮) "দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ।" (যমস্মৃতি)

(২৯) "চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥" (মনুসংহিতা)

তাহা হইলে উপনয়নের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া যথাক্রমে
কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে। মহর্ষি শৌনকের মতে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ চূড়া-
ব্যতীত অন্যান্য সংস্কার যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হইলে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পাদকৃচ্ছ্র
এবং চূড়াকর্ম্ম লোপ হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয়; বলা বাহুল্য, তদন্যথায়
পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। (৩০)

"অষ্টৌ সংস্কারকর্ম্মাণি গর্ভাধানমিব স্বয়ম্।
পিতা কুর্য্যাং তদন্যো বা তদভাবেঽপি তৎক্রমাৎ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব স্মৃতিবচনম্)

উল্লিখিত আটটী সংস্কার গর্ভাধানের ন্যায় পিতা স্বয়ং করিবেন। পিতার
অভাবে অন্যেও পিতৃক্রমানুসারে করিতে পারে।

"গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্॥" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশে
অথবা কুলাগত প্রথানুসারে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে (১) উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য।
প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ-বালকের গর্ভ-পঞ্চমই উপনয়নের প্রশস্ত কাল (২)। ভগবান্
মনু বলেন, ব্রহ্মতেজস্কামী বিপ্রের পঞ্চমে, বলার্থী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠে এবং ধনার্থী
বৈশ্যের অষ্টম বর্ষে উপনীত হওয়া বিধি (৩)। কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মতেজ-
স্কামী বিপ্রের সপ্তম বর্ষে, আয়ুষ্কামী অষ্টম বর্ষে, তেজস্কামী নবম বর্ষে, অন্নাদিকামী
দশম বর্ষে, ইন্দ্রিয়কামী একাদশ বর্ষে এবং দ্বাদশে পশুকামী উপনীত হইবে (৪)।

(৩০) "এতেষ্বেকৈকলোপেষু পাদকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।
চূড়ায়ামর্দ্ধকৃচ্ছ্রং স্যাদাপদীত্যেবমীরিতম্।
অনাপদি তু সর্ব্বত্র দ্বিগুণং দ্বিগুণঞ্চরেৎ।"

(১) "কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ।
গর্ভাষ্টমে বাষ্টমে বা স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ।" ৪ (উশনঃসংহিতা প্রথম অধ্যায়)

(২) "গর্ভপঞ্চমে ব্রাহ্মণমুপনয়েদিতি।" (পৈঠীনসি)

(৩) "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে।" (মনুসংহিতা ৩৭।২)

(৪) "সপ্তমে ব্রহ্মবর্চ্চসকামমষ্টমে আয়ুষ্কামং নবমে তেজস্কামং দশমেঽন্নাদ্যকাম-
মেকাদশে ইন্দ্রিয়কামং দ্বাদশে পশুকামমিতি।" (আপস্তম্ব)

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবালকের যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশতি ও চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সাবিত্রীগ্রহণ তত দোষের বিষয় নহে (৫)। অসংস্কৃত-অবস্থায় কথিত কাল অতীত হইলে, বর্ণত্রয়ই ব্রাত্য আখ্যায় পরিচিত আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজে নিন্দিত হয় (৬)। কেহ কেহ বলেন, উন্মত্তাদির সংস্কার না করিলেও চলে, যেহেতু কর্ম্মে অনধিকারীর জন্য তাহা হয় না, কিন্তু তাহাদিগের সন্ততিবর্গের সংস্কার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন ;—অঙ্গহীন হইলেও জড়, মূক, বধির এবং উন্মত্তাদির সংস্কার করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র 'ব্রাহ্মণ' ইহা শ্রুতিসম্মত (৭)। অতীত ইতিহাস প্রথমোক্ত মতেরই পৃষ্ঠপোষক। যথা,—

"অস্যাপি হ বা আত্মজস্য সবিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনা আসমাবর্ত্তনাৎ সংস্কারান্ যথা দেশং বিদধান উপনীয় তস্য পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মাননভিপ্রেতান্ সমশিক্ষয়ৎ অনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম অধ্যায় ৫ম স্কন্ধ)

জড়-ভরতের প্রাক্‌ভাষিত ইতিবৃত্তপাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, জড়াদির সংস্কার না করিলেও চলে। অন্যথা জড়াদির সংস্কার একান্ত কর্ত্তব্য হইলে পূজ্যপাদ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনাঃ" এই নিরর্থক বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন না। ফলতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ সংস্কারের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই কেহ কেহ অঙ্গহীন হইলেও জড়াদির সংস্কার করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহারা যে সংস্কারের ফল হাতে হাতে লাভ করিতেন, বক্ষ্যমাণ বাক্যই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। শকুন্তলায় যথা,—

মারীচ। বৎস দুষ্মন্ত ! আমরা যাহার বিধিপূর্ব্বক জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই এই শকুন্তলার পুত্রকে তুমি অভিনন্দন করিয়াছ কি ?

রাজা। ভগবন্ ! নিশ্চয় এই বালকই আমার বংশরক্ষক।

মারীচ। আপনি এই বালককে ভাবী রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া অবগত হউন। দেখুন,—

বাহুবলে সর্ব্বজন্তু করিয়া দমন,
শ্রীসর্ব্বদমন নামে, পরিচিত এ আশ্রমে,
হ'য়েছে কুমার তব দুষ্মন্ত রাজন্ !
ব্যোমযানে জলনিধি করি উল্লঙ্ঘন,
বৈদেশিক নৃপগণে, মথিয়া ভীষণ রণে,
লভি সপ্তদ্বীপা ক্ষৌণী রাজসিংহাসন,
সার্থক ভরত আখ্যা করিবে ধারণ।

রাজা। আপনি যাহার সংস্কার করিয়াছেন, তাহাতে সমস্তই সম্ভবে ! ! (৮)

(শকুন্তলা-নাটক ৭ অঙ্ক)

এতাবতা প্রাচীন আর্য্যগণ যে সংস্কারের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। অন্যথা কবিকুলগুরু কালিদাস "আপনি যাহার সংস্কার

(৫) "ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ স চতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
সাবিত্রী নাতিবর্ত্তেত অত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্ততে।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

(৬) "অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ। ৩৯" (মনুসংহিতা ২য় অধ্যা

(৭) "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স ইতি শ্রুতিঃ।
তস্মাচ্চ ষণ্ডবধিরকুব্জবামনপঙ্গুষু।
জড়গদ্‌গদরোগার্ত্তশুষ্কাঙ্গবিকলাঙ্গিষু।
মত্তোন্মত্তেষু মূকেষু শয়নস্থে নিরিন্দ্রিয়ে।
ধ্বস্তপুংস্ত্বেষু চৈতেষু সংস্কারাঃ স্যুর্যথোচিতম্।
(যথোচিতমিতি তদশক্যাঙ্গহীনে নেত্যর্থঃ)
মত্তোন্মত্তৌ ন সংস্কার্য্যাবিতি কেচিৎ প্রচক্ষতে।
কর্ম্মস্বনধিকারাচ্চ পাতিত্যং নাস্তি চৈতয়োঃ।
তদপত্যঞ্চ সংস্কার্য্যমপরে ত্বাহুরন্যথা।" (সংস্কারময়ূখধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৮) "মারীচ। বৎস ! কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া অস্মাভির্ব্বিধিবদনুষ্ঠিতজাতকর্ম্মাদিক্রিয়ঃ পুত্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ।
রাজা। ভগবন্ ! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা।
মারীচ। ভাবিনং রাজচক্রবর্ত্তিনমেনমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্যতু,—
রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবালকের যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশতি চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সাবিত্রীগ্রহণ তত দোষের বিষয় নহে (৫)। ... অসংস্কৃত-অবস্থায় কথিত কাল অতীত হইলে, বর্ণত্রয়ই ব্রাত্য আখ্যায় পরিচিত ... আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজে নিন্দিত হয় (৬)। কেহ কেহ ... উন্মত্তাদির সংস্কার না করিলেও চলে, যেহেতু কর্ম্মে অনধিকারীর জন্য তাহা ... হয় না, কিন্তু তাহাদিগের সন্ততিবর্গের সংস্কার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ... কেহ কেহ বলেন ;—অঙ্গহীন হইলেও জড়, মূক, বধির এবং উন্মত্তাদির ... করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র 'ব্রাহ্মণ' ইহা ... সম্মত (৭)। অতীত ইতিহাস প্রথমোক্ত মতেরই পৃষ্ঠপোষক। যথা,—

"অন্যাপি হ বা আত্মজস্য সবিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনা আসমাবর্ত্তনাৎ সং... যথা দেশং বিদধান উপনীয় তস্য পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মাননভিপ্রেত... সমশিক্ষয়ৎ অনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম অধ্যায় ৫ম স্কন্ধ)

জড়-ভরতের প্রাক্ভাবিত ইতিবৃত্তপাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, জড়... সংস্কার না করিলেও চলে। অন্যথা জড়াদির সংস্কার একান্ত কর্ত্তব্য ...

(৫) "ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ স চতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
সাবিত্রী নাতিবর্ত্তেত অত উর্দ্ধং নিবর্ত্ততে।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

(৬) "অত উর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ। ৩৯" (মনুসংহিতা ২য় অধ্যা...)

(৭) "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স ইতি শ্রুতিঃ।
তস্মাচ্চ ষণ্ডবধিরকুব্জবামনপঙ্গুষু।
জড়গদ্গদরোগার্ত্তশুষ্কাঙ্গবিকলাঙ্গিষু।
মত্তোন্মত্তেষু মূকেষু শয়নস্থে নিরিন্দ্রিয়ে।
ধ্বস্তপুংস্ত্বেষু চৈতেষু সংস্কারাঃ স্যুর্যথোচিতম্।
(যথোচিতমিতি তদশক্যাঙ্গহীনে নেত্যর্থ)
মত্তোন্মত্তৌ ন সংস্কার্য্যাবিতি কেচিৎ প্রচক্ষতে।
কর্ম্মস্বনধিকারাচ্চ পাতিত্যং নাস্তি চৈতয়োঃ।
তদপত্যঞ্চ সংস্কার্য্যমপরে ত্বাহুরন্যথা।" (সংস্কারময়ূখধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

... ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনাঃ" এই নিরর্থক বিশেষণ প্রয়োগ ...তেন না। ফলতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ সংস্কারের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝিয়া-...লেন বলিয়াই কেহ কেহ অঙ্গহীন হইলেও জড়াদির সংস্কার করা কর্ত্তব্য বলিয়া ...শ করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহারা যে সংস্কারের ফল হাতে হাতে লাভ ...তেন, বক্ষ্যমাণ বাক্যই তাহার জলন্ত প্রমাণ। শকুন্তলায় যথা,—

...চ। বৎস দুষ্মন্ত! আমরা যাহার বিধিপূর্ব্বক জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই এই শকুন্তলার পুত্রকে তুমি অভিনন্দন করিয়াছ কি?

...। ভগবন্! নিশ্চয় এই বালকই আমার বংশরক্ষক।

...চ। আপনি এই বালককে ভাবী রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া অবগত হউন। দেখুন,—

বাহুবলে সর্ব্বজন্তু করিয়া দমন,
শ্রীসর্ব্বদমন নামে, পরিচিত এ আশ্রমে,
হ'য়েছে কুমার তব দুষ্মন্ত রাজন্!
ব্যোমযানে জলনিধি করি উল্লঙ্ঘন,
বৈদেশিক নৃপগণে, মথিয়া ভীষণ রণে,
লভি সপ্তদ্বীপা ক্ষৌণী রাজসিংহাসন,
সার্থক ভরত আখ্যা করিবে ধারণ।

...। আপনি যাহার সংস্কার করিয়াছেন, তাহাতে সমস্তই সম্ভবে!! (৮)

(শকুন্তলা-নাটক ৭ অঙ্ক)

এতাবতা প্রাচীন আর্য্যগণ যে সংস্কারের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ...হা স্পষ্টই অনুমিত হয়। অন্যথা কবিকুলগুরু কালিদাস "আপনি যাহার সংস্কার

(৮) "মারীচ। বৎস! কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া অস্মাভির্ব্বিধিবদনুষ্ঠিতজাতকর্ম্মাদিক্রিয়ঃ পুত্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ।
রাজা। ভগবন্! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা।
মারীচ। ভাবিনং রাজচক্রবর্ত্তিনমেনমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্যতু,—
রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।

করিয়াছেন, তাহাতে সমস্তই সম্ভবে" এ কথা বলিলেন কেন ? বলা বাহুল্য, ... মারীচপ্রমুখ মহর্ষিগণের মহত্বকীর্ত্তন মহাত্মা কালিদাসের অভিপ্রেত ... "আপনাদের আশীর্ব্বাদে সমস্তই সম্ভবে" এই কথাই লিখিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবালকের উপনয়ন... যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশতি এবং চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ ... ষোড়শ এবং বিংশতি বৎসর পর্য্যন্তই যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানে... সাবিত্রী-অভ্যাসের প্রশস্ত সময় (৯)। এই সকল কাল অতীত হইলে প্রায়শ্চি... স্বরূপ মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। কিন্তু,—

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবতি, আদ্বাবিংশাদ্রাজন্যস্যাচতুর্বি... দ্বৈশ্যস্য। অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি নৈনানুপনয়েয়ুঃ নাধ্যাপয়ে... যাজয়েয়ুর্নৈভির্ব্যবহরেয়ুঃ। কালাতিক্রমে নিয়তবৎ।" (কাতীয় সূত্র)

ব্রাহ্মণের পঞ্চদশবর্ষ দুই মাস, ক্ষত্রিয়ের একবিংশতি বর্ষ দুই মাস এবং বৈশ্যে... ত্রয়োবিংশতি বৎসর দুই মাস অতীত হইলে সাবিত্রী পতিত হয়। তখন ... তাহাদিগকে সাবিত্রী উপদেশ দিবে না, অধ্যাপনা করাইবে না এবং তাহাদি... সহিত কোনরূপ ব্যবহার করিবে না। এমন কি, আপৎকালেও এই অকৃতপ্রা... শ্চিত্ত ব্রাত্যের সহিত যজনাদি বৈদিক ও যৌনাদি সম্বন্ধ করা ভগবান্ মনুর অভি... প্রেত নহে (১০)। অতএব কালাতিক্রমে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব... বাহুল্য, প্রাগুপ্ত মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট নয়... সে সময় শাস্ত্রান্তরবিহিত বা যমকথিত বক্ষ্যমাণ যাবক পানরূপ ব্রত করি... হয়। যথা,—

"সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্যবৈশ্যয়োঃ ॥

ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ
পুনর্যাসাত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ।

রাজা। ভগবৎকৃতসংস্কারেঽস্মিন্ সর্ব্বমাশংসে।" (অভিজ্ঞান-শকুন্তলা ৭ম অঙ্ক)

(৯) "দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা অবরুদ্ধকালা ভবন্তীতি।" (পৈঠীনসি)

(১০) "নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণঃ সহ।" ৪০ (মনুসংহিতা ২।৪০)

প্রায়শ্চিত্তং ভবেদেষাং প্রোবাচ বদতাংবরঃ।
বিবস্বতঃ সুতঃ শ্রীমান্ যমো ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকম্ ॥
হবিষা ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্ ॥" (যমস্মৃতি)

... শিখা সহ মস্তক মুণ্ডন করিয়া একবিংশতি রাত্রি পর্য্যন্ত প্রসৃতিপরিমিত (১১) ...র্থাৎ দুই পল (১৬ তোলা) যবমণ্ড পান করিবে। অনন্তর সাত বা পাঁচ জন ...ণকে সঘৃতান্ন ভোজন করাইয়া যথাবিধি উপনীত হইবে। বলাবাহুল্য, মহা... বিজ্ঞানেশ্বরের মতে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করানই কর্ত্তব্য (১২) অথবা—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তান্ চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ ॥" ২৬
(বিষ্ণুস্মৃতি ৫৪।২৬)

প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্রব্রত অর্থাৎ একবিংশতি দিন দুগ্ধমাত্র পান ...বে। (১৩) বস্তুতঃ তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত করাই বিজ্ঞজনানুমোদিত (১৪)।

"ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
পরং ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ ব্রতম্ ॥" ৩
(শঙ্খসংহিতা ১৮ অধ্যায়)

তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন, তিন দিন দিনের বেলায় ভোজন, তিন দিন ...চিত (১৫) ভোজন এবং শেষে তিন দিন উপবাসী থাকিবে। এই দ্বাদশাহসাধ্য

(১১) "পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ... ... ... ।" (বৈদ্যক)

(১২) "হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ।" (মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ)

(১৩) "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসৈকবিংশতিক্ষপণমিতি।" (বিষ্ণুস্মৃতি ৪৬ অধ্যায়)

(১৪) "নিরুপপদকৃচ্ছ্রশ্রবণে প্রাজাপত্যপ্রত্যয় ইতি স্মৃতিতন্ত্রসিদ্ধঃ। অন্যে তু কৃচ্ছ্রাতি-কৃচ্ছ্রানাহুঃ।" (মেধাতিথি)

(১৫) "ভিক্ষাশনমনুদ্যোগাৎ প্রাক্ কেনাপ্যনিমন্ত্রিতম্।
অযাচিতন্তু তদ্ভৈক্ষ্যং ভোক্তব্যং মনুরব্রবীৎ।"

ব্রতের নাম প্রাজাপত্য। বলাবাহুল্য, তিন দিন সায়ংকালে কুক্কুটাণ্ডপরিমিত দ্বাবিংশতি গ্রাস, প্রাতঃকালে ষড়্বিংশতি এবং অযাচিতে চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করা কর্ত্তব্য (১৬)। আবার কেহ কেহ বলেন, সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস এবং অযাচিত তিন দিন চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে (১৭)।

"প্রাজাপত্যব্রতাশক্তৌ ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
ধেনোরভাবে দাতব্যং তুল্যং মূল্যং ন সংশয়ঃ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত সম্বর্ত্তবচন)

প্রাজাপত্য ব্রত করিতে অশক্ত হইলে সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে, তদভাবে একান্তপক্ষে ধেনুর উপযুক্ত মূল্য দান করা কর্ত্তব্য। অতএব পূজ্যপাদ রঘুনন্দন বলিয়াছেন,—

"তত্রয়াশক্তৌ ধেনুত্রয়ং তন্মূল্যং নবকার্ষাপণা বা দেয়াঃ।" (সংস্কারতত্ত্ব)

অশক্তপক্ষে ধেনুত্রয় বা তন্মূল্য নয় কাহণ উৎসর্গ করিবে। কিংবা বক্ষ্যোক্ত মাসপয়োব্রত করিবে। বলা বাহুল্য, মাতা পিতার অভাবাদি-দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ কালাতিপাত হইলেই প্রাগুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অন্যথা বক্ষ্যমাণ গুরু-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা,—

"ব্রাত্যশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ গোপ্রদানঞ্চ কুর্য্যাৎ।"

(সংস্কারতত্ত্বধৃত শঙ্খলিখিত বচন)

(১৬) "সায়ং দ্বাবিংশতিগ্রাসাঃ প্রাতঃ ষড়্বিংশতিস্তথা।
অযাচিতে চতুর্ব্বিংশ পরঞ্চানশনং স্মৃতম্।
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণঞ্চ যাবাংশ্চ প্রবিশেন্মুখম্।
এতদ্ গ্রাসং বিজানীয়াৎ শুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনম্।
হবিষ্যঞ্চান্নমশ্নীয়াদ্ যথা রাত্রৌ তথা দিবা।
ত্রীংস্ত্রীন্স্তহনি শাস্ত্রীয়ান্ গ্রাসান্ সংখ্যাকৃতান্ যথা।
অযাচিতং তথৈবাদ্যাদুপবাসস্ত্র্যহং চরেৎ।" (কুল্লূকভট্টধৃত পরাশরবচন)

(১৭) "সায়ন্তু দ্বাদশ গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
অযাচিতে চতুর্ব্বিংশঃ পরেহপ্যনশনং স্মৃতম্।" ১১৯ (অত্রিসংহিতা)

ব্রাত্য অর্থাৎ প্রাগুক্ত পতিতসাবিত্রীক চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং গোদান করিবে। মনুতে আছে,—

"একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশং ত্রিষবণং এতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।" ২১৭

(মনুসংহিতা ১১ অধ্যায়)

ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পূর্ণিমার দিন ময়ূরাণ্ডপরিমিত (১৮) পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপর দিন চতুর্দ্দশ গ্রাস এইরূপে প্রতিদিন এক এক গ্রাস কমাইয়া চতুর্দ্দশীতে মাত্র এক গ্রাস ভোজন করিবে। অনন্তর অমাবস্যায় উপবাসী থাকিয়া (১৯), তৎপর প্রতিপদে একগ্রাসমাত্র ভোজন করিবে। পর দিন দুই গ্রাস, এইরূপে প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিবে, এই একমাসসাধ্যব্রত চান্দ্রায়ণপদ-বাচ্য। কেহ কেহ বলেন, যাহা অনায়াসে মুখে প্রবেশ করিতে পারে, তদ্রূপ গ্রাসই রচনা করিবে (২০)। মহাত্মা রঘুনন্দন বলেন,—"চান্দ্রায়ণাশক্তৌ ধেন্বষ্টকং তন্মূল্যং বা সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণগোমূল্যং কার্ষাপণ একো মিলিত্বা সার্দ্ধত্রয়োবিংশতিকার্ষাপণা দেয়া ইতি" চান্দ্রায়ণে অশক্ত হইলে আটটী ধেনুদান বা তন্মূল্য সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কাহণ এবং গোমূল্য এক কাহণ সাকুল্যে সার্দ্ধত্রয়োবিংশতি কাহণ উৎসর্গ করিবে। অথবা মহামতি বিজ্ঞানেশ্বরের মতে মনুকথিত বক্ষ্যমাণ ত্রৈমাসিক ব্রত কর্ত্তব্য (২১)। তদ্যথা,——

"উপপাতকসংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান্ পিবেৎ।
কৃতবাপো বসেদ্ গোষ্ঠে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ। ১০৯
চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষারলবণং মিতম্।
গোমূত্রেণ চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ১১০

(১৮) "তিথিবৃদ্ধ্যা চরেৎ পিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্।"

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩য় অধ্যায়)

(১৯) "ইন্দুক্ষয়ে ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ।" (মিতাক্ষরাধৃত বশিষ্ঠবচন)

(২০) সর্ব্বগ্রাসপ্রমাণমাস্যাবিকারেণ চরুভৈক্ষশক্তুকণযাবকশাকপয়োদধিঘৃতমূলফলোদকানি হবীংষ্যুত্তরোত্তরং প্রশস্তানীতি।"

(গৌতমসংহিতা ২৮ অধ্যায়)

(২১) "অনাপদ্যতিক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকমিতি।" (মিতাক্ষরা)

দিবানুগচ্ছেদ্ গাস্তাস্ত তিষ্ঠন্নূর্দ্ধং রজঃ পিবেৎ।
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ। ১১১
তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।
আসীনাসু তথাসীনো নিয়তো বীতমৎসরঃ। ১১২
আতুরামভিশস্তাং বা চৌরব্যাঘ্রাদিভির্ভয়ৈঃ।
পতিতাং পঙ্কলগ্নাং বা সর্ব্বোপায়ৈর্বিমোচয়েৎ। ১১৩
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ। ১১৪
আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্। ১১৫
অনেন বিধিনা যস্তু গোঘ্নো গামনুগচ্ছতি।
স গোহত্যাকৃতং পাপং ত্রিভির্মাসৈর্ব্যপোহতি। ১১৬
বৃষভৈকাদশা গাশ্চ দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ।
অবিদ্যমানে সর্ব্বস্বং বেদবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ। ১১৭
এতদেব ব্রতং কুর্য্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।
অবকীর্ণিবর্জ্জং শুদ্ধ্যং চান্দ্রায়ণমথাপি বা। ১১৮"

(মনুসংহিতা ১১ অধ্যায়)

অবকীর্ণী ভিন্ন অপর সমস্ত উপপাতকী মস্তকাদি মুণ্ডন ও প্রথম এক মা[স] যবমণ্ড পান করিবে। অনন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে এক দিন উপবাসা[ন্তে] দ্বিতীয় দিনে সায়ংকালে কৃত্রিম লবণবর্জ্জিত স্বল্পপরিমিত হবিষ্য ভোজন করি[বে] এবং যথাবিহিত গো-পরিচর্য্যা করিবে। এইরূপে তিন মাসে ব্রতসমাপনা[ন্তে] একটী বৃষভ ও দশটী গাভী দক্ষিণা দিবে, অভাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথাসর্ব্বস্ব দা[ন] করিবে। গোষ্ঠে শয়ন ও গবানুগমনাদি কেবল গোহত্যাকারীর পক্ষেই বিহি[ত]। ইহাই কাহার কাহার মত। বলা বাহুল্য, মন্বাদি মহর্ষিগণের মতে গোহত্যা, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যা[য়] ও স্মার্ত্তাগ্নিবর্জ্জন, সুতত্যাগ (সুতস্য চ সংস্কারভরণাত্মকরণং অর্থাৎ পুত্রের সংস্কা[র] না করা) ব্রাত্যতা ইত্যাদি উপপাতক মধ্যে গণ্য (২২) অথবা মহাত্মা [মাধ]বাচার্য্যের মতে বশিষ্ঠোক্ত বক্ষ্যমাণ উদ্দালক ব্রত বিহিত (২৩) তদ্ যথা,—

"পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতঞ্চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ মাসং [পয়]সা অর্দ্ধমাসমামিক্ষয়া, অষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত [ত্রি]রাত্রমব্‌ভক্ষঃ অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন [ব]জেত।" (বশিষ্ঠসংহিতা ১১ অধ্যায়)

দুই মাস যাবকপান, এক মাস দুগ্ধপান, পঞ্চদশ দিন ছানা ভোজন, অষ্ট-[রাত্র] ঘৃতপান, ছয়রাত্র অযাচিত হবিষ্যভোজন, ত্রিরাত্র কেবল জলপান এবং [অহো]রাত্র উপবাস করিবে। এই ব্রতের নাম উদ্দালক। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের [অবভৃথ] স্নান করিবে কিংবা ব্রাত্যস্তোমযাগ করিবে। এমন কি, পুংব্যাপারা-[ক্ষম] বৃদ্ধের পক্ষেও ব্রাত্যস্তোমযাগই বিহিত। (২৪) যথা,—

(২২) "গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্য-পারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ। ৬০
পরিবিত্তিতানুজেনোঢ়ে পরিবেদনমেব চ।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্। ৬১
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ। ৬২
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ।
ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ। ৬৩
সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ। ৬৪
ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা। ৬৫
অনাহিতাগ্নিতাস্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া। ৬৬
ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।
স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্।" ৬৭ (মনুসংহিতা ১১ অধ্যায়)

(২৩) "উদ্দালকস্তু অনাপদ্বিষয়মিতি।" (পরাশরমাধব)

(২৪) "অথৈষ শমনীচামেঢ্রানাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুঃ এতেন যজেরন্নিতি।" (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ১৭।৪।১)

COLOUR

"হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রবসন্তি ন হি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি ন কৃষিং ... বাণিজ্যং ষোড়শো বা এতৎ স্তোমঃ সমাপ্তুমর্হতি।" (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ)

যাহার পিতা অসংস্কৃত এবং নিজেও জাতাপত্য অথচ উপনয়নসংস্কারে সং... না হইয়াই চিরকাল অতিবাহিত করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবিকা অর্জ্জন জন্য কৃষি বা বাণিজ্যের আশ্রয় না ল... অর্থাৎ দ্বিজপ্রতিপাল্য অন্যবৃত্তিও পরিহারপুরঃসর শূদ্রাচারপ্রতিপাল্য শূদ্রাচা... নিরত, এবম্প্রকার ব্রাত্যের পক্ষেও চতুঃষোড়শী যাগই বিহিত। ... আপস্তম্ব বলেন,—

"অথ যস্য পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ। তেষাম... গমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্ ... প্রথমেঽতিক্রমে ঋতুরেবং সংবৎসরঃ। অথোপনয়নং। তত উদকোপস্পর্শ... প্রতিপুরুষং সংখ্যায়সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপেতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানী... "যদন্তি যচ্চ দূরকে" ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ সাম সামপবিত্রেণাঙ্গিরসেনেতি... অপি বা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ।" (আপস্তম্ব সূত্র)

(ক্রমশঃ) শ্রীমধুসূদন রা...

কায়স্থ-বখর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল

... বৃত্তান্ত বালাজী বাজীরাব উর্ফ নানাসাহেব য়াঁশীং করল্যাবরুন ...াণীং মহারাজাংস বিনন্তিপত্র পাঠবিলে তেঞ্চ বার কেলে জাতে।

...তপশীলঃ—

শ্রীমন্ত ক্ষত্রিয়কুলাবতংস মহারাজ রাজশ্রী ছত্রপতি স্বামীচে সেবেসীং, বিনন্তি সেবক বালাজী বাজীরাব প্রধান কৃতানেক বিজ্ঞাপনা ...কাচে বর্ত্তমান তারীখ ১৯ সাবান পর্য্যন্ত মহারাজাচে কৃপাবলোকে ...লন যথাস্থিত অসে। বিনন্তি প্রস্তুত সাতারে য়াঁসীং ব্রাহ্মণানী ...লা কেলা আহে। ত্যাস কাশীতীল উভয়তটাচে ব্রাহ্মণ কলহ ...ীত আলে আহেত। ত্যাচে বর্ত্তমান মহারাজানী মনাস আণুন সমজা-...ীস করুন লাবুন দ্যাবে প্রভূঞ্চে সুদামতপ্রমাণেং চালত আলে আহে।

অনুবাদ

...র পক্ষে দলাদলী করিয়া উভয় পক্ষ হইতেই কাশী হইতে সাতারায় ব্রাহ্মণ ...ণ্ডিত আনাইয়া নানা প্রকার কল্পিত ফাকি শ্লোক রচনা করিয়া গ্রন্থমধ্যে ...বেশপূর্ব্বক কলহ করিতে লাগিলেন। সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া বালাজী বাজীরাও ...ফে নানাসাহেব মহারাজ সকাশে বিনতি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই—

শ্রীমন্ত ক্ষত্রিয়কুলাবতংস মহারাজ রাজশ্রী ছত্রপতি স্বামী সেবনীয়েষু—

নিবেদক সেবক বালাজী বাজীরাও প্রধান মন্ত্রীর কৃত বহু নিবেদন এই যে, ...রিখ ১৯ সাবান পর্য্যন্ত মহারাজের কৃপাবলোকনে সেবকের মঙ্গল জানিবেন। ...দন, সম্প্রতি সাতারায় ব্রাহ্মণেরা গোলমাল করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কাশীর ...ভয় পক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা কলহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের বক্তব্যে মনো-...গ করিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বিদায় করুন। প্রভুদিগের আবার

মূল

ত্যাপ্রমাণে চালবাবেঁ। ত্যাস অডথলা হোউং নয়ে। [স্বদস্তুর] পূর্ব্বাপার চালত আলে তে চালবাবে। নবীন কজ্যা যোগ্য নাহী। ব্রাহ্মণাচা নির্গম হা স্পষ্ট আজ্ঞা করূন করণার মহারাজ সমর্থ আহেত সেবেসীং শ্রুতহোয় হে বিজ্ঞাপনা।

য়াপ্রমাণে পত্র লিহূন পাঠবিল্যাবরূন মহারাজ য়াণীং ব রঘুনাথ পণ্ডিতরাব য়াঁহী কারভারী য়াঁস বহুতপ্রকারে সমজোন সাঙ্গিতলে আণি ব্রাহ্মণাস মহারাজাঁনী আজ্ঞা পত্রে ব পণ্ডিতরাব য়াণী পত্রে লিহিলীং তীং বার অসত।

১। বেদশাস্ত্রসম্পন্ন সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষেত্র খণ্ডে ব ক্ষেত্র মহাউলী উভয় কৃষ্ণাতীর য়াঁসী আজ্ঞা কেলী ঐশী জে, প্রভু হে পুরাতন প্রান্তীচে আণি তুহ্মীহী য়াচ প্রান্তীচে প্রভূ য়াঁচী ক্রিয়াকর্ম্মান্তরে ব শুভ কর্ম্মে ব উত্তরকার্য্যে, জে পুরাতন চালত আলে তে তুহ্মা জাণতচ আহাং

অনুবাদ

ব্যবহার পূর্ব্বাপর যেরূপ চলিয়া আসিয়াছে, সেইরূপ চালান আবশ্যক। তাহাতে বিঘ্ন ঘটা উচিত নহে। (স্বহস্তাক্ষরে) পূর্ব্বাপর যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ চালাইতে হইবে। নূতন কলহে প্রশ্রয়দান সঙ্গত নহে। মহারাজই স্পষ্টভাবে আদেশ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের কলহের নিরাকরণে সমর্থ। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

এই প্রকার পত্র লিখিয়া পাঠাইলে, মহারাজ ও রঘুনাথ পণ্ডিত রাও (ইনি মহারাষ্ট্ররাজ্যের চীফজষ্টিস বা প্রধান বিচারপতি) (কারবারী) জগজীবন রাও প্রতিনিধিকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন এবং মহারাজ ও পণ্ডিত রাও উভয়েই ব্রাহ্মণদিগকে যে আদেশ পত্র প্রেরণ করিলেন, তাহা এই,—

বেদশাস্ত্রসম্পন্ন কৃষ্ণানদীর উভয়তীরবাসী ও ক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে, প্রভুরা এদেশের প্রাচীন অধিবাসী, আপনারাও এই দেশবাসী; প্রভুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড, শুভকার্য্য ও উত্তরকার্য্য প্রভৃতি পুরাকাল হইতে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহা আপনাদিগের বিদিত আছে।

মূল

ত্যাপ্রমাণে পূর্ব্বোপাসূন চালবীত আলাং আহাং। ত্যাস প্রস্তুত য়াচ্যা ক্রিয়াকর্ম্মান্তরাচা প্রসঙ্গ পডলা আহে। ত্যাস পুরাতন বিজাপূরচে বক্তীং ব কৈলাসবাসী শিবাজীমহারাজ য়াচে বেলেস, ব কৈলাসবাসী সম্ভাজী মহারাজাঁচে বেলেস ব কৈলাসবাসী রাজারাম মহারাজ সাহেব ব মাতোশ্রী তারাউ সাহেব যাঁচে বেলেস ব হল্লীচে কারকীর্দীত চাল চালত আলা ত্যাপ্রমাণেং উত্তরকার্য্যে ব সর্ব্ব কর্ম্ম চালবীত জাণে জুনে ন মোডণে। নবে ন করণে। পুরাতন চালীপ্রমাণে চালবণে [খুদ্দ মহারাজাচে দস্তুরঃ—] পুরাতন চালবীত আলা ত্যাপ্রমাণে চালবণে। নবে ন করণে জুনে ন মোডণে। লিহিল্যাপ্রমাণে বর্ত্তণে বহুতকায লিহিণে হে বিনন্তি।

অস্‌সল পত্র নরসিংহভট্ট প্রভুণে ক্ষেত্র মাহুলী [য়াঁচ্যা] ঘরী আহে।

২। বেদশাস্ত্রসম্পন্ন রাজমান্য রাজশ্রী উভয়ক্ষেত্র মাহুলী ব পরশু-

অনুবাদ

তদনুসারে পূর্ব্বাবধি আপনারা চালাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ক্রিয়াকাণ্ডের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন বিজাপুরপতিদিগের আমলে, কৈলাসবাসী শিবাজী মহারাজের সময়ে, কৈলাসবাসী সম্ভাজী মহারাজের রাজ্যকালে, কৈলাসবাসী রাজারাম মহারাজ সাহেবের সময়ে, মাতুঃশ্রী (জননীতুল্যা) তারাবাঈ সাহেবার সময়ে ও বর্ত্তমান মহারাজের রাজত্বকালে যেরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে উত্তরক্রিয়া ও সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য চালাইতে থাকিবেন—পুরাতন প্রথার লঙ্ঘন করিরেন না। নূতন প্রথাও প্রবর্ত্তিত করিবেন না। পুরাতন রীতি অনুসারে চালাইবেন। (খোদ মহারাজের হস্তাক্ষরে লিখিত) পুরাতন কাল হইতে যেরূপ চালাইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ চালাইবেন। নূতন কিছু করিবেন না। পুরাতনের লঙ্ঘন করিবেন না। যেরূপ লেখা গেল, সেইরূপভাবে কার্য্য করিবেন, অধিক লেখা বাহুল্য, নিবেদন-মিতি।

মূল পত্রখানি মাহুলীক্ষেত্রে নরসিংহ ভট্টপ্রভু মহাশয়ের গৃহে আছে।

মূল

রাম, স্বামী গোসাবী য়ঁসী, প্রতি রঘুনাথ ভট পণ্ডিতরাব নমস্কার বিনন্তি উপরি, প্রভূঁচ্যা ক্রিয়েচা গুন্তা পড়লা য়ামুলে মহারাজ রাজশ্রী স্বামীনী আজ্ঞা কেলী জে, পূর্ব্ববৎ কৈলাসবাসী শিবাজী মহারাজ য়াঁচে কারকির্দীপাসূন ক্রিয়া চালত অসেল। ত্যাপ্রমাণে চালবাবী আপোন মহারাজাঁনী আজ্ঞা কেলী ত্যাজবরুন হে পত্র তুম্হাস পাঠ বিলে আহে। তরী সুদামতপ্রমাণে মনাস আণোন ক্রিয়া চালতী করণে বহুত কায লিহিণে হে বিনন্তি।

অসৃসল পত্র নরসিংহভট্ট প্রভুণে য়াঁচে ঘরী মাহুলীস অসে।

য়েণেপ্রমাণে তাকীদো কেল্যা, পরন্তু মহারাজাচে শরীরী মেঁ বিদেহী প্রকৃতীস দেহাবসানাচা সন্ধি সমীপ জাণোন কারভারী ঐকে নাস্ত, ব তট মোড়ে না, তেহ্বাঁ মহারাজ য়াঁণী বালাজী বাজীরাব

অনুবাদ

১। বেদশাস্ত্রসম্পন্ন রাজমান্ত রাজশ্রী মাহুলী ও পরশুরাম এই উভয় ক্ষেত্রে স্বামী গোঁসাইদিগের প্রতি—রঘুনাথ পণ্ডিত রাওয়ের নমস্কার। পরে নিবেদন,—প্রভুদিগের ক্রিয়া সম্বন্ধে গোলযোগ রহিয়াছে বলিয়া মহারাজ রাজশ্রী স্বামী (শাহু) আদেশ করিতেছেন যে, কৈলাসবাসী শিবাজী মহারাজের সময় হইতে যে ভাবে ক্রিয়া কর্ম্মাদি চলিয়া আসিতে থাকিবে, সেইরূপ আপনারা চালাইবে মহারাজের আদেশক্রমে এই পত্র আপনাদিগকে পাঠান হইল। অতএব পূর্ব্ব রীতিক্রমে মনোযোগপূর্ব্বক ক্রিয়া কর্ম্ম পুনঃ প্রচলিত করিবেন। অধিক আর কি লিখিব, নিবেদনমিতি।

মূল পত্রখানি মাহুলীতে নরসিংহ ভট্ট প্রভুর ঘরে আছে।

এইরূপ তাগিদ পত্র প্রেরণপূর্ব্বক সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু মহারাজের শরীর ও মন অসুস্থ থাকায় তাঁহার দেহাবসানের সময়ও নিকট বর্ত্তী হইয়াছে জানিয়া কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই দলাদলিরও শেষ হইল না। তখন মহারাজ বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে

মূল

পেশবে য়াঁসী ফৌজসুদ্ধা রাজধানী সাতারা য়াঁসী য়েণেবিশী সাঙ্গোন পাঠবুন আণবিলে, আণি প্রাণোৎক্রমণাচে সময়ী গোবিন্দরাব চিটণীস য়াঁচে বিদ্যমানে সর্ব্ব রাজ্যাচা বন্দোবস্ত বালাজী বাজীরাব য়াংসী সাঙ্গোন শিক্কেকটার স্বাধীন কেলী। আণি আপণ কৈলাসবাসী ঝালে।

নন্তর বালাজী বাজীরাব য়াঁণী সর্ব্ব রাজ্যাচা বন্দোবস্ত করুন জগজীবন রাব পণ্ডিত প্রতিনিধি ব তাঁচে কারভারী যমাজীপন্ত য়া

অনুবাদ

সৈন্য রাজধানী সাতারায় আগমন করিবার জন্য আদেশপূর্ব্বক আনাইলেন। প্রাণোৎক্রমণের সময়ে গোবিন্দ রাও চিটনীসের সমক্ষে মহারাজ বালাজী বাজী-রাওকে সমস্ত রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার ভারার্পণ করিয়া রাজমুদ্রা ও রাজখড়্গ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং কৈলাসবাসী হইলেন।

অতঃপর বালাজী বাজীরাও সমস্ত রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া জগজীবন রাও পণ্ডিত প্রতিনিধি ও তাঁহার কর্ম্মচারী যমাজী পন্তকে বন্দী করিলেন (১) এবং

(১) একদা শাহুর কোপে পতিত হওয়ায় পরশুরাম পন্তপ্রতিনিধির বক্ষোদেশে কাষ্ঠফলক স্থাপনপূর্ব্বক চক্ষুরুৎপাটনের আদেশ হইয়াছিল। সে সময়ে খণ্ডোবল্লাল চিটনীস মহোদয় মহা-রাজের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণের দণ্ড রহিত করাইয়াছিলেন। এই উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ পরশুরাম পন্তপ্রতিনিধির পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ চিটনীস বংশীয়দিগের প্রতি অতীব সম্মান প্রকাশ করিতেন। পরশুরাম পন্ত চিটনীসকে 'মাজগাঁও' প্রভৃতি ইনাম দিয়াছিলেন এবং শ্রাদ্ধের দিবসে চিটনীসবংশীয় একজন প্রধান পুরুষকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত (এক পংক্তিতে) ভোজনার্থ বসাইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার এই ব্যবহার প্রতিনিধি মহাশয়ের কর্ম্মচারীদিগের নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। চিটনীস ও প্রতিনিধিবংশীয়গণের মধ্যে বিদ্বেষের সঞ্চার করিতে না পারিলে চিটনীসের প্রতিপত্তি হ্রাস ও প্রতিনিধির কার্য্যালয়ে আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যমাজীপন্ত সামাজিক দলাদলির সৃষ্টিপূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধি করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার প্রভুরও প্রভূত হানি হইয়াছিল। জগজীবনরাও-প্রতিনিধি স্বীয় কর্ম্মচারীর প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া সামাজিক দলাদলির গোলযোগ উপস্থিত করিয়া ভাল কার্য্য করেন নাই। তিনি যদি স্বীয় পিতার উপকারক বংশের প্রতি সদয় থাকিতেন ও চিটনীসের প্রতি পূর্ব্বপ্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে গোবিন্দরাও চিট-

মূল

উভয়তাঁস্ কৈদ কেলে। আণি সর্ব্ব গ্রামণ্য মোডুন প্রভূকডোল পূর্ব্ব বৎপ্রমাণে বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ চালূ কেলে। ত্যাপাসূন নির্ব্বেধ থোরল্যা মাধবরাব সাহেব য়াঁচে অখেরীচে কারকীর্দীপর্য্যন্ত চাললে। পুঢ়ে মাধবরাব সাহেব সমাপ্ত হোউন নারায়ণরাব সাহেব অধিকারী জাহলে। পূর্ব্ব বয়, ত্যাঁত যমাজীপন্ত যাঁচে গ্রামণ্যাপৈকী দ্বেষবুদ্ধি [কাহী লোক] হোতে, ত্যাঁণী পূর্ব্বজাঁচা মনোদয় সিদ্ধীস ন গেল্যাচা জে ধ্যানাত আণোন নারায়ণরাব সাহেব য়াংসা অনন্বিত ফকিকা দেউন সমজবূন দেউন গ্রামণ্য কেলে। আণি প্রভুমণ্ডলীপৈকী (কাহী লোকাংস) বাড্যান্ত বোলাবূন নেউন জবরদস্তীনেঁ (ত্যাঁচী) থোত্রে ফাডুন জানবী তোডাতোড করূন লিহূন ঘেতলে। নন্তর নারায়ণরাব

অনুবাদ

সমস্ত দলাদলি ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বরীতিক্রমে প্রভুদিগের বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ প্রচলিত করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রথম মাধব রাও সাহেবের রাজত্বকালের শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত কার্য্য চলিয়াছিল।

অতঃপর মাধব রাও সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় নারায়ণ রাও সাহেব রাজ্যের অধিকারী হইলেন। একে তাঁহার বয়স অল্প, তাহাতে যমাজী পন্তের সময় যে সামাজিক দলাদলি হইয়াছিল, তাহার কয়েক জন বিদ্বেষবুদ্ধি নেতা তাঁহার পরামর্শদাতা হইলেন। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মনোরথ সিদ্ধ না হওয়ায় তাঁহারা বিদ্বেষবশে নারায়ণ রাও সাহেবকে নানাপ্রকার অসঙ্গত ফক্কিকা বুঝাইয়া দিয়া আবার দলাদলি উপস্থিত করিলেন এবং প্রভুমণ্ডলীর মধ্যে কয়েক জনকে প্রাসাদে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরিহিত ধুতি ও যজ্ঞোপবীত ছি

নীসের পক্ষে প্রতিনিধির বিরুদ্ধবাদী বালাজী বাজীরাওয়ের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সাহায্য করি… পেশওয়ে পদে স্থাপিত করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইত না। বালাজী বাজীরাওয়ের নি… পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি গোবিন্দ রাও চিটনীসের অনুরোধক্রমে তৎকৃত উপকার স্মরণপূর্ব্বক প্রত্যা… হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করাই মহত্ত্ব… বলিয়া চিটনীসের মনে হইত।

মূল

সাহেব থোডকেচ দিবসী পরধামাস গেলে। উপরান্তিক দাদাসাহেব রাজ্যকডে অধিকার প্রাপ্ত জাহলা। তে স্বতঃ সুজ্ঞ বেদশাস্ত্রনিপুণ, ত্যাংণী সর্ব্ব গোষ্ট সমজবূন ঘেউন গ্রামণ্যাস্তীল মনুষ্যাংচী বহুত নির্ভর্ৎসনা করূন সর্ব্ব প্রভুমণ্ডলীস আপআপলে কামাবর য়েণ্যাবিষয়ী বোলাবূন পাঠবিল্যাবরুন, অগোদর শ্রুত হোতে য় প্রভুনী হী হকীকত সমজবূন দিলহী। নন্তর তে বোলিলে জে, অন্নাহুতি কেলী, ত্যাসারিখে ঘাডিতা স্বস্থচিত্তে আপলালী কাজকামে করীত জাণে অসে অশ্বাসন দেউন নারায়ণরাব য়াংণী জবরদস্তীনে পত্র ঘেতলে হোতে তে তেচ-সময়ী আশৌচান্ত আণবূন সর্ব্বা দেখত ফাডুম টাকিলে। পুঢ়ে নারায়ণ-রাব সাহেবাঞ্চী পত্নী গঙ্গাবাঈ য়াঞ্চে উদরী সবাই মাধবরায় সাহেব জন্মলে। ত্যাসংনিধ বালাজী জনার্দ্দন ফড়ণীস, দ্বিতীয় সৃষ্টি উৎপন্ন

অনুবাদ

ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের নিকট লিখিয়া লইলেন। অল্পদিন পরে নারায়ণ রাও সাহেব পরলোকে গমন করিলে দাদা সাহেবের (রঘুনাথ রাওয়ের) হস্তে রাজ্য-ভার পড়ে। তিনি স্বয়ং বিজ্ঞ, বেদশাস্ত্রনিপুণ ছিলেন, তিনি সকল কথা বুঝিয়া যাঁহারা এই দলাদলির কর্ত্তা, তাঁহাদিগকে বহু নির্ভৎসনপূর্ব্বক সমস্ত প্রভু-মণ্ডলীকে স্ব স্ব পদে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভুরা আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। দাদা সাহেবও সমস্ত ঘটনাই অবগত ছিলেন। তিনি প্রভুদিগকে বলিলেন যে, "যেরূপ অন্নাহুতি করা হইয়াছিল, সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এক্ষণে গতবিষয়ের অনুশোচনা না করিয়া সুস্থচিত্তে আপন আপন কাজ কর্ম্ম করিবে।" এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি, নারা-য়ণরাও বলপূর্ব্বক যে পত্র (লিখাইয়া) লইয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ে অশৌচকালেই আনাইয়া সকলের সমক্ষে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ইহার পর নারায়ণ রাও সাহেবের পত্নী গঙ্গা বাঈয়ের গর্ভে সওয়াই মাধব রাও সাহেবের জন্ম হয়। তাঁহার নিকট থাকিয়া দ্বিতীয় জগৎস্রষ্টার ন্যায় মহাবুদ্ধি-

মূল

ফল প্রাপ্ত জাহলে। আতা মাগীল জাহলে গোষ্টীচা বিনিময়
করণার মহাবুদ্ধিমান কারভারাস্ত ধাগত অসতা ; পূর্ব্বীল নারায়ণ
সাহেব য়াংণী জে গ্রামণ্য কেলে, ত্যাচা মজকূর বাস্তবিক কিম্বা
বাস্তবিক য়াস্তীল আশয় কসা, হা সমজূন ঘেণ্যাস্তব শ্রীবারাণশি
ব্রাহ্মণাংস পত্র পাঠবিলে ত্যাস্তীল সংশয়নিবারণার্থ উত্তরপ্রত্যুত্তর
বালবোধ অক্ষরাঞ্চে পত্র লিহূন আলে, ত্যাবরুন ত্যাঞ্চী খাত্রী
জাহলী তেঞ্চ পত্র বার কেলে বিতপশীল।

স্বস্তিশ্রীমদ্দণ্ডকারণ্যান্তর্গত ভীমরথিনাভিহৃদয়সঙ্গত্যোপলক্ষিত পুণ্য
রণ্যগ্রামস্থ দাক্ষিণাত্য রাজর্ষি ধর্ম্মাধিকারী প্রান্ত পুণে ব সমস্ত
ব্রাহ্মণাংপ্রতি।

আর্য্যাবর্ত্তদেশ আনন্দবনত্রিকণ্টকবিরাজিতাবিমুক্তক্ষেত্রস্থভটধর্ম্মাধি
কারিশেষপ্রভৃতীনামনেকা নতয়ো বিলসন্তু॥ মাঘশুক্লসপ্তম্যাবধি অত্র

অনুবাদ

মান্ বালাজী জনার্দ্দন কড়নবীস (নানাফড়নবীস) রাজকার্য্য সম্পাদন করি
ছিলেন। পূর্ব্বে নারায়ণ রাও সাহেবের সময়ে যে সামাজিক দলাদলি হইয়াছি
তাহার মূলে কতটুকু সার সত্য ছিল, অথবা তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল ও আস
আশয় কি, তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য শ্রীবারাণসীক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মণদিগকে পত্র লি
লেন। সেই পত্রোক্ত সংশয় নিবারণার্থ (কাশী হইতে) উত্তর প্রত্যুত্তর
(সুখপাঠ্য) বালবোধ-অক্ষরে লিখিত পত্র আসিল, সেই পত্র পাঠ করি
তাঁহার (নানাফড়নবীসের) চিত্তে বিশ্বাস জন্মিল। সেই পত্র এই স্থলে উদ্
হইল।—

"স্বস্তি শ্রীমদ্দণ্ডকারণ্যান্তর্গত ভীমরথী (ভীমা নদী) নাভিহৃদয় সঙ্গত্যো
লক্ষিত পুণ্যারণ্যগ্রামস্থ দাক্ষিণাত্য রাজর্ষি ধর্ম্মাধিকারী প্রদেশ পুণা ও সম
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি—

আর্য্যাবর্ত্তদেশ আনন্দত্রিকণ্টক বিরাজিত বিমুক্তক্ষেত্রস্থ ভটধর্ম্মাধিকারি

মূল

ভবতামস্তি তাবৎকং তদনুদিনমধ্যধিকমাশাস্মহে॥ বিশেষস্তু
ভবত্র,—

রাজশ্রী বালাজী জনার্দ্দন ফডণীস য়াংণী পুণ্যাহূন মার্গশীর্ষ শুদ্ধ
সপ্তমীচা পত্রে পাঠবিলী তী পাবলী। তেথে লিহিলে কী, প্রভূঞ্চে গ্রামণ্য
তেথে পডলে আহে, ত্যাস প্রভূঞ্চে আচরণাচা গ্রন্থাধার কসা আহে ?
ত্যাজবরুন আম্মী সর্ব্বানী, গাগাভট্টকৃত 'গাগাভট্টী' 'কায়স্থপ্রদীপ,'
গোবিন্দভট্টকৃত 'গোবিন্দভট্টী,' স্কন্দপুরাণান্তর্গত 'রেণুকামাহাত্ম্য,'
কমলাকরভট্টকৃত 'শূদ্রকমলাকর,' 'জাতিবিবেক' ইত্যাদি নিবন্ধগ্রন্থ
পাহূন তুম্হাংস লিহিলে আহে। হে পাহিল্যাবরুন আপলে ধ্যানাস্ত
যেঈল।

"কায়স্থাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাশ্চিত্রগুপ্তস্তথাপরঃ।
দাল্ভ্যগোত্রঃ ক্ষত্রজস্তু তৃতীয়ঃ সঙ্করাত্মজঃ॥
তত্র চিত্রগুপ্তাদ্যুৎপত্তিঃ——— পদ্মপুরাণে।

অনুবাদ

প্রভৃতি সকলেরই একই নমস্কার প্রতিভাত হউক। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমী অবধি
এখানকার সমস্তেরই কুশল। পরন্তু আমরা আশা করি ভবদীয় মঙ্গল প্রতিনিয়ত
উত্তরোত্তর অধিক বৃদ্ধি হউক। বিশেষকথা মরাঠীভাষায় বলা হইতেছে।

রাজশ্রী বালাজী জনার্দ্দন ফড়নীস পুণা হইতে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) শুক্লা-
সপ্তমীর দিন যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন, সেগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে
লিখিত আছে যে, প্রভুদিগকে লইয়া সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।
অতএব প্রভুদিগের ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে শাস্ত্রের মতামত কি প্রকার ? এই প্রশ্নের
উত্তরে আমরা সকলে গাগাভট্টকৃত "গাগাভট্টী" "কায়স্থপ্রদীপ", গোবিন্দভট্টকৃত
"গোবিন্দভট্টী", স্কন্দপুরাণান্তর্গত "রেণুকামাহাত্ম্য", কমলাকর ভট্টকৃত "শূদ্র
কমলাকর" "জাতিবিবেক" প্রভৃতি নিবন্ধ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া (সিদ্ধান্ত) লিখিত
হইল। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপনার মর্ম্মবোধ হইবে।

মূল

"সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানে স্থিতস্তস্য ব্রহ্মকায়াদ্বিনির্গতঃ॥ ১॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রং চ লেখনীম্।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥ ২॥
প্রাণিনাং সদ্‌সৎকর্ম্মলেখ্যায় স নিযোজিতঃ।
ব্রাহ্মণোঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাখ্যো যজ্ঞভুক্ সদা॥ ৩॥
ভোজনাদৌ সদা তস্মা আহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎকায়স্থো জ্ঞাতিরুচ্যতে॥ ৪॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্‌বংশ্যাঃ কায়স্থাঃ ভুবি সন্তি বৈ।"*

(ক) য়াবরুন কহ্রাডপ্রান্তী ব খানদেশ সঙ্গমনেরপ্রান্তী কা[য়স্থ]
ব্রাহ্মণ ম্হণুন আহেত হে ব্রহ্মকায়স্থ হোত। অথ চান্দ্রসেনীয়ক্ষত্রি[য়]
কায়স্থোৎপত্তিঃ—

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে। স্কন্দ উবাচ।—
"এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
অন্বধাবৎ স তান্ হন্তুং সর্ব্বানেবাঽসুরান্ নৃপান্॥ ১।
কেচিদ্‌গগনমাশ্রিত্য কেচিৎপাতালমাবিশন্।
জটাং কৃত্বাত্মনঃ কেচিদ্‌ব্রহ্মবেশমধারয়ন্॥ ২॥
বভূবুস্তাপসাঃ কেচিদ্বনমাশ্রিত্য তদ্ভয়াৎ।
তত্রৈবাবস্থিতাঃ কেচিদ্বভূবুর্নটনর্ত্তকাঃ॥ ৩॥

অনুবাদ

(ক) "কহ্রাড়-প্রদেশে (কৃষ্ণা ও কোয়না নদীর সঙ্গমস্থলবর্ত্তী প্রদে[শে]) ও খানদেশের সঙ্গমনের অঞ্চলে যে সকল কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত আছে[ন], এই বচনানুসারে তাঁহারা ব্রহ্ম-কায়স্থ।

* উক্ত শ্লোকসমূহের অনুবাদ বখরের প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল

কেচিদ্বৈতালিকাঃ শূরা রাজানস্তদ্ভয়ার্দ্দিতাঃ।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যাশ্রমং গতা॥ ৪॥
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা রামো হ্যর্ঘ্যপাদ্যাসনাদিভিঃ॥ ৫॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
দদৌ দাল্‌ভ্যো মুনিশ্রেষ্ঠো ভার্গবায় মহাত্মনে॥ ৬॥
ভোজনাবসরে তত্র গৃহীত্বাঽপোশনং করে।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্॥ ৭॥
তস্মৈ প্রাদাদৃষিঃ কামং ভার্গবায় মহাত্মনে।
যাচয়ামাস রামাদ্বৈ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ॥ ৮॥
ততো দ্বৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা।
ভোজনান্তে মহাভাগাবাসনে উপবিশ্য চ॥ ৯॥
তাম্বূলানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥ ১০॥

শ্রীরাম উবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥ ১১॥
তস্মে ত্বং প্রার্থিত দেহি স্ত্রীং সগর্ভাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥ ১২॥
যন্ময়া প্রার্থিতং দেব তস্মে দাতুং ত্বমর্হসি।
ততঃ স্ত্রিয়ং সমাহূয় চন্দ্রসেনস্য বৈ মুনিঃ॥ ১৩॥
ভীতা সা চপলাপাঙ্গী কম্পমানা সমাগতা।
রামায় প্রদদৌ ভীতা রামঃ প্রীতমনা অভূৎ॥ ১৪॥

মূল

শ্রীরাম উবাচ।

যত্ত্বয়া প্রার্থিতং বিপ্র ভোজনাবসরে পুরা।
তন্মে শংস মহাভাগ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥ ১৫॥

দাল্ভ্য উবাচ।

প্রার্থিতং যন্ময়া পূর্ব্বং রাম দেব জগদ্গুরো।
স্ত্রিয়ো গর্ভমমুং বালং তন্মে দাতুং ত্বমর্হসি॥ ১৬॥
ততো রামোঽব্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানসি॥ ১৭॥
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা॥ ১৮॥
জায়মানো যদা বালঃ ক্ষত্রধর্ম্মা ভবিষ্যতি।
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ ভার্গবং প্রতি হর্ষিতঃ॥ ১৯॥
মাকুরুষ্বাত্র সন্দেহং দুর্ব্বুদ্ধির্ন ভবিষ্যতি।
এবং রামো মহাবাহো হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্॥ ২০॥
নির্জ্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
ততঃ প্রকুপিতো রামো নানাবেশধরান্নৃপান্॥ ২১॥
জ্ঞাত্বা নারদবাক্যেন অশস্ত্রানপি চাবধীৎ।
ধারয়ন্তো মুখেঽঙ্গুষ্ঠান্ প্রার্থয়ন্তোঽভয়ং নৃপাঃ॥ ২২॥
স্থিতাস্তেষাং বলী রামো দত্তবানভয়ং তদা।
হত্বাদৌ হৈহয়ান্ কোপাৎ পিতুর্বধমনুস্মরন্॥ ২৩॥

স্কন্দ উবাচ।

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ॥ ২৪॥

মূল

দত্তঃ কায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্তকায়স্থনামত্বাল্লেখ্যাবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥ ২৫॥
তস্য ভার্য্যা কৃতা চিত্রগুপ্তকায়স্থবংশজা।
তদ্বংশজাশ্চ কায়স্থা দাল্ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্॥ ২৬॥
দাল্ভ্যোপদেশতস্তেবৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে॥ ২৭॥
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ কৃত মৌঞ্জিনিবন্ধনম্।
যৎকিঞ্চিদ্বৈদিকং জাপ্যং নবগ্রহমখাদিকম্॥ ২৮॥
নানাশাস্ত্রিঞ্চ বিধিবদৃত্বিগ্ভিরেব কারয়েৎ।
ষণ্ণাং চ কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা॥ ২৯॥"*

(খ) এবং যা প্রকারে করূন প্রভু ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ দাল্ভ্যগোত্রী য়াঁচী উৎপত্তি আহে।

মোঠ্যাচে আগ্রহ বহুতচ পডলে তেহ্বাঁ শাস্ত্র রাখুন তাঁচী সমজাবীস করণে প্রাপ্ত ক্ষাণোন ক্ষত্রিয়ত্ব নিরাকরণার্থ এক ভাগবতবাক্য লিহিলে। তে কোণতে ? তর,—নন্দান্ত ক্ষত্রিয়কুল ক্ষত্রিয়ত্বমনীনয়দিতি। যাঁচে উত্তর হ্যা বাক্যে করূন সর্ব্বক্ষত্রিয় মেলে ঐসি গোষ্ট কৈসী ঘড়েল।

অনুবাদ

(খ) এই প্রকারে প্রভু ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ দাল্ভ্যগোত্রীয়দিগের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই ব্যাপারে বড় লোকদিগের বড়ই আগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণে শাস্ত্র রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝান আবশ্যক। এই কারণে (পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ) ক্ষত্রিয়ত্ব নিরাকরণার্থ একটি ভগবদ্ বাক্য লিখিত হইল। সে বাক্যটি এই—"নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং ক্ষত্রিয়ত্বমনীনয়দিতি।" ইহার উত্তর এই যে,—এই বাক্যের দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছিল—এরূপ অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হয়? তবে এই বচনের প্রকৃত অর্থ কি? উত্তর,—নন্দরাজা পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ব্যবহার (রাজধর্ম্ম),

* এই শ্লোকসমূহের অনুবাদ বখরের প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল

বাক্যার্থ কায় ম্হণাল তর নন্দরাজাপর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ব্যবহার (রাজধর্ম্ম), অনন্তর ক্ষত্রিব্যবহার (রাজধর্ম্ম) জাইল। শরীরস্থ গর্ভ মাগিতলা ম্হণুন কায়স্থ ব্যবহার। ক্ষত্রিয়পর্যায় প্রভুব্যবহারী জাহলা ম্হণোন জাতী নষ্ট ন জাহলী। তসীচ দুরাগ্রহী পুরুষাঁচে সমজাবিশীকরিতাং, বৈদিকক্রম নিষিদ্ধ পারাশরস্মৃতীচা এক চতুর্থ চরণ ভণতাচ করূন গাগাভট্টা লিহিলী। তো কোণতা ? তর, 'কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ। বেদাক্ষরবিচারেণ কায়স্থঃ পতিতো ভবেৎ। ১। 'যাঁচে উত্তর অসা জর স্মৃতি আহে তর সামান্যতঃ কায়স্থত্রয়াসহি নিষিদ্ধ জাহলে। তেব্হাঁ ব্রহ্মকায়স্থাং সহি নিষিদ্ধ হোইল, আণি মূলচা পারাশরস্মৃতিগ্রন্থ কাঢুন পাহিলা, তেথে যা স্মৃতীচা চতুর্থ চরণ 'শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ' অসা

অনুবাদ

তৎপরে ক্ষত্রিয়ব্যবহার (রাজধর্ম্ম) বিলুপ্ত হইবে। শরীরস্থ গর্ভ প্রার্থনা করা হইয়াছিল বলিয়া কায়স্থব্যবহার। ক্ষত্রিয়পর্য্যায় প্রভু ব্যবহারী হইল বলিয়া জাতি নষ্ট হয় নাই।

এই প্রকারে, দুরাগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার জন্য, বৈদিকক্রম নিষিদ্ধ পরাশরস্মৃতির একটি চতুর্থ চরণ স্বেচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়া গাগাভট্ট (গ্রঃ) লিখিত হইয়াছে। সেই শ্লোকটি এই,—

কপিলা-ক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ কায়স্থঃ পতিতো ভবেৎ॥

ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, স্মৃতিবাক্য যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এই সকল কার্য্য কায়স্থত্রয়ের পক্ষেই নিষিদ্ধ হইয়াছে (বুঝিতে হইবে) এবং তাহা হইলে ব্রহ্মকায়স্থের পক্ষেও নিষিদ্ধ হইবে। এদিকে পারাশর স্মৃতিগ্রন্থ বাহির করিয়া দেখা গেল, তাহাতে উক্ত স্মৃতিবচনের চতুর্থ চরণ,—

(১) ২৬ সংখ্যক শ্লোকটি মূল গ্রন্থে নাই। পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দ ভট্ট ও গাগাভট্ট এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

মূল

আহে; 'কায়স্থঃ পতিতো ভবেৎ' অসা নাহী। বৈদিককর্ম্মনিষেধক স্মৃতিবচন একচ লাবিলে, আণখী নিষেধক বাক্যচ নাহী। স্মৃতিতাৎপর্যাঁত, বর্ণত্রয়াস বৈদিককর্ম্মাচা বিধি সিদ্ধচ আহে। শূদ্রাস মাত্র নিষেধ। অন্য সঙ্করজাতীয়াঁচা শূদ্রান্ত অন্তর্ভাব করূন যা তিহিঁচা নিষেধ হোতো, চতুর্থ চরণ তসা কল্পিলা তর, শূদ্রাদিকাঁস বৈদিককর্ম্মনিষেধ নাহী, অসে হোইল। ম্হণুন কল্পিতাঁচ নয়ে। অত এব, গাগাভট্টাংনীহী ত্যাঁচে পদ্ধতীত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র স্পষ্ট লিহিলেচ আহেত। পূর্ব্বী স্বজাতীমধ্যে লহানমোঠে অনাচার হোতে, ত্যামূলে জাতিবিহিত কর্ম্মাধিকারে জাতিহানি জালী। য়াঁচে উত্তর হে কলিযুগপরত্বে সর্ব্ব জাতীমধ্যে অনাচার অসতচ আহেত তে কোণতে ম্হণাল তর কর্ণাটকপ্রান্তী ঋগ্বেদী দেশস্থ ব্রাহ্মণ চাঁগলে আহেত। ত্যামধ্যে প্রত্যক্ষ বহিণীচী কন্যা (ভাচী)

অনুবাদ

“শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥” এইরূপ লিখিত আছে। “কায়স্থঃ পতিতো ভবেৎ।” এরূপ পাঠ নাই। বৈদিক কর্ম্মনিষেধক স্মৃতিবচন (এই) একটিই প্রযুক্ত হইয়াছে; অন্য নিষিধক বচনই নাই। স্মৃতির তাৎপর্য্য অনুসারে বর্ণত্রয়ের বৈদিক কর্ম্মে অধিকার বিধিসিদ্ধ, কেবল শূদ্রের সে অধিকার নাই। অন্য সঙ্করজাতীয়দিগকে শূদ্রের মধ্যে পরিগণিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যত্রয়ের নিষেধ করা হইয়া থাকে। চতুর্থ চরণটীর পাঠ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কল্পনা করিলে শূদ্রাদির পক্ষে বৈদিক কর্ম্ম নিষেধ নাই, এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। এই কারণে সেরূপ পাঠ কল্পনা করিতেই পারা যায় না। এই কারণে গাগাভট্ট ও তাঁহার পদ্ধতিতে (গ্রন্থে) বিশেষ বৈদিক মন্ত্র স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে স্বজাতি মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনাচার (ঘটিয়াছিল), সেইজন্য জাতিবিহিত কর্ম্মাধিকারে জাতিহানি হইল। এই তর্কের উত্তর এই যে, কলিযুগহেতু সকল জাতির মধ্যেই অনাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ—কর্ণাটকপ্রদেশে ঋগ্বেদী দেশস্থ* ব্রাহ্মণগণ সদাচারসম্পন্ন; কিন্তু সহোদরার গর্ভজাতা

* দক্ষিণাপথে সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলনিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ “দেশস্থ” নামে পরিচিত।

মূল

ইচা মামাসমাগমে বিবাহ হোউন সন্ততি হোত্যে। হে লোকবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অনাচার, মিশ্রমৈথিল যাঁচে জ্ঞাতীমধ্যে প্রথম পঁচবীস বর্ষাচী কুমারী, নন্তর বিবাহ হোউন সন্ততি হোত্যে। হাহি মোঠ্যা লোকবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অনাচার আহে। অসে অসতাং ত্যাঁচে ষট্‌-কর্ম্মাধিকার ব জ্ঞাতীচী হানি জাহলী নাহী। তেব্‌হাঁ প্রভূঁচীচ কৌণী হোইল। একচ দাল্‌ভ্যগোত্র অসোন যা গোত্রীঁচ সর্ব্ব বিবাহাদিক কর্ম্মে হোতাত ক্ষণুন জ্ঞাতিকর্ম্মহানি জাহলী। যাঁচে উত্তর জ্যা ঋষীচা জো বংশ তো ঋষীত্যা বংশাচে গোত্র। ক্ষত্রিয়বর্ণচ ভিন্ন। ক্ষত্রিয়াংস গুরু গোত্র প্রসিদ্ধ আহে। দাল্‌ভ্য ঋষীনে পালন করূন উপদেশ কেলা, ক্ষণুন দাল্‌ভ্যগোত্র লাগলে। এতাবতা বাধ নাহী।

অনুবাদ

কন্যার (ভাগিনেয়ীর) সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঘটিয়া সন্তান উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইহা লোকবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অনাচার। মিশ্র-মৈথিলজাতির মধ্যে পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে কুমারীদিগের বিবাহ হইয়া তৎপরে সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাও অত্যন্ত লোকবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অনাচারমূলক। এতৎ সত্ত্বেও তাঁহাদিগের ষট্‌কর্ম্মাধিকার লোপ বা জাতিহানি হয় নাই। অতএব প্রভুদিগের কেন হইবে?

একই দাল্‌ভ্যগোত্র (হইতে উৎপন্ন) হইয়াও সেই গোত্রেই সকল বিবাহাদি কর্ম্ম হইয়া থাকে বলিয়া (কায়স্থদিগের) জাতি-কর্ম্মহানি ঘটিয়াছে। এ তর্কের উত্তর—যে ঋষির যে বংশ, সেই ঋষি সেই বংশের গোত্র। (কিন্তু) ক্ষত্রিয়বর্ণই স্বতন্ত্র। ক্ষত্রিয়গণের গুরুগোত্রধারণ সকলেরই সুবিদিত আছে। দাল্‌ভ্য ঋষি পালনপূর্ব্বক মন্ত্রোপদেশ দান করিলেন, এ কারণে (প্রভুবংশীয়গণের) দাল্‌ভ্যগোত্র হইয়াছে। এ কারণে সগোত্রে (বিবাহাদি কর্ম্মে) কোনও দোষ নাই।

আদিশূর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুলগ্রন্থে আদিশূর সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে একরূপ মোটামুটি দেখাইয়াছি;—এ সকল উপাখ্যান প্রবাদমূলক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট ঐ সকল কথা কতদূর মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য হইবে, সে বিচার ঐতিহাসিকগণের উপরই অর্পিত হইল। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, ঐ সকল কুলগ্রন্থবর্ণিত কিংবদন্তীর মূলে কতক কতক প্রকৃত কাহিনী নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, ঐ সকল কুলবিবরণ বহুপূর্ব্বতন ঘটনার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করিতে পারি। এখন প্রকৃত ইতিহাসের অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক, ঐ সকল কুলকাহিনীর সহিত ইতিহাসের কতটা সামঞ্জস্য আছে।

রাঢ়ীয়-কুলপঞ্জিকা হইতে একটী বিশেষ কথা জানিতে পারি। যথা—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্রসাত্‌শতী॥"

শ্রীজয়ন্তপুত্র রাজা ভূশূর বিভিন্ন স্থানের নামানুসারে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় কুলগ্রন্থেই ভূশূর আদিশূরের পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে জয়ন্ত ও আদিশূর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি অথবা জয়ন্ত নামক কোন নৃপতির 'আদিশূর' উপাধি ছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কহ্লণ পণ্ডিত-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে 'পঞ্চগৌড়াধিপ জয়ন্ত' নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার বিবরণ সমধিক মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইবে, সে জন্য নিম্নে কহ্লণের উক্তি উদ্ধৃত হইল;—

"স্বদেশাগমনানুজ্ঞাং সৈন্যস্থাপ্তমুখেন সঃ।
দত্ত্বা নিশায়ামেকাকী নির্যযৌ কটকান্তরাৎ॥

মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্য্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ॥
শ্রান্তং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্।
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ॥
ততো দেবগৃহদ্বারশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্।
তেজোবিশেষচকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্॥
নর্ত্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শ তং।
অসামান্যাকৃতেঃ পুংসঃ সা দদর্শ সবিস্ময়া॥
অসংপৃষ্টেহথ ধাবন্তং করং তস্যান্তরান্তরা।
অচিন্তয়ত্ততো গূঢ়ং চরন্নেষ ভবেদ্ভুবং॥
রাজা বা রাজপুত্রো বা লোকোত্তরকুলোদ্ভবঃ।
এবং গ্রহীতুমভ্যাসঃ পৃষ্ঠস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ।
অংসপৃষ্ঠেন যেনায়ং লসৎপাণিঃ প্রতিক্ষণং॥
লোলশ্রোত্রপুটো মদোৎকমধুপাপাতাত্যয়েহপি দ্বিপঃ-
সিংহঃ সত্যপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্ত্য বিপ্রেক্ষিতা।
মেঘোন্মুখ্যশমেহপ্যশান্তবদনোদ্গীর্ণস্বরো বর্হিণ-
শ্চেষ্টানাং বিরমেহত্র হেতুবিগমেহপ্যভ্যাসদীর্ঘাস্থিতিঃ॥
ইত্যন্তশ্চিন্তয়ন্তী সা কৃত্বা সংক্রান্তসম্বিদম্।
সখীমভিন্নহৃদয়াং বিসসর্জ্জ তদন্তিকম্॥
প্রাগ্বৎপৃষ্ঠং গতে পাণৌ পূগখণ্ডাংস্তয়ার্পিতান্।
বক্ত্রেঽক্ষিপজ্জয়াপীড়ঃ পরিবৃত্ত্য দদর্শ তাম্॥
ভ্রূসংজ্ঞয়াসি কস্য ত্বং পৃষ্টায়া ইতি সুভ্রুবঃ।
দদন্ত্যা বীটিকাস্তস্যা বৃত্তান্তমুপলব্ধবান্॥
তয়া জনিতদাক্ষিণ্যস্তৈস্তৈর্ম্মধুরভাষিতৈঃ।
সখ্যাঃ সমাপ্তনৃত্যায়া নিন্যে স বসতিং শনৈঃ॥
অগ্রাম্যপেশলালাপা তথা তং সা বিলাসিনী।

উপাচরৎ পরার্দ্ধ্যশ্রীঃ সোহপ্যাভূদ্বিস্মিতো যথা॥
ততঃ শশাঙ্কধবলে সঞ্জাতে রজনীমুখে।
পাণিনালভ্য ভূপালং শয্যাবেশ্ম বিবেশ সা॥
ততঃ কাঞ্চনপর্য্যঙ্কশায়ী মৈরেয়মত্তয়া।
তয়ার্থিতোহপি শিথিলং বিদধে নাধরাংশুকম্॥
প্রবেশয়ন্নিব বৃহদ্বক্ষস্তাং সত্রপাস্ততঃ।
দীর্ঘবাহুঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদমব্রবীৎ॥
ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয়হারিণী।
কিন্তু কালানুরোধোহয়ং সাপরাধং করোতি মাম্॥
দাসস্তবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোহস্ম্যকৃত্রিমৈঃ।
অচিরাজ্জাতবৃত্তান্তা ধ্রুবং দাক্ষিণ্যমেষ্যসি॥
কার্য্যশেষমনিষ্পাদ্য সজ্জং মানিনি কঞ্চন।
অভোগে কৃতসঙ্কল্পং সুখানাং ত্বমবেহি মাম্॥
তামেবমুক্ত্বা পর্য্যঙ্কং সাঙ্গুলীয়েন পাণিনা।
বাদয়ন্নিব নিঃশ্বস্য শ্লোকমেতং পপাঠ সঃ॥
অসমাপ্তজিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎ সর্ব্বং নো সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ॥
শ্লোকেনাত্মগতং তেন পঠিতেন মহীভুজা।
সা কলাকুশলাজ্ঞাসীন্মহান্তং কশ্চিদেব তম্॥
গন্তুকামঞ্চ তং প্রাতর্নৃপং প্রণয়িনী বলাৎ।
অর্থয়িত্বা চিরং কালমপ্রস্থানমযাচত॥
একদা বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রযাতঃ সরিতস্তটম্।
চিরায়াতো গৃহং তস্যা দদর্শ ভৃশবিহ্বলম্॥
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমূচে সা শুচিস্মিতা।
সিংহোহত্র সুমহান্ রাত্রৌ নিপত্যাহন্তি দেহিনঃ॥
নরনাগাশ্বসংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে।
ত্বয়া দূরং চিরায়াতে তদ্ভয়েন সমাকুলাঃ।
রাজানো রাজপুত্রা বা তদ্ভয়েন বিসূত্রিতাঃ।

গৃহেভ্যো নাত্র নির্যান্তি প্রবৃত্তে ক্ষণদাক্ষণে ॥
তামিতি ব্রুবতীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহস্য চ।
সব্রীড় ইব তাং রাত্রিং জয়াপীড়োঽত্যবাহয়ৎ ॥
অপরেদ্যুর্দিনাপায়ে নির্গতো নগরান্তরাৎ।
সিংহাগমপ্রতীক্ষোঽভূন্মহাবটতরোরধঃ ॥
অদৃশ্যত ততো দূরাদুৎফুল্লবকুলচ্ছবিঃ।
অট্টহাসঃ কৃতান্তস্য সঞ্চারীব মৃগাধিপঃ ॥
অধ্বনান্তেন যান্তং তমথ মন্থরগামিনং।
রাজসিংহো নদন্ সিংহং সমাহ্বয়ত হেলয়া ॥
স্তব্ধশ্রোত্রো ব্যাত্তবক্ত্রঃ কম্প্রকূর্চ্চঃ প্রদীপ্তদৃক্।
তদস্তপূর্ব্বকায়স্তং সগর্জ্জঃ সমুপাদ্রবৎ।
তস্যান্যস্যাননবিলে কফোণিং পততঃ ক্রুধা।
ক্ষিপ্রকারী জয়াপীড়ো বক্ষঃ ক্ষুরিকয়াভিনৎ ॥
শোণিতং জগ্ধগন্ধেভসিন্দূরাভং বিমুঞ্চতা।
একপ্রহারভিন্নেন তেনাত্যজ্যত জীবিতং ॥
আমুক্তব্রণপট্টঃ স কফোণিমথ গোপয়ন্।
প্রবিশ্য নর্ত্তকীবেশ্ম নিশি সুস্বাপ পূর্ব্ববৎ ॥
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং শ্রুত্বা সিংহং হতং নৃপঃ।
প্রহৃষ্টঃ কৌতুকাদ্‌দ্রষ্টুং জয়ন্তো নির্যযৌ স্বয়ম্ ॥
স দৃষ্ট্বা তং মহাকায়মেকপ্রকৃতিসংহৃতং।
সাশ্চর্য্যো নিশ্চয়ান্মেনে প্রহর্ত্তারমমানুষম্ ॥
তস্য দন্তান্তরাল্লব্ধং কেয়ূরং পার্শ্বগার্পিতং।
শ্রীজয়াপীড়নামাঙ্কং দদর্শাথ সবিস্ময়ঃ ॥
স্যাৎ কুতোঽত্র স ভূপাল ইতি ব্রুবতি পার্থিবে।
জয়াপীড়াগমাশঙ্কি পুরমাসীদ্ভয়াকুলম্ ॥
ততঃ পৌরান্ বিমৃষ্যৈব জয়ন্তঃ ক্ষিতিপোঽব্রবীৎ।
প্রহর্ষাবসরে মূঢ়াঃ কস্মাদ্বো ভয়সম্ভবঃ ॥
শ্রূয়তে হি জয়াপীড়ো রাজা ভুজবলোর্জ্জিতঃ।

কেনাপি হেতুনা ভ্রাম্যত্যেকাক্যেব দিগন্তরে ॥
রাজপুত্রঃ কল্লট ইত্যুক্ত্বা কল্যাণদেব্যসৌ।
তস্মৈ নিয়মিতা দাতুং নিষ্পুত্রেণ সতা ময়া ॥
সোঽন্বেষ্যশ্চেৎ স্বয়ং প্রাপ্তস্তদ্রত্নাহরণেচ্ছয়া।
রত্নদ্বীপং প্রতিষ্ঠাসো নিধানাসাদনং গৃহাৎ ॥
অস্মিন্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবনশাসিনা।
ক্রয়াদেনং সমান্বেষ্য যোঽস্মৈ দদ্যামভীপ্সিতং ॥
বাচি সপ্রত্যয়াঃ পৌরা ভূপতেঃ সত্যবাদিনঃ।
অন্বিষ্য কমলাবাসবর্ত্তিনং তং ন্যবেদয়ন্ ॥
সামাত্যান্তঃপুরোঽভ্যেত্য প্রযত্নেন প্রসাদ্য তম্।
ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতির্নিনায় বিহিতোৎসবঃ ॥
কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা।
রাজলক্ষ্ম্যা ব্যপাস্তায়া ইব সোঽজিগ্রহৎ করম্ ॥
ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্ ॥
গতশেষং প্রভুত্যক্তং সৈন্যং সংবাহয়ন্ স্থিতঃ।
মিত্রশর্ম্মাত্মজো দেব-শর্ম্মামাত্যস্তমাযযৌ ॥
নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদর্পিতঃ।
অগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ব্বন্ পশ্চাত্তেঽথ সুলোচনে।
সিংহাসনং জিতাদাদৌ কান্যকুব্জমহীভুজঃ।
স রাজ্যককুদং রাজা জহারোদারপৌরুষঃ ॥”

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৯-৪৭০)

(ভারতবিজেতা কায়স্থপ্রবর ললিতাদিত্যের পৌত্র) কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্য (নানা দিগ্‌দেশ জয় পূর্ব্বক) গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া রাত্রিকালে একাকী ভিন্নদেশে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্ত নামক গৌড়রাজ্যের অধিকারমধ্যে আসিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসি-গণের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এখানে কার্ত্তিকেয় দেবের এক অপূর্ব্ব মন্দির ছিল। নৃত্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জয়াদিত্য

সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহা
তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শকমাত্রই চকিত হইলেন। দেবনর্ত্তকী কম
জয়াপীড়ের অনুপম রূপ দেখিয়াই তাঁহাকে রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া মনে ম
স্থির করিয়া লইল এবং তাম্বূল দিয়া তাহার এক অন্তরঙ্গকে কাশ্মীররাজের নিক
পাঠাইয়া দিল। জয়াপীড় সহাস্যবদনে সেই তাম্বূল গ্রহণ করিলেন ও নৃ
শেষ হইলে কমলার সহিত তাহার আলয়ে আসিলেন। কমলার আতিথেয়
কাশ্মীররাজ বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় কমল
মুখে শুনিলেন যে, প্রতিদিন রাত্রিকালে একটা দুর্দ্দান্ত সিংহ আসিয়া বহু লোকে
প্রাণনাশ করিতেছে। মনুষ্য, হস্তী, ঘোটক কত মরিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা না
তাই নগরবাসী সকলেই বিষম চিন্তাযুক্ত। মহাবীর জয়াদিত্যের একবার সে
সিংহটাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। পরদিন রাত্রিকালে একাকী গুপ্তভাবে বাহি
হইলেন। কায়স্থবীর সম্মুখযুদ্ধে সেই সিংহকে বিনাশ করিলেন। পরদিন প্রাত
কালে গৌড়াধিপ শুনিলেন যে, সেই ভীষণ সিংহ নিহত হইয়াছে। রাজা কৌতূ
পরবশ হইয়া দেখিতে আসিলেন,—মৃত সিংহের দেহ হইতে একটা কেয়ূর পা
লেন। তাহার উপর লেখা ছিল, "শ্রীজয়াপীড়"। এইরূপে গৌড়াধিপ জা
সিংহহন্তার পরিচয় পাইলেন। জয়াপীড়ের নাম শুনিয়া সমস্ত নগর বিস্মি
হইল। রাজা সকলকে শান্ত করিয়া জয়াপীড়ের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে
পাঠাইলেন। কমলার গৃহে কাশ্মীররাজের সন্ধান হইল। তখন গৌড়াধি
অমাত্য ও অন্তঃপুরবর্গে পরিবৃত হইয়া মহা জাঁকজমক করিয়া জয়াপীড়কে রা
ভবনে আনিলেন। গৌড়াধিপের একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবী। কল্যাণদে
কাশ্মীরপতি সম্মুখাগত রাজলক্ষ্মীর ন্যায় কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অ
শেষে তিনি অন্য কোন সাহায্য ব্যতীত নিজ প্রভাবেই অবলীলাক্রমে প
গৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলে
এদিকে মিত্রশর্ম্মার পুত্র দেবশর্ম্মা নামক তাঁহার অমাত্য প্রভূপরিজ
সৈন্যগণকে লইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। অগ্রে রা
তৎপশ্চাৎ সুলোচনা কল্যাণদেবী ও কমলাকে তৎসঙ্গে লইয়া নিজ রাজধানি
প্রধাবিত হইলেন। পূর্ব্বে তিনি কান্যকুব্জরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। শ
কালে পৌরুষ ও উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক সেই রাজার সিংহাসন গ্রহণ করিলে

উপরে যে ঐতিহাসিক বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে জানা যাইতেছে যে, জয়ন্ত নামে একজন গৌড়রাজ ছিলেন, পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী থাকিলেও তিনি একজন সামান্য রাজা বলিয়াই প্রথমে গণ্য ছিলেন। তাঁহার জামাতা কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্যের কৌশল-প্রভাবেই তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতাঃ বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাসভূমিই পঞ্চ গৌড়। প্রথমে কান্যকুব্জও গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অধিক সম্ভব, পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াই রাজা জয়ন্ত 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন, বাস্তবিক পূর্ববর্ত্তীয় রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যেমন মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের আদিনৃপতি 'আদিমল্ল' নামে পরিচিত, অথচ তাঁহার প্রকৃত নাম সাধারণে বিস্মৃত, সেইরূপ আদিশূরের প্রকৃত নামটী একপ্রকার সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিদ্যাসাগর' উপাধির ন্যায় তাঁহার আদিশূর উপাধিটীই এখন চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার একমাত্র শ্লোক হইতেই তমসাবৃত বঙ্গীয় প্রাচীন ইতিহাসের 'আদিশূর' উপাধিধারী প্রকৃত জয়ন্ত রাজার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

গৌড়াধিপ জয়ন্ত ও তাঁহার জামাতা জয়াদিত্য কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-আক্রমণ পরবর্ত্তী ভাটদিগের মুখে নানাবর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া আধুনিক কুলকারিকার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাজতরঙ্গিণীকার লিখিয়াছেন,

"ব্যাধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥"

কহ্লণের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, কাশ্মীরাধিপ শক্তিপ্রকাশ না করিয়া কেবল কৌশল দ্বারাই পঞ্চগৌড়ের রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে তাঁহাদিগের সম্রাট্ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজপ্রভাবে গৌড়াধিপের যে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সে কথা দেশীয় ভট্টবৃন্দ বর্ণনা করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। তাই কায়স্থকুলগ্রন্থে কাশ্মীরাধিপের কৌশল-কথা আদিশূরের অধীনস্থ ছিড্ডিরাজ বা সাতশতী ব্রাহ্মণের উপরে অর্পিত হইয়াছে। তবে আদিশূরের

জয়লক্ষ্মী-অর্জ্জনকল্পে যে প্রকৃত শক্তিপ্রকাশ বা যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হয় নাই, সে কথা কাশ্মীরের সুপ্রাচীন ইতিহাসলেখক ও দেশীয় কুলগ্রন্থকারগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূরের সময় যে কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরসিংহ। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী ও সেই সময়ের ঐতিহাসিক কাব্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তৎকালে যশোবর্ম্মা নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। এই নৃপতির শৌর্য্যবীর্য্য ও কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় রাজতরঙ্গিণীতে অতি সামান্যভাবে বর্ণিত হইলেও, মহাকবি বাক্‌পতি কর্ত্তৃক প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত 'গৌড়বধ' নামক কাব্যে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রতাপ ও প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কবি বাক্‌পতি স্বয়ং তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সুতরাং বাক্‌পতির কবিতানিচয় সাময়িক ঘটনাপ্রসূত বলিয়া পরবর্ত্তী প্রবাদমূলক কুলবিবরণ অপেক্ষা যে সমধিক আদৃত ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কান্যকুব্জাধিপতির পরিচয়দান এখানে একান্ত আবশ্যক মনে করি। কারণ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানা না থাকিলে,—তাঁহার রাজ্যের ও তদধীনস্থ হিন্দু সমাজের অবস্থা জানিতে না পারিলে, তাঁহার সভা হইতে এ দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাগম সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকিতে পারে; কারণ আধুনিক কুলগ্রন্থগুলি খাঁটী ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। সে জন্য আমরা সাময়িক ও প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে আদিশূরের সমসাময়িক কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার পরিচয়প্রদানে অগ্রসর হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শিবাজী ও শাহুর সনন্দ।

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী ও তৎপৌত্র শাহুর প্রভাবের পরিচয় ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাঁহাদের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা, রাজ্যশাসনকৌশল ও শাসনকল্পে নানা শাসনবিভাগের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি আলোচনা করিয়া ইংরাজ-ঐতিহাসিক ও নীতিবিদ্‌গণও চমৎকৃত হইয়াছেন। এই উভয় মহারাষ্ট্রকেশরী, কায়স্থগণের কর্ম্মনিষ্ঠতা ও শাসনকৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে পুরুষানুক্রমে চিট্‌নীস বা Chief Secretary প্রভৃতি মহোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই পদ মন্ত্রিপদ হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। নিম্নোক্ত শিবাজী ও শাহুর সনন্দ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিবেন যে, শিবাজী কায়স্থ-প্রবর বালাজী আবজীকে অষ্টপ্রধানের একতম পদ প্রদান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেও তিনি সে পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পুরুষানুক্রমে মহারাষ্ট্ররাজ্যের চিটনীস্-পদই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইলে বা মহারাষ্ট্ররাজের রাজ্যসম্পর্কীয় যে কোন আদেশ দিবার প্রয়োজন হইলে অথবা সন্ধিবিগ্রহাদি যে কোন বিষয়ের লেখা পড়া প্রয়োজন হইলে সে সমস্তই চিটনীসের হস্তে সম্পন্ন হইত। চিটনীসের অধীনে রাজকীয় কোন্ কোন্ বিভাগ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কায়স্থ-বখরে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্ররাজগণ কায়স্থের প্রতি কিরূপ অনুরক্ত ছিলেন এবং কায়স্থগণও কিরূপ বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ছিলেন, তাহা শিবাজী ও শাহুমহারাজের সনন্দ হইতে স্পষ্ট জানা যায়। কায়স্থ-সমাজের গৌরব-প্রকাশক বুঝিয়াই সনন্দ দুইখানি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম:—*

শিবাজীর সনন্দ।

১। স্বস্তি শ্রীরাজ্যাভিষেক শক ১ আনন্দনামক সংবৎসরে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা প্রতিপৎ রবিবারে ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস শ্রীরাজা শিব ছত্রপতি মহারাজ রাজকার্য্যলেখন-ধুরন্ধর বিশ্বাসনিধি রাজমান্য রাজশ্রী বালাজী আবজী প্রভু চিটনীসের প্রতি আদেশ করিতেছেন যে,—তুমি নিষ্ঠার সহিত স্বামি-সেবা ও শ্রম সাহসের কার্য্য

* সাধারণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য সনন্দের মূলও পরে উদ্ধৃত হইল,—

জয়লক্ষ্মী-অর্জ্জনকল্পে যে প্রকৃত শক্তিপ্রকাশ বা যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হয় নাই, এ কথা কাশ্মীরের সুপ্রাচীন ইতিহাসলেখক ও দেশীয় কুলগ্রন্থকারগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূরের সময় যে কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরসিংহ। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী ও সেই সময়ের ঐতিহাসিক কাব্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তৎকালে যশোবর্ম্মা নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। এই নৃপতির শৌর্য্যবীর্য্য ও কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় রাজতরঙ্গিণীতে অতি সামান্যভাবে বর্ণিত হইলেও, মহাকবি বাক্‌পতি কর্ত্তৃক প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত 'গৌড়বধ' নামক কাব্যে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রতাপ ও প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কবি বাক্‌পতি স্বয়ং তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সুতরাং বাক্‌পতির কবিতানিচয় সাময়িক ঘটনাপ্রসূত বলিয়া পরবর্ত্তী প্রবাদমূলক কুলবিবরণ অপেক্ষা যে সমধিক আদৃত ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কান্যকুব্জাধিপতির পরিচয়দান এখানে একান্ত আবশ্যক মনে করি। কারণ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানা না থাকিলে,—তাঁহার রাজ্যের ও তদধীনস্থ হিন্দু সমাজের অবস্থা জানিতে না পারিলে, তাঁহার সভা হইতে এ দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাগম সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকিতে পারে; কারণ আধুনিক কুলগ্রন্থগুলি খাঁটী ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। সে জন্য আমরা সাময়িক ও প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে আদিশূরের সমসাময়িক কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার পরিচয়প্রদানে অগ্রসর হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শিবাজী ও শাহুর সনন্দ।

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী ও তৎপৌত্র শাহুর প্রভাবের পরিচয় ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাঁহাদের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা, রাজ্যশাসনকৌশল ও শাসনকল্পে নানা শাসনবিভাগের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি আলোচনা করিয়া ইংরাজ-ঐতিহাসিক ও নীতিবিদ্‌গণও চমৎকৃত হইয়াছেন। এই উভয় মহারাষ্ট্রকেশরী, কায়স্থগণের কর্ম্মনিষ্ঠতা ও শাসনকৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে পুরুষানুক্রমে চিটনীস বা Chief Secretary প্রভৃতি মহোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই পদ মন্ত্রিপদ হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। নিম্নোক্ত শিবাজী ও শাহুর সনন্দ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিবেন যে, শিবাজী কায়স্থ-প্রবর বালাজী আবজীকে অষ্টপ্রধানের একতম পদ প্রদান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেও তিনি সে পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পুরুষানুক্রমে মহারাষ্ট্ররাজ্যের চিটনীস্-পদই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইলে বা মহারাষ্ট্ররাজের রাজ্যসম্পর্কীয় যে কোন আদেশ দিবার প্রয়োজন হইলে অথবা সন্ধিবিগ্রহাদি যে কোন বিষয়ের লেখা পড়া প্রয়োজন হইলে সে সমস্তই চিটনীসের হস্তে সম্পন্ন হইত। চিটনীসের অধীনে রাজকীয় কোন্ কোন্ বিভাগ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কায়স্থ-বখরে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্ররাজগণ কায়স্থের প্রতি কিরূপ অনুরক্ত ছিলেন এবং কায়স্থগণও কিরূপ বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ছিলেন, তাহা শিবাজী ও শাহুমহারাজের সনন্দ হইতে স্পষ্ট জানা যায়। কায়স্থ-সমাজের গৌরব-প্রকাশক বুঝিয়াই সনন্দ দুইখানি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম :—*

শিবাজীর সনন্দ।

১। স্বস্তি শ্রীরাজ্যাভিষেক শক ১ আনন্দনামক সংবৎসরে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা প্রতিপৎ রবিবারে ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস শ্রীরাজা শিব ছত্রপতি মহারাজ রাজকার্য্যলেখন-ধুরন্ধর বিশ্বাসনিধি রাজমান্য রাজশ্রী বালাজী আবজী প্রভু চিটনীসের প্রতি আদেশ করিতেছেন যে,—তুমি নিষ্ঠার সহিত স্বামি-সেবা ও শ্রম সাহসের কার্য্য

* সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সনন্দের মূলও পরে উদ্ধৃত হইল,—

সম্পন্ন করিয়াছ। রাজ্যবৃদ্ধির কার্য্যে সহায়তা করিয়াছ। এই কারণে তোমার উপর কৃপালু হইয়া অষ্টপ্রধানের (অষ্ট সচিবের) অন্তর্গত একতমের পদ তোমাকে প্রদান করিবার সংকল্প ছিল। কিন্তু তুমি নিবেদন করিলে যে, চিট-নীসের কার্য্যে আমি বরাবর নিযুক্ত আছি, সেই পদই বংশপরম্পরাক্রমে অক্ষয়ভাবে প্রদত্ত হউক। সমস্ত রাজ্যের কারখানা-নবীসের (কমিসেরিয়েট বিভাগ বা মুদীখানার তত্ত্বাবধারক), ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য আমার প্রতি অর্পিত হই-য়াছে, তাহা যেন চিটনীসীপদের সহিত অক্ষয় করিয়া দেওয়া হয়। তদনুসারে (মহা-রাজের) সান্নিধ্যে থাকিয়া চিটনীসের কার্য্য করিবার ও সমগ্র রাজ্যের চিটনীসী করিবার অধিকার বংশপরম্পরাক্রমে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই রাজ্যের কারখানা-নবিসী ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাধিকারও তোমাকে প্রদত্ত হইল। স্বামীর (মহারাজের) বংশে কেহ ইহার অন্যথা করিবেন না। (এই সনন্দের) লিখনানুসারে প্রোক্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরাক্রমে যথাসুখে ঐ সকল পদ ভোগ করিতে থাক। অধিক লেখা বাহুল্য। (ইহা) রাজমুদ্রাঙ্কিত করা গেল।

(চিটনীস)

১। স্বস্তিশ্রী রাজ্যাভিষেক শকে ১ আনন্দ নাম সংবৎসরে জ্যেষ্ঠ বদ্য ভানুবাসরে ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস শ্রী রাজা শিব ছত্রপতী স্বামী যাঁনীঁ রাজকার্য্য-লেখনধুরন্ধর বিশ্বাসনিধি রাজমান্য রাজশ্রী বালাজী আবজী প্রভু চিটনীস যাঁসীঁ আজ্ঞা কেলী ঐশীজে তুহ্মী স্বামিসেবা নিষ্ঠেনেঁ করূন শ্রম সাহস পুরে কেলে। রাজ্যবৃদ্ধিচে কামীঁ আলাঁ, যাবরূন তুহ্মাবর কৃপালু হোউন অষ্টপ্রধানাংতীল পদ দ্যাবেং মনীঁ ধরলেঁ অসতাং, তুহ্মী বিনন্তী [কেলী] কীঁ আপণাকডে চিটনিসীচা দরক চালত আহে, হা অক্ষয় বতনী বংশপরম্পরেনেঁ সন্নিধ ব সর্ব্ব রাজ্যাতীল চালবাবাঁ। কারখানিসী ব জমনিসী দোন ধন্দে রাজ্যান্তীল আপল্যাকতে দিলে তেঁ অক্ষয্য অসাবেঁ। যাবরূন চিটনিসী সন্নিধচী ব সর্ব্ব রাজ্যান্তীল বতনী করার করূন দিলী, ব কারখানীসী ব জমনীসী রাজ্যান্তীল তুহ্মাকতে দিলী অসে। স্বামিচে বংশীঁচা কোনীহী অন্যথা করণার নাহীঁ। লিহিলে প্রমাণেঁ সদরহু প্রয়ো-জনাচে ব্যাপারাচী সেবা করূন পুত্রপৌত্রানীঁ বংশপরম্পরেনেঁ ধন্দে সুখরূপ অনুভবিণেঁ জানিজে বহুত কাম লিহিণেঁ মোর্ত্তব অসে।

শাহুর সনন্দ।

২। স্বস্তি শ্রীরাজ্যাভিষেক শকে ৬১ আনন্দ নামক সংবৎসরে চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী বৃহস্পতিবারে ক্ষত্রিয়কুলাবতংস শ্রীরাজা শাহু ছত্রপতি মহারাজ, রাজকার্য্যলেখন-ধুরন্ধর বিশ্বাসনিধি রাজমান্য রাজশ্রী জিবাজী খণ্ডেরাও চিটনীসের প্রতি আদেশ করিতেছেন যে, তুমি এই বলিয়া আবেদন করিয়াছ যে, আমার পিতা পিতামহেরা রাজসেবা করিয়াছিলেন। সেই কারণে কৃপালু হইয়া চিটনীসের পদ বংশপরম্পরা-ক্রমে আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সমস্ত রাজ্যের কারখানা-নবীশী ও জমা-নবীশী (রাজস্ববিভাগীয় কার্য্য) শপথযুক্ত পত্র দ্বারা বংশপরম্পরানুগামী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে মহারাজও অভয় পত্র দিয়াছেন। চিট-নীসের বেতন স্বরূপ গ্রাম, ভূমি, মোকাসা স্বত্ব প্রভৃতি যাহা দেওয়া হইয়াছে, সে সকল ইনাম যাহাতে চিরকাল চলে, তদ্বিষয়ে অভয় বাণী দিয়াছেন। তদনুসারে সনন্দ পত্র করিয়া দিতে আদেশ হউক।

এই আবেদন অনুসারে পূর্ব্বের কাগজ পত্র ও ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া জানা গেল যে, তোমার পিতামহ বালাজী আবজী কৈলাসবাসী বৃদ্ধ মহারাজের

(চিটনীস)

২। স্বস্তিশ্রী রাজ্যাভিষেক শকে ৬১ আনন্দ নাম সংবৎসরে চৈত্র শুক্ল পঞ্চমী [illegible]বাসরে ক্ষত্রিয়কুলাবতংস শ্রী রাজা শাহু ছত্রপতি স্বামী য়াণীঁ রাজকার্য্যলেখন ধুরন্ধর বিশ্বাসনিধি রাজমান্য রাজশ্রী জিবাজী খণ্ডেরাব চিটনীস যাঁসীঁ আজ্ঞা কেলা ঐশীজে তুহ্মী বিনন্তী কেলী। আপলে বড়ীল আজে ব তীর্থরূপ যাঁনীঁ সেবা কেলী ত্যাবরূন কৃপালু হোউন চিটনিসীচা দরক বতনী বংশপরম্পরেনেঁ করূন দিলা ব কারখানিসী ব জমনিসী হে দোন ধন্দে সর্ব্ব রাজ্যান্তীল বংশপরম্পরেনে করূন দেউন শপতযুক্ত পত্রেঁ করূন দিলীঁ। ত্যা অন্বয়েঁ স্বামীঁ নীঁহী অভয় পত্র দিলেঁ। চিটনিসী বেতনাস গাঁ ব জমিনী মোকামে লাবুন দিলে তেঁ ইনাম চালাবেঁসে অক্ষয় বচন দিলেঁ। ত্যাপ্রমাণেঁ পত্র করূন দেউন চালবিলেঁ পাহিজে ক্ষণুন। ত্যাবরূন পূর্ব্বী পাসূন কাগদ পত্র বৃত্ত মনাস নিতাঁ তুমচে আজে বালাজী আবজী [illegible] কৈলাসবাসী স্বামীঁনী রাজ্যসাধন কেলেঁ তে সময়ী বহুত শ্রম সাহস করূন উপযোগীঁ পড়লে ত্যানন্তর দিল্লীচে আপ্যাচে সঙ্কট পড়লে অসতাং

রাজ্যলাভ ব্যাপারে বহু প্রকারে শ্রম সাহসের কার্য্য করিয়া সহায়তা করিয়াছি-লেন। অনন্তর (শিবাজী) দিল্লীতে গিয়া বিপদে পতিত হইলে সঙ্গে থাকিয়া অনেক সেবা করিয়াছিলেন এবং রাজ্যাভিষেকের সময়ে সহায়তা করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিলেন। তাই (বৃদ্ধ মহারাজ) সন্তুষ্ট হইয়া অষ্ট প্রধানের একটি পদ দান করি-বার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু চিটনীসী পদ বংশানুক্রমে প্রদত্ত হউক, এই প্রার্থনা করায় প্রসন্ন হইয়া শপথযুক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর বৃদ্ধ মহারাজ কৈলাসবাসী হইলেন। কৈলাসবাসী পিতৃদেবকে দুঃ বুঝাইয়া দেওয়ায় রাজ্য ভারগ্রহণ সময়ে সরকার হইতে কতিপয় কর্ম্মচারী দণ্ডিত হন। সেই সময়ে তাঁহাকে ও বালাজী আবজীকেও দণ্ডিত করা হয়। পরে তোমার পিতা খণ্ডো বল্লাল বহু নিষ্ঠাপূর্ব্বক সেবা করিতে থাকেন। গোয়া যুদ্ধে মহারাজের ঘোড়া জোয়ারের জলে পড়িয়া সন্তরণ করিতেছে দেখিয়া তিনি অতীব সাহস সহকারে সমুদ্রে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক অশ্বকে রক্ষা করিলেন। ঐ কার্য্যে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া (মহারাজ) শপথ বচন দান করিলেন ও সমস্ত রাজ্য শাসন করিলেন। সেই প্রসঙ্গে যবনের প্রাবল্য ঘটিয়া (?) ছিল। মহারাজকে যবনের সান্নিধ্যে গমন করিতে হইল। তখন কৈলাসবাসী কাকা সাহেব

বরাবর ফার সেবা কেলী। ব রাজ্যাভিষেকাচে সময়ীঁ উপযোগী পড়ূন মনোরথ সিদ্ধি কেলী ত্যাজবরুন সন্তোষ হোউন অষ্টপ্রধানান্তীল পদ স্তাবয়াচী যোজনা কেলী অসতাং চিটণিসীচ বতনী বংশপরম্পরেনেঁ স্থাবী, বিনন্তী কেলী ত্যাবরুন প্রসন্ন হোউন শপথযুক্ত পত্র করুন দিলেঁ। নন্তর থোরলে মহারাজ কৈলাসবাসী ঝালে স্বাবর কৈলাসবাসী তীর্থরূপ স্বামী যাঁণীঁ কোণী গৈরবাকা সমজাবিল্যাবরুন রাজ্যভারপ্রসঙ্গীঁ সরকারান্তূন মুৎসদ্দী যাঁস শিক্ষা কেল্যা, ত্যাঁত ত্যাঁসহী কেলী অসতাং তুমচে বড়ীল খণ্ডোবল্লাল যাঁণীঁ বহুত নিষ্ঠেনেঁ বাগূন স্বামীস গোবাচ্যা লঢ়াইত শূরত্ব করুন সমুদ্রাচে ভরতীস স্বামীচা ঘোড়া পাণ্যাঁত পোহোণী লাগলা অসতাং ধরুন উড়ী টাকূন ঘেউন নিঘালে। যাজবরুন বহুতচ সন্তোষ হোউন শপথ করুন বচন দিলেঁ। সর্ব্ব রাজ্য কেলেঁ তোহী প্রসঙ্গ। যবন যাঞ্চে প্রাবল্য হোউন (?) ঝালা। স্বামীঁ সহি যবনাঁচে সন্নিধ জাণেঁ আলেঁ। তেথেঁ কেলে অসতাং কৈলাসবাসী কাকাসাহেব চন্দীকড়ে জাউন রাজ্যরক্ষণ করণ্যাচে প্র

(রাজারাম) জিঞ্জি অঞ্চলে গমনপূর্ব্বক রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তথায় গমন কালে পথি মধ্যে তিনি বিষম বিপদে পতিত হওয়ায় (তোমার পিতা) তাঁহাকে রক্ষা করিয়া স্বয়ং সে বিপদ ভোগ করিলেন। অতঃপর জিঞ্জীতে গিয়াও একনিষ্ঠ ভাবে সেবা করিয়াছিলেন। সেই স্থানেও বিপদ উপ-স্থিত হইল। দুর্গ হইতে বাহির হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তখন (তোমার পিতা) জুলফুকার খান ও গণোজী শির্কে ইহাদিগকে (উৎকোচ ?) দিয়া (কাকা সাহেবকে) দোলায় বসাইয়া কৌশলে শত্রুব্যূহের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে লইয়া গেলেন এবং সেখানেও অনেক সেবা করিলেন।

ইহার পর কাকা সাহেব সমাপ্ত (লোকান্তরিত) হইলেন। যবনেরাঃ দিল্লী সংক্রান্ত কলহে বিপন্ন হইল। তখন মহারাজকে (শাহুকে) তাহারা বিদায় করিল। দেশে আগমন হইলে পর, কাকা সাহেবের স্ত্রী আঙ্গে সাহেবের মনে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাধিকারী করিয়া রাজ্য শাসন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হইল। তিনি ফৌজ দিয়া সেনাপতি ও পরশুরাম ত্র্যম্বক প্রতিনিধিকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে খণ্ডোবাকেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি (খণ্ডোবল্লাল)

ত্রাস লাগলে। তেহ্বাং জাতে সময়ীঁ ত্যাঁনীঁ সঙ্কট প্রাপ্ত ঝালেঁ অসতাং ত্যাস কাঢ়ূন দেউন আপণ ক্লেশ ভোগিলে। ত্যানন্তর চন্দীস জাউন তেথেঁহী শেবা-নিষ্ঠে কেলী। তেথেঁ সঙ্কটাচা প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হোউন নিঘণেঁ দুর্ঘট পড়লেঁ অসতাং জুলপূকারখান ব গণোজী শির্কে যাঁস দেউন ত্যাঁচে মোর্চ্যাতূন পালণ্যাঁত বসবূন কাঢ়ূন ঘেউন যেউন দেশীঁ সেবা কেলী। ত্যানন্তর কাকাসাহেব সমাপ্ত ঝালে। যবনাঁস দিল্লীচে ব্যসনপ্রাপ্ত ঝালেঁ। তেহ্বাং স্বামীঁস ত্যাঁণীঁ নিরোপ দেউন লাবূন দিলে। দেশীঁ যেণেঁ ঘড়লেঁ অসতাং কাকাসাহেব যাঁচী স্ত্রী আঙ্গসাহেব যাঁস আপলা পত্র ঘেউন রাজ্যকারভার করণ্যাচী ইচ্ছা হোউন দুর্ব্বুদ্ধি ধরলী। ফউজ দেউন সেনাপতি ব পরশরাম ত্রিম্বক প্রতিনিধি রবানা কেলে। ত্যাঁবরো-বর খণ্ডেবাস দিলে অসতাং স্বামীস গুপ্তরূপেঁ ভেটুন সেনাপতি ব সরদার যাঁচ্যা খাতরজমা করুন সর্ব্বাঁস স্বামীঁচে লক্ষীং আণিলেঁ। লঢ়াই ঝালী প্রতিনিধী পলূন গেলে। বিজয়ী হোউন রাজ্যকারভার সাধন প্রসঙ্গাঁত সর্ব্বস্থলেঁ ব সরদার ব প্রতিনিধী সরকারাঁতূন যাঁস স্বামী লক্ষীঁ লাগণ্যাচে উপযোগীঁ বহুত কেলেঁ পুঢ়েঁ

গোপনে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেনাপতি ও সর্দ্দারদিগকে মহারাজের পক্ষাবলম্বন করিতে প্ররোচিত করিলেন। যুদ্ধ হইল। প্রতিনিধি পলায়ন করিলেন। মহারাজ বিজয়ী হইয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করিলে নানাস্থান, সর্দ্দার ও প্রতিনিধি প্রভৃতিকে মহারাজের বশীভূত করিয়া দিবার কার্য্যে (তোমার পিতা) সহায়তা করিয়াছিলেন। পর পর তুমিও একনিষ্ঠতাপূর্ব্বক মহারাজের সেবা করিয়া আংগ্রে প্রভৃতি মাতৃকল্লা আঙ্গ সাহেবের পক্ষীয় সর্দ্দার ও দুর্গাদি মহারাজের অধীন করিয়া দিবার কার্য্যে সহায়তা করিতেছ। এই কারণে তোমার প্রতি কৃপা করা আবশ্যক জানিয়া চিটনীসী পদ তোমাকে শপথযুক্ত পত্র দ্বারা অর্পণ করিলাম। ঐ পদ ও রাজ্যের কারখানানবীসী ও জমানবীসীর কার্য্যও দেওয়া হইল। চিটনীসের বেতন স্বরূপ যে সকল গ্রাম, ভূমি ও মোকাসা স্বত্ব পূর্ব্ব হইতে তোমাদিগের অধীন আছে, তাহা এই সনন্দ পত্র দ্বারা ইনাম করিয়া দেওয়া গেল।

এইরূপে মহাল, গ্রাম, ভূমি প্রভৃতি মোট ৪৫ তোমাকে ইনাম করিয়া দেওয়া হইল। তুমি তাহা পুত্রপৌত্রাদি বংশানুক্রমে উক্ত পদ ও সম্পত্তি যথাসুখে ভোগ করিতে থাক। অধিক লেখা বাহুল্য। রাজমুদ্রা।

তুম্হীহী ত্যা অন্বয়েঁ স্বামীঁচে ঠায়ীঁ একনিষ্ঠতা ধরূন আংগ্রে বগৈরে মাতুশ্রী লক্ষাস্তীল সরদার স্থলেঁ বগৈরে স্বামীঁচে লক্ষ্মীং বাগণ্যাচা উপযোগ করীতাঁ যাবরূন তুম্হাবর কৃপা করণেঁ আবশ্যক জাণূন চিটনিসী তুম্হাস শপথযুক্ত বতনী দিলী আহে, তে ব কারখানিসী ব জমেনিসী হে দোন ধন্দে রাজ্যাঁতীল দিলে। ত্যাপ্রমাণেঁ করার করূন দেউন চিটনিসী বতনাস গাংব ব মোকাসে ব জমিনী লাগল্যা আহেত ইনাম করার করূন দিলে।

যেণেঁ প্রমাণেঁ মহাল গাঁব জমিনী একন্দর ৪৫ তুর্হ্যাঁস ইনামী করূন দিলে অসত। তরী তুম্হী ব তুমচে পুত্র-পৌত্রাদি বংশপরম্পরেনেঁ সদরহু দরক অনুভব করূন সেবা করূন সুখরূপ রাহণেঁ জাণিজে। খাস দস্তূর যেণেঁ প্রমাণেঁ পেশ কেলী অসে। বতনী ধন্দে করূন ইনাম থাণেঁ বহুত কায় লিহিণে মোর্তব।

দুই একটী কথা।

১। পাটনা জেলার সবজজ রায় অবিনাশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের বিচারালয়ে ইং ১৮৭৯ সালের ২৬ নং মোকর্দ্দমা মীমাংসা করিবার সময় কায়স্থ জাতি কোন্ বর্ণ তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। পুণ্যভূমি কাশীধামের মহামান্য পণ্ডিতবর্গের ও অপর অপর পণ্ডিত ও প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীবর্গের এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল। কুইন্স কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত বালা শাস্ত্রী, কুইন্স কলেজের ব্যাকরণ অধ্যাপক পণ্ডিত তারাচরণ তর্কবাচস্পতি, কুইন্স কলেজের সাংখ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শীতলাপ্রসাদ, পণ্ডিত বাপুদের শাস্ত্রী সি আই ই কুইন্স কলেজের অঙ্কবিদ্যার অধ্যাপক, বেনারস চিত্রগুপ্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ পণ্ডিত জয়শঙ্কর জ্যোতিষী, ছাপ্‌রা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত শিবনারায়ণ ওঝা, শারণ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত কাশীনাথ ইত্যাদি শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ এবং শ্রীবাস্তব কায়স্থ পাটনার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর রামনারায়ণের বংশধর] রায় দুর্গাপ্রসাদ, পাটনা নিবাসী মাথুর কায়স্থ কানওয়ার সুখরাজ, রায় মাতা দীন বাহাদুর শ্রীবাস্তব কায়স্থ গয়া জেলার সবজজ, মুন্সি কালীপ্রসাদ লক্ষ্ণৌএর মহামান্য উকীল এবং এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের স্থাপনকর্ত্তা, বাবু বিরজমোহন লাল কায়স্থ হোসঙ্গাবাদ এন্‌ডাউমেণ্টের সেক্রেটরী, এই সকল ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইয়া শাস্ত্রাদির প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার সাপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সবজজ রায় অবিনাশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর আপনার বিচারপত্রে এইরূপে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে এই মোকদ্দমায় চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

২। উদয়পুরের মহারাজ ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে প্রবল পরাক্রমশালী ও মহামান্য ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। দুইজন মাথুর কায়স্থরাজপুরুষ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া মহারাজকে জাগাইতেন; একদিন কোন নীচপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন যে কায়স্থ জাতি শূদ্র, সুতরাং প্রাতঃকালে তাঁহাদের মুখদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। ঐ দুইজন কায়স্থ রাজপুরুষ তৎক্ষণাৎ রাজাকে বলেন যে যতক্ষণ না রাজা শাস্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ জাতি শূদ্র কিনা তাহার বিচার করেন, ততক্ষণ তাঁহারা রাজদরবারে প্রবেশ

করিবেন না। মহারাজ বহু অর্থব্যয় করিয়া নানা দেশীয় শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ আনাইয়া তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির করেন যে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ। মাথুর কায়স্থ কর্ম্মচারিগণ তদবধি রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। আজি পর্য্যন্ত ঐ রাজ্যে কায়স্থগণ সৈন্য সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। উদয়পুরের মহারাজের ঐ বিচারপত্র সমুদয় কাগজাদির সহিত উক্ত রাজ্যে অদ্যাপি রক্ষিত আছে।

৩। লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক বিবরণীর ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সেনসস্ সুপারিন্‌টেনডেন্ট শ্রীযুক্ত বরন্ সাহেব কায়স্থ জাতি কোন্ বর্ণ তাহা জানিবার জন্য মহামান্য মহারাজ জয়পুরপ্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজবৃন্দের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। জয়পুরাধিপ তাঁহার রাজ্যে যাবতীয় ক্ষত্রিয়রাজগণের প্রেরিত প্রতিনিধি সকল লইয়া এক সভার অধিষ্ঠান করেন। ঐ সভায় জয়পুর পুস্তকাগার হইতে পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক নানা রাজ্য হইতে সমাগত পণ্ডিতবৃন্দের সহিত তর্কবিতর্ক হইবার পর সভাপতি জয়পুরাধিপতি ইহা সিদ্ধান্ত করেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ। সেনসস্ সুপারিন্টেডেন্ট সাহেবের নিকট কায়স্থদিগকে অন্যতম শ্রেণীর ক্ষত্রিয় নির্দ্দেশে ইং ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পত্র লেখেন। গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় কায়স্থগণকে B. Class ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।* লক্ষ্ণৌ মালিখার সরাইয়ে সভার সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত লালাফতে বাহাদুর নিগম মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে ঐ কার্য্যবিবরণী পাওয়া যায়।

শ্রীবামাপদ পাল রায় চৌধুরী
প্রয়াগ—চিত্রগুপ্ত-মন্দির।

* উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইলেও বঙ্গের সেন্‌সাস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গেট সাহেব বঙ্গীয় কায়স্থগণের সেরূপ পদমর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থগণ বিশেষতঃ বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থগণের হৃদয়ে যে বিষম শেল নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, সে কথা আগামী বারে সবিস্তার আলোচনা করিব। পত্রিকা-সম্পাদক।

নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইয়া গেল। কত আশা, উৎসাহ, উদ্যম উদ্দীপনা, অতীতের অন্ধতমসাবৃত অজ্ঞাতক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কত বাধা, বিঘ্ন, উপেক্ষা, অনাদর সহ্য করিয়া, কত ভ্রূকুটী-ভঙ্গী পদদলিত করিয়া বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন। সহানুভূতির একান্ত অভাব, সমবেত চেষ্টার হীনতা, আশানুরূপ ও প্রয়োজন মত অর্থের অনাটন ও পরস্পর একতার অবিদ্যমানতানিবন্ধন কত সভাসমিতি এই এক বৎসর মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়, এই সমিতি ধীর স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকিয়া জাতীয় সজীবতার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া বঙ্গবাসি-কায়স্থসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সমবেত চেষ্টা ও সমাজের সহানুভূতিই সভা-সমিতির ভিত্তিমূল দৃঢ় করিবার প্রধানতম সহায় ও উপকরণ। কায়স্থজাতি দিন দিন যেরূপ উপেক্ষিত হইতেছেন, ক্রমশঃ যেরূপ জাতীয় জীবনের হীনতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন, আর কিছুদিন এইরূপ ভাবে চলিলে কায়স্থজাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার আশঙ্কা অপরিহার্য্য। আমরা—কায়স্থেরা দিন দিন যেরূপ জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি, স্বকীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া জাতীয়ত্বে কলঙ্ক আরোপ করিয়া উপহাসাস্পদ হইতেছি, স্বাধিকারের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, জাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া, শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া লাঞ্ছিত, অবমানিত, তিরস্কৃত ও ঘৃণ্য হইয়া পড়িতেছি, তাহা স্মৃতি-পথে উদিত হইলে যুগপৎ ভয় ও ভাবনায় ব্যাকুলিত ও অবনতমস্তক হইতে হয়।

জানি না কি শুভক্ষণে মহামনা রিজলী সাহেব বাহাদুর কায়স্থজাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কায়স্থজাতির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধন-মানসে তিনি কায়স্থগণকে তাঁহাদের চির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা ধ্রুব নিশ্চয় যে, তাঁহারই প্রবল প্ররোচনায় কায়স্থ-জাতি আবার জাগরিত হইয়াছে, গুপ্তমর্য্যাদা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য জাতীয় জীবনের তত্ত্বানুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হইয়া স্বজাতীয় মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম-পুরঃসর

বিপুল আনন্দলাভের অধিকারী হইতেছেন। বড়ই সুখের বিষয় যে, কায়স্থজাতির প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক হইয়াছেন।

যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া অনন্ত অর্ণব, সেইরূপ কায়স্থ সাধারণকে লইয়া কায়স্থ-সমাজের পুষ্টি ও পরিণতি। প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া যেরূপ বৃক্ষের বৃক্ষত্ব প্রতিপাদন করে, সেইরূপ কায়স্থের শ্রেণীচতুষ্টয় ও তদন্তর্গত বিভাগাবলীই এক প্রকাণ্ড কায়স্থজাতির মূল কাণ্ড বিজ্ঞাপক। স্মরণাতীত কাল হইতে পরস্পর বহু দূর বসবাস-নিবন্ধন ও বহুদিন হইতে পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানবশতঃ কায়স্থের এই বিভাগ এবং তন্নিমিত্তই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, আহার বিহার ও আদান-প্রদানের অভাবে শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে এত পার্থক্য—এমন ভিন্ন ভাব—এরূপ ভেদজ্ঞান বিদ্যমান। আমাদের বড়ই সুখের দিন যে,—আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি—কায়স্থসমাজের অতীব মঙ্গলময় সময় সমুপস্থিত যে,—আবার ভ্রাতায় ভ্রাতায় শুভ সম্মিলনের জন্য আমরা যত্নবান্।

বহুদিনসঞ্চিত ভিন্নভাব ও ভেদজ্ঞান একদিন দুইদিন বা দশদিনে যাইবার নহে। সকলের সমবেত চেষ্টা, একান্ত অধ্যবসায় এবং স্বার্থত্যাগস্বীকার প্রয়োজন। যদি আমরা সকলে অথবা অন্ততঃ সমাজপতি বা আমাদের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতনামা গণ্য মাননীয়, তাঁহারা কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার ও জাতীয় অধঃপতনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বজাতীয় মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইহার অমৃতময় প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব; নচেৎ ইহার সার্থকতাসম্পাদন সময়সাপেক্ষ। সামাজিক শ্রেণীবিভাগের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইলে কায়স্থমাত্রকেই ইহার অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে, আধুনিক সামাজিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ লক্ষ্য করিতে হইবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে কায়স্থজাতি মর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সামাজিকতায় ব্রাহ্মণের নিম্নেই আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে কর্ম্মবশে আর গ্রহবৈগুণ্যে আজ সেই সম্মানিত জাতি উপেক্ষিত—বিড়ম্বিত। যে কায়স্থ একদিন শালগ্রাম শিলাস্পর্শেরও অধিকারী হইয়াছিলেন, যে কায়স্থ একদিন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের যজ্ঞসভায় ক্ষত্রিয়োচিত আসন লাভ করিয়াছেন, যে কায়স্থ একদিন গণক লেখক সান্ধিবিগ্রহিক, প্রাড়্‌বিবাক প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত অতি উন্নত পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই কায়স্থের আজ কি পরিণাম! সেই সর্ব্বজনসম্মানিত কায়স্থজাতি আজ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কায়স্থের আর সে ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার নাই, প্রথা পদ্ধতি নাই, সংস্কার সদাচার তিরোহিত! ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা-দীক্ষারও একান্ত অভাব। কায়স্থের সেই ক্ষত্রিয়োচিত যাগ যজ্ঞ তপঃ-প্রভাবই বা চিরতরে কোথায় অন্তর্হিত হইল? কে বলিবে, কোন্ মহাপাপে, কাহার অভিসম্পাতে, কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তিতায়, সেই কায়স্থ আজ এমন হীনতায় ও দীনতায় উপনীত? কে বলিয়া দিবে, কোন্ মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইলে, কোন্ অমোঘ শক্তিবলে বলীয়ান্ হইলে আবার কায়স্থ কায়স্থ বলিয়া ক্ষত্রিয়-সম্মানে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে? কোন্ মহিমান্বিত দেবদেবের অনুগত ও পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন্ পবিত্র পথের পথিক হইলে, কায়স্থের শূদ্রত্ববিজ্ঞাপক বিসদৃশ কলঙ্ক অপনোদিত হইবে? কায়স্থের সবই গিয়াছে, এমন কি তাহার কুলকাহিনী ও উৎপত্তিবিবরণও চর্চ্চার অভাবে স্বেচ্ছায় পদদলিত হইয়া সমাধিস্থ হইতে অগ্রসর! আমরা কর্ম্মনাশা নদীর অগাধ অতল সলিলে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া নামমাত্র সম্বল করিয়া অসাড় ও নিশ্চেষ্টভাবে স্বকীয় দুর্ভাগ্যের দোহাই দিয়া আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। ধন্য কায়স্থ! ধন্য তুমি!! আর ধন্য তোমার জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল!!!

আমাদের ক্ষত্রিয়াচার বহুদিন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় শূদ্রাচার কায়স্থ সমাজে ওতঃপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। তাই বর্ত্তমান কায়স্থ-উপাধিবিভূষিত জাতিকে এখন ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর। কায়স্থের জাতীয়-ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এখনও এই ঘোর অধঃপতনের সময় ভারতের নানা স্থানে কায়স্থেরা যজনাদিতে অধিকারী। এখনও অনেক স্থানে কায়স্থেরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রাদিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান এবং তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কারণ মাত্র নাই। সুতরাং আমাদের এখন লুপ্তমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য—পুনঃপ্রাপ্তির জন্য এবং পরকীয় ঘৃণা ও অবজ্ঞার হস্ত হইতে স্বজাতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ

করা কি কর্ত্তব্য নহে? পতিতজাতির পুনরুদ্ধারের জন্য যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, আবশ্যক হইলে আমাদিগকে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া বহুদিনসঞ্চিত ক্ষত্রিয়াচারবহির্ভূত ক্রিয়াজনিত পাপরাশির ক্ষালন করা কি উচিত নহে? যদি আমরা এখন হইতে লুপ্তরত্ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করি—যদি আমরা এখন হইতে পূর্ব্বকার ন্যায় জাতীয় জীবনসংগঠনের জন্য সচেষ্ট না হই—যদি জাতীয় উন্নতির জন্য—জাতীয় মঙ্গলের জন্য—স্বজাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় না হই;—যদি জাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য একান্ত-চিত্তে অগ্রসর না হই, নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে,—তাহারা কিরূপ ঘৃণিত, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে, তাহা সকলেরই ভাবিবার এবং বুঝিবার বিষয় হওয়া উচিত।

জাতীয়-উন্নতি, সমাজ-সংস্কার এবং ক্ষত্রিয়াচার পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আন্দোলন ও আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল বিষয় সমাজে যতই আন্দোলিত হইবে, ততই শুভ ফল প্রদান করিবে। সামাজিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়া যতই অগ্রসর হইবেন, ততই কায়স্থের ভাবী উন্নতিমার্গ পরিষ্কৃত হইবে। এই যে বৎসরাবধি ঘোর আন্দোলন ও বিপুল আলোচনা চলিতেছে, তথাপি এখনও অনেকানেক কায়স্থ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আন্দোলন যত অধিক ও দেশব্যাপী হইবে, ততই আমরা মঙ্গল-নিকেতনের নিকটবর্ত্তী হইব। সত্য বটে, দুই দশ দিনে সফলকাম হওয়া অসম্ভব,—সত্য বটে, আমাদের এই উদ্যোগ ও চেষ্টার ফল ভবিষ্যগর্ভে নিহিত, কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মফল অনিবার্য্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও অকাট্য সত্য; সুতরাং আমরা কি ইহাতে বিন্দুমাত্রও ফললাভের আশা করিতে পারি না? কেন পারিব না!—নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ফলভোগের অধিকার অনিবার্য্য।

তাই বলি সভ্যগণ! সামাজিকগণ! কায়স্থমণ্ডলী! আসুন্ অদ্য একান্ত আগ্রহ, অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রাণপণ চেষ্টার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। জাতীয়-উন্নতিবিধানের যে মহান্ সুযোগ আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত, এ সুযোগ হেলায় হারান কর্ত্তব্য নহে: যে মহদ্ব্রতের গুরুভার আমাদের মস্তকে নিপতিত, একান্ত অনুরাগভরে অসীম উদ্দীপনার সাহায্যে আমরা সে

ভার লাঘব করিতে প্রয়াস পাই। করতলস্থিত যে মহামূল্য রত্ন আমাদের বুদ্ধির দোষে কর্ম্মবশে আর উদাসীনতার প্রবল প্রকোপে হস্তচ্যুত, আজ তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য একতাসূত্রে সমাবদ্ধ হইয়া উপায় উদ্ভাবন করি। যে অমূল্য কোহিনুর আমরা উপেক্ষার্ণবে নিমজ্জিত করিয়াছি—জাতীয় জীবনে যে কলঙ্ককালিমা আরোপিত করিয়াছি, তাহা অপনোদনের জন্য বদ্ধপরিকর হই।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

কায়স্থোৎপত্তি।*

পুরাণ আলোচনা করিলে কায়স্থোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুটি মত দেখা যায়; একটি মিত্রবাদ অপরটি চিত্রবাদ। এই চিত্রবাদেরই অন্য নাম চিত্রগুপ্তবাদ। আমরা এই প্রবন্ধে উভয় মতেরই সামঞ্জস্য করিয়া বেদ পুরাণের সংযোগে কায়স্থ যে উৎপত্তিমূলে নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়, তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

১ মিত্র-বাদ।

"মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে।২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিতং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং হ্যয়ং জজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ॥ ৩
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা॥৪
আভ্যান্তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ॥৫
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ॥"৩৮

(স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড ১২৩পৃ)

---

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ ১৯শে কার্ত্তিকের জঙ্গিপুর কায়স্থ-সমিতির ৩য় সাধারণ অধিবেশনে ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ-প্রস্তাবোপলক্ষে পঠিত হইয়াছিল।

"পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে সর্ব্বভূতের প্রিয় ও হিতকর মিত্র নামে জনৈক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। চিত্র নামে তাঁহার এক তেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নাম্নী একটি রূপগুণবতী কন্যা জন্মে। তাহাদের জন্মগ্রহণের পর মিত্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার সঙ্গে চিতারোহণ করেন। তখন সেই অসহায়া শিশু দুই ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। চিত্র বাল্যব্রত ধারণ করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক মহাদেব ও সূর্য্যের মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ধূপ, মালা ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপ তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্য চিত্রকে বলিলেন,—সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। চিত্র বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যেন আমার সকল কর্ম্মে দক্ষতা ও স্পৃহা জন্মে। সূর্য্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর দিলেন। তখন চিত্র সমস্ত জ্ঞান লাভ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ চিত্রকে তাদৃশ ক্ষমতাবান্ জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি এই মেধাবী আমার লেখক হয়, তাহা হইলে আমার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ ভাবিয়া একদিন স্নানের পর লবণসাগরে প্রবিষ্ট চিত্রকে অগ্নিতীর্থ হইতে স্বীয় অনুচরবর্গ দ্বারা স্বপুরে আনাইলেন। সেই চিত্রই বিশ্বচরিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত।

স্কন্দপুরাণের এই মতানুসারে চিত্রগুপ্ত আদিকায়স্থ নহে, মিত্র আদিকায়স্থ। পদ্মপুরাণাদি অন্যান্য পুরাণের সঙ্গে এই মতের সামঞ্জস্য নাই। কেহ কেহ এই জন্য ইহা কল্পান্তরের কথা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এই কল্পান্তরের সহায়তা ব্যতীতই দেখাইব যে, মিত্র হইতে কায়স্থোৎপত্তির ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে এবং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অতি সুন্দর ইতিহাস এই স্কন্দপুরাণের মধ্যেই আছে।

যাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ বরুণ বা যমের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা চিত্রগুপ্তকে মিত্র বা আলোকদেবের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে এই মিত্রকে কায়স্থ কেন বলা হইল, ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে মিত্রদেবের স্তুতি আছে, কিন্তু ৩য় মণ্ডলের ৫৯ সূক্ত ভিন্ন অন্য কোন সূক্তে এই স্তুতি পৃথক্ নাই, বরুণদেবের স্তুতির সহিত মিশ্রিতভাবে আছে। তবে মিশ্রিত স্তুতিবিশিষ্ট সূক্তগুলির মধ্যেও কদাচিৎ দুটি একটি

সূক্ত কেবল মিত্রের উদ্দেশ্যে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মিত্রাবরুণ অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ ঋগ্বেদে একত্র স্তুত হইয়াছেন।

মিত্র ইরাণীয় আর্য্যগণেরও উপাস্যদেবতা, তথায় তাঁহাকে 'মিথ্রো' বলা হইত।

"In the Avesta Mithra is the genius of the god of the celestial light. He appears before sunrise on the rocky summits of mountains; during the day he traverses the firmament in his chariot drawn by four white horses and when night falls he still illuminates with flickering glow the surface of the earth, "Ever waking, Ever watchful." He is neither sun, nor moon nor stars but watches with "his hundred ears and his hundred eyes" the world. Mithra hears all, sees all, knows all: none can deceive him. By natural transition he has thus become for ethics the God of truth and integrity—the one that was invoked in the solemn vows that pledged the fulfilment of contracts that punished perjurors."

Professor Frauz Cumont, *The Open Court*, Chicago.

Brahmacharins, vol. 8.

চুক্তির অধিষ্ঠাতৃদেব মিত্র। যে ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গ করিবেন, মিত্র তাঁহার দণ্ডপ্রদাতা। এই মিত্রচরিত্র হইতেই কায়স্থকরলিখিত দলিল রাজসাক্ষিক বলিয়া গণ্য হইত। (বিষ্ণুস্মৃতি।) কায়স্থের বৃত্তিমূলে মিত্র-চরিত্রের এবম্ভূত সামঞ্জস্য থাকাতে আমরা এ কথা বোধ হয় বলিতে পারি, মিত্রের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব অপ্রমাণিত থাকিবে না। অবস্তাগ্রন্থের অনুবাদও উদ্ধৃত করিতেছি,—"অহুর-মজদ স্পিতিম জরথুস্ত্রকে কহিলেন, যখন আমি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রোকে সৃষ্টি করি, হে স্পিতিম! আমি তাঁহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও উপাসনার যোগ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম। "আমরা মিথ্রোকে যজ্ঞ প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি, তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে। তাঁহার দর্শ সহস্র চক্ষু আছে। তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে। তিনি বলবান্, অনিদ্র, চিরজাগরুক।" (অবস্তা ১ম ফর্গার্দ্দ।

অধ্যাপক Frauz Cumontএর আর একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি,—

In company with Sraosha and Rashne he (Mithra) pro-

tects the soul of the Just against the demons that struggle to drag it to Hell, and under their guardianship it soars to paradise. This Iranian belief gave birth to the doctrine of redemption by Mithra which we fined developed in the Occident."

এই ইরাণীয় মিথ্রের সহিত বৈদিক মিত্রের তুলনা করুন।

"মিত্র হয়ে স্তূয়মান কার্য্যে সবে রতিবান্
করেন সে মিত্র পৃথ্বী দ্যুলোক ধারণ।
অনিমিষনেত্রে তিনি দেখেন মানবে জিনি
ঘৃতযুক্ত হব্য তাঁকে কর সমর্পণ ॥ ১
হউক সে অন্নবান যে তোমাকে হব্যদান—
করে হে আদিত্য-মিত্র ব্রত অনুসারে।
তুমি রক্ষা কর যাঁকে অবধ্য অজেয় তাঁকে
নিকট দূরের পাপ স্পর্শিতে না পারে ॥২ *
(ঋগ্বেদ ৩। ৫৯। ১-২।)

যে উপায়ে বিশাল গৃহেতে যেতে পারে।
পাপাত্মা সে পথ মিত্র দেখান তাহারে ॥
হিংসক যগুপি পারে সেবিতে তাঁহায়।
বঞ্চিত না হয় সে ত মিত্র-করুণায় ॥" ৪ + (ঋগ্বেদ ৫।৬৫।

মিত্রচরিত্র পৃথক্‌ভাবে বেদে যথেষ্ট ফুটে নাই। তথাচ উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, মিত্র ইরাণীয় মিথ্রের ন্যায় চির জাগরুক ও অনিমিষনেত্রে চাহিয়া আছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে নিকট বা দূরের পাপ আশ্রয়কারীকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করিতে পারে না। পাপীও তাঁহার কৃপায় স্বর্গে যাইতে পারে। সুতরাং

* মিত্রো জনান্যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাং।
মিত্রঃ কৃষ্টিরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতজ্জুহোত। ১
প্র স মিত্রমর্ত্তোহস্তু প্রযস্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যংতিতো ন দূরাৎ ॥ (৩।৫৯।১-২

\+ মিত্রো অংহোশ্চিদাদুরু ক্ষয়ায় গাতং বনতে।
মিত্রস্য হি প্রতুর্ব্বতঃ সুমতিরস্তি বিধতঃ ॥ (৫।৬৫।৪)

DOUBLE COLOUR

পাশ্চাত্য প্রদেশের Doctrine of redemption মিত্র হইতে উৎপন্ন। আমাদেরও মুক্তিবাদের মূল সূত্র মিত্র। কেন না আমাদের মুক্তি হইয়াছে "জ্ঞানাৎ।" মিত্র হইতেছেন জ্ঞান-দেবতা। এজন্য তিনি সকল দেখেন, সকল জানেন, সকল শুনেন, ইত্যাদি বিশ্বাস প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মিত্রচরিত্র অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে বরুণচরিত্র বুঝা আবশ্যক। মিত্রও পাপহর্ত্তা বটে, কিন্তু এই পাপহারিত্ব ও পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তৃত্ব বেদে বরুণচরিত্রে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট দেখিতে পাই। ফলে বরুণ স্বর্গাধিপ ধর্ম্মরাজ, তিনি স্বর্গের সম্রাট, তিনিই সুতরাং প্রধান বিচারকর্ত্তা।

(১) "বরুণ দিদৃক্ষু হ'য়ে সেই পাপকথা ল'য়ে
তোমার নিকটে প্রশ্ন করি উপস্থিত।
জিজ্ঞাসিনু বিজ্ঞলোকে সকলেই একবাক্যে
ব'লেছেন তব প্রতি বরুণ কুপিত ॥৩
হেন গুরু পাপ আমি কি ক'রেছি মিত্রে তুমি
স্তোতায় করিতে নাশ ক'রেছ মনন।
দুর্দ্ধর্ষ ও তেজিয়ান্ করহ অভয় দান
নতশিরে তব কাছে করি আগমন ॥৪
পাপ পিতৃক্রমাগত অথবা স্বতনুকৃত
সকল হইতে মুক্ত করহ রাজন্।
পশুতৃপ চোর ন্যায় দামবদ্ধ বৎসপ্রায়
পাপ হইতে বশিষ্ঠকে কর বিমোচন ॥৫
(ঋগ্বেদ ৭মণ্ডল ৮৬ সূক্ত)

(১) "পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছং।
সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥
কিমাগ আস বরুণো জ্যেষ্ঠং যৎ স্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং।
প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥৪
অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং ॥" (৭।৮৬।৩-৫)

(১) অপরাধ করিলেও করুণা অপার যাঁর।
যথাক্রমে ব্রত সব সমৃদ্ধ করিয়া তাঁর ॥
নিকটে তাঁহার যেন হইয়া নিষ্পাপ মোরা।
রক্ষা কর স্বস্তি করি আমাদিগকে তোমরা।৭
(৭ম মণ্ডল ৮৭ সূক্ত।)

(২) বাস করি ধ্রুবভূমে, রত আছি তব হোমে,
বরুণ করুন মুক্ত পাপের বন্ধন।
আছি অদিতির পাশে, রক্ষা পাইবার আশে,
তোমরা স্বস্তির দ্বারা করহ পালন ॥৭
(৭ম মণ্ডল ৮৮ সূক্ত।)

বরুণ যে ধর্ম্মরাজ ও স্বর্গাধিপ তৎসম্বন্ধেও অনেক মন্ত্র উদ্ধৃত করা যায়। নিম্নে দুটি প্রদর্শিত হইল ;—

(৩) বায়ুর বিস্তীর্ণ বর্ত্ম অবগত যিনি
জ্ঞাত তারা, যারা আছে সেই উর্দ্ধ দেশে ;
ধৃতব্রত, সুক্রতু বরুণ দেব তিনি
দৈবী প্রজা মধ্যে বাস সাম্রাজ্যের আশে।
(ঋগ্বেদ ১৷২৫৷১০)

(৪) এই যে পৃথিবী তাহা বরুণ রাজার,
অনন্ত আকাশ যার অন্ত দূরে স্থিত।
(অথর্ব্ববেদ ৪৷১৮৷৩)

---

(১) যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণে অনাগাঃ।
অনু ব্রতান্যদিতে ঋধংতো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ (৭৷৮৭৷৭)

(২) "ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎপাশং বরুণো মুমোচৎ।
অবো বন্বানা অদিতে রুপস্থাদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥" (৭৷৮৮৷৭)

(৩) "নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা।
সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ ॥" (১৷২৫৷১০)

(৪) "উতেয়ং বরুণস্য রাজ্ঞ
উতাসৌ দ্যৌ বৃহতী দূরে অন্তা।" (অথর্ব্ব ৪৷১৮৷৩)

এই ধর্ম্মরাজ বরুণের নিত্যসহচর মিত্র। মিত্র আলোকের অধিষ্ঠাতৃদেব, The genius of the god of celestial light। সায়ণ বলেন, মিত্র (দিবালোক daylight) "মিত্রং হি অহরিতি শ্রূয়তে"। আকাশদেব বরুণের নিত্যসহচর আলোকদেব মিত্র ইহাই বৈদিক প্রাকৃতিক চিত্র এবং ধর্ম্মরাজ বরুণের পাপ-পুণ্যের বিচারক্ষমতায় যে জ্ঞানালোকের প্রয়োজন, তাহা মিত্র হইতে প্রাপ্ত ; ইহাই উহার ধর্ম্মভাব। এজন্য মিত্র ও বরুণদেব একত্র স্তুত হইয়াছেন, কেন না স্বর্গের সম্রাট্ বরুণ মিত্র দ্বারাই আলোকিত (Enlightened), মিত্রাভাবে তাঁহার পুর অন্ধকারময়। এই মিত্রদেবের প্রভা তাঁহার সমুদায় কায়ে বিরাজিত, সুতরাং যে পুরাণকার মিত্রকে কায়স্থের বীজপুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি কায়স্থের যেরূপ যথাযথ ও উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তদপেক্ষা ব্যাখ্যা করিতে তাহার দীনা ক্ষীণা লেখনী অসক্তা।

স্কন্দপুরাণ যখন প্রচারিত বা পুনর্লিখিত হয়, তখন ভারতের সর্ব্বত্র রাজপুত-কর্ত্তৃত্ব প্রসারিত। পূর্ব্বের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিশ্বাস, মূর্ত্তিপূজার প্রচলন, তীর্থযাত্রায় বিশ্বাস এবং সতীদাহে বা সহমরণপ্রথায় বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, মিত্রের স্ত্রী মিত্রের সহিত চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, সহমরণপ্রথা আর্য্যপ্রথা নহে। শক বা রাজপুতজাতীয় প্রথা। রাজপুতেরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেন। রাজপুতরমণীরা ক্রমে পতিবিচ্ছেদে এই প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। তদবধি এই প্রথা ভারতের অন্যান্য জাতিও গ্রহণ করে।

আমরা ইহা অবগত আছি যে, এ দেশের কোন কোন পণ্ডিত ঋগ্বেদের একটি শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া সহমরণপ্রথা যে বেদানুমোদিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সহমরণপ্রথা লক্ষ্য করিয়া আমাদের আরও অনেক কথা সময় সময় বলিতে হইবে। এজন্য এস্থানে ঋগ্বেদের সেই মন্ত্রটি সমূলানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছে,—

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশংতু।
অনশ্রবো হনমীবাঃ সুরত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥" (১০৷১৮৷৭)

সুপত্নী সধবা যত লেপিয়া অঞ্জন ঘৃত
প্রবেশ করুন সবে আপন গৃহেতে।

অশ্রুপাত না করিয়া   শোকাতুরা না হইয়া
আসুন সুরত্না বধূ গৃহেতে অগ্রেতে ॥ (১০।১৮।৭)

উপরোক্ত ঋকের সর্ব্বশেষে যে অগ্র আছে, তাহাকে 'অগ্নে' করিয়া এ দেশে কোন কোন পণ্ডিত ঋগ্বেদে সহমরণপ্রথার সমর্থন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা জাতিভেদ একেবারে উঠিয়া না গেলেও উহা যে অনেক হীনপ্রভ হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। রাজপুতগণের প্রভাব-বিস্তারসহ সেই জাতিভেদ প্রথরিত হইতেছিল। যেমন কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের পরিণাম চারিজাতির সংস্থাপন, সেইরূপ রাজপুত-কর্ত্তৃত্বে দেশে কথঞ্চিৎ শক্তিস্থাপিত হইতে না হইতেই জাতিতত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা যেমন ইংরেজরাজত্বস্থাপনের দুই শতাব্দ অতীত হইতে না হইতেই জাতিতত্ত্বের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ৮ম শতাব্দের শেষাংশ হইতে ১০ম শতাব্দের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত দুই শতাব্দ এদেশে সেইরূপ জাতিতত্ত্বের বিচার চলিতেছিল। তবে বিভিন্নতা এই যে, তদানীন্তন আন্দোলনের উদ্দেশ্য চারি জাতিকে খণ্ড খণ্ডপূর্ব্বক বহুজাতি করা—না করিলে উপায় ছিল না, পূর্ব্বে চারি জাতির সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল;—আর ইদানীন্তন আন্দোলনের উদ্দেশ্য সেই বহুধা পৃথক্কৃত জাতিগুলিকে চারিজাতিতে এবং সম্ভব হইলে এক জাতিতে প্রত্যাগত করা। একের উদ্দেশ্য অনেকতা, অপরের উদ্দেশ্য একতা। কিন্তু উভয়েই প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনা অপরিহার্য্য। স্কন্দপুরাণকার সেইরূপ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কায়স্থকে মিত্রের সন্তান বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বিশ্ব-আবরণকারী আকাশ বা বরুণ দেবের নিত্য সহচর মিত্র তাঁহার সর্ব্বময় প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেন এবং নিয়তই তাঁহার কায়স্থ আছেন. এজন্য পুরাণকার কায়স্থকে মিত্রোৎপন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংক্ষেপে কায়স্থ is the light of the Hindu world, এই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য স্কন্দপুরাণকার কায়স্থকে আলোকদেবের সন্তান বলিয়াছেন। ইহাতে ৮ম শতাব্দীতে কায়স্থের কিরূপ গৌরবান্বিত অবস্থা ছিল, তাহার রূপকভাবে উল্লেখ হইয়াছে। আমি জানিনা, কায়স্থের এতদপেক্ষা কি গৌরবের বিষয় হইতে পারে।

কিন্তু স্কন্দপুরাণকার কি কেবল এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ জন্য কায়স্থকে মিত্রোৎপন্ন বলিয়াছেন, ইহাতে কি কোন স্থূলতত্ত্বের ইঙ্গিত নাই? ইহাতে কি কায়স্থ জাতিতত্ত্বের কোন অবস্থা উপলব্ধি করাইতেছে না?

(১) "নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং
বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।" (ঋগ্বেদ ১।২৪।৬)

অনুবাদ—

ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম   ক্ষত্র মন্যু, পরাক্রম,
তব সম হে বরুণ পাইবে কোথায়?

(২) "গভীরশংসো রজসো বিমানঃ
সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা।" (ঋগ্বেদ ৭।৮৭।৬)

অনুবাদ—

গভীর প্রশংসাযোগ্য বিনির্ম্মাতা উদকের।
পারক্ষম ক্ষত্রযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের॥

(৩) "মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।" (৭।৮৯।১-৪)

অনুবাদ—হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর।

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে বরুণের কার্য্যকে বা বরুণকে বিশেষিত করিবার জন্য ক্ষত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ক্ষত্রশব্দ জাতিবাচক নহে সত্য, ঋগ্বেদ রচনার সময় জাতিভেদ ছিল না, তবে উহা যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের বলবীর্য্যপ্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষত্র অর্থ বল, বলবান্। সুক্ষত্র অর্থ অতিশয় বলবান্। ইরাণীয় মিথ্রোকেও আমরা এই 'বলবান্' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইতে দেখিয়াছি। যদিও বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না, ক্ষত্র বলিলে ক্ষত্রজাতীয় বুঝাইত না, বলবান্ যোদ্ধাই বুঝাইত; কিন্তু জাতিভেদ স্থাপিত হওয়ায় বহু পরবর্ত্তিসময়ে যে সকল পণ্ডিতেরা বেদালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা পুরুষসূক্ত বেদের প্রকৃত অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা বেদেও জাতিভেদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ জন্য বরুণকে ক্ষত্র শব্দ দ্বারা বিশেষিত দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষত্রশ্রেণীর দেব মনে করিতেন। এ জন্য মিত্রকে বরুণের অবিচ্ছিন্ন সহচর ও ক্ষত্র বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। বিশেষতঃ বরুণও আদিত্য দেবতা, মিত্রও আদিত্য দেবতা। সুতরাং বরুণের ক্ষত্রত্বে বিশ্বাস জন্মিলে, মিত্রের ক্ষত্রত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। কায়স্থকে মিত্রোৎপন্ন বলিয়া স্কন্দপুরাণকার কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিষয়ে যে নিঃসন্দেহ ছিসেন, এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। এমন কি, মিত্রবরুণকে একযোগে "ক্ষত্রিয়" বলাও হইয়াছে।

অশ্রুপাত না করিয়া শোকাতুরা না হইয়া
আসুন সুরত্না বধূ গৃহেতে অগ্রেতে ॥ (১০।১৮।৭)

উপরোক্ত ঋকের সর্ব্বশেষে যে অগ্র আছে, তাহাকে 'অগ্নে' করিয়া এ দেশে কোন কোন পণ্ডিত ঋগ্বেদে সহমরণপ্রথার সমর্থন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা জাতিভেদ একেবারে উঠিয়া না গেলেও উহা যে অনেক হীনপ্র হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। রাজপুতগণের প্রভাব-বিস্তারসহ সেই জাতি ভেদ প্রখরিত হইতেছিল। যেমন কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের পরিণাম চারিজাতির সংস্থাপ, সেইরূপ রাজপুত-কর্ত্তৃত্বে দেশে কথঞ্চিৎ শক্তিস্থাপিত হইতে না হইতেই জাতিতত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা যেমন ইংরেজরাজত্বস্থাপনের দুই শতাব্দ অতীত হইতে না হইতেই জাতিতত্ত্বের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ৮ম শতাব্দের শেষাংশ হইতে ১০ম শতাব্দের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত দুই শতাব্দ এদেশে সেইরূপ জাতি তত্ত্বের বিচার চলিতেছিল। তবে বিভিন্নতা এই যে, তদানীন্তন আন্দোলনের উদ্দে চারি জাতিকে খণ্ড খণ্ডপূর্ব্বক বহুজাতি করা—না করিলে উপায় ছিল না, পূর্ব্বে চারি জাতির সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল ;—আর ইদানীন্তন আন্দোলনের উদ্দেশ্য সেই বহুধা পৃথক্কৃত জাতিগুলিকে চারিজাতিতে এবং সম্ভব হইলে এক জাতিতে প্রত্যাগত করা। একের উদ্দেশ্য অনেকতা, অপরের উদ্দেশ্য একতা। কি উভয়েই প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনা অপরিহার্য্য। স্কন্দপুরাণকার সেইরূপ প্রাচীন শাস্ত্র- লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কায়স্থকে মিত্রের সন্তান বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এই বিশ্ব-আবরণকারী আকাশ বা বরুণ দেবের নিত্য সহচর মিত্র তাঁহার সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেন এবং নিয়তই তাঁহার কায়স্থ আছেন, এজন্য পুরাণকার কায়স্থকে মিত্রোৎপন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংক্ষেপে কায়স্থ is the light of the Hindu world, এই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য স্কন্দপুরাণকার কায়স্থকে আলোকদেবের সন্তান বলিয়াছেন। ইহাতে ৮ম শতাব্দীতে কায়স্থের কিরূপ গৌরবান্বিত অবস্থা ছিল, তাহার রূপকভাবে উল্লেখ হইয়াছে। আমি জানিনা, কায়স্থের এতদপেক্ষা কি গৌরবের বিষয় হইতে পারে।

কিন্তু স্কন্দপুরাণকার কি কেবল এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ জন্য কায়স্থকে মিত্রোৎপন্ন বলিয়াছেন, ইহাতে কি কোন স্থূলতত্ত্বের ইঙ্গিত নাই? ইহাতে কি কায়স্থের জাতিতত্ত্বের কোন অবস্থা উপলব্ধি করাইতেছে না?

(১) "নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুঃ
বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।" (ঋগ্বেদ ১।২৪।৬)

অনুবাদ—

ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম ক্ষত্র মন্যু, পরাক্রম,
তব সম হে বরুণ পাইবে কোথায়?

(২) "গভীরশংসো রজসো বিমানঃ
সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা।" (ঋগ্বেদ ৭।৮৭।৬)

অনুবাদ—

গভীর প্রশংসাযোগ্য বিনির্ম্মাতা উদকের।
পারক্ষম ক্ষত্রযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের ॥

(৩) "মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।" (৭।৮৯।১-৪)

অনুবাদ—হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর।

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে বরুণের কার্য্যকে বা বরুণকে বিশেষিত করিবার জন্য ক্ষত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ক্ষত্রশব্দ জাতিবাচক নহে সত্য, ঋগ্বেদ রচনার সময় জাতিভেদ ছিল না, তবে উহা যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের বলবীর্য্যপ্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষত্র অর্থ বল, বলবান্। সুক্ষত্র অর্থ অতিশয় বলবান্। ইরাণীয় মিথ্রোকেও আমরা এই 'বলবান্' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইতে দেখিয়াছি। যদিও বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না, ক্ষত্র বলিলে ক্ষত্রজাতীয় বুঝাইত না, বলবান্ যোদ্ধাই বুঝাইত; কিন্তু জাতিভেদ স্থাপিত হওয়ায় বহু পরবর্ত্তিসময়ে যে সকল পণ্ডিতেরা বেদালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা পুরুষসূক্ত বেদের প্রকৃত অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা বেদেও জাতিভেদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ জন্য বরুণকে ক্ষত্র শব্দ দ্বারা বিশেষিত দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষত্রশ্রেণীর দেব মনে করিতেন। এ জন্য মিত্রকে বরুণের অবিচ্ছিন্ন সহচর ও ক্ষত্র বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। বিশেষতঃ বরুণও আদিত্য দেবতা, মিত্রও আদিত্য দেবতা। সুতরাং বরুণের ক্ষত্রত্বে বিশ্বাস জন্মিলে, মিত্রের ক্ষত্রত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। কায়স্থকে মিত্রোৎপন্ন বলিয়া স্কন্দপুরাণকার কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিষয়ে যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। এমন কি, মিত্রবরুণকে একযোগে "ক্ষত্রিয়" বলাও হইয়াছে।

"আ রাজানা মহ ঋতস্য গোপা
সিংধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্।" (৭।৬৪।২)

সায়ণ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "হে রাজানা সর্ব্বস্য স্বামিনৌ মহো মহত ঋতস্য উদকস্য গোপা গোপয়িতারৌ হে সিন্ধুপতী নদ্যাঃ পালয়িতারৌ হে ক্ষত্রিয়া বলবন্তৌ যুবাং অর্বাগস্মদভিমুখং আয়াতমাগচ্ছতম্।"

"ক্ষত্রিয় ও সিন্ধুপতি, মহাযজ্ঞ অধিপতি
এস অগ্রে আমাদের উভয়ে রাজন্।" (ঋগ্বেদ ৭।৬৪।২)

এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রদৃষ্ট যে একটি মন্ত্রসূক্ত ঋগ্বেদে মিত্র সম্বন্ধে দেখা যায়, তাঁহারও ৪র্থ ঋকে মিত্রকে পরিষ্কারভাবে "সুক্ষত্র" বলা হইয়াছে।

"অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥" (৩।৫৯।৪)

"এই যে নমস্য মিত্র শোভনমুখ সুক্ষত্র,
প্রাদুর্ভূত রাজা তিনি জগতবিধাতা।
যজ্ঞার্হ মিত্রের মতি যেন আমাদের প্রতি
কল্যাণদায়িনী হ'য়ে থাকে চিরস্থিতা॥"

ইরাণে মিত্র যোদ্ধৃগণের উপাস্য দেবতা ও বিজয়প্রদাতা বলিয়া পূজিত হইতেন;—

"As protector of warriors he (Mithra) received for his companion, *Verethraghna* * or victory."

"He desolates and lays waste the homes of the wicked; he annahilates the tribes and the nations that are hostile to him. On the other hand he is the puissant ally of the faithful in their warlike expeditions."

বাবিলনেও আদিত্যদেব সমস (Somash) যোদ্ধৃ-দেব ছিলেন—

"As Mithra in Persia, Somash in Babylon is the God of justice; like him he also appears in the east on the summits of mountains and pursues his daily course across the heavens in a resplendent chariot: *like him, finally, he too gives victory to the arms of warriors and is the protector of Kings.*"

Chicago lecture by Professor Frauz Cumont.

* সংস্কৃত—বৃত্রঘ্ন।

ঋগ্বেদে যে একটিমাত্র সূক্ত মিত্র সম্বন্ধে পৃথক্ দৃষ্ট হয় (৩য় মণ্ডল ৫৯ সূক্ত) তাহাতেও মিত্র যোদ্ধৃগণের দেব ও বিজয়প্রদাতা বলিয়া অনুমিত হয়।

"স্বর্গ হ'ল অভিভূত মহিমায় যাঁর।
পৃথিবীও অভিভূত অন্নেতে তাঁহার॥
শত্রুজয় ক্ষম মিত্রে যজে পঞ্চজন।
সমস্ত দেবতা যিনি করেন ধারণ॥" (৩।৫৯।৮)

"তুমি রক্ষা কর যাকে অবধ্য অজেয় তাকে
নিকট দূরের পাপ স্পর্শিতে না পারে।" (৩।৫৯।৩)

এই যুদ্ধের অধিষ্ঠাতৃদেব মিত্র, যাঁহাকে বেদে স্পষ্টতঃ "ক্ষত্রিয়" ও "সুক্ষত্র" বলা হইয়াছে এবং যাঁহার ছায়া লইয়া অন্যান্য দেশেও আদিত্যদেব যোদ্ধৃদেব বলিয়া পূজাপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে কায়স্থের বীজপুরুষ স্থির করিয়া স্কন্দপুরাণকার কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, এরূপ সাক্ষ্য অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কি না জানি না।

যে মিত্র বিচারের অধিষ্ঠাতৃদেব (God of Justice), যে মিত্র যুদ্ধের অধিষ্ঠাতৃদেব ও বিজয়প্রদাতা (as protector of warrior he received for his companion Verethraghna or victory), যে মিত্র মুক্তিপ্রদাতা (God of redemption) এবং যে মিত্র সর্ব্ব জ্ঞানময় বা আলোকদেব (The genius of the god of celestial light), তাঁহার সন্তানেরা মসীজীবী ক্ষত্রিয় নহে অর্থাৎ তাঁহারা বর্ত্তমান বিজেতৃজাতীয় Civil officersএর তুল্য পদস্থ নহে, এ কথা যাঁহারা বলিতে সাহস করেন, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

২ চিত্রগুপ্তবাদ।

মিত্রবাদে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব যেরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, চিত্র বা চিত্রগুপ্তবাদে তাহা কতকটা গুপ্ত হইলেও লুপ্ত হয় নাই। স্কন্দপুরাণের মতে চিত্র ও চিত্রা, মিত্রের পুত্র ও কন্যা। এই চিত্রের অন্য নাম চিত্রগুপ্ত।

"স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ।" (স্কন্দপুরাণ)

যমতর্পণে "বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" পদ আছে। চিত্র শব্দের অর্থ যম (বাচস্পত্য অভিধান)। চিত্র যদি যম হয়, তবে চি... সুতরাং স্কন্দপুরাণকার বেদের যম ও যমীকে চিত্র ও চিত্রা নামে ব্য...ছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, রামধনুতে যে সাতটি বর্ণ আছে, সূ... রশ্মিতেও সেই সাতটি বর্ণ আছে, বৈদিক ঋষিরা আদিত্যদেব যমে সেই সা... বর্ণের সমাবেশ দেখিয়া তাঁহার আর একটি নাম চিত্র রাখিয়াছিলেন।

যম ও যমী বা চিত্র ও চিত্রা পিতা বিবস্বান্ ও মাতা সরণ্যুর যমজসন্তান। ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ১ম ও ২য় ঋকে ইহাঁদের জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য, সরণ্যু অর্থ উষা। আমার একটি কন্যা এই কার্ত্তিক মাসে সরণ্যুদেবীর বা "যমরাজার মার" ব্রত করিয়াছিল। (ইনি গ্রীক্‌দিগের মধ্যে Erinys নামে খ্যাতা।)

ইরাণ বা পারস্যেও যম পূজিত হইতেন। তথায় তাঁহার নাম যিম, তিনি বিবন্‌হতের পুত্র। বিবন্‌হত ও 'বিবস্বৎ' একই দেব বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। সুতরাং মিত্র ও চিত্র একই দেব (সূর্য্যদেবের) নামান্তর বা ভাবান্তর মাত্র। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কি বাবিলন, কি পারস্য, কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই আদিত্যদেব যোদ্ধৃদেব স্বরূপে পূজিত হইতেন। আমাদিগকে মিত্রের সন্তানই বল, আর চিত্রের সন্তানই বল, যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রহিত করিতে চাও কেন ?

কি প্রকারে আদিত্যদেব যম পরকালের বিচারকর্ত্তা বা যমরাজা হইলেন, তাহার একটুকু আলোচনা আবশ্যক। সূর্য্য বা যম পূর্ব্ব হইতে উদয় হইয়া পশ্চিমে গিয়া অস্ত যান। মনুষ্যজীবনের উদয়াস্তও এইরূপ, যম দ্বারা ইহা প্রথম প্রদর্শিত হওয়াতে যমকেই পরকালের অধিষ্ঠাতৃদেব বলিয়া ঋষিরা স্থির করিয়াছিলেন ;-

"কোথায় যাইতে হবে তিনিই দেখান আগে
সে পথের নাহি হয় কখন অন্যথা।
আমাদের পিতৃগণ করিলা যেথা গমন
কর্ম্ম অনুসারে লোক যাইবেক তথা ॥" * (১০।১৪।২)

---

* "যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্ত্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥" (ঋক্ ১০।১৪।২)

এই প্রকারে যম পরলোকের পথপ্রদর্শক, সদ্গতির প্রণোদক এবং বিচারকর্ত্তা ও রাজা হইয়া উঠিলেন। যমকে শুদ্ধ যম বলা হয় না, যমরাজ বলা হয়। তাহাতে এই রাজন্য-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বৈদিকদেবের মধ্যে বরুণই রাজা ও পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা। বেদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলগুলিতে এই বরুণস্তুতিই অধিক, যমস্তুতি স্বল্প। কিন্তু ১০ম মণ্ডলের ভাব তদ্বিপরীত, ইহাতে যমের স্তুতি অধিক, বরুণের স্তুতি স্বল্প ও অপ্রধানভাবে প্রকাশিত। আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে পরকাল-সম্বন্ধীয় ভাব অপরিস্ফুট, ১০ম মণ্ডলে সেই ভাব পরিস্ফুট। সুতরাং কালক্রমে "পুরাণ ইতিহাস" নামক প্রাচীন সাহিত্য লিখিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বরুণ যেমন জলদেব হইতে চলিলেন, (কেননা সেই সময়ের ঋষিরা আকাশকে জলীয় বাষ্প বা Ether বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন), তেমনি যম বরুণের রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিলেন ! যমকেই রাজা বলিয়া স্তুতি করা হইতে লাগিল, রাজার যে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বিচারকার্য্য, তাহা তাঁহাতে আরোপিত হইল। যমকে যে পুনঃ পুনঃ রাজা বলা হইয়াছে, আমি তাহার দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১) "কবিদের মন্ত্র সব তোমাকে করুক স্তব
হোমপানে হে রাজন্ হও আমোদিত।" (১০।১৪।৪)

(২) তাহাদের কোপ হ'তে, যম রক্ষ এই মৃতে
রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর।

(৩) অগ্নিদগ্ধা যারা কিংবা অগ্নিদগ্ধা নহে।
স্বর্গে স্বধা সহ যাঁরা আনন্দেতে রহে ॥
হে স্বরাট্ যম ! তুমি তাহাদের সহ।
আমাদের যথা ইচ্ছা এ দেহ কল্পহ ॥ (১০।১৫।১৪)

এই প্রকারে যমে আসিয়া রাজন্যভাব উপস্থিত হইলে, বরুণের রাজত্ব যমের হস্তগত হইল। স্বর্গাধিপ ধর্ম্মরাজ আদিত্যদেব বরুণের অন্যতর নামই ধর্ম্মরাজ যম।

---

(১) আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহং ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব। (১০।১৪।৪)

(২) তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজন্ত স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি। (ঋক্ ১০।১৪।১১)

(৩) যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
তেভিঃ স্বরাড় সুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥

TORN PAGE(S)

শাখা-সমিতির মন্তব্যে প্রকাশ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে "যম ক্ষত্রিয়" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ এবং পারসিক অবস্তা গ্রন্থ প্রায় এক সময়ের রচনা। এজন্য যে যমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে রাজন্য-ধর্ম্মের আরোপ দেখা যায় নাই, অর্থাৎ যম অপ্রধানভাবে স্তুত, ১০ম মণ্ডলে সেই যমই ধর্ম্মরাজ, স্বর্গাধিপ এবং বিচারকর্ত্তা। এ সময়ে যমকে ক্ষত্রিয় রাজা বলা হইলে এবং তাহা হইতে কায়স্থোৎপত্তি (যমতর্পণানুসারে) সকল জাতি চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিলে, কায়স্থের ক্ষত্রিয়োৎপত্তিতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কেন না যম ও চিত্র এবং চিত্রগুপ্ত এক, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু গরুড়াদি পুরাণে চিত্রগুপ্তের পৃথক্ অস্তিত্বের বর্ণনা আছে। সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বরুণের সহিত মিত্রের যেমন চিরসহচরত্ব দৃষ্ট হয়, বরুণের স্থানীয় যমের সহিত চিত্রের সেরূপ ভাব বেদমন্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বরুণ আকাশদেব (Space), মিত্র আলোকদেব (Light)। যমে এই উভয়ভাব মিশ্রিত থাকায়, যম স্বরাট্—নিজেই রাজমান্—চিন্ময়, স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকিয়া যমের সহিত তাঁহার একীভূত অবস্থার অনুভব করাইতেছে, এজন্য বেদের মন্ত্রভাগে চিত্রচরিত্র গুপ্ত। বোধ হয় এই কারণেই পুরাণ-ইতিহাসে চিত্রকে চিত্রগুপ্ত বলা হইয়াছে।

বেদে চিত্রচরিত্র গুপ্ত হইল বটে, কিন্তু পুরাণ-ইতিহাসে গিয়া তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নারদ একস্থলে বলিয়াছেন, "আমি তিন বেদ এবং পুরাণ ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। আমি সেই পুরাণ ইতিহাসের কথা বলিতেছি।" এই পুরাণ-ইতিহাস গ্রন্থগুলি, ব্রাহ্মণসাহিত্যের সমসাময়িক এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই পুরাণ-ইতিহাস এখন বর্ত্তমান নাই। উহা বিস্তৃত, উৎক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, বিকৃত ও নবীভূত হইয়া বর্ত্তমান পুরাণগুলির প্রকাশ পাইয়াছে। এ হেন পুরাণেও চিত্রের যেরূপ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও যেন ঠিক বরুণ-সহচর মিত্রের অনুরূপ। এ জন্যই চিত্র বা চিত্রগুপ্তকে মিত্রের পুত্র বলা হইয়াছে। যেমন মিত্র বরুণের, তেমনি চিত্রগুপ্ত যমের (পুরাণানুসারে) সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার আলোকপ্রদাতা, জ্ঞানদাতা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। বৈদিক মুক্তিবাদ বুঝিতে পারিলে, চিত্রগুপ্তবাদ ও কায়স্থচরিত্র

বুঝা যায়। পাপ করিলে যেমন মিত্র বা তৎপুত্র চিত্রের করুণা ভিন্ন বরুণ বা যম মুক্তি দিতে পারেন না, সেইরূপ চিত্রগুপ্তসন্তানের অনুগ্রহ ভিন্ন এক সময়ে পার্থিব বিপন্ন ব্যক্তিগণের রাজদ্বারে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। পুরাণকারগণ যখন প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসগুলিকে নবীভূত করেন, তখন সেই উদীয়মান কায়স্থের অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া তাহাদিগকে মিত্র বা চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়াছেন। ইংরাজশাসনেও কি হোলকার, কি গাইকবার, কি মহারাজা, কি মহারাণা, কি ধনী, কি দীন—কাহারও কি সিভিল সার্ভিসের প্রভুদিগের করুণা-কটাক্ষ ভিন্ন মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে?

এতদ্ভিন্নও চিত্র হইতে কায়স্থোৎপত্তির আর একটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। চিত্র বা চিত্রগুপ্তের পুত্র চিত্ররথ ;—

"চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্র ভূমিমণ্ডলে।
চিত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ ॥"

এস্থলে "তস্য" শব্দ কি চিত্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে বা বিচিত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। কিন্তু সমুদায় কায়স্থগ্রন্থকার 'চিত্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে' এই অর্থ করিয়াছেন। আমিও সেই অর্থ গ্রহণ করিলাম। তবে 'বিচিত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে' অর্থ করিলেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যাঘাত নাই।

যাহা হউক, চিত্ররথ চিত্রগুপ্তের পুত্রই হউন বা বিচিত্রের পুত্রই হউন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের আরও প্রমাণ আছে ;—

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরশ্চ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।" অর্থাৎ চিত্ররথের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়াতেই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অনুমিত হইতেছে।

(বেদান্তসূত্র ১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ ৩৫ সূত্র।)

ইহা দ্বারা চৈত্ররথের পিতা চিত্ররথ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। এই স্থানেই আমরা কায়স্থগণের আদিপুরুষদিগের মধ্যে একটি দেহ-ধারী স্থূলচরিত্র চৈত্ররথকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখিতেছি। যে সম্বন্ধ ইন্দ্র ও অর্জ্জুনে, সেই সম্বন্ধ চিত্রগুপ্ত ও চিত্ররথে, যে সম্বন্ধ অর্জ্জুনে ও জনমেজয় পরীক্ষিতে সেই সম্বন্ধ চিত্ররথ ও চৈত্ররথে—দেবভাব ক্রমে মানবীকৃত।

বোধ হয় অনেকে জানেন চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব। কিন্তু বেদপাঠে জানা যায়, গন্ধর্ব্ব

শব্দের প্রাচীন অর্থ সূর্য্য। সুতরাং মিত্রই বল, চিত্রই বল, চিত্রগুপ্ত বা চিত্ররথই বল, কায়স্থোৎপত্তির মূলে আদিত্যভাব বা যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেব-ভাবের বিরুদ্ধ ভাব হইতেছে না। তবে গন্ধর্ব্ব শব্দে বেদের কোন কোন স্থানে এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে এক প্রকার সৌখীন জীবও বুঝায়। অন্ততঃ ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সন্তান বলিলে, বোধ হয়, কাহারও আপত্তি হইবে না।

কিন্তু এই চিত্ররথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণের চিরসহায় হইয়াছিলেন, চিত্ররথপর্ব্বাধ্যায়ে একথা ব্যক্ত আছে। এটি শুদ্ধ পৌরাণিক গল্প নয়, —বেদে ইহার মূল পাওয়া যাইতেছে।

"উত ত্যা সদ্য আর্য্যা সরয়োরিংদ্র পারতঃ।

অর্ণা চিত্ররথাবধীঃ॥" ৪।৩০।১৮

তুমি অবিলম্বে সরযূর পারে আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথ বধ করিয়াছিলে? ৪।৩০।১৮

এই মন্ত্রে অর্ণ ও চিত্ররথকে অতি পরিষ্কারভাবে "আর্য্য" বলা হইয়াছে। আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথ সরযূতীরে অন্যান্য আর্য্যাদি কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভ্রষ্টরাজ্য হইয়াছিলেন, ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ।

চিত্রগুপ্তাত্মজ চিত্ররথ হইতে বহু কায়স্থের উৎপত্তি। সুতরাং কায়স্থের আর্য্যত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই, তবে কালক্রমে সেই আর্য্যত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যত্ব বৌদ্ধযুগের ভিতর দিয়া আসাতে কতকটা ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। সেটি হিন্দুজাতির সাধারণ বিপদ। কিন্তু এই বিপদের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতির একটু অধিক বিপদ এই যে, তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তবে আমরা একথা কাহাকেও বুঝাইতে চাই না যে, সেই বৈদিক যুগে ৪০০০ বৎসরের বহু পূর্ব্বে আধুনিক কালের মোগল-পাঠানের ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও আধুনিক কালের ইংরেজ মুসলমানের ন্যায় যখন অর্ণচিত্ররথাদি আর্য্য অন্য আর্য্য বংশধরগণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, তখন হইতেই পরাজিত সম্প্রদায়ের সন্তানগণ হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জাতিভাবে চলিয়া আসিতেছি। কোন কোন কায়স্থগ্রন্থকার যজুর্ব্বেদের একটি বাক্য তুলিয়া এই কথায় ইঙ্গিত করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা সত্য নহে। তাহা হইলে সূত্রসাহিত্যে

কায়স্থের উল্লেখ থাকিত। কায়স্থের উৎপত্তি ও বিকাশ বৌদ্ধধর্ম্মের সহযোগে। তবে এ কথা সত্য যে, যে সকল গ্রন্থকার এই বৌদ্ধধর্ম্মবিকাশের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মতিরোধানের সময় গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, যাঁহারা কায়স্থসম্প্রদায়-গঠন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা পিতা পিতামহের নিকট শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কায়স্থকে বৈদিক "ক্ষত্রিয়"-নামধেয় দেববৃন্দের সহিত সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন। এতদপেক্ষা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের সাক্ষাৎ সাক্ষী, আর কোথায় পাওয়া যাইবে, আমি বলিতে পারি না।

অতএব যাঁহাদের সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ বেদসংহিতায় বিশ্বাস আছে, যাহার একটী সূক্তে শত শত পুরাণ উৎপন্ন হইতে পারে ও এক সময় হইয়াছে, সেই মহাগ্রন্থের নিদেশ যাঁহারা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং যাঁহারা বেদ-পুরাণের সংযোগও তদ্রূপ পবিত্র মনে করেন, তাঁহারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারিবেন না। অতএব আমি প্রস্তাব করি, কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ কর্ত্তব্য।*

শ্রীমধুসূদন সরকার।

---

* প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ আছে।

সেন্সাস্ রিপোর্ট * ও কায়স্থসমাজ।

জাত্যভিমান বঙ্গদেশে যেমন প্রবল, এমন আর বোধ হয় কোন দেশে নাই, তাহা এবার বিভিন্ন জাতির পদমর্য্যাদা বিচার করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। জাত্যভিমানী বঙ্গবাসী, গবর্ণমেণ্টের হাতে কোন্ জাতি কিরূপ অনুগ্রহ বা নিগ্রহপ্রাপ্ত হন, জানিবার জন্য এতদিন উদ্‌গ্রীব ছিলেন, এতদিন পরে তাঁহাদের আশার ফল ফলিয়াছে। বুদ্ধি খাটিয়া অনেক বুঝিয়া শুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত সিবিলিয়ান্‌প্রবর গেট সাহেব বঙ্গবাসীর নিকট সেই সুফল উপস্থিত করিয়াছেন! কিন্তু অনেকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, এখনও অনেকের ভাগ্যে এই অপূর্ব্ব সুফলদর্শনলাভ ঘটে নাই;—এখনও বোধ হয় অনেকেই অন্ধকারে আছেন,—নচেৎ যেন পাইবার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ পথপানে চাহিয়া আছে—সে ফল সম্মুখে অথচ কাহারও সাড়া শব্দ নাই! যাহা হউক, আর অসাড় থাকিলে চলিবে না। কায়স্থ-ভ্রাতৃমণ্ডলী! মহামতি গেট সাহেব আপনাদের সম্মুখে দর্পণখানি ধরিয়াছেন, তাহাতে স্ব স্ব বদনকমল একবার নিরীক্ষণ করুন, স্ব স্ব অবস্থা বুঝিয়া লউন! দেখিতে পাইবেন, আপনার উচ্চ আসন কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। শুনুন, গেট সাহেব কি লিখিয়াছেন—

"They (Baidyas) claim precedence over the Kayasthas on the following additional grounds :—

(1) The Kayasthas are Sudras and have been held to be so by a High Court ruling to which a Kayasth Judge subscribed.

(2) The Kayasthas mourn for 30 days like the Sudras, whereas the Baidyas mourn for 15 days only.

(3) When the Sanskrit College was first opened the only castes admitted were Brahmans and Baidyas.

* Census of India, 1901, Vol. VI. Bengal, Part 1. *Report*, by E. A. Gait, F. S. S. (*Bengal Secretariat Press*), 1902.

(4) The Kayasthas were originally the servants of the Brahmans and Baidyas, and when poor they are still found taking employment as domestic servants, whereas the Baidyas will never do so.

(5) On ceremonial occasions, when different castes are collected, flower-wreaths and sandal wood paste are offered first to Brahmans, then to Baidyas and after them to Kayasths."

(Gait's *Bengal Report*, p. 379.)

অর্থাৎ—তাঁহারা (বৈদ্যেরা) নিম্নলিখিত কারণ দেখাইয়াও কায়স্থগণ অপেক্ষা উচ্চজাতি বলিয়া দাবী করেন;—

(১) কায়স্থেরা শূদ্র; কায়স্থ-বিচারপতিস্বাক্ষরিত হাইকোর্টের নজীরেও এরূপই প্রকাশ পাইয়াছে।

(২) শূদ্রগণের ন্যায় কায়স্থগণও ৩০ দিন অশৌচ পালন করে, এরূপস্থলে বৈদ্যেরা ১৫ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৩) সংস্কৃতকলেজ যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগকেই লওয়া হইয়াছিল।

(৪) প্রথমতঃ কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের চাকর ছিল। আর অবস্থা মন্দ হইলে এখনও তাহারা গৃহস্থের চাকর হইয়া থাকে, কিন্তু বৈদ্যেরা এখন পর্য্যন্ত কখনই এরূপ কার্য্য করে না।

(৫) ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে নানা জাতি একত্র হইলে মালাচন্দন প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে, তৎপরে বৈদ্যদিগকে এবং তাহাদিগের পর কায়স্থদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

৪র্থ দফার টিপ্পনীতে আবার গেট সাহেব লিখিয়াছেন, "A leading Baidya tells me that there is a proverb in support of this allegation, viz :—অর্থাৎ এই বিষয়ের সমর্থনে কোন একজন বিশিষ্ট বৈদ্য আমাকে এই প্রবাদটী বলেন, যথা—

"যত ব্রাহ্মণ তত কাএত
যত বৈদ্য তত কাএত
যত কাএত তত কাএত" ইত্যাদি। (Gait's *Report*, p. 379.)

এখন দেখা যাউক, গেটসাহেব বৈদ্যজাতির পক্ষ হইতে যে সকল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত এবং গেটসাহেবের মত শিক্ষিত পুরুষের পক্ষে ঐ সকল কথা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না?

আমরা দেখাইব যে, উদ্ধৃত যুক্তিসমূহ নিতান্ত অসার ও ভিত্তিহীন।

প্রথমতঃ হাইকোর্টের রায়ের কথা,—গেটসাহেবের দেখা উচিত ছিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে হাইকোর্ট হইতে কিরূপ রায় বাহির হইয়াছে এবং তাহাতে কায়স্থবিচারপতির স্বাক্ষর আছে কি না?

যে মোকদ্দমার রায়ের কথা বলা হইল, তাহার বিবরণ (Iudian Law Report 10 Calcutta 88) মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কোন কায়স্থ-বিচারপতির সংস্রব নাই, সে মোকদ্দমায় ম্যাকডোওয়েল ও ফিল্ড সাহেব বিচারপতি ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কায়স্থ মূলে যে ক্ষত্রিয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন, হোম ও অশৌচ নিয়ম পালন ... ভাবে এখন শূদ্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের উক্ত ... সমীচীন বলিয়া কেহ মনে করেন না। এই রায় প্রকাশের পর বাঁকিপুরে সব্‌জজ অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের এজলাসে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় (Original Suit No. 26 of 1897. Mt Rani Raoti Koer versus Mt Rukmin Koer). এই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ বহু পণ্ডিত ও সামাজিকের মতামত লইয়া বিচারপতি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়প্রথানুসারেই তাঁহাদের দত্তক গ্রহণই শাস্ত্রসিদ্ধ। এমন কি, আলাহাবাদ হাইকোর্টে ফুল বেঞ্চে এক মোকদ্দমা হয় (তুলসীরাম বনাম বেহারিলাল—Indiau Law Report 12, Allahabad 328)। তাহাতে পূর্ণ এজলাসে প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি সকলেই কলিকাতা হাইকোর্টের নজীরের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, অপর দ্বিজাতির ন্যায় উপনয়ন, হোম ও অশৌচবিপর্য্যয় লক্ষিত হইলেও অদ্যাপি তাঁহারা যখন শূদ্র বলিয়া গণ্য নহেন, তখন ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া কখনই তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে কলিকাতা হাইকোর্টের নজীর চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কলিকাতা

DOUBLE COLOUR

হাইকোর্ট বেহারবাসী কায়স্থ সম্বন্ধে রায়-প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থ সম্বন্ধে নিরুত্তর। এদিকে আবার বেহারে বসিয়া বিচারপতি অবিনাশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর সকল দিক্ আলোচনা করিয়া চিত্রগুপ্তবংশী বেহারী কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ আলাহাবাদের হাইকোর্টে ফুলবেঞ্চে যখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং সে কথা বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা যখন আবেদন-পত্রে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রথমেই জানাইয়াছিলেন, তখন গেটসাহেবের তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি এরূপ কথা কখনই উদ্ধৃত করিতেন না।

হয় ত গেটসাহেব বলিতে পারেন যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে পারে, তাহার সহিত বঙ্গীয় কায়স্থের সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তর এই যে, চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে আসিয়াই বাঙ্গালাদেশে বাস করিতেছেন, কেবল বঙ্গীয় কুলজ্ঞ বলিয়া নহে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন, আলিগড়ে মুদ্রিত কায়স্থ-সদরসভা হইতে প্রকাশিত 'কায়স্থ' পুস্তিকা পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন।*

দ্বিতীয়তঃ—কায়স্থের অশৌচকাল। অশৌচকাল ধরিয়া কোন জাতির উৎকর্ষাপকর্ষবিচার চলিতে পারে না, সে কথা বহুদিন কায়স্থসভা প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্য গেটসাহেব তাহা অবগত আছেন। (*Report,* p.)

যদি অশৌচকাল ধরিয়া জাতিবিচার করিতে হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে আমরা বলিতে পারি যে, দ্বাদশাহ অশৌচপালনকারী উপবীতধারী অশীতিপর বৃদ্ধকায়স্থ এখনও বঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এ সংবাদ কি গেটসাহেব রাখেন? তাঁহার জানা ও লেখা উচিত ছিল যে, রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে বৈদ্য উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেও অনুপবীত ও মাসাশৌচপালনকারী বৈদ্যের সংখ্যা এক্ষণে নিতান্ত অল্প নহে। এখনও বৈদ্যজাতীয় দুই সহোদর মধ্যে একজন অনুপবীতি ও মাসাশৌচ পালন করিতেছেন, আবার অপর সহোদর উপবীত লইয়া পঞ্চদশাহ অশৌচ পালনে তৎপর হইয়াছেন। সুতরাং বৈদ্যসমাজেও যখন মাসাশৌচ প্রচলিত রহিয়াছে এবং ভরতমল্লিক,

* Kayasthas (in Kayastha Educational Reform Series No. 3,) issued by the Education Committee, Kayastha Sudar Sabha, India, p. 2.

দুর্জ্জয় দাস প্রভৃতি বৈদ্যজাতীয় কুলজ্ঞগণ স্বশ্রেণীর মাসাশৌচের সঙ্গে শূদ্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং একথা শব্দকল্পদ্রুমাদি বহুগ্রন্থে বহুদিন হইতে মুদ্রিত ও সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া রহিয়াছে, তখন মহামতি গেটসাহেবের জানিয়া শুনিয়া ওরূপ অসার উক্তি উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য ছিল।

তৃতীয়তঃ—সংস্কৃতকলেজে প্রবেশাধিকার। যখন সংস্কৃতকলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না যে, বৈদ্যই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, আর কায়স্থ পারিবেন না। সংস্কৃতকলেজের আদ্যোপান্ত কার্য্যবিবরণী অনুসন্ধান করিলেই গেটসাহেবের সন্দেহ ভঞ্জন হইত। এদেশীয় বৃদ্ধমাত্রেই জানেন যে, সংস্কৃতকলেজ যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন উচ্চ শ্রেণীর কোন অধ্যাপকই অধ্যাপনা করিতে চাহেন নাই, গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত উচ্চবৃত্তির আশাও অনেকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সদ্ব্রাহ্মণসন্তান কলেজে গিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করা উপযুক্ত মনে করেন নাই। সেজন্য প্রথম প্রথম সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় সংগ্রহ করিতেই গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ তৎকালে কায়স্থসমাজ সংস্কৃতশিক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। সে জন্য কায়স্থবালক প্রথম প্রথম সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে নাই। যখন সাধারণে সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন, সেই সময় বহু কায়স্থবালকও সংস্কৃতকলেজে আসিতে লাগিল। এখনও সংস্কৃতকলেজ হইতে বহির্গত অশীতিপরবৃদ্ধ কায়স্থের অভাব নাই। সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ কায়স্থপ্রবর প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর নাম সকলেই জানেন। অজ্ঞলোকে না জানিয়া নানাকথা বলিয়া থাকে, তাহা বলিয়া বিজ্ঞলোকের তৎপ্রতি কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্থতঃ—কায়স্থের দাসত্ব। এবার এই নূতন শুনিলাম যে, কায়স্থ বৈদ্যের দাসত্ব করিয়া থাকে। আবার এ সম্বন্ধে সিবিলিয়ানপ্রবর গেট সাহেব কোন বিশিষ্ট বৈদ্যসন্তানের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছেন যে,—

"যত ব্রাহ্মণ তত কাএত
যত বৈদ্য তত কাএত

[illegible]

এ প্রবাদবাক্যও বোধ হয় সকলে আজ নূতন শুনিলেন। আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালার কোথাও এরূপ অলীক প্রবাদ প্রচলিত নাই, অনেক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও কেহ কখন এরূপ প্রবাদ জানেন নাই। এরূপ হাতগড়া প্রবাদ প্রকাশ করা বিজ্ঞ গেটসাহেবের উচিত হয় নাই, আর ঐ গড়া কয়ছত্র হইতেও কায়স্থ যে বৈদ্যের দাস, তাহারও কোন আভাস নাই। বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহাদের একটু সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন। যাহা হউক, যে "Leading Baidya" টী এরূপ গড়া কথা বলিয়া দুইটী উচ্চজাতির মধ্যে বিরোধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সমাজের শত্রু বৈদ্যকুলকলঙ্কের নামটী প্রকাশ করা গেট সাহেবের উচিত ছিল। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিতাম, কোন্ নীচমনা হীন-মস্তিষ্ক পরনিন্দুক অন্তরালে থাকিয়া কায়স্থবৈদ্যে চিরশত্রুতাস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছে? এরূপ জঘন্য ব্যক্তি যে সমাজে বিশেষ দণ্ডনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বৈদ্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি, বৈদ্যসমাজের সহিত আমাদের বৈরিভাব নাই, শত শত সম্ভ্রান্ত বৈদ্যের সহিত আমরা মিত্রতাপাশে আবদ্ধ; সেজন্য অতি দুঃখের সহিত উপরে কয়েক ছত্র লিখিলাম। বৈদ্যসমাজের একান্ত কর্ত্তব্য যেন ঐরূপ জঘন্য ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করে। ঐরূপ ব্যক্তিগণকে শাসন না করিলে কোন সমাজের মঙ্গল নাই,—কখন সমাজে শান্তি বিরাজ করিবে না।

গেটসাহেব বৈদ্যোক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অবস্থাহীন হইলে কায়স্থগণ গৃহস্থের দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈদ্যগণ কখন দাসত্ব স্বীকার করেন না। অবস্থাবৈগুণ্যে সকল উচ্চজাতিই যে নীচবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা না হইলে দোবে (দ্বিবেদী) চোবে (চতুর্বেদী), তেওয়ারি (ত্রিবেদী) প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান দুরবস্থা-প্রযুক্ত কখনই দ্বারবান্‌গিরি করিতেন না। অবস্থাহীন বৈদ্যসন্তানও অনেকে যে এখনও কায়স্থের ঘরে চাকুরী করিতেছেন, তাহা বোধ হয় গেট সাহেবের জানা নাই। তাহার প্রয়োজন হইলে আমরা দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। তবে ইহাও বলিতে বাধ্য হইলাম যে, বৈদ্যসমাজ ও কায়স্থসমাজে সংখ্যার তুলনায় সরোবর ও সাগরের সমান। সাগর সদৃশ কায়স্থসমাজের সংখ্যা

ও ভিন্নজাতি কর্ত্তৃক কায়স্থবৃত্তিগ্রহণহেতু কায়স্থসমাজের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাহা বলিয়া ইহাও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এ পর্য্যন্ত নিতান্ত অবস্থাহীন হইলেও উচ্চবংশীয় কোন কায়স্থসন্তান কখন বৈদ্যের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। গেট সাহেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"No Kayasth would ever admit the superiority of the Baidyas, nor would any Baidya consent to place the Kayasths above his own fraternity." (Gait's *Report*, p. 366)

অতএব যখন কায়স্থমাত্রেরই বিশ্বাস যে, তাঁহারা বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি, তখন কেন তাঁহারা বৈদ্যের দাসত্ব স্বীকার করিবেন। গোলাম কায়স্থ নামে পূর্ব্ববঙ্গে এক শ্রেণীর শূদ্র আছে। কায়স্থগৃহে গোলামী করাই তাহাদের উপজীবিকা, এজন্য তাহারা গোলাম-কায়স্থ নামে পরিচিত। এরূপ গোলাম কায়স্থের উপর বরং বৈদ্যোক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। উচ্চবংশীয় কায়স্থসন্তানের প্রতি এ উক্তি কোনকালে প্রযোজ্য নহে।

পঞ্চমতঃ—মালাচন্দন। কায়স্থগৃহে মালাচন্দনকালে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির সেই সভায় উপস্থিত না থাকাই বিধি। যদি কেহ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ নিজ নিজ গোষ্ঠী-পতিকে অগ্রে মাল্যচন্দন দিয়া, তৎপরে নিজগৃহের আত্মীয় স্বজনের গলে প্রথমে মালা না দিয়া নিমন্ত্রিত ও সভাস্থ ভিন্ন জাতিকে মালা দিয়া থাকেন,—ইহাই শিষ্টাচার। ইহা দ্বারা মাল্যদাতা ও মাল্যগৃহীতার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজপতি। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগৃহে নানাজাতির অধিষ্ঠানকালে কি প্রণালীতে মালাচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গেট সাহেব বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট কে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এখানে একটী উদাহরণ দিতেছি—

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইতে চলিল, ময়মনসিংহ জেলাস্থ মুক্তাগাছা নিবাসী প্রসিদ্ধ আচার্য্যবংশোদ্ভব কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর মাতৃবিয়োগ হয়। তৎকালে কেশববাবু কলিকাতার ৺. ছাতুবাবুর বৃহৎ ভবনের পূর্ব্বে বাস করিতেন; এখানেই মহাসমারোহে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধের

দিবস ৺ ছাতু বাবুর চন্দ্রাতপযুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণেই আচার্য্যচৌধুরী মহাশয় সভা আহ্বান করেন। এই সভায় বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি নানা স্থানের খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি কলিকাতাবাসী বহু গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নানা জাতি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মাল্যচন্দনের সময় দেখা গেল, প্রথমে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মাল্যচন্দন, তৎপরে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যম পুত্র বৃদ্ধরাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর ও প্রধান প্রধান কায়স্থগণকে মাল্যচন্দন দ্বারা সম্মানিত করা হইল, তাহার পর দেখিলাম, সমাগত বৈদ্য ও অপর জাতি মাল্যচন্দন পাইলেন। সে সভায় যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, এখনও তাহার অধিকাংশ ব্যক্তিই জীবিত আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে ও সেই শ্রাদ্ধ-সভা স্মরণ করাইয়া দিলে সকলেই মাল্যচন্দনের কাহিনী বলিতে পারিবেন।

পঞ্চদশবর্ষের বহু পূর্ব্বেও যে কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণের ঠিক পরে ও অপর সকল জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইল, তাহা গেট সাহেব নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন;—

"In the Vallala charita by Ananda Bhatta written in 1580 it is stated that the Tailika, Gandhika and Vaidya are clean Sudras. Of all the Sat-Sudras the Kayastha is declared to be the best."

(Gait's *Report*, p. 381)

উপরোক্ত প্রাচীন প্রমাণ দেখিয়া শুনিয়াও পঞ্চবিধ অলীক বৈদ্যোক্তি উদ্ধৃত করা গেট সাহেবের মত বিজ্ঞ লোকের উচিত হয় নাই, নানা জাতি সম্বন্ধে এইরূপ অলীক কথা লিখিত হওয়ায় তাঁহার বিবরণী যে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি শেষে যে বল্লালচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে কায়স্থ যে তৈলিক, গান্ধিক, বৈদ্যাদি সকল সৎশূদ্র অপেক্ষা উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্যই তাঁহার ধারণা হইয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া তিনি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উপসংহারে সৎশূদ্রের আভাস দেওয়ায় হয়ত কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি জাতিকে প্রকৃত

প্রস্তাবে শূদ্র বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিতে পারে, এজন্য আমরা এ স্থলে দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ট যে সময়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তৎকালে এদেশীয় কোন কোন পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল যে, কলিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এ দুই বর্ণ ক্রিয়ালোপ-হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল শূদ্রত্বপ্রাপ্ত জাতিসমূহ উক্ত স্মার্ত্তগণের নিকট "সৎশূদ্র" নামে একটী বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। রঘুনন্দন ও আনন্দভট্ট ঐ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের অযৌক্তিক মতের সমালোচনা বহুদিন হইল, কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যখন এখনও ভারতের নানা স্থানে ক্ষত্রিয় জাতি বিদ্যমান, এমন কি সে দিনও যখন বঙ্গীয় সমস্ত পণ্ডিত সমাজের কাছে বর্দ্ধমানের রাজবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন আর স্মার্ত্ত রাঘব-মত গৃহীত হইতে পারে না। যে তৈলিক ও গান্ধিক জাতিকে বল্লালচরিত-কার সৎশূদ্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বৈশ্যবর্ণান্তর্গত বলিয়াই পণ্ডিত-সমাজে গণ্য হইয়াছেন। অতএব প্রোক্ত সৎশূদ্রগণ মূলে কেহই শূদ্র নহেন, একথা প্রকাশ করা গেট সাহেবের কর্ত্তব্য ছিল।

গেট সাহেব তাঁহার বিবরণী মধ্যে কায়স্থ সম্বন্ধে কি বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একবার মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন,—

"The Sudras of East Bengal, if well-to-do, can generally manage to obtain Kayasth brides and eventually to gain recognition as good Kayasths. Baruis and even Maghs are also believed sometimes to become merged in the Kayasth caste. So also well-to-do Karnis in Rangpur. In Buchanan Hamilton's time the Kalitas of Rangpur sometimes accepted Mech girls as their wives, and in his opinion the Barendra Kayasths were originally Kalitas." (*Report*, p. 352)

অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্রগণ যদি সঙ্গতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সচরাচর কায়স্থ-কন্যা পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে এবং ক্রমেই তাহারা উত্তম কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইয়া পড়ে। বারুইগণ, এমন কি কাহার কাহারও বিশ্বাস মঘেরাও কখন কখন কায়স্থ-সমাজভুক্ত হয়। রঙ্গপুরের সঙ্গতিশালী কর্ণিগণও ঐরূপ করিয়া

থাকে। বুকানন হামিল্টনের সময়ে রঙ্গপুরের কলিতাগণ কখন কখন মেচ-কন্যাগণকে পত্নীত্বে বরণ করিত এবং তাঁহার মতে বারেন্দ্র-কায়স্থেরা মূলে কলিতা জাতি ছিল।

এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। তবে প্রবন্ধ বাড়িয়া গেলে হয়ত পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় বাহুল্য আশঙ্কায় প্রবন্ধ প্রকাশে বিরত হইবেন, এই জন্য এবার সংক্ষেপে দুই এক কথা লিখিত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্রেরা সঙ্গতিপন্ন হইলেই যে কায়স্থ হইয়া পড়ে, তাহা ঠিক নহে। তবে দুই এক জন যাহার নিজ সমাজে প্রভাব-বিস্তারের শক্তি নাই, অথচ বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে; এরূপ কোন কোন শূদ্র স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন স্থানে গিয়া আত্মগোপন করিয়া কায়স্থ বা বৈদ্যসমাজে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায় এবং "ধনেন কুলং" এই মহাজন উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। মুষ্টিমেয় বৈদ্যসমাজ অপেক্ষা বিরাট কায়স্থসমাজে প্রবেশলাভ সহজ, কারণ বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে পরস্পর পরিচয় রাখা সম্ভবপর নহে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে সমাজ যত বড়, সেই সমাজে তদনুরূপ অপরিচিত বা ভিন্ন জাতি প্রবেশ লাভ করিবার সুবিধা পায়। এইরূপে ব্রাহ্মণ হইতে সকল উচ্চ জাতির মধ্যে ভিন্ন জাতির মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া মূল জাতিকে নিন্দা বা দোষী করিতে পারি না। বিভিন্ন সমাজ-স্থাপনের আদি হইতেই এরূপ প্রথা দেখা যায়। বৈদ্যজাতি নিতান্ত আধুনিক কালেও যে এইরূপ বিমিশ্রণ হইতে অসংলিপ্ত আছেন, তাহা কখনই নহে। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে আজও অনেক শূদ্র বৈদ্যসমাজের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতেছে! ইহারা সুবিধা মত কেহ বা কায়স্থ, কেহ বা বৈদ্য বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে।* অথচ তাহাতে যেমন সমগ্র বৈদ্য সমাজের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সেইরূপ পূর্ব্ব বঙ্গে দুই একজন শূদ্র কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইলেও সমগ্র কায়স্থ সমাজের তাহাতে সম্মান হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

---

* এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী-বিরচিত (চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত) "কায়তত্ত্বতরঙ্গিণী" গ্রন্থের নবম লহরী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গেট সাহেব অবশ্যই জানেন যে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ প্রধানতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র ;—প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে কি, এই চারি শ্রেণীর মূল এক হইলেও এক্ষণে যেন চারি জাতি হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুসমাজে আহার, ব্যবহার ও সম্বন্ধ লইয়াই জাতিত্ব ; কিন্তু বলিতে কি, এই চারি সমাজে আহার ব্যবহার সম্বন্ধ নাই, বিভিন্ন সমাজে দুই একটী সম্বন্ধ ঘটনা হইলেও তাহা নিতান্ত বিরলপ্রচার এবং বিভিন্ন সমাজে সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্বাপর কোন সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। এরূপ স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে কদাচিৎ শূদ্র সম্বন্ধ ঘটিলেও তজ্জন্য উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এমন কি যশোহর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বঙ্গজ কায়স্থগণ নিন্দিত বা শূদ্রবৎ গণ্য হইতে পারেন না। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ-বৈদ্যের ব্যবহার পশ্চিম বঙ্গে বা উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ে প্রচলিত নাই ; এরূপস্থলে পশ্চিম বঙ্গের কায়স্থ বৈদ্যগণ পূর্ব্ব বঙ্গের কায়স্থ-বৈদ্যের সমতুল্য বলিয়া মনে করা যায় না। স্পষ্ট করিয়া এসব কথা গেটসাহেবের লেখা কর্ত্তব্য ছিল। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পশ্চিম বঙ্গে কি কোন কোন 'দত্ত' 'মিত্র' কায়স্থ-সমাজে গৃহীত হয় নাই, তবে প্রবন্ধলেখক পুরাণ কথা তুলিতেছেন কেন ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এরূপ "দত্ত" "মিত্র" এখনও সমাজে চিহ্নিত রহিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্য-কুলীনদিগের মধ্যেও ঐরূপ সংগ্রামশাহ নামক খোট্টার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও তাহাতে উভয় সমাজের কোন মানহানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ ভরত মল্লিক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈদ্য কুলাচার্য্যগণ মুক্তকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় সকল কায়স্থ-সমাজের উপর ভিন্ন জাতির মিশ্রণ-সংবাদ প্রচার না করিলে বোধ হয় আমরা গেটসাহেবের নিকট কখনই এসব কথা প্রকাশ করিতে যাইতাম না এবং শ্রেণী ও সমাজ বিশেষের মনঃক্ষোভের কারণ হইত না। গেটসাহেব আর একটী গুরুতর কথা বলিতেছেন যে বারুইজাতি এমন কি, মঘেরাও সুবিধা পাইলে কায়স্থ-সমাজভুক্ত হয়। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, চিত্রগুপ্তসন্তান চারি শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে কখন এরূপ সম্বন্ধ ঘটে নাই। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম ব্যতীত বঙ্গবাসী কোন জাতির সহিত মঘের সম্বন্ধ নাই, এবং কোন কালে সম্বন্ধ ছিল বলিয়াও কাহারও জানা নাই।

তার পর গেট সাহেব বুকানন সাহেবের দোহাই দিয়া বারেন্দ্র-কায়স্থগণকে 'কলিতা'-জাতিসম্ভূত বলিতে যাওয়ায় বারেন্দ্রশ্রেণীর হৃদয়ে যে শেলাঘাত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার জানা নাই। কলিতা জাতি কৃষিজীবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, গেট সাহেব ইহাদিগকে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি হইতে ভিন্ন এবং শূদ্র বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন ;—কিন্তু সকলে জানেন, বারেন্দ্র-কায়স্থের মধ্যে কেহই কৃষিজীবী বা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন না, বা কোনকালে কৃষিজীবী বলিয়া গণ্য ছিলেন না ;—তাঁহাদের আচার ব্যবহার এখনও ক্ষত্রোচিত রহিয়াছে ;—কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশিত "বারেন্দ্র কায়স্থের আচার" প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সকলের সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। এরূপ স্থলে কলিতা ও বারেন্দ্র-কায়স্থকে কখনই এক জাতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না !* না জানিয়া শুনিয়া এরূপ অযথা নিন্দাবাদ প্রকাশ করা গেট সাহেবের মত বিজ্ঞ রাজপুরুষের উচিত হয় নাই। বাস্তবিক যে রঙ্গপুর উপলক্ষে গেট সাহেব কলিতা জাতির আভাস দিয়াছেন, সেই রঙ্গপুর-জেলাবাসী অধিকাংশ বারেন্দ্র কায়স্থই কলিতার বিষয় কিছু-মাত্র অবগত নহেন। এমন কি, অনেকের মুখে শুনিলাম যে, পূর্ব্বে কখন তাঁহারা 'কলিতা' নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের সহিত কলিতা জাতির কোন কালে যে সংশ্রব ছিল না, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন আর নিশ্চিন্ত না থাকেন ; অন্ততঃ তাঁহাদের ভাবী বংশধরগণের বংশমর্য্যাদারক্ষার্থ ও এই অমূলক দোষ-ক্ষালনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন ;—এরূপ অন্যায় ও গর্হিত প্রসঙ্গ যেন ভবিষ্যতে কোন গবর্ণমেণ্ট-রিপোর্টে না পায়, যাহাতে বিদ্বেষিগণের নিন্দা করিবার কারণ আর না থাকিতে পারে, তজ্জন্য সকলে সমবেত হইয়া তীব্রভাবে প্রতিবাদ করুন ও রিপোর্ট হইতে ঐরূপ অযথা দোষারোপ উঠাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করুন। নিশ্চিন্ত থাকিলে কালে ঐরূপ মিথ্যাবাদ সত্যরূপে গণ্য হইয়া ভাবী বংশধরগণের যথেষ্ট মনঃক্ষোভের কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* এ সম্বন্ধে আগামিবারে প্রকাশ্য 'বারেন্দ্রকায়স্থের কলিতা অপবাদের প্রতিবাদ' বিষয়ক বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী কায়স্থের ভৃত্য-শূদ্রগণ সম্বন্ধে গেট সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The only one of these claims that deserves discussion is that of the Sudras to be considered Kayasths. These Sudras, as is well-known, are the servant-class of the Kayasths. Their origin is uncertain, but they are probably descended from various clean castes who were reduced to a position of servitude. The dividing line, at the present day, between them and the Kayasths is not very rigid, but it undoubtedly exists, and although rich Sudras may occasionally, be recognised as Kayasths, it by no means follows that the whole community should be so classed."

তাৎপর্য্য এই,—শূদ্রেরা যে কায়স্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎপক্ষে কিছু বলিবার আছে। সকলেই জানেন যে, ঐ সকল শূদ্রগণ কায়স্থগণের গোলামী করিয়া থাকে। তাহাদের মূল অনিশ্চিত, সম্ভবতঃ যে সকল জলাচরণীয় জাতি অবস্থাবৈগুণ্যে দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই সকল জাতি হইতে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে। কায়স্থ ও তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য তেমন দৃঢ় নহে, অথচ উভয় জাতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও ধনবান্ শূদ্রগণ প্রায়ই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতে যায়, তাহা বলিয়া সমস্ত কায়স্থ সমাজকে শূদ্রশ্রেণী মধ্যে গণ্য করা যায় না।

এখানে মহামতি গেট সাহেব অনেকটা স্পষ্ট কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ তাঁহার জানা উচিত যে, তিনি যে শূদ্রজাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে 'গোলাম কায়স্থ' বলিয়া গণ্য এবং তাহাদের সহিত চারিশ্রেণীর কোন কায়স্থগণের কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে একথাও বলিয়া রাখি যে, পূর্ব্ববঙ্গ ভিন্ন ঐরূপ গোলামকায়স্থের অস্তিত্ব বঙ্গদেশের আর কোথাও নাই। এই পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গজশ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে 'অচলা' নামে এক বিশাল কায়স্থসমাজ রহিয়াছে,—ঐ শ্রেণীর কোন কুলীন কায়স্থ তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, একথা বটে এবং অবস্থা মন্দ বলিয়াও তাহারা সমাজে হীনমর্য্যাদাপন্ন। এই সকল কথা কায়স্থের সহিত এক্ষণে মধ্যে মধ্যে কুলীনসংস্রব হইতেছে, সেজন্য বঙ্গজশ্রেণী মধ্যে শূদ্রসংস্রব ঘটিতেছে বলিয়া অনেকের মনে অমূলক ধারণা হইয়াছে, কিন্তু

ঐ সকল 'অচলা' প্রকৃত কায়স্থ-সন্তান, তাহারা কখনই শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ সকল কথা পশ্চিম বঙ্গের অনেকে অবগত নহেন বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

গেট সাহেব যে জাতিতত্ত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেবল ইহাই নহে। তিনি বিবাহপ্রথা ও আচার-ব্যবহার লিখিতে গিয়াও যথেষ্ট অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এখানে আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের বিবাহ-সম্বন্ধে তিনি যে ভ্রমাত্মক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"In Bengal proper the Kayasths are divided into Kulins and Mauliks. A Kulin must marry his eldest boy to a Kulin, but his other children may be married either to Kulins or Mauliks. A Maulik should, if possible marry his children of both sexes to Kulins, and his social position is lowered if he fails to do so. The Uttar Rarhi Kayasths always pay the bride-groom." (*Report, p. 255*)

অর্থাৎ—আসল বাঙ্গালায় কায়স্থগণ কুলীন ও মৌলিকে বিভক্ত। কুলীন অবশ্যই অপর কুলীনকন্যার সহিত জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিবেন এবং তাঁহার অপর পুত্রগণ কুলীন বা মৌলিকের ঘরে বিবাহিত হইতে পারিবে। মৌলিক যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কুলীন ঘরের স্বীয় পুত্রকন্যার বিবাহ দিবেন; যদি তিনি এরূপ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা হীন হইয়া থাকে। উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ সচরাচর বরের মূল্য দিয়া থাকেন।

গেট সাহেবের মন্তব্য হইতে উপরে যে কয় ছত্র উদ্ধৃত হইল, তাহা ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। আসল বাঙ্গালায় প্রধানতঃ চারিশ্রেণীর কায়স্থের বাস, উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। উপরে যে বিবাহপ্রথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রতি প্রযোজ্য,—অপর তিন শ্রেণীর কায়স্থের এরূপ বিবাহপ্রথা নহে। বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ীয়গণ যে বরের মূল্য দিয়া থাকেন, একথাও প্রকৃত নহে। উত্তররাঢ়ীয়গণের কন্যার সমান ঘরে আদান প্রদান হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই কুলনিয়ম। বঙ্গজ কুলীনগণের মধ্যে পুত্রকন্যা সকলেরই কুলীনের ঘরে বিবাহ দেওয়াই কুলপ্রথা। বারেন্দ্রকায়স্থের মধ্যে কুলীন ও

মৌলিক এরূপ আখ্যা নাই, সিদ্ধ ও সাধ্য এই দুই ভাব প্রচলিত। এই শ্রেণী... মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী এই শ্রেষ্ঠ বংশত্রয় মধ্যে কন্যাদান করা ও কন্যাগ্রহণ করা এই দুইটীই প্রধান নিয়ম। বলিতে কি, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর কুল জ্যেষ্ঠপুত্রগত নহে। সুতরাং গেট সাহেব বাঙ্গালাবাসী সকল শ্রেণীর কায়স্থের একপ্রকার কুলনিয়ম প্রকাশ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট হইতে প্রকাশিত সার্ব্বজনিক বিবরণী মধ্যে এরূপ ভ্রমপরিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

একে একে যে সকল ভ্রম প্রদর্শিত হইল, মহামতি গেট সাহেবের এ সম... সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক। এবারকার সেন্সাস রিপোর্টে এইরূপ আরও অনেক ভ্রম লক্ষিত হইল, বারান্তরে সে সমুদয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অবশেষে কায়স্থসভাকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া দুই একটী কথা জানাইতে হইতেছে—অবশ্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই আমার এই ক্ষুদ্র মন্তব্যের ভাবী সার্থকতা স্বীকার করিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গত অধিবেশনের কার্য্যাবলি দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কায়স্থসভা চারিশ্রেণির কায়স্থ মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধস্থাপনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। অবশ্য, সভার উদ্দেশ্য যে অতিমহৎ ও ভাবী কল্যাণকর, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্বন্ধসমিতি যে ভাবে এই দুরূহ ও বিষম কার্য্য সম্পাদনে সরলভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে না। বর্ত্তমান সেন্সাস্ রিপোর্ট পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন, আজ কাল নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছে, অনেক অজ্ঞাত-কুলশীল উচ্চ-জাতিভুক্ত হইবার জন্য যত্নবান্ হইতেছে; সুতরাং এরূপ অনর্থকর সময়ে সকল দিক্ না বুঝিয়া, উপযুক্তরূপে সমাজবন্ধন না করিয়া, চারিশ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে অগ্রসর হওয়া সমাজহিতৈষী কোন ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। একেই ত আমরা সমাজশৃঙ্খলতার অভাবে ভিন্ন জাতির নিকট লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে বসিয়াছি, তাহার উপর যদি সমাজবন্ধন না করিয়া, সকল সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা না বুঝিয়া ভাবী মঙ্গলের অলীক আশায় আশ্বাসিত হইয়া চারি সমাজে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাই, তাহা হইলে বিশুদ্ধ কায়স্থসমাজে অনায়াসেই কত ভেজাল আসিয়া

...পারে, তাহা প্রকাশ করিয়া লেখাই বাহুল্য। আমি যে সমাজের ...সেই সমাজেরই যখন সবিশেষ সংবাদ রাখি না এবং মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপরও নহে, তখন মনে করুন, চারি সমাজে সম্বন্ধবন্ধন সমাজ কর্ত্তৃক ...হইলে এবং ভিন্ন সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝিবার সহজ সুযোগ ...থাকিলে যে কোন অজ্ঞাত কুলশীল বা ইতর জাতি কায়স্থ-শ্রেণিচতুষ্টয়ের কোন এক শ্রেণীর পরিচয় দিয়া অনায়াসেই অপর কায়স্থসমাজে সম্বন্ধসূত্রে ...হইতে পারিবে. তাহাতে সমাজের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করাই বিশেষ অসুবিধা-...হইবে এবং নীচশোণিতসংস্রবে অনেক উচ্চশোণিত কলঙ্কিত হইবে, ...তে সন্দেহ নাই। তাই, আমার বিশেষ অনুরোধ, সমাজবন্ধন না করিয়া ...সমাজে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করা, এখন আমাদের কর্ত্তব্য নহে। কায়স্থ-...ার সূচনায় শ্রদ্ধাস্পদ পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় কায়স্থসভার পক্ষ হইতে ...উপদেশ দিয়াছেন, বিশেষ আবশ্যক বোধে আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া ...িতেছি,—

"কায়স্থসভা চারি শ্রেণীর কুলশাস্ত্রসংগ্রহের ও কুলগত সামাজিক ...িহাস প্রকাশের আয়োজন করিতেছেন। প্রতি সমাজের কুলীন ও ...লিকের সংখ্যা এবং পাত্রপাত্রীর সংখ্যাই বা কত, তাঁহাদের পরি-...ও আদানপ্রদানের নিয়মই বা কিরূপ প্রচলিত আছে, কায়স্থসভা ...ার তালিকা ও বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিবেন। তৎসাহায্যে ...আমরা জানিতে পারিব, কায়স্থসমাজে এখনও কত বিশুদ্ধ বংশ বর্ত্ত-...ান। এই সকল বিশুদ্ধ বংশের আচার ব্যবহার; রীতি নীতি ও কুলগত ...িহাস আলোচন দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিবেন, চারি ...শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধস্থাপন সম্ভবপর কি না?"

...উদ্ধৃত মন্তব্য অনুসারে কি কায়স্থ-সভা কার্য্য করিয়াছেন? আমার বিশ্বাস, ...কায়স্থসভা নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমে ...ঐ প্রস্তাব অনুসারে তালিকা ও বিবরণী সংগৃহীত হউক, তৎপরে বিচার করিয়া ...মত প্রকাশ করা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কর্ত্তব্য। বেশী কি বলিব, যদি আমা-

দের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিতে চাই, যদি আমাদের জাতীয় সম্মান, সামাজিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাসনা করি, চারি সমাজে সম্বন্ধস্থাপনরূপ সমাজশক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করি, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই বিরাট্ কায়স্থ-সমাজের তালিকা সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিতে হইবে, তদ্দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের চান্দ্রসেনীয়গণ কায়স্থ-সমাজ-বিশুদ্ধি রক্ষা হেতু প্রত্যেক নগরে ও প্রতিগ্রামবাসী চান্দ্রসেনীয়গণের সংখ্যা ও বিভিন্ন গোত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদেরও সেইরূপ প্রতি নগর ও গ্রামবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন গোত্রের কুলীন ও মৌলিক-নির্দ্দেশক লোক সংখ্যার তালিকা করিতে হইবে। সে দিন যেমন এদেশে দাক্ষিণাত্য-বৈদিকসভার কল্যাণে দেশীয় প্রতিপল্লীতে কোথায় কত দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস আছে, তাহার সংখ্যা ও তালিকাসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইরূপ কায়স্থসভা ও বিভিন্ন সমাজের প্রধানগণের সমবেত চেষ্টায় কোন্ গ্রামে বা কোন্ নগরে কোন্ কোন্ গোত্র বা উপাধিধারী কত কুলীন মৌলিক আছেন, তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। যতদিন না এইরূপ কুল ও বংশপরিচায়ক কায়স্থ-সংখ্যার তালিকা সংগৃহীত হইবে,—বলিতে কি যতদিন না কায়স্থসমাজের স্বতন্ত্র সেন্সাস্ ও তাহার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত না হইবে, ততদিন চারি সমাজে সম্বন্ধস্থাপন কখনই বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। প্রাচীন কুলগ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন, যে প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সামাজিকগণের নিজের ও পিতার নাম, ধাম, গোত্র ও উপাধি লিখিয়া রাখিয়াছেন, সেই তালিকা দেখিয়াই কুলাচার্য্যগণ বহু দূরবাসী বিভিন্ন কায়স্থমধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বিধান করিতেন। এইরূপ বংশপরিচায়ক বিভিন্ন তালিকা থাকায় অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তি সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না, সমাজের শৃঙ্খলা ছিল, বংশের বিশুদ্ধিতারক্ষায় সকলের দৃষ্টি ছিল। এখন সে দিন গিয়াছে, সে কুলগ্রন্থসমূহ অতি বিরলপ্রচার, সে কুলাচার্য্যও এখন বিলুপ্ত প্রায়, সমাজের সকল সংবাদ বলিতে পারেন, এরূপ লোক খুঁজিয়া মেলা ভার! তাই সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা, তাই আভিজাত্য ও বংশমর্য্যাদার অভাব, তাই নিম্ন শ্রেণীর লোকে উচ্চ হইবার জন্য সচেষ্ট!" এই জন্যই বলিতে ছিলাম, উপযুক্ত তালিকা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া ব্যতীত কখনই আমরা ভিন্ন সমাজে সম্বন্ধ ঘটাইতে প্রস্তুত নহি। যদি হিন্দুত্বের দিকে, যদি বংশমর্য্যাদার প্রতি, কাহারও সমাজের লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া, আসুন, আমরা সকলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা প্রথমে এই মহাকার্য্য সাধনের আয়োজন করি, অবশ্য দুই একদিনে এই মহাকার্য্য কখন সুসিদ্ধ হইবার নহে, কিন্তু যদি কায়স্থসভার যত্ন থাকে, যদি কায়স্থ-প্রধানগণের সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে দুই একদিনে না হউক, দশদিন পরেও যে আমরা এই মহাকার্য্য সমাধা করিতে পারিব, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

আদিশূর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[যশোবর্ম্মা]

চন্দ্রবংশ-কুলভূষণ কনোজাধিপ যশোবর্ম্মার খ্যাতি ইতিহাসে অবিদিত নাই। তাঁহার বীরত্ব, দয়া, ধর্ম্ম, প্রজাবৎসলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী একদিন তাঁহাকে নৃপসমাজে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল। রাজকবি বাক্‌পতি লালিত্যময়ী কাব্য-গীতিতে তাঁহার গুণকথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাক্‌পতিরচিত 'গৌড়-বহো' বা 'গৌড়বধ'-কাব্য রাজা যশোবর্ম্মার গৌড়বিজয় লইয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল। প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়রাজের পরাজয় মানসে রাজা যশোবর্ম্মা স্বীয় বাহিনী লইয়া উত্তরবঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে অসংখ্য গৌড়ীয়সেনার নাশ ও গৌড়রাজের নিধন হয় বলিয়া গ্রন্থখানি 'গৌড়বধ' নামে প্রচারিত হয়।

কবিবর বাক্‌পতি শূরশ্রেষ্ঠ রাজার বীরত্বকাহিনী প্রকটিত করিতে গিয়া প্রসঙ্গ-ক্রমে দেশের তৎকালীন অবস্থা এবং তাঁহার ও তৎপ্রতিপালক রাজা যশোবর্ম্মের সাময়িক অন্যান্য রাজন্য বা কবিগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানি

১২০৯ শ্লোকে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে বিভিন্ন কুলকে পুরাণপ্রসঙ্গে রাজার বিভিন্ন কীর্ত্তি সামঞ্জস্য বিধান করাইয়া কবি নিজের ও কাব্যনায়কের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

কান্যকুব্জপতি কখন ইন্দ্রের সমতুল্য মহাপ্রভাবশালী বলিয়া বর্ণিত। মন্ব- প্রলয়ান্তে তিনিই (রাজা যশোবর্ম্মা) যেন বালক-হরিরূপে সৃষ্টির রক্ষাবিধান সঙ্কল্পে পুত্রনির্ব্বিশেষে রাজ্য পালন করিতেছেন। কারণ তাঁহার বীরত্ব-প্রভাব অপ্রতিহত থাকায়, তাঁহার প্রজাবর্গকে কখনও বিপক্ষের নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই। একমাত্র তাঁহার প্রতাপই তাঁহার ধরিত্রী শাসন ও পালন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বিজিত অরাতিবৃন্দের বাপীনীরে জলক্রীড়া এবং রণশয্যাশায়ী শত্রুসেনাসমূহের কুলকামিনীগণের বৈধব্যঘটনা তাঁহার বীরত্বকাহিনীর উজ্জ্বল পরিচয় স্থল।

রাজা যশোবর্ম্মের গৌড় 'বিজয়যাত্রা' পাঠ করিলে আমাদের মহাকবি কালি- দাসের রঘুবংশে অজরাজের দিগ্বিজয়যাত্রা মনে পড়ে। এই কবি বাক্‌পতির অভিযানবর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যে, রাজা গজাশ্বরথ-বাহিনী সমাকুল হইয়া ইন্দ্রকে লাঞ্ছনাপূর্ব্বক অভীষ্টপথে গমন করিতেছেন। পুরাঙ্গনাগণ গবাক্ষকক্ষে সমাসীন হইয়া জয়োল্লাসে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। শারদীয় শোভাসম্পূর্ণ প্রান্তর-ভূমির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে তিনি শোণ-নদের উপ- ত্যকাভূমে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এখান হইতে রাজা সদলে বিন্ধ্যপর্ব্বতে আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনী (কালী) দেবীর পূজা ও অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে নানা স্থান অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে হেমন্ত, শীত ও বসন্তকাল অতিবাহিত হইল। গ্রীষ্মের প্রখর কিরণজালে দাবদগ্ধ বনরাজির ন্যায় তাঁহার তাপক্লিষ্ট সেনামণ্ডলী অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে বর্ষার শীতল কোমল বারিধারা অঙ্গে মাখিয়া গৌড়রাজ্যে সমানীত হইল। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া গৌড়ীয় সামন্ত ও সেনানীবর্গ পলায়ন করিল, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহারা পুনরায় কনোজাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গৌড়ীয় সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল। পলায়নপর গৌড়রাজ মগধাধিপ বিজেতা যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন।* অতঃপর কনোজ-

* গ্রন্থে গৌড়রাজের নাম, ধাম ও তাঁহার নিধনবার্ত্তার বিশেষ কোন কারণ লিখিত হয় নাই।

াধিপ সমুদ্রোপকূলের বনশোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক বঙ্গেশ্বরকে পরাভব ও বশে আনয়ন করিয়া মলয় পর্ব্বত (সহ্যাদ্রির দক্ষিণে) সন্নিধানে দাক্ষিণাত্যপতিকে পরাজয় করেন। এইখানে সমুদ্রতীর পরিদর্শন করিয়া তিনি পারসিক জাতিকে যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পশ্চিমবাসী প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট হইতে করসংগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়োল্লাসে দৃপ্ত রাজা যশোবর্ম্মা ক্রমে নর্ম্মদাতীরে আসিয়া সমুপস্থিত হন। এখানে রাজা কার্ত্তবীর্য্যের পবিত্র কীর্ত্তি ও নদীমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া কএকদিন তথায় অবস্থান করেন। পরে সমুদ্রতীরে নির্ম্মল বায়ু সেবনপূর্ব্বক রণক্লেশ অপনোদনের জন্য কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করিলেন, অনন্তর সদলে মরুদেশ (মারবাড়) ও শ্রীকণ্ঠ (থানেশ্বর) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। থানেশ্বরে জনমেজয়ের "সর্পসত্র" কথা স্মরণ করিয়া তিনি সেই পবিত্র ক্ষেত্রে কএকদিন যাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর কুরুক্ষেত্রে জলক্রীড়া সমাপন করিয়া ভারতীয় যুদ্ধের খ্যাতনামা যোদ্ধা কর্ণের রণক্ষেত্র সন্দর্শনে আগমন করেন।

কুরু-পাণ্ডবগণের সেই লীলাক্ষেত্র হইতে ক্রমে রাজা যশোবর্ম্মা অযোধ্যা- নগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে তিনি একদিনে একটী সুরপ্রাসাদ (মন্দির) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতঃপর মন্দরপর্ব্বতবাসী জনগণকে পরা- ভবকরণ মানসে তদভিমুখে যাত্রা করেন। মন্দরবাসী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিতহৃদয়ে যক্ষেশ্বরের বিলাসভূমি হিমালয় দেশে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রাজ্যবিজয়-বাসনা সমাপন করিয়া রাজ্যেশ্বর যশোবর্ম্মা স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজভবনে আনন্দ উৎস ছুটিল। রাজা অধীনস্থ সামন্ত ও সমভিব্যহারী বিজিত রাজন্যগণকে সৌৎসুক্যে বিদায় দিলেন। গৌড়- বিজয়ের পর তিনি যে সকল রূপমাধুর্য্যময়ী মাগধ-রাজকুল-ললনাকে বন্দিরূপে আনিয়াছিলেন। ক্রীতদাসীর ন্যায় সেই সকল রাজকুলবধূ কনোজ-রাজদরবারে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার রাজশ্রীমণ্ডিত বরবপুতে চামর ঢুলাইয়াছিল।

কবি বাক্‌পতি যেরূপ উজ্জ্বল ভাষায় ও যেরূপ উৎসাহে তাঁহার 'গৌড়বধ' মহা- কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিপালক যশোবর্ম্মার বিজয়কাহিনী যেরূপভাবে প্রথমে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি গৌড়বধকাহিনী লিপি- বদ্ধ যেন কোন আকস্মিক কারণে, যেন কোন দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার মহাকাব্যের

নায়কের শেষে আর সেরূপ পরিচয় দিতে পারিলেন না, যে গৌড়রাজকে বধ করিয়া যশোবর্ম্মা যশোভাজন হইয়াছিলেন, কবি যেন সেই গৌড়রাজের নামটা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না; ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব, কনোজপতির এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা বর্ণনা করা কবি উপযুক্ত মনে করেন নাই এবং যদ্দ্বারা তাঁহার মহাকাব্যের উপসংহার লিখিতে যেন সময় হয় নাই। সে দুর্ঘটনার কথা কবি বাক্‌পতি প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু কাশ্মীরের কবি-ঐতিহাসিক কহ্লণ নিজ রাজতরঙ্গিণী মধ্যে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন;—

"কন্যানাং যত্র কুব্জত্বং ব্যধাদ্গাধিপুরে মরুৎ।
তত্রৈব শংসনীয়ঃ স পুংসাং চক্রে ভয়স্পৃশাম্॥
যশোবর্ম্মাদ্রিবাহিন্যাঃ ক্ষণাৎ কুর্ব্বন্ বিশোষণম্।
নৃপতির্ললিতাদিত্যঃ প্রতাপাদিত্যতাং যযৌ॥
মতিমান্ কান্যকুব্জেন্দ্রঃ প্রত্যভাৎ কৃত্যবেদিনাম্।
দীপ্তং যল্ললিতাদিত্যং পৃষ্ঠং দত্ত্বা ন্যষেবত॥
তৎসহায়াস্ততোঽপ্যাসন্নিকামমভিমানিনঃ।
কুসুমাকরতোঽপ্যুচ্চৈঃ সুরভিশ্চন্দনানিলঃ॥
শ্রীযশোবর্ম্মণঃ সন্ধৌ সান্ধিবিগ্রহিকো ন যৎ।
নয়ং নিয়মনালেখে মিত্রশর্ম্মাস্য চক্ষমে॥
সোঽভূৎসন্ধির্যশোবর্ম্ম-ললিতাদিত্যয়োরিতি।
লিখিতেনাদিনির্দ্দেশাদনর্হত্বং বিদন্ প্রভোঃ॥
সুদীর্ঘবিগ্রহাশান্তৈঃ সেনানীভিরসূয়িতাম্।
ঔচিত্যাপেক্ষতাং তস্য ক্ষিতিভৃদ্বহুমন্যত॥
প্রীতঃ পঞ্চমহাশব্দভাজনং তং ব্যধত্ত সঃ।
যশোবর্ম্মনৃপং তঞ্চ সমূলমুদপাটয়ৎ॥
অষ্টাদশানামুপরি প্রাকৃসিদ্ধানাং তদুদ্ভবৈঃ।
কর্ম্মস্থানৈঃ স্থিতিঃ প্রাপ্তা ততঃ প্রভৃতি পঞ্চভিঃ॥
মহাপ্রতীহারপীড়া স মহাসন্ধিবিগ্রহঃ।
মহাশ্বশালাপি মহাভাণ্ডাগারশ্চ পঞ্চমঃ॥

মহাসাধনভাগশ্চেত্যেতা যৈরভিধাঃ শ্রিতাঃ।
শাহিমুখ্যা যেম্বভবন্নধ্যক্ষাঃ পৃথিবীভুজঃ॥
কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৪। ১৩৩—১৪৪)

পবন যেখানে কন্যাগণকে কুব্জ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই গাধিপুরে (কান্যকুব্জে) অতি অল্পকাল মধ্যে রাজা যশোবর্ম্মার বাহিনীদল বিক্ষোভিত করিয়া নরপতি ললিতাদিত্য প্রতাপে আদিত্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মতিমান্ কান্যকুব্জপতি উদ্দীপ্ত ললিতাদিত্যকে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নীতিজ্ঞ বিচক্ষণগণের নিকট বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা যশোবর্ম্মার যাঁহারা সহায় ছিলেন, তাঁহারা এ কার্য্যে বড়ই অভিমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইবেই বা কেন, বসন্তকাল অপেক্ষা চন্দানিলেরই প্রাধান্য কিছু অধিক। যশোবর্ম্মা ও ললিতাদিত্য উভয়ের সন্ধিসম্বন্ধে যে সকল নিয়মপত্রাদি, তাহা যশোবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা লিখিত হয়। "যশোবর্ম্মা ও ললিতাদিত্যের এই সন্ধি হইল" সন্ধিপত্রে এই কথা লিখিত হওয়ায় ললিতাদিত্যের সান্ধিবিগ্রহিক মিত্রশর্ম্মা প্রভুর নাম পূর্ব্বে নির্দ্দেশ না দেখিয়া প্রভুর অসম্মান মনে করিয়াছিলেন। উৎকট যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে উদ্ধত সেনানীগণ এই ব্যাপারে অসূয়া প্রকাশ করিলেন। রাজা মিত্রশর্ম্মার এইরূপ ঔচিত্য ব্যবহারে তাঁহার উপর বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি প্রীত হইয়া মিত্রশর্ম্মাকে পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ অষ্টাদশটী কর্ম্মস্থান হইতে উদ্ভব পাঁচটী প্রধান কর্ম্মস্থানের কর্ত্তৃত্বরূপ পঞ্চ মহাশব্দ দ্বারা ভূষিত করিলেন। সেই পাঁচটী কর্ম্মস্থানের নাম—মহাপ্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভোগ। এই সকল বিষয়ে শাহিমুখ্য রাজগণই পূর্ব্বে অধ্যক্ষ হইতেন। যশোবর্ম্মা সপরিবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত বিজিত রাজা যশোবর্ম্মা ললিতাদিত্যের গুণ ও স্তুতি করিবার জন্যই যেন বন্দিত স্থানে গমন করিলেন।

কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক যশোবর্ম্মার পরাজয় এবং কনোজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীর-রাজসভায় মহাকবি ভবভূতি ও রাজকবি বাক্‌পতির গমন-

হেতু গৌড়বধকাব্য এক প্রকার সম্পূর্ণ হয় নাই, এই দুর্ঘটনা প্রকাশ করা কবি বাক্‌পতি উপযুক্ত মনে করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি এতদিন যে 'কমলায়ুধ' উপাধি-ধারী যশোবর্ম্মদেবের সভায় রাজকবিরূপে বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন, যে রাজার আদর অভ্যর্থনা তিনি ইহজীবনে ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ, যে কমলায়ুধকে তিনি আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া মনে করিতেন, সেই মহানুভবের বিজয়কাহিনী ঘোষণা করিতে গিয়া কেমন করিয়া আবার তাঁহারই পরাজয় কীর্ত্তন করিবেন? এইরূপে ভাবী কালে কবিবর গৌড়রাজ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সম্ভবতঃ অপর গৌড়রাজের নাম প্রকাশ করিয়া স্বীয় মহাকাব্যের গৌরব-প্রকাশে তৎপর হন নাই।

যাহা হউক, রাজতরঙ্গিণী হইতে বুঝিতে পারিতেছি,—যে কনোজাধিপ যশোবর্ম্মের সভায় কেবল বাক্‌পতি বলিয়া নহে, মহাকবি ভবভূতিও বিরাজ করিতেন। গৌড়বধ কাব্য হইতে আরও জানিতে পারি যে, কবি বাক্‌পতির প্রতিপালক মহারাজ যশোবর্ম্মার অপর এক নাম কমলায়ুধ। বপ্পভট্টি-স্থরিচরিত, প্রবন্ধকোষ, প্রভাবকচরিত, পট্টাবলী, তীর্থকল্প প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, কনোজ-পতি যশোবর্ম্মার পুত্রের নাম আমরাজ। ইঁহার সহিত গৌড়াধিপতি ধর্ম্মের (ধর্ম্ম-পালের) বিচারসংগ্রাম চলিয়াছিল। প্রভাবকচরিত হইতে সেই বিবরণ উদ্ধৃত করা এখানে আবশ্যক মনে করি :—

"পাটলীপুরে শূরপাল (বপ্পভট্টি) জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়। এ সময়ে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সহিত গৌড়াধিপ ধর্ম্মের ঘোর শত্রুতা ছিল। শূরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণাবতী নগরে আগমন করেন। এ সময়ে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মের প্রধান সভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বাক্‌পতির সাহায্যে শূরপাল গৌড়রাজসভায় অতীব সম্মানের সহিত রাজ-গুরুরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে আমরাজ কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি শূরপালকে আপনার সভায় আনাইলেন। গৌড়রাজ ধর্ম্ম তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তিনি আমরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা চিরদিনই উভয় উভয়ের শত্রু। বৃথা আর শস্ত্রযুদ্ধ না করিয়া আসুন

আমরা শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমার রাজ্যে বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে একজন বৌদ্ধ-পণ্ডিত আসিয়াছেন। আপনার যে কোন সভা-পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই সংগ্রামে যাঁহার পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনিই স্বরাজ্য বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিবেন।' ধর্ম্মের আহ্বানে আমরাজের পক্ষ হইতে শূরপাল আসিয়া বিচারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধনকুঞ্জর গুটিকা-সিদ্ধ ছিলেন। তৎপ্রভাবে তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই কৌশল আর কেহ জানিত না, কেবল বাক্‌পতির জানা ছিল। শূরপাল বাক্‌পতির শরণাপন্ন হইলেন ও পূর্ব্বসৌহার্দ্দ জানাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। বাক্‌পতি বন্ধুকে বর্দ্ধনকুঞ্জরের কৌশল গোপনে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে বিচার উপস্থিত হইবার সময়ে বর্দ্ধনকুঞ্জরের গুটিকাটী মুখে দিবার পূর্ব্বেই কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি তাহা সরাইয়া ফেলিলেন। গুটিকা অভাবে বর্দ্ধনকুঞ্জর পরাস্ত হইলেন। ধর্ম্ম নিজ বিস্তীর্ণ রাজ্যসম্পদ কনোজাধি-পতির করে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আমরাজ বপ্পভট্টির আদেশে ধর্ম্মরাজকে গৌড়রাজ্য সমর্পণ করিলেন ও উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। ৮৯০ বিক্রম সংবতে (৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) মগধতীর্থে আমরাজের মৃত্যু হয়।"

খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের ২৭ শ্লোকে লিখিত আছে, 'ভোজমৎস্যাদি নরপতিগণের আগ্রহে ও পঞ্চালবাসিগণের হর্ষে তিনি কান্যকুব্জপতিকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।'*

এই কান্যকুব্জপতি কে? ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র নারায়ণপালের (ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

"জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনুরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিন্যাথ পিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"

অর্থাৎ যিনি (ধর্ম্মপাল) ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবৃন্দকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজশ্রী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার তিনিই ইন্দ্ররাজের পিতা নাতিখর্ব্ব চক্রায়ুধকে সেই (রাজলক্ষ্মী) প্রদান করেন।

* "হৃষ্যৎ পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো।
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতা লক্ষ্ম যেন॥" (ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন,

উক্ত তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইন্দ্ররাজ নিজ পিতা চক্রায়ুধকে পদচ্যুত করিয়া কনোজের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আবার ধর্ম্মপাল সেই ইন্দ্ররাজকে পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতে পঞ্চালের লোকেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হইতেছে, পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ চক্রায়ুধের অধিকারভুক্ত ছিল; পরে তাঁহার দুর্বৃত্ত পুত্র ইন্দ্ররাজ পিতৃ-অধিকার কাড়িয়া লইয়া উত্তরাপথবাসী তাঁহার পিতার অনুরক্ত প্রজাদিগের উপরও অত্যাচার করিয়াছিলেন।

জিনসেন-বিরচিত অরিষ্টনেমি পুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে (৬৬সর্গে) লিখিত আছে;—

"শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরান্।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং॥"

অর্থাৎ ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) (বিন্ধ্যাদ্রির) উত্তরদেশে ইন্দ্রায়ুধ এবং দক্ষিণদিকে (রাষ্ট্রকূটরাজ) কৃষ্ণপুত্র শ্রীবল্লভ রাজত্ব করেন।

উত্তর-দেশাধিপতি ইন্দ্রায়ুধই চক্রায়ুধের পুত্র এবং নারায়ণপালের তাম্রশাসনে "ইন্দ্ররাজ" নামে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে আরও জানিতে পারি যে, আমরাজের পুত্র ইন্দুক (বা দন্দুক) পাটলীপুত্রনগরে বিবাহ করেন, তিনি পিতৃদ্বেষী ও নিতান্ত অধার্ম্মিক ছিলেন; এমন কি, তাঁহার শিশুপুত্র ভোজ তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য মাতুলালয়ে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে এই ভোজের হস্তেই ইন্দুক লীলাসম্বরণ করেন।

উক্ত পিতৃদ্বেষী ইন্দুকই বিভিন্নস্থলে ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ নামে পরিচিত। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বহু জৈনগ্রন্থমতেই আমরাজ কান্যকুব্জের অধিপতি এবং ধর্ম্মের সমসাময়িক ও শেষে মিত্র ছিলেন। তাঁহার অবাধ্য পুত্র ইন্দ্র বা ইন্দুক তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিয়া কিছুদিন ভোগ করিবার পর ধর্ম্মপালের যত্নেই তিনি পুনরায় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে দেখাইয়াছি যে আমরাজের পিতা যশোবর্ম্মার একটী নাম কমলায়ুধ। এখন তাম্রশাসন ও জৈনপুরাণসাহায্যে জানা যাইতেছে, যশোবর্ম্মার যেমন অপর নাম কমলায়ুধ, সেইরূপ আমরাজের অপর নাম চক্রায়ুধ এবং তৎপুত্র ইন্দুক বা দন্দুকের অপর

নাম ইন্দ্রায়ুধ ছিল অর্থাৎ পুত্র, পিতা ও পিতামহ এই তিন জনেই 'আয়ুধ' যুক্ত নাম ব্যবহার করিতেন।

জৈনগ্রন্থে আমরাজ একজন গোঁড়া জৈন ও বপ্পভট্টি শূরপালের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এরূপস্থলে তখনকার কনোজ-রাজসভায় জৈনধর্ম্মেরই প্রভাব বলা যায়। সুতরাং বেদমার্গ-প্রচারক ব্রাহ্মণগণ কিরূপে কনোজ-সভা হইতে গৌড়ে আগমন করিবেন? এবং এদেশীয় কুলগ্রন্থে কনোজপতি বীরসিংহ কিরূপেই বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক বলিয়া বর্ণিত হইলেন?

উত্তরে বক্তব্য এই যে, কবি বাক্‌পতির বর্ণনায় যশোবর্ম্মার দেবদ্বিজে ভক্তি ও তংকৃত বিন্ধ্যবাসিনীর অর্চ্চনা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, তাঁহার পুত্র আমরাজ জৈনধর্ম্মানুরাগী হইলেও যশোবর্ম্মা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন এবং তাঁহার সভায় হিন্দুধর্ম্মেরই যথেষ্ট সমাদর ছিল। বাক্‌পতির গৌড়বধ কাব্য আলোচনা করিয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে, তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়াই গৌড়ের বৌদ্ধরাজকে দমন করেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধাধিকার বিস্তৃত ছিল, তাহা এ দেশীয় কুলগ্রন্থসমূহেও স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য কান্যকুব্জজয়ের পর গৌড় জয় করেন এবং এখানকার একজন রাজাকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়া ত্রিগ্রামি-দ্বারা তাহার বধসাধন করিয়াছিলেন। সেই রাজহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কএক জন গৌড়বীর কাশ্মীরে গিয়া রামস্বামীর মন্দির ধ্বংস ও রামস্বামীর মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে সেই দুঃসাহসী বীরগণ নিজ রাজার নাম স্মরণ করিয়া অসংখ্য কাশ্মীরী সৈন্যের হস্তে একে একে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই গৌড়ীয় বীরগণের অপূর্ব্ব বীরত্ব ঘোষণা করিবার জন্য সাড়ে সাতশত বর্ষ পূর্ব্বে কলহণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥"

বলিতে কি, যদিও ব্রহ্মাণ্ড রামস্বামী শূন্য হইয়াছে, আজও সেই মন্দিরে যদিও কিছু নাই, তথাপি (প্রভুভক্ত) গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ রহিয়াছে।

হিন্দুর হস্তে দেবমন্দির বা দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ কখনই সম্ভবপর নহে, এরূপ স্থলে গৌড়রাজ ও তাঁহার অনুরক্ত প্রজাগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, কাশ্মীরপতি কায়স্থপ্রবর ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তৎপুত্র আদিশূররাজ-জামাতা জয়াদিত্য ৭৫১ হইতে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, কনোজপতি যশোবর্ম্মা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বহু পূর্ব্বে দেশীয় কুলগ্রন্থসমূহ ও রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, বেদমার্গপ্রবর্ত্তক আদিশূর উপাধিধারী গৌড়াধিপ জয়ন্ত নিজ জামাতা জয়াদিত্যের সাহায্যেই বৌদ্ধভূপালগণকে পরাজয় করিয়া পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কান্যকুব্জপতি বিপ্রভক্ত ও বেদমার্গানুরক্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বাস্তবিক কুলগ্রন্থের বীরসিংহ ও ইতিহাসের যশোবর্ম্মা অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়ভূমি বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়াই তিনি প্রথমে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। প্রায় ৭৫১ কি ৭৫২ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্যের হস্তে পরাজিত হইয়াই তিনি ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জয়াদিত্যের হস্তে কান্যরাজের পরাজয়কাহিনী পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এই সময় হইতেই আমরা গৌড়ে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় স্বীকার করিতে পারি।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মহাকবি ভবভূতি রাজা যশোবর্ম্মার সভায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার মালতীমাধব, বীরচরিত ও উত্তরচরিত এই কাব্যত্রয় আলোচনা করিলে সে সময়ের সমাজচিত্র আমরা বেশ দেখিতে পাই। কুমারিল ও শঙ্কর বৌদ্ধমতপ্লাবিত ভারতভূমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৈদিক-ক্রিয়াকলাপের পুনঃস্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় দৃশ্যকাব্যে যেন সেই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মালতীমাধবে পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, তৎকালে বৌদ্ধসমাজের ভগ্নদশা বলিয়াই মনে হয়। মালতীমাধবকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং মালতীর সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শিবপূজার্থে পুষ্পচয়ন, ইত্যাদি অবলোকন করিলে মনে হয়, যেন হিন্দুধর্ম্ম আবার নবীন সাজে ও নব অনুরাগে পুনরভ্যুদিত হইতেছিল। বাস্তবিক হিন্দুরাজার প্রভাবে বৌদ্ধগণ শিবপূজা করিবেন, কি বুদ্ধের অনুসরণ করিবেন, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছিল, এ সময় বৌদ্ধগণও ক্রমেই লে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঢলিয়া পড়িতেছিল,—এমন কি, তাহারা হিন্দুসংহিতাদি পাঠে মনোযোগী হইতেছিল। এই সময়ে তান্ত্রিকসমাজের চিত্র অতি ভীষণ ও ভা

যোচনায়। মালতীমাধবের পঞ্চমাঙ্কে চামুণ্ডা সমীপে এবং বাক্‌পতির বর্ণনায় বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মুখে নরবলির চিত্র বিভীষিকাময়। ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তনের যত্ন সুস্পষ্ট। লবকুশের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন; রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; ভাণ্ডায়নাদির ব্রহ্মচর্য্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি পদে পদেই যেন সেই প্রাচীন বৈদিকসমাজের চিত্র মনে আসিয়া পড়ে। ভবভূতি বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া বৈদিক সমাজের আদর্শ গঠন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করেন, ভবভূতির গ্রন্থত্রয়ে সেই গূঢ় উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক কনোজরাজসভা হইতেই উত্তরভারতে বেদমার্গপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছিল, মহারাজ যশোবর্ম্মা দুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিকধর্ম্মস্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন, সেই জন্যই তিনি বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে হরির অন্যতর অবতার বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক তিনি হিন্দুসমাজে যেন নব ভাব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গৌড়বাসীকে তাহার অমৃতময় ফলাস্বাদ করাইবার জন্যই আদিশূর কনোজরাজসভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। গৌড়ের সিংহাসনে প্রথম যখন তিনি অভিষিক্ত হন, তখন হইতেই কনোজের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, সেই জন্যই বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৬৫৪ শক অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দ হইতেই গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়নের আয়োজন চলিতেছিল;—কিন্তু তখনও গৌড়ে হিন্দু-আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই, তখনও বৌদ্ধপ্রভাব;—বৌদ্ধাচার ও তান্ত্রিকতায় গৌড়ভূমি সমাচ্ছন্ন,—অতি সহজেই আচারভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কান্যকুব্জবাসী নিষ্ঠাবান্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ প্রথমে গৌড়ে আসিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু শুভক্ষণে কাশ্মীরের কায়স্থরাজ বিশ্ববিজয়ী ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিলেন, শুভক্ষণে কাশ্মীর ও গৌড় সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, উভয় জয়ের বিজয়-নিশান শুভক্ষণে কান্যকুব্জহৃদয়ে সুশোভিত হইল,—তাই আবার গৌড়মণ্ডল কিছুদিনের জন্য বৈদিকধর্ম্মপ্রচারকের লীলাক্ষেত্র,—যজ্ঞভূমির আস্পদীভূত হইয়াছিল! আজও যে বঙ্গভূমে হিন্দুধর্ম্মের কঠোর অনুশাসনসমূহ প্রতিপালিত ও বঙ্গবাসী

ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত দেখা যাইতেছে, সব গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যে সদাচার প্রতিপালনের জন্য বঙ্গবাসী উন্মুখ,—এখনও যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যরূপ সমাজশাসনে বঙ্গের হিন্দুসমাজ-নিয়ন্ত্রিত, সেই মিলনের দিন হইতেই তাহার সূচনা। পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইতেই তাহা প্রস্তাবিত এবং পঞ্চ কায়স্থ হইতেই তাহা সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিল।

যতদিন যশোবর্ম্মা জীবিত ছিলেন, ততদিন কান্যকুব্জে পৃথুর রাজ্য চলিয়াছিল, বিপদে সম্পদে হিন্দুকুলতিলক যশোবর্ম্মা একদিনের জন্যও স্বীয় উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। কত বৈদেশিক আক্রমণে তিনি উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, কতবার কাশ্মীর-সৈন্য কান্যকুব্জের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি যশোবর্ম্মা কনোজের সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুধর্ম্মোদ্ধারের যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আজও কান্যকুব্জ বঙ্গবাসীর চক্ষে সাগ্নিক বিপ্রের লীলাভূমি ও বেদবিধিপালনকারী বুদ্ধিজীবী কায়স্থগণের আদিজন্মভূমি বলিয়া পুণ্যময় মহাক্ষেত্ররূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কালের কি কঠোর নিয়ম! আমাদের সেই পুণ্যভূমির আজি কি দুরবস্থা! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! এখন তথায় ম্লেচ্ছপ্রভাব—রাক্ষসীনীতি প্রবর্ত্তিত! সেই স্বর্গপুরী এখন যেন নরকে পরিণত! আর বঙ্গভূমি, ইহারই বা আর কি আছে, তান্ত্রিকতার প্রভাবে ইহার অস্থি মজ্জা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে বেদমার্গপ্রচারের জন্য গৌড়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের অভ্যুদয়, এখন সেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বংশধরগণ সম্পূর্ণ বেদশূন্য;—বৈদিকমার্গের আবশ্যকতা কেহই স্বপ্নেও একবার চিন্তা করেন না। ওহো! কি পরিতাপের বিষয়! ইহাই কি আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতি অনুরাগ, ইহাই কি আমাদের সদাচার!

যতদিন কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তত দিনই যেমন বৈদিকধর্ম্ম প্রচারে আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল, সেইরূপ যতদিন আদিশূর গৌড়-সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, ততদিনই বৈদিকধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উদ্যম ও প্রকৃত কার্য্য লক্ষিত হইয়াছিল। যেমন রাজা যশোবর্ম্মার তিরোধানের পর তৎপুত্র আমরাজ কর্ত্তৃক বেদবিদ্বেষী জৈনধর্ম্ম অবলম্বিত হইল, সেইরূপ আদিশূরের তিরোধানের সহিত ও তদ্বংশধর কর্ত্তৃক অক্ষমতাপ্রযুক্ত পাল-রাজ্যবিস্তারের সহিত গৌড়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"আপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্ গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাহভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞা-বাক্য-বিবেকশীলবিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো-
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়-বংশোদ্ভবে॥"

অর্থাৎ আদিশূরের পর তাঁহার বংশীয়েরাই কিছুদিন গৌড়রাজ্যে অধীশ্বর ছিলেন। তাহার পর দৈববলে দেবপালও গৌড় রাজ্যে প্রবল রাজা হইয়াছিলেন। ইনি প্রজ্ঞা, বিবেক, শীলবিনয়সম্পন্ন ও শুদ্ধাশয় ছিলেন, ইহার নিজ কুলধর্ম্মে (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মে) বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

উক্ত কুলগ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে আদিশূরের বংশধরগণ বেশী দিন রাজ্য-সুখভোগ করিতে পারেন নাই। গৌড়ে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী দেবপালের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের গুণে যে তাঁহার প্রজামণ্ডলী আবার তাঁহার কুলধর্ম্মে অনুরক্ত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কনোজপতি যশোবর্ম্মা যেমন গৌড়াধিপ আদিশূরের সমসাময়িক, সেইরূপ যশোবর্ম্মপুত্র জৈনধর্ম্মাবলম্বী আমরাজ গৌড়ের বৌদ্ধরাজ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক, আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে) প্রথম ব্রাহ্মণানয়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু যাঁহার বলবীর্য্যপ্রভাবে তিনি পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বররূপ 'আদিশূর' উপাধি ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই কাশ্মীরাধিপ জয়াদিত্য রাজতরঙ্গিণীর মতে ৭৫১ হইতে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। এ দিকে দেখা যায় যে, বেদমার্গনিরত যশোবর্ম্মা (কমলায়ুধ) ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎপুত্র আমরাজ চক্রায়ুধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আবার দেখা যাইতেছে, আমরাজের পুত্র ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরদেশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই আধিপত্যভোগ স্থায়ী হয় নাই। তিনি কএক বর্ষ মধ্যেই প্রায় ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের হস্তে পরাজিত ও তৎপিতা চক্রায়ুধ নিজরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আদিশূরের সমাজ-সংস্কার ও বৈদিকমার্গ-প্রচারের উদ্যম কখনও দুই একদিনের কর্ম্ম নহে। তিনি ৭৫২ কি ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জামাতার যত্নে যশোবর্ম্মার নিকট হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে সমর্থ হইলেও তৎকর্ত্তৃক গৌড়ে

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন হইতে বহু বর্ষ অন্ততঃ ৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, বৌদ্ধপালরাজগণ ততদিন গৌড়মণ্ডলে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই। আদিশূরের মৃত্যুর পর ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ও আপনি গৌড়াধিপ বলিয়া ঘোষিত হইলেও, তখন পর্য্যন্ত গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় নাই। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি আদিশূরের বংশধরগণের নিকট হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপুত্র দেবপাল হইতেই আদিশূরবংশধরগণের প্রভাব বিধ্বস্ত ও বৌদ্ধরাজ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হরিমিশ্র আদিশূরবংশীয়ের অধঃপতন ও দেবপালের অভ্যুত্থানের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ৮৩০ হইতে ৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গবাসী কায়স্থের গোত্র ও প্রবর।

সকল প্রধান জাতির মধ্যেই গোত্র ও প্রবর নিজ বংশমর্য্যাদার পরিচায়ক, এ কথা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। প্রধানতম সংস্কারসমূহ পালনকালে গোত্রের একান্ত আবশ্যকতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। বিবাহকালে কন্যার গোত্রান্তরকরণ একটী প্রধান কার্য্য। যাহাতে একশোণিত সম্বন্ধ না ঘটে, সেই জন্যই বিবাহকালে বর ও কন্যা উভয়ের গোত্র ও প্রবর উচ্চারণ করিয়া উভয়ের কুলপরিচয় দিতে হয়। বাস্তবিক শাস্ত্রানুসারে বিবাহকালে দ্বিজাতির গোত্র প্রবর উল্লেখ না করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয় না। বোধ হয় আজ কাল কোন কোন কায়স্থসন্তান এ কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। বিশেষতঃ ইদানীং কোন কোন বিবাহস্থলে দেখিয়াছি যে, অর্ব্বাচীন পুরোহিত-ঠাকুরের গোত্র প্রবর মালা অভ্যস্ত না থাকায় গোত্র বা প্রবরোল্লেখরূপ প্রধান কার্য্যই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ;—আবার কাহারও কাহারও প্রকৃত গোত্রপরিচয় না থাকায় তিনি অপরের গোত্র ও যথা ইচ্ছা তাহার প্রবর উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ইহাও যে দূষণীয় ও ইহাতে যে প্রত্যবায় আছে, তাহা বোধহয় অনেকের জানা নাই। সকল

প্রধান সংস্কারকালে গোত্র ও প্রবর বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক। সংপ্রতি প্রত্যেক কায়স্থের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়াই আজ আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। বঙ্গদেশে চারি শ্রেণীর বিভিন্ন উপাধিধারী কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে, যতদূর পারিয়াছি, তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই তালিকা যে সম্পূর্ণ, তৎপ্রতি আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এজন্য কায়স্থসমাজের প্রতি সানুনয়ে নিবেদন, যদি কেহ নিম্নোদ্ধৃত পদবী, গোত্র ও প্রবর ব্যতীত আর কোন পদবী ও তাহার গোত্রপ্রবর সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব এবং ভবিষ্যতে তাহা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
দত্ত	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	সৌপায়ন	সৌপায়ন, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
		(মতান্তরে) সোপায়ন, অপসার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
	কঙ্কঋষি, কল্বিষ বা কল্কীশ।	
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
ঘোষ	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
গুহ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	কন্বিষ	
সেন	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ধন্বন্তরি	ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	বাসুকী	অগোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
সিংহ	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	সাবর্ণ	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
দাস	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শঙ্খ।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
নাথ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
দাম	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
পালিত	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
[illegible]	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
পাল	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
নন্দী	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
দেব	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
কুণ্ড	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
সোম	লৌহিত	
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
চন্দ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
ধর	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
রক্ষিত	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
অঙ্কুর	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
বিষ্ণু	বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
আঢ্য (আদ্য)	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
নন্দন	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
হোড়	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
রাণা	দাল্ভ্য	
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	হংসল	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
বল	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
চাকী	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
রাহুত	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
আদিত্য	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
গুপ্ত	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
রুদ্র	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
সানা	অগ্নিবাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
নাগ	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
কর	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	দিবাকর	দিবাকর, ঔর্ব্ব্য, দেবরাত।
রাহা	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।

প্রবাসী বাঙ্গালী কায়স্থের কথা।

আমরা কতকগুলি প্রবাসী বাঙ্গালী কায়স্থ দূরদেশে (প্রয়াগধামে) বাস করিতেছি। এখানে থাকা কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের বাটী-ঘর আত্মীয় স্বজন সকলই বাঙ্গালাদেশে। যদিও কখন কখন আমরা পরস্পর পুত্র-কন্যাদির বিবাহ এই দেশেই দিয়া থাকি, কিন্তু তাহা সকল সময়ে সুবিধাজনক হয় না। এই জন্য আমাদিগকে বাঙ্গলাদেশে যাইতে হয়। জননীস্বরূপা জন্মভূমি আত্মীয় স্বজন যে কতদূর প্রিয় বস্তু, তাহা আমরা প্রবাসী বলিয়া ভাল বুঝিতে পারি। আমাদের কায়স্থজাতির অবনতির এই চরম সীমা হইয়াছে। এই সময় সহর কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]নাথ ঘোষ মহাশয়-প্রমুখ কায়স্থমহোদয়গণ যে বঙ্গীয় কায়স্থসভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শুভ ফল আশা করিয়া থাকি। আমাদের বিবাহাদি সামাজিক নিয়ম যে কেবল মাত্র অনুপযুক্ত তাহা নহে। আমাদের জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় পুত্র-কন্যাদির বিবাহ উপলক্ষে অর্থব্যয় কমাইবার যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। বাঙ্গালী কায়স্থমাত্রেরই এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে যে সকল উপহার দেওয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া

আসিতেছে, তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই প্রথাটি কেবলমাত্র অহংকার ও অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থমাত্রেরই পরস্পর ভ্রাতৃভাব রাখা ও সাহায্য করা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। এই গুণের প্রভাবেই ঐ প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল। কায়স্থমাত্রেরই স্বজাতিপ্রিয়তা গুণ থাকা কর্ত্তব্য। এই প্রকার উপহার দিবার প্রথা নিতান্ত আত্মীয় স্বজনের সহিত সীমাবদ্ধ থাকিলেই ভাল হয়।

চারিজাতি কায়স্থদিগের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিকসূত্রে মিলিত হওয়া আমাদিগেরও অভিপ্রেত। মহারাজ আদিশূর যখন কান্যকুব্জ দেশ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গে আনয়ন করেন; তখন ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাঁড়ে, দোবে, তেওয়ারী ইত্যাদি উপাধিযুক্ত এবং পাঁচজন কায়স্থ শ্রীবাস্তব, সখসেন ইত্যাদি আখ্যাযুক্ত লালাজীরাই ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কি প্রকারে তৎকালীন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের সহিত আদান-প্রদানসূত্রে মিলিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান চারিজাতি কায়স্থ অনেক দিবস পূর্ব্বে একত্র মিলিত ছিলেন ও পরে ক্রমে ক্রমে দূরদেশে বাসহেতু বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। এক্ষণে যদি তাঁহারা পুনর্ব্বার ভ্রাতৃভাবে মিলিত ও পরস্পর আদান-প্রদান-সূত্রে মিলিত হন, তাহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা কেবলমাত্র চারিশ্রেণীর মিলনকে আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলি না। চিত্রগুপ্তবংশীয় মূল দ্বাদশশ্রেণির কায়স্থ এবং তাঁহাদিগের সমুদায় শাখা ও শ্রেণীগণের পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই প্রকারে সমগ্র কায়স্থ জাতি এক মহাজাতি বলিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইতে পারিবে।

বাঙ্গালী কায়স্থজাতির সমাজসংস্করণ-বিষয়ে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে এ দেশের খ্যাতনামা স্বর্গীয় মুন্সি কালীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কায়স্থ কুলভাস্করের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাদের বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণের বিদিতার্থ না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মুন্সি কালীপ্রসাদ ইংরাজি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর এলাহাবাদ জেলায় সাহাজাদপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জৌনপুরে চাকরী করিতেন। পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তিনি দুইজন মৌলভি নিযুক্ত করেন। ছয় বৎসরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বারবৎসর বয়সে মুন্সি কালীপ্রসাদ উর্দ্দু ও ফারসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। মুন্সি কালীপ্রসাদের

পিতা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়ে প্রাখর্য্য দেখিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইংরাজি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্য কাশীধামে গমন করেন। তথায় থাকিয়া অল্প দিবসের মধ্যে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। সংস্কৃত শিখিবার পর তিনি উর্দ্দু ভাষায় আইন শিক্ষা করেন এবং অল্পসময়ে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ্ণৌএ ওকালতী ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী ব্যবসায়ে মুন্সি কালীপ্রসাদ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ওকালতী করিতে করিতে তিনি ইংরাজি ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়া ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া সত্বরই তিনি ইংরাজি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। আদালতের বক্তৃতায় তিনি জজ সাহেবকে বিশদরূপে ইংরাজীতে মোকদ্দমার সমুদয় বিবেচ্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। এই সময়ে তিনি কায়স্থজাতির উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হন। ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে কায়স্থ-পাঠশালা নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দরিদ্র কায়স্থ-সন্তানেরা যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ ব্যয়ে "কায়স্থ-সমাচার" নামক পত্রিকা ইংরাজি ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতেছে। এলাহাবাদের খ্যাতনামা কায়স্থ-ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় এক্ষণে ঐ কায়স্থ-সমাচারের সম্পাদক। এই পত্রিকায় কায়স্থজাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতির অনুশীলন হইয়া থাকে। স্বজাতিপ্রিয়তার গুণের জন্য শ্রীযুক্ত ব্যারিষ্টার সচ্চিদানন্দ সিংহও বাঙ্গালী কায়স্থগণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মুন্সি কালীপ্রসাদ ঐ কায়স্থ-পাঠশালাতে কায়স্থ-বালকদিগের পাঠ করিবার জন্য কায়স্থ-পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ঐ পুস্তকালয়ে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ইংরাজী, উর্দ্দু ও ফারসী ভাষার অনেক অনেক পুস্তক এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যান।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অনেক স্থানে তিনি কায়স্থ-সভা স্থাপন করেন এবং ঐ সকল সভায় কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত করেন। ঐ প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে শিক্ষা কায়স্থদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সংশোধনে যত্নবান্ হইতে উপদেশ দেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলের কায়স্থগণ আমাদের মত একমাস মৃতাশৌচ গ্রহণ করিতেন এবং শ্রাদ্ধাদি সময়ে শূদ্রার্থবাচক "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতেন

তাঁহারাও আমাদের মত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না। মুন্সি কালীপ্রসাদ স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারকের দ্বারা তাঁহাদিগকে অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়জাতির শাখামাত্র। গোরক্ষপুরের কায়স্থগণ মুন্সি কালীপ্রসাদের প্ররোচনায় সকলে একত্র হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ, ত্রয়োদশ দিবস মৃতাশৌচ গ্রহণ এবং শূদ্রার্থবোধক দাস শব্দের পরিবর্ত্তে "বর্ম্মন্" শব্দের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা প্রথমে কায়স্থ-শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু কায়স্থগণ দৃঢ়সংকল্পে আপনাদের ক্ষত্রিয়মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ একে একে ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে আর কোন ব্রাহ্মণই ঐ কায়স্থদিগকে শূদ্রবৎ মনে করেন না।

মুন্সি কালীপ্রসাদ কেবলমাত্র কায়স্থদিগের সুবিধা জন্য ২০০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কায়স্থ ট্রেডিং কোম্পানী স্থাপন করেন। অদ্যাপি ঐ কায়স্থ-ট্রেডিং কোম্পানী লক্ষ্ণৌএ রহিয়াছে।

মুন্সি কালীপ্রসাদ ইংরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশীয় কায়স্থগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, দরিদ্র কায়স্থ বালকদিগকে বিদ্যাদান ও কায়স্থ-বিধবা রমণীদিগকে অন্নদান করিয়া আনন্দিত হইতেন। কায়স্থগণ যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হন, মুন্সি কালীপ্রসাদ তদ্বিষয়ে সততই যত্নবান্ ছিলেন। কায়স্থদিগকে সম্পদে বিপদে সাহায্য করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তকখানির নাম "কায়স্থ এথনলজি" (Kayastha Ethnology)। তিনি ঐ পুস্তকখানি এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। কলিকাতার খ্যাত-নামা ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরকে এবং বোম্বাই হাইকোর্টের সুবিখ্যাত জজ অনারেবল্ নানাভাই হরিদাস বাহাদুরকে ঐ পুস্তকের এক এক খানি প্রদান করেন। তাঁহারা উভয়েই মুন্সি কালীপ্রসাদকে স্বজাতির "শূদ্র" অপকলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দিয়া পত্র লেখেন। মুন্সি কালীপ্রসাদের এই প্রভূত অধ্যবসায়ের ফলে গত সেনসাস্ রিপোর্টে এতদ্দেশীয় কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় জাতির শাখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের কায়স্থগণ ক্ষত্রোচিত যজ্ঞোপবীত না রাখাতে

...বোধক দাস শব্দ ব্যবহার করাতে এবং শূদ্রের ন্যায় একমাস মৃতাশৌচ ...করাতে তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় গণ্য হইয়া থাকেন, ইহা কি বাঙ্গালী কায়স্থগণের ...বিষয় নহে।

মুন্সি কালীপ্রসাদ মৃত্যুকালে ছয় লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ঐ টাকা ও ...দিগের ব্যবহারের গাড়ী ঘোড়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ ঘড়ি চেন এবং দ্রব্যাদি ...কিছু ছিল, সকলই কায়স্থদিগের জন্য উইল করিয়া যান। কেবল মাত্র ...হাজার টাকা তাঁহার বিধবা রমণীর এবং ভ্রাতৃজায়ার ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ...যান, কিন্তু তাহাও তাঁহাদিগের জীবিতকাল পর্য্যন্ত। তাঁহাদের মৃত্যুর পর টাকা এবং তাঁহাদিগের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইবে, তাহা এবং ...দিগের বাসস্থান পর্য্যন্ত ... শুভকার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ লিখিয়া যান। ...হাত্মার সন্তানাদি ছিল না। প্রতি বৎসর যত কায়স্থ-বালক তাঁহার পাঠ-...হইতে এণ্ট্রেন্স ও এফ এ পাশ হইতেছে, তাঁহারাই মুন্সি কালীপ্রসাদের ...সন্তানরূপে পরিচিত। বাঙ্গালী কায়স্থমাত্রেরই এই স্বর্গীয় মহাত্মার পবিত্র ...নী পাঠ করা কর্ত্তব্য। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেট রাজা লচমন সিংহ বাহা-...গবর্ণমেণ্টের আদেশমত "বুলন্দ সহর মেময়ার" নামক ইতিহাস লেখেন, তিনি ...পুস্তকে কায়স্থদিগকে অনভিজ্ঞতাবশতঃ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া লিখিয়াছিলেন। ...সময়ে মুন্সি কালীপ্রসাদ "কায়স্থ এথনলজী" গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়া দেন। ...লছমনসিংহকেও "কায়স্থ এথনলজী" এবং বাঙ্গলা দেশের পণ্ডিতদের ব্যবস্থা, ...দেশীয় পণ্ডিতদের ব্যবস্থা, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের ব্যবস্থা, আগ্রা সদর ...আদালতের পণ্ডিতদের ব্যবস্থা ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট ...তে মুন্সি কালীপ্রসাদকে লেখা হইয়াছিল যে তাঁহার প্রদত্ত কাগজাদি রাজা ...সিংহকে অবগত করা হইয়াছে। রাজা লচমন সিংহ গবর্ণমেণ্টের আদেশ ...নারে ইংরাজী ১৮৭৭ সালের ১৫ই মে তারিখের পত্রে কায়স্থ জাতিকে ...শ্রেণীভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহার কৃতপুস্তক পুনঃ মুদ্রিত করি-...পূর্ব্বভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছেন।

...পুর, পাটনা প্রভৃতি জেলায় এতদ্দেশীয় কায়স্থদিগের মোকদ্দমায় কায়স্থ ...কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা জানিবার আবশ্যক হওয়ায় মুন্‌শি কালীপ্রসাদ ...উপস্থিত হইয়া কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ব...

ব্যয়ে নানা শাস্ত্র আনাইয়া ও ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা আনাইয়া আদালতে প্রমাণ করাইয়া ছিলেন যে কায়স্থ জাতি শূদ্র নহেন, ক্ষত্রিয় শ্রেণীর শাখা। ঐ সকল বিচার পত্রের নকল অদ্যাপি প্রয়াগের চিত্রগুপ্ত-মন্দিরে এবং কায়স্থ-পাঠশালার লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী কায়স্থগণের বিবিধ ... লিখিব। বাঙ্গালী কায়স্থগণের আচার ব্যবহার সংস্করণের জন্য মুন্সি কালী প্রসাদের ব্যবস্থা অনুকরণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি একজন মুন্‌সি কালীপ্রসাদ এই ধরণীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানী কায়স্থজাতির এতদূর উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মহাত্মা রমানাথ ঘোষপ্রমুখ বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার সভ্যগণের মিলিত চেষ্টায় তাহা অপেক্ষা শতগুণ উপকার হইবার আশা আমাদের দুরাশা কখনই হইতে পারে না।

হে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্যগণ! আমি যদিও সামান্য অধম ব্যক্তি, তথাপি স্বজাতি বলিয়া আপনাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া স্বজাতির এবং স্বধর্ম্মের (কায়স্থ ধর্ম্মের) উন্নতি সাধন জন্য যত্নবান্ হউন, ইহাই আমার বিনাত প্রার্থনা। আমি এই কায়স্থধর্ম্ম প্রচারের জন্য আপনাদের দ্বারে দ্বারে এই অনুগ্রহভিক্ষার জন্য প্রস্তুত। হে বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! একদা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নবগুণালঙ্কৃত ছিলেন ব... বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে মহামান্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারাও পূর্ব্ব পুরুষদের ঐ সকল মহৎগুণে বিভূষিত হইয়া প্রকৃত কুলীন নাম রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। আমরা বঙ্গীয় মৌলিক কায়স্থগণ যেরূপ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে নত ... ছিলাম, এক্ষণে যেন সেইমত থাকিতে পারি, এই জাতীয় বিভ্রাটের সময় আপনারা একটু স্বার্থ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করুন। স্বার্থত্যাগ কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রধান অঙ্গ। আপনারা একটু স্বার্থ ত্যাগ করিলে যে আমাদের নিকট সম্মানিত হইবেন না, তাহা নহে। বিবাহ উপলক্ষে অর্থাদি গ্রহণ একেবারে উঠাইয়া দি... স্বজাতিকে ঋণজাল হইতে উদ্ধার করুন। আমি গত বৎসর এতদ্দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ভটনাগর কায়স্থের পুত্রের বিবাহের বরযাত্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহাদের বিবাহের মন্ত্রাদি পদ্ধতি ঠিক ক্ষত্রিয় জাতির মত। অর্থব্যয় সম... তাঁহাদের একখানি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ছাপা পুস্তক বিবাহস্থলে রক্ষিত ... পাওনা সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে যেরূপ লেখা ছিল, বর ও কন্যা উভয় পক্ষই ঠিক ... চলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম ঐ পুস্তকখানি তাঁহাদিগের ... নাগর-কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত। ঐ সম্প্রদায়ের কোন কায়স্থই ... আপি ঐ পুস্তকের লিখিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করেন নাই। তাঁহারা যদি ... আপনাদের সভার আদেশ মত ঠিক চলিতে পারেন, তবে বাঙ্গালী কায়স্থগণ ... না বঙ্গীয় বিরাট কায়স্থ-সভার আদেশ মত কার্য্য করিতে পারিবেন? ... কায়স্থ-সভা বিবাহাদি কর্ম্মের ব্যয় সম্বন্ধে সর্ব্বজনহিতকর ঐরূপ একখানি ... প্রস্তুত করুন। বাঙ্গালী কায়স্থমাত্রেই সেই পুস্তক এক একখানি গৃহে রাখুন ... তদনুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করুন। হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ যেরূপ আপনাদের ... আচার ব্যবহার সংশোধন করিয়া স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিয়াছেন এবং ... করিতেছেন, বাঙ্গালী কায়স্থ ভ্রাতৃগণ সেইরূপ স্বজাতির সমাজ সংস্করণ ... তে বদ্ধপরিকর হউন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

চিত্রগুপ্ত-মন্দির, এলাহাবাদ।	প্রণত শ্রীবামাপদ পাল রায়চৌধুরী, পুরোহিত এবং কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক।

"কুল" কোন্ শ্রেণীর কায়স্থ।

কোন কোন দেশে "কুল" উপাধিধারী এক শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন; আবার কায়স্থ-বৈশ্যদের সহিত অনেক পুরুষ হইতে ইহাঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধও চলিয়া আসিতেছে। লিখিবার সময় ইহাঁদের কেহ বা অমুক কুল, কেহ বা অমুক লালা, এইরূপ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু শাস্ত্রাচার, শ্রাদ্ধশান্তি, পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতিতে সকলেই 'কুলদাস' আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। সকলেরই জানা আছে যে, 'লালা' শব্দ সাধারণ সকল কায়স্থেরই একটী নাম। আমাদের দেশে কায়স্থেরা কায়স্থ নামে আর হিন্দুস্থানে তাঁহারা বিশেষতঃ 'লালা' আখ্যাতেই পরিচিত। সকল কায়স্থ বর্ম্মণ বা লালা উপাধি লিখিতে পারেন; এই আখ্যা কোন বিশেষ বংশের বা কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর একচেটিয়া খাস-মহাল নহে।

কি দক্ষিণরাঢ়ী, কি উত্তররাঢ়ী, কি বঙ্গজ, কি বারেন্দ্র কুলীন মৌলিক প্রভৃতি আটঘরে, বাহাত্তর ঘরে ও তিন ঘরে ইত্যাদি কায়স্থ জাতীয়দের কোনও শ্রেণীতে কুল মহাশয়গণের নাম গন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় লোকের কিন্তু ধারণা এই যে, ইহারা ধনবলে 'আল' পরিত্যক্ত "কুলাল" ব্যতীত আর কিছুই নহেন। পরন্তু ধারণামাত্রই যে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য, তাহাও হইতে পারে না। সেই জন্য গুরুতর বিষয়টির প্রকৃত উত্তর কেহ প্রদান করিবেন, এই আশায় আমরা ইহা কায়স্থমুখপাত্র কায়স্থ-পত্রিকায় লিখিতেছি যে, "কুল" কায়স্থ কি না? কোন্ শ্রেণীর কায়স্থ? যদ্যপি ইহাঁরা কায়স্থ নহেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে উপকায়স্থ নামে এক নূতন শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করা বিধেয় কি না?

"রাখেদং, আকায়াব" শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার।

বারেন্দ্র-কায়স্থগণের

কলিতা অপবাদের প্রতিবাদ।

এবারের সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম ভাগে ৩৫১।৩৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, বুকানন হামিল্টন সাহেবের মতে, বারেন্দ্র কায়স্থগণ মূলে কলিতা জাতি ছিল। ঐ মত উক্ত সাহেব মহোদয় কোথায় যে পাইলেন বা তাহার ভিত্তি কি, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। সেন্সাস্ রিপোর্টেও সে সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ নাই। কোনও জাতি সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে কুলগ্রন্থ ও জনশ্রুতির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। আজগুবি একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আমি এ সম্বন্ধে যত কুলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তাহার কোনটীতেই এবং পুরাতন জনশ্রুতি যতদূর অবগত আছি, তাহার কিছুতেই ঐ উক্তির পোষণ করে না, বরং উহা যে ভ্রমাত্মক, ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীত হয়। ডারউইন সাহেবের থিওরির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা নিজ নিজ পিতা পিতামহকে বানর নামে অভিহিত করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা ব্যতীত কলিতা হইতে বারেন্দ্রকায়স্থের উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করিতে অন্য কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া, কলিতা কোন দেশের জাতি তাহাই প্রথমতঃ দেখা যাউক এবং তাহা হইতে বারেন্দ্র-কায়স্থ হওয়া সম্ভবপর কি না, পরে বিবেচনা করা যাইবে। কলিতা জাতি সম্বন্ধে মান্যবর রিসলী সাহেবের পুস্তকে লিখিত আছে যে, কলিতা, টাসা ও ওড়টাসা ছোটনাগপুরের এক প্রকার কৃষিজীবী জাতি। তাহাদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, তাহারা প্রথমে রামচন্দ্রের সময়ে মিথিলা হইতে ঐ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। কর্ণ্যাল ড্যালটন্ সাহেবের মতে তাহাদের রং ও গঠন অতি সুন্দর। ইহাতেই বোধ হয় যে, তাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত। তবে দেশীয় লোকের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে। তাহাদের কন্যার পরিপক্ক বয়স না হইলে বিবাহ হয় না। তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাহারা আপনাদিগকে চাষার অপভ্রংশ টাসা বলিয়া থাকে। তাহারা ঐ প্রদেশে বাসহেতু কলিতা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিতা আসাম প্রদেশে কৃষিজীবি-জাতির একটী শাখা। কলিতা এতদ্দেশে নাই। উত্তর-বঙ্গে অর্থাৎ রঙ্গপুর অঞ্চলে আছে। তথায় বারেন্দ্র কায়স্থও আছেন, কৈ সেখানেত তাহারা

বারেন্দ্র কায়স্থের শাখা বলিয়া পরিচিত নহেন! সগোত্রে তাহাদের পরিণয়াদি হইয়া থাকে।

সেন্সাসের রিপোর্টে লিখিত আছে যে, কলিতা একটী আসাম-প্রদেশের জাতি-বিশেষ এবং ঐ রিপোর্টে এই জাতি নবশাখের তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

বারেন্দ্র-কায়স্থগণের সহিত এই জাতির কোনরূপ মিল আছে কি না, প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক।

কলিতা কৃষিজীবী (বৈশ্য), আর বারেন্দ্র কায়স্থগণ মসীজীবী (মসীজীবী ক্ষত্রিয়)। কলিতা মিথিলা হইতে উপনিবেশী, কিন্তু যে সাত ঘর কায়স্থ লইয়া বারেন্দ্রপটী সংগঠিত হয়, তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে উপনিবেশী হইয়াছেন। কলিতারা ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের সময়ে উপনিবেশী এবং বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে কতক আদিশূরের সময় ও কতক বল্লালসেনের সময় বঙ্গে উপনিবেশী হন। সাবালিকা না হইলে কলিতা-কন্যাগণের বিবাহ হয় না। কিন্তু,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"

এই প্রমাণ কলিতারা আদৌ মানে না, কিন্তু বারেন্দ্রগণ তাহা সম্পূর্ণভাবে মান্য করেন। কলিতারা আপনাদিগকে 'চাষা' বলিয়া থাকে, কিন্তু বারেন্দ্র কায়স্থগণ আপনাদিগকে তদ্বিপরীত ভদ্রলোক বলেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণ চাষের কার্য্য কি কোন প্রকার হীনবৃত্তি করেন না। কলিতাদের সগোত্রে বিবাহ হয়, কিন্তু বারেন্দ্র কায়স্থগণের তাহা হয় না। বারেন্দ্রকায়স্থগণ—

"অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বিবাহকার্য্যাদি সম্পন্ন করেন। তবে কলিতাদের সহিত বারেন্দ্র কায়স্থগণের আকৃতির কোন সৌসাদৃশ্য আছে কি না বলিতে পারি না। আকৃতির সৌসাদৃশ্য থাকিলেই যে এক জাতি হয়, এমত নহে। বর্ণ-সাদৃশ্যানুসারে জাতি নিরূপিত হইলে এখন অনেক জাতি এক হয়। কিসে যে তিনি এরূপ বলেন, তাহা বলিতে পারি না।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের যে সাত ঘর লইয়া পটী বন্ধন হয়, উক্ত সাত ঘর সমস্তই উপনিবেশী। যদি কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, ঐ সাত ঘর আসাম প্রদেশ

বা ছোট নাগপুরের কলিতা ছিল, তথা হইতে বারেন্দ্র ভূমে আসিয়া কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, উক্ত সাত ঘর আসাম প্রদেশ বা ছোট-নাগপুর হইতে আসেন নাই, পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে, এদেশে আইল সবে,
নাগ হইতে হইলা স্থাপন॥"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভৃগুনন্দী, নরহরি ও মুরহর দেব পশ্চিম-প্রদেশ হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছেন। উক্ত ঢাকুর গ্রন্থ আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, আর উক্ত ভৃগুনন্দী ও মুরহর দেব ৯৯৪ শকে ও নরদাস ঠাকুর তাহার কিছু দিন পর এতদ্দেশে আইসেন, তাহাও স্পষ্ট লিখিত আছে। উক্ত তিন জন পশ্চিম-প্রদেশ হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এমন কি, পশ্চিম-প্রদেশের কোন্ কোন্ স্থানে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল, ঢাকুর সাহায্যে তাহাও অনায়াসে নিরূপিত করা যাইতে পারে। নরদাস ঠাকুরের বাস কান্যকুব্জের অন্তর্গত কোলাঞ্চ নগরে; এ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে—

"নরদাস ঠাকুর নাম, কোলাঞ্চ নগর ধাম,
আছিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে তাঁর যশ,
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে॥"

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, আদিশূরের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চ নগর হইতে এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, নরদাস ঠাকুর সেই গ্রাম হইতেই এতদ্দেশে আসিয়াছেন। আর নরদাস ঠাকুরের মাতামহ পৌরষ নামা জনৈক সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি কোলাঞ্চ নগরেই ছিলেন। সুতরাং নরদাস যে আসাম প্রদেশ হইতে এদেশে উপনিবেশী হন নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভৃগুনন্দীর বাস পশ্চিম প্রদেশে নন্দিগ্রামে ছিল এবং নন্দিগ্রামে বাস থাকা হেতুই নন্দী উপাধি হইয়াছে। এখনও পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ক্ষত্রিয়ের 'নন্দে' উপাধি আছে। আর সেই

নন্দেই যে এতদ্দেশীয় কায়স্থ-সম্প্রদায়ভুক্ত নন্দী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উক্ত ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের কার্য্য উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করেন, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মুরহর দেব সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে যে—

"সিদ্ধ সাধ্য সুপ্রধান, ত্রৈলোক্য দেব চাকী নাম,
চক্রবর্ত্ত্‌ গ্রামেতে বসতি।
সেবি দেব গজানন, হইল এক নন্দন,
মুরহর চাকী শুদ্ধমতি ॥"

ইহাতেই স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পশ্চিমদেশস্থ চক্রবর্ত্ত্‌ গ্রাম হইতে মুরহর দেব বল্লালসেনের কার্য্য উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করেন। অতএব তিনিও আসাম প্রদেশ হইতে আসেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। আরও জানা যায় যে, তাঁহার পিতা ত্রৈলোকদেব চক্রবর্ত্ত্‌তেই ছিলেন। এই তিন ঘর বারেন্দ্র-শ্রেণী মধ্যে সিদ্ধ বা কুলীন। ইহারা যে পশ্চিমদেশ হইতে উপনিবেশী তাহা প্রতিপন্ন হইল। অবশিষ্ট সাধ্য অর্থাৎ মৌলিক ৪ ঘর যে কোথা হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন, পাঠকবর্গকে তাহাই দেখাইব।

নাগ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে যে—

"প্রধান কায়স্থবংশ, হইলেন অবতংস,
কোলাঞ্চ নগর ছিল ধাম।
নাগদিয়া জমিদারী, প্রতিজ্ঞাতে তাহা হারি,
তথা হইতে যাইলা বঙ্গভূমে ॥"

ইহাতেও বুঝা যায় যে, ইনি কোলাঞ্চ নগর হইতেই বঙ্গে আগমন করিয়াছেন।

সিংহ সম্বন্ধে আছে যে— "সিংহ সাধ্য তার, শুনহ প্রস্তাব,
বারেন্দ্র মিছিলে গতি।
ব্যাস সিংহ দাস, করতজা বাস,
অশেষ জনের ভাতি ॥
সিংহকুল মাঝে, খ্যাত সর্ব্ব কাজে,
দেবতা করিল বশ।
বর মাঙ্গিল, পঞ্চ পুত্র হৈল,
শুনহ তাহার যশ ॥

কেহ করতজা, স্বস্থানে রহিলা,
কেহ বা জজান কান্দি।
পরীক্ষিৎ দিয়া, কেহ বা রহিলা,
মহিমা অশেষ বিধি ॥"

অযোধ্যানিবাসী সোমেশ্বর ঘোষ ও অনাদিবর সিংহ আদিশূরের সময় বঙ্গে আগমন করিয়া প্রথমতঃ উত্তররাঢ়ে বাস করেন। সেই বংশে ব্যাসসিংহও জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাস সিংহের কয়েক পুত্রের মধ্যে প্রায় সকলেই উত্তররাঢ়ে থাকেন, কেবল ১ জন বারেন্দ্রভূমে বাস করেন ও পরে তিনি বারেন্দ্রসমাজভুক্ত হন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সিংহ ঘর অযোধ্যা হইতে উপনিবেশী হইয়াছেন।

দেব ঘর—শিখিধ্বজ দেব পশ্চিমাঞ্চল হইতে উপনিবেশী হইয়া কাণসোণায় বাস করেন। ঐ শিখিধ্বজের বংশে শ্রীধর দেব, কুলদেব ও বুধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া ...য়, বঙ্গে ও বারেন্দ্রভূমে বাস করেন। বুধদেব ও কুলদেব বারেন্দ্রশ্রেণীভুক্ত।

দত্ত—পুরুষোত্তম দত্ত কোলাঞ্চ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়া বারেন্দ্র-...র বটগ্রামে বাস করেন। ঐ বংশে নারায়ণ দত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া বটগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধানগরে বাস করিয়া বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হন। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে আছে যে—"বটগ্রামে দত্ত মধ্যে নারায়ণ নাম।
রাধানগর বাস কৈল বলে যদুনাথ।"

সকলেই অবগত আছেন যে, এই নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শ্রেণীবিভাগকালে উপরোক্ত সাত ঘর লইয়া একটী বারেন্দ্রপটী গঠিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখিবেন, এই সাত ঘর মধ্যে কেবল গৌড়ীয় ...হ মিলিত হয় নাই। এতদ্দেশী উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ মিলিত আছে। এই ৪ শ্রেণী কায়স্থ মধ্যে হ্যামিলটনের মতে কেবল বারেন্দ্রগণই কলিতা জাতি হইতে উৎপন্ন, অন্য কোন শ্রেণীর কায়স্থ নহে। অতএব এই চারিশ্রেণীস্থ ...হ যে এক, তাহা দেখাইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। এক হইলে বারেন্দ্রগণ কলিতা হইতে উৎপন্ন নহে।

নাগবংশ—বঙ্গজ ও বারেন্দ্রশ্রেণীর নাগবংশ এক দেখা যায়, উভয় শ্রেণীরই ...র গোত্র সৌপায়ন; সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য অপ্‌সার ও নৈধ্রুব এই ...প্রবর। বঙ্গজ ও বারেন্দ্রগণের নাগ এক কোলাঞ্চ হইতেই আগত।

সিংহ—বারেন্দ্র সিংহবংশ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সিংহবংশ এক দেখা যায়। এই চারিশ্রেণীরই সিংহবংশের বাৎস্যগোত্র এবং ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ এই পঞ্চ প্রবর। উত্তররাঢ়ীয় সিংহ ও বারেন্দ্র সিংহবংশীগণের সমাজ যজান কান্দি ছিল।

দেব—বারেন্দ্রদিগের দেবঘরের সহিত বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় দেবঘরের সমান গোত্র ও আলম্যান, কাশ্যপ ও পরাশর এই প্রবর দেখা যায়। বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র দেবের সমাজ কাণসোণা।

দত্ত—বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ দত্ত মৌদ্গল্য গোত্র এবং মৌদ্গল্য, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব ও আপ্নুবৎপ্রবর; এই গোত্র ও প্রবরবিশিষ্ট দত্ত বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে আছে।

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, যে চারিশ্রেণীর কায়স্থই এক। তিন শ্রেণী যখন কলিতা নহে, তখন বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ কায়স্থগণ কলিতা হইতে পারে ও নহে। তবে কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে, বারেন্দ্রশ্রেণীভুক্ত উক্ত ৪ ঘর কলিতা নহে, অবশিষ্ট ৩ ঘর কলিতা। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, বলিতে পারি না। ঐ তিন ঘর কান্যকুব্জ হইতে উপনিবেশী না হইলে পশ্চিমাগত উক্ত চারি ঘর এই তিন ঘরকে কুলীন স্বীকার করিবে কেন? অতএব ঐ তিন ঘরও কলিতা নহে।

বারেন্দ্র-পটীবন্ধনকালে বারেন্দ্রভূমে আরও অনেক কায়স্থ ছিল, ভৃগু তাহাদিগকে ঐ পটীভুক্ত করেন নাই। সে সম্বন্ধে ঢাকুরে আছে,

"উত্তম কায়স্থবংশে উত্তম আচার।
সমাজ বন্ধন তার লয়ে সপ্ত ঘর।"

ঐ বারেন্দ্রভূমস্থ গৌড়ীয় কায়স্থগণ যে কলিতা নহে, তাহা সম্যক্ জানা যায়। কারণ ঐ গৌড়ীয় কায়স্থ মধ্যে অনেকে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও বঙ্গজশ্রেণী আছে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যেও ২।৪ ঘর গৌড়ীয় আছে। তাহা হইলে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত গৌড়ীয় বারেন্দ্র কায়স্থগণ কলিতা নহে। যদি তাহারা কলিতা হইলে দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয় মধ্যে স্থান পাইতেন?

পটীবিভাগের পূর্ব্বে ভৃগু বলিয়া ছিলেন যে,—

"মনেতে ভাবিল পটী আলাদা করিব।
বল্লালমর্য্যাদা কিছু মাত্র না লইব॥"

তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে ৪ ঘর কায়স্থই এক ছিল। বারেন্দ্র কায়স্থগণ যে কলিতা, এ ভ্রম হামিল্টন সাহেবের কিসে হইল, বলিতে পারি না। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

বর্ণভেদ।

বর্ণভেদের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা দুরূহ। সেই সুদূর অনৈতিহাসিক কালে আর্য্যেরা ভারতে আগমনপূর্ব্বক দেশীয়গণ অপেক্ষা আপনাদিগের বর্ণগত ঔৎকর্ষ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্বেতকৃষ্ণ দ্বারা শ্রেণী বিভাগ আরম্ভ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যবর্ণ ও দেশীয়দিগকে অনার্য্যবর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্যশ্রেণী এই বিভাগ কল্পিত হয়। এইরূপে বর্ণ ক্রমে জেতা ও জিতরূপ রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগে পরিণত হইল। তখন আর্য্যগণের মধ্যে তখন একমাত্র বর্ণ ছিল। সকল আর্য্যই সমান ছিলেন। সেই সত্যযুগে আর্য্যেরা আপনাদিগের মধ্যে সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ধনী, দীন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, ধীর ও অধীর সব সমান। সকলেই পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিতেন। স্ত্রীজগতের প্রতি অবিশ্বাস ছিল না, অবরোধ ছিল না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্বাধীন, অথচ সকলেই পরস্পর মমতাপূর্ণ। উভয়ের প্রতি একই বিধি ব্যবস্থাপিত ছিল। শঠতা প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সরলতার ও সত্যপ্রিয়তার এক একটী জীবন্ত ছবি।

কিন্তু তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়াকাশে একখানি কাল মেঘ উদিত হইয়াছিল, সাম্যময় আর্য্য উপনিবেশে অনার্য্য সংস্রবে বৈষম্যের রেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আদিম নিবাসিগণ নিরন্তর উৎপীড়ন করায় তাঁহাদিগের অন্তরে অনার্য্যবিদ্বেষ অতি গাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের সমস্ত স্তোত্রগুলিতেই এই ভাব দেদীপ্যমান। যখন তাহারা তামসী নিশির কোলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন, তখন অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদিগের অতি আদরের গোধন সকল লুট পাট করিয়া লইয়া যাইত; তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি কাড়িয়া লইয়া

গিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিত। এইজন্য তাহারা ঋগ্বেদে অনার্য্যদিগকে দস্যু, নরভুক্ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই দস্যুগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা রজনীতে গড়-খাই-করা শিবিরে সকলে একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে, দৈববল দ্বারা আত্ম-বল উপচিত করা একান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যখন রজনীতে সকলে একত্র হইতেন, তখন দেবগণের স্তোত্র আরম্ভ করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়াকাশে প্রকাশিত মন্ত্রমালা প্রকাশ করিয়া সমবেত স্ত্রীপুরুষমণ্ডলীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতেন। এক এক জন তানলয়-যোগে সেই মন্ত্র গান করিয়া ক্ষুদ্র আর্য্য জগৎকে মাতাইতেন। নির্ব্বাণোন্মুখ যজ্ঞ-বহ্নিতে প্রতিদিন ইন্ধন সংযোগ করিতেন। এই সকল স্তোত্রে স্বভাবজ কবিত্ব, সরলতা ও জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস পরিব্যক্ত। ইহাতে দেবগণ পরিচিত বন্ধুভাবে আহূত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের ভয়বিহ্বল-হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। এরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন, যেন তাঁহারা সর্ব্বদা দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ পাইতেন,—যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদে তাঁহারা আসিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রনিচয় বহুকাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে বেদব্যাস সংহিতাকারে সেগুলি প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদ বেদব্যাস-সংগৃহীত এই শাস্ত্রপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঋগ্বেদের কোন স্থানেই আধুনিক বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ নহে। সামবেদে ঋক্গুলি গীতাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র, সুতরাং তাহাতেও বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ থাকিতে পারে না। যজুর্ব্বেদও ঋগ্বেদের সারসংগ্রহমাত্র, অধিকন্তু তাহাতে কতকগুলি মন্ত্র সংশোধিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতেও আধুনিক বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদ তৎপরবর্ত্তী হইলেও ইহাতেও আধুনিক বর্ণবৈষম্যের স্পষ্টতর উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ সর্ব্ব প্রথমে কেবল 'ব্রাহ্মণে' দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণে পরিপুষ্ট সমাজের ছবি প্রতিফলিত। ইহা যে বৈদিক মন্ত্রযুগের অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ বেদে যাযাবর জাতির ছবি চিত্রিত। আর্য্যেরা তখনও ভারতে নূতন আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সমাজ বন্ধন আরম্ভ হইল। আর্য্যেরা নিয়ত

পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ক্রমে কষ্ট বোধ করিলেন। তাঁহাদের গোধনও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কারণ তৎকালে গোমেধযজ্ঞের বিশেষ আধিক্য ছিল। অতিথি আসিলেই তাঁহাদের জন্য একটা করিয়া গোরু মারা হইত। এই জন্য তাঁহাদিগকে "গোঘ্ন" বলিত। "গোঘ্ন" অর্থাৎ যাহার জন্য গো বধ হয়। ক্রমে আর্য্যগণের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আর গোমাংস ও গোদুগ্ধে কুলাইয়া উঠিল না। সুতরাং কৃষির আবশ্যক হইয়া উঠিল। কৃষির আবশ্যক হওয়ায় তাঁহা-দিগকে পল্লিবদ্ধ হইতে হইল। যাযাবর-অবস্থায় তাঁহাদিগের সকলকেই প্রয়ো-জনানুসারে সকল কার্য্যই করিতে হইত। সুতরাং তখন কার্য্যভেদে বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতদিনে কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে তাঁহাদিগের শ্রম বিভাগ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই যুদ্ধ করিতে গেলে সংসারধর্ম্ম চলে না এবং সকলে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও আত্মরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ সকলে সকল কাজে পটু হইতে পারে না। এই জন্য যে যে কার্য্যের উপযোগী, তাঁহারই উপর সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের উপযোগী, তাঁহাদিগের উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত হইল। ইহাঁরা বৈশ্য বা বিশ্ নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ও শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা বৈশ্যদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন বলিয়া ইহাঁদিগকে বিশ্‌পতি বলিত। ইহাঁদিগের অপর নাম ক্ষত্রিয়। যাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের আদিষ্ট কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেন, তাঁহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। আর্য্যদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস অতিশয় প্রবল ছিল, ইহা জীবন্ত ও জ্বলন্ত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত অভাব দূর করিবেন, তাঁহা-দিগকে সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।

যাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস—এরূপ জীবন্ত ধর্ম্মভাব, তাঁহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষ-সম্পন্ন ব্যক্তির আদর যে অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহাদিগের অধিকতর ধর্ম্মভাব ও উজ্জ্বলতর কবিত্বশক্তি ছিল, তাঁহাদিগের প্রতি অধিকাংশেরই মন ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আর্য্য সাধারণ তাঁহাদিগকে অন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত করি

লেন। ইঁহারাই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক) নামে অভিহিত হইলেন। যে শূদ্র ও বৈশ্যেরা কৃষক ও সৈনিকের কার্য্য করিতেন, ক্ষত্রিয়েরা সেনাপতি ও রাজার কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাজক বা আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আর্য্যসেনা যখন শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত হইলেন, তখন আবেগভরে দেবতাদিগকে ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আচার্য্য দেবগণকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য তাঁহারা সমরে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন—এই বিশ্বাসে আর্য্যসেনা বিশ্বস্তহৃদয়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। সে বিশ্বাস-প্রদীপ্ত-হৃদয়ের গতিরোধ করা কাহার সাধ্য? অনার্য্য জাতি খরতর আর্য্যস্রোতঃস্বিনীর সহিত অবিরত সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমে তাহাদের বিলীন হইয়া গেল। যাহারা মিশিল না, তাহারা পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি—সেই অদমিত অনবনত অনার্য্যজাতি। তাহারা সমস্ত ছাড়িল, তথাপি স্বাধীনতা বিক্রয় করিল না। এই পার্ব্বত্যজাতি সকলের অভ্যন্তরে আজও সেই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা বর্ত্তমান। আজও তাহারা সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকে। সাঁওতাল-বিদ্রোহ, রম্পা-বিদ্রোহ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। সকল অনার্য্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিত, আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এতদিনে ভারতে শান্তি বিরাজিত হইল। আর্য্য অনার্য্যে নিরন্তর যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হইল। আবার নূতন করিয়া কার্য্য-বিভাগ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় রহিল। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যের পরিবর্তন হইল। এই শান্তির সময়ে বৈশ্যেরা ক্রমে ক্রমে বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। একদিন এমন গিয়াছে যে, বৈশ্যগণের বহির্বাণিজ্য-পোত রোম, ভিনিস, মিসর, সিংহল, যব, চীন ও জাপান প্রভৃতি বন্দরে গমনাগমন করিত। এ দিকে শূদ্রজাতি কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে রত রহিলেন। এই শান্তির সময়েই ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের অধিকার সমস্ত অনাক্রান্ত রাখিবার জন্য বেদের শাখা প্রশাখা করিতে লাগিলেন। বিবাদ মিটিয়া গেলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বতঃই কমিয়া আসিল। যখন সকলেই প্রাণভয়ে আতুর ছিলেন, যখন সৈন্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ঋষিবৃন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ

তাহাদিগের শরীরে আবির্ভূত হইতেন এবং সেই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা রণে অজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জীবন-মৃত্যু-সংশয়কালে স্তাবক ব্রহ্মর্ষিগণের বড় আদর ছিল। শুদ্ধ সৈন্যগণের কেন, আর্য্যজাতিসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা সহায় না হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না এবং ঋষিগণের স্তোত্র ভিন্ন আর কিছুতেই দেবগণ সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং যতদিন ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণের আর আদরের সীমা ছিল না। ব্রাহ্মণেরাও বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদিগের আরাধনায় দেবতারা তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, তাহা তাঁহাদিগের স্তোত্রের একাগ্রতা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয়। এই একাগ্রতা ঋগ্বেদের অনেক স্তোত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এ আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না। যখন শত্রুকুল নিপাতিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ব্রাহ্মণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হইয়া উঠিল। এদিকে ব্রাহ্মণেরাও চিরাভ্যস্ত আদরে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই সময়কার স্তোত্র অভিশাপাদিতে পরিপূর্ণ। এই সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মবিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। তিনি ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের প্রকাশিত অনেকগুলি স্তোত্র ঋগ্বেদসংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে পরাস্ত হইয়া অগত্যা তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন। স্বদলে লইলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া লইলেন না। তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন, স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আর একজন ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভীত হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। এরূপ কথিত আছে যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদেহরাজ সুপ্রসিদ্ধ জনকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা জনকের নিকট পরাস্ত হইয়াও তাঁহাকে রাজর্ষিমাত্র উপাধি দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাহার বাধা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাতে ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তির ভাব প্রবল হয়, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণপূজাকে দেবাদিপূজা বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বে-

দের স্তোত্রের মধ্যেও সেরূপ নীতিশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদ [illegible] সকলেই অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সুতরাং বেদের [illegible] বিরুদ্ধাচরণ করিলে নরকে যাইতে হইবে, এই ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ [illegible] হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন, এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এরূপ স্তোত্রগুলি রচিত হয়, "[illegible] রাজা পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চলেন, তিনিই স্বরাজ্যে ও স্বগৃহে সুপ্রতি[illegible]ষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার রাজ্যকালে মেদিনী শস্যশালিনী হন। তাঁহার প্রজারা [illegible] বশ্যতা স্বীকার করে। যে রাজা শরণাগত ব্রাহ্মণকে ধন সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করেন [illegible] তিনি অবাধে শত্রুমিত্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করিতে পারেন; ঈশ্বর তাঁহা[illegible] সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।" ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে এইরূপে [illegible] ভুলাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে; তাঁহাদিগের উন্নতিপথে অনেকগুলি ক[illegible] রোপণও করিয়া রাখিলেন। বেদের স্তোত্রগুলির উচ্চারণের নিয়ম এরূপ [illegible] করিলেন যে, যাঁহারা আশৈশব উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহা[illegible] ব্যতীত আর কেহ সহজে উচ্চারণ করিয়া উঠিতে পারে না। এদিকে তাঁহা[illegible] লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে লাগিলেন যে, বৈদিক শব্দের বা [illegible] উচ্চারণের ঈষৎ তারতম্য হইলেও দেবতারা রুষ্ট হন। সুতরাং কার্য্যতঃ আ[illegible] বেদগায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদের উচ্চারণে আর কাহার অধিকার থাকি[illegible] সুতরাং অগত্যা জনসাধারণের দেবতুষ্টিবিধানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গের শরণাপন্ন [illegible] হইত। এইরূপে লোকশিক্ষায়, যাজনকার্য্যে ও রাজোপদেশে ব্রাহ্মণের একাধি[illegible]পত্য রহিয়া গেল। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ স্তব না করিলে, ইন্দ্রাদি দে[illegible] প্রসন্ন না হইলে সৈন্যের মনে বিজয়াশা জন্মে না, সৈন্য আশাপ্রদীপ্ত না হইলে [illegible] বিজয়লক্ষ্মী রাজার অঙ্কশায়িনী হন না, সুতরাং রাজাকে ব্রাহ্মণচরণে লুণ্ঠি[illegible] ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহপ্রার্থী দেখিয়া প্রজারাও রাজগুরু ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন [illegible] রাজা প্রজা সকলেই ব্রহ্মশাপের ভয়ে অস্থির। ব্রাহ্মণকে যে কোন প্রক[illegible] প্রসন্ন করিতে পারিলেই দেবতারা প্রসন্ন হইবেন, সকলেরই এই বিশ্বাস।

এদিকে ব্রাহ্মণেরাও এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের সুবিধা লইতে ত্রুটি করেন [illegible] তাঁহারা আপনাকে দেবোপাসক হইতে ক্রমে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে আ[illegible] করিলেন। ক্রমে তাঁহারা আপনাকে 'মনুষ্যদেব' বলিয়া পরিচয় দিতে আ[illegible] করেন। বৈদিকযুগে শ্রাদ্ধ ততদূর গড়ায় নাই। ব্রাহ্মণযুগেই দেবপূজক ব্রা[illegible]

[illegible] নরমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, [illegible] প্রকার দেবতা, আছেন। প্রথমতঃ স্বর্গীয় দেবগণ, দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যরূপী [illegible], এই দুই দেবতারই পূজা ব্যতীত মানবের মুক্তি নাই। ওদিকে ব্রাহ্মণেরা [illegible] যে মাহাত্ম্যে, নৈতিক উৎকর্ষে ও জলন্ত-বিশ্বাসে আর সকলকে মুক্ত করিয়া [illegible]দিগের অবিচল আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রমশঃ সে [illegible], নৈতিক উৎকর্ষ ও জলন্ত বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে লাগিল। সুতরাং [illegible]দের আধিপত্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে আধিদৈবিক উপায় অবলম্বন [illegible]তে হইয়াছিল।

[illegible] তাঁহাদিগের প্রাথমিক স্তোত্র-পরম্পরায় স্বার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় নাই। [illegible] তাঁহারা একমাত্র বর্ণ বই আর কিছু জানিতেন না। তখন নিঃস্বার্থ স্বজাতি-[illegible] তাঁহাদিগের কার্য্যের এক মাত্র নিয়ামক ছিল। এখন সে সত্যযুগের কথা [illegible] ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাগবতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, সত্যযুগে [illegible]মাত্র বেদ, একমাত্র দেবতা, একমাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। ত্রেতা-[illegible] পুরোরবার সময়েই তিন বেদ ও তিন বর্ণ হয়। বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও এই [illegible] ভেদের উৎপত্তি-বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। লিখিত আছে, প্রথমে [illegible]মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তাঁহা হইতেই দেব-মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মানব-[illegible] প্রথম সৃষ্টি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় সৃষ্টি বৈশ্য এবং চতুর্থ সৃষ্টি শূদ্র। [illegible]কে পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সর্ব্বভূতের [illegible], সেইরূপ শূদ্রজাতি সকল বর্ণেরই আহারদাত্রী। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। [illegible] পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে গুরুবধের পাতকী হইতে হইবে। [illegible] সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরা এই কালে শাস্ত্রের ভয়-[illegible] দ্বারা ভক্তি চিরস্থায়িনী করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। যদি গুণ[illegible]ত ভক্তি আপনি আসিবে, এ বিশ্বাসের উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে সাহস [illegible] নাই। যখন এই সকল ভয় দেখাইয়াও কুলাইল না, তখন চাপের ও [illegible] ভয় দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। "শাপেন চাপেন বা", শাপে হয় [illegible], নতুবা শত্রুদমনের জন্য তাঁহারা চাপ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। [illegible] স্বধর্ম্মচ্যুতিরূপ পাপের প্রায়শ্চত্ত তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। [illegible]গণের এই একাধিপত্য-প্রিয়তার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর

শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের এরূপ একাধিপত্য অস্বীকার করি[illegible] অনেক রক্তারক্তির কথা ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে। আমরা [illegible] দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করিব।

ক্ষত্রিয়েরাই প্রথমে এই সংঘর্ষ উপস্থাপিত করেন। ভৃগুবংশীয়েরা কার্ত[illegible] বীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। কোনও বিশেষ কারণে ক্ষত্রিয়েরা ক্রোধে উন্[illegible] হইয়া ভৃগুবংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অধিক কি গর্ভস্থ শিশু সন্তান পর্য্যন্ত মারি[illegible] ফেলিয়াছিলেন। কেবল দৈববলে দুই একটী রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরশুরা[illegible] তাঁহাদের অন্যতম। পরশুরাম ভৃগুকুলতিলক জমদগ্নির পুত্র। সেই বীর[illegible] হৃদয়ে আশৈশব উদ্দমনীয় প্রতিহিংসা বৃত্তি উদ্দীপিত ছিল। যথাকালে তি[illegible] পিতৃকুলের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীর [illegible] কালে আর জন্মে নাই। তাঁহার প্রচণ্ড কুঠারের আঘাতে ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হই[illegible] লাগিল। শুনিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় যে, তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নি[illegible] ক্ষত্রিয়া করিয়া স্যমন্তপঞ্চককে পাঁচটী রৌধির-হ্রদ প্রস্তুত করিয়া সেই শত্রু-শোণি[illegible] পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম নিজে পরম যোগী ছিলেন। এ[illegible] নরহত্যায়—এ স্বজাতিধ্বংসে, তাঁহার প্রতিহিংসা সাধন ভিন্ন অন্য কো[illegible] স্বার্থ সাধনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি এইরূপে ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া [illegible] তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনঃ স্থাপিত করিয়া কাশ্যপ মুনির হস্তে সম[illegible] ভারতের সাম্রাজ্য অর্পণপূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে গিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন।

জমদগ্নির মাতা সত্যবতী কান্যকুব্জাধিরাজ কুশিক-বংশোদ্ভব গাধির কন্যা[illegible] এই গাধির পুত্রের নামই প্রখ্যাতকীর্ত্তি বিশ্বামিত্র। সুতরাং পরশুরাম বিশ্বামিত্রে[illegible] ভাগিনেয়-পুত্র। পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধ হইয়াও দুইজন দুই প্রতিকূল দিকে [illegible] ধাবিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণে[illegible] একাধিপত্য নাশে গৃহীতব্রত। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা সুদাসের পৌরোহিত্য লইয়া [illegible] বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহার অনেক কিংবদন্তী [illegible] পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে। এই সংঘর্ষের ফলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়াছিলেন ব[illegible] কিন্তু ব্রহ্ম-ঋষিত্ব বা রাজ-পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। সেইরূপ এই সংঘ[illegible] কালে কাশীশ্বর অজাতশত্রু যাঁহাকে কৌষীতকী-ব্রাহ্মণে মহর্ষি গার্গ্য অপেক্ষা [illegible]

[illegible]র বেদজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বিদেহরাজ জনক ও যাহাকে [illegible] শতপথ-ব্রাহ্মণে আপনা অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া [illegible]ছেন। তিনি রাজর্ষি উপাধি মাত্র পাইলেন; কিন্তু ব্রহ্মর্ষি উপাধি পাইলেন না; [illegible] ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বরং [illegible]য়ে সেই প্রভুত্ব অধিকতর সুদৃঢ় হইল।

এই সংঘর্ষের পূর্ব্বে বর্ণসংমিশ্রণের প্রতিকূলে কোন কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ [illegible] নাই। কিন্তু এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ স্বধর্ম্মাতিরেকের বিরুদ্ধে নিয়ম [illegible] ক্ষান্ত রহিলেন না; চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে আদান ও অন্ন গ্রহণাদি [illegible] করিলেন এবং কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারাই এই পার্থক্য ভাব চিরস্থায়ী [illegible]তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় সকল পরশুরামের কুঠারাঘাতে প্রায় [illegible] হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের শক্তি-সমষ্টি নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের [illegible]র প্রভুশক্তিকে সংযমিত করিতে ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া [illegible]ছিলেন।

[illegible] এইরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার যখন [illegible] অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনই কপিলবাস্তু নগরের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র [illegible]তিলক শাক্যসিংহ বর্ণত্রয়ের কষ্টনিবারণার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। [illegible]ণের একাধিপত্যপ্রিয়তাই ভারতে শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের আশু [illegible]তার প্রধান কারণ। বুদ্ধশব্দের অর্থ জ্ঞানী; অভেদ-বুদ্ধির ভাব সর্ব্ব[illegible] তাঁহারই অন্তরে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আদি বুদ্ধ বলিয়া প্রথিত। [illegible] প্রচার করিতে লাগিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সব সমান। চতুর্ব্বর্ণের [illegible] তিনি এই সাম্যগান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দীন দুঃখী [illegible]লিত ও পদদলিত শূদ্রজাতির নিকটেই তিনি এই নবধর্ম্মের সবিশেষ [illegible] আরম্ভ করিলেন। এই গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ গান যখন [illegible] যিনিই গাইয়াছেন, তিনিই জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট, চৈতন্য, [illegible], শাক্যসিংহ, মহম্মদ, শঙ্কর প্রভৃতি সকলেই এই সাম্য ধর্ম্মের প্রচারক। [illegible]কেই এই নূতন গানে জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকেরই ছবি, [illegible] জগতের কোন না কোনও স্থানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বৈষম্য-দগ্ধ [illegible] আজও তাহা একমাত্র আশাস্থল।

সাম্যনীতি-স্থাপনেই শাক্যসিংহের অভ্যুত্থান। বৈষম্যের আকর ব্রাহ্মণ এবং বেদ তাঁহাদিগের আধিপত্য সংরক্ষণের প্রধান দুর্গ স্বরূপ; সুতরাং এ দুইই উড়াইয়া দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সুমহৎ ব্রত উদ্যাপন জন্য রাজসিংহাসন, প্রাণময়ী ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহময় জনক জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। নিজে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি জগৎকে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম প্রত্যেককে যে কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, প্র নবধর্ম্ম তাহা খুলিয়া দিল। নবীন উৎসাহে ভারত মাতিয়া উঠিল। সম্রাট হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই এই নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ, শুদ্ধ পুরুষজাতির পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। তিনি স্ত্রীজাতিকেও সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া বৌদ্ধপ্রচারক ও বৌদ্ধপ্রচারিকাগণ ভারত আলো-ড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রচারকার্য্য ভারতের সীমা সীমায় আবদ্ধ রহিল না। দেশদেশান্তরে দ্বীপদ্বীপান্তরে তাহা প্রসৃত হই পড়িতে লাগিল। সেই মোহমন্ত্র আজও মানবজাতির তৃতীয়াংশকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও যেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল, সেইখানেই জাতীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান। চীন, জাপান প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। তার যে সহস্র বৎসর এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই সহস্র বৎসরই ভারতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বলতম কাল। ভারতের বাণিজ্যপোত, ভারতের রণতরি, ভারতের স্থল ফৌজ এই সময়েই জগৎ আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছিল। এই সময়েই শিল্প চরম পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সময়েই বিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ সর্ব্বশ্রেণীতে এ স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতে সমভাবে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বৌ গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রী শূদ্রজাতি হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে ভারতের এ অভ্যুদয় হইয়াছিল যে, গ্রীক নরপতিগণ ভারতীয় নরপতিগণের নিকট সন্ধিপ্রা হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেই ভারত সিংহল জয় করিয়াছি এবং অজেয় সেকেন্দর শাহের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্য ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ চিরস্থায়ী হইল না।

এই সাম্যতন্ত্ররূপ প্রকাণ্ড বিপ্লব ছয় সাত শত বৎসর মাত্র ভারতে রাজ

ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকটেই পরাজয় স্বীকার করিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্যই অলৌকিক প্রতিভাবলে আর্য্য-সাম্য-বায়ব্যাস্ত্রে বৌদ্ধ-সাম্য বরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। "বিষস্য বিষমৌষধম্" বিষ দ্বারা নষ্ট করার ন্যায় এক প্রকার সাম্যপ্রচার দ্বারা অন্য প্রকার সাম্য বিলুপ্ত করিলেন। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই সমান। শঙ্করাচার্য্য গাইলেন— 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এক ব্রহ্মই সত্তা; অপর সমস্তই সত্তাভাস, প্রকৃত সত্তা নহে, জড়, অজড় সমস্তই এক ব্রহ্মময়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ— সেই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। প্রকৃতি ভ্রমমাত্র, পুরুষই একমাত্র সত্তা, অর্থাৎ যাহাকে তোমরা প্রকৃতি বলিতেছ, তাহা প্রকৃতি নহে—পুরুষ বা ব্রহ্ম—প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান অজ্ঞানের কার্য্য। এই মহা অস্ত্রের নিকট বৌদ্ধাস্ত্র পরাস্ত হইল। যখন সবই এক, যখন জড়, অজড় সবই আর কিছুই নহে, তখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, সভ্য ও অসভ্যে, দীন ও দরিদ্রে, স্ত্রী ও পুরুষে কেন ভেদ থাকিবে? হঠাৎ যেন ভারতের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যেন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া চিরলালিত বৈষম্য ভুলিয়া গেল। এই অদ্বৈতবাদ-গহ্বরে বৌদ্ধ সাম্যবাদ বিলীন হইয়া গেল। বৈষম্যজনিত বিবাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শূদ্র, যবন, পার্ব্বত্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত সাম্প্রদায়িক নদ নদী যেন এই প্রকাণ্ড অদ্বৈতবাদ মহাসাগরে আসিয়া মিশিয়া গেল। সবই এক—সুতরাং সবই সমান, এই মহামন্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে লাগিল। যে ভারতভূমি এতদিন হিন্দু-বৌদ্ধসংঘর্ষে রুধির-কর্দ্দমাক্ত হইতেছিল, আজ তাহাতে যেন শান্তিবারি পতিত হইল।

ধন্য শঙ্করাচার্য্য ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল! তুমি আশৈশব ভারতের মঙ্গল-কামনায় দীক্ষিত ছিলে বলিয়া এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। তুমি চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য হইতে কুণ্ঠিত হও নাই বলিয়াই তুমি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক করিতে পারিয়াছিলে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এরূপ মাহাত্ম্য আর কখন দেখাইতে পারে নাই। এই মাহাত্ম্যের এক কণা মাত্র আজ ব্রাহ্মণগণের থাকিলে, ভারতের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইত। এই আত্ম-নাশকারী আর্য্যভূমিতে তোমার মত নেতার আবার প্রয়োজন। দেব! তুমি যে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছিলে, তোমার মত লোক ভিন্ন সে অসাধ্য সাধন

আবার করে কে? দেব! আসিয়া দেখ যে, ভারতে তোমার কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায়। আবার ভারতবক্ষ সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন ভিন্ন। হিন্দু ধর্ম্ম আবার সুবিস্তৃত সেই বিশাল বৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হইয়া সঙ্কীর্ণতর বৃত্তাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। তুমি একদিন হিন্দুধর্ম্মে যে ঔদার্য্য সংক্রামিত করিয়াছিলে, যে ঔদার্য্যগুণে একদিন হিন্দু ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবাসীকে অন্তলীন করিয়া মানব-মণ্ডলীকে কুক্ষিগত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল,—আসিয়া দেখ দেব! সে হিন্দুধর্ম্ম এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে? কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনৌদার্য্যে ইহা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ হইতেছে! তুমি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে যে পরিমাণ তুলিয়াছিলে, প্রতিক্রিয়ার বেগে সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িয়াছে। সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই স্ত্রীপুরুষবৈষম্য আবার পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। যায়—সব যায়—সোণার ভারত অন্তর্বিচ্ছেদে ছারখার হয়। দেব! একবার আবির্ভূত হইয়া এই বিষম বিপত্তিকালে তোমার হৃদয়ের ধন ভারতকে উদ্ধার কর! আবার নতজানু হইয়া চণ্ডালের নিকট মন্ত্রগ্রহণ কর! আবার ভারতে বিশ্বব্যাপী সাম্যের—বিশ্ব-জনীন একত্বের ভেরি বাজাও, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, য়িহুদি, ব্রাহ্ম, পারসীক,—ভারতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আবার বিশ্বপ্রেম-বলে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত কর! দেব! তাহা না হইলে আবার বলি সব রসাতলে যায়।

ব্রাহ্মণ! তুমিই ভারতকে অষ্টে পৃষ্ঠে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলে, তুমিই আবার শঙ্করাচার্য্যরূপে সেই শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছিলে, আবার শৃঙ্খল পরাইয়াছ,—আবার শঙ্করমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই শৃঙ্খল খোল! শঙ্করাচার্য্য অনেক ভাঙ্গাদল জোড়া দিয়াছিলেন, ছিন্ন ভিন্ন বিস্তীর্ণ ভারতকে এক করিয়া ছিলেন, সকলকে পায়ে ধরিয়া ডাকিয়া এক ধর্ম্মমন্দিরের ভিতরে আনাইয়াছিলেন। সে সময় শঙ্করাচার্য্য ভারতক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত না হইলে, বোধ হয় এতদিন হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। সেই ধর্ম্মবীরের মাহাত্ম্যেই হিন্দু ধর্ম্ম নবীন তেজে উঠিয়া কিছু কাল ভারতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত করে। ভারতের স্তরে স্তরে আবার হিন্দু ধর্ম্মের বীজ নিহিত হয়। কিছুকাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম শঙ্কর-মাহাত্ম্যে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা ভোগ করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদময় সাম্যের ভেরী বহুদিন ধরিয়া ভারতের পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু কি পাপে জানিনা, ইতিহাস আমাদিগকে

সে বিষয়ে সহায়তা করে না, আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আবার ব্রাহ্মণ নিজের আধিপত্য রক্ষার জন্য আবার বর্ণ বৈষম্যরূপ দুর্ভেদ্যজালে ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। কৌলীন্য রূপ উপসর্গ আসিয়া আবার বর্ণবৈষম্যরূপ রোগের সহিত যোগ দিয়াছে।

যত দিন না ভারতে আবার জাতীয় অভ্যুত্থান হইতেছে, যত দিন না ভারতে আবার সাম্যভেরি বাজিতেছে, ততদিন ভারতে জাতীয় জীবনের আশা নাই। সে একীকরণ অদ্বৈতবাদে কি দ্বৈতবাদে, হিন্দু ধর্ম্মে কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে হইবে জানিনা। তবে বুদ্ধজেতা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নেতার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সেই বিশাল হৃদয়—সেই বিশ্বপ্রেম ব্যতীত যে ভারতে ধর্ম্মসমীকরণ অসাধ্য, তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। অতি বিশাল ও গভীর বৌদ্ধ ধর্ম্মকেও যে উদার হিন্দুধর্ম্ম একদিন কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিল, সে উদার হিন্দু ধর্ম্ম যে ভারতের বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আবার অন্তর্লীন করিতে পারিবে না, কেমনে বলিব? উপকরণ সামগ্রী সমস্তই হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে কালের উপযোগী দ্রব্য সকল বাছিয়া লইয়া একাগ্রচিত্তে শবসাধনা করিলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করিবেন।*

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।

* প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে, সর্ব্বদর্শী অধিকারী ভিন্ন যখন চতুর্ব্বেদে কাহারও অধিকার নাই, তখন প্রবন্ধলেখকের মত কিরূপে গ্রাহ্য? আবার কাহারও মতে, যখন চতুর্ব্বেদের অনুবাদ বাহির হইয়াছে ও প্রবন্ধলেখক যখন সেই অনুবাদের অনুসরণ করিয়াছেন, তখন আর অধিকারিত্বের বিচার সম্ভবে না। যাহা হউক, প্রবন্ধের মতামতের জন্য কায়স্থ-সভা দায়ী নহেন। পঃ সঃ।

মহারাজ বল্লালসেন।

বঙ্গের ইতিহাসে মহারাজ বল্লালসেনদেবের নাম অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। বহুদিন হইতে তাঁহার জাতি ও সময় লইয়া অনেক মত ভেদ চলিয়া আসিলেও সংপ্রতি তাহার অনেকটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে বৈদ্য বলিতেছিলেন, স্থানে স্থানে প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব ও কায়স্থত্ব লইয়া কলহ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মতেরও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার কালনিরূপণ বিষয়েও আর বড় মতভেদ দেখা যায় না। ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃষ্টাব্দে) বল্লালের রাজত্ব কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে।*

মহারাজ আদিশূরের রাজত্ব কালও বল্লালসেনের সময়াবধারণের অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছে। অষ্টম শকশতাব্দীর প্রথম অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে আদিশূর জীবিত ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণের মতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আদিশূরের ৩০০ তিন শত বৎসর পর বল্লালসেনের রাজত্ব কাল আরম্ভ হইবার বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে, উক্ত সময়েই যে বল্লালের রাজত্ব কাল তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। তবে কোন ২ ঘটকপ্রবর ১১১৪ শকাব্দে তাঁহার জন্মের সময় লইয়া অযথা তর্ক করেন, কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকায় তাহা যে তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বল্লালের জাতিনিরূপণ সম্বন্ধেও অনেকে ভিন্নমত অবলম্বন করিয়া থাকেন। কুলগ্রন্থকার ঘটকগণ জনশ্রুতি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় বল্লালকে বৈদ্যজাতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বৈদ্যজাতির অনেকের সেন উপাধি আছে, তাই বোধ হয় ঘটকগণ বল্লালের নামান্তে সেন শব্দ থাকায় বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকিবেন। "সেন" উপাধি জাতিবাচক রূপে ব্যবহৃত হইলে ভীমসেন, চিত্রসেন ও বৈদ্য জাতি ভিন্ন অন্য কিছুই হইতেন না। বর্ত্তমান কালেও অনেক কায়স্থের "সেন" উপাধি আছে। আবার কোন পুস্তকে অবগত হওয়া যায় যে—"কুল গ্রন্থ" নষ্ট হইয়া যাওয়াতেই ঘটকগণ অনেক বিষয় কল্পনার স্রোতে ভাসাইয়াছিলেন। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কারণ ঘটকগণ নির্ধনতাহেতু যখন তৃণাচ্ছাদিত গৃহেই বাস করিতেন, তখন অগ্নিভয়ে, যবনগণের অত্যাচারে ও বর্গীর লুট প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কুলগ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। বল্লাল, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যজাতির মধ্যে বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথা লক্ষিত হয় না। বল্লাল যদি বৈদ্য হইতেন, তাহা হইলে স্বজাতিগণ মধ্যে তাঁহার অধিক আধিপত্য

* বল্লালসেনদেবের রাজত্ব কাল লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আমার মতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৯৮৮ শকে বল্লালসেন বঙ্গসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ১০৪১ শকে বল্লাল বঙ্গ সিংহাসনাধিরোহণ করেন ও ৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১০৯১ শকে পরলোক প্রাপ্ত হন। আমরা বল্লালসেন কৃত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি, ইহার নাম "দানসাগর"। এই গ্রন্থখানি অনেক গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া আমারও বিশ্বাস। এই গ্রন্থের এক স্থানে আছে—

"নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লাল সেনদেবেন। পূর্ণে নবশশি দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥"

"অঙ্কস্য বামাগতিঃ" হিসাবে ধরিলে ১০১৯ শকে দানসাগর গ্রন্থ রচিত হওয়া জানা যায়। কেহ কেহ ঐ শ্লোকটীর এই রূপ পাঠান্তর কল্পনা করেন যে—

"পূর্ণ শশি নব দশমিতে দানসাগরো রচিতঃ॥"

শেষোক্ত শ্লোকটীর বিচার করা যাউক। প্রথমতঃ শ্লোকটীর ছন্দঃপতন দোষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "শশি নব দশমিতে"র পর "শকাব্দার" উল্লেখ নাই, অতএব কোন রাজার চলিত অব্দ হইতে জানা যায় না, এই নিমিত্ত প্রথম পাঠটীই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অতএব ১০১৯ শকাব্দে দানসাগর রচিত হইবার সময় জানা যাইতেছে। আইন-আকবরী-প্রণেতা আবুল ফজল ও ইংরাজ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতির মতে ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃষ্টাব্দ) বল্লালের রাজ্যারম্ভ-কাল 'টেবলস্' নামক গ্রন্থরচয়িতা জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেব এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণও আবুল ফজলের মতানুসরণ করিয়াছেন। তাহা হইলে বল্লালের রাজ্যারম্ভের ৩১ বৎসর পর দানসাগর গ্রন্থ রচিত হয়। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের ঢাকুর গ্রন্থ যাহা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে আছে—

"যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
৯৯৪ শকে না ছিল একদা॥"

এইটি বল্লালসেনের একজন মন্ত্রী বারেন্দ্রকায়স্থশ্রেণীস্থাপয়িতা ভৃগু নন্দীর উক্তি। ইহাতেও ৯৯৪ শকে বল্লালের রাজত্ব কাল বলিয়া জানা যায়।

থাকিত এবং বৈদ্যগণ মধ্যেও তিনি কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। আর তিনি "আচার বিনয়াদি" গুণ দৃষ্টে কৌলীন্য বিধান করিয়াছেন, বৈদ্যগণের মধ্যে কেহই কি তৎকালে উক্ত গুণনিচয়ে ভূষিত ছিলেন না? তাহাও অসম্ভব, ইহাতে বোধ হয়, তিনি বৈদ্য ছিলেন না।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ-রচয়িতা" বল্লালকে আবার মাহিষ্য জাতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার গোপাল ভট্টকৃত বল্লাল-চরিতের নিম্নলিখিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই কেহ কেহ বল্লালকে বৈদ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্লোকটী এই—

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্॥
গোপালভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেন চ।
অব্ধরাজজমানেঃ বসুভির্বাণৈরবিকশাকেষু॥
রুদ্রেশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মাসসম্মিতে॥"

অর্থাৎ ১৩০০ শকে বা ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্য-বংশাবতংস রাজা বল্লাল সেনের আদেশানুসারে গোপাল ভট্ট নামক তাঁহার জনৈক শিক্ষক কর্ত্তৃক বল্লালচরিত রচিত হইল। বাস্তবিক বৈদ্যবংশজাত বল্লালের মতানুসারেই বল্লালচরিত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই বৈদ্যবংশজাত বল্লাল আমাদের বল্লাল কি না? আর যখন পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ৯৮৮ শকাব্দে গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন রাজ্য করেন, তখন স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, এ বল্লাল গৌড়াধিপতি নহেন। কারণ, ইহার ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে, রাজা বল্লাল সেন রাজ্যেশ্বর হইয়া ৫০ বৎসর রাজত্বের পর মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং গোপাল ভট্টের বল্লাল যে এ বল্লাল নহেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের ঢাকুর নামক পুস্তকে বল্লালকে কায়স্থরূপে নির্ণীত হইতে দেখা যায়। যথা—

"কায়স্থপুত্র বল্লাল যা করে তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥"

আইন-আকবরী-প্রণেতা আবুল ফজলও উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন। বল্লালসেন-কৃত দানসাগর গ্রন্থ, সেনবংশের তাম্রশাসন ও শিলাফলক-প্রশস্তির বিধি প্রমাণানুসারে বল্লালসেন চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম-ক্ষত্রবংশোদ্ভব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, কবির,

প্রমাণত্রয়ের অন্যতমশাখা বলিয়া আইন-আকবরী ও ঢাকুরের মত বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে; মতাধিক্য হেতু আমাদেরও বল্লালসেনকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া বিশ্বাস। তবে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহণ সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও তদ্বিষয়ের মীমাংসা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কোন কোন ঘটকপ্রবর বল্লালকে মিত্রসেনের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবুল ফজলের মতে বল্লালসেন শুকসেনের পুত্র। আবার তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া অযথা আভিজাত্যাদি দোষে দূষিত করিতেও কেহ কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই। এ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে, তাহা এস্থানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথিত আছে যে, বল্লালের পিতা রূপলাবণ্যবতী দুইটী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত হওয়াতে জ্যেষ্ঠা পত্নী রাজার এইরূপ ব্যবহারে স্ত্রীসুলভদৌর্ব্বল্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া কনিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ স্বীয় অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে জনৈক উদাসীন দ্বারা একটী যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। যজ্ঞসমাপনান্তে উদাসীন যজ্ঞিয় চরু রাণীকে প্রদানপূর্ব্বক তাহা রাজাকে কোনক্রমে খাওয়াইতে পারিলে তিনি তাহার চির আজ্ঞাকারী হইবেন বলিয়াছিলেন। লোকপরম্পরায় এই সংবাদ কনিষ্ঠা রাণীর দৃষ্টিগোচর হইলে, তিনি জনৈক দাসী দ্বারা উক্ত যজ্ঞিয় চরু অপহরণপূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রে নিক্ষিপ্ত করাতে চরুর আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে নদরাজ নররূপ ধারণ করিয়া রাণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সহবাস প্রার্থনা করায় রাণী তাহাতে সম্মতা হন নাই বলিয়া, তাহাকে মোহিত করিবার জন্য অগত্যা দেবমায়া বিস্তার করিতে হইয়াছিল। রাণী দৈবমায়ায় মোহিত হইলে, নদরাজ তাঁহাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, তুমি আমার সহবাসে অপবিত্র হইবে না ও তোমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আমা হইতে যে পুত্ররত্ন লাভ করিবে, তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নরপতি হইবেন। এই সকল প্ররোচনায় মোহিত হইয়া নদরাজের সহবাসে রাণী গর্ভবতী হইলে, রাজা তাহার চরিত্রে সন্দিহান হন এবং হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ বিজন বনে নির্ব্বাসিত করেন। উক্ত রাণীর গর্ভে বল্লালসেন জন্ম গ্রহণ করেন এবং বন মধ্যে জন্মহেতু বল্লাল নামে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। আবার কুলাচার্য্যগণের মতে বল্লালসেনকে আদিশূরের দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেও দেখা যায়। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে আদিশূরের পুত্র বলিয়াও থাকেন। মতান্তরে কেহ আবার তাঁহাকে বিশ্বক্‌সেনের পুত্রও

বলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দানসাগর গ্রন্থে স্বীয় বংশবর্ণনে অগ্রসর হইয়া আপনাকে চন্দ্রবংশীয় বিজয়সেনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করায় পূর্ব্বোক্ত মত অলীক বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে বিজয়সেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেনবংশের তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকপ্রশস্তির দ্বারাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, অদ্বিতীয় কীর্ত্তিশালী অধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ, ক্ষেমার্থাব-লম্বী বল্লালসেন বিজয় সেন হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যৎকালে বিজয় সেন গৌড়-রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন, যৎকালে তাঁহার বিজয়পতাকা গৌড়রাজ্যে উড্ডীয়মান হইতেছিল, সেই সময়ে বোধ হয়, আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গসমতট প্রদেশ শাসন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তৎকালেই বোধ হয় বিজয়সেন সমতট-রাজকন্যা পাণিগ্রহণ করেন। সেই রাজকন্যার গর্ভেই বল্লালের জন্ম হওয়া সম্ভব। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সমতটে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করার বিষয় ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বকালে সমতট—বিক্রমপুর নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত স্থান রামপাল নামে খ্যাত। তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত ছিল, তাহা গুহাবস্থা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার রাজধানীর অধিকাংশ চিহ্নই বিলুপ্তপ্রায়। রাজ্য-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি স্বীয় অধিকৃত বাঙ্গালা দেশকে বঙ্গ, বারেন্দ্র, বাগড়ী, রাঢ়, ও মিথিলা এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করেন। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব, পদ্মার উত্তর, করতোয়া নদীর পশ্চিম ও অন্যান্য রাজগণের রাজ্যের দক্ষিণে অব-স্থিত ভূভাগ বরেন্দ্রভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। করতোয়া নদীর পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড বঙ্গ নামে পরিচিত। বাগড়ী এই দেশ ত্রিকোণ, চতুর্দ্দিক্ জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে দ্বীপও বলিত। ইহার পশ্চিমে ভাগী-রথী নদী, পূর্ব্বে পদ্মা নদী, এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত অন্যান্য রাজগণের রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভূভাগ বল্লালসেন কর্ত্তৃক রাঢ় নামে খ্যাত হইয়াছে। মিথিলা, মহানন্দা ও গৌড় নগর ইহার পূর্ব্ব, দক্ষিণে ভাগীরথী, উত্তর ও পশ্চিমে অন্যান্য রাজ্যাধিকার।

দেশবিভাগের পর তিনি দানসাগর যজ্ঞ-সমাপনান্তে (১) ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বল্লালসেন স্বীয় কার্য্যগুণে বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিয়াছেন। তিনি শৈশবেই বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিশেষ সুপণ্ডিত হন। দানসাগর গ্রন্থ তাঁহার নিজ রচিত। রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যাতেও তিনি সমধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যা-বস্থাতেই তিনি রাজা হন ও একদল শিক্ষিত সৈন্যকে স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে পরাভূত করিয়া বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচাররূপ কলঙ্কচ্ছায়া তাঁহার যশোভাতির পূর্ণবিকাশপথের কণ্টক হইয়াছিল মাত্র। তিনি কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপনের সময় স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক অচল জাতিকে চলিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কাহাকে কৌলীন্য দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, কাহারও আবার কৌলীন্য কাড়িয়া লইতে ত্রুটী করেন নাই। এই সকল কারণে বারেন্দ্র-কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ও উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রদত্ত মর্য্যাদা গ্রহণ না করায় তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি স্বীয় প্রাধান্যবিস্তারের জন্যই অন্ত্যজজাতিকেও (যাহাদের জল স্পর্শ করা যায় না) জলাচরণীয় করিতে তিলমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। রূপান্ধ হইয়া তিনি নীচ জাতীয়া ডোমকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য গৃহে আনয়ন করেন। ইহাই তাঁহার প্রধান দোষ। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে বা কোনরূপ নিন্দা করিলে বল্লাল তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব অপহরণান্তর তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতেন। এ সম্বন্ধে বারেন্দ্র কায়স্থের ঢাকুর নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে—

"কাহাকে কুলীনপদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল॥
পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বাঁধিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্মবীজ সঞ্চয় হইল॥
কেহ কেহ রাজ আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নবকৃত পদ করিলা নিন্দন॥

(১) "ভোম শেষে পটী ভাগ করিতে লাগিল।" (ঢাকুর)

বারেন্দ্র-কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল-মর্য্যাদা নাহি লইলা তিনজন ॥
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশে।
স্বস্থান ছাড়িয়া পরে গেলা অবশেষে ॥
কায়স্থপুত্র বল্লাল যা করে তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায় ॥

* * * * * * * * * *

একদিন মনে কৈলা বসি সিংহাসনে।
অনাচার আচরিব ভাবে মনে মনে ॥
নীচ অন্ত্যজ জাতির জল নাহি খায়।
তাহাকে আচারে রাজা হইয়া নির্ভয় ॥
কুক্রিয়া করিতে রাজার নাহি ধর্ম্মভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তাহে দূর করি দেয় ॥
আপনি যে মতে কন্যা আনিল হরিয়া।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন মন দিয়া ॥
একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে ॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে ॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি ॥
অতি শুভ্র দধিবাঁশের বেতিতে লইলা।
পরম যতন করি রাজা ভোগে দিলা ॥
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইলা বহুতর।
দিলা রাজা ধন রত্ন বস্ত্র অলঙ্কার ॥
বিবাহ করিব বলি লইয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে ॥

যদি কালক্রমে রাজা, শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ায় তখনি ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করায় বিচার।
শাস্ত্র মতে কার্য্য করি কি দোষ আমার ॥”

ঐ কারণে লক্ষ্মণসেনের সহিতও তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সে সম্বন্ধেও ঢাকুরে আছে যে—

“তদন্তরে একদিন রাজার তনয়।
শাস্ত্র অধ্যয়নে চলে ব্রাহ্মণ-আলয় ॥
তথায় পড়ুয়া সব কৌতুক করিয়া।
কহে বাক্যচ্ছলে মাত্র বিস্তর নিন্দিয়া ॥
তব পিতা বল্লাল কামে মত্ত হ’য়ে।
আনিয়াছে ডোমকন্যা করিবেক বিয়ে ॥
এত শুনি রাজসুত মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হ’য়ে ॥
সম্ভ্রমে পিতাকে কিছু না কহি বচন।
সম্মুখে আছিল ঝাড়ি বারি সংপূরণ ॥
ক্রোধেতে সেই জল ফেলে মৃত্তিকায়।
নিম্নগামী জল মাত্র নীচ পথে যায় ॥
জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হ’য়ে নীচেতে গমন ॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া রাজা কহে প্রত্যুত্তর।
হস্তীকে ভ্রমর হ’য়ে দিলেক ঝঙ্কার ॥
অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল ॥”

এই অপযশ যে তাঁহার কেবলমাত্র বারেন্দ্র-কায়স্থগণ কর্ত্তৃক রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহা নহে। উত্তরবারেন্দ্র, বৈদ্য ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণও তাঁহাকে এই দোষে দূষিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার ঐ সকল নিন্দা শ্রবণে ও কদাচারদৃষ্টে নন্দি-কুলধুরন্ধর ভৃগু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন।

বল্লাল তাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া নন্দীকে বন্দী পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এ সম্বন্ধেও ঢাকুরে আছে যে—

"ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ করিলা নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিলা।
মহাকোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিলা॥
নন্দী বন্দী হৈলা এই হেন কাজে।
বলিতে লাগিলা নন্দী মরি আমি লাজে॥"

ব্যাসসিংহ তাঁহার একজন পারিষদ ছিলেন। ঐ আচরণে তাঁহার বাটীতে ভোজন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বল্লাল করাত দ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উপদ্রবের বিষয় আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিতের পরিশিষ্ট পাঠেও অবগত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে—

"যুদ্ধব্যয়নিমিত্তং তদ্‌ভূপতিঃ সেনবংশজঃ।
বল্লভানন্দ-আঢ্যাচ্চ জগ্রাহ বিপুলং ঋণম্॥
পুনঃ পুন ঋণং তস্মাদ্‌যযাচে মন্দধীরসৌ।
তস্য প্রতারণাং জ্ঞাত্বা ন দদৌ স বণিক্ পুনঃ॥
ইদং হি কারণং যস্মাদ্‌বণিগ্‌জাতিং প্রতি প্রভুঃ।
ক্রুদ্ধো ভূত্বা স বল্লালশ্চকার জাতিপাতনম্॥"

অর্থাৎ রাজা বল্লালসেন যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বারংবার এইরূপ করায় উক্ত আঢ্য তাঁহাকে ঋণ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে বল্লাল সমস্ত বণিক্ জাতির প্রতি রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগের জাতিপাত করিয়াছিলেন।

শুধু তাহা নহে, যে সকল ব্রাহ্মণ বণিক্‌গণের যাজনাদি করিবে, তাহারাও পতিত হইবে, এইরূপ রাজাজ্ঞা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শরণদত্ত বল্লালচরিত্রে লিখিয়াছেন যে— "অনাহতস্বধর্ম্মান্ স বিলোক্য বণিজস্তদা।
আদিশত্তান্ নৃপঃ সর্ব্বান্ যজ্ঞসূত্রং বিবর্জ্জিতুম্॥
ত্যজন্ত যজ্ঞসূত্রাণি বণিজো রাষ্ট্রবাসিনঃ।
[illegible]

আহত্যাডিণ্ডিমান্ ভৃত্যা নগরে নগরে বিশাং।
রাজাজ্ঞাং ঘোষয়ামাসুশ্চত্বরেষু চ বীথিষু॥
রাজাজ্ঞামবজানন্তো ধর্ম্মভীতা মহাজনাঃ।
ত্বরমাণা দিশো জগ্মুঃ সদারাদি-পরিচ্ছদাঃ॥
অবোধ্যাং প্রযযুঃ কেচিৎ কেচিদ্ মুদ্গাগিরিং বিশঃ।
সপ্তমায়ুতং পাটলীঞ্চ তাম্রলিপ্তিঞ্চ কেচন॥
ততোদয়ং পুরং কেচিৎ কেচিন্মানগড়ং যযুঃ।
বিনীতঞ্চ পুরং কেচিচ্ছ্রীখলামপি কেচন॥
অক্ষমা যে তু যাতুং তে রাজদণ্ডভয়ার্দ্দিতাঃ।
তত্যজুর্যজ্ঞসূত্রাণি হেমানি তান্তবানি চ॥"

অর্থাৎ বণিক্‌গণ তখন পর্য্যন্তও স্বধর্ম্মে আছেন দেখিয়া, বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করেন। আর ইহাও প্রচার করেন যে, উপবীত ত্যাগ না করিলে কঠোর রাজদণ্ডে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে। গৌড়রাজ্যের যে যে স্থানে বণিক্‌গণ বাস করিতেন, সেই সেই নগরের রাজপুরুষগণ ঢক্কা বাদ্য দ্বারা রাজাজ্ঞা বিঘোষিত করায় বণিক্‌দিগের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মভীরু, তাহারা স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। যাঁহারা পলাইতে পারিলেন না, তাঁহারা রাজদণ্ডের ভয়ে উপবীত ত্যাগ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক অত্যাচারের কথা জানিতে পারা যায়। বাহুল্য-ভয়ে তাহা লিখিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

তাঁহার রাজত্বকালে কে কে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন, সামান্যতঃ তাহারই আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সেনরাজগণের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সাবর্ণ-গোত্র বেদগর্ভের পূর্ব্বপুরুষ শ্রী আদিদেব বল্লালের মন্ত্রী* ছিলেন। এ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

শ্রী আদিদেব ;—

"যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী॥"

* আদিদেব বল্লালের বহুপরবর্ত্তী। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ ৩০৭-৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পঃ সঃ

আবার কায়স্থগণের ঢাকুর নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ভৃগুনন্দী তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যথা—

"ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ কৈলা নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ॥"

এতদ্ভিন্ন মুরহর দেব ও নারায়ণ দত্ত (১) প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন ও ব্যাসসিংহ তাঁহার একজন পারিষদ ছিলেন। ভীমসেনও যে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা কুল-পঞ্জিকায় অবগত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

---

(১) এই নারায়ণদত্তকে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ বলেন দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজগণ বলেন বঙ্গজ ও বারেন্দ্রগণ বারেন্দ্র-কায়স্থ বলিয়া থাকেন। সকলের মতেই উক্ত নারায়ণ দত্তের আদি বাসস্থান বটগ্রাম। দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ নারায়ণ দত্তকে ভরদ্বাজগোত্রীয় বলেন, কিন্তু বঙ্গজগণ ও বারেন্দ্রগণ তাঁহাকে মৌদগল্য-গোত্রীয় বলিয়া থাকেন। অতএব বারেন্দ্রশ্রেণীর দত্তবংশীয়গণের আদি-পুরুষ নারায়ণ দত্ত ও বঙ্গজশ্রেণীর দত্তবংশের আদি-পুরুষ নারায়ণ দত্ত যে একজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর উক্ত বটগ্রামের নারায়ণ দত্তই যদি দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের দত্তবংশের আদি পুরুষ হন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার গোত্র ভুল করিয়াছেন। তাহা না হইলে সে নারায়ণ দত্ত পৃথক্। ঐ নারায়ণ দত্তের পূর্ব্ব-পুরুষ যিনি আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করেন, তাঁহার নাম পুরুষোত্তম দত্ত। উপনিবেশী কায়স্থ আটজনের বাসের নিমিত্ত আদিশূর যে আটখানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বটগ্রাম একখানি। পুরুষোত্তমদত্ত-বংশজাত নারায়ণ দত্তকে ঢাকুরের বটগ্রামী দত্ত বলিয়া উল্লেখ করায় পুরুষোত্তম দত্ত উক্ত বটগ্রামেই বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। ঐ বটগ্রাম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে গৌড়ে (মালদহের নিকট অবস্থিত ছিল; উক্ত গৌড় বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। কারণ বারেন্দ্রভূমির চতুঃসীমা এই—পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে পদ্মা ও উত্তরে কোচবিহার ও অন্যান্য রাজগণের রাজ্য। অতএব সে হিসাবে নারায়ণ দত্ত বারেন্দ্রকায়স্থই হন। নারায়ণ দত্ত যখন বল্লালসেনের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন বল্লালের সহিত তাঁহার রামপাল প্রভৃতি স্থানে যাওয়া ও তথায় তাঁহার বাসভবন থাকা অসম্ভব নহে। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা রামপালে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গজ ও যাঁহারা বটগ্রামে বাস করিতেন, তাঁহারাই বারেন্দ্র নামে খ্যাত। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ দক্ষিণরাঢ় মধ্যে যাইয়া বাস করায় দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। বারেন্দ্রকায়স্থ কুলজীগ্রন্থ ঢাকুরে আছে যে,—

"বটগ্রামী দত্ত মধ্যে নারায়ণ নাম। রাধানগর বাস কৈলা গুণে অনুপাম।"

অতএব বটগ্রামী নারায়ণ দত্ত যে বারেন্দ্র-কায়স্থশ্রেণীস্থ দত্তগণের আদি-পুরুষ, তাহাতে আর কি সন্দেহ হইতে পারে?

মহারাজ বল্লাল সেন সম্বন্ধে মন্তব্য।

"মহারাজ বল্লালসেন"-অভিধেয় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রবন্ধ-লেখকের সহিত অনেক বিষয়েই আমরা একমত হইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ বল্লালসেনের অভিষেককাল। প্রবন্ধলেখক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া এবং আবুল ফজলের দোহাই দিয়া ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃষ্টাব্দে) বল্লাল সেনের যে কালনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বহু দিন হইল ভ্রমপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।* অধিক সম্ভব, প্রবন্ধলেখক সময়প্রকাশের ভ্রমপূর্ণপাঠের উপর নির্ভর করিয়া ১০১৯ শকাব্দে দানসাগরের রচনা-কাল স্থির করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দানসাগর ১০৯১ শকাব্দে রচিত হইয়াছে, তাহা দানসাগরের নিম্নোদ্ধৃত বচনাবলী পাঠ করিলেই সাধারণের সন্দেহ দূর হইবে :—

"অত্র সংবৎসরাদিসময়বিশেষপ্রতিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসরস্য প্রতিপাদনায় লিখ্যতে—

নিখিল-চক্রতিলক-শ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।
রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যাস্য
ক্রমশোঽত্র সংপরিদাস্যুদাস্থা বৎসরা পঞ্চ॥
তদেবমেকনবত্যধিবর্ষসহস্রারেঽন্বিতে (১০৯১) শাকে
সংবৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপদারভ্য চ।"

(বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত দানসাগরের পুঁথি ২০০।২ পৃষ্ঠা)

দানসাগরের রচনাকাল স্থির করিবার জন্য এখানে সংবৎসর ও অপরাপর বৎসর নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়াছে :—

নিখিলচক্রবর্ত্তিগণের তিলকস্বরূপ শ্রীমান্ বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হইয়াছে। এই বর্ষে রবিভগণ ৪২৭০। এই রবিযুগভগণকে ৫

---

* Journal of the Asiatic Society of Bengal. for 1896, Part. 1. P. 18-27.

দিয়া ভাগ করিলে আর কোন অবশিষ্ট থাকে না। ইহাকেই দানসাগরের রচ-রম্ভ-কাল বলিয়া স্থির করিবে। এই ১০৯১ শাকে সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদ্বৎসর, অনুবৎসর ও উদাবৎসর এই পঞ্চ প্রকার বংসরই অতীত হইয়াছিল।

দানসাগরের উক্ত প্রমাণ অনুসারে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহারাজ বল্লাল-সেন ১০৯১ শকে (অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর রচনা করেন, এরূপ ৯৮৮ শকে বা ১০৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিষেক কাল কখনই সম্ভবপর নহে। হইলে শতাধিক বর্ষের অধিক বল্লাল সেনের রাজ্যকাল হইয়া পড়ে, তাহা বিশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হইবে না। বল্লাল সেন যে ১০৯০ শকে অর্থাৎ ১১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা আমরা বল্লালসেন-রচিত "অদ্ভুত সাগর" নামক অপর গ্রন্থ পাঠেও জানিতে পারি। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেহদ্ভুতসাগরং।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেহস্মিন্ সমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষা মহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতেনিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
নানাদানবিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোদ্যোগতো
নিষ্পন্নোহদ্ভুতসাগরকৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ॥"

গৌড়েন্দ্রগণরূপী-কুঞ্জরপুঞ্জের বন্ধনস্তম্ভস্বরূপ ভুজশালী মহীপতি বল্লাল ১০৯ শকে অদ্ভুতসাগর রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থরচনা শেষ না হইতে তাঁহার তনয়ের রাজ্যারোহণ কাল উপস্থিত হয়, সুতরাং সেই মহা সমারোহ-কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি স্বরচিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতে না পারিয়া প্রভূত দান জলপ্রবাহে যেন অস্থানেই গঙ্গায় যমুনার সঙ্গম সম্পাদন করিয়া পত্নীর সহিত অমর-ধামে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহামান্য ভূপতি লক্ষ্মণ সেন বিশেষ উদ্যোগী হইয়া বল্লালনৃপকৃত অদ্ভুতসাগরের অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন করেন।

এরূপ স্থলে দানসাগর রচনার (১০৯১ শকের) অনতিকাল পূর্বেই বল্লাল-সেন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। আবুল-ফজল কোথাও ৯৮৮ শকে (১০৬৭ খৃষ্টাব্দে) বল্লালের অভিষেককাল নির্ণয় করে

এবং সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺ বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলগ্রন্থে পাইয়াছি :—

"ধরা-বেদ-ব্যোম-ক্ষৌণী-মিতে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোহভূৎ শ্রীমদ্বল্লালভূপতিঃ॥"

১০৪১ শকে মিত্রসেনের পুত্র শ্রীমান্ বল্লাল রাজা হইয়াছিলেন। রাণা-বাসী ৺ সাতকড়ি ঘটকের সংগৃহীত কুলগ্রন্থেও দেখা যায়—

"গতে শাকে পক্ষাম্বুধিখকমিতে করণকুলে
শ্রিয়া বল্লালনামা অজনি বিজয়াৎ ব্রহ্মজনুসা॥"

প্রমাণ দ্বারাও ১০৭২ শকে বল্লালের বিদ্যমানকাল অবধারিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থ-নির্দ্দিষ্ট এই শেষোক্ত শকই তাঁহার কৌলীন্যমর্য্যাদা-প্রদানের কাল। আবুল-ফজলের আইন্-ই-আকবরী মতে গৌড়-রাজধানীপ্রতিষ্ঠাতা বল্লাল ৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন; আবার তিনি আকবরনামায় লিখিয়াছেন যে, ১০৪১ (১১১৯ খৃষ্টাব্দে) ল সং (লক্ষ্মণসম্বৎ) আরম্ভ হয়। বল্লালসেনের ১০৯১ শকে ও ৫০ বর্ষ রাজ্যভোগ স্বীকার করিলে ১০৪১ শকেই তাঁহার অভিষেককাল। আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে, ঐ সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার নদীয়া অধিকার করেন। * এখন কথা উঠিতে পারে, ঢাকুর নামক বারেন্দ্রকুল-গ্রন্থে যে কারিকার উক্তি আছে,—

"যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল-মর্য্যাদা।
নয় শ চুরানব্বই (৯৯৪) শকে না ছিল একদা॥"

এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি? যদি ৯৯৪ শকে (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে) বল্লাল-রাজাই না থাকিবেন, তাহা হইলে ঐরূপ উক্তির সার্থকতা কি? মনোযোগ-পূর্বক ঢাকুর আলোচনা করিলে সহজেই মনে হয় যে, বারেন্দ্র-কায়স্থগণ ৯৯৪ শকে বঙ্গে আগমন করিলেও সে সময়ে বল্লালমর্য্যাদা স্থাপিত হয় নাই। আমরা পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকা হইতে জানিতে পারি যে,—

"বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা।"

* Journal A. S. B. for 1896. pt. I. p. 26-27.

অর্থাৎ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সমাজসংস্থাপক বঙ্গাধিপ শ্যামলবর্ম্মা ৯৯৪ শকে (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার সাম্বসারে বৈদিক কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে,—

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘনাদাচ্চ পশ্চিমং।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণং।
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোঽপ্যশাসয়ং।
সেনবংশীয়ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্।"

অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণসাগরের উত্তরে এবং বারেন্দ্রভূমের দক্ষিণে সেনবংশীয় রাজের আশ্রয়ে সামন্তরাজরূপে স্বধর্ম্মশীল শ্যামলবর্ম্মা রাজ্য শাসন করিতেন। উক্ত সেনবংশীয় রাজা আর কেহ নহেন, স্বয়ং বিজয়সেন—বল্লালসেনের পিতা। * ঢাকুর পুরাতন মালমসলা লইয়া রচিত। সম্ভবতঃ বিজয়সেন বা শ্যামলের অধিকারকালে বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহারই অঙ্গহীন ও খণ্ডিত বর্ণনা এখনকার কুলগ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কুলগ্রন্থে বল্লালসেনের পিতৃনাম বিজয়সেন, মিত্রসেন, বিশ্বক্সেন ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি ভিন্নরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি? রাণাঘাটনিবাসী ৺ সাতকড়ি ঘটকের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, বল্লালের পিতামহ হেমন্ত ও পিতা বিজয়সেনের কএকটী নামান্তর ছিল এবং বিজয়সেন নিজেও ব্রহ্মপুত্রভক্ত ছিলেন, এরূপ স্থলে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বল্লালের পিতার ভিন্নরূপ লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে। তাঁহার পিতা ব্রহ্মপুত্রভক্ত ছিলেন বলিয়াই বল্লাল ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বল্লালসেনের ডোমকন্যা-সম্বন্ধীয় কলঙ্কের কথা অনেকেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত যে রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য জড়িত রহিয়াছে তাহা বোধ হয়, আধুনিক কুলগ্রন্থকারগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বল্লালকে নিন্দাভাজন করিয়াছেন। তৎকালে সমস্ত বঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের পূর্ণ প্রভাব, ডোম্‌প বা ডোমপতিগণ তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়া বিশেষ সম্মানিত। তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্ভবতঃ বল্লালসেন সমস্ত তান্ত্রিক সমাজকে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য়াংশ পাশ্চাত্য বৈদিকবিবরণ দ্রষ্টব্য।

করায়ত্ত করিয়াছিলেন। ভোটদেশের বৌদ্ধ-ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ডোমপতিগণের সামাজিক অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক মহারাজ বল্লালসেনের কৌশলে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; তবে যাহারা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হয় নাই, এরূপ অধিকাংশ বৌদ্ধই হিন্দুসমাজে অতি ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সেই তান্ত্রিকতার প্রভাবে কনোজাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সন্তানগণ সকলেই গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, মহাতান্ত্রিক বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা দিয়া তাঁহাদিগকেই সম্মানিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকগণ তখনও তান্ত্রিক মত অবলম্বন করেন নাই, সে জন্য রাজসম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

(পত্রিকা-সম্পাদক।)

সংস্কার-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহার পিতার অথবা পিতা ও পিতামহ এতদুভয়ের উপনয়নসংস্কার হয় নাই, তাহারা ব্রহ্মঘ্ন শব্দে অভিহিত অর্থাৎ তাহাদিগকে বেদাজ্ঞা-উল্লঙ্ঘনকারী বা এককথায় বলিতে হইলে, বেদাপলাপক বলে। তাহাদিগের সহিত গতাগত ব্যবহার, ভোজন,যৌন সম্বন্ধ এবং মৈত্রী ও ইষ্টালাপাদি সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। যদি কেহ সাবিত্রীগ্রহণে অভিলাষী হইয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসম্মত মুখ্যকাল-উল্লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যেমন দুই মাস কাল ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে (১), সেইরূপ এখানে সংবৎসর ব্যাপিয়া ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তব্য। অনন্তর উপনয়ন। তদনন্তর যাবৎ সংখ্যক পুরুষ অনুপনীত, তাবৎ পরিমিত বৎসর ঋগ্বেদোক্ত "যদন্তি যচ্চ দূরকে" ইত্যাদি মন্ত্র পাবমানী মন্ত্রে, যজুর্ব্বেদোক্ত "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত" এই মন্ত্রে সামবেদোক্ত "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" এই মন্ত্রে এবং অথর্ব্ববেদোক্ত "হংসঃ শুচিষৎ" এই মন্ত্রে অথবা ব্যাহৃতি মন্ত্রে স্নান করিবে। পরে শুদ্ধ হইলে বেদাধ্যাপনা হইবে।

(১) "অতিক্রান্তে সাবিত্র্যা কালে ঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথোপনয়নং। ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনং অথাধ্যাপ্যঃ।" (আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র)

কেহ কেহ বলেন, যদিও আপস্তম্বোক্তির আক্ষরিক অর্থ উল্লিখিত প্রকার হউক; তথাপি যখন গৌতমধর্ম্মসূত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "এনস্সু গুরুষু গুরূণি লঘুষু লঘূনি" অর্থাৎ গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘু প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, তখন কথিত রূপ অর্থ যে সঙ্গত নহে, তাহা আপনা হইতেই হৃদয়ে উদিত হয়। বলা বাহুল্য, যাহার কেবল পিতা অনুপনীত এবং তদপেক্ষা যাহার পিতা ও পিতামহ এতদুভয়ের উপনয়ন হয় নাই; সে যে অতি পাতকী তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং প্রাগুক্ত উভয় স্থলেই তুল্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা-প্রদান যে মহর্ষি আপস্তম্বের অভিপ্রেত নহে, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। বলিতে কি, তাঁহারা কথিত আপস্তম্বোক্তির বক্ষ্যমাণরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। যথা,—

যেমন কালাতিপাতে দুই মাস ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়, সেইরূপ যাহার কেবল পিতা অনুপনীত, তাহার সংবৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তই কর্ত্তব্য। এইরূপ যাহার পিতা ও পিতামহ এতদুভয়ের উপনয়ন হয় নাই, সে বর্ষত্রয়; যাহার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ (পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ) সাবিত্রীচ্যুত, সে অব্দত্রয়; যাহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ এই চারিপুরুষের সাবিত্রী উপদেশ হয় নাই, তাহার পক্ষে চতুরব্দ ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্যই বিহিত। ফল কথা, তাহাদের মতে "যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ" এই সূত্রে 'পিতৃ' পদ উপলক্ষক। অতএব যাহার ঊর্দ্ধতন পাঁচ, ছয়, সাত বা একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনুপনীত, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাহাকে যথাক্রমে পঞ্চাব্দ, ষড়াব্দ, সপ্তাব্দ বা একাদশাব্দ ব্যাপিয়া ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে; অপিচ মাণবকেরও যদি বর্ণাচারসম্মত গৌণকাল অতীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অতিরিক্ত আর এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয় অর্থাৎ যাহার কেবল পিতার উপনয়ন হয় নাই, সে দুই বৎসর; যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপনীত, সে তিন বৎসর; এইরূপে যাহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ অনুপনীত, তাহার পক্ষে দ্বাদশবার্ষিক-ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তই বিহিত। বলা বাহুল্য, এতদপেক্ষা পুরুষসংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, বক্ষ্যমাণ দ্বাদশবার্ষিক-ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্তই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। যেহেতু শাস্ত্রে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহার প্রপিতামহ উপনীত কি না তাহা নিশ্চয় জানা না থাকে, তাহার

পক্ষে বর্ষত্রয় ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তই শুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় নহে। এরূপ-স্থলে মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন,—

"অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং। দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথোপনয়নং। তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ। অথ গৃহমেধোপদেশনং নাধ্যাপনং। ততো যো নিবর্ত্ততে তস্য সংস্কারো যথা প্রথমেঽতিক্রমে। তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ।"

(আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র)

যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই এবং যাহার প্রপিতামহাদি অসংখ্য পুরুষ সাবিত্রীভ্রষ্ট (২) অথবা যাহার প্রপিতামহপ্রমুখ ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না অর্থাৎ কোন সময় হইতে যে তাহারা সংস্কারচ্যুত হইয়াছে, তাহা স্মরণ হয় না, তাহারা শ্মশানসদৃশ অশুচি (৩) অর্থাৎ শ্মশানে যেমন বেদপাঠ নিষিদ্ধ, তদ্রূপ তাহাদিগের সমীপে বেদপাঠ অকর্ত্তব্য। এক কথায় বলিতে হইলে, তাহাদিগকে শূদ্রকল্প বলে। তাহাদিগের সহিত সহবাস, ভোজন এবং বৈবাহাদি সম্বন্ধ করিবে না। তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রতের আচরণ করিবে, তৎপরে উপনয়ন। অনন্তর প্রাক্‌কথিত চতুর্থোক্ত পাবমান্যাদি স্নানমন্ত্রে উদকোপস্পর্শন (ডুব দিয়া স্নান) করিবে। বলা বাহুল্য, প্রায়শ্চিত্তসাম্যে স্নানও দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া করাই কাহার কাহার মত। অনন্তর গৃহকর্ম্ম-নির্ব্বাহোপযোগী বেদ-অধ্যয়ন করিবে, অন্যথা সরহস্য বেদ অধ্যাপনা হইবে না। তাহা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহার সংস্কারের কাল উপস্থিত হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইবে। অনন্তর তৎপুত্র প্রকৃতিবৎ যথাশাস্ত্র সংস্কৃত হইবে। কিন্তু এ কথায় বাধা দিয়া কেহ কেহ বলেন;—

(২) "যস্য প্রপিতামহাদেরুপনয়নং নাস্তি তথার্ব্বাচামপি পুরুষাণামুপনয়নাভাবঃ তে সর্ব্বে শ্মশান-সমাচাঃ।" (মদনরত্ন—প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ)

(৩) "যস্য তু প্রপিতামহাদেরুপনয়নং ন স্মর্য্যতে তত্রার্থাদেতেষামপি পুরুষাণামুপনীতত্বং তে সর্ব্বে শ্মশানবদশুচয়ঃ।" (অপরার্ক— প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ)

"বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ।
দৃষ্টাদৃষ্টার্থমিচ্ছন্তিঃ সেবনীয়ঃ সদা দ্বিজৈঃ॥
মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ সপ্ত তথা দ্বিজঃ।
সংস্কারৈর্গর্ভধারী চ তদা তস্য ক্রিয়া ততঃ॥
যথা হি মদ্যভাণ্ডস্য শুদ্ধিঃ কেনাপি বিদ্যতে।
পঞ্চগব্যং ন তদ্ যাতি এবং প্রায়ঃ শ্রুতেঃ ক্রিয়া॥
জাতিসংস্কারহীনস্য দ্রব্যসঙ্করকারিণঃ।
শূদ্রান্নভোজিনো রাজন্ ন বেদো দদতে ফলম্।"

(দেবীপুরাণ ৯৬ অধ্যায়)

"বেদ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অনুশীলনে কল্যাণকর হইয়া থাকেন। মুক্তি ইহকালের ও পরকালের শুভার্থী দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদাই বেদশাস্ত্রের সেবা করিবেন। যাহার মাতামহকুলে ঊর্দ্ধতন পঞ্চম ও পিতৃকুলে সপ্তম পুরুষ যোগ্য বিধানে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাকেই পবিত্র ও বেদাধিকারী জানিবে। যেমন মদ্যভাণ্ড কোনরূপ সংস্কারে পবিত্র হইয়া, পঞ্চগব্যের পাত্র হয় না, সেই রূপ যাহার বংশানুক্রমে জাতিসংস্কার হয় নাই ও যে দ্বিজাতি হইয়াও শূদ্রান্ন ভোজন করে, কিংবা দ্রব্যসঙ্কর অর্থাৎ এক দ্রব্যের সংযোগে অন্য দ্রব্যের রূপান্তর করে, হে মহারাজ! বেদশাস্ত্র তাহাদিগের কোন ফল প্রদান করে না।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, যাহার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ অনুপনীত, তাহাকে সাবিত্রী উপদেশ করা না করা তুল্য কথা, অথবা তাহাকে কোন রূপেই সাবিত্রী উপদেশ করিবে না। বলা বাহুল্য, এইমাত্র বলিয়াই তাঁহারা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন না। স্বমতের দৃঢ়তাসম্পাদন মানসে শাস্ত্রান্তর হইতে হেতুগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তৎ যথা,—

"স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।

* * * *

শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়া কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।" (মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়)

উপনয়নাদি (৪) স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্করত্ব ঘটিয়া থাকে; অপিচ পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ প্রভৃতি এককালে ক্ষত্রিয় জাতি উপনয়নাদি-সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও বলেন,—

"যস্তু ব্রহ্মত্বমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে।
বৈশ্যকর্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা।
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে।"

(অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়)

যে ব্রহ্মত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের সেবা করে, সে ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম লাভ করে। যে অল্পমতি ব্রাহ্মণদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া লোভমোহের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা বৈশ্য-ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে বৈশ্যও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ফলতঃ স্বধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হইলেই বিপ্র শূদ্রত্ব লাভ করে বা শূদ্র হইয়া যায়। অপিচ,—

"অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।"

(আপস্তম্ব ১১।২।৫)

অধর্ম্মাচরণহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ জঘন্য জঘন্য অর্থাৎ ক্রমশঃ স্ব স্ব নীচবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কিরূপে হয়, শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে। যথা,—

"কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যর্থানাং কর্ম্মণাং বিপর্য্যাসে যথা ব্রাহ্মণো মুখ্যবৃত্ত্যা অজীবন্ মাত্রেণ কর্ম্মণাজীবেদিত্যনুকল্পঃ। তেনাপ্যজীবন্ বৈশ্যবৃত্ত্যা তথাপ্যজীবন্ শূদ্রবৃত্ত্যা। ক্ষত্রিয়োঽপি স্বকর্ম্মণাজীবনার্থেনাজীবন্ বৈশ্যবৃত্ত্যা শূদ্রবৃত্ত্যা বা। বৈশ্যোঽপি বৃত্ত্যা অজীবন্ শূদ্রবৃত্ত্যেতি কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ঃ। তস্মিন্ ব্যত্যয়ে সতি যদ্যাপদ্বিমোক্ষেঽপি তাং বৃত্তিং ন পরিত্যজতি তদা পঞ্চমে ষষ্ঠে সপ্তমে বা সাম্যম্। যস্ত হীনবর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎসমানজাতিত্বং ভবতি। তদ্ যথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্রবৃত্ত্যা-

(৪) "উপনয়নরূপস্বকর্ম্মত্যাগেন চ বর্ণসঙ্করো নাম জায়ত ইতি।" (মন্বর্থমুক্তাবলী)

জীবন্ তামপরিত্যজন্ যং পুত্রমুৎপাদয়তি সোঽপি তথৈব বৃত্ত্যাজীবন্ পুত্রমুৎপাদ্য পরম্পরয়া সপ্তমে জন্মনি শূদ্রমেব জনয়তি। বৈশ্যবৃত্ত্যাজীবন্ ষষ্ঠে বৈশ্যম্। ক্ষত্রবৃত্ত্যাজীবন্ পঞ্চমে ক্ষত্রিয়ম্। ক্ষত্রিয়োঽপি শূদ্রবৃত্ত্যাজীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রম্, বৈশ্যবৃত্ত্যাজীবন্ পঞ্চমে বৈশ্যম্। বৈশ্যোঽপি শূদ্রবৃত্ত্যাজীবন্ তামপরিত্যজন্ পুত্রপরম্পরয়া পঞ্চমে জন্মনি শূদ্রমেব জনয়তীতি।" (মিতাক্ষরা বর্ণজাতিবিবেকপ্রকরণ)

কর্ম্মের ব্যতিক্রমে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ বৃত্তির অন্যথাচরণে, যেমন ব্রাহ্মণ স্বীয় মুখ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ হইলে, ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবে; তাহাতেও অসক্ত হইলে বৈশ্যবৃত্তি, তদভাবে শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করিবে। এইরূপে ক্ষত্রিয় স্বীয় মুখ্যবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে, বৈশ্যবৃত্তি বা একান্ত পক্ষে শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করিবে এবং বৈশ্যও স্বীয় মুখ্যবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণে অসমর্থ হইলে, শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে এইরূপ আনুকল্পিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ আপদ্দূর হইলেও যদি উক্ত আনুকল্পিক বৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষে সমতা প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ যে হীন বর্ণের বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, সে তৎসদৃশ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। এ কথা বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়,—জীবিকা অর্জ্জন জন্য ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করেন, অপিচ সেই বৃত্তি পরিত্যাগ না করিয়া সন্তানোৎপাদন করেন, সেই পুত্রও যদি আবার শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করেন, এইরূপ ক্রমশঃ শূদ্রবৃত্ত্যাশ্রয়ী হইলে, তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ শূদ্র হইবে। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে ষষ্ঠ পুরুষে বৈশ্য এবং ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হইলে পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয় হইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করিয়া পুত্র উৎপাদন করে, বংশপরম্পরা এইরূপ শূদ্রাচারপরায়ণ হইলে, ষষ্ঠ জন্মে শূদ্র এবং বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষে বৈশ্য হইবে। বৈশ্যও যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করে এবং তাহা পরিত্যাগ না করিয়া পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে পঞ্চম পুরুষে শূদ্র হইবে। ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম।

উল্লিখিত বাক্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ক্রিয়ালোপহেতু এক জাতি অন্য জাতি হইয়া দাঁড়ায়, এই জাত্যন্তর সংঘটন যদিও দুই এক পুরুষে না হউক, তথাপি সপ্তম পুরুষে যে, সমস্ত জাতিই শূদ্র

পরিগণিত হয়, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব যাহার ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ বেদোক্ত সংস্কারে সংস্কৃত হয় নাই অর্থাৎ সাবিত্রীভ্রষ্ট বা শূদ্রাচারপরায়ণ, তাহাকে শূদ্র ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বলা বাহুল্য, শূদ্রগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যে দ্বিজপদলাভে সমর্থ হইতে পারে না, এ কথা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। অতএব দেবীপুরাণের 'যাহার পিতৃকুলে সপ্তম পুরুষ বেদোক্ত বিধানে সংস্কৃত নহে, বেদশাস্ত্র তাহাকে কোনই ফল প্রদান করে না' এ উক্তি সর্ব্বথা যুক্তিমূলকই বটে।

এখন কথা হইতেছে, তবে কি মহর্ষি আপস্তম্বের উক্তি শূন্যগর্ভ প্রলাপবচনেই পর্য্যবসিত? না। যেহেতু মিতাক্ষরা, পরাশরমাধব, মদনরত্ন ও নির্ণয়ার্ক প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ যখন একবাক্যে মহর্ষি আপস্তম্বের মতানুসরণ করিয়াছেন, তখন তাহা একবারেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফল কথা, তাঁহাদের মতে—জড় মূকাদি স্থলেই আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিষয় অর্থাৎ যাহার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ জড়ত্বাদি নিবন্ধন সাবিত্রীলাভে বঞ্চিত, সেই মানবককেই আপস্তম্ববিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হয়; অন্যথা দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাত্মক প্রায়শ্চিত্ত অন্যত্র প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহাদিগের এ সিদ্ধান্ত একান্ত ভিত্তিশূন্য বলিয়াই বোধ হয়। বলিতে কি, জড়মূকাদির বংশধরগণকে সাবিত্রী উপদেশ করিলে যে, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু উপনয়নাভাব জড়াদির পাতিত্যের কারণ নহে।

"কুণ্ডগোলকয়োঃ কেচিজ্জড়াদীনাঞ্চ সত্তমাঃ।
বদন্তি চোপনয়নং তৎপুত্রেষু চ কেচন ॥" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ২৩ অধ্যায়)

সত্য বটে, মতদ্বৈধ থাকিলেও কাহার কাহার মতে জড়াদিরও উপনয়ন কর্ত্তব্য; কিন্তু উপনয়নাভাবে তাহারা যে পতিত হয়, একথা কেহই বলেন না। বরং মহামতি জীমূতবাহন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, 'শূদ্রের যেমন উপনয়নাভাব পাতিত্যের হেতুভূত নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি জাতিও উপনয়নের অযোগ্য হইলে, উপনয়নাভাবপ্রযুক্ত পতিত অর্থাৎ ব্রাত্যতারূপ উপপাতকগ্রস্ত হয় না (৫)। সুতরাং ব্রাত্যাপবাদবিনির্ম্মুক্ত জড়াদির সন্ততিবর্গকে প্রায়শ্চিত্তার্হ

(৫) "উপনয়নানর্হস্যানুপনীতত্বেন শূদ্রবৎপতিতত্বাৎ তেনৈতেষাং যথাসম্ভবমৌরসক্ষেত্রজাঃ [illegible]াদিপুত্রাঃ স্বপিত্রনুসারেণ ভাগহারিণঃ।" (দায়ভাগ)

বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জড়াদি ভিন্ন অন্যত্রও প্রায়শ্চিত্তের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায় থাকে না। কিন্তু তাহা শাস্ত্র বা লোক-ব্যবহারবিরুদ্ধ। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, জড়াদি ভিন্ন বহু পুরুষ পতিতসাবিত্রীক মাত্রই যে আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিষয়, একথা না বলিয়া উপায় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

অধীনের নিবেদন।

বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের তিরোভাব দেখিয়া মনস্বিগণ ইহার উদ্ধার কল্পে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাহাতে এই নগণ্য অধমাধমের কোন কথা বলিবার নাই। তথাপি মনের গতি অনিবার্য্য। তাই, এরূপ অবস্থায় কয়েকটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সুবিখ্যাত কায়স্থ-পত্রিকাতে যে সকল বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রচারিত হইতেছে তাহাতে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার অর্থাৎ উপবীত-গ্রহণ ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালন ইত্যাদি অনুষ্ঠেয় নহে কি? ঐ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে উদাসীন থাকিয়া ও সম্মান আস্থাহীন হইয়াই আজ রাজসমীপে বঙ্গীয় কায়স্থ নিজ পূর্ব্বাধিকার-রক্ষায় পদ পদ হইয়াছে, এ বিষয়ে কি একটু চিন্তা করা উচিত নহে? সকলেই বুঝিতে পারেন, যে অতি অল্প-আয়তন বঙ্গদেশে মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক জাতিকুল অবস্থাভেদে উত্তম মধ্যম অধম শ্রেণীভেদে যাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এখনও কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই। কেননা, উহা রাজশাসিত বিধি। বর্ত্তমান সেন্সাস্-উপলক্ষে জাতীয় ভাবের উচ্চ-নীচতার সম্বন্ধে যাহা বিধিবদ্ধ হইতেছে, তাহাও অক্ষুণ্ণভাবে চিরকালের জন্য থাকিবে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? এই মহা আন্দোলনের সময় আমাদের সম্রাটের নিকট ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়াহীন

বলিয়া কায়স্থগণ উচ্চ সম্মান হইতে অসম্মানিত হইতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও অপমানিত হইবেন, এটী কি চারি শ্রেণীর কায়স্থ-মহোদয়গণের ভাবিবার বিষয় নয়? বাস্তবিক কায়স্থগণ চির গৌরবের পরিচয় বিবিধপ্রকারে দিতে পারেন সত্য, কিন্তু ত্রিংশ দিন অশৌচ পালন ও উপবীতবর্জ্জিত হইয়া যে শূদ্রত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? যতই শাস্ত্রানুমোদিত অভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বঙ্গভূমি প্রতিধ্বনিত হউক না কেন, ফলতঃ ঐ মর্ম্মস্পর্শী কলঙ্করেখাদ্বয় বিদূরিত না হইলে সকলই বৃথা হইয়া যাইতেছে।

আমরা "প্রবাসী কায়স্থের কথা" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের একত্র সম্মিলনের আর অধিক বলিবার কথা নাই। তবে এক মাত্র আশা করি যে, শ্রেণী-চতুষ্টয়ের উপনয়ন-সংস্কার ও দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন যত শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়, সর্ব্বতোভাবে সকলে তাহা করুন এই প্রার্থনা।

শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সম্মিলনের কেন্দ্রস্থল মুর্শিদাবাদ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। কেননা, চারি শ্রেণী কায়স্থের একত্র বাস এই জেলায় যত অধিক অন্য জেলায় তত নহে। সহরবাসী কি মফঃস্বলবাসী সকলে মহাসমিতির অনুজ্ঞাক্রমে যদি "কায়স্থ-সম্মিলনী" নামে সভা স্থাপন করিয়া একটু স্বার্থ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চারি শ্রেণীর মিলন যত শীঘ্র হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই মহৎ উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ করিতে পারে, এরূপ আশা করা যায় এবং বিচ্ছেদরূপ যন্ত্রণা ও আদান প্রদানের গুরুভারও অনেকটা কমিয়া যায়।

এই মিলনের মধুর ভাব কায়স্থ-মহোদয়গণের মধ্যে সকলেরই হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে সঞ্চিত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। বিস্তৃত কায়স্থ-সমাজ বিশুদ্ধভাবে গঠিত হওয়া সকলেরই প্রাণগত ইচ্ছা। সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী শুভাশুভের বিষয় চিন্তা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এটীও সম্পূর্ণ ভাবনার কথা যে, উচ্চ-শ্রেণীয়ের বিশুদ্ধ শোণিতে নীচ শোণিত মিশিয়া ঘোরতর অনিষ্টোৎপাদন করিবে। আমরাও এরূপ বিপদের আশঙ্কা করি। ঐ সম্বন্ধে শোধিত-শোণিত কায়স্থগণের একটী সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমাজ-সংস্কার করা যে, বিধিসিদ্ধ, ইহাও আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু একথা অতি সত্য যে চারিশ্রেণীর কায়স্থ-গণই পুত্রকন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কুলমর্যাদাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বংশের অনুসন্ধানে বিশেষ

যত্ন না করিয়া এমন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। উপরিউক্ত আশঙ্কা অপনোদনের উদাহরণ স্থলে বুঝিবেন, যেরূপ তণ্ডুল-সংস্পর্শে তুষ অবস্থিতি করিলেও শূর্পযন্ত্রে ঐ তুষ থাকিতে পারে না, ঝাড়িয়া কোথায় দূরে উড়িয়া যায়, সেইরূপ সমাজ-সংস্কারের তীব্র শাসনে নীচরক্ত কিছুতেই সংক্রামিত হইতে পারিবে না। অবশ্য কায়স্থগণকে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য হইলেও চারি শ্রেণীর ভ্রাতৃ-হৃদয়ের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া প্রাণ শীতল হইবে, ইহা হইতে আনন্দের বিষয় পৃথিবীতে আর কি আছে? ইহাতে কে এমন বিচ্ছেদপ্রয়াসী আছেন যে, অনুদার ঘৃণিত ভাবকে প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাও দেখা যায় যে, সংক্রামক দোষ কিছু কিছু সকল জাতিতেই রহিয়াছে। ঐ দেখুন, ক দেবভাবের আবির্ভাবে বিশুদ্ধ রক্তের জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, খ আসুরিক বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া অবিশুদ্ধ রক্তে কলুষিত হইয়াছে। ঐ দৈবিক রক্তে আসুরিক রক্ত মিশ্রণদোষ কি সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে? স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, ঐ রূপ সংক্রামক দোষ ন্যূনাধিক সকল বর্ণের ভিতরই দেখা যায়। উদার প্রেমের চক্ষে দেখিলে গভীর চিন্তাশীল প্রেমিক মহোদয়গণের মধ্যে কিছুতেই ঐরূপ ভাবী আশঙ্কা স্থায়ী থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ভরসা করি, উদার প্রেমিক-হৃদয় অনুদার ভাবে কলুষিত না হইয়া শ্রেণী-চতুষ্টয়ের মিলন জন্য কাঁদিবেই কাঁদিবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ (ডাক্তার)।

গত সেন্‌সাস্ ও চট্টগ্রাম-কায়স্থ-সমিতি।*

(চট্টগ্রাম-কায়স্থসমিতির কার্য্যবিবরণ হইতে উদ্ধৃত)

"গত আদম সুমারির রিপোর্টে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে সকল গ্লানি ও মিথ্যাকথা প্রকাশিত হইয়াছে, পৌষ ও মাঘ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় তাহার যথোচিত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানকার (চট্টগ্রামের) কায়স্থ-সমাজের পক্ষে এই শাখা-সমিতিও উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ কলিকাতাস্থ মহাসভায় প্রেরণ করিতেছেন। মাননীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে তদ্বিষয়ের উচিত প্রতীকারলাভার্থ আবেদনকালে মহাসভা এই প্রতিবাদ হইতে কথঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে পারেন।

Census Report, Page 351.—"The Sudras of East Bengal if well-to-do, can generally manage to obtain Kayasth brides and eventually to gain recognition as good Kayasths. Baruis and even Maghs are also believed sometimes to become merged in the Kayasth caste."

'ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কোন অর্থশালী শূদ্র যদি অর্থবলে বা কৌশলে কোন কায়স্থের কন্যা গ্রহণ করে (এরূপ ঘটনা অত্যন্ত বিরল), সে বরাবর শূদ্রই থাকে এবং যে কায়স্থ বা বৈদ্য কন্যা বিক্রয় করেন, তিনিও সমাজচ্যুত হন। এ জেলার কায়স্থ অপেক্ষা বৈদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ ঘটনার সংখ্যা অধিক। বারুই ও মগজাতির কায়স্থ হওয়ার কথা যেমন অভিনব, তেমনি হাস্যজনক, মগেরা এতদ্দেশে মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর মতই পূর্ব্বাপর বিবেচিত ও

---

* গেট সাহেব যে কায়স্থ-সমাজের উপর তীব্র-কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহার কেন্দ্রস্থল চট্টগ্রাম ও পূর্ব্ববঙ্গ। পাছে এ অঞ্চলের কায়স্থগণ গেট সাহেবের উক্তি প্রকৃত বলিয়া মনে করেন, তজ্জন্য চট্টগ্রামের কায়স্থগণ একত্র হইয়া সমিতিতে গেট সাহেবের অমূলক উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেই প্রতিবাদের সারাংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল। সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, মহামতি গেট সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী কায়স্থের বিশুদ্ধিত্ব সম্বন্ধে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অমূলক।

আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের কায়স্থ-সমাজের কথা দূরে থাকুক, কায়স্থের গোলাম নাপিত এমন কি হাড়ি ডোম প্রভৃতি জলাস্পৃশ্য হিন্দু জাতিদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই।

Page 379.—"The Kayasths mourn for 30 days like the Sudras whereas the Baidyas mourn for 15 days only."

'গত আদম সুমারির হিসাব দ্বারা দেখা যায় (কলিকাতায় নানা স্থানে বৈদ্যগণ যাইয়া বর্ত্তমানে বাসস্থান করাতে সংখ্যায় বাহুল্য বোধে বাদ দিয়া) বাখরগঞ্জ ও ঢাকার পরেই চট্টগ্রাম বৈদ্যপ্রধান স্থান এখানে কখনও কোন বৈদ্য ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করে নাই। ইহাও জানা গিয়াছে যে, বাখরগঞ্জও বৈদ্য জাতির প্রধান স্থান। ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রায় চৌদ্দ আনা বৈদ্য মাসাশৌচ গ্রহণ করে। অশৌচকাল বর্ণবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব পরিচায়ক নহে। চট্টগ্রামে যুগী, হাড়ির ব্রাহ্মণ, লগ্নাচার্য্য প্রভৃতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অনেক জলাস্পৃশ্য জাতি সকলেই দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক শূদ্রও দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির সমকক্ষ বা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।

Page 879.—"The Kayasths were originally the servants of the Brahmins and Baidyas and when poor they are still found taking employments as domestic servants whereas the Baidyas will never do so."

'ইহাও ভিত্তিহীন। কায়স্থেরা মূলে যে ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের চাকর ছিল, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাঁহারা ব্রাহ্মণের সহিত যজ্ঞে হোম করিতে পারেন এবং যাঁহারা স্বয়ং পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও কাহারও চাকর হইতে পারেন না। মিঃ গেট যদি কান্যকুব্জ হইতে আগত কায়স্থগণের ব্রাহ্মণ ভৃত্যত্ব স্বীকারোক্তির উপর নির্ভয় করিয়া এই উক্তি করিয়া থাকেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিয়াছেন। সেই স্থলে কায়স্থগণের ভৃত্যত্ব স্বীকার বিনয় ও শিষ্টাচারের পরিচায়ক মাত্র। আদিশূর যজ্ঞসম্পাদনার্থ কায়স্থগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন, ভৃত্য আনয়ন করেন নাই। প্রকৃত কায়স্থেরা কখনও কোন ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের চাকর ছিল না বা নাই। তবে কতকগুলি শূদ্র ও গোলাম টাকা পয়সা

হলে সুবিধা মত কখন আপনারা আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া, কখন বা বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সহিত কায়স্থদের কোন সম্পর্কই নাই। যে অদ্ভুত প্রবাদ প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশে কস্মিন্ কালেও কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। এরূপ ভুয়া কথার উপর আস্থা রাখিয়া কোন সত্য নির্ণীত হইতে পারে না। বরং এদেশে চাকর এবং গোলামদের মধ্যে অনেকেরই গোত্র ও উপাধি বৈদ্যদের গোত্র ও উপাধির সহিত মিল থাকা দৃষ্ট হয়।

Page 384—"These Sudras, as is well known are the servant-class of the Kayasths. Their origin is uncertain, but they are probably descended from various clean castes, who were reduced to a position of servitude. The dividing line at present lay between them and the Kayasths is not very rigid."

উদ্ধৃত পেরার শেষভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিংমাত্রও সত্য নাই। এখনও গোলাম এবং মনিবের পার্থক্য সাধারণে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য কাহাকেও অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যদিও কোন গোলাম ও শূদ্র অবস্থাপন্ন হইয়া স্থানান্তরে বাস করে, তথাপি তাহাদের ও তাহাদের জ্ঞাতি কুটুম্বের সম্বন্ধ ইত্যাদি ও আচার ব্যবহার দর্শনে তাহাদিগকে স্পষ্টই চিনিয়া লওয়া যায়। গত আদম সুমারিতে ঐরূপ বাছিয়া লওয়ার কোন চেষ্টা হয় নাই। বরং যে যাহা বলিয়াছে, গণনাকারকেরা সেইরূপই লিপি করিয়াছেন। যে স্থলে মুসলমান কি বৌদ্ধ গণনাকারক ছিল, তথায় আরও কত গোলযোগ হইয়াছে কে বলিবে?"

বঙ্গবাসী কায়স্থের গোত্র ও প্রবর।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পদবী।	গোত্র।	প্রবর।
দত্ত—	অগ্নিবাৎস্য।	অগ্নিবাৎস্য, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
দাস—	বশিষ্ঠ	(বশিষ্ঠ গোত্রের প্রবর দেখ।)
	শালঙ্কায়ন।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	গার্গ্য।	গর্গ, অসিত, দেবল।
সেন—	মৌদ্গল্য।	(মৌদ্গল্য গোত্রের প্রবর দেখ।)
বল—	গৌতম।	(গৌতম গোত্রের প্রবর দেখ।)
আইচ—	কাশ্যপ।	(কাশ্যপ গোত্রের প্রবর দেখ।)
কুল—	ঐ	ঐ
রাহুত—	শক্তি।	শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর।
দীপ—	আত্রেয়।	(আত্রেয় গোত্রের প্রবর দেখ।)
ব্রহ্ম—	ভরদ্বাজ।	(ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর দেখ।)
রক্ষিত—	ঐ	ঐ
বৰ্দ্ধন—	কাশ্যপ।	(কাশ্যপ গোত্রের প্রবর দেখ।)
	ঘৃতকৌশিক।	(ঘৃতকৌশিক গোত্রের প্রবর দেখ।)
ঘোষ—	সৌকালীন।	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।
সুর—	বাৎস্য।	(বাৎস্য গোত্রের প্রবর দেখ।)
বৰ্দ্ধন—	কাশ্যপ।	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
দাস—	আত্রেয়।	(আত্রেয় গোত্রের প্রবর দেখ।)

নাহা, আঁইচ, ধারা, ধনুর্দ্রোণ প্রভৃতি কএকটী উপাধি শুনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের গোত্র ও প্রবর জানা যায় নাই।

* চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত ও মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলা হইতে ডাক্তার কৈলাস ঘোষ মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা।

দ্বিতীয় বর্ষ।

অবতরণিকা।

দেব-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে, কায়স্থ-পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। যে দুস্তর মহাব্রত লইয়া কায়স্থ-পত্রিকার সৃষ্টি, সে মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছে মাত্র, এখনও সে ব্রত উদ্যাপনের বহু বিলম্ব;—সঙ্কল্প হইয়াছে মাত্র, এখন পূজার আয়োজন করিতে হইবে। এ ব্রত পালন করিতে হইলে স্বার্থত্যাগ চাই, স্বাতন্ত্রিতা বিসর্জ্জন দেওয়া চাই, সকলকে আপনার করিয়া লইতে হইবে,—সকল সম্প্রদায়কে আপনার ভাবিতে হইবে। তাই বলিতেছি, আভিজাত্য-বিদ্বেষ, জাতীয় অভিমান, বৃথা অহঙ্কার এবং একদেশদর্শিতা যথাসাধ্য পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে! "আমি বড়", "অমুক ছোট",—এ বিসদৃশ ভাবকে হৃদয়ে স্থান দান করিলে চলিবে না;—যে বিশাল সার্ব্বজনিক প্রীতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথিত ও সমাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, আমাদের সেই আদর্শসমূহ সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় মঙ্গলবিধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

হিন্দুসমাজ একটী বিরাট্ মহাযন্ত্র। এই মহাযন্ত্র-পরিচালনার্থ বঙ্গদেশে দুইটী মহাশক্তি বিদ্যমান। তন্মধ্যে মূল-পরিচালক হইতেছেন ব্রাহ্মণসমাজ আর তাঁহার অনুগত স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল কায়স্থসমাজ। অপরাপর সমাজসমষ্টি অন্যতর মহাশক্তির নিয়ামক। কি শক্তি-সামর্থ্যে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে, কি আচার-নিষ্ঠায় ও স্বধর্ম্মপালনে, কি সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায়, সর্ব্ববিষয়ে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও তৎপরে কায়স্থসমাজকেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের জীবনশক্তি বলিয়া কেনা স্বীকার করিবেন? যদি বঙ্গের হিন্দুসমাজরক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই দুই শ্রেষ্ঠ সমাজরক্ষার সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহা সমাজহিতৈষী বিজ্ঞমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এই দুই সমাজের আদর্শে যে বঙ্গের বিভিন্ন হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাহা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ মাত্রেই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। যে সমুদায় সামাজিক ব্যাধিতে সাধারণ কায়স্থসমাজ জর্জ্জরিত ও উৎসন্নপ্রায়, বিবাহব্যয়নিবন্ধন সেই অনর্থকর ব্যাধি সমুচ্চ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সমাজে কি সংক্রামিত হইতেছে না? এক দিন হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যাপণ রহিত করিবার জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন, "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী",—কিন্তু এখন আবার 'বরপণ' রহিত করিবার কি সময় আসে নাই? এক সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, অপর সমাজেও ক্রমে সংক্রামিত হইতেছে। অতএব অবিলম্বে এই রোগের প্রতীকারের কি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে? এইরূপ নানা বিষয়ে এক সমাজ অপর সমাজের দৃষ্টান্তে পরিচালিত! এইরূপে এক সমাজ অপর সমাজের নিকট ঋণী, নানা গুণ-সম্পদে ধনী অথবা নানা দোষে দূষিত! তাই বলিতেছি যে, একটী উচ্চসমাজ রক্ষা করিতে পারিলে তদ্দৃষ্টান্তে বহু সমাজের মঙ্গল বিহিত হইতে পারে। এই সমাজরক্ষার জন্যই কায়স্থসভাসমূহের সৃষ্টি। বঙ্গের অপরাপর হিন্দুসমাজও নিশ্চেষ্ট নহেন। বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক, শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বণিক্ প্রভৃতি নানা জাতির সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সকলেরই উদ্দেশ্য সমাজরক্ষা। যদি সকলেই এক মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হন, যদি নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য ও স্বধর্ম্মের জন্য একপ্রাণ একমন হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আজ না হউক, দুই দিন পরে না হউক, দশ দিন পরেও যে আমাদের হীন বঙ্গদেশে স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে, জাতীয়-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে আমরা কিছু করিতে পারিলাম না বলিয়া নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই! এখন পদে পদে পদস্খলন, পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ, পদে পদে লাঞ্ছনাদির সম্ভাবনা হইলেও হৃদয়ে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও ধীরতা আশ্রয় করিতে হইবে। মান, অপমান, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, লোকলজ্জা ও পরমুখাপেক্ষিতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। প্রকৃতই যাহা সমাজহিতকর বলিয়া ধারণা হইবে, শত বাধা বা শত প্রত্যবায় থাকিলেও ঐকান্তিক হৃদয়ে তাহার সম্পাদনকল্পে যথাসাধ্য উদ্যম অবলম্বন করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ ও পরহিতৈষণাই জাতীয় মহাপূজার পরম উপকরণ। এই দুইটী লইয়া সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিলে তবে আবার বায়ুপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে, নচেৎ অপর শত চেষ্টাতেও কখনই সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে না। বিরাট্ কায়স্থসমাজ এক দিনে বা এক মাসে বা এক বর্ষে উদ্বুদ্ধ হইবার নহে। জ্ঞানী, অল্পবুদ্ধি ও নির্ব্বোধ এই তিনশ্রেণির লোক লইয়া সমাজ, এই তিনশ্রেণির লোককে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। সমাজের প্রকৃত অভাব, অভিযোগ, আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতা অধিকারি-অনুসারে শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে। কায়স্থপত্রিকা এই গুরুভার স্কন্ধে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই কেবল শাস্ত্রীয় তর্কজাল বিস্তার না করিয়া,—কেবল নীরস যুক্তির সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, এবার সাধারণের উপযোগী মনোরম, সহজ উপদেশজনক ললিত সাহিত্যেরও উপযুক্ত অবতারণা থাকিবে। সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইলে যে সকল উপাদান আবশ্যক, এবার তাহার কোন অভাব থাকিবে না। গল্পচ্ছলে সমাজচিত্র, সমাজতত্ত্ব ও সমাজসংস্কারের উপযোগী প্রবন্ধমালাও সন্নিবেশ করিবার আয়োজন হইতেছে। বলিতে কি, সকল সমাজ হইতেই কুলপরিচয়রক্ষক কুলাচার্য্য-বংশ এক প্রকার লোপ হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য কুলপরিচয়সংগ্রহে অনেকেই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। কুলপরিচয়-রক্ষা সমাজবন্ধনের একটী প্রধান উপায়, তাই আমরা বিভিন্ন সমাজের বংশাবলী ও কুলপরিচয় সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব, এই সঙ্গে এখন হইতে প্রত্যেক সমাজের জন্ম ও বিবাহতালিকাও প্রকাশ করা হইবে।

যাহাতে, কায়স্থপত্রিকা সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সংসাধনে সমর্থ হয়,—অনুষ্ঠিত মহাব্রত উদ্যাপিত হয়, তৎপক্ষে কখনই যত্নের ত্রুটি হইবে না।

বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন ধর্ম্মবল ও নৈতিক বলের অভাব ঘটিতেছে, এই দুই

পরম শক্তি হ্রাসের সহিত সমাজ নির্জীব, বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন যদি সমাজ ধর্ম্মরক্ষায় ও নীতিপালনে উদ্যোগী না হন, তাহা হইলে অচিরে যে বঙ্গসমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য পত্রিকা ও নানা স্থানে উপযুক্ত লোকপ্রেরণ দ্বারা আমাদের মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে যথোচিত চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু এ মহদুদ্দেশ্যসাধন দুই এক ব্যক্তির যত্নে বা আয়াসে সম্পন্ন হইবার নহে। সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। তাই সমগ্র হিন্দু সমাজের নিকট সানুনয় প্রার্থনা,—তাঁহারা জাতীয় কার্য্য ভাবিয়া আমাদের সহিত যোগদান করুন;—তাঁহাদের মঙ্গলময় আনুকুল্যে হিন্দুসমাজ পুনর্জ্জীবিত হউক,—ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ঢাকুর

বা

(বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব)

[ভূমিকা]

বারেন্দ্র-কায়স্থের কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে অদ্যাপি কেহই প্রকাশ করিতে যত্ন ও প্রয়াস করেন নাই, সুতরাং তদ্রূপ গ্রন্থের অভাব বারেন্দ্র সমাজে বহুকাল হইতেই রহিয়া গিয়াছে; তবে যদুনন্দনকৃত হস্তলিপিত পদ্য ঢাকুর স্থানে স্থানে অনেকেরই গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। উক্ত ঢাকুরে কাশীদাসকৃত আর একখানি বিস্তৃত ঢাকুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুযত্নেও আমরা উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বোধ হয়, সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি ঐ হস্তলিখিত কএক খানি পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক পরস্পরের সহিত মিল করিয়া এই বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব সঙ্কলিত করিলাম। যদুনন্দনের কৃত ঢাকুরের পদ্যগুলির প্রায় সম্পূর্ণ অবলম্বনেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। তবে বংশাবলী অনুসারে স্থানে স্থানে নামসংযোগ ও অপরাপর কুলপঞ্জিকার বিরোধী, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও বিদ্বেষমূলক রচনাগুলি পরিবর্জ্জিত

করিয়াছি মাত্র। শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় কএকবর্ষপূর্ব্বে একখানি গদ্য ঢাকুর প্রণয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও মুদ্রাযন্ত্র কৃত একখানি পদ্য ঢাকুর প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উভয় গ্রন্থই দোষ-বর্জ্জিত নহে। প্রাগুক্ত দোষ-পরিহারপূর্ব্বক বারেন্দ্র-কায়স্থের সংক্ষিপ্ত কুলবিবরণ প্রদান করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে যে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণই বিচার করিবেন। তবে আমরা প্রাগুক্ত বিষয়ের অনুশীলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যত্ন, আয়াস ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

যদুনন্দনের ঢাকুর পুস্তক কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আভ্যন্তরিক ইতিহাসের সাহায্যে তদ্বিষয়ের একটী আনুমানিক সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ঐ গ্রন্থে আরবী ও পারসী ভাষাশিক্ষার প্রশংসাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজী ভাষা, কি ইংরাজ সম্বন্ধে কোন উল্লেখমাত্র নাই, এই কারণে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ পুস্তক ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে কোন সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে। ঐ গ্রন্থে মহারাজ মানসিংহের নামোল্লেখ ও গোপীকান্ত রায় কানুন্-গোর দপ্তরাদির উল্লেখদৃষ্টে ঐ গ্রন্থ যে মানসিংহের বঙ্গাগমনের পর অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃঃ অব্দের পরে লিখিত হয়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঐ গ্রন্থে নন্দিবংশের বৃত্তান্ত মধ্যে রূপরায়ের সগোত্রবিবাহ ও তজ্জন্য ভূতিয়াগ্রামে বাসের কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেওয়ানী চাকুরিপ্রাপ্তি, কি সন্তানাদি হওয়ার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ পুস্তক রূপ-রায়ের দেওয়ানী-প্রাপ্তির অল্পকাল পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে। নবাব সায়েস্তা খাঁর অধীনে রূপরায়ের দেওয়ান হওয়ার বিবরণ বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে জানা যায় ও উক্ত সায়েস্তা খাঁ ১৬৬২ খৃঃ অব্দে বঙ্গের নবাব হন। তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ যে ঐরূপ সময়ের ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তকে রূপরায়ের দেওয়ান আখ্যায়িকা ও তাঁহার পরেরও ২।১টী প্রধান ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

উপসংহারকালে আর কএকটী কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। ইহা সকলেই জানেন যে, বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজ দাস, নন্দী, চাকী, দেব, দত্ত, নাগ,

সিংহ এই ৭ঘর লইয়া গঠিত হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়কার ও "গৌড়ে-ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ উভয়েই কেবল দত্তবংশীয় কায়স্থকেই উপনিবেশী কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করি গিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাগুক্ত সাত কায়স্থই যে উপনিবেশী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। সমা দত্তের পূর্ব্বপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত যে আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, ইহা স বাদিসম্মত। সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন দেখি না। আদিশূর সমাগত পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক পরি হইলে, তাঁহারা পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাগমন করেন এবং তৎসহ যে তিনজন সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেব, দত্ত ও নাগ ছিলেন। ঐ দেবদত্তনাগের বংশ জটাধর ও কর্কট নাগ বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

শিখিধ্বজ দেব ও অনাদিবর সিংহ যে আদিশূরের সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হই এতদ্দেশে আসিয়াছেন, তাহাও জানা যায়। ঐ শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত কুলে ও কৃষ্ণদেব এবং অনাদিবর সিংহের বংশীয় ব্যাসসিংহের তনয় গঙ্গাগোবিন্দ সিং (ইনি ব্যাসসিংহের ভ্রাতা, কেহ কেহ ইঁহার নাম গদাধর সিংহ বলিয়া থাকে) বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন। নন্দী, দাস, চাকী এই তিন ঘর বল্লালের রাজ কালে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। ঢাকুরে প্রকাশ যে, ভৃগুনন্দী বল্লা সেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি কান্যকুব্জ প্রদেশস্থ নন্দিগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। মুরহর দেব চাকী ও বল্লালের একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এ কান্যকুব্জের চক্রবর্ত্ত গ্রাম হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন। আর মদনদাস উ উক্ত প্রদেশীয় কোলাঞ্চ নগর হইতে এ দেশে আগমন করেন।

এই সাতঘর কায়স্থ (দাস, নন্দী, চাকী, নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত) আদি নৃপতি ও বল্লাল সেন নৃপতির রাজত্বকাল মধ্যে এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সাতঘরের পরিচয় লইয়া ঢাকুরের সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

ঢাকুর

বা

(বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব)

শুন সবে কহি এবে কর অবধান।
কায়স্থ ঢাকুর মধ্যে যেমন প্রমাণ ॥ ১
উত্তম সমাজ মধ্যে কোলঞ্চেতে বাস।
কায়স্থপ্রধান সেই নাম কাশীদাস ॥ ২
সৎকুলে উদ্ভব তার জানে সর্ব্বজনে।
আজন্ম ব্রাহ্মণসেবা কৈল সযতনে ॥ ৩
যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈল।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইল ॥ ৪
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈল দাসবর।
বল্লাল-মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর ॥ ৫
সেই আদরের মত চলিনু লিখিয়া।
ইথে অপবাদ শত লইবা ক্ষমিয়া ॥ ৬
যে মতে করেন ব্রহ্মা বর্ণের সৃজন।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন ॥ ৭
"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥" ৮
যখন জন্মিলা শূদ্র চরণে ব্রহ্মার।
বৈশ্যের জনম হৈল ঊরু হৈতে তার ॥ ৯
বাহু হ'তে ক্ষত্র, আর বিপ্র মুখ হইতে।
জনমিলা সকলের মূলে এ জগতে ॥ ১০
কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি নহে কদাচন।
জাতিতে ক্ষত্রিয় সেই, বেদের বচন ॥ ১১

যথা—

'বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥"

(আপস্তম্বশাখা)

বাহুতে ক্ষত্রিয় ইহা সকলেই বলে।
সে ক্ষত্র কায়স্থ নামে খ্যাত এ ভূতলে॥ ১২
স্বর্গের লেখকরূপে চিত্রগুপ্ত গেলা।
বিচিত্র তাঁহার ভ্রাতা ধরায় রহিলা॥ ১৩
ভবিষ্যপুরাণে ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তে কয়।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তুমি পালিহ নিশ্চয়॥ ১৪
মতান্তরে আর কিছু আছয়ে প্রচার।
নাস্তিকেও সদা ইহা করয়ে স্বীকার॥ ১৫
ভারতে শান্তির স্রোতঃ বহিল যখন।
শুধু শুধু সংগ্রামের নাহি প্রয়োজন॥ ১৬
কেহ কেহ এই কথা মনেতে ভাবিয়া।
যুদ্ধবিগ্রহের কার্য্য দিলেক ছাড়িয়া॥ ১৭
ছাড়ি অসি, ধরি মসী লেখনী সহিতে।
ক্ষত্রিয়, কায়স্থ আখ্যা পাইলা মহীতে॥ ১৮
"ক" শব্দার্থে ব্রহ্মা, আর বাহু অর্থে "আয়।
উভয়ে মিলিয়া "ব্রহ্মার বাহু" অর্থে "কায়"॥ ১৯
অতএব ছিল যেবা ব্রহ্মার বাহুতে।
বাহুতে জনম বলি প্রখ্যাত জগতে॥ ২০
কায়স্থসংখ্যার মধ্যে তাদের গণন।
"বাহু হ'তে ক্ষত্র" কিন্তু শাস্ত্রের বচন॥ ২১
অতএব মহাশয় শুন অতঃপর।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় এক শুধু নামান্তর॥ ২২
ষোড়শ লক্ষণে কৈল কায়স্থপ্রধান।
সযতনে দেবসেবা কৈল মতিমান্॥ ২৩

অথ শ্লোকঃ।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

তথাহি শ্লোকঃ।

"বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজসেবী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থ সপ্তলক্ষণঃ॥"

এতদ্‌বিস্তার শাস্ত্রে আছয়ে লিখিত।
চিরায় কায়স্থজাতি ভুবনবিদিত॥ ২৪
ধন, মান, শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞানবুদ্ধিবলে।
সর্ব্বত্র প্রভুত্ব কৈলা অদ্ভুত কৌশলে॥ ২৫
রাজ্যের সচিব আদি উচ্চ পদ যত।
হইত কায়স্থজাতি তাহে মনোনীত॥ ২৬
ফলত কায়স্থজাতি গুণের আধার।
পশ্চাৎ লিখিনু কিছু প্রমাণ তাহার॥ ২৭

তথাহি শ্লোকং।

"গঙ্গা ন তোয়ং কণকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়াসমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥"

অস্যার্থঃ।

সাধারণ নদী নদ জানিহ নিশ্চয়।
পবিত্র গঙ্গার সাথে তুলনা না হয়॥ ২৮
কনক উত্তম যারে ধাতু মধ্যে গণি।
তৃণ মধ্যে দূর্ব্বা যেন পবিত্র বাখানি॥ ২৯
পশু মধ্যে গাভী মাত্র বর্ণনা যেমন।
অক্ষরের মধ্যে মাত্রা বর্ণনা তেমন॥ ৩০
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান না করে পণ্ডিত॥
কায়স্থ শূদ্রের সংখ্যা নহে কদাচিৎ॥ ৩১
এ সব প্রস্তাব হেথা নাহি প্রয়োজন॥
উদ্দেশ্য জানিতে কিছু লিখিনু লক্ষণ॥ ৩২

মতান্তরে কহি পদ্মপুরাণের মত।
তাহার আভাস কিছু লিখি সংস্কৃত ॥ ৩৩

"সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধেঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্তাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়ো জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে ॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ।"

(ইতি সৃষ্টিখণ্ড)

ধ্যানমগ্ন প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে।
প্রাণীদের সদসৎ কর্ম্ম নিরূপিতে ॥ ৩৪
সর্ব্বকায় হইতে তাঁর দিল দরশন।
লেখনী ও মসীহস্ত পুরুষরতন ॥ ৩৫
চিত্রগুপ্ত নাম তাঁর যমের দুয়ারে।
নিযুক্ত জীবের ন্যায় অন্যায় বিচারে ॥ ৩৬
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী সেই ব্রহ্মের সমান।
যাঁর তরে করে বিপ্র আহুতি প্রদান ॥ ৩৭
দেবগণ সঙ্গে তাঁর আহুতি ভোজন।
ব্রহ্মকায়-জন্মহেতু কায়স্থ বর্ণন ॥ ৩৮
বিভক্ত কএক গোত্রে বংশাবলী তাঁর।
কায়স্থ-আখ্যায় ভূমে করেন বিহার ॥ ৩৯
ফলত কায়স্থ আখ্যা উত্তম আচারে।
বর্ণনা ইহার আছে শাস্ত্রশাস্ত্রান্তরে ॥ ৪০
পূর্ব্বেতে আছিল এক মিছিলে করণ।
অধম উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন ॥ ৪১

তদন্তরে বল্লাল-মর্য্যাদা যার হইল।
ছোট বড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল ॥ ৪২
কলিতে বল্লালসেন রাজা মহাশয়।
মহাবল পরাক্রান্ত গৌড়ভূমে হয় ॥ ৪৩
পুণ্যকর্ম্মে হোম কত হইল তাহা হ'তে।
আরম্ভিল শেষে পটী বিভিন্ন করিতে ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
ইহাঁদের ভেদাভেদ করি মহামতি ॥ ৪৫
কাহাকে কুলীন করি পদ বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল ॥ ৪৬
পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বাঁধিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্ম-বীজ সঞ্চার হইল ॥ ৪৭
কেহ কেহ রাজ-আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নবকৃত পদ করিল নিন্দন ॥ ৪৮
বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ যত জন ॥ ৪৯
কায়স্থ উত্তররাঢ়ী শুন কহি সার।
বল্লাল-মর্য্যাদা এরা না কৈল স্বীকার ॥ ৫০
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশে।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষে ॥ ৫১
বল্লাল কায়স্থপুত্র যা করে তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায় ॥ ৫২
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আত্মপ্রভুত্ব করি করে অনুচিত ॥ ৫৩
এক দিন বসি রাজা রাজ-সিংহাসনে।
অনাচার আচরিব ভাবে মনে মনে ॥ ৫৪

(ক্রমশঃ)

দেবসমাজ ও সংস্কার।

কথা উঠিয়াছে যে, দেবগণের সংস্কার নাই, তাই দেববিশেষ হইতে মানব-জাতিবিশেষের উৎপত্তি হইলেও সেই দেববংশধর মানবসন্তানের সংস্কার গ্রহণ সকল স্থলে আবশ্যক হয় নাই। এ কথা কি প্রকৃত? প্রকৃতই কি দেবগণ সংস্কারবর্জ্জিত? এই কথা লইয়া অধুনাতন সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং এ সময়ে নীরব না থাকিয়া প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

বেদ অখিল ধর্ম্মের মূল; বেদ কি বলিয়াছেন, তাহাই অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখা হউক

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে) আছে,—

"অগ্নে মহাং অসীত্যাহ মহান্ হ্যেষ যদগ্নির্ব্রাহ্মণেত্যাহ"

(২।৫।৯।১)

"ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনমভিচরতি" (২।২।৯।১)

উদ্ধৃত যজুর্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা জানা যাইতেছে যে, দেবগণের মধ্যে অগ্নি ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ।

শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৪।৪।২।২৩-২৭) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১১-১৫) লিখিত আছে,—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি। সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্-ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্ তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিম্। য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনি-

মৃচ্ছতি। স পাপীয়ান্ ভবতি। যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা॥ স নৈব ব্যভবৎ। স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি। স নৈব ব্যভবৎ। স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্। ইয়ং বৈ পূষা। ইয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ॥ স নৈব ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মম্। তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্ম স্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। অথো অবলীয়ান্ বলীয়াং সমাশংশতে ধর্ম্মেণ। যথা রাজ্ঞা। এবং যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ। তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীতি। এতদ্ধ্যেবৈ তদুভয়ং ভবতি। তদেতদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্-ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বে-তাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ॥"

'প্রথমে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি একাকী ক্ষত্রিয়াদি পরিপালয়িতার অভাবে আপন বিভূতিযুক্ত কর্ম্মকরণে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং তিনি নিজ ব্রাহ্মণজাতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপন কর্ম্মকর্তৃত্ব বিভূতি-বিস্তারার্থ শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয়জাতি অতিশয়ে সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয় দেবক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান ইত্যাদি। অতএব ক্ষত্রিয়-জাতি হইতে আর শ্রেষ্ঠ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ কারণস্বরূপ হইলেও ক্ষত্রিয়ের অধোভাগে থাকিয়া তাহাকে উপাসনা করেন। রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই সেই ব্রহ্মখ্যাতি-রূপ যশস্থাপন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতযোনি (?)। অতএব রাজসূয়কালে যদিও রাজা পরমত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তথাপি যজ্ঞাবসানে আবার ব্রাহ্মণজাতিকেই তিনি আশ্রয় করেন। কিন্তু যিনি পুনরায় বলাভিমানে আপন উৎপত্তিক্ষেত্র ব্রাহ্মণজাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, তিনি স্বীয় প্রসবক্ষেত্রই

বিনষ্ট করিয়া থাকেন। যেমন কোন প্রশস্ততর বস্তুর প্রতি হিংসা করিয়া লোক অত্যন্ত পাপী হয়, সেইরূপ যিনি ঐরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপীয়ান্ হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইলে তাহারা কার্য্যে সমর্থ হয় নাই, অতএব কর্ম্মসাধন-বিত্তোপার্জ্জনের জন্য তিনি বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন, এই দেবজাত বৈশ্য সকল সম্মিলিত গণরূপে পরিগণিত হইলেন। ইহারা সম্মিলিত হইয়া কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া গণনামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারা একক বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থ হন নাই। এই গণ অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বেদেব ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ।

এই বৈশ্য সৃষ্ট হইলে ইহারা পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হয় নাই, অতএব পরিচারকের অভাব হেতু তিনি শূদ্রকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ক্ষত্রিয়জাতি অতিশয় উগ্র এবং বলবান্, কে ইহাদের নিয়ামক হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদের শ্রেয়োরূপ সত্যধর্ম্ম সৃষ্টি করিলেন। ঐ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের নিয়ন্তা এবং ইহা উগ্র হইতেও উগ্র। অতএব ধর্ম্ম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। ধর্ম্ম-বলেই অবলবান্ কর্ত্তৃক আপনাকে বলবান্ বলিয়া মনে করে।

উক্ত রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম অগ্নিরূপেই দেবগণ মধ্যে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতি হইলেন। সেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণস্বরূপে মনুষ্য মধ্যে ব্রহ্ম হইলেন। ক্রমে ইতরবর্ণ মধ্যে বিকারান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদ্বারা বসুপ্রভৃত্যধিষ্ঠিত বৈশ্য, শূদ্রদ্বারা পূষাধিষ্ঠিত শূদ্র হইল। অগ্নিরূপে ব্রাহ্মণ হয়, এই জন্য দেবতা মধ্যে অগ্নিতেই কর্ম্মফল ইচ্ছা করেন।'

উক্ত বৈদিক প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বিভিন্ন বর্ণের দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে ;—

"দেববিশঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাকল্পমানা মনুষ্যবিশঃ কল্পন্তে ইতি সর্ব্বাবিশঃ কল্পন্তে কল্পতে যদ্যপি তস্মৈ জনতায়ৈ কল্পতে, যত্রৈব বিদ্বান্ হোতা ভবতি।"

দেববৈশ্যগণ [এই যজ্ঞে] কল্পনীয়, ইহা [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন। দেব-

বৈশ্যগণকে অনুসরণ করিয়া মনুষ্য-বৈশ্যেরা সম্পন্ন অর্থাৎ সম্পত্তিযুক্ত হয়। এইরূপ সকল বৈশ্য (দেববৈশ্য ও মনুষ্যবৈশ্য) যজমানের [যজ্ঞসম্বন্ধে] সম্পন্ন হয়। যজ্ঞপ্রয়োজনসমর্থ হয়।

সায়ণাচার্য্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"তা দেববিশঃ অনুসৃত্য মনুষ্যবিশঃ অপি তদনুগ্রহাৎ সমপদ্যন্তে ইতি এবং দৈব্যো মানুষস্চ সর্ব্বা বিশঃ যজমানস্য সম্পদ্যন্তে।"

অর্থাৎ—যজ্ঞে দেব-বৈশ্যের পূজা হইলে তদনুগ্রহে মনুষ্য-বৈশ্য সমৃদ্ধ হয়, তাঁহাদের নিকট ধনলাভ করিয়া যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ইহার পর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—

"এতাভির্বা ইষ্ট্বা দেবাঃ স্বর্গং লোকমজয়ংস্তথৈবৈতদ্যজমান এতাভিরিষ্ট্বা স্বর্গং লোকং জয়তি"

অর্থাৎ—এই সকল ঋক্ দ্বারা যজ্ঞ করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজমানও ইহাঁদের দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় করেন।

উপরোক্ত বৈদিক প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এখানে যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ, দেবলোকেও এইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত। মর্ত্ত্যলোকে মানব যেমন যজ্ঞ করিয়া সমৃদ্ধ হয়, দেবগণও এইরূপ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবজাতির অনুসরণ করিয়া যে বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্য-সমাজ গঠিত হইয়াছে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের প্রমাণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। দেবগণ সকল যজ্ঞই করিতেন, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থ হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কার ভিন্ন সকল যজ্ঞ করিবার অধিকার জন্মে না। দেবগণ যখন সকল যজ্ঞ করিতেন, তখন তাঁহাদের সংস্কারেরও আবশ্যক হইয়াছিল। যজ্ঞ করিতে হইলেই যজ্ঞোপবীত প্রয়োজন। এই কারণে আমরা অধিকাংশ দেবতার ধ্যানেই তাঁহাদের "যজ্ঞোপবীতের" পরিচয় পাই। দেবগুরু বৃহস্পতি কেবল দেবগণের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন না, তিনি ও তাঁহার বংশধরগণই দেবগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন করিতেন, নানা পুরাণে তাহার কথা আছে। বামন অবতারের নাম হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। অধিকাংশ পুরাণেই দেবমাতার গর্ভজাত এই বামনদেব উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবরজ অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং বামনের দেবত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। বামনপুরাণে (৫১অধ্যায়ে) বামনের উপনয়ন বা যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"প্রোবাচ ভগবান্ মহ্যং কুরূপনয়নং বিভো।
ততশ্চকার দেবস্য জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥
ভরদ্বাজো মহাতেজা বার্হস্পত্যস্তপোধনঃ।
ব্রতবন্ধং তথেশস্য কৃতবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
ততো দদুঃ প্রীতিযুতা সর্ব্ব এব চ তে ক্রমাৎ।
যজ্ঞোপবীতং পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবাসসী॥
মৃগাজিনং কুম্ভযোনির্ভরদ্বাজস্তু মেখলাং।
পালাশমদদৎ দণ্ডং মরীচির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অক্ষসূত্রং বারুণিস্তু কৌৎস্তদেবোহংপ্যথাঙ্গিরাঃ।
কমণ্ডলুং বৃহত্তেজাঃ প্রাদাদ্বিজ্ঞো বৃহস্পতিঃ।
এবং কৃতোপনয়নো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংস্তূয়মানো ঋষিভির্বেদং সাঙ্গমধীয়ত।"

ভগবান্ (বামন) ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বিভো! আমার উপনয়নাদি বিধান করুন। ব্রহ্মা ভগবানের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহাতেজা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ভগবানের ব্রতবন্ধ (উপবীত সংস্কার) আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ক্রমান্বয়ে নিম্নোক্ত সমস্ত বস্তু দান করিলেন। পুলহ যজ্ঞসূত্র, পুলস্ত্য শুক্লবস্ত্রযুগল, অগস্ত্য মৃগচর্ম, ভরদ্বাজ মেখলা, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি পলাশদণ্ড, আরুণি অক্ষসূত্র, অঙ্গিরা ছত্র ও বৃহত্তেজা (দেবগুরু) বৃহস্পতি কমণ্ডলু দান করিয়াছিলেন। এইরূপে ভগবান্ ভূতভাবন উপনীত হইয়া ঋষিগণের নিকট সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। এখন বুঝিতেছি যে, দেবগণও সংস্কৃত হইতেন, দেবগণের দ্বিজগণ কেহই অসংস্কৃত ছিলেন না।

বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তসন্তান, চিত্রগুপ্ত দেবক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। যখন তিনি দেবক্ষত্রিয় তখন যে উপনীত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? চিত্রগুপ্তদেব চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একজন, তাহা ভবিষ্যপুরাণে

লিখিত হইয়াছে*। যমের যে যজ্ঞোপবীত ছিল, পদ্মপুরাণে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে,

"স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী চ স্মেরচারুতরাননঃ।
কিরীটী কুণ্ডলী চৈব বনমালাবিভূষিতঃ॥" (পাদ্মে ক্রিয়াযোগ ২২ অঃ)

যমের যখন যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, চিত্রগুপ্তদেবও যখন যমের মধ্যে এক জন, তখন চিত্রগুপ্তদেবেরই বা কেননা উপবীত থাকিবে?

কায়স্থ কবি গুণরাজ খান।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা লোকশিক্ষার উপযোগিনী হইয়া একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইল। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষা বিদ্যমান ছিল না এমন নহে, দুই একটি রাজন্য-বন্দনা, দুই একটি অপ্রস্ফুট কোরক সদৃশ অর্দ্ধব্যক্ত জটিল ভাষায় রচিত সংগীত, দুই একটি গৃহদেবতার ব্রত-কথা বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষায় গীতি, বন্দনা ও বচন রচিত হইত, তাহার কিছু সামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে অপূর্ব্ব কাকলী দ্বারা বঙ্গীয় ভাবার মুখে মধু বৃষ্টি করেন, সেই অতিমধুর সংগীতমন্ত্রে প্রবুদ্ধ ও আমন্ত্রিত হইয়া শত শত কবিকোকিল এই নবসৃষ্ট নীড়ে একত্র হন। তাহাদের সুধামধুর কলরবে বঙ্গীয় কবিতাকানন মুখরিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

---

* "যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
একৈকস্য তিলৈর্মিশ্রাংস্ত্রীংস্ত্রীন্ দদ্যাৎ জলাঞ্জলীন্।
সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"
(স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণবচন)

কিন্তু চণ্ডীদাসও সুসাহিত্যের সৃষ্টির জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই, তিনি প্রফুল্লকণ্ঠে প্রেমের গান গাইতে ধরাধামে আসিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এই জন্য বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের যে অনন্ত-সাধারণ শ্রীবৃদ্ধি তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, তিনি হৃদয়ের বিপুল উচ্ছ্বাসে, মর্ম্মের নিভৃত প্রদেশ হইতে যে গীতি গাইয়াছিলেন, তাহা দৈবক্রমে বঙ্গভাষার উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য সময়েই বঙ্গভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা পৃথক্ করিয়া লইতে চেষ্টা পাইল।

এই সময় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত এই তিন বিরাট্ ধর্ম্ম-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইল। সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়দিগকে অবসর দেওয়ার চেষ্টার এই সূচনা। অনুবাদগ্রন্থ পাইলে আপামর সাধারণ তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয়দিগের সাহায্য ভিক্ষা না করিলেও চলিবে, সুতরাং এই উদয়োন্মুখ বঙ্গভাষার স্পর্দ্ধা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত মহাশয়গণ স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই দুইটি প্রাচীন ছত্র—"কৃত্তিবাসী, কাশী দাসী আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে।"

এই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রণেতা ও প্রবর্ত্তকগণই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা।

মুসলমান নৃপতিগণই বোধ হয় ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন। শ্রীরামপুরের মিসনারীগণ যখন ইদানীং কালেও রামায়ণ-মহাভারতাদির প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, সাহেবগণই যখন বঙ্গাক্ষর প্রথম সীসকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ও বাঙ্গালাভাষায় প্রথম ব্যাকরণ-রচনা করিয়াছিলেন, তখন বঙ্গভাষার যবন-সংস্পর্শ-দোষ দেখিয়া আমাদের বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার বিষয় নাই। বঙ্গীয় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কে ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই; তিনি যিনিই হউন, সম্রাট্ হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের আদেশে যে তিনি মহাভারতের অনুবাদ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।* দ্বিতীয় অনুবাদ হোসেনশাহের সেনাপতি

* সুলতান হোসেন শাহের সময় যে ভারতের অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদকের নাম বিজয় পণ্ডিত। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে লইয়াই দেবীবর "বিজয়পণ্ডিতী" মেল প্রচলিত করেন। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।—পত্রিকা-সম্পাদক।

পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক কবি প্রণয়ন করেন, মহাভারতের তৃতীয় অংশানুবাদ পরাগল খাঁর পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে সম্পন্ন হয়। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে রামায়ণের অনুবাদকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এই গৌড়েশ্বর কে, তৎসম্বন্ধে একবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায় নাই, কিন্তু তিনি হিন্দু হইলেও তাঁহার সত্তা যে মুসলমান-প্রভাবান্বিত ছিল, তাহা কেদার খাঁ প্রভৃতি নামের উপাধিতেই প্রকাশিত।

মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ রচিত হইল এবং তৎসঙ্গে ভাগবতের অনুবাদ করিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল মালাধর বসু লেখনী ধারণ করেন।

ইনি কনোজাগত দশরথ বসু হইতে অধস্তন ২৪ স্থানীয়*, ইহার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুবতী, নিবাস কুলীন গ্রাম; এই গ্রামে বসু মহাশয়গণের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল, গ্রামে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল; জগন্নাথতীর্থের যাত্রীগণের এই পথে যাইতে হইত। মালাধর বসু হোসেনশাহের সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার নিকট গুণরাজ খাঁ এই উপাধি লাভ করেন। গুণরাজ খাঁ স্বীয় সমাজের উন্নতিকল্পে একটি কার্য্য করেন, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সকলেই অবগত আছেন, কনোজাগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশীয়গণ কোন কারণে কৌলীন্য বিচ্যুত হন, কিন্তু গুণরাজ খাঁ বল্লালী প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া দত্তবংশীয় শ্রীপতির কন্যার সঙ্গে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা তাঁহার একটী সামাজিক নির্ভীক কার্য্য, তিনি কনোজাগত বংশের শোণিতের বিশুদ্ধিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং বল্লালী কৌলীন্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দবসু মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন, কথিত আছে, মহাপ্রভু তাঁহাকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মালাধর বসু সমস্ত ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন নাই, তিনি দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ রচনা করেন। এই কার্য্য সমাধা করিতে তাঁহার ৭ বৎসর ব্যয়িত হয়,

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হল সমাপন।"

* প্রবন্ধলেখক ২৪ পুরুষ কিরূপে পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকার মতে গুণরাজ খাঁ ১৩শ পর্য্যায়ের লোক।—পত্রিকাসম্পাদক।

সুতরাং ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের রচনা আরম্ভ ও ১৪৮০ খৃঃ অব্দে উহা শেষ হয়, অর্থাৎ যে বৎসর রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র-মালাধর খাঁকে লইয়া মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়, সেই বৎসর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থের রচনা শেষ হয়। কৃত্তিবাস কনোজাগত শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ ও মালাধর বসু কনোজাগত দশরথ বসু হইতে ২৪ পুরুষে* প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং মালাধর বসু কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী।

মালাধর বসুর পরে বহু সংখ্যক ভাগবতানুবাদ বিরচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই কয়েক খানি প্রসিদ্ধ,—

১। মাধবাচার্য্য কৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

২। লাউরিয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" অনুবাদ,
(বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী ভাগবতের সারসংগ্রহ)

৩। ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথের "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"।

৪। কবিচন্দ্রপ্রণীত "গোবিন্দমঙ্গল"।

৫। অভিরাম-কৃত গোবিন্দবিজয়।†

এতগুলি পরবর্ত্তী অনুবাদ, বিশেষ ভাগবতাচার্য্যের "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" রূপ প্রসিদ্ধ গ্রন্থও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে স্থানচ্যুত কিংবা আঁধারে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়; তাঁহার ভাষার সারল্য ও মিষ্টতাই বোধ হয় এই সফলতার মূল কারণ। পোপ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণের ইলিয়াডের অনুবাদ যেরূপ আদি অনুবাদক চ্যাপমানকে আসনচ্যুত করিতে পারে নাই, রঘুনন্দনের সুপ্রসিদ্ধ রামরসায়ন প্রভৃতি পুস্তকও যেরূপ কৃত্তিবাসের অনুবাদকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, মালাধর বসুর অনুবাদও সেইরূপ স্পর্দ্ধা সহকারে ভাগবতের অনুবাদগুলির শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছে। ইহার আর একটী কারণ আছে;—

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের গীতি যেরূপ শুনিতে ভাল বাসিতেন, মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদখানিও তাঁহার সেইরূপ আদরণীয় ছিল। স্পর্শমণির সংযোগে লৌহও কাঞ্চন হয়, এই মূল্যবান্ গ্রন্থ যে মহাপ্রভুর আদর লাভ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের পরম আদরণীয় ও রক্ষণীয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

* ১৯ পত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

† এই ৪ খানি অনুবাদ হইতেও প্রাচীন হোসেনশাহের ভোগিক পুরন্দর খাঁর রচিত আর এক খানি কৃষ্ণমঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায়।—পত্রিকা-সম্পাদক।

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কোন কোন স্থলে "গোবিন্দ-বিজয়" নামেও পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রাচীন পুথির সঙ্গে কলিকাতায় মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনেক পাঠান্তর লক্ষিত হয়, একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব:—

"কথাতে মর্কট শিশু লাফ দেহি রঙ্গে।
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে॥
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে।
সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে॥"(পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি।)

"কোথায় মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
চিত্র বিচিত্র গতি ময়ূরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥" (মুদ্রিত পুস্তক)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সর্ব্বত্রই ভাগবতের অনুসৃত হয় নাই। রাধার নাম ভাগবতে নাই। কিন্তু রাসলীলা, নৌবিহার ও দানলীলা হইতে বঙ্গীয় কবি কি শ্রীরাধাকে বর্জ্জন করিতে পারেন? তাহা হইলে স্বর্গ হইতে যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ ব্যাকুলভাবে তাহার প্রতি অভিশাপবৃষ্টি করিতেন। যদিও ব্যাসের দোহাই দিয়া মালাধর বসু ওরফে গুণরাজ খান ভাগবতের অনুবাদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,* কিন্তু রাসলীলার সন্নিহিত হইয়া তিনি জয়দেবের দোহাই অধিকতর মান্য করিলেন; সেই বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া রাধিকার যৌবন ভিক্ষা করাইলেন। তাঁহার ভাগবতানুবাদ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের লীলা-প্রকাশে পর্য্যবসিত হইল না, রাধাকৃষ্ণ নাম জগতে অঙ্কিত হইল, মূলের সঙ্গে অনুবাদের এই স্থানে প্রধান প্রভেদ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

* "কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥"

বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয়।

আমাদের দেশে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে যে দিন দিন ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে, এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না এবং এ কথা কেহ অস্বীকারও করিবেন না। কন্যাদায় ত দূরের কথা, গৃহে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই গৃহস্থের মুখ মলিন হইয়া যায়। একাদশ অথবা দ্বাদশ বৎসর পরে যে সদ্যোজাত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, সে ব্যয় কিরূপে সঙ্কুলান হইবে, সেই চিন্তায় অস্থির হইতে হয়।

কন্যার বিবাহে ব্যয়বাহুল্য যে দোষের, সে কথা হইতেছে না। ব্যয় স্বেচ্ছাধীন হইলে বাহুল্য-ভয় থাকে না, যাহার যেমন ক্ষমতা সে তেমন ব্যয় করে। ধনীর এক-মাত্র কন্যার বিবাহে যদি সমারোহ হয়, তাহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই। দোষ এই, যে কন্যাকর্ত্তা নিজের ইচ্ছামত অথবা ক্ষমতা মত ব্যয় করিতে পারেন না, বরকর্ত্তার উৎপীড়ন অনুসারে তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিবাহের যে মূল নিয়ম ছিল, তাহারই ব্যভিচার ঘটিয়াছে। বিবাহে কুটুম্বিতার আনন্দ আর নাই, আছে কেবল ব্যবসায়ের নির্ম্মমতা। ইংরাজিতে বলে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে দয়া মায়া নাই, নিজের দিকে না দেখিলে ব্যবসা চলে না। আমাদের সমাজে বিবাহ ঠিক সেই রূপ পণ্যবীথিকার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের বিবাহ দিবার সময় তাহার একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করি, যে সেই মূল্য দিতে পারিবে, তাহারই কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিব। কন্যার পিতা যে আমার অতিনিকট কুটুম্ব, তাঁহার নিকট পুত্রের যে মূল্য চাহিতেছি, তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত কি না, সে কথা একবারও বিবেচনা করি না। বিবাহের পণ যোগাইতে ভাবী বেহান ঠাকুরাণীর গহনা বিক্রয় হইল, কিংবা ভাবী বেহাই মহাশয়ের পৈতৃক গৃহ বাঁধা পড়িল, সে খবর রাখি না, শুনিলেও বড় বিচলিত হই না; আমাদের জাত্যভিমান যথেষ্ট আছে, কিন্তু কোন জাতিতেই আর ধনুর্ভঙ্গ অথবা লক্ষ্যভেদ পণ দেখিতে পাওয়া যায় না; সে সমস্ত গিয়া এখন কেবল রজতমুদ্রা পণে ঠেকিয়াছে—তাহাও বরপক্ষে, কন্যাপক্ষে নহে।

সমাজে যে সকল [illegible] উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতিকার সকল সময় সমাজের আয়ত্তাধীন নহে। আমরা পরাধীন জাতি; পরাধীনতার জন্য যে

সকল অসুবিধা অথবা বিপদ্ হয়, তাহার প্রতিবিধানের জন্য আমাদিগকে রাজদ্বারে উপনীত হইতে হয়, কারণ রাজপুরুষগণ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, আমাদের সে ক্ষমতা নাই। অপর পক্ষে, জাতিগত কিংবা সমাজগত এমন অনেক কুসংস্কার আছে, যাহার বিহিত সমাজকেই করিতে হয়, রাজপুরুষগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে অনধিকারচর্চ্চা হয়। সম্মতি-আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। বিবাহে ব্যয়াধিক্যে যে সমাজে ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বিবাহের ব্যয় লাঘব করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে আমরা সহস্রকণ্ঠে তাহাতে আপত্তি করিব। সে কর্ত্তব্য আমাদের নিজের, তথাপি আমরা সেই কর্ত্তব্যপালনে এমন উদাসীন কেন? পাঠক অবগত আছেন—রাজপুতানায় ওয়াল্টর-কৃত-হিতকারিণী সভা দ্বারা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা প্রজা সকলেই সেই নিয়মের অধীন। ফল দাঁড়াইয়াছে এই, যে কন্যার বিবাহ দিবার সময় রাজপুতানায় কাহারও মস্তকে বজ্রপাত হয় না। কারণ কাহাকেও নিজের ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও কন্যাদায় বঙ্গদেশের মত গুরুতর ব্যাপার নহে। দাক্ষিণাত্যে অথবা মাদ্রাজে সাধারণতঃ কন্যার বিবাহ বহুব্যয়সাধ্য, কিংবা বিপত্তিজনক নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের সমাজের তুল্য দুর্ব্বল সমাজ ভারতে কুত্রাপি নাই। স্বীকার করি, কুসংস্কার যত শীঘ্র বদ্ধমূল হয়, তত শীঘ্র উন্মূলিত হয় না, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে সে চেষ্টা পর্য্যন্ত নাই।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে বহুকন্যার পিতাও এই বঙ্গদেশে কন্যাদিগের বিবাহের জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত হইতেন না। অতি অল্পব্যয়ে বিবাহ সমাধা হইত, কন্যার বিবাহ দিয়া ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না। কায়স্থজাতি কলিকাতা-সমাজের নেতা, কিন্তু কায়স্থজাতিতেও কিছু দিন পূর্ব্বে বিবাহাদিতে ব্যয়বাহুল্য ছিল না। সুবর্ণ-বণিকেরা প্রথম এই কুপ্রথা প্রচলন করেন। কায়স্থেরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন; এখন সকল জাতিতেই বিবাহব্যয় ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে হাজার টাকা হইলে যে বিবাহ সুসম্পাদিত হইত, এখন তাহা তিন হাজার টাকার কমে হয় না, অথচ গৃহস্থের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ ব্যতীত ভাল নয়। কন্যার বিবাহকালে গৃহস্থকে যে ঋণ অথবা বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়, শুধু তাহাই দোষের নহে।

বৈবাহিক সম্বন্ধ যে একেবারে মমতাশূন্য হইয়া যাইতেছে, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাই অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক মনে হয়।

জাতি অথবা সমাজের সমবেত চেষ্টায় এই কুসংস্কার দূর হইতে কতক্ষণ? কিন্তু সে চেষ্টা করে কে? এ দিকে লোকসংখ্যার রিপোর্টে রিজলী সাহেব কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছিলেন, সেই কথা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমাদের সমাজ কি এতই তরুণ যে, রিজলী কিংবা অন্য কোন সাহেবের কথায় বিপর্য্যয় ঘটিবে? মেকলে সাহেব ত যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়া আমাদের গালি দিয়াছেন, সেই জন্য কি প্রকাশ্য-সভা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে? আমাদের সমাজে প্রত্যেক জাতির স্থান স্থিরনির্দ্দিষ্ট আছে, কোন সাহেবের কথায় কোন জাতি স্বস্থানভ্রষ্ট হইবে না। অতএব এ সকল কথায় আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি। যে কুসংস্কার ও কুপ্রথায় আমাদের দারিদ্র্য কেবল বাড়িতেছে, যাহাতে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার উপায় আমাদের নিজের হাতে, কিন্তু আমরা কোন উপায় অবলম্বন করি না। এই সকল কথা মনে করিয়া মনে যখন অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যে এমন দুর্ব্বল জাতির কি কখনও উন্নতি হইতে পারে?

রাজপুতেরা একমত হইয়া যদি বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তবে আমরা পারিব না কেন? হয় ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির পৃথক্ নির্দ্দেশ সীমা স্থির করিতে হয়, কারণ এক জাতি অপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত ধনবান্ হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জাতি একমত হইয়া সহজেই এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। জাতি কিংবা সমাজ কি এতই দুর্ব্বল যে, লুব্ধ ও পীড়নকারীকে শাসন করিতে পারেন না? যদি বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ণীত হয়, তাহা হইলে সেই নিয়মভঙ্গকারীকে সমাজ সহজে দণ্ড দিতে পারেন। প্রত্যেক জাতিতে এই বিষয়ে আন্দোলন করিয়া যাহাতে বর্ত্তমান অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারিত হয়, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা প্রার্থনীয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ।

মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব, করতোয়া নদীর পশ্চিম, পদ্মাবতী নদীর উত্তর ও কোচ-বিহারের দক্ষিণসীমান্তর্গত ভূখণ্ড বরেন্দ্র নামে পরিচিত। করতোয়া নদী অতি প্রাচীন ও পবিত্র, তদ্বিষয়ে পুরাণাদিপাঠে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। পদ্ম-পুরাণান্তর্গত পৌণ্ড্রখণ্ডে * করতোয়ামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। (১) বরেন্দ্রভূমির মধ্যগত আত্রেয়ী নামক নদীও অতিপ্রাচীন। উক্ত উভয় নদী একদা সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত ছিল। (২) দেবীর মহাস্নানমন্ত্রে উভয় নদীর নাম পঠিত হইয়া থাকে। কালচক্রে উভয় নদীর নামমাত্রের অস্তিত্ব আছে। পদ্মানদীর পূর্ব্বের ন্যায় খরপ্রবাহ ও পরিসর নাই। বিগত চল্লিশ বর্ষ মধ্যে এই নদী স্থানে স্থানে উত্তর-দিকে ৫।৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গের শেষ হিন্দু-রাজগণের সময় বরেন্দ্রভূমির যে প্রকার আয়তন ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে

* পৌণ্ড্রখণ্ড পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও মূল পদ্মপুরাণের অনুক্রমণিকায় পৌণ্ড্রখণ্ডের নামোল্লেখও দৃষ্ট হয় না।— পত্রিকা-সম্পাদক।

(১) "করজাপশ্চিমে ভাগে লোহিনী যত্র মৃত্তিকা।
মুক্তিক্ষেত্রং সমাখ্যাতং মহাপাতকনাশনম্॥" ইত্যাদি।

হরপার্ব্বতীর বিবাহকালে মহাদেবের করতলস্থ তোয় (জল) হইতে উৎপত্তির জন্য করতোয়া নাম হইয়াছে।

বগুরাজেলাস্থ সেরপুর নামক স্থান সম্রাটের মুরচা বা সেনানিবাস থাকায় 'মরচা সেরপুরা' নাম হইয়াছিল। এই স্থান হইতে পূর্ব্বতন সময়ে পূর্ব্বদিকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থানে যাইতে হইলে দশকাহণ কড়ি খেয়াপারের জন্য প্রয়োজন হইত। তজ্জন্যই শেষোক্ত সেরপুর 'দশ কাহণীয়া সেরপুর' নামে কথিত হয়।

(২) আত্রেয়ী নদী বর্ত্তমান পাবনা জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলা মধ্যেও আত্রেয়ীর খাড়ী নামক স্থান বিদ্যমান। দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলার মধ্যে আত্রেয়ী নদীর যে অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহা স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক বড়গঙ্গা অর্থাৎ বড় নদী নামে এখনও কথিত হইয়া আসিতেছে। একদা করতোয়া আত্রেয়ী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উভয় নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সকল অতি উর্ব্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। এমন কি, একটী ধান্যবৃক্ষে তিন সের চাল উৎপন্ন হইত।

অবধারণ করা কঠিন। পদ্মানদীর প্রবাহ দ্বারা প্রাচীন বরেন্দ্রের (৩) সীমা যে কতকাংশ সংকীর্ণ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিগত দেড়শত বর্ষের ঘটনা সকল আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হইবে।

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস-গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধ-শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তিসময়ে ও বৌদ্ধশাসন সময়ে এখানে যে সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি হইয়াছিল, তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট সদাচার-পরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এ সময়কার ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সামাজিক ইতিহাস নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। এ সময় সামাজিকত্ব সম্বন্ধে বিশেষ রূপ বাঁধা বাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গে বাস করিলেই যে পতিত হইতে হইবে ও ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই, এরূপ শাসনবাক্যের স্বীকার করিতে হইবে, সে সময় তাহার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। বৌদ্ধশাসনের পরবর্ত্তী বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজত্বের অভ্যুদয় হইতেই এদেশে হিন্দুসমাজ পুনর্ব্বার গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তজ্জন্যই বৌদ্ধ-শাসনকালের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি-সময়ের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতি সমাজে সম্মানিত হইতে পারেন নাই। প্রত্যুত বৌদ্ধাচার-প্রভাবে হিন্দুসমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল। তৎকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধাচার-প্রভাবে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আত্মবিস্মৃতি-নিবন্ধন উপনিবেশী ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ দেশের সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করেন। উপনিবেশী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জাতির প্রাধান্য-হেতু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুগণ অতিশয় মলিন হইলেন। রাজসম্মান অবশ্যই তাহার মূল কারণ। বঙ্গের শেষ হিন্দুশাসন কালে উপনিবেশী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছেন, এবং কায়স্থগণও দেশের শাসনসংরক্ষণ জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে গবেষণা করিলেই প্রমাণিত হইবে। রাজপ্রসাদবলে জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। রাজপ্রসাদের অভাবে আবার তাঁহাদিগের অধঃপতন হওয়াও স্বাভাবিক নিয়ম।

(৩) গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনদেশ যে স্থান লইয়া অবস্থিত, বরেন্দ্রখণ্ড যে সেই স্থানের অধিকাংশ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জেলা বগুড়া সহরের নিকটস্থ করতোয়া-তটবর্ত্তী "মহাস্থান" পৌণ্ড্রখণ্ডে শিলাদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। শিলাদ্বীপ ও পৌণ্ড্রখণ্ড এক। শিলাদ্বীপেই পৌষ-নারায়ণী মহাযোগে স্নানব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এইখানেই কতকগুলি প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ছিল। কিন্তু তাহা বিলুপ্ত হইলে পৌষনারায়ণী স্নানার্থ সমাগত যাত্রীগণ পদ্মপুরাণের বচন অনুসারে এই তদ্বিষয়ে স্মরণ করেন। শিলাদ্বীপ একদা নিম্ন-ভূমের মধ্যস্থ ছিল, করতোয়া নদীর গতি আলোচনা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ গৌড়রাজধানীর সন্নিকটে একদিকে রাঢ় ও অপরদিকে বরেন্দ্রভূমি বিদ্যমান আছে। পঞ্চ বিপ্রের বিভাগ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামেই পরিচিত। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানেই পঞ্চ বিপ্রের বসতি করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেন না, রাজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান একবার হইলেই শেষ হইত না, ভবিষ্যতে যাহাতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়েও সাধারণের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহাদের এরূপ স্থানেই প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। (৪)

মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গের জাতীয় সমাজগঠনের অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আলোচনা দ্বারা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হইতেছে। তিনি যে সমস্ত বিধান করিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সমাজতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা অনেকাংশে নির্ণীত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির কুলাচার্য্যগণ ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, সে সকল পূর্ব্বতনজনশ্রুতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। কুলাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শাখার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থগণ সম্বন্ধে চারি শাখা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শাখা এবং কায়স্থদিগের উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শাখা এখনও বর্ত্তমান আছে।

আদিশূরের মহাযজ্ঞে কতিপয় কায়স্থ কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে যে বাঙ্গালাদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-সমাজও এইরূপ উপনিবেশী কায়স্থ দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। বল্লালের অসদাচরণ বারেন্দ্রসমাজ-সংগঠনের কারণ। বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের গঠন কিন্তু বল্লালসেনের সমসময়েই হইয়াছিল, সুতরাং তৎপরবর্ত্তী লিখিত কারিকার (৫) উক্তি কখনই অসামঞ্জস্য নহে; বরং তৎকালে চারি সমাজের অস্তিত্বই প্রমাণ করিতেছে। দক্ষিণরাঢ়ে ও বঙ্গে আদিশূর-আনীত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরেরা বসতি

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ), ১০৮ পৃষ্ঠা।

(৫) কারিকার "কুলচতুর্বিধং তেষাং শ্রেণীশ্রেণী বিশেষতঃ" ([illegible]) দ্বারা চারি শ্রেণীর পার্থক্য করা হইয়াছে।

বিস্তার করিয়াছেন। নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে বঙ্গের শেষ রাজধানী সংস্থাপিত থাকায় উক্ত দুই প্রদেশেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থসংখ্যা বিস্তার হইয়াছে। গৌড়ে প্রথমেই মুসলমান-রাজধানী নির্ম্মিত হওয়ায় বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থসংখ্যা ন্যূন হইবার অন্তরূপ বিশিষ্ট কারণ আছে, সন্দেহ নাই। প্রথম উপনিবেশী কায়স্থবংশ বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বসতিবিস্তর ও তৎপরে উপনিবেশী কায়স্থগণের কতিপয় ব্যক্তি, উত্তররাঢ় ও বরেন্দ্র বসতি বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বঙ্গদেশ মধ্যে বরেন্দ্রখণ্ড অধিকতর প্রাচীন। গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরী তাহার প্রমাণ। বরেন্দ্রখণ্ডে অতি প্রাচীন ম সময়ে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিয়াছেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল ক্ষত্রিয়বংশ গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজাসনে আসীন ছিলেন, তাহা উল্লেখ না করিয়া শূর ও কাম্বোজ ক্ষত্রিয়গণের পর পালবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ও তৎপর সেনবংশীয়গণের রাজত্ব উল্লেখ করা যাইতে পারে। পালবংশীয়গণের সময়েই হিন্দুর হৃদয়ে বৌদ্ধমার্গ প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধাচার এ সময়ে বরেন্দ্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বরেন্দ্রবাসী হিন্দুগণ রাজপ্রসাদ-লালসায় বৌদ্ধাচারের কুহকে জড়িত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধপ্রাধান্য-সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এদেশে বসতি করিতেন, তাঁহারা স্ব স্ব কুলাচার বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী সেনবংশীয়গণের রাজত্ব-সময়ে ঐ সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নিতান্ত অপরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হয়।

করতোয়ানদীর পূর্ব্বভাগ "পাণ্ডববর্জ্জিত" স্থান বলিয়া জনসাধারণ মধ্যে প্রবাদ আছে। এদেশে পাণ্ডবগণ আগমন করুন বা নাই করুন, ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থান উত্তরগোগৃহ ও নিমগাছি নামক স্থান দক্ষিণগোগৃহ নামে অদ্যাপি পরিচিত। যাহাই হউক, করতোয়া যে সময় প্রবল তরঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সহিত সম্মিলিত ছিল, তৎকালে করতোয়ার সুবিস্তৃতির জন্য পূর্ব্বভাগ অতি দুর্গম ছিল। সেই জন্য করতোয়ার পূর্ব্বভাগে আর্য্যগণ বসতি করা শাস্ত্রসঙ্গত মনে করেন নাই। যাহা হউক, করতোয়া নদীর পূর্ব্বতীরস্থ স্থান সকল প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকায় বরেন্দ্রবাসী হিন্দুগণের তৎপ্রতি অশ্রদ্ধার কারণ হওয়াই অনুমান করা যায়। প্রকৃত পক্ষে পাণ্ডবগণ উক্ত স্থানে আগমন না করিয়া থাকিলেও তন্মূলে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রখণ্ড অতি প্রাচীন কাল হইতেই ক্ষত্রিয়-শাসনগুণে শ্রীসম্পন্ন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। লিপিব্যবসা এতদ্দেশে কত দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে স্থিরীকৃত না হউক, কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে মসিজীবী ও মসিজীবি-জাতির বসতি হইতে আরম্ভ হয়।

বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজত্বকালে উপনিবেশী কায়স্থগণ যাঁহারা কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাধান্য কায়স্থজাতির চারি সমাজেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। তৎপূর্ব্বে যে সকল কায়স্থ এ দেশে বসতি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে গৌড়ীয়-কায়স্থ নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। কারণ এ সময়ে কায়স্থজাতির শ্রেণীগত বিভাগের কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র যেখানেই ঐ সকল কায়স্থবংশীয় লোক বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। তৎকালে শ্রেণীবিভাগ না থাকায় কায়স্থজাতির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সহজেই সম্পন্ন হইত। প্রাগুক্ত উপনিবেশী কায়স্থগণের মধ্যে কোন কোন বংশ সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করিতে না পারিয়া গৌড়ীয় কায়স্থ সমাজের সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বরেন্দ্রভূমি সম্বন্ধে সামান্যরূপ যে সকল বিষয় লিখিত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইবে, যেসময় বিক্রমপুরে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়া তৎপ্রদেশ শ্রীসম্পন্ন হইতে আরম্ভ করে, তৎকালে গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্র অনেক পুরাতন হইয়াছিল, বর্ত্তমান ঢাকাবিভাগের অধিকাংশ স্থান তৎকালে বালুকারাশি সঞ্চয় দ্বারা উন্নত, উর্ব্বরতাসম্পন্ন ও বাসের উপযুক্ত হইতেছিল। উক্ত ভূভাগ তৎকালে নবনব জনপদে শোভমান হইতেছিল। বিক্রমপুর নগরী রাজধানীতে পরিণত হওয়াই উক্তরূপ উন্নতির মূলকারণ বটে।

মুসলমানগণ বঙ্গ বিজয় করিয়া প্রাচীন স্থান গৌড়নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গবিজয়ের পরেও কিয়ৎকাল বিক্রমপুর স্বাধীন ছিল। বরেন্দ্রের পূর্ব্বস্থিত বৃহৎ নদীগুলিই বিক্রমপুর-প্রবেশের পথ দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল।

বঙ্গবিজেতা বিধর্ম্মী থাকায় হিন্দুগণের যে আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নবাগত আফগানগণের অত্যাচারভয়েও অনেকের স্বস্থান পরি-

ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখী হওয়া অসম্ভব নহে। উপরোক্ত কারণে বরেন্দ্র অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি বিস্তার হইয়াছে। কেবল আফগানগণের ভয়েই কতকগুলি ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণরাঢ় অথবা বঙ্গে বসতি বিস্তার করিয়াছেন, এমত নহে। সামাজিক ইতিহাস আলোচন করিলে জানিতে পারা যায় যে, বরেন্দ্রভূমিতে কতিপয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির আধিপত্য হওয়ায়, তাহাদিগের জমিদারি হইতে অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বরেন্দ্র ত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়প্রদেশে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে অধিকতররূপে বসতি করিয়াছিলেন। স্বাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এদেশে এখনও যেরূপ প্রবলমাত্রায় বিদ্যমান আছে, কএক শতাব্দী পূর্ব্বে যে তাহা আরও অধিকতর প্রবল ছিল, তাঁহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুরাজত্বের প্রথমাবস্থা হইতে সাম্রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ যে উৎকৃষ্ট বিধান ছিল, মনুসংহিতাই তাহার প্রচুর প্রমাণ বটে। সান্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রাহ্মণমন্ত্রীর মন্ত্রণা-গ্রহণ করাই তৎকালে প্রশস্ত নিয়ম ছিল। এতদ্ভিন্ন শুদ্ধ-প্রকৃতি, সদ্বংশ ও বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তিকেও কার্য্যে নিয়োগ করা হইত। রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মহাবল পরাক্রান্ত, সদ্বংশসম্ভূত ও বিশুদ্ধপ্রকৃতি, তাহাদিগের প্রতি খনিজ দ্রব্যসংগ্রহের ভার অর্পিত ছিল। প্রত্যেক গ্রাম অথবা দশ বিশ শত বা সহস্র গ্রামের মধ্যে এক একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন। এই সকল ব্যক্তি কর্তৃক গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বস্তুতঃ অতিপুরাকাল হইতে এই ব্যবস্থা ভারতে প্রচারিত আছে। মুসলমানশাসনকালে এই প্রথা কতকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া জমিদারগণের হস্তেই শাসনসংক্রান্ত কার্য্য প্রধানতঃ অর্পিত ছিল। মসি-জীবিকা বলে কায়স্থজাতি দেশের মন্ত্রিত্বপদ অধিকার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মালদহ জেলা ও দিনাজপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে পাবনা জেলা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রত্নতত্ত বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণিত হয় যে,তাহার পর,সাঁতৈল প্রভৃতির ব্রাহ্মণ-জমিদারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বরেন্দ্রে কায়স্থ-জমিদারের সংখ্যা ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল। শেরপুরের বিজয় লস্কর সরকার বার্ব্বকাবাদ ও সরকার পিঞ্জিরার কায়স্থ জমিদার

জমিদারের উচ্ছেদ সাধন করেন। সেরপুরের নিকটবর্ত্তী রাজবাড়ী মুকুন্দ নামক স্থানে যে কায়স্থ জমিদার সরকার-বাজুহার মধ্যে প্রধান ছিলেন, তাঁহার জমিদারীর দ্বারা সাঁতৈলের জমিদারীর পুষ্টি হয়।

গৌড়-রাজধানীর একদিকে উত্তররাঢ় ভূমি, অপর দিকে বরেন্দ্রভূমি। উত্তর-রাঢ় ও বরেন্দ্রে যে সময় মুসলমান-শাসন বদ্ধমূল হইয়াছে, তৎসময়ে কিছুকাল বিষ্ণুপুরপ্রদেশ স্বাধীন ছিল। উত্তররাঢ় ও বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ এই জন্য মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভ হইতেই দেশের শাসনসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবাদ আছে, "তিন শাণ্ডিল্যে বার্ব্বকাবাদ" অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রের তিন জন ব্রাহ্মণ একদা সরকার বার্ব্বকাবাদের জমিদার হইয়াছিলেন। উক্ত সরকারের মধ্যে লস্করপুর পরগণা পুঠিয়ার বৎসাচার্য্য ঠাকুরের এবং কমলাপতি লাহিড়ী নামক পরগণা ও অবশিষ্ট সমস্ত পরগণা তাহের-পুরের রাজার জমিদারী ছিল। তাহেরপুরের কিছু পরেই সাঁতৈল-রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। নাটোরের রাজা রামজীবনের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবার অব্যবহিত-পূর্ব্বে রঘুপুরের চাঁদরায় বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, স্বরূপপুর, পাতিলাদহ প্রভৃতি পরগণার জমিদার ছিলেন। "রাণী সত্যবতী রঘুনাথপতি", এই রঘুনাথই চাঁদ রায়ের পুত্র। ইহা ভিন্ন চৌধুরি-উপাধি-ধারী কতিপয় ব্যক্তিও জায়গীর সম্পত্তি লাভ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অধিকতর পরিমাণে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশে সর্ব্বাগ্রে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কায়স্থের জীবিকার অংশভাগী হইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বঙ্গের হিন্দুরাজত্বের সময় পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণের রাজসভায় বিশেষ আধিপত্য ছিল। তৎকালে তাহাদিগকে অন্নবসনের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। হিন্দু নরপতিগণ ব্রাহ্মণগণকে মুকুটস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কাজেই "রাজ-ভক্ত" কায়স্থজাতির কর্তৃক তাঁহাদিগের প্রতি উপদ্রব হইবার ভয় ছিল না। লক্ষ্মণসেন সপ্তদশ অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যের ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করেন। এ সময় রাজসভায় ব্রাহ্মণের অসাধারণ আধিপত্য ছিল। রাজা লক্ষ্মণসেন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরামর্শানুসারে সম্পন্ন করিতেন বলিয়াই তিনি পলায়নের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বিজেতা মুসলমানগণ

বঙ্গাধিকার করিলে, ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বসম্মান লাঘব হইতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ অশনবসনের চিন্তায় যত না হউক, কায়স্থজাতির প্রাধান্তবিস্তার ও মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের শিরোমুকুট সম্মান লোপ হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা অনন্তোপায় হইয়া ভট্টাচার্য্যবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, কায়স্থের মসী-ব্যবসা আরম্ভ করেন। তজ্জন্যই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দ হইতে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে, সৈন্তাধ্যক্ষপদে ও জমিদারপদে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিষ্ঠিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণজাতি হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহারা যখন যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই অগ্রগামী হইতে পারিয়াছেন।

বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণদিকে পদ্মা নদী প্রবাহিত। পদ্মার তীরবর্ত্তী স্থলে পূর্ব্বে সময় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস অধিক ছিল না। করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানেই এবং নিকটে যে সকল বৃহৎ বিল ছিল, তাহার মধ্যবর্ত্তী বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি ছিল। বিলভূমির উর্ব্বরতানিবন্ধন এবং রাজা কর্ত্তৃক সহজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকায় বিলের মধ্যস্থলে বসতি বিস্তার হইয়াছিল। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে নাটোর হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনা বা [illegible]কবা নদী পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত বিল থাকা দৃষ্ট হয়। এই বিলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মধ্যস্থলেও কতকগুলি প্রাচীন জনপদ আছে। ঠিক চলন-বিলের ন্যায় প্রশস্ত বিল না হইলেও মালদহ, রাজসাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাংশে এবং বগুড়া জেলাতেও কতকগুলি প্রসিদ্ধ বিল থাকা দৃষ্ট হয়।

আফগানগণ যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় জাতি বলিয়াই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গৌড়ের আফগান শাসনকর্ত্তা ও বাদশাহগণ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠেই প্রমাণ হইতেছে। আফগানগণ সৈন্তসজ্জা ও রণচিন্তাতেই কাল ক্ষেপণ করিতেন। রণলালসার উদ্বেগে তাঁহারা দেশের রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে হিন্দুজাতি বিশেষতঃ কায়স্থগণকেই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা রাখিয়াছিলেন *। পূর্ব্ববর্ত্তী সেনরাজগণেরই পদ

* মেঃ মার্সমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, কতকগুলি জমিদারী হিন্দুদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আফগানগণ তাঁহাদের কর্ম্মচারীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণ জাগীর দ্বারা সৈন্ত রক্ষা করিতেন। হিন্দুরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারীচ্যুত হইলেও আফগান জাগীরদারগণই হিন্দুদিগের দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ করিতেন। এই হিন্দুগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সহায়তাবলে সর্দ্দারগণ স্বাধীন হইবার প্রয়াস পাইতেন। মেঃ এলফিনিষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালার রাজকার্য্য মুসলমান ও কায়স্থ দ্বারাই মোগল সময়ে সম্পন্ন হইত।

DOUBLE COLOUR

[ব্রাহ্মণ]গণও অনুসরণ করিয়াছিলেন। কায়স্থজাতি বঙ্গের রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় এক সময়ে বঙ্গের জমিদারই কায়স্থ-জাতি ছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও বঙ্গের অধিকাংশ জমিদারকেই কায়স্থজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গৌড়ের আফগান শাসনসময়ে ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থজাতির সহিত রাজ্যশাসনকার্য্যে লিপ্ত থাকা গর্হিত কার্য্য মনে করিতেন। তাঁহাদের নিকট রাজ্যশাসনব্যাপার কেবল কায়স্থের কার্য্য বলিয়াই গণ্য ছিল। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুরাজার বৃত্তিবলে সহজেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ কার্য্যে কেন না অবমাননা বোধ করিবেন?

ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বৈষ্ণবভক্তিপ্রবর্ত্তক শ্রীরূপ সনাতন দুই ভ্রাতা গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মণ্যতেজ, সত্ত্বগুণের বিকাশ ও শ্রীচৈতন্তদেবের প্রেমালিঙ্গনে তাঁহারা ঐ উচ্চপদ তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥"

শ্রীরূপ সনাতন গৌড়ের নিকট রামকেলি নামক স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র বিপ্রকুলে ভাদুড়ীবংশে শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায়। ইহারা তিন জনেই গৌড়ের বাদশাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরেরা এখনও বরেন্দ্রভূমিতে বিত্তবান্ আছেন। সুবুদ্ধি ও জগদানন্দ ঐ সময়েই পাতশাহের কর্ম্মচারী।

দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলার স্থানে স্থানে কামরূপী ব্রাহ্মণগণের বসতি বিস্তার হইয়াছে। ইহারা কোন কালেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহে। দিনাজপুর জেলাবাসী অনেক ব্রাহ্মণ আমার নিকট উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লেখকের সামান্য অভিজ্ঞতা থাকায় কএকটী প্রশ্নের পরে, ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা কামরূপী ব্রাহ্মণ। তবে উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার আদান প্রদান হয় না, পরে এ কথা স্পষ্টতঃই তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল।

বরেন্দ্রখণ্ডের স্থানে স্থানে বৈদিক, মৈথিলী ও কামরূপী ব্রাহ্মণের বসতি আছে। বৈদিক, মৈথিলী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বরেন্দ্রস্থ ব্রাহ্মণ-কায়স্থজাতির পুরোহিত থাকা দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলায় যে সকল কামরূপী ব্রাহ্মণের বসতি

হইয়াছে, তাঁহাদিগের দ্বারা সামাজিক কায়স্থগণের পৌরোহিত্য কার্য্য অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। বিগ্রহসেবা ও পূজার জন্য বরেন্দ্রে কামরূপী ও উৎকলদেশী ব্রাহ্মণই নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল না। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারের গবেষণা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এখন অনেকে কামরূপী ও উৎকল ব্রাহ্মণের পাচিতদ্রব্য ভক্ষণ করেন না। পূর্ব্বে কিন্তু কামরূপী ও উৎকল ব্রাহ্মণের দ্বারা বিগ্রহের সেবাপূজা করাও অতি দুষণীয় ছিল। ব্রাহ্মণগণ যখন যে আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই দেশের প্রচলিত নিয়ম। ভগবদ্‌বাক্য দ্বারা তাহাই যুগানুক্রমের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

> “যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥” (গীতা ৩য় অধ্যায়)

বরেন্দ্রখণ্ডের কায়স্থজাতিকে একমাত্র বারেন্দ্র নামে অভিহিত করিলে বরেন্দ্রের কায়স্থজাতির মূলগত কোনরূপ বিচার করা হয় না। কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায় প্রভৃতি অনেকগুলি জাতির মধ্যে বারেন্দ্র আখ্যা দৃষ্ট হয়। যে সকল জাতির সামাজিক ইতিহাস আছে, তাহারা সহজে “বারেন্দ্র” আখ্যায় জড়িত হইতে পারে না; যেমন বৈদিক, মৈথিল ও কামরূপী ব্রাহ্মণ। কি কোনরূপ ভট্ট ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রে বাস করিয়া বারেন্দ্র নামে পরিচয় দিলে তাহা সাধারণের বুঝিয়া লওয়া সুকঠিন। বরেন্দ্রখণ্ডে যে সকল কায়স্থ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের কায়স্থজাতির চারি শাখায় বিভক্ত বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে না। বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিলে প্রকৃত বিভাগ হয় না। পূর্ব্বোক্ত শাখা শ্রেণীর সহিত গৌড়ীয় ও হেঁজ (নীচ) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কায় নামে যে সকল ব্যক্তি পরিচয় দেয়, তাহাদিগের বিচার হওয়া আবশ্যক। বি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ২।৪ জন লোক বসতি করিতে পারেন। অবশিষ্ট যে সকল কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় কায়স্থ সমবায় মাত্র। বঙ্গজ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য হইতে পারে। তবে বঙ্গজ সংখ্যা দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে দিনাজপুর ও গোপীনাথপুর প্রভৃতি স্থানে কুলীন কায়স্থের বসতি আছে। কি পয় গৌড়ীয় কায়স্থও উত্তররাঢ়ী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

বরেন্দ্রখণ্ডে বারেন্দ্র-কায়স্থের বাস বিস্তৃত হইবার কথা। বারেন্দ্র মধ্যে মিশ্রিত, সামাজিক বারেন্দ্র ও গৌড়ীয় বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হ। বরেন্দ্রের কায়স্থগণকে এই প্রকারে বিভাগ করিলে অন্য যে কোন জাতি ন্দ্র নামে পরিচিত হইতে প্রয়াস পায়, তাহা সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। এপ্রকার অনুসন্ধানে “কড়ি বান্ধা হুকার” ন্যায় সহজসাধ্য ফল ফলিবে। প্রকৃত সোনার ফলে তামা কখন কাঞ্চন হইবে না। আর্য্য বলিলে হিন্দুর সমস্ত জাতি বুঝায় না। ব্রাহ্মণ নামকরণে বঙ্গের সমস্ত জাতির ব্রাহ্মণ এক হইবে না। প্রত্যেক সমাজের গূঢ় রহস্য উন্মেষণ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

কোন স্থলে, কোন কোন কায়স্থ বিষয়কর্ম্ম করিয়া, সেই স্থানে বাসপূর্ব্বক এক সমাজ হইতে সমাজান্তরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রথা বরেন্দ্রভূমির স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। সমাজস্থান পরিত্যাগ ও সমাজান্তর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বসমাজের ন্যায় গৌরবরক্ষা করা, তৎকালে সম্ভবপর ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা দেবীদাস খাঁ যে উপায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে কায়স্থ সংগ্রহ ও মিলন করিয়াছেন, প্রাগুক্ত প্রণালী তদ্রূপ সর্ব্বজনীন নহে। প্রাগুক্ত রূপ কোন সমাজের প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বতন সময়ে স্বীকৃত না হওয়ায়, গৌড়ীয় মিশ্রিত ঘরেই ঐরূপ আদান প্রদান প্রচলিত হইয়াছে। বারেন্দ্রের কোন প্রধান সমাজস্থলে উত্তররাঢ়ীয় যজানের ঘোষবংশীয় কোন ব্যক্তি ১২।১৩ পুরুষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াও বারেন্দ্রের প্রধান কোন ঘরেই আদান প্রদান করিতে পারেন নাই। অতঃ চারি সমাজের নামে পরিচিত গৌড়ীয় মিশ্রিত সমাজভুক্ত কায়স্থগণ এক সম্প্রদায় হইতে সমাজান্তরে অনায়াসেই আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন।

“হেঁজ” সম্প্রদায় কিন্তু কস্মিন্ কালেও কোন সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক ঘরের সহিত আহার ব্যবহার বা সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারে নাই। ফলতঃ তাহাদিগের সহিত সামাজিক কায়স্থের কোনই সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান সেন্‌সাস রিপোর্টে পাত্যাজাতিকে পাত্যা-কায়স্থ নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা কস্মিন্ কালেও সামাজিক কায়স্থের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না। প্রকৃত কায়স্থগণের নিকট ইহারা চিরকাল পাত্যাই থাকিয়া যাইবেক। পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্রগণ হীনকার্য্য করে, রংপুরের কলিতাগণ কৃষিব্যবসা করে। এইরূপ সম্প্রদায়ের লোক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঠিত সমাজে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে? ঐরূপ হীন-সম্প্রদায় সামাজিক কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসাধ্য।

মিঃ বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব রংপুর দিনাজপুর ভিন্ন অন্য কোন জেলাবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে কোন রূপ অনুসন্ধান করেন নাই। বুকাননের সময় বর্ত্তমান বগুড়া ও সমস্ত রাজসাহী ভাতোরিয়া জেলা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। এই রাজসাহী জেলায় বারেন্দ্র কায়স্থ অধিকতর পরিমাণে ছিল। মুরশিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলাতেও বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। বুকানন এই সকল কায়স্থ সম্বন্ধে কোন গবেষণাই করেন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, করতোয়ার পূর্ব্ব ভাগস্থ স্থান পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া হিন্দুগণ অপবিত্র মনে করিতেন। মোগলসম্রাট্ অকবর সাহের সময়েও রংপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ কোচবিহার ও কামরূপের রাজার অধীন ছিল। এই প্রদেশে রাজবংশী, কোঁচ, কর্ণি ও কলিতা প্রভৃতি জাতির বসতি আছে। মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের শাসনকালে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রংপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ স্থায়িরূপে মোগল-অধিকৃত হয়। সরকার পূর্ণিয়া ও সরকার ঘোড়াঘাটে যে সকল বারেন্দ্র কায়স্থ বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে অতি অল্প লোকই ঐ প্রদেশে বাস করিয়া থাকিবেন। কাকিনা ও টেপার জমিদার বংশধরের পূর্ব্বপুরুষ ঐ সময় আসিয়া বসতি করিয়াছেন। এই উভয় জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ কাকিনার পূর্ব্ব বসতি গাজনা ও টেপার পূর্ব্ব বসতি কাউননড়ী গ্রাম বারেন্দ্র সমাজভুক্ত। বর্দ্ধনকুঠীর রাজবংশ বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আধাস দেবের মণ্ডল উপাধি ছিল। মিঃ বুকাননের মণ্ডল উপাধির জন্য ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। কৃষিজীবী সকল জাতি মধ্যেই এখন মণ্ডল উপাধির বহু প্রচলন দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া মণ্ডল (১) উপাধিধারিমাত্রই কৃষি-জীবী জাতি নহে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন শাখার মধ্যেও মণ্ডল উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে কি কৃষিজীবী মনে করিতে হইবে? ঢোল উপাধিধারী বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বসতি করিতেছেন। ঢোল উপাধির জন্য কি অন্য জাতি হইবে? বারেন্দ্রগণের মধ্যে ঘোষ, বসু প্রভৃতি উপাধি না পাইয়া বুকানন সাহেবের ভিন্নরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নাই।

(১) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কায়স্থজাতির মধ্যে যে মণ্ডল উপাধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হিন্দু রাজত্বের সময়েও বর্ত্তমান ছিল। রাজা টোডরমল্ল এদেশে রাজস্ব নির্ণয় জন্য আগমন করায় কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জমিদার প্রজাদিগের মুখপাত্র থাকায় 'মণ্ডল' উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

যে সাত ঘর লইয়া বারেন্দ্রসমাজ গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা সদ্বংশজ ও সদাচারী কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেনবংশীয়দিগের রাজত্বকালে রাজসরকারে বিষয় কর্ম্ম করিয়াছেন। ঐ সকল ঘর হিন্দু রাজত্বের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সদাচারনিরত আছেন। বঙ্গের মুসলমান-শাসনকালে তদ্বংশীয়েরা রাজ-সরকারে উচ্চপদে অভিষিক্ত থাকিয়া স্ব স্ব সদ্বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-ছেন। সম্বন্ধস্থাপনাদি কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও প্রমাণিত হয় যে, সামা-জিকগণ স্ব স্ব বংশে কুলোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; যাঁহারা কোন দৈব কারণে কুলোচিত গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সমাজে নিন্দিত ও কোন কোন স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সামাজিক বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত যথাযথরূপে সংগৃহীত হয় নাই। এবিষয়ে য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণ নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এ দেশের হিতার্থ এই গুরুতর বিষয়ে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট হইতেছে। ইহার নিমিত্ত জ্ঞানী স্বদেশীয় ব্যক্তিবৃন্দকেই নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণজাতি হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া কোনরূপ রহস্য উন্মেষণ করিলে সর্ব্বসাধারণের নিকট অবিসম্পাদিতরূপে গৃহীত হইতে পারে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্রূপ-ভাবে কার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং এই জাত্যভিমানী পতিতদেশের লোকের হৃদয়ে অনেক স্থলেই নিদারুণ আঘাত উৎপন্ন করা হয়। দেশীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভ্রান্ত হইয়া সাহেবগণ কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিলে, তাহা অকাট্য যুক্তিময় হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে এ সকল বিষয় যে ভ্রমাত্মক, তাঁহারা নিজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই নিদারুণ অন্নচিন্তার দিনে জাত্যভিমানী জাতির মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হওয়া ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। একজন সাহেব বলিয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ পঞ্চবিপ্রের এদেশে পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভ-সম্ভূত। এই মত যে নিতান্ত অসার, যাঁহারা সামাজিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া-ছেন, তাঁহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বরেন্দ্র ও উত্তররাঢ় গৌড়-রাজধানীর নিকটবর্ত্তী থাকায় তদ্দেশবাসী কায়স্থগণ

রাজসরকারে বিষয়কর্ম্ম (স্বীয় মসিজীবিকার) দ্বারা অবস্থা উন্নত করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই মুসলমান-শাসনের আরম্ভকাল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ পয্যন্ত আফগানগণ দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ও ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়-রাজধানীতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। কতিপয় বৎসর বিখ্যাত সেরশাহের আধিপত্য হইবার পর মোগলসাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তীর্ণ হয়। শেষোক্ত মোগল-শাসনসময় গৌড়ের সিংহাসন স্থানান্তরিত হওয়ায় বরেন্দ্র ও উত্তররাঢ়বাসী কায়স্থগণের রাজকার্য্যে নিয়োগ হইবার পথ দুর্গম হয়।

বরেন্দ্রখণ্ডে গৌড়, পাণ্ডুয়া-রাজধানী ও ঘোড়াঘাট বারদুয়ারী (সেরপুর), পাবনাজেলার মরিচপুরান্ ও রাজসাহী জেলায় গোদাগারী প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের কাছারী থাকা হেতু বরেন্দ্রের কায়স্থগণ মসিজীবিকার দ্বারা বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকার ঘোড়াঘাট ও সরকার পূর্ণিয়ার কায়স্থ কর্ম্মচারিগণের আত্মীয় স্বজন কোচবিহারে বিষয়কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কতিপয় বারেন্দ্র কায়স্থ কোচবিহারে দেওয়ানী চাকলাদারী ও সেনাপতির কার্য্য করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোগলরাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহারা মোগলসেনার প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠান ও মোগনশাসনকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের উচ্চ কার্য্য করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহেরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ বিজয় লস্কর সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্ম জন্যই "লস্কর" উপাধি লাভ করেন। কএকটী ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে "লস্কর" উপাধি পূর্ব্বে ছিল। কায়স্থজাতিই "মসিব্যবসায়" রূপ রাজকার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত রাজা টোডরমল্ল ও রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করায় বাঙ্গালার কায়স্থজাতি বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ এতদ্দেশীয় যে সকল কায়স্থবংশ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত এবং সদাচারসম্পন্ন থাকা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগকে উচ্চতম রাজপদে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বরেন্দ্রের কতিপয় কায়স্থ রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র শ্রীকান্তুর বংশীয় গোপীকান্ত রায় সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে—

"যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
জানিয়া উত্তমবংশ সম্মান করিলা॥
কাননগো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকর কৈলা গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিল, সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিক লিখিয়া॥"

গোপীকান্ত রায়ের বাস অষ্টমুণিশা গ্রামে ছিল। এস্থান হইতে সাতৈরের রাজবাটী আট মাইল দূরে। সাতৈরের রাজবংশের তৎকালে অভ্যুদয় হইয়াছে। গোপীকান্তের বসতিগ্রাম সাতৈরের অধিকারভুক্ত হওয়ায় গোপীকান্ত ঐ গ্রামখানি রাজা মানসিংহের সাহায্যে গ্রহণ করেন। তৎকালে নবাব সরকারে যে সকল ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা জমিদারগণকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জমিদারগণও যে সকল ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন নবাবসরকারের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিপদে নিয়োজিত থাকিতেন, তাহাদিগকেই প্রায় স্ব স্ব জমিদারীর প্রধান কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত করিতেন।

একমাত্র রাজকীয় ভাষার অনুশীলন দ্বারা কায়স্থজাতি স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীয় উন্নত অবস্থা পরিরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। যে সময় মুসলমানগণ দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন, সেই সময়েই কায়স্থগণ আরব্য পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া রাজকার্য্য—রাজ্যশাসনের শ্রেষ্ঠ অংশ লাভ করিয়াছেন। এজন্যই মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভ কাল হইতেই উচ্চতম রাজপদ হইতে ক্ষুদ্রতম পাটোয়ারী কার্য্যে কায়স্থজাতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বরেন্দ্রের কায়স্থগণ মধ্যে সেরশাহের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চতম রাজকার্য্যে অনেকে নিযুক্ত ছিলেন। বরেন্দ্রের কায়স্থ মধ্যে কেহ কেহ বৃহৎ জমিদারী ও কেহ কেহ ক্ষুদ্র জমিদারী লাভ করিয়া গো-ব্রাহ্মণ অতিথিসেবাদি কার্য্য দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

তদানীন্তন অবস্থানুসারে অর্থবৃত্তির জন্য পারস্যাদি বিজাতীয় বিধর্ম্মি-ভাষা শিক্ষার দ্বারা সমস্ত কায়স্থজাতি একমাত্র অসারভাবে পরিণত হইয়াছিলেন, বস্তুত নহে। অর্থবৃত্তির জন্য পারস্যাদি বিধর্ম্মি-ভাষায় চর্চ্চা করা হইলেও সমস্ত কায়স্থের হৃদয় বিষয়মদে তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এরূপ নহে। বস্তুতঃ কোন

কোন কায়স্থ সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা করিয়া কায়স্থজাতির গৌরবভাজন হইয়াছেন। অনেক কায়স্থ শাস্ত্রালোচনায় যাহা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে 'পণ্ডিত' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কায়স্থজাতি তৎকালে ভক্তি আলোচনায় এককালীন বিমুখ ছিলেন না। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই ভক্তিশাস্ত্রের বহুলপ্রচলন হয়। তৎকালে বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণগণ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারবিষয়ে বিরোধী থাকিলেও বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ যে ভক্তিশাস্ত্রের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেশের প্রধানতম কর্ম্মচারিপদে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা এদেশে নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেন। প্রভু শ্রীরূপসনাতন তাহার অন্যতম প্রমাণ। বরেন্দ্রবাসী ভৃগুর বংশীয় দেবীদাস খাঁ নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনিও নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

"পারস্ত বাঙ্গালা শাস্ত্র ব্যাকরণ আদি।
আরবী পারসী হিন্দি বিস্তা নানা বিধি॥" (ঢাকুর)

বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ সকলেই বিষয়মদে মত্ত ছিলেন, এমত নহে। পাতশাহের দরবারে মন্ত্রিত্বে, চাকলার চৌধুরিপদে কিংবা পাটোয়ারী কার্য্য নিবন্ধ তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে গো-ব্রাহ্মণ-অতিথির হিতাকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়াছিল না। বরেন্দ্রকায়স্থ বলিলে প্রভুপাদ নরোত্তম-ঠাকুরের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যে সময় শ্রীরূপ সনাতনকে পার্ষদ করিবার জন্য গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলিতে গমন করেন, সেই সময় এক দিবস তিনি রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ সনাতনের প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন কালে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া খেতরী গ্রামের পানে চাহিয়া "নরোত্তম" "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন।

"নিরখিয়া শ্রীখেতরী গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে দুনয়নে॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হৈতে না পারে॥
* * * *

প্রভুর অদ্ভুতভাব দেখি সর্ব্বজনে।
কেহ কার প্রতি কহে অতি সঙ্গোপনে॥
নরোত্তম নাম প্রভু লয় বার বার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার॥
প্রভু প্রেমপাত্র কেহ নরোত্তম নামে।
তিঁহার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে॥"

(নরোত্তমবিলাস—১ম বিলাস।)

খেতরীগ্রাম রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে পদ্মানদীর উত্তরতীরে। তথায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশের পুরুষোত্তম দত্তের অগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্তের বাটী ছিল। কৃষ্ণানন্দ সঙ্গতিবান্ ব্যক্তি ও রাজা বলিয়াই কথিত হইতেন। নরোত্তম মাঘী পূর্ণিমার দিবস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুর সর্ব্ব শুভলক্ষণদৃষ্টে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ নরোত্তম নাম রাখিতে উপদেশ করেন,—

"পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন রহে মুখ ফিরাইয়া॥
* * * *
দৈবজ্ঞ কহে ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু-নৈবেদ্যে এ বস্তু না ভুঞ্জিবে॥
সেইক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈয়া।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহ খাইলা হর্ষ হৈয়া॥"

(নরোত্তমবিলাস—২য় বিলাস।)

রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের বিবাহার্থ কন্যা স্থির করার জন্য কায়স্থবর্গের নিকট নিবেদন করিলেন। নরোত্তম কিন্তু আশৈশব আসক্তিপরিশূন্য, হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদে দিবারাত্রি উদ্‌যাপন করিতেছিলেন এবং কি প্রকারে পিতা মাতার নিকট লইতে বিদায় হইবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন।

"এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক সাত॥
নরোত্তম শুভক্ষণ জানি সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হইল জননীর স্থানে॥

গৌড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরম্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজপুরে॥
রামকেলি গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিল।
এই সেই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল॥" (২য় বিলাস।)

নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে ঠাকুর পদবী প্রদান করেন। তিনি গোস্বামী ও ঠাকুর উপাধিতে বৈষ্ণবসমাজে পূজিত।

"শ্রীজীব গোস্বামী বুঝি সবার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়॥" (২য় বিলাস)

নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং শ্রীচৈতন্যসেবায় জীবন অতিবাহিত করেন।

"পদ্মাবতী নদীপার হৈয়া মহাশয়।
শুভক্ষণে শ্রীখেতরীগ্রামে প্রবেশয়॥
চতুর্দ্দিকে আসি লোক দেখে নেত্র ভরি।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইলা খেতরী॥
শ্রীসন্তোষ আদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
যত্নে লইয়া গেলা সভে নির্জ্জন আলয়ে॥

* * * *

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে॥" (৬ষ্ঠ বিলাস।)

নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণবৈষ্ণব ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

"মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয়॥
শ্রীনরোত্তমের তেঁহ পিতৃব্যকুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যারে দিলা রাজ্যভার॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গলবিধানে।
করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ-সজ্জনে॥" (৩য় বিলাস।)

কোন কোন ব্রাহ্মণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন। নরোত্তম যখ

একদিবস শ্রীভাগবত আদি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ অহঙ্কারবশতঃ তাঁহাকে ঘৃণা করায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন,—

"যে দিন তোমারে করিনু ক্ষুদ্রবুদ্ধি।
সেই দিন হইতে মোর হইল কুষ্ঠব্যাধি॥

* * * *

স্বপ্নে মোরে বিমুখী হইয়া ভগবতী।
ক্রোধাবেশে কহে হইবে বিশেষ দুর্গতি॥

* * * *

নরোত্তমে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি যার।
সে পাপীর কোন কালে নাহিক নিস্তার॥

* * * *

বিপ্র কহে মোর মাথে ধরহ চরণ।
তবে সে প্রসন্ন হয় এ পাপীর মন॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙরিয়া।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

* * * *

কতক্ষণ পরে বিপ্র হইলেন স্থির।
দূরে গেল ব্যাধি হইল নির্ম্মল শরীর॥

* * * *

ঐছে মনে করি বিপ্র ভক্তির প্রভাবে।
হইলা বৈষ্ণব নিজ গোষ্ঠীর সহিতে॥" (৯ম বিলাস)

হরিরাম ও রামকৃষ্ণ নামক দুইজন বিপ্র মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।—

"শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরিরাম।
আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম॥
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবা জানে।
বহু অর্থব্যয় তাঁর পূজ ভবানীজনে॥

হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে।
করিলেন মন্ত্রদীক্ষা অতি সাবধানে॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
দিলা মন্ত্রদীক্ষা হইল উল্লাস হৃদয়॥” (১০ম বিলাস।)

আরও কতিপয় উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-কায়স্থ ঐ সময়ে নরোত্তম ঠাকুরে সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিতাখ্যানে মত্ত ছিলেন। চাঁদরায় নামক একজন রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি দস্যুব্যবসা করিতেন। ইঁহার দলেও অনেক দস্যুব্রাহ্ম ছিলেন। চাঁদরায় ও দস্যু ব্রাহ্মণগণ নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিলেন।

“বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
রায় চাঁদরায় কর্ত্তা হন মো সবার॥
নৌকাপথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লইতে॥ * * * *
মো সবার সমান অধম নাহি আর।
লইনু শরণ এবে করহ উদ্ধার॥” (১০ম বিলাস।)

খেতরীগ্রাম বর্ত্তমান জেলা রাজসাহীর পশ্চিমাংশে। তথায় শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন, ইহাই নরোত্তম ঠাকুরের পাট। এখানে প্রতিবৎসর মেলা হয়।

বরেন্দ্রভূমির কায়স্থবংশীয় স্মরণীয় মহাত্মগণের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকা সম্বন্ধে সবিশেষ চেষ্টা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক এই মহা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। প্রত্যেক সমাজের শীর্ষস্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিলে অনেকাংশেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আশা করি, এ বিষয়ে কর্ত্তা কায়স্থগণ যথোচিত যত্ন করিবেন।

বরেন্দ্রে মসিজীবিকার্য্যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পর কায়স্থদিগের অনেক জমিদারী লোপ হইল। মুসলমান-শাসন সময়ে কায়স্থদিগের জমিদারীর মধ্যে বারেন্দ্র-সমাজে বর্দ্ধনকুঠী, কাকিনা, টেপা ও চৌধুরাই ভাড়াশ প্রভৃতি ও উত্তররাঢ়ীয়-সমাজে দিনাজপুর এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত উভয় সমাজ মধ্যেই কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী মুসলমান-শাসন সময় হইতেই অধিকৃত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

বারেন্দ্র-কায়স্থের দ্বিজোচিত সংস্কার।

পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজের আচার-ব্যবহারের কথা বলিয়াছি। আজি বারেন্দ্র-কায়স্থের সংস্কারের কথা বলিব। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, একমাত্র উপনয়ন ব্যতীত তাহার সকলগুলিই বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। এক উপনয়ন সংস্কার ছাড়িয়া দিলে, প্রত্যেক বারেন্দ্র-কায়স্থকেই একটী একটী করিয়া সকল দ্বিজোচিত সংস্কারেই সংস্কৃত হইতে হয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কেবল উল্লেখ করিব। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের সংস্কারাদি যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত যজুর্ব্বেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডের পার্থক্য প্রকরণের অগ্রপশ্চাৎ লইয়া; নতুবা প্রকরণগত কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আমরা যজুর্ব্বেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড যেমন ভাবে বারেন্দ্রসমাজে দেখিতে পাই, তাহারই উল্লেখ করিব।

অন্নপ্রাশন।

প্রথমতঃ অধিবাস হয়। তৎপরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা ও ক্রমে ষষ্ঠীপূজা, মার্কণ্ডেয়পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, দৈবপক্ষ, মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ, মাতামহপক্ষ, ভোজ্যদান, অন্নোৎসর্গ, পিণ্ডদান, দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পরে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক প্রাশনার্থ অন্নসাদন করিয়া চরুপাক ও স্রুবাজ্যসংস্কারপূর্ব্বক, “ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে আঘারাজ্যভাগ হোম হয়। তাহার পর মহাব্যাহৃতিহোম, সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম ও প্রাজাপত্যহোম হয়, তৎপরে নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ হওয়ার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ দুইটী নাম স্থির করিয়া একখানি প্রস্তরপাত্রে বালুকাবিস্তৃত করিয়া তাহার প্রত্যেকটীর উপরে এক একটী করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে যে নামের উপরিস্থিত প্রদীপ অধিকক্ষণ জ্বলে, সেইটীই রাশি নাম, ও ইচ্ছানুসারে অন্য একটী ডাক নাম রাখা হয়। রাশি-নামের আদ্যক্ষরের জন্য প্রত্যেক রাশির দুইটী করিয়া অক্ষর নির্দিষ্ট আছে। যথা—

অ ল	মেষ,	ম ঠ	সিংহ,	ধ ভ	ধনু।
উ ব	বৃষ,	প থ	কন্যা,	থ ঘ	মকর।
ক ছ	মিথুন,	র ত	তুলা,	প শ	কুম্ভ।
ড হ	কর্কট,	ন য	বিছা,	দ চ	মীন।

প্রত্যেক রাশির বামদিকের দুইটী আদ্যক্ষর লইয়া দুইটী নাম লিখিতে হয়।*

তৎপরে দক্ষিণাসমাপনান্তে কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়নপূর্ব্বক গণ্ডূষ করাইয়া অন্নপ্রাশন করান হয়। অনন্তর ঐ কুমারকে বিস্তৃত আসনের উপর বসাইয়া তৎসম্মুখে মৃত্তিকা, সুবর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পভাণ্ড, লেখনী ও মস্যাধার উপস্থিত করাইয়া কুমারকে দেখাইলে, কুমার স্বেচ্ছায় যে দ্রব্য গ্রহণ করিবে, তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ-জীবিকা বলিয়া অবধারিত হয়। পরে শান্তি, তিলক, দক্ষিণা, আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক গৃহে গমন ও ব্রাহ্মণভোজন করান হয়।

চূড়াকরণ।

শুভদিনে শুভলগ্নে প্রথমে অধিবাস হয়। তদনন্তর গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও ভোজ্যত্রয় উৎসর্গ করিয়া বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক, উষ্ণজল, শীতল জল, নবনীত পিণ্ড, ত্রিশ্বেত-শল্লকীকণ্টক, কুশপত্র নির্ম্মিত কুশগুচ্ছ-নবক, তাম্রক্ষুর, নূতন শরাবস্থিত বলীবর্দ্দগোময়পিণ্ড, অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রকে প্রণীতাপাত্র জল দ্বারা পূরণ ও স্রুব আদি সংস্কার করিতে হয়, পরে কুমারকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রযুগল পরিধান করান মাতা, মাতা অভাবে তত্তুল্য মহিলা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে উপবেশন করেন। বৃত ব্রাহ্মণ সত্যনামাগ্নির নামকরণ করিয়া আঘারাজ্যভাগ হোম করেন। তদনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম, প্রায়শ্চিত্তহোম ও সিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপনপূর্ব্বক শীতল জল ও উষ্ণজল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বাচ্ছাদিত নবনীত দ্বারা কুমারের মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের কেশ অভিষিক্ত করিয়া শল্লকীকণ্টক দ্বারা ঐ কেশকে জড়াইয়া তাম্র কুশপত্রত্রয়যুক্ত করিয়া লৌহক্ষুরের দ্বারা উহা ছেদনপূর্ব্বক গোময়পিণ্ডের উপর রাখা হয়। পরে অমন্ত্রক দুইবার ঐ দক্ষিণপার্শ্বের কেশ ছেদন করিয়া গোময়-

* নাম স্থির হইলে, পিতা বালকের বামকর্ণে ও মাতা বালকের দক্ষিণকর্ণে ঐ নাম বলিয়া দেন।

পিণ্ডে রাখিতে হয়। এইরূপে মস্তকের পশ্চিমপার্শ্বের কেশ তিনবার ছেদন করিয়া গোময়পিণ্ডে রাখা হয়। তাহার পর ঐ রূপে মস্তকের উত্তরপার্শ্বের কেশ তিনবার, মস্তকের উপরের কেশ তিনবার এবং সম্মুখের কেশ তিনবার ছেদন করিলে, নাপিত লৌহক্ষুর দ্বারা সকল কেশ বপন করিয়া গোষ্ঠে অথবা সরোবরে ঐ সমস্ত ছিন্নকেশ নিক্ষেপ করে, তার পর কর্ণবেধ ও শান্তি-আশীর্ব্বাদাদি কার্য্য করিতে হয়। চূড়াকরণের পর ১২দিন ক্ষৌর নিষেধ। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণগণের অশৌচ অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া, তাঁহারা ১২ দিবস নাপিতাদি স্পর্শ করেন না। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের উপনয়ন ভিন্ন দ্বিজোচিত সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে বলিয়া, তাঁহারাও ব্রাহ্মণগণের নিয়মানুযায়ী দ্বাদশ দিন ক্ষৌর হয়েন না।

বিবাহ।

বিবাহের পূর্ব্বদিবস অথবা বিবাহের দিবস অগ্রে অধিবাস হয়; তৎপরে গৌর্য্যাদি পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ) সমাধা করিয়া বিবাহের দিবস সন্ধ্যার পর পাত্র সমারোহে পাত্রীর আলয়ে উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে শুভলগ্নে পূর্ব্বমুখে পাত্রকে আসনে বসাইয়া, কন্যাদাতা উত্তরমুখে বসিয়া বরণ করেন। মাস, রাশি ও তিথির উল্লেখ করিয়া বরের গোত্র প্রবর সহিত তাঁহার প্রপিতামহ হইতে বর পর্য্যন্ত বরের পূর্ব্ব তিন পুরুষের এবং বরের নাম ও কন্যার পিতার গোত্র প্রবর সহ তাঁহার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা এবং তাঁহার কন্যার নাম উচ্চারণ করিয়া বরণ করিতে হয়। অনন্তর পাত্রকে বিষ্টর (আসন) দান ও পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, এবং মধুপর্ক প্রতিগ্রহ করান হইয়া থাকে। তৎপরে অলঙ্কৃতা পাত্রী আনাইয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ ও শুভদৃষ্টি করান হয়। অনন্তর পশু-মোক্ষণের মন্ত্র পাঠ হয় ও নাপিত "গৌর্গৌ" এইটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া থাকে। নাপিতের "গৌর্গৌ" এই কথা উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পুরাকালে অতিথি উপস্থিত হইলেই গো-বধ দ্বারা তাঁহাদের সৎকার করা হইত, এজন্য অতিথির এক নাম গোঘ্ন। বরযাত্রিগণও একরূপ অতিথিবিশেষ, তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও সম্মান জন্য একটী গাভী বিবাহমণ্ডপে বাঁধিয়া রাখা হইত। কিন্তু বিবাহাদি শুভকার্য্যে গোহত্যা শাস্ত্রে একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বরযাত্রিগণের অনুরোধে গাভীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এক্ষণে আর গাভী বাঁধিয়া রাখা প্রায়ই হয় না, তৎপরিবর্ত্তে

নাপিতই "গৌর্গৌ" অর্থাৎ গাভী আছে, এই কথা কেবল উচ্চারণ করে ... হরগৌরীর একটী ছড়া (শ্লোক) শুনাইয়া দেয়। তবে কচিৎ কোন স্থলে ... বাঁধিয়া রাখা এবং ছাড়িয়া দেওয়া প্রথা এখনও দৃষ্ট হয়। পুরোহিতের দ্বারা এ কথা না বলাইয়া নাপিত দ্বারা বলান হয়; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বকালে নাপিতই পাচকের কর্ম্ম করিত এবং নাপিতের অন্ন ভক্ষণ করিলে যে ব্রাহ্মণের জাতি যাইত না, তাহার প্রমাণ ও ব্যাসসংহিতায় পাওয়া যায়।

যথা—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধশীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্ত ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতিঃ ॥"

পরে কন্যাদাতা কন্যাকে পশ্চিমমুখে আপন সমীপে বসাইয়া তাম্রাদিপাত্রে ফল, কুশ, তিল ও জল দিয়া কন্যাকে উৎসর্গ করেন। অনন্তর দান এবং দানের দক্ষিণাস্বরূপ ১টী সুবর্ণখণ্ড কিংবা অঙ্গুরীয়ক পাত্রকে দেওয়া হয়। তৎপরে ... বধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গ্রন্থিবন্ধন ও আশীর্ব্বাদ করান হয়। পরদিবস বিবাহ ... হোম অর্থাৎ বাসি বিবাহ (কুশণ্ডিকা প্রভৃতি) করিতে হয়। বিবাহান্ত হোম ... যার জন্য পুরোহিতকে বরণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমতঃ অগ্নিস্থাপন ... হয়। হোমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অগ্নিবেষ্টন জন্য অচ্ছিন্ন কুশ, পবিত্র কুশ ... সম্মার্জ্জন কুশ ছয়টী, উপযমন কুশ তেরটি, প্রাদেশ প্রমাণ কুশ তিনটি, স্রুব ... ও তদাধার, তণ্ডুল, আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ একটি, শূর্পস্থিত সমীপত্রমিশ্রিত ... শীলনোড়া। স্রুব-আজ্যাদির সংস্কার করিয়া ঘৃত দ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম ... হয়। অনন্তর দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা অষ্টাদশ আহুতি দিয়া পরে লাজহোম ... হয়। দণ্ডায়মান বর, উত্তানহস্ত দ্বারা দণ্ডায়মানা কন্যার উত্তান হস্ত ... করেন। কন্যার ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কেহ সেই সমীপত্রমিশ্রিত লাজ ... চারিভাগ করিয়া একভাগ কন্যার অঞ্জলীতে দিয়া কিছু ঘৃত তাহার উপর দেন। তখন সেই লাজ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। অনন্তর বর দক্ষিণহস্তে কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ-দক্ষিণহস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করেন—

"নমো গৃভ্‌ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সং। অগোর্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধি র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং ... মোহসামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ সহরেতো ... প্রজান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ সম্প্রিয়ৌ রচিষ্ণুসুমনস্যমানৌ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।" এগুলি সমস্তই বেদমন্ত্র, ইহার ... সংক্ষেপার্থ—

'হে কন্যে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার সহ কুশলিনী হও। ভগ, অর্য্যমা ও সবিতা দেবতাগণ গৃহস্থধর্ম্মের জন্য আমাকে তোমায় দান করিলেন। আমাদের উভয়ের যেন কখনও মোহ না জন্মে। আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী; আইস আমরা বিবাহিত হই; আমরা যেন নির্ব্বিঘ্নে বহু পুত্রলাভ করি, আমরা পরস্পরের প্রিয় ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া আইস ধর্ম্মাচরণ করি। আমরা যেন সুস্থদেহে শতবর্ষ জীবিত থাকি।

অনন্তর বর অগ্নির উত্তর দিকে শিলার উপর দক্ষিণপদ দ্বারা কন্যার দক্ষিণপদ চাপিয়া আরোহণ করেন। শিলার উপর আরোহণ করাইবার সময় পাত্র যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে, সে মন্ত্রের ভাব এইরূপ। যথা— 'এই প্রস্তরে আরোহণ কর, এই প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হও, আমার শত্রুর পীড়ন সহ্য কর, এবং আমার শত্রুর হস্তে ক্রীড়ক হইও না।' অনন্তর বধূকে অগ্রে করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ করেন। তৎপরে পূর্ব্ববৎ বরের উত্তানহস্তোপরি বধূর উত্তানহস্ত স্থাপিত হয়, পুনর্ব্বার বধূর ভ্রাতা সেই উত্তানহস্তের উপর লাজা ও ঘৃত প্রদান করে, এবং উহা পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। তার পর পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতে হয়। এইরূপ চারিবার অনুষ্ঠিত হয়। পরে অগ্নির উত্তরদিকে সপ্তমণ্ডলের উপর এক একটী পাণ ও সুপারি রাখিয়া বর তাহার প্রথমমণ্ডলে কন্যার দক্ষিণচরণ দেওয়াইয়া ক্রমশঃ বামপদ ও দক্ষিণপদ এইরূপ মন্ত্রপূর্ব্বক সপ্তমণ্ডলিকার উপর দিয়া সপ্তপদ চালাইয়া থাকেন। মন্ত্র যথা—

"একমিষে বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ১। দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ২। ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ৩। চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ৪। পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ৫। ষড়্ ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ৬। সখে সপ্তপদী ভব সমমামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্তাং নয়তু। ৭।

অর্থাৎ অয়ে কন্যে! বিষ্ণু তোমাকে একপদ আনয়ন করুন। ১। বিষ্ণু তোমাকে দুইপদ আনয়ন করুন। ২। বিষ্ণু তোমাকে ধনপ্রাপ্তিহেতু তিন পদ আনয়ন করুন। ৩। বিষ্ণু তোমাকে সখ্যার্থ চারিপদ আনয়ন করুন। ৪। বিষ্ণু

তোমাকে আমার গোমহিষাদি পশুগণের কুশলের নিমিত্ত পঞ্চপদ অগ্রসর করুন। ৫। বিষ্ণু তোমাকে ষড়্ ঋতুর কর্ম্মসম্পাদনার্থ ছয়পদ অগ্রসর করুন। ৬। বিষ্ণু তোমাকে আমার সখী ও অনুগতা করিবার নিমিত্ত সপ্তপদ অগ্রসর করুন। ৭।

এই পদবিক্ষেপ মনের ইচ্ছাপ্রকাশক এবং শেষপদ বিক্ষেপ গ্রহণ করিয়া কন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, ইহাই অনুমেয়। তারপর [illegible] হস্তস্থিত কলসের জলে বর বধূকে অভিষিঞ্চিত করেন। অনন্তর বর বধূর [illegible] স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করেন। যথা—

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্ত, মম বাচমেকমনা [illegible] প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তুমহ্যং।"

উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মে তুমি মন দাও, তোমার [illegible] আমার অনুগত কর, আমার বাক্যে একমত হও, প্রজাপতি আমার [illegible] তোমাকে একত্র করুন।

পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করাইয়া কন্তাকে ধ্রুবদর্শন করান হয়, অর্থাৎ ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় স্থিরতার চিহ্ন প্রদর্শন করা হয়। এবং স্বামিগৃহে অচঞ্চল হইতে উপদেশ দেওয়া হয়। তদনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম ও প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করিয়া [illegible] কন্তার ললাটোপরি সিন্দূর দান করেন। শেষে পূর্ণাহুতি, দক্ষিণাবাক্য, [illegible] জলগ্রহণ, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কার্য্য শেষ করা হয়।

আমরা বাহুল্যভয়ে অধিক মন্ত্র প্রদান করিলাম না। উল্লিখিত মন্ত্র ব্যতীত আরও অনেক মন্ত্র আছে।

গর্ভাধান।

স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুদর্শনের ষোল রাত্রি মধ্যে প্রথম তিন বা চারি [illegible] একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি এবং গর্ভাধানসম্বন্ধীয় শাস্ত্রোচিত অন্যান্য পরিত্যাজ্য [illegible] পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী, তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে [illegible] রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে গর্ভাধান সংস্কার হইয়া থাকে। গর্ভাধানোপলক্ষে [illegible] পূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয়পূজার জোড় ১, আস্নাঙ্গুরী ২গ্রন্থ, মধুপর্কের বাটী [illegible] পঞ্চঘৃত, মধু, দধি, চিনি, বড় নৈবেদ্য ২খানা, কুচা নৈবেদ্য ১খানা, ঘটের [illegible] [illegible] ১টা, জামাতার বস্ত্র ১জোড়া, কন্তার শাড়ী ১খান, বটপত্র ২১টা, পিটুলী [illegible]

[illegible] কড়ি, পুষ্প ও সূর্য্যার্ঘ্য-দ্রব্যাদি প্রয়োজনীয়। গর্ভাধানের দিন ঘটস্থাপন করিতে হয়। স্থাপিত ঘটের নিকট পতি, পত্নীকে বামে লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক ঘটে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়পূজা সমাপনান্তে 'মহাবামদেব্য-ঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। কয়ানশ্চিত্র [illegible] দূতীঃ সদাবৃধঃ সখাকয়া সচীষ্টয়া বৃতা। কস্তাসত্যো মদানা মংহিষ্ঠো মৎসদ-[illegible] দৃঢ়া চিদারুজেবসুঃ। অভীষুণঃ সখিনামবিতা ধরিত্রীণাং সতভ্ভব [illegible]য়ে। স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্বেদেবাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষো [illegible]ষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু প্রণশ্যত্যশুভঞ্চ [illegible]। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥" শান্তিরেব শান্তিঃ [illegible]পদঃ শান্তিঃ ইত্যাদি—মন্ত্রে পত্নীকে শান্তি দান করা হইয়া থাকে। [illegible]ধানবিহিত কার্য্যাদির জন্য ঐ স্থলে অগ্রে একখানি শিলা ও পশ্চাতে [illegible]খানি কাষ্ঠাসন স্থাপন করা হয়। সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়ার জন্য ঐ স্থলে একটী [illegible]ত পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা জল দ্বারা পূর্ণ করার প্রথা বারেন্দ্র-[illegible]গণ মধ্যে প্রচলিত। এরূপ স্থলে পুষ্করিণী খনন করিতে হয়, যেন উক্ত জলে [illegible]র প্রতিবিম্ব অনায়াসে পড়িতে পারে। প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে প্রকৃত সূর্য্য-[illegible] অর্ঘ্য দেওয়াই বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য। শান্তিদান শেষ হইলে পত্নী [illegible]লার উপর ও পতি পশ্চাৎস্থাপিত কাষ্ঠাসনে দণ্ডায়মান হইয়া অর্থাৎ পত্নীকে [illegible] করিয়া দাঁড়াইয়া উভয়ে উভয় হস্ত দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণকরতঃ "বিশ্বাত্মা বিশ্বতঃ [illegible] বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর। [illegible] বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম-[illegible]য়িনে। ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্পিত পুষ্করিণীতে [illegible]র্ঘ্য দিতে হয়। তৎপরে পত্নীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া "পূষাং ভগং সবিতা [illegible] দদাতু রুদ্রস্ত্বষ্টা মে কল্পয়তাং লালানামুগ্রং ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো [illegible]দাতু। গর্ভন্ধেহি সিনীবালী গর্ভন্ধেহি সরস্বতী। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং [illegible]স্রজৌ"—মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পরে একখণ্ড স্বর্ণ দক্ষিণহস্তে লইয়া [illegible]ত্নীর নাভিদেশ স্পর্শকরতঃ "জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। [illegible] সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী। দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে" [illegible] মন্ত্র বলিতে হয়। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা পুরোহিত কর্ত্তৃক পঞ্চ গব্য

শোধিত হইলে কোন সধবা স্ত্রীলোক দ্বারা ঐ পঞ্চগব্য ঐ বধূকে খাওয়ান হই থাকে। পঞ্চগব্যশোধনের মন্ত্র। যথা—

গায়ত্র্যা গোমূত্রং। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টিং করীষিণীং। ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং। ইতি গোময়ং।

পয়ঃ পৃথিব্যা পয়োষধি পয়ো দিব্যান্তরিক্ষে পয়োধা পয়োস্বতিঃ পয়ো প্রদিশস্ত মহ্যং। ইতি দুগ্ধং।

দধিক্রাব্ণোহকার্ষ্যং জিষ্ণোরশ্বস্ত বাজিনঃ, সুরভিনা মুখাকরোৎ প্রণতায়ুংষি তারিষৎ। ইতি দধি।

আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টং ভবাবাজস্ত সংগতে ইতি ঘৃতং।

দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। ইতি কুশোদকং।

গর্ভাধান কর্ম্ম সমাধা হওয়ার জন্য পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হয়। এই উপলক্ষে স্ত্রী-আচারও হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে লিখিতে বিরত থাকিলাম।

উপসংহার।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন যে, বারেন্দ্র-কায়স্থের প্রায় মাঙ্গলিক কার্য্য বিরচিত হইয়া থাকে; তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের নামের পর পদ্ধতি অর্থাৎ উপাধির উল্লেখ করিয়া দাস শব্দ যোগ করিয়া থাকেন, যথা— দেব-দাস, নন্দী-দাস ইত্যাদি। ইহা যে কেবল বারেন্দ্রশ্রেণী কায়স্থগণ বলিয়া থাকেন তাহা নহে; দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থগণও ঐ রূপ করিয়া থাকেন। কেবল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ দাস শব্দের উল্লেখ করেন না। তাঁহারা কেবল উপাধি মাত্র যোগ করেন। এক্ষণে বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থগণের ইহা উচিত যে কতদূর শাস্ত্র-সঙ্গত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এবারেও নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতির মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একবাক্যে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও তদ্রূপ ব্যবস্থাও দিয়াছেন। বহুদিন হইল আন্দুলের রাজা অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যে সকল ব্যবস্থা লইয়াছিলেন, তাহাতেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও যাঁহারা

যে বিদ্যমান আছেন, সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে উক্ত ব্যবস্থা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"এতদ্দেশীয়-মনূক্তব্রহ্ম-কায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধকর্ম্মাভিলাষে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম প্রযোজ্যং। যথা—'শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্ত বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ' ক্ষত্রিয় ইতি বিষ্ণুবচনাৎ। অপি চ "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।" ইতি শাতাতপবচনাচ্চ (রায়বর্ম্মান্তং বা) ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মাণৌ রায়বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়ে। ধনো বৈশ্যে তথা শূদ্রে দাসশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥" ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাচ্চ।

ততঃ স্ত্রীভিস্তু দেব্যন্তং নাম প্রযোজ্যং। 'দেব্যন্তং হি স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ। ইত্যুদ্বাহতত্ত্বতবচনাৎ। 'স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ।' ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাচ্চ। অর্থাৎ এতদ্দেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া বৈধকর্ম্মে স্বীয় নামান্তে ত্রাতৃ বা বর্ম্মা শব্দ প্রয়োগ করিবেন। যেমন ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা কহেন, তেমনি ক্ষত্রিয় রায় বা দেববর্ম্মা বা ত্রাতা কহিবেন। যম মহাশয়ের আজ্ঞা যমস্মৃতিতে অর্থাৎ মহাকাল-সংহিতাতে লিখিয়াছেন, পরন্তু ব্রাহ্মণদিগের শর্ম্মা এবং ক্ষত্রিয়দিগের বর্ম্মা শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করিতে শাতাতপ মুনিও কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ নামান্তে দেবশর্ম্মণঃ ক্ষত্রিয় নামান্তে রায় বা দেববর্ম্মণঃ, বৈশ্য নামান্তে ধনশব্দ ও শূদ্র নামান্তে দাসশব্দ প্রয়োগ করিবে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীদিগের নামান্তে দেবী শব্দ প্রয়োগ করিতে এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ত্রী সকলের নামান্তে দাসী শব্দ প্রয়োগ করিতে উদ্বাহতত্ত্বের বচন আছে। এতদ্ভিন্ন রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বেও দেখা যায়—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

অর্থাৎ বিবাহ এবং যাগাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে কর্ম্মকর্ত্তার পরিচয়ার্থ ব্রাহ্মণের নামের পর শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত এবং শূদ্রের নামের পর দাস শব্দের প্রয়োগ হইবে।

উপরের লিখিত ব্যবস্থা সকল সত্ত্বেও যদি কাহারও মনে এই রূপ ধারণা থাকে যে, কায়স্থগণ শূদ্র এবং সেই কারণেই দাস-শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করেন। তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, কায়স্থগণ যে শূদ্র নহেন বরং তাঁহারা যে ক্ষত্রিয়, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

তবে কেহ কেহ ১০ম ভলিউম্ ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্টে রাজেন্দ্রলালের মোকদ্দমা দোহাই দিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমাতেই কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে, তবে সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হওয়ায় ও নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করায়, ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শূদ্রবৎ হওয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্টেও আর একটি মোকদ্দমায় ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। শূদ্রত্ব হওয়া মতটি সমীচীন নহে।

কায়স্থগণ সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হওয়ায় মনুর মতে ব্রাত্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই। কারণ মনু ১০ম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

অর্থাৎ দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কারবিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে ব্রাত্য বলে। আবার মনুর ১০ম অধ্যায়ের (৪৩) শ্লোকে দেখা যায়।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।"

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে অর্থাৎ (যজনাদিহীন হইলে) শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে উত্তমরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাত্যত্ব ও বৃষলত্ব এক নহে। বারেন্দ্রকায়স্থগণ কেবল এক উপনয়ন ভিন্ন সমস্ত দ্বিজোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। শূদ্রের ন্যায় সগোত্রবিবাহও ইহাঁদের আদৌ নাই। পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের উপাধি এবং ক্ষত্রিয়োচিত আচার—যাহা লইয়া ইহাঁরা গৌড়ে আসিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত সে সমস্ত ইহাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; অধিকন্তু ইহাঁরা আগমোক্ত মতে সপ্রণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং কামবীজ ও কামগায়ত্রী ব্যবহার করেন, অপি চ পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণহেতু নিয়ত শুচি থাকেন। অতএব ইহাঁদিগের ব্রাত্যত্ব তাদৃশ সংঘটিত হয় নাই। বৃষলত্ব ত অতি দূরের কথা। সুতরাং ইহাঁদিগের নামের সহিত দাস ও দাস্য শব্দের ব্যবহার যৎপরোনাস্তি অশাস্ত্রীয়; আর রঘুনন্দনও কায়স্থগণকে একবারে শূদ্র মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। শূদ্র অপেক্ষায় কায়স্থগণ যে শ্রেষ্ঠ, সে ধারণা তাঁহার মনে যে বিলক্ষণ ছিল; তাহা তাঁহার এই বচনের দ্বারা উপলব্ধি হয়।

"সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তরমঙ্গলবিশেষাচরণঞ্চ সচ্ছূদ্রাণাং নামঘোষবসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নাম বোধ্যং।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় রঘুনন্দন শূদ্রের নামান্তে কেবল দাস শব্দের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু এই শ্লোকে তিনি সচ্ছূদ্রদিগের কেবল উপাধিযোগ করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এক্ষণে সচ্ছূদ্র যে কাহারা, তাহাই দেখা আবশ্যক।

সচ্ছূদ্র শব্দে এদেশীয় "ধরণীকোষ" অভিধানে ক্ষত্রিয়জাতির কায়স্থ-সম্প্রদায়কে বুঝাইয়াছে—

"সচ্ছূদ্রো মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরঃ ভট্টঃ সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ ॥"

এ স্থলে সচ্ছূদ্র এবং ঘোষ বসু আদি অর্থাৎ সমস্ত কায়স্থগণকে বুঝাইতেছে। এস্থলে ঘোষ বসু ইত্যাদি অর্থে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ, অনুকরণ, ও তদ্বংশের বংশধরগণ অর্থাৎ সমস্ত কায়স্থকেই বুঝাইতেছে। এই প্রমাণে দেখা যায় যে, রঘুনন্দন কায়স্থগণকে কেবল উপাধি ব্যবহার করিতেই বলিয়াছেন, দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে কোনখানেই বলেন নাই। অতএব কায়স্থগণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন,—যেন তাঁহারা উপরের লিখিত ব্যবস্থা সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বৈধকার্য্যকালে নামান্তে রায় অথবা বর্ম্মা কিংবা কেবল উপাধি প্রয়োগ করেন। আর স্ত্রীলোকদিগের নামান্তে যেন দেবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়। নতুবা কার্য্য সকল যথাশাস্ত্র না হওয়ায় পণ্ড হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

কায়স্থের বর্ণ।

কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম লইয়া কায়স্থ-পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। কায়স্থ-সভা দেশীয় বিদেশীয় বহুতর শাস্ত্রবিদ্‌গণের ও বহু শাস্ত্রসাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ-সন্তানগণ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় যে, এখনও অল্পবুদ্ধি শাস্ত্রানভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি কায়স্থের ভিন্নবর্ণত্ব ঘোষণা করিতেছেন। কাহারও মনে ধারণা হইয়াছে যে কায়স্থেরা দেববংশোদ্ভব, অর্থাৎ এক এক জন এক একটী অবতার। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, কায়স্থ ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন, বৈশ্যও নহেন, শূদ্রও নহেন, অথবা কোন রূপ সঙ্করবর্ণও নহেন, এ এক অদ্ভুত জিনিষ, বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! আবার কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ কায়স্থ জাতিকে স্বতন্ত্র পঞ্চম বর্ণের মধ্যে টানিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর!

কায়স্থসভা এত করিয়াও যে সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিলেন না, কূটার্থকারী মূঢ়মতিদিগের বিদ্বেষ ও গূঢ় অভিসন্ধিনিবন্ধন অতর্কিত ভাবে লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হইতেছেন, তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই জন্য আবার আমাদিগকে সেই বর্ণতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতে হইল।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ-গণ-ব্যতীত কখনই পঞ্চম বর্ণ নাই, এমন কি সঙ্করও কোন রূপ স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কোন শাস্ত্রে পঞ্চম বর্ণের কথাই নাই। যাঁহার সামান্য শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তিনি কখনই পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না। ভগবান্ মনু স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
> চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" মনু ১০।৪।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র এক জাতি, ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।

উক্ত শ্লোকের টীকায় পরম স্মার্ত্ত সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ লিখিয়াছেন,

"এতে দ্বিজাতয়ো দ্বিজাতিশব্দবাচ্যাঃ সাবিত্রীতো দ্বিজাতিজন্মত্বাৎ। তথা চতুর্থো বর্ণ একজাতিরেকমেবাস্য জন্ম মাতুঃ সকাশাৎ পঞ্চমো বর্ণো নাস্তি সঙ্করজানামবর্ণত্বাৎ। এতচ্চ তেষাং বর্ণপ্রাপ্তি-র্মাভূদিত্যেতদর্থমুক্তম্।'

অর্থাৎ সাবিত্রীগ্রহণরূপ দ্বিজন্মলাভপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ দ্বিজাতি শব্দবাচ্য, আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি তাহাদের মাতা কর্ত্তৃক জন্ম লাভ ভিন্ন অপর নাই; এ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই। কারণ সঙ্করজাতি বর্ণ মধ্যে গণ্য নহে, তাহাদের বর্ণপ্রাপ্তি হইবে না, ইহা শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য।

মহামতি কুল্লূকভট্টও টীকা করিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদয়স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়স্তেষামুপনয়নবিধানাৎ শূদ্রঃ পুনশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিরুপনয়নাভাবাৎ পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি, সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবন্ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বান্ন বর্ণত্বং।"

যেহেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় দ্বিজাতি এবং চতুর্থ শূদ্রবর্ণ উপনয়নাভাবহেতু একজাতি, এ ছাড়া আর পঞ্চম বর্ণ নাই। সঙ্করজাতি অশ্বতরবৎ মাতা পিতা ভিন্ন জাতি হওয়ায় বর্ণত্ব নাই।

টীকাকার নন্দনও বলিয়াছেন—

"পঞ্চমো নাস্তি চত্বার এব বর্ণা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ নাই, চারিটী মাত্র বর্ণ, ইহাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মন্বর্থকার রামচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"চতুর্থ একজাতিঃ শূদ্রস্তু পুনঃ পঞ্চমো নাস্তি।'

অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি, এ ছাড়া আর পঞ্চম বর্ণ নাই।

সুতরাং পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্বই যখন নাই, তখন কায়স্থকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা সঙ্করজাতি ভিন্ন স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া মনে করাও নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। ভগবান্ বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

> "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিপরীত অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা প্রামাণ্য … গণ্য হইবে না। সুতরাং ভগবান্ মনু যখন পঞ্চম বর্ণ স্বীকার করেন নাই, … তদনুবর্ত্তী অপরাপর স্মৃতি ও নিবন্ধকারগণও যখন পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব … করিয়া গিয়াছেন, তখন আমরা কায়স্থকে সঙ্করজাতি অথবা ব্রাহ্মণাদি চারি … অতিরিক্ত বলিয়া কখনই মনে করিতে পারি না।

শাস্ত্রে যে বর্ণধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই বিহিত হইয়া… তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তবে সঙ্করজাতির কিরূপ বর্ণধর্ম্ম … হইয়াছে? তাঁহারা কি রূপেই বা স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম পালন করিবেন? এ … বিষ্ণুসংহিতায় বিহিত হইয়াছে—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃসবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" (বিষ্ণুসং ১৬অঃ)

পিতা ও মাতা উভয়ে সমান বর্ণ হইলে তাহাতে যে পুত্র হয়, তাহারা … হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ বর্ণের পিতা ও তদপেক্ষা অপকৃষ্ট বর্ণের মাতা হইতে … পুত্র জন্মে, সে অনুলোম বলিয়া গণ্য। অনুলোমেরা মাতার সমান বর্ণ … হইবে অর্থাৎ মাতার যে বর্ণ হইবে, সেই বর্ণ অনুসারে তাহার সংস্কারাদি … হইবে। উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রী ও অপকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ হইতে যে সঙ্করজাতি উৎ… তাহারা প্রতিলোম বলিয়া গণ্য। প্রতিলোমেরা আর্য্যসমাজে নিন্দিত … তাহাদের সংস্কারাদির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, তাহারা প্রায় যথেচ্ছাচারী।

কায়স্থপত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কায়স্থেরা … লোম বা প্রতিলোম জাতি মধ্যেও গণ্য নহেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মাতৃবর্ণ… বা অনার্য্য বলিয়া কখনই মনে করা যায় না। শুক্রাচার্য্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥" ২ অঃ

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, বৈশ্য শুল্কগ্রাহী ও শূদ্র প্রতিহার নি… হইবে। শুক্রনীতির এই শ্লোক অনুসারে কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র … সঙ্করজাতি নহেন এবং শাস্ত্রে যখন পঞ্চম বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন কায়স্থ …

…ও মনুর ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কাহারও … আপত্তি থাকিবে না।

…পত্রিকায় বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থজাতির আদি- … চিত্রগুপ্ত দেব ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিলেন। গরুড়পুরাণ অনুসারে যম ও চিত্র- … উৎপত্তি একত্র। এমন কি, যমতর্পণকালে চিত্রগুপ্তদেব ১৪শ যমের মধ্যে …। শাস্ত্রকারেরা সহজন্ম ও সাহচর্য্য এক জাতীয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ …ছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যম দেবক্ষত্রিয় বলিয়াই স্তুত হইয়াছেন। …র মধ্যেও চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ এবং সংস্কারনিয়ম প্রচলিত ছিল এবং …গুপ্তদেবের সহজন্মা ও সহচর যমরাজেরও যজ্ঞোপবীত ছিল,* তাহাও প্রমাণিত …ছে। এরূপ স্থলে দেবক্ষত্রিয়-শ্রেণীভুক্ত উপবীতধারী চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ …ও যে উপবীতী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের …গুপ্ত-সন্তানগণ সকলেই উপবীতধারী।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থে সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মণগণ কায়স্থজাতির গুরু ও পুরোহিত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থজাতির উপায়ান্তর …। ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ একই জাতি, যথা—"ক=ব্রহ্মা, আয়=বাহু, =অতএব …তে থাকিয়া উদ্ভূত কায়স্থ" আখ্যা, আবার ক্ষত্র=কায়, ইয়=স্থিতিবাচক; …এব ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থও কায়স্থ, আবার 'কায়েন তিষ্ঠতি যঃ স কায়স্থঃ' ইহাই …স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি, কায় শব্দে অঙ্গুলির মূলদেশ অর্থাৎ নিম্নভাগকে বুঝায়। …অতএব কায়েতে অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নভাগে স্থিত যে, সেই কায়স্থ।

এক্ষণে বাহু শব্দের অর্থ কি, তাহাই দেখা আবশ্যক। বাহু-অর্থে কক্ষ হইতে …ঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত। আর বাহু হইতে জাত অর্থাৎ বাহুজঃ=ক্ষত্রিয়ঃ। …য় বাহুর একটী অংশ, অতএব কায়স্থও ক্ষত্রিয়, ইহার তাৎপর্য্য অর্থ এই যে, …হুর কতক অংশকেও কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কায়-অর্থে "ব্রাহ্ম-

* গত বৈশাখ মাসের পত্রিকায় "দেবসমাজ ও সংস্কার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তীর্থং” এবং “মনুষ্যতীর্থং ইতি মেদিনী” ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিতা- মহ ব্রহ্মা কায়স্থদিগকে শরীরের মধ্যে তীর্থস্থানে, অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নদেশে স্থান দিয়াছেন। এই জন্যই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মতে—

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা পুরী কায়স্থস্থানমষ্টকং॥”

(সম্বন্ধনির্ণয়োদ্ধৃত কায়স্থপ্রদীপ)

অর্থাৎ এই কয়েকটী স্থানই কায়স্থদিগের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত, আর এ চারিটা তীর্থ মধ্যে ৭টী মোক্ষপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥”

এক্ষণে এই প্রবন্ধে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়কে এক জাতি ধরিয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাই দেখাইব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণেশখণ্ডে আছে, যথা—

“বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপো বৈশ্যো ভূপস্য ভূমিপঃ”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ- গণের সহিত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বর্ণেরই নিকট-সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি হইলেও তাঁহাদের নিকট-সম্বন্ধের কারণ ঋগ্বেদের ... রূপ পুরুষের রূপ-কল্পনায় দৃষ্ট হয়, যথা—“ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঅজায়ত॥” অর্থাৎ পিতামহ ব্রহ্মার মুখ ব্রাহ্মণ, রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু ও শূদ্র পদ। রাজন্য শব্দ যে কায়স্থবাচক তাহারও প্রমাণ আছে, যথা—

“একোনবিংশতির্গৌড়াঃ নাগনাথোঽথ দাসকঃ।
সপ্ত গুণৈস্ত সংযুক্তা রাজন্যা সংকুলোদ্ভবাঃ॥” (গৌড়বংশাবলী)

যখন ব্রহ্মার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয় (কায়স্থ), তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) অর্থাৎ মুখে ও হস্তে কিরূপ নৈকট্য, তাহা বিশেষরূপে দেখা প্রয়োজন। হস্তে মুখে যে নিকট-সম্বন্ধ, সে বিষয় অন্য প্রমাণাদিদ্বারা স্থিরীকরণ করা বাহুল্য। সামান্যভাবে দেখিতে গেলে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, হস্ত আহারীয় দ্রব্য ... না যোগাইলে হস্ত, উরু ও পদের বলবীর্য্য থাকিতে পারে না। হস্তদ্বারা ...

... শরীরের রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ অসিচালনা ও লিপিকার্য্য প্রভৃতি ... ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, ক্ষত্রিয়কে হস্তরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শরীরস্থ কোন স্থানে আঘাত লাগিবার উপক্রম হইলেই, হস্ত যেমন সেই আঘাতপ্রতিরোধনার্থ বিদ্যুদ্বেগে তৎস্থানে সমুপস্থিত হয়, জনসমাজে কোন স্থানে আপৎ উপস্থিত হইবামাত্রই হস্তরূপ ক্ষত্রিয়ও তদ্রূপ সেই বিঘ্নবারণে ... জীবন উৎসর্গ করিতে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করে না। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়- সাহায্য ব্যতিরেকে রাক্ষসদিগের উৎপীড়নে সংকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। ... যেমন উদরকে ধারণ করিয়া রক্ষা করে, বৈশ্যও তদ্রূপ ধন ধান্য উৎপাদন- পূর্ব্বক সকলের জীবন রক্ষা করে বলিয়াই বৈশ্যকে উরুদেশে এবং পদ যেমন সর্ব্ব- শরীর বহন করে, শূদ্রও সেই রূপ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া শূদ্রকে পাদদেশে স্থান দেওয়া হইয়াছে। হস্ত মুখকে আহার করায় বলিয়া মুখ তাহাতে তৃপ্তি লাভ করে, এবং তদ্দ্বারা হস্ত, উরু ও পদের বলবীর্য্য ও পুষ্টি সাধিত হয়। মুখ হাতকে ভাল বাসে বলিয়া হাতও অতি ভক্তিভাবে মুখকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করে। এক্ষণে যদি সেই হস্ত পদে পরিণত হয়, তবে পদের দ্বারা কি মুখের আহার্য্য সঙ্কুলান হইবে? আহার যোগাইতে না পারিলে মুখ, হস্ত, উরু ও পদের বলবীর্য্য যে একে বারে নষ্ট হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ- গণ (কান্যকুব্জ) হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছেন, অন্য কেহ আসেন নাই বলিয়া এই উভয়ের মধ্যে আরও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, স্বদেশ ও স্বগ্রামবাসী হইলে তাঁহাদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকিবেই থাকিবে। বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একের কথা বলিতে হইলে অপরের কথা অপরিহার্য্য। খ্যাতনামা ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার কৃত মিশ্রকারিকায় কায়স্থ-পঞ্চকের নাম করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ-পঞ্চকেরও উল্লেখে বিরত হইতে পারেন নাই, তাঁহার মতে মকরন্দ ঘোষ সূর্য্যধ্বজশাখাভুক্ত ও ভট্ট নারায়ণের শিষ্য, দশরথ বসু চন্দ্রবংশীয় চেদিরাজের বংশগত ও মহাত্মা শ্রীদক্ষের শিষ্য বিরাট গুহ অগ্নিকুলোদ্ভব ও শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিদাস মিত্র চন্দ্র- বংশসম্ভূত ও ছান্দড়ের শিষ্য, এবং পুরুষোত্তম দত্ত সৈকসেনশাখাভুক্ত, কিন্তু কাহারও শিষ্য নহেন; সেই জন্যই সভাস্থানে বলিয়াছেন “দত্ত কারো ভৃত্য (শিষ্য) নয়, শুন মহাশয়, সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়”। উপরে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ- গণের কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগমনের কথা বলা হইল, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের

পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (কায়স্থে) যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রমাণ মনুতেও পাওয়া যায়। যথা—

"ন ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" ৩২২

(মনুসংহিতা, ৯ম, অধ্যায়।)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণবিহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ক্ষত্রিয়ও ও ব্রাহ্মণ একত্র মিলিত হইলে ইহলোকে ও পরলোকে পরস্পরে বৃদ্ধিযুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ-রহিত ক্ষত্রিয় বৃদ্ধিযুক্ত হয় না, কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক ক্ষত্রিয়ের শান্তিক ও পৌষ্টিক সমস্ত বৈধকার্য্য সম্পন্ন হয় না এবং ক্ষত্রিয়রহিত ব্রাহ্মণও ঐরূপ বৃদ্ধিযুক্ত হয় না; কারণ আত্মরক্ষা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ঐ উভয় পরস্পর মিলিত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ লাভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোন কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থকার বলেন যে, ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঁচ জন শূদ্র ভৃত্যরূপে আসিয়াছিল। আবার রিজলি সাহেবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ কেহ এমনও বলেন যে, রাজকার্য্যহেতু আগত পাঁচজন কায়স্থের সহিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাচকরূপে আসিয়াছিল। এই শেষোক্ত মত নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া বোধ হয়। কোন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী লোকের দ্বারা এরূপ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বেদপারদর্শী ও তেজস্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকে পাচকরূপে কল্পনা করা নিতান্তই অসম্ভব।

পক্ষান্তরে কায়স্থগণকে শূদ্র ও ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যরূপে আগত বলিয়া উল্লেখ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, যখন পাঁচজন কায়স্থ সেই সঙ্গে আগমন করেন। সেই পাঁচজন কায়স্থ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত কি না, তাহা জানিতে হইলে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, মনুর অব্যবহিত পরেই বিষ্ণুসংহিতার কাল হইতে লেখকব্যবসায়িগণ কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, শূদ্রগণ পূর্ব্বাপরই দাসত্বকার্য্যে নিযুক্ত আছে। সুতরাং ঐ পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্যরূপে আসা অসম্ভব।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, যে পাঁচ ব্যক্তি পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শূদ্র কি অন্য কোন নামে অভিহিত ছিলেন। গৌড়ে-ব্রাহ্মণ

গ্রন্থে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ শূদ্র আসিয়াছিল, ইহাই উল্লেখ আছে, তাহাতে কায়স্থের নাম উল্লেখ নাই। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ পঞ্চ শূদ্র, কি তাহাদের বংশধরগণ কোন সময়ে কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কি গ্রন্থকার দেখাইতে পারেন? গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-প্রণেতা ঐ পঞ্চ ব্যক্তির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য এত যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অন্য গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থের কুলগ্রন্থে কান্যকুব্জাগত দশ জন মধ্যে পঞ্চজন শূদ্রজাতি বলিয়া লিখিত আছে। এই কথার পোষকতায় তিনি বারেন্দ্র কায়স্থের কুলগ্রন্থ ঢাকুরের নামোল্লেখে দুই চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি যতগুলি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত ঢাকুর দেখিয়াছি, তাহাতে কোনখানেই ঐ রূপ পাঠ দেখিতে পাই নাই। বারেন্দ্রকুল-ঢাকুরে যাহা আছে, তাহা এই—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥"

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন, গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-প্রণেতা মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কার্য্য কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইহাও বলিয়াছেন, "সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে রাজকুমারলাল আপিলন্টের মোকদ্দমাতে কায়স্থগণের জাতি সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল; তাহাতে কায়স্থগণ শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া স্থির হইয়াছে।" (ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্ট কলিকাতা সিরিজ ১০ম ভলিউম ৬৮ পৃঃ।) এ কথা তিনি উকিল হইয়া যে কিরূপে বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না! কারণ ঐ মোকদ্দমায় ঐ রূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। যেরূপ হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"There is therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, are Kshatriaa. But since several centuriyes passed, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated aad

degraded to Sudras not only by using after their proper names the surname, "Dasa" peculiar to the Sudras and giving up their own which is Barman, but principally by omitting to perform the regenerating ceremony *upanayana* hallowed by the Gayatri."

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঐ মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কায়স্থ মূলে ক্ষত্রিয় থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে, তবে সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হওয়ায় ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া শূদ্রবৎ হইয়াছে। একেবারে শূদ্র থাকা সাব্যস্ত হওয়া "গৌড়ে-ব্রাহ্মণ প্রণেতা" যে কোথায় খুঁজিয়া পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা বলেন যে, আদিশূরের যজ্ঞে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে পাঁচজন শূদ্র আসিয়াছিল, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য ঐ পাঁচজন শূদ্র আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে এতদ্দেশে আনীত হইয়াছিল? যদি বলেন,—উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যার জন্যই ভৃত্যরূপে পঞ্চশূদ্র আনীত হইয়াছিল, তবে আদিশূর তাঁহাদিগকে কেন অত্যন্ত সম্মানের সহিত রাজসভায় গ্রহণ করিয়াছিলেন? যেরূপ যানাদিতে তাঁহাদের আসার বিষয় গৌড়বংশাবলীতে লিখিত আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া কখনই অনুমিত হয় না, ঐ যানাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

"গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥" (গৌড়বংশাবলী)

অর্থাৎ গজ, অশ্ব ও নরযানে কায়স্থেরা এবং ব্রাহ্মণেরা পদাতিকের বেশে গোযানে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায়ও ঐ রূপ লিখিত আছে, যথা—

"গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ গোযানে, ঘোষ, বসু ও মিত্র অশ্বে, কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত গজে ও সুধী গুহ নরযানে আগমন করেন। তাঁহারা যদি শূদ্র ও ভৃত্য হইতেন, তাহা হইলে রাজা আদিশূর কদাচ তাঁহাদিগকে এরূপ সম্মানের সহিত আনয়ন করিতেন না। যজ্ঞ সমাপনান্তে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে কান্যকুব্জসমাজ তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব সম্মানদানে কৃপণতা দেখাইলে তাঁহারা পুনরায় বঙ্গে আগমন করেন, আদিশূর

কালে তাঁহাদিগের আত্মীয় আর তিন জনকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর ঐ আটজনকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য আটখানি গ্রাম দান করেন। সে আটখানি গ্রামের নাম যথা—অষ্টকোণা, বট, দ্রোণ, বর্দ্ধমান, মধু, কর্ণ, কক্ষ, রাণুয়া। প্রকৃতপক্ষে যদি তাঁহারা শূদ্রভৃত্য হইবেন, তবে আদিশূর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গ্রাম দান করিবেন কেন? এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ পাঁচজন ব্যক্তি শূদ্রও ছিলেন না এবং ভৃত্যরূপেও আসেন নাই। তবে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাঁহারা কোন্ বর্ণ ছিলেন এবং কিজন্যই বা আসিয়াছিলেন? পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য পঞ্চজন যে ক্ষত্রিয়, তাহার প্রমাণ গৌড়বংশাবলীতেও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। যজ্ঞের জন্য মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জরাজের নিকট যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়।

"যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদীংশ্চ নরাধিপঃ।
নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥"

(গৌড়বংশাবলী)

হে নরাধিপ! আদিশূর রাজা যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে চাহিতেছেন। আপনি তাঁহাদিগকে প্রদান করুন, নতুবা যুদ্ধ দিন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। বীরসিংহ আদিশূরের প্রার্থনা উপেক্ষা করায় উভয়ে যুদ্ধ সংগঠিত হইল। যুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহ পরাস্ত হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আদিশূরের নিকট পাঠাইয়া দেন। এক্ষণে আদিশূরের প্রার্থিত ক্ষত্রিয় যে পাঁচজন কায়স্থ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কুলাচার্য্যগণের মতেও,—

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থং প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥" (গৌড়বংশাবলী)

মহারাজ বঙ্গেশ্বরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্যই উপযুক্ত দশজন দ্বিজকে পাঠান হইল, এই উপযুক্ত দশজন দ্বিজের মধ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ হইলে অবশিষ্ট পাঁচ জন দ্বিজ যে কায়স্থ, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত পাঁচ জন কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) বর্ণের অন্তর্ভুক্ত না হইলে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহ মহারাজ পাঠাইতেন না এবং আদিশূর মহারাজও তাঁহাদিগকে আগ্রহে গ্রহণ করিতেন না। অতএব উক্ত পাঁচজন কায়স্থ

যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তাহারা কি কারণে আসিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞের রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন ও উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যদিও বল্লালচরিতপ্রণেতা আনন্দভট্ট কায়স্থবিদ্বেষী ছিলেন ও ঐ পঞ্চ কায়স্থকে পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের দাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপিও পঞ্চ কায়স্থ ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সে সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—

"কাশ্যপে গোত্রে সংজাতো দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
তস্য সৌকালিনো দাসো ঘোষজো মকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টে বেদগর্ভস্তপোধনঃ।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রকঃ॥
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড় ইতি সংজ্ঞকঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় স্বাগতং গৌড়মণ্ডলং॥" (বল্লাল চরিত্র)

পাঠকবর্গ এই বচনেই দেখিবেন যে, উক্ত ভট্ট মহাশয় দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ ও পুরুষোত্তম দত্তকে শূদ্র বলিতে সাহসী হন নাই, কেবল মাত্র কালিদাস মিত্রকে শূদ্রবংশসম্ভূত বলিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার বিদ্বেষলেখনী-প্রসূত, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না। কারণ কালিদাস মিত্র যখন বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় ছিলেন ও বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কোন শূদ্র বা ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না, কেবল ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের মধ্যে বিশ্বামিত্র গোত্র দেখা যায়, তখন বিশ্বামিত্রগোত্রীয়গণ যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন শূদ্র হইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, উক্ত বচনে পাওয়া যায় যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন। রক্ষণকার্য্য যে ক্ষত্রিয়েরই ছিল, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে।

যথা—"যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামসন্ বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥"

এতদ্ভিন্ন প্রজারক্ষা যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তাহার প্রমাণ অত্রি-সংহিতাতেও পাওয়া যায়, যথা—

"ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শাস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥"

ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য, তাহার মধ্যে যজন, দান, ও অধ্যয়ন, এই তিনটি ধর্ম্ম; আর অস্ত্র-ব্যবহার ও প্রাণিরক্ষা এই দুইটি জীবিকা॥ ১৪॥

পরে ঐ ব্রহ্মর্ষিতুল্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের সমীপে ঐ পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় যে রূপ গৌরবসহকারে দিয়াছিলেন, তাহা কায়স্থসংহিতা হইতে সংগৃহীত হইলাম, পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন—

ঘোষস্য পরিচয়ঃ।

সুকৃতালি কৃতাম্বর এব কৃতী।
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ॥
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ।
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং।
প্রথিমেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ॥
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ।
শরদিন্দুপয়োম্বধিকুন্দযশাঃ॥

পয়ার।

সুকৃতির পুণ্যফল বস্ত্রবৎ হয়ে।
আছয়ে ইহার দেহ বেষ্টন করিয়ে॥
বিপ্রপদে অবিবাদে আছে তাঁর মন।
মকরন্দ নাম সদা তপপরায়ণ॥
বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্ট তপকল্পতরু।
মনোজ্ঞ হইয়ে তাঁরে বরেছেন গুরু॥

ঘোষকুলাম্বুজ প্রকাশক বিকর্ত্তন !
যশেতে পূরিত ক্ষিতি শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সদা সুখী শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুণ্যবান্।
তপে করেছেন দেবলোক বশমান ॥
পয়োসিন্ধু পুষ্পকুন্দ আর পূর্ণশশী।
সদা তায় শোভা পায় শুভ্র যশোরাশি ॥

বসোর্পরিচয়ঃ।

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈর্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥

লঘু ত্রিপদী।

এই ক্ষিতিপতি অতি মহামতি
অষ্টবসু তুল্য জানি।
সেই বসুবংশ, ভূমে অবতংশ,
মহাতেজা মহামানী ॥
শৌর্য্য বীর্য্য অতি, যুদ্ধে মহারথি,
দশদিক্ করে জয়।
রাজা প্রজা মেলি, দশরথ বলি,
সেই হেতু নাম কয় ॥

মিত্রস্য পরিচয়ঃ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ ।
প্রমত্তসত্যবানয়ং শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপদ্বিষালি যোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিকাদাসচন্দ্রকঃ।
দ্বিজালিপালনার্থকোঽপ্যশোকহর্ষসেবকঃ ॥
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥

(দীর্ঘ-ত্রিপদী)

যশস্বীর যশোধর, সর্ব্বস্থানে সমাদর,
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুনিপুণ ধীর।
ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু মারি, কাঁদান শত্রুর নারী,
প্রতাপে তপন মহাবীর।
সত্বগুণে হৃষ্ট চিত, মিত্রবংশার্ণবোত্থিত,
চন্দ্র সনে হইলা প্রকাশ।
শরচ্চন্দ্র জিনি জ্যোতিঃ, পিতৃদেবার্চ্চনে মতি,
কালীভক্ত নাম কালিদাস ॥
পালন সেবন দানে, তোষেন ব্রাহ্মণগণে,
অহঙ্কার না করেন তায়।
মিত্রকুলপদ্মশ্রেণী, মধ্যে যেন দিনমণি,
সুপ্রকাশ হইল তাহায় ॥

গুহস্য পরিচয়ঃ।

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতোর্বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতো।
নিমগ্ন গুহভাষিতং সকলসভ্যহাস্যং ব্যভূৎ
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ।

তোটকচ্ছন্দ

মহাবংশোদ্ভূত নানা পুণ্যচারী।
রাজসূয়শাখা মধুযজ্ঞকারী ॥
ইহ শুভ্রমতি পুণ্যপুঞ্জান্বিত।
গুহবংশোদ্ভব নাম দশরথ ॥
সভামধ্যে বসে যত সভ্য ছিলা।
গুহ শব্দ শুনে হাসিতে লাগিলা ॥
হাস্তে আস্ত ম্লান হইয়া বিমন।
মানভঙ্গে বঙ্গে করিলা গমন ॥

দত্তস্য পরিচয়ঃ।

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিত্তোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং॥

(পয়ার)

আমি মহামান্য দত্ত কুলের প্রধান।
শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুরুষোত্তম আখ্যান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদা শুভ কার্য্য।
বিপ্রসঙ্গে এসেছি দেখিতে এই রাজ্য॥
রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয়হীনেতে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ শূদ্র দাস বা সামান্ত ভৃত্য রূপে যদি গৌড়ে আগমন করিতেন, তাহা হইলে দেবতুল্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগে কখন ঐ রূপ ভাবে পরিচয় দিতেন না এবং তাঁহারা বেতনভোগী বা কৃতদাস ছিলেন না, তাহা হইলে মহারাজ আদিশূর "আপনারাই ধন্য" বলিয়া কায়স্থগণে স্তুতি করিতেন না, যথা—

"ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ক্রত ভো বিপ্রভক্তাঃ"

ঐ সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত গ্রন্থকারদ্বয় কেবল মাত্র কায়স্থ পঞ্চককে ভৃত্য বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; ভৃত্য কাহাকে কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাদের জানা উচিত ছিল। তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে আছে, যথা—

সূত উবাচ।

ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিযোক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥
ভৃত্যপরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যো গুণঃ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্যদা কথিতানি চ॥
যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন।
তথা চতুর্ভির্ভৃত্যকং পরীক্ষ্যতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা।

কুলশীলগুণোপেতঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
রূপেণ সুপ্রসন্নশ্চ রাজ্যাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥
মূল্যরূপপরীক্ষাজ্ঞো বেত্রধপরীক্ষকঃ।
বলবান্ সম্পরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥
ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতিহারঃ স উচ্যতে॥
মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥
বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে॥
সমস্তস্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥
পিতৃপৈতামহো দক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাচকঃ।
শৌচযুক্তঃ সদাচারী সূপকারঃ স উচ্যতে॥
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলো গুণোপেতো বৈদ্য এব বিধীয়তে॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদপরো নিত্যমেব রাজপুরোহিতঃ॥" ইত্যাদি।

গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১১২ অঃ॥

এই প্রমাণে রাজাধ্যক্ষ অবধি পুরোহিত পর্য্যন্ত সকলেই ভৃত্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞার্থে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ভৃত্য না বলিয়া কেবল পঞ্চ কায়স্থকে ভৃত্য বলা কি বিদ্বেষের কার্য্য হয় নাই? সহৃদয় পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের ভৃত্য বা দাস বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মহারাজ আদিশূরের সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ, পঞ্চ করণ (কায়স্থ) পঞ্চ ভৃত্য সহ এতদ্দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কুলগ্রন্থে লেখা আছে, যথাঃ—বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চ ভৃত্য স্বতন্ত্র ছিল। উক্ত কায়স্থ ভৃত্য বা দাস ছিলেন না।

বারেন্দ্র কায়স্থগণও ব্রাহ্মণের দাস বা ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে কতক আদিশূরের সময়ে এবং কতক বল্লালসেনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা সময়ে এতদ্দেশে আসিয়াছেন, কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসেন নাই। তাঁহাদিগের সমাজগঠনকারী ভৃগুনন্দী ৯৯৪ শকে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মোপলক্ষে এতদ্দেশে আসিয়াছেন এবং তিনি যে মহারাজ বল্লালসেনের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাহা বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ মূল ঢাকুর-দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায়। তবে গোবিন্দমোহনবিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় একটি অসম্পূর্ণ বংশাবলী দৃষ্টে অনুমান করিয়াছিলেন, যে ভৃগুনন্দী, মুরহরচাকী, ও নরদাস ঠাকুর বল্লালসেনের সমসাময়িক নহেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার কৃত "বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য"-নামক গ্রন্থে ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু মূল ঢাকুরের বর্ণনা দৃষ্টে ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ঢাকুরে লিখিত আছে যথা,—

"ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ করিলা নৃপে বুঝাইবে প্রমাণ॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিলা।
মহা কোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিলা॥"

রাজা বল্লালসেন অনাচরণীয় জাতিকে আচরণীয় করার সময় ভৃগুনন্দী ঐ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন লিখিত আছে।

আরও লিখিত আছে যে,—

"এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে শিবনাগ রায়'।
তাহার সন্তান হইল দুই মহাশয়॥
শলকূপা, শরগ্রামে, দুই ধামে স্থিতি।
ধনবান মহাবল কীর্ত্তিবন্ত অতি॥
তাহাতে যাইয়া যদি হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥"

ঐ পুস্তকে ভৃগুনন্দীর উক্তি মধ্যে লিখিত আছে,—

"এখন কলিতে রাজা বল্লাল প্রধান।
তাঁর মত যেই লয় সে অতি অজ্ঞান।"

ঐ কথা অনুসারে বারেন্দ্র-পটীবন্ধন-কালে বল্লালসেন যে রাজা ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বারেন্দ্র-সমাজের কুলগ্রন্থ ঢাকুরের সর্ব্বাংশে বিশ্বাস করিয়া ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না

বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় যে বংশাবলী দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, উক্ত বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়ের জীবদ্দশায় ও তাঁহার পুস্তক-প্রচারের অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার মূল ঢাকুর ও সমালোচনা প্রচার" করিয়া তাহাতে বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় যেরূপে ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা সম্যক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কৃত "মূল ঢাকুর ও সমালোচনা" ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে —

"গ্রন্থকারের বংশাবলী সম্বন্ধে এইক্ষণ আলোচনা করা যাউক। আমার স্মরণ হয় যে, ন্যূনাধিক ৮ বর্ষ পূর্ব্বে আমি কিছু দিন উধুনিয়া ছিলাম। গ্রন্থকারও সেই সময় বাড়িতে ছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের বংশাবলী চাহিলে তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর আমাকে কীটদষ্ট কয়েকখানি পুরাতন কাগজ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নামের পরেই ঐ কাগজের প্রথম পংক্তির প্রথমেই লিখা ছিল, "ভৃগুর বংশ মাধবের ধারা।" তাহার কিছুপরে লিখিত ছিল যে, "আদি কাশীশ্বর রায় তস্য পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় ও লোকবিন্দরায়, আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র জগদানন্দ রায় তস্য পুত্র রূপরায় ও মাধব রায় ইত্যাদি। আমি ঐ সকল কাগজে ঐরূপ ভাবে যাহা লিখিত ছিল, তাহাকে আধুনিক কুর্শী-নামাকারে লিখিয়া লই এবং আমার লিখিত সেই কাগজের এক খণ্ড নকল গ্রন্থকার জানিতে পারিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অন্যূন ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে ঐ তালিকাখানি লিখিত হওয়া সম্ভব। কারণ এইক্ষণ যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের ৩।৪ পর্য্যায় পূর্ব্বের নাম উহাতে সন্নিবেশিত ছিল। ইহার দ্বারা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, কাশীশ্বর রায় যদি মাধবের পুত্র হইত, তবে ঐ কাগজে নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। "মাধবের ধারা" লিখা আছে বলিয়া

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যদি কাশীশ্বরকে তাহার পুত্র সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত।"

ইহাতে বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে নন্দী উপাধি ... ছিল, সে সময়ের নাম গুলি বাদ পড়িয়া গিয়াছে, কেবল রায় উপাধি ... পর হইতেই নাম গুলি সন্নিবেশিত করা ছিল।

ভৃগুনন্দী-বংশের যে ১৬৷১৭ পর্য্যায়ের অনেক বেশী পুরুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহা ঢাকুরোক্ত বচন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, যথা—

"চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥"

যদি ঢাকুর প্রণয়ন কালেই ভৃগুবংশে ২৪ পর্য্যায় চলিয়া গিয়া থাকে, তবে এক্ষণে ২৪ পর্য্যায়ের বেশীই হইয়াছে, ১৬৷১৭ পর্য্যায় কখনই হইতে পারে না।

উপরোক্ত প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টই জানা যায় যে, বারেন্দ্র-কায়স্থের বীজপুরুষ কোনও ব্রাহ্মণের সঙ্গে এতদ্দেশে আসেন নাই, স্বাধীন ভাবেই আসিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব বা দাসত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া যে ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করেন না, এমন নহে। তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণকে গুরুতুল্য মান্য করিয়া থাকেন।

বল্লালসেনের সময়ে সৎব্রাহ্মণগণই কায়স্থগণের ঘটক নিযুক্ত হয়েন, ব্রাহ্মণকায়স্থ ভিন্ন অপর কোন জাতিরই সৎব্রাহ্মণ ঘটক নাই। ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মণমহাশয়গণের কায়স্থদিগের প্রতি অনুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণকুলতিলক নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ও তাঁহার প্রসিদ্ধ বাজপেয়ী যজ্ঞে কায়স্থকে ... করিয়া সসম্মানে ক্ষত্রিয়ের আসন-দানে পরিতুষ্ট করিয়া ছিলেন, যথা—"অগ্নিহোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে। ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতিঃ সুধীঃ॥" ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে নিকট সম্বন্ধ এক্ষণেও অক্ষুণ্ণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সর্ব্বস্থানে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কায়স্থগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদ্বেষ-বশতঃ কেহ কেহ কায়স্থগণকে অন্ত্যজ (যাহাদের মুখ দেখিলে স্নান করিতে হয়) সাব্যস্ত করিতে অযথা প্রয়াসী হইয়াছেন। কায়স্থগণকে অন্ত্যজ সাব্যস্ত করিতে যাওয়া যে তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় নহে, ইহা ...

... মনে রাখা উচিত। কায়স্থগণকে অন্ত্যজ সাব্যস্ত করিতে গেলে তাঁহাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষগণের গ্লানি প্রদর্শন করা হয় মাত্র। কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগমনকালে কি অন্ত্যজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন? ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থমধ্যে মকরন্দ ঘোষ শ্রীভট্টনারায়ণের, দশরথ বসু শ্রীহর্ষের এবং কালিদাস ছান্দড়ের শিষ্য ছিলেন। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, তবে কি ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজকে শিষ্য করিয়াছেন? পূর্ব্বপুরুষগণকে নিন্দনীয় করা কি ইহাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য? শ্লাঘার বিষয়, কায়স্থগণ অন্ত্যজ হইলে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে কখনই শিষ্য করিতেন না, অধিকন্তু যে অন্ত্যজের মুখদর্শনে স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হওয়ার বিধান আছে, এমন লোকের পৌরোহিত্য ও গুরুত্ব স্বীকারেও ব্রাহ্মণগণ, কেমন করিয়া সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন? অন্ত্যজ-যাজক ব্রাহ্মণগণ সমাজে চলিত আছেন কেন? যে কায়স্থগণকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ সম্মানের সহিত রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন ও পরিচয় দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কায়স্থগণের নিন্দা করিতে অগ্রসর হওয়া যে তাঁহাদের নিজেরই নিন্দার বিষয়, তাহা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত। যাহাই হউক, এই বিদ্বেষসূচক কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কায়স্থগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ক্ষান্ত থাকা কখন উচিত নয়। কারণ যাহারা কায়স্থগণের প্রতি অযথা ঐরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা বেদপারগ নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। এসম্বন্ধে পরাশর-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে আছে যথা—

"চত্বারো বা ত্রয়োরপি যৎ-ব্রূয়ুর্বেদপারগাঃ।
স্বধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয় নেতরৈস্তু সহস্রশঃ॥"

অর্থাৎ চারিজন বা তিন জন বেদপারগ ব্রাহ্মণ যাহা ব্যবস্থাপিত করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম, অপর সহস্র ব্যক্তি যাহা বলিবেন, তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। একথা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কায়স্থগণ "বিপ্রমানদাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের চিরভক্ত, সুতরাং দুই একজন ব্রাহ্মণের বিদ্বেষসূচক বাক্যে সে কথার বিপরীতাচরণ করা কায়স্থগণের পক্ষে কখনই উচিত নহে।

উপসংহার।

হে ব্রাহ্মণ!

তুমি গুরু পুরোহিত ভারতপূজিত!
কায়স্থও এ ভারতে হীন কভু নয়॥
একের প্রভায় অন্যে চির উজলিত,
অন্যথায় ভারতের গৌরব বিলয়॥

(২)

অতীতের আত্মীয়তা হয় কি স্মরণ?
একত্র আইনু যবে এই বঙ্গদেশে॥
একত্র করিনু হেথা সমাজ গঠন,
বর্দ্ধিত একই ভাবে দেশে ও বিদেশে॥

(৩)

ব্রাহ্মণ কায়স্থ চির অন্তরে অন্তরে,
জাননাকি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিহিত?
একের সাহায্য বিনা সুধু কি অপরে,
তিলেক সাধিতে পারে সমাজের হিত?

(৪)

তোমরা আশ্রয় স্থান আমা সবাকার,
আমরাও তোমাদের সাহস সহায়।
ভবের কুচক্রে বল কত রবে আর,
পাশরিয়া জগতের হিতকামনায়॥

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

ঢাকুর বা বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নীচ অন্ত্যজজাতির জল নাহি খায়।
তাহাকে আচরে রাজা হইয়া নির্ভয়॥ ৫৫
কুক্রিয়া করিতে রাজা নাহি করে ভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তাকে দূর করি দেয়॥ ৫৬
আপনি যেমতে কন্যা আনিল হরিয়া।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন মন দিয়া॥ ৫৭
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥ ৫৮
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥ ৫৯
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক প্রাতঃকালে ডোমকন্যা আসি॥ ৬০
অতি শুভ্রদধি বাঁশের ঝাঁপিতে লইলা।
করিয়া পরম যত্ন রাজভোগে দিলা॥ ৬১
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইল বহুতর।
ধন রত্ন দিল রাজা বস্ত্র অলঙ্কার॥ ৬২
তাহাকে দেখিলা রাজা অতি রূপবতী।
পদ্মিনী লক্ষণ রাজা দেখিল যুবতী॥ ৬৩
বিবাহ করিব বলি আনিলেক ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥ ৬৪
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাধ্বনি।
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া তাকে খেদায় তখনি॥ ৬৫
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করয়ে বিচার।
শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার। ৬৬

শ্লোকঃ।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

তদন্তরে একদিন রাজার তনয়।
শাস্ত্র-অধ্যয়নে চলে ব্রাহ্মণ-আলয়॥ ৬৭
তথায় পড়ুয়া সবে কৌতুক করিয়া।
কহে বাক্য ছলে মাত্র বিস্তর নিন্দিয়া॥ ৬৮
তব পিতা বল্লাল কামে মত্ত হয়ে।
আনিয়েছে ডোমকন্যা করিবেক বিয়ে॥ ৬৯
এত শুনি রাজসুত মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে॥ ৭০
সভ্রমে পিতাকে কিছু না কহি বচন।
সম্মুখে আছিল ঝারি বারি সংপূরণ॥ ৭১
ক্রোধে সেই জল ফেলাইল মৃত্তিকায়।
নিম্নগামী জল মাত্র নীচ পথে যায়॥ ৭২
জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হ'য়ে নীচেতে গমন॥ ৭৩

যথা—

"শৈত্যং নাম গুণস্তবেহ সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবনং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

ইঙ্গিত বুঝিয়া রাজা করে প্রত্যুত্তর।
হস্তীকে ভ্রমর হয়ে দিলেক ঝঙ্কার॥ ৭৪

যথা—

"তাপো নাপ গতাস্তৃষা নচ কৃষা ধৌতা ন ধূলীস্তনো
ন স্বচ্ছন্দকারশ্চ কন্দকবলঃ কা নাম কেলী কথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥"

অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥ ৭৫
তদন্তরে আর এক শুন বিবরণ।
ধনার্থে বিদেশগত রাজার নন্দন॥ ৭৬
তাহার বনিতা সাধ্বী থাকে নিজ ধামে।
বিরহিণী হয়ে আছে পন্থ নিরীক্ষণে॥ ৭৭
দারুণ বসন্ত ঋতু হইল প্রধান।
বিরহিণী যুবতীর শমন সমান॥ ৭৮
দয়িত বিলম্ব আসা মনেতে ভাবিয়া।
লিখিলা সংস্কৃত শ্লোক নিজ নখ দিয়া॥ ৭৯
যেখানে ধনার্থে গত পতি দূরদেশ।
বিলম্ব কি মতে হেন না জানি বিশেষ॥ ৮০
ইদানীং ষড় রিপু যেন দণ্ডধারী।
বসন্ত দুরন্ত অতি সদা মন্দকারী॥ ৮১

যথা—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করোতু মে॥"

এই শ্লোক নিজ ঘরে লিখিতে লিখিতে।
আইল বল্লালসেন ভোজন করিতে॥ ৮২
ব্যস্ত হয়ে গেলা কন্যা লজ্জিত হইয়া।
বুঝিলেন মহারাজ শ্লোকটী পড়িয়া॥ ৮৩
সেইক্ষণে শত দাঁড় নৌকা আনাইল।
ধীবরগণকে যুক্তি করি পাঠাইল॥ ৮৪
দিবারাত্রি মধ্যে যদি না আন লক্ষ্মণে।
তবেত নিশ্চয় বন্দী হবে সেইক্ষণে॥ ৮৫

পশ্চাৎ ধীবরগণে উপদেশ দিয়া।
দিলেন লক্ষ্মণে এই লিখন লিখিয়া॥ ৮৬

যথা—

"সন্তপ্তা দশমধ্বজাস্তগতিনা সন্তাপিতা নির্জ্জলে।
তুর্য্যং দ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমগ্নেকাদশে ভস্তনী।
সা ষষ্ঠী নৃপ পঞ্চমস্ত ভবিতা ভ্র সপ্তম বর্জ্জিতা
প্রাপ্নোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব॥"

তাহারা আনিল গিয়া লক্ষ্মণসেনেরে।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তা সবে আচরে॥ ৮৭
ব্রাহ্মণ দিলেক যাহা কহা নাহি যায়।
শুনি রাজ সভাসদ্ হইল বিস্ময়॥ ৮৮
ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ করিল নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ॥ ৮৯
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিল।
মহাকোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিল॥ ৯০
নন্দী বন্দী করি হর্ষ হইল মহারাজ।
ভাবিতে লাগিল নন্দী করি কোন কাজ॥ ৯১
মনেতে ভাবিল পটী আলাদা করিব।
বল্লাল-মর্য্যাদা কিছুমাত্র না লইব॥ ৯২
এত ভাবি লিখন লেখেন নরদাসে।
তেঁই আসি মিলিলেন নন্দীর সম্পাশে॥ ৯৩
আছিল মুরারি চাকী কুটুম্ব-প্রধান।
তাহাকে আনান নন্দী করিয়া সম্মান॥ ৯৪
তিন জন একস্থানে বসিয়া নির্জ্জনে।
রাজার চরিত্র দোষ ভাবে মনে মনে॥ ৯৫
বল দেখি পরামর্শ উপায় কি করি।
এ স্থানে থাকিলে রাজা হইবেন অরি॥ ৯৬

এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর।
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার॥ ৯৭
পরমার্থ ক্রিয়াহীন হইতে লাগিল।
পরস্পর ভাবি দেখ জাতি না রহিল॥ ৯৮
হইবেক ম্লেচ্ছ রাজা কলিতে প্রধান।
বুঝিলাম তার সব হইল সোপান॥ ৯৯
এ স্থান ছাড়িয়া চল যাই অন্য দেশে।
তথাতে থাকিব গিয়া মনের হরিষে॥ ১০০
এথায় থাকিলে রাজা করিবে অন্যায়।
এত ভাবি স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়॥ ১০১
দুরন্ত রাজার চর নিরন্তর ফেরে।
ধরিয়া দিবেক অরা মহারাজ করে॥ ১০২
সহায়-রহিত স্থলে শত্রু শঙ্কা হয়।
সেই চেষ্টা করি যাতে ধরিতে না পায়॥ ১০৩
তবে ত ভাবিল নন্দী হিত উপদেশ।
এক পরামর্শ এই আছয়ে বিশেষ॥ ১০৪
এ স্থানে আছিল পূর্ব্বে শিবরায় নাগ।
সন্তান হইল তার দুই মহাভাগ॥ ১০৫
জটাধর ও কর্কট দুই সহোদর।
শিবের সন্তান দোঁহে স্বভাব সুন্দর॥ ১০৬
শোলকুপ স্বরগ্রাম দুই ধামে স্থিতি।
ধনবান্ মহাবল কীর্ত্তিবন্ত অতি॥ ১০৭
বারেন্দ্রের জমিদার সে কর্কট নাগ।
শুনেছি বল্লাল প্রতি আছে তাঁর রাগ॥ ১০৮
নাগের নিকটে যেয়ে হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥ ১০৯
এই ভাবি ভৃগুনন্দী আর নরদাস।
মুরারি চাকীরে লয়ে গেলা নাগ পাশ॥ ১১০

পরম আদরে নাগ সম্মান করিয়া।
তিন জনে তিন বাসা দিল নিরূপিয়া ॥ ১১১
নন্দীগাঁতি চাকীগাঁতি দাসগাঁতি গ্রামে।
প্রথমে করিলা বাস এই তিন ধামে ॥ ১১২
তথা হ'তে সমাজ করিল যে যে স্থানে।
পরেতে লিখিব সব নাম নিদর্শনে ॥ ১৩১
জটাধর কর্কট নাগ দুইকে লইয়া।
কহিল রাজার কথা সব বিবরিয়া ॥ ১১৪
নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লাল-চরিত।
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত ॥ ১১৫
অতএব নিবেদন করি সন্নিধানে।
করিয়া স্বতন্ত্রশ্রেণী থাক শুদ্ধমনে ॥ ১১৬
দাস নন্দী চাকী এবে এই ত শুনিয়া।
করিলা বারেন্দ্রশ্রেণী হর্ষযুক্ত হইয়া ॥ ১১৭
সিংহ, দেব, দত্তে তাঁরা আনিয়া যতনে।
রাখিল আপন মতে স্থান নিরূপণে ॥ ১১৮
পটীর বন্ধন সব কহিতে লাগিল।
সর্ব্ব সমাধান এই ভাব নিরূপিল ॥ ১১৯
তিন ঘর সিদ্ধভাব নন্দী চাকী দাস।
নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ ॥ ১২০

যথা—

"যদা কৌল্যে পরিচয়ে দাসনন্দিবিধানতঃ।
চাকীত্যেতে সিদ্ধভাবাস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥
নাগসিংহদেবদত্তাশ্চত্বারঃ সাধ্যসংজ্ঞকাঃ।
তেষাং মধ্যে সিদ্ধতুল্যো নাগোঽপি বলবত্তমঃ ॥
সিংহোপাধির্ম্মধ্যবর্ত্তী সিংহসংহননো মুদা।
ততঃ কনিষ্ঠতাং প্রাপ্তৌ দেবদত্তৌ সমপ্রভৌ ॥

সাধ্যে চতুর্গৃহে তত্র ভাবোঽপি তারতম্যতঃ।
সিদ্ধতুল্যো নাগরাজো জানীহি বুদ্ধিসত্তমঃ ॥
ততঃ পরং মধ্যবর্ত্তীসিংহোপাধিক এব চ।
তদপেক্ষা ন্যূনমানী দেবো বিধিবিধানতঃ ॥
দত্তস্তু দেবতুল্যোঽসৌ চত্বার্য্যেতানি সন্তি হি।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধসাধ্যে সমন্বিতং ॥
সাধ্যসিদ্ধে মিলিত্বাপি সপ্তাবাসা বিনির্ম্মিতাঃ।
সিদ্ধভাবে উত্তমেঽপি যদি কার্য্যং ভবেত্তদা।
স্বর্ণাচ্ছন্নবিধানেঽপি নয়নানন্দদায়কঃ ॥
সিদ্ধৌ সিদ্ধো যদা কার্য্যং আর্য্যধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে।
তুল্যভাবপ্রদো জাতু শুদ্ধজাম্বুনদোজ্জ্বলঃ।
সিদ্ধির্যদি সাধ্যনাগে কার্য্যঞ্চ ব্যবহারতঃ।
বিষাণে রত্নহারস্তু করোতি হৃদয়ঙ্গমঃ।
বিনির্ধূতপ্রধানে চ সিংহে যদি কৃতির্ভবেৎ।
সোঽপি উত্তমতো জ্ঞেয়ো কুলধর্ম্মবিচারণাৎ।
হিমাংশোর্ম্মলিনত্বঞ্চ কুৎসায়াং পর্য্যবসতি।
যদি কার্য্যং দেবদত্তে করোতি ক্রমশো জনঃ।
চন্দ্রো যথা প্রভাহীনো মেঘাচ্ছন্নো ভবত্যত।
দৈবাদ্ যদি সিদ্ধগেহে ত্রুটির্হ্যেকো ভবত্যপি।
দোষো কদাপি ন গ্রাহ্যো শুদ্ধবুদ্ধিবিদা তদা।
সাধ্যাবাসে মানহানির্যদি বা জায়তে কদা।
তদা সাধ্যস্য দোষোঽয়ং বলীয়ানেষ সম্ভতঃ।
ইদং জ্ঞাতঞ্চ করণং মূলজং ভাববিত্তমঃ।
অমূলজে সর্ব্বনাশো ভবত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥"

পয়ার।

পটীর বন্ধন কৈল ভাবি চারি জন।
কুলবাধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ ॥ ১২১

কন্যা কিংবা পুত্রে যদি কুল বাঁধা হয়।
উভয়ের হবে দোষ শুনহ নিশ্চয় ॥ ১২২
কন্যাতে কুল বাঁধা বড় অনুচিত।
দৈবে ধনহীন হ'লে হবে বিপরীত ॥ ১২৩
কুলের গরিমা করে যশের লাগিয়া।
বর্দ্ধমানা হয় কন্যা নাহি দিলে বিয়া ॥ ১২৪
কন্যা-কালাতীতা যদি কোনক্রমে হয়।
হইবে পাতকগ্রস্ত জানিহ নিশ্চয় ॥ ১২৫
পরকাল নষ্ট হয় জানে সর্ব্বজনে।
অতএব কুলবাঁধা নিষেধ এ কারণে ॥ ১২৬
নবকৃত কুলবাঁধা কোন প্রয়োজন।
সকলের মূল কুল দান ও গ্রহণ ॥ ১২৭
সর্ব্বশাস্ত্রে এই রীতি লিখে বর্ণাচারে।
চারিযুগ ক্রমে চলে সেই ব্যবহারে ॥ ১২৮
এখন কলিতে রাজা বল্লাল প্রধান।
তার মত যেই লয় সে অতি অজ্ঞান ॥ ১২৯
কন্যার লইলে কড়ি মহাপাপ হয়।
ঘোর নরকানলে সে পাপী দগ্ধ হয় ॥ ১৩০
সে পাপ নিবৃত্তি নাহি করে বিত্তবলে।
ফেলে যমদূত ঘোর নরক অনলে ॥ ১৩১
বল্লাল মর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটায়।
কুলের কারণ মহা পাপগ্রস্ত হয় ॥ ১৩২
ব্রতাদি নিয়মে ধর্ম্ম যত লোকে কয়।
কুলক্ষয় জন্য হয় পাতক নিশ্চয় ॥ ১৩৩
অতএব কুল বাঁধা অকর্ত্তব্য হইল।
সিদ্ধ সাধ্য ভাব দুই প্রধান গণিল ॥ ১৩৪
দান গ্রহণ কার্য্য ভাব করণ তাৎপর্য্য।
কুলাকুল দুই হতে লাভ শৌর্য্যবীর্য্য ॥ ১৩৫

যদ্যপি প্রধান ক্রটী সিদ্ধ ঘরে হয়।
সাধ্য ঘরে সিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায় ॥
সাত ঘর লয়ে মাত্র পটী বদ্ধ কৈল।
পরেতে অর্দ্ধেক ঘর শরমা হইল ॥
শর্ম্মার বৃত্তান্ত শুন, কষ্টসাধ্য মতে।
তাহাকে রাখিল নন্দী নিজের কার্য্যেতে ॥
নরসুন্দর নাম তার শর্ম্মা পদ্ধতি।
হীন কর্ম্ম করে নিজে অতি ক্ষুদ্র মতি ॥
নিত্য নিজে খেদ করে শর্ম্মা মহাশয়।
আমা তুল্য লোক যত বল্লাল সভায় ॥
তা সবার মর্য্যাদা হইল বহুতর।
আমি সে রহিল মাত্র হইয়া নাচার ॥
অন্য হতে আমি আর হেথা না রহিব।
যদি মোরে দেন কুল তবে সে থাকিব ॥
এ কথা শুনিয়া হাসি কহে নন্দী চাকী।
আজি হ'তে অর্দ্ধ ভাব আর অর্দ্ধ ফাঁকী ॥
এই বাক্য শুনি পরে নাগ জটাধর।
উন্মাতে খেদালে তারে দেশ দেশান্তর ॥
সেই হতে শরমা গেলেন অন্য দেশে।
বারেন্দ্র পঠীর মধ্যে কভু নাহি মিশে ॥
এই মতে পঠী বদ্ধ করিতে লাগিল।
বল্লাল মর্য্যাদা কিছু মাত্র না লইল ॥
উত্তম কায়স্থ যার উত্তম আচার।
সমাজ বাঁধিল তাই লয়ে সপ্ত ঘর ॥
হাঁসে দিলে জল দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত।
জল মধ্যে দুগ্ধ হয় হাঁসের ভক্ষিত ॥
সাত ঘর লয়ে হেন কার্য্য প্রয়োজন।
বাহাত্তর ঘরের কথা শুন দিয়া মন ॥

মৃত্যুঞ্জয় বংশগত রাঢ় দেশে ধাম।
আছিল প্রধান রাজা নিত্যানন্দ নাম ॥
বিবাহ আনন্দ কার্য্য করিতে লাগিলা।
ক্রমে বাহাত্তর তেঁই বিবাহ করিলা ॥
বিবাহ করিলা রাজা দেশ ও বিদেশে।
নীচ কুল নীচ বংশে কৈল অবশেষে ॥
বাহাত্তর ঘর তাহে হৈল কেহ কয়।
কেহ বা সাতাশী ঘর করয়ে নিশ্চয় ॥
কালক্রমে সন্তান সবারই হইল।
নিষ্ক্রিয় বলিয়া রাজা তাড়াইয়া দিল ॥
পলায়ে আইল তারা বল্লাল নিকট।
বল্লাল ঘটান কার্য্য করি নানা শঠ ॥

"মৃত্যুঞ্জয়কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দঃ নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসঞ্জাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেঽপি পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা ॥"

ইহা দেখি ভৃগুনন্দী আর নরদাস।
মুরহর চাকী তিন সমাজ সরস ॥
তুচ্ছ করি ত্যজিলেন তাহা সবাকারে।
করিল বারেন্দ্র পঠী মিলি সপ্ত ঘরে ॥
আদি মূল তিনজন আর নাগবর।
সমাজ করিল সবে হয়ে স্বতন্তর ॥
দাস নন্দী চাকী নাগে সহায় করিয়া।
বল্লালের যত জেদ দিলেক ভাঙ্গিয়া ॥
নরদাস মুরারি চাকী কুটুম্ব প্রধান।
যাহা লয়ে কৈলা পঠী নন্দী বলবান্ ॥
তুচ্ছ করি বল্লাল মর্য্যাদা না লইল।
সিদ্ধ সাধ্য ভাব তেঁই প্রচার করিল ॥

দৈব বলে বল্লাল হয় গৌড় অধিপতি।
নীচপ্রিয় দেখি তারে ছাড়ে শুদ্ধমতি ॥
প্রধান কায়স্থ তিন ষোড়শ লক্ষণে।
ইহাদের ভেদাভেদ ভেবে দেখ মনে ॥
নীচবংশ ক্রিয়াহীন নীচরীতি-রত।
তাহা পরিত্যাগ করি কৈল শুদ্ধ মত ॥
এমন সুকীর্ত্তি কেহ না করিল আর।
স্বধর্ম্ম প্রচার করি রাখে কুলাচার ॥
দাস নন্দী চাকী তিন পঠীবদ্ধ কৈল।
সাধ্যের মর্য্যাদা পেয়ে সিদ্ধ ভাব হৈল ॥
নাগ সিংহ দেবদত্ত সাধ্য চারি ঘর।
ইহা মধ্যে নাগ ঘরের মর্য্যাদা বিস্তর ॥
যে স্থানে সমাজ শ্রেষ্ঠ যার বংশ যথা।
সংক্ষেপে কহিব কিছু পাঁচালীতে গাঁথা ॥
ক্রমে বংশাবলী ক্রিয়া লিখি বিস্তারিত।
আদি স্থানে মূল বংশ লিখিব কিঞ্চিৎ ॥
প্রথমে দাসের আদি করিনু প্রকাশ।
কাশীশ্বর দাসের জ্ঞাতি নাম নরদাস ॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রেষ্ঠ কুলে ক্রিয়া।
উত্তম হইল ভাব সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ॥
তাহার কুল ও কর্ম্ম অসংখ্য বর্ণন।
লক্ষ্মীযুক্ত মুক্তহস্ত ছিল বহু ধন ॥
কুলে শীলে যশোবন্ত ষোড়শ লক্ষণে।
জন্ম গোঁয়াইল তেঁহ দ্বিজ সম্ভাষণে ॥
কি কব কুলের ব্যাখ্যা না যায় বর্ণন।
এ যাবত নন্দী চাকীর দান ও গ্রহণ ॥
যখন কুলজী সৃষ্টি হইতে লাগিল।
পদ্ধতি বিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হৈল ॥

নন্দী, চাকীসহ দাস, পঠিতে সমান।
বংশের বিস্তার এবে কয় অবধান ॥

নরদাস-বংশ।

নরদাস ঠাকুর নাম, কোলাঞ্চ নগর ধাম,
আছিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে যার যশ,
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে ॥
আত্রেয় গোত্রের সার, লিখে তিন প্রবর,
অত্র্যাসিত বিশ্বাবসু প্রবরয়।
শক্তি ভক্ত দাসবর, বঙ্গে কত দিনান্তর,
বাঁকি গ্রামে বসতি করয় ॥
চারি পুত্র তথা হৈল, ভুবন বন্ধুরে রৈল,
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ স্থিত বাঁকী গ্রাম।
মধ্যম বোধপুরে গেলা, বগুড়ায় কনিষ্ঠ রৈলা,
এ তিন সমাজ হৈল নাম ॥
শ্রেষ্ঠ ভাব হৈল বাঁকী, কার্য্য কৈল নন্দী চাকী,
দান গ্রহণ সমতা গণনা।
বোধপুরে বন্ধুরে মধ্যম ভাব, চন্দ্র আচ্ছাদিয়া আব,
সংকরণ হইলেক জানা ॥
বগুড়াতে যেবা ছিল, ধনহীন সে হইল,
প্রধান করণ নাহি হয়।
এ কারণে নির্ন্নাম, হইল বগুড়া ধাম,
অমূলজ ভাবেতে জানায় ॥
নাগড়া ও গুধী মাঝে, মৌদগল্য গোত্ররাজে,
কাশ্যপ গোত্র হরিপুর মাঝ।
কিন্তু গুধী পাইলা নিধি, সদয় হইলা বিধি,
নন্দী চাকী সাথে কৈল কাজ ॥

হরিপুরে ভাব কষ্ট, কার্য্য নাহি হইল শ্রেষ্ঠ,
মধ্যবিত্ত কার্য্য কেহ কৈল।
কেহ বন্দে কেহ নিন্দে, কার্য্য যত নীচ সম্বন্ধে,
সমাজে সমান নাহি হইল ॥
চন্দ্রচূড় বংশধর, শুন বলি অতঃপর,
স্থিত যেই হরিপুর গ্রামে।
পুরুষোত্তমের কুল, ইহাতে নাহিক ভুল,
রহিল যে নাগড়া গুধী ধামে ॥
আর এক কথা বলে, জ্ঞাতি সব অন্য মিলে,
দক্ষিণ শ্রেণীতে কেহ গেল।
কেহ উত্তর রাঢ়ে রৈল, কেহ বা বারেন্দ্র গেল,
কেহ বঙ্গ সমাজে মিশিল ॥
রাঢ়ে বঙ্গে গেল যারা, সকলেই কিন্তু তারা,
সমাজেতে পাইল সম্মান।
বারেন্দ্র রহিলা যেই, মর্য্যাদাবিহীন সেই,
তার কার্য্য নহিল প্রধান ॥
অষ্টমনিসা পোতাজিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
খাষরা সরিসা বাজুরসে।
ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজী প্রকাশে ॥
নাগড়া নির্ন্নাম ভাব, তাহা লিখি কিবা লাভ,
কষ্টভাব মধ্যেতে গণিল।
না জানা না চিনা শুনা, ভাব কষ্ট সর্ব্ব জনা,
অন্য অন্য পঠিতে মিশিল ॥
এইত দাসের শ্রেণী, সমাজ প্রধান জানি,
বাঁকী গ্রামে বাস যত দাস।
বহু গোষ্ঠী ক্রমে হইয়া, যথা যথা রৈল গিয়া,
তথা লইল সমাজ প্রকাশ ॥

কেহ সাধুখালী রৈল, কেহ স্থানান্তরে গেল,
পদস্থ হইল সর্ব্ব স্থানে।
কুলে শীলে কীর্ত্তিবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
সমাজ প্রধান বলি জানে॥
সেই বংশে বাণী রায়, বাঙ্গালায় রায়রাঞা হয়,
কংস গোপাল জমীদার।
রামভদ্র রামনাথ, মজুমদার আখ্যাত,
কাননগুহ সেরেস্তা বাঙ্গালার॥
এই সবার জ্ঞাতিবংশ, যথা তথা অবতংস,
সেই জন কায়স্থ প্রধান।
মচমল ময়দানদীঘি, বিপছিল চৌপাকী,
পাবনা মালঞ্চী আদি স্থান॥
কেচুয়াডাঙ্গা মেহেরপুরে, মালিকদি গঙ্গাতীরে,
ঘর গ্রাম স্থানে প্রচলিত।
নিরাবিল ভাব শুদ্ধ, পঠী মধ্যে আবদ্ধ,
সংক্ষেপে কহিনু কিঞ্চিৎ॥
ইহা বহির্ভূত দাস, না করিহ বিশ্বাস,
যদি কভু দেখ কোন জন।
সে সব মহতী কীর্ত্তি, কার্য্যে চলার নিমিত্তি,
পঠী মধ্যে ভাব সাধারণ॥

নন্দীবংশ।

কহিব নন্দীর শ্রেণী, ঢাকুরীতে যাহা শুনি,
নন্দী হৈতে পঠীর আদি মূল।
কাশ্যপ গোত্রের সার, সংসারে বিখ্যাত তার,
যার মতে বাঁধা হৈল কুল॥

কাশ্যপ অপ্সার, নৈধ্রুব শুন আর,
কাশ্যপ গোত্রে এ তিন প্রবর।
নন্দী বংশে মূলাধার, ভৃগুনন্দী নাম তার,
খ্যাত সেই ভারত ভিতর॥
বল্লাল রাজত্ব কালে, ভৃগুনন্দী আসি মিলে,
নন্দী গ্রাম হইতে অবশেষে।
পাইয়া মন্ত্রীর পদ, লয়ে যত সভাসদ,
প্রভুত্ব করিলা বঙ্গদেশে॥
বল্লাল সমাজ গড়ে, ভৃগু পলাইল ডরে,
নন্দী গাঁতি রৈলা তার ভয়ে।
হরষিত অন্তরে, বল্লাল আইলা পরে,
আপনার গুরুর আশ্রয়ে॥
নন্দী সে প্রধান ঘর, ভৃগু আরাধিয়া হর,
সপ্ত পুত্র হইল বিদ্যমান।
শ্রীকণ্ঠ, শিব, শঙ্কর, কৌতুক বাল্মীক আর,
শেষ পক্ষে কানু মাধব দুই নাম॥
বাল্মীকি নিঃসন্তান, ছয় পুত্র বিদ্যমান,
ভাব শ্রেষ্ঠ হৈল মাধব কানু।
উপযুক্ত কুলে শীলে, প্রধান বারেন্দ্র মিলে,
যেন প্রকাশিত চন্দ্র ভানু॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীকণ্ঠ আছিল।
তাহার অপেক্ষা কানু মাধব বাড়িল॥
অগ্রজ থাকিতে হয় কনিষ্ঠের বন্দন।
দধি দুগ্ধ হ'তে যেমন ঘৃতের যতন॥
সেইরূপে কুলে শীলে বাড়ে ঢাকুরীতে।
উত্তম হইল ভাবে বারেন্দ্র-ভূমিতে॥
শিব ও শঙ্কর আদি ভাই চারিজন।
ছোট আর মধ্যভাবে হইল নিরূপণ॥

কানু মাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান।
মধ্যবিত্ত ভাব শিব, শঙ্কর সন্তান ॥
সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত।
এই ত কহিনু পূর্ব্ব কুলজীর মত ॥
ছয় জন যে যে স্থানে করিলেক স্থিতি।
সেই সব স্থানে হইল সমাজ বসতি ॥
ভৃগুনন্দী-সুত, অতি গুণযুত,
শ্রীকানু মাধব নাম।
বল্লার ছাড়িয়া, গেল পোতাজিয়া,
সমাজ বসতি গ্রাম ॥
কানুর সন্তান, তিন যোগ্যবান্,
কেহ অষ্টমনিষা গেলা।
কেহ কালিয়াই, গঙ্গাতীরে যাই,
কেহ পোতাজিয়া রৈলা ॥
মাধব সন্তান, বড় যোগ্যবান্,
সাধ পোতাজিয়া স্থিতি।
বহুকাল পরে, স্থান স্থানান্তরে,
কেহ বা করিল গতি ॥
দু ভায়ের বংশ, গুণে অবতংস,
নির্ম্মল কুলের যশে।
বহু গোষ্ঠী হইয়া, স্থানে স্থানে গিয়া,
রহিলেক মাত্র শেষে ॥
আদি কুলজীতে, লিখে বিস্তারিতে,
বংশাবলী ক্রিয়া যত।
কিঞ্চিৎ আভাস, ইদানীং প্রকাশ
আমি লিখি তার মত ॥
প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমনিসা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা করিল স্বধাম ॥

সর্ব্ববিদ্যা-নিপুণতা সর্ব্বত্রেতে জয়।
অসীম অনন্ত গুণে কেহ তুল্য নয় ॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালায় আইল।
উত্তম জানিয়া সবে সম্মান করিল ॥
কাননগু-দপ্তরের সৃষ্টি বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈল গোপীকান্ত রায় ॥
নেউগী খেতাব দিলে সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিল মিলিক লিখিয়া ॥
কুলে শীলে ধনে জ্ঞানে শাস্ত্রেতে তৎপর।
বারেন্দ্র-প্রধান বলি মহিমা যাঁহার ॥
তাঁর কৃত করমের কিবা দিব সাক্ষী।
গোপী রায়ে কন্যা দিয়ে চতুর হৈল চাকী ॥
মুরারি চাকীর কভু নহেত সন্তান।
তথাপি চতুর চাকীর হইল সম্মান ॥
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ উত্তমের সাথে
অতি নীচ উত্তম হয় কহে শাস্ত্রমতে ॥

শ্লোকঃ।

"হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতাং যাতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং ॥"

এমত ক্ষমতাপন্ন অশেষ মহিমা।
যত যত কীর্ত্তি তার কত কব সীমা ॥
জ্ঞাতিগণ কেহ কেহ দেওঘরে স্থিতি।
কেহ সিংহডাঙ্গা গিয়া করিল বসতি ॥
যে যে স্থানে গেল তথা হৈল যশোনিধি।
যশভাব যশকীর্ত্তি ঘোষে অদ্যাবধি ॥
কানুর সন্তান কেহ পোতাজিয়া ছাড়িয়া।
ধামরা কালিয়াই বাস চাকুরী লাগিয়া ॥

পূর্ণিয়া সহরে হয় প্রধান চাকুরী।
নির্ম্মল কুলের বাখ্যা কহিছে ঢাকুরী॥
শিবানন্দ সরকার সেই বংশোদ্ভব।
নিরাবিল কার্য্য যত করিলেন সব॥
কি কব করণ বাখ্যা ঘন দুগ্ধ ক্ষীর।
তাহাতে মিশ্রিত সব হইল কর্পূর॥
তাহার সন্তান মধ্যে রায় রাজ্যধর।
বাদসা নিকটে হইল মর্য্যাদা বিস্তর॥
আরবী পারসী দুই কলম ফাজিল।
বাদসার নিকটে ছিল বাঙ্গালার উকীল॥
সেই বংশোদ্ভব স্থায়ী কালিয়া গঙ্গাতীরে।
বাসস্থান কৈল কেহ চিথলিয়া চণ্ডীপুরে॥
কেহ সাধুখালী এল কেহ দিল্‌পশার।
কেহ বা রাহিমপুর মণিদহ আর॥
প্রসিদ্ধ গণনা যার বারেন্দ্র মিছিলে।
অর্থাৎ ত্রুটীর কার্য্য নাহি কোন কালে॥
চতুর্ব্বিংশ পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য করেছে চিনিয়া॥
এই সে উত্তম বাখ্যা জানিহ নিশ্চয়।
পুরুষানুক্রমে অপকৃষ্ট কার্য্য নয়॥
কটকে চাকুরী কৈল মাধব সন্তান।
পোতাজিয়া থাকি কৈল সমাজ প্রধান॥
তথা হইতে দেবীদাস খাঁ মহাশয়।
রহিল মহিমাপুরে জাহ্নবী আশ্রয়॥
প্রধান চাকুরী কৈল নবাব সরকারে।
বিদ্যা বুদ্ধি কুলশুদ্ধি সভ্যতা আচারে॥
শ্রেষ্ঠ সমাজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণনা।
উত্তম কায়স্থ ব্যাখ্যা জানে সর্ব্বজনা॥

পারস্ত বাঙ্গালা শাস্ত্রে ব্যাকরণ আদি।
আরবী পারসী হিন্দী বিদ্যা নানাবিধি॥
যতেক মহিমাবন্ত নাহি লেখা যায়।
দেবতুল্য বাক্য হৈল কায়স্থ-সভায়॥
যার ঘর কায়স্থ তেঁই সংগ্রহ করিয়া।
উত্তমের তুল্য পদ দিল বাড়াইয়া॥
ইহারা উত্তররাঢ়ী সিংহবংশ গত!
বাৎস্যগোত্রীয় এবে বারেন্দ্রে মিলিত॥
সর্ব্বার্থে উত্তম বটে উত্তম কুলক্রিয়া।
কেহ বা রহিমপুরে কেহ পোতাজিয়া॥
যে বংশে জন্মিয়াছিল কাশীশ্বর রায়।
ঈশ্বর হইল বশ যার তপস্যায়॥
অসীম অনন্ত গুণ পরম বিদ্বান্।
তস্য পুত্র জগদানন্দ গুণে অনুপম॥
তৎপুত্র পঞ্চ, তার শুনহ বিস্তার।
রামকান্ত গোপীকান্ত দেবীকান্ত আর॥
সর্ব্বানুজ ভবানীকান্ত এক পক্ষে হয়।
পক্ষান্তরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইল রূপরায়॥
সগোত্রে বিবাহ তেঁই না বুঝিয়া কৈল॥
পিতৃ-রাগে গিয়া ভূতো গ্রামেতে রহিল॥
অন্যান্য ঢাকুরে আছে পাঠ এই মত।
পিতৃকোপে ভূতো নামে হৈল অভিহিত॥
নবাব সায়েস্তা খাঁর দেওয়ানী করিয়া।
বিষয় বিভব অতি উঠিল বাড়িয়া॥
এত যে প্রতাপ তবু শুনহ নিশ্চয়।
সমাজে সম্মান তার কভু নাহি হয়॥
রমাকান্ত আদি আর ভাই চারি জন।
তা সবার বংশ-গুণে শ্রেষ্ঠ আচরণ॥

গোপীকান্তসুত শ্রীগোবিন্দ রাম কন।
করে সেই নবরত্ন মন্দিরস্থাপন॥
তাই পোতাজিয়াবাসী তাঁর বংশধরে।
"নবরত্ন পাড়ার রায়" আখ্যা লাভ করে॥
এই ত কহিনু কিছু মহিমা কীর্ত্তন।
আদি ঢাকুরীতে ব্যাখ্যা অনেক বর্ণন॥
শিব শঙ্কর দুই জনের যতেক সন্তান।
সৎকুলে করিল কার্য্য রহিল সম্মান॥
করমজা বেথুরিয়া কেহ বা রহিল।
রহিমপুর আমদহ সমাজ করিল॥
কেহ বা হাম্‌কুড়া রৈল কেহ মহেশ রোল্।
প্রধান সমাজ এই লিখিল সকল॥
শত করণ করিয়া কেহ কার্য্যের গৌরবে।
অষ্টমনীষা পোতাজিয়া রৈল অন্যভাবে॥
আর শুন শিবনাথ নন্দীর সন্তান।
ইচ্ছাবটে ছিল তেঁই করণে প্রধান॥
বাদশা চাকুরী ক্রমে পশ্চিমেতে গেল।
সেইস্থানে বিবাহ করি পুনঃ দেশে আইল[১]॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব সবে করিল নিমন্ত্রণ।
পাকস্পর্শ স্ত্রীলোকের আছে পরিক্রম॥
সবাকে সম্মান করি আহ্বান করিল।
ভোজন করিতে মাত্র সকলে বসিল॥
পরে কন্যা স্বর্ণথালে পরমান্ন লয়ে।
সভা মধ্যে দিতে গেল নম্র মৌনী হয়ে॥
মনেতে ভাবিল তবে কারে আগে দিব।
কোমান গমান হাম্ কাঞাছে চিনিব॥

(১) ইচ্ছলোট।

শুন মেরা খাই হাম্ পুঁছে এক বাত।
খবরদার হোকে কহ আশু দে কাত॥
মুঝে নাহি জানে কোমান গরমান্।
কহ চুনি কেকর পাত্‌মে দে পরমান্॥
নববধূ মুখে হিন্দী সকলে শুনিয়া।
উঠিলেন জ্ঞাতি যত অন্ন তেয়াগিয়া।
সেই হেতু কাঁকরপাতির নন্দী বলে।
করণগৌরবে মাত্র পটী মধ্যে চলে॥
তিথুলিয়া আট ঘরিয়া শুন সমাচার।
চলন কায়স্থ সাথে নাহি তা সবার॥
আর যাহা কহি তাহা শুন বিবরণ।
আড়পাড়া ধনশয় দুই অচলন॥
বল্লার রহিল মাত্র যত জ্ঞাতিগণ।
সাধারণ ভাব মতে হইল চলন॥
কেহ বা বল্লার রৈল কে হৈল ছাড়া।
কেঁওগাছি কাঁমারগাঁ আর আড়পাড়া॥
শ্রীকণ্ঠ-বংশোদ্ভব ব্রজকিশোর নাম।
গোবিন্দপুরে বাস কৈল গুণে গুণধাম॥
এই ত ভৃগুর বংশ যে সকল স্থানে।
উত্তম মধ্যম ভাব কনিষ্ঠ বিধানে॥
আর দেখুন দেবীদাস খাঁর মহিমা।
চৌয়ার সিংহের আর বাড়াল গরিমা॥
বিস্তার লিখিত আর আদি ঢাকুরীতে।
লিখিনু কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্দেশ জানিতে॥
বিনয়পূর্ব্বক বলে শ্রীযদুনন্দন।
দোষ ত্যাজি গুণ শুধু ধর গুণিজন॥

চাকীবংশ।

সিদ্ধ মধ্যে সুপ্রধান, ত্রৈলোক্যদেব চাকী নাম,
চক্রবর্ত্ত্ গ্রামেতে বসতি।
গৌতম-গোত্রের সার, লিখে পঞ্চ প্রবর,
কায়স্থ-প্রধান উৎপত্তি॥
গৌতম-গোত্রের সেই, পাঁচটী প্রবর এই,
শুন শুন কহিনু বিস্তার।
নৈধ্রুব গৌতম, আঙ্গিরস নিরুপম,
বার্হস্পত্য আর অপ্সার॥
সৎকুল কীর্ত্তিবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
গাণপত্য মন্ত্রেতে দীক্ষিত।
সেবি দেব গজানন, হইল এক নন্দন,
মুরহর চাকী শুদ্ধচিত॥
মনে হেন অনুমানি, বল্লালের রাজধানী,
আইলা সে চাকুরী লাগিয়া।
চাকীবংশে সে প্রথমে, আইলা এ বঙ্গভূমে,
চক্রবর্ত্ত্ গ্রাম তেয়াগিয়া॥
যশোগুণে অনুপম, থাকিয়া মৌরাট গ্রাম,
শেষে এক বিবাহ করিল।
প্রতিজ্ঞাতে ঠেকি দায়, অতি নীচে কার্য্য হয়,
ষষ্ঠ পুত্র তাহে উপজিল॥
মুরারি চাকীর সুত, পুত্র হইল অদ্ভুত,
কানুদেব প্রথম-পক্ষেতে।
শেষপক্ষে ছয় জন, শুন তার বিবরণ,
যার যশ বিদিত জগতে॥

শিব, বীর, সুদন, কামকুমার মদন,
এই ষষ্ঠ মুরারি-সন্তান।
কানুদেব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রূপে গুণে অতি শ্রেষ্ঠ,
পটী মধ্যে মর্য্যাদা প্রধান॥
ভাই পুত্র বৈমাত্রেয়, দৌহিত্র-কুল ভাগিনেয়,
এই শ্রেণী মনেতে ভাবিয়া।
কানু মাতৃ-আজ্ঞা ক্রমে, রহিলা সরিষা গ্রামে,
ভ্রাতৃগণ সকল ত্যজিয়া॥
বিবাহ উত্তম কৈল, তাহে দুই পুত্র হৈল,
সুরদেব কুলদেব নাম।
সদ্‌জ্ঞানী বিদ্বান্, তাহাতে নাহিক আন,
দুই পুত্র দোঁহে গুণধাম॥
সুরদেব গুণসার, সরিষায় রৈল আর,
কুলদেব গেলা বাজুরসে।
বাঙ্গালায় দেওয়ানগিরি, করি কৈল জমিদারী,
মহিমা হইল সর্ব্বদেশে॥
সরিষাতে যেই রৈল, উত্তম সব ক্রিয়া কৈল,
দাস নন্দী, নাগ তিন সনে।
সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ, কায়স্থ ষোড়শ গুণ,
সমাজে উত্তম যারে গণে॥
মুরারি মৌরাটে রয়ে, শেষ ছয় পুত্র লয়ে,
বৃদ্ধকালে বড়ই ভাবিত।
ভৃগু নন্দী; নরদাস, আসিয়া মুরারি পাশ,
ছয়পুত্র করিল চলিত॥
মুরারি নিশ্চিন্ত হৈল, হৃদয়ে আনন্দ পাইল,
সৎকরণ হইতে লাগিল।
পটী মধ্যে সুপ্রধান, মুরহর সন্তান,
চাকী দেব প্রধান লিখিল॥

দুই পক্ষের বংশগণ, মুখ্য মুখ্য যত জন,
যথা যথা করিল বসতি।
কুলজ্ঞ সমাজ স্থান, সেই জন প্রধান,
প্রধানের যথা হয় গতি ॥
শিমলা হেলঞ্চ গ্রাম, অষ্টমনীষা প্রধান,
মেদোবাড়ী কেচুয়াডাঙ্গা আর।
বাজুরস গোবিন্দপুর, নলমুড়া অতিশুর,
সেকেন্দরপুর কহি সার ॥
গাজনা দুর্লভপুর, শ্যামনগর গঙ্গাতীর,
মহেশ রৈল ঢাকঢোর স্থান।
সকলের কুলক্রিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
কার্য্য কৈলা সবাই প্রধান ॥
ইহা মধ্যে একজন, হইলে পদস্খলন,
হয় যেন বিষ্ণুতৈলের চাড়া।
যদি দাস নন্দী সনে, কার্য্য করে প্রধানে,
পুনরপি হয় সেই খাড়া ॥
ইহা পড়ে চাকী ঘর, উক্তাখোল, কাড়িয়ার,
পানানগর কুমারী জানিবা।
তুই ঘর উত্তম ভাব, মধ্যবিত্ত আর সব,
পটীমধ্যে চলন গণিবা ॥
চাচকী হৈল চাকী, অনেক করিয়া ফাঁকি,
মধ্যবিত্ত ভাবেতে চলিল।
রামদিয়া বাগুটিয়া, হেমরাজপুর দিয়া,
দিলপশার কেহ বা রহিল ॥
মহত গমন হৈলে, নিন্দা নাহি কোন কালে,
এই ঠিক দেখি বর্ত্তমান।
উত্তম মধ্যমভাবে, পটীমধ্যে চলে সবে,
কার্য্য হেতু প্রধান সম্মান ॥

ইহা বহির্ভূত চাকী, কেবল জানিবা ফাঁকি,
জোড়া তাড়া দিয়া পরিচয়।
কেহ সত্য করি মানে, কেহ নিন্দে তুচ্ছ জ্ঞানে,
বহুগোষ্ঠী কে করে নির্ণয়।

নাগবংশ।

কোলঞ্চ-নগর ধাম, দেবদত্ত নাগ নাম,
প্রথমে আইলা বঙ্গদেশে।
শিব তাঁর বংশধর, কর্কট জটাধর,
শিবের সন্তান হইল শেষে ॥
সাধ্য মধ্য নাগ ঘর, কর্কট জটাধর,
শুন তার কহি পরিচয়।
সৌপায়নগোত্র সার, পঞ্চ প্রবর তার,
লিখি তাহা করিয়া নির্ণয় ॥
আদি সৌপায়ন গোত্র: জামদগ্ন্যাপ্লুবত,
ঔর্ব্ব চ্যবন প্রবর।
এই পঞ্চ প্রবর, নাগ-বংশেতে সুন্দর,
শোভা যেন করে প্রভাকর ॥
নাগদিয়া জমিদারী, প্রতিজ্ঞাতে তাহা ছাড়ি,
দেবদত্ত বঙ্গেতে আইল।
তাঁহারই বংশমাঝে, অপূর্ব্ব সুন্দর সাজে,
কর্কট জটাধর ছিল ॥
সদাই শুনিতে পাই, বঙ্গের সকল ঠাঁই,
তাঁহাদের মহিমা ঘোষয়।
শোলকুপা বাস করি, তারা উজ্জ্বল জমিদারী,
জগপতি আখ্যা পরে লয় ॥

সুশীল আচারবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
বর্ণাচার-ধর্ম্মেতে নিপুণ।
এ জন্ম ঘুষিল যশ, ষোড়শ লক্ষণ রস,
অদ্যাবধি গায় যার গুণ॥
বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর চাকী তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এ দেশে সবে,
নাগ হইতে হইল স্থাপন॥
শুনিয়া বল্লাল-রীতি, তিনকে করিল স্থিতি,
সৎমতিমন্ত মহাশয়।
নবরুত কুল লৈলে, নাহি ফল কোন কালে,
হেন যুক্তি কোন শাস্ত্রে কয়॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরাদি, চারি যুগ অবধি,
কায়স্থের যেমন চলন।
সেই হয় সুবিধান, যাতে রক্ষা হয় মান,
সেই সব ধর্ম্ম অনুমান॥
বিরোধীয় ব্যবস্থার, কর্ম্ম করা অবিচার,
আদ্যোপান্ত যেমত চলিত।
সেই মত কর শ্রেণী, পূর্ব্বাবধি যাহা শুনি,
পটীবদ্ধ করহ বিহিত॥
নাগ মুখে বাক্য শুনি, করিল বারেন্দ্রশ্রেণী,
সন্তুষ্ট হইয়া তিন জন।
সিদ্ধ সাধ্য তাব দুই, প্রসিদ্ধ করিল এই,
কার্য্য করণেতে তারতম॥
তিন জন ভাবি চিতে, সিদ্ধপদ নাগে দিতে,
বহুমত যতন করিল।
নাগ কৈল সম্মান, তিনের করিয়া মান,
সিদ্ধপদ তিনের হইল॥

নাগ হৈল সাধ্যবর, সবার চলন ঘর,
সিদ্ধতুল্য মর্য্যাদা পাইল।
এ সব প্রস্তাব যত, আদি ঢাকুরীর মত,
বিশেষিয়া বিস্তার বর্ণিল॥
কত দিন-দিনান্তর, জটাধর নাগবর,
স্বরগ্রামে বসতি করিল।
শোলকুপ, স্বরগ্রাম, এই দুই নাগের ধাম,
পটীমধ্যে উত্তম লিখিল॥

কর্কট সন্তান সব শোলকুপাই রৈল।
ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হয়ে নানা স্থানে গেল॥
সমাজ প্রধান মধ্যে শোলকুপা হয়।
যে যথা রহিল গিয়া মূলে পরিচয়॥
সে বংশে গরুড়ধ্বজ বাণেশ্বর নাম।
দুই সহোদর হইল অতি অনুপম॥
গরুড়ধ্বজ সুত দুই করির বিস্তার।
ঘনশিব নাগ কালিদাস রায় আর॥
কালিদাস পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল।
মুনসেফ জানিয়া পাত্সা রাজটীকা দিল॥
রাজ রাজবল্লভ নাম মুনসেফ্ কারণ।
সংক্ষেপে কহিনু আমি শ্রীযদুনন্দন॥
হস্তিনিশি-নরপতি বিদিত ভুবনে।
বারেন্দ্র মর্য্যাদাবন্ত জানে সর্ব্বজন॥
তস্য পুত্র গোবিন্দ কেশব দুই জন।
রঘুনাথ রায় হৈল গোবিন্দ-সান্তান॥
নবরত্ন তুল্য সভা বিখ্যাত যাহার।
এ বংশেতে মূর্খ নাহি, কহে পরম্পর।
শালগ্রামি দাস মধ্যে কৈল পরিণয়।
তাহার সন্তান কৈল তিন মহাশয়॥

তার মধ্যে জ্যেষ্ঠভাব রামনারায়ণ।
গাজনাতে বিবাহ কৈলা উত্তম করণ॥
সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তিন ঘরে করণ প্রকাশ।
জমিদারী গেলে কৈলা বাগডুলী বাস॥
তস্য পুত্র গঙ্গারাম মেলে না পাইয়া।
নীচে বিবাহ করি গেল নির্ব্বংশ হইয়া॥
হরিরাম তস্যানুজ শুনহ উচিত।
ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি নহে প্রজ্বলিত॥
প্রত্যেক করণ সব সগুণ লিখিতে।
বিস্তর বাহুল্য হয় না লিখি তাহাতে॥
এবে কহি আর সব জ্ঞাতিগণ কথা।
শ্রেষ্ঠভাবে যেই জন রহিলেক যথা॥
গরুড়ধ্বজ বাণেশ্বর দুয়ের সন্তান।
যে যে স্থানে রহিলেন ত্যজিয়া স্বস্থান॥
জানকীনাথ পত্র-নবিশ এই বংশজাত।
নানাবিধ বিদ্যাবন্ত নানা শাস্ত্র জ্ঞাত॥
খোস-নবিশ বড় তাহা পাতসা জানিয়া।
রাখিলেন দিল্লীশ্বর মুন্সীগিরী দিয়া॥
বাদসাহী মুলুক পরে যাহার কলম।
এ হেন চাকুরীযোগ্য হয় কোন জন॥
তাহার সন্তান এক হরিহর রায়।
হরিহরা গ্রামে তার ছিল পূর্ব্বাশ্রয়॥
যার কীর্ত্তি মূর্ত্তিমান অদ্যাপিও লিখে।
সৎকরণান্বিত জানে সর্ব্বলোকে॥
সেই বংশোদ্ভবগণ স্বস্থান ত্যজিয়া।
রামনগর রৈল কেহ কাটাপুখুরিয়া॥
আর যত জ্ঞাতি কেহ পাথরালে গেল।
কেহ বা মালঞ্চী, শিঙ্গা, বসত করিল॥

গাঁড়াদহ, নন্দনগাছি, ফতেউল্লাপুর।
পলাশবাড়ী, ফিলগঞ্জ গেল কেহ দূর॥
ঘুড়কা সারিয়াকান্দী, গব্‌বরা গ্রাম।
উদ্দিঘরি, বালিয়াপাড়া এই সব নাম॥
এই ত শোলকুপা নাগ রৈল যে যে স্থানে।
উত্তম মধ্যম ভাব কনিষ্ঠবিধানে॥
আদি মূলভাবে পূর্ব্বাবধি সৎকরণ।
এবে ভাব নষ্ট কৈল কোন কোন জন॥
তথাপি সর্পের যেন খোলস বদলাইলে।
পুনশ্চ নূতন কায় সর্ব্বলোকে বলে॥
এবে কহি জটাধর নাগের সন্তান।
স্বরগ্রামে বাস কৈল সমাজপ্রধান॥
সোণাবাজু জমিদারী ভাগ্যবান্ অতি।
প্রধান করণ সব ধর্ম্মকার্য্যে মতি॥
সেই বংশোদ্ভব মধ্যে ছিল রূপ রায়।
যাহার মহিমা যশ অদ্যাপি ঘোষয়॥
নাগ মধ্যে রূপ রায় আর সব ধোঁড়া।
শোলকুপার নাগ যেন বিষাতিয়া বোড়া॥
বিষাতি বোড়ার বিষ নীচ মুখে ধায়।
তাহার তুলনা নহে বলি সরগাঁয়॥
স্বরগ্রামি মধ্যেতে নাগেন্দ্র মাত্র ছাড়া।
আর যত নাগ তার ভাব কিন্তু বোড়া॥
এ কথা কহিলা মাত্র নেউগী গোপী রায়।
রূপ রায়ের ভগ্নীপতি সাক্ষী কৈল তায়॥
কিন্তু মেধী খোজাপাড়া আর মচমলি।
প্রধান মর্য্যাদা ভাব জানিবা সকলি॥
নাগেন্দ্র সন্তান কেহ মেদোবাড়ী বাস।
যাহার মহিমা যশ ভূতলে প্রকাশ॥

প্রধান প্রধান কার্য্য নিরাবিলে কৈল।
সিদ্ধতুল্য ভাব মান মর্য্যাদা বাড়িল ॥
চাকুরী প্রধান কৈল মহিমা অপার।
স্বরগ্রামী নাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা যার ॥
আর এক কহি মাত্র নাগ ডাঙ্গাপারা।
করণ-গৌরবে মাত্র হইলেন খাড়া ॥
সমাজের মধ্যে তার হইল গণন।
নির্ম্মল প্রধান কুলে দান ও গ্রহণ ॥
গশোবাড়ী মধ্যে শুন নাগ দুই জন।
ভাব রক্ষা মতে কৈলা উত্তম করণ ॥
আর সব নাগগণ রহিল জড়িয়া।
চলিতে না পারে কেহ হামাগুড়ি দিয়া ॥
আড়ানিয়া নাগ পরে পটী মধ্যে আইল।
দৈবে কেহ সংকরণে গণনা হইল ॥
নরণিয়া, শিথলিয়ার নাগ কষ্টভাব।
আদি কুলজীতে তার নাহিক প্রস্তাব ॥
এই ত করিনু সব নাগের বর্ণন।
ইহা বহির্ভূত নাগ জান অকারণ ॥

সিংহঘর।

সিংহ সাধ্যভাব, শুনহ প্রস্তাব,
বারেন্দ্র-মিছিলে গতি।
শুন শুন আর, বাৎস্যগোত্র তার,
অশেষ গুণের ভাতি ॥
আপ্নুবত ঔর্ব্ব, চ্যবন ভার্গব,
জামদগ্ন্য প্রবরস্থ।
ব্যাস সিংহ দাস, করতোয়া বাস,
উত্তম সজ্জনে বশ ॥

সিংহের মধ্যেতে, আছিল বিখ্যাত,
দেবতা করিল বশ।
বর মাঙ্গিল, পঞ্চ পুত্র হইল,
শুনহ তাহার যশ ॥
মাদ প্রভাকর, মদন শ্রীধর,
গঙ্গা গোবিন্দ আর।
গুণ সে সবার, মহিমা অপার,
কহি এবে সবিস্তার ॥
কেহ করতোয়া, স্বস্থানে রহিয়া,
কেহ বা জজানকাঁদি।
গুণে অতুলন, সুনাম কীর্ত্তন,
নাহি পায় অন্ত আদি ॥
গঙ্গা গোবিন্দ নাম, (১) অতি অনুপম,
অশেষ গুণের নিধি।
পরীক্ষিত দিয়া, বারেন্দ্রে রহিয়া,
মহিমা অশেষ বিধি ॥
আদি কুলজীতে, ব্যাখ্যা নানা মতে,
লিখিছে এ সব ধাম।
দৈবনিধি হইল, মহিমা বাড়িল,
চৌঁয়ার সিংহের নাম ॥
নন্দী চাকী দাসে, প্রধান ঘরে সে,
নিরাবিল কার্য্য মত।
করণগৌরবে, প্রধান উত্তবে,
চলিল উত্তম মত ॥

(১) কেহ কেহ ইহাকে পরীক্ষিৎ সিংহও বলিয়া থাকেন।

দেবীদাস-সুতে, মহিমাপুরেতে,
প্রথম করণ কৈল।
সেই শুভ-কাজে, বারেন্দ্র-সমাজে,
পরম যতন হৈল ॥
মহিমাপুরের গুণ বিস্তারের,
পরশ-পাথর প্রায়।
যাহাতে পরশে, লোহা তামা কাঁসে,
সকলি কাঞ্চন হয় ॥
সব সিংহ কষ্ট, চৌরা হৈল শ্রেষ্ট,
করণ গৌরব করি।
মূলে যত ছিল, বিলুপ্ত হইল,
লইতে লইতে কড়ি ॥
মূলজ জানিয়া, এবে উধুলিয়া,
হইল চলন ঘর।
যাহা কিছু জানি, লিখিলাম বাণী,
শুনহ কায়স্থবর ॥
আছয়ে প্রবাদ, শুনহ সংবাদ,
উত্তর-রাঢ়ী-সমাজে।
শ্রীঅনাদি বর, তার বংশধর,
ব্যাসসিংহ-বংশ মাঝে ॥
সেত পানাহার, না করে স্বীকার,
একদা বল্লাল ঠাঁই।
করাত প্রহারে, ব্যাসসিংহ শিরে,
ছেদিতে বলিলা তাই ॥
সেই সে কারণে, তারে সর্ব্বজনে,
করাতিয়া আখ্যা দিল।
পেয়ে তার নাম, খ্যাত সেই গ্রাম,
যথা সে বাস করিল ॥

সেই সমাজেতে, কহে যেই মতে,
কহি এবে শুন তাই।
ব্যাসসিংহের হয়, চারটী তনয়,
গঙ্গাগোবিন্দ তার ভাই ॥
বঙ্গভূমে আর, কহিছে বিস্তার,
সে গঙ্গাগোবিন্দ গেলা।
বারেন্দ্রেরা কহে, গঙ্গা ভাই নহে,
ব্যাসের পুত্র সে ছিলা ॥

দেববংশ।

শুনহ দেবের আদি করি নিরূপণ।
কর্ণসোণার দেব হইল বারেন্দ্র গণন ॥
শিখিধ্বজ আগে বঙ্গে করে আগমন।
শ্রীকেশব দেব তার বংশধর হন ॥
সাধ্য মধ্যে ব্যাখ্যা হৈল এক দেব নাম।
তাহার সন্তান তিন অতি অনুপম ॥
শ্রীধর ও বুধদেব কুলদেব আর।
দেবতুল্য করণ হইল তা সবার ॥
বুধদেব কুলদেব বারেন্দ্রে রহিল।
সাধ্য মধ্যে দুই ঘর প্রসিদ্ধ হইল ॥
আলম্যান গোত্র তিন প্রবর নিশ্চয়।
আলম্বায়ন শালঙ্কায়ন শাকটায়ন হয় ॥
যখন বল্লাল রাজা পটী বদ্ধ কৈল।
কোন ক্রমে মহারাজ নিতে না পারিল ॥
ইহা শুনি ভৃগুনন্দী আনিয়া তাহারে।
সাধ্য মধ্যে রাখিল করণ চলিবারে ॥
সে বংশে বানাধিপতি গুণাকর নাম।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ অতি গুণধাম ॥

সেই সে দেবের আদি শুনহ বিস্তার।
তারাগুণা বাস কৈল মহিমা অপার॥
রাধাবল্লভ চৌধুরী সেই বংশে হয়।
করিল অনেক কার্য্য বারেন্দ্র আশ্রয়॥
গণিবা পটীর মধ্যে এই দেবঘর।
কার্য্য তার মত ব্যাখ্যা জানিবা বিস্তর॥
এই ত ঢাকুরী মধ্যে শুনিল নিশ্চয়।
কাকদহ হিড়িম্‌দিয়া আর চিথলায়॥
অন্য সব জ্ঞাতিগণ অন্য ভাবে গেল।
কুলদেব-সন্তান সব কষ্ট হইল॥
আর এক কহি শুন দেব অনুপম।
চড়িয়াগ্রামেতে বাস শুকদেব নাম॥
শুকদেবের পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার যশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কীর্ত্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তার পুত্র চাকুরিয়া নবাব-সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
পিতামহ কার্য্য কৈল বারেন্দ্র-আশ্রয়॥
নিরাবিল কার্য্য সব করিতে লাগিল।
দাস, নন্দী, চাকী সব অন্নভুক্ত হইল॥
তাহার সন্তান সব বাড়িল সম্ভ্রমে।
বাহান্ন লক্ষের কর্ত্তা পুরুষানুক্রমে॥
তাড়াশ-বাসী দেব করণে প্রধান।
সর্ব্ব ঘর ব্যাপ্ত হইল পাইল সম্মান॥
তার পর কহি এক দেবপরিপাটী।
আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈল বর্দ্ধনকুঠী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিল চাতুরী।
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী॥

যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালায় আইল।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিল॥
ক্রমে ক্রমে পূর্ণলক্ষ্মী প্রচুর হইল।
হস্তিনিশি রাজটীকা বাদশা করিল॥
তাহার সন্তান হৈল কুমুদানন্দন।
তস্য পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্‌গুণ॥
মনোহর তৎপুত্র তার পৌত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্য পুত্র গিরিধারী॥
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈল।
কুলীন-সমাজ মাঝে মর্য্যাদা পাইল॥
নিরাবিল সিদ্ধঘরে হইল করণ।
সেই অনুসারে দেব হইল চলন॥
এই কহিলাম তিন দেবের বিস্তার।
ইহা বহির্ভূত দেব নাহি ব্যবহার॥
তবে যদি কোন দেব পটী মধ্যে হয়।
তাহাকে করিবে শঙ্কা অপদেব প্রায়॥

দত্তবংশ।

দত্ত সাধ্য ঘর তার শুন বিবরণ।
যখন বারেন্দ্রপটী হইল গঠন॥
মৌদ্‌গল্যগোত্র দত্তবংশের ভিতর।
বন্ধুলা কুশিক আর কৌশিক প্রবর॥
চ্যবন ভার্গব ঔর্ব্ব সহিত নিশ্চয়।
জামদগ্ন্য আপ্নুবত মতান্তরে কয়॥
সৌপায়ন মৌদ্‌গল্য বাৎস্যগোত্র আর।
সমান প্রবর কেহ কহে বা বিস্তার॥
কাউননাড়ী, বটগ্রামী দুই দত্ত মূল।
করণের তারতম্যে ব্যাখ্যা হইল কুল॥

আদিবংশে যে মিছিল কার্য্য যত ছিল।
ধনহীন হইয়া সব বিলুপ্ত হইল॥
বটগ্রামী দত্ত মধ্যে নারায়ণ নাম।
পুরুষোত্তমের বংশ অতি গুণধাম॥
বল্লালের সাথে বঙ্গে আইলা সে পরে।
তথায় চাকুরী কৈলা রাজ-দরবারে॥
লক্ষ্মণের রাজ্য মধ্যে শুনহ নিশ্চিত।
সান্ধিবিগ্রহিক-পদে হইলা মনোনীত॥
যবে ভৃগুনন্দী কৈলা পটীর বন্ধন।
বারেন্দ্র-সমাজে সেই মিলিল তখন॥
তেয়াগিয়া বটগ্রাম আর নিজ বাসে।
রাধানগর বাস কৈল মনের হরিষে॥
সেই বংশে কেহ শত করণ করিল।
মধ্যম ভাবেতে তারা পরিচিত হইল॥
এবে সবে লোপ পাইল হয়ে ধনহীন।
কাহারো নির্ব্বংশ হইয়া না রহিল চিন॥
কাউননাড়ী দত্ত কেহ ছিল রহিমপুরে।
পূর্ব্বে কিছু ভাল কার্য্য ছিল সব ঘরে॥
সম্প্রতি চতুর্থ পক্ষ পুরুষ ক্রমেতে।
মন্দাগ্নি না হইল কড়ি লইতে লইতে॥
অতএব দত্ত ঘর গোলেতে ঠেকিলা।
পটীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিলা॥

উপসংহার।

এহ ত কহিনু সপ্ত ঘরের আদি মূল।
তিন ঘর সিদ্ধকুল হয় সমতুল॥
সাধ্য চারি ঘর মধ্যে আছে তারতম।
সিদ্ধতুল্য নাগ-ঘর জানিবা নিয়ম॥

তৎপর মধ্যবিত্ত সিংহকে জানিবা।
তাহা হইতে নীচভাব দেবকে গণিবা॥
দত্তই দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ভাবে সপ্ত ঘরের নির্ণয়॥
করণ তাৎপর্য্য হেতু জানিবা এ মূল।
ছোট বড় মধ্য ভাব হয় এ সকল॥
আদি মূল সমাজস্থান বুঝায় কারণ।
সপ্ত ঘর সিদ্ধসাধ্য লিখি নিদর্শন॥
পটীর বন্দেজ যবে হইতে লাগিল।
এই সপ্তঘর মাত্র সামাজিক হইল॥
আর আর যত দেখ সপ্ত ঘর ছাড়া।
অন্যান্য পটী হইতে হইলেক খাড়া॥
তাহার বিস্তার কিছু লেখা ভাল নয়।
প্রধানে করণ করি যশোমান লয়॥
লিখিলেও নিন্দা হয় শুন সর্ব্বজনে।
না লিখিলে ভাব সব জানিবা কেমনে॥
দাস নন্দী চাকী নাগ সিংহ দেব ছয়।
অন্য পটী হৈতে আসি এই দায় দেয়॥
জ্ঞাতি বিচারিতে সেই অন্য পটী মিশে।
কার্য্য প্রয়োজন সর্ব্ব ঘরেতে প্রকাশে॥
পরস্পর নিন্দা করে অন্য পটী বলে।
যাতনিক হইয়া কিন্তু সব ঘরে চলে॥
সংগ্রহকৃত ঘরের তিন ভাব হয়।
উত্তম মধ্যম ও নিকৃষ্ট তিন কয়॥
এই নষ্ট ভাবে হইল কতকগুলি ঘর।
নিশানা পটীর মধ্যে নাহি সব তার॥
করণগৌরবে কেহ ভাবোত্তম হইল।
কেহ বা মধ্যমভাবে সর্ব্বত্র চলিল॥

যার যথা ভাল মন্দ করণ বলিতে।
নিন্দা, বাদ, হয় জন্য নারিনু লিখিতে॥
আদি ঢাকুরীতে মাত্র সেই অভিমত।
বিস্তার আছয়ে নিন্দা কার্য্য ক্রটী যত॥
সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন।
করিতে অশক্ত হয় শুন সাধু জন॥
এ কারণে ভাব ক্রিয়া যেরূপ চলিত।
লিখিলাম তার সব সংক্ষেপে কিঞ্চিত॥
সপ্ত ঘরের আদি মূল করণ তারতম।
ইহাতে বুঝিবা পূর্ব্ব ভাবের গঠন।
করণ তাৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা।
দান-গ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা॥
যদি থাকে আদি মূল ভাবে ভাল হয়।
দান-গ্রহণ দিয়া কুল কুলজীতে কয়॥
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্ত স্বর্ণে পূরে রসানে মার্জ্জন॥
সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে তুল্য প্রধান করণ।
জাম্বুনদ হেম যেন উজ্জ্বল বরণ॥
সিদ্ধ যদি প্রধান নাগেতে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন নহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভব মাত্র জানিবা বিধান॥
দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্র যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়॥
এই ত কহিল ভাব কুলজ-করণে।
অমূলজে কুলনাশ জান সর্ব্বজনে॥

সিদ্ধ বিনা ক্রটী হয় অতীব প্রধান।
ক্ষতবিগ্রহের প্রায় না থাকে সম্মান॥
সাধ্য ঘরে হয় তার মর্য্যাদার হ্রাস।
সিদ্ধের প্রধান ক্রটী বড় সর্ব্বনাশ॥
দৈবে যদি সিদ্ধঘরে এক ক্রটী হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্যযোগ্য নয়॥
এইখানে করিয়া এই গ্রন্থ সমাপন।
প্রকাশক নিজে কিছু করে নিবেদন॥

দেবীদাস খাঁ।

বর্ত্তমান পাবনা জেলায় পুলিশ-ষ্টেসন সাহাজাতপুর ও পরগণে ইসফসাহীর ...য়ে প্রসিদ্ধ পোতাজিয়া(১) গ্রাম। এই স্থানই মহাত্মা দেবীদাস খাঁর জন্মভূমি।

---

(১) পোত-শব্দে গৃহস্থান। পোতা বলিলে দেশজ অর্থে গৃহ নির্ম্মাণার্থ উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ ...যায়।

...পূর্ব্বে এই স্থানটী অতিশয় নিম্ন ছিল। কেবল এই স্থান নহে, চতুর্দ্দিকে বহুদূর লইয়া ...বৃহৎ বিলের মধ্যস্থ ছিল। উহার একদিকে করতোয়া-মিশ্রিত আত্রেয়ী নদীপ্রবাহ ...নামে ও অপর দিক্ দিয়া করতোয়া-স্রোত হুরাসাগর নামে প্রবাহিত হইয়া যমুনা বা ...নদীর সহিত সম্মিলিত ছিল। তৎকালে পোতাজিয়া হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত স্থান ...জলভাগে পরিণত থাকা প্রতীয়মান হয়।

...পূর্ব্বতন সময়ে ঐ নিম্নভূমির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে মৃত্তিকা খনন দ্বারা উন্নত করতঃ তদুপরি ...নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ঐ সকল উন্নত স্থান বিভিন্ন স্থলে নির্ম্মিত হওয়ায় বিভিন্ন নামকরণ ...। এখনও বুড়ী পোতাজিয়া, বু পোতাজিয়া প্রভৃতি নাম প্রায় দুই মাইল স্থান মধ্যে বিদ্য-...মান আছে।

...এখন মাঠের মধ্যে বুড়ী-পোতাজিয়া নামক যে নিম্ন স্থান আছে, তথায় পূর্ব্বে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ...পোতাজিয়া ছিল। উক্ত স্থান নদীস্রোতে ভগ্ন হওয়ার পর বর্ত্তমান পোতাজিয়াতে লোকা-

বারেন্দ্র-সমাজের কুলনিয়ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা ভৃগুনন্দীর পুত্র মাধবের বংশে দেবীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগদানন্দ রায়। পিতামহের নাম আনন্দচন্দ্র রায় ও প্রপিতামহের নাম কাশীশ্বর রায়। কাশীশ্বর রায়, ... সুপণ্ডিত ও তাপস, তদানীন্তন গৌড়ের পাতসাহ সরকারে "রায় রায়ান" ছিলেন। শেষাবস্থায় বিষয়াদি পরিত্যাগ করিয়া জপতপে দিনাতিপাত করিতেন।

লয় নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান পোতাজিয়াও নিম্নভূমি হওয়ায় এস্থলেও স্থানে স্থানে মৃত্তিকায় ... উন্নত করিয়া বসতি আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে বালুকারাশির দ্বারায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ... হইলেও প্রাচীন অবস্থা বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে এই প্রদেশের বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পদ্মা বা যমুনা নদীর শাখা প্রশাখা সকল এই প্রদেশের জলভাগের সহিত কিয়ৎকাল মিশ্রিত ছিল না। ... নগরীতে রাজধানী সংস্থাপিত হইলে, নবাব ইস্‌মাইল খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকা গমনাগমনের সুবিধার জন্য, মহানন্দা হইতে কতিপয় খাল কাটিয়া বিলের সহিত সংযোগ করিয়া দেন। ... খাল সংযোগের কালে বর্ত্তমান পাবনা সহরের মধ্যস্থ ইশামতী বা ইছামতী নদীর ... হইয়াছে। ইশা খাঁর নামানুসারে নদীর নামকরণ হয়। এই ইছামতী নদী পোতাজিয়ার ... হুরাসাগর ও আত্রেয়ী স্রোতের সহিত সংমিলিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পোতাজিয়া গ্রামে কোন সময়ে বসতি আরম্ভ হয় তাহা অনুমাণ দ্বারা কতকটা ... হইতে পারে। বর্ত্তমান পোতাজিয়া হইতে এক মাইল দূরে "খাঁ রায়ের পুষ্করিণী" ও নামায় ... স্থান বর্ত্তমান আছে। দেশের গ্রাম্য ভাষায় উচ্চারণের তারতম্য হেতু উক্ত পুষ্করিণী "খাঁরায়ের" পুষ্করিণী নামে কথিত।

এখন গ্রামে যে নবরত্ন নামক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাত্র ও বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে তাহা দেবী দাসের অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীকান্ত রায়ের পুত্র রায় রায়ঞা গোবিন্দরাম ... নির্ম্মিত হয়। গোবিন্দরাম ও পিতৃব্যগণের সন্তান সন্ততিগণ নবরত্ন পাড়ার রায় নামেই পরিচিত। উক্ত নবরত্ন নির্ম্মিত হওয়ার পর গোবিন্দরামের বসতি পাড়াটী "নবরত্ন পাড়া" নামেই খ্যাত ... আসিতেছে।

ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র কানুর বংশে মথুরানাথ সরকার ও শিবের বংশে ভবানীশঙ্কর ... উক্ত গোবিন্দরামের সমকালেই বিদ্যমান ছিলেন। মথুরানাথ ও তাঁহার জ্ঞাতিগণের বসতি ... সরকার পাড়া এবং ভবানীশঙ্কর ও তাঁহার জ্ঞাতিগণের বসতি পাড়া রায় পাড়া নামে ঐ সময় হইতে পরিচিত আছে।

গ্রামের এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বর্ত্তমান পোতাজিয়াতে কোন সময় হইতে ...

দেবীদাস খাঁর পিতা জগদানন্দ রায় যবন-রাজসংসারে বিষয়কর্ম্ম করিয়া-ছিলেন। ইনি বিদ্বান্ ও নানাবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। জগদানন্দ রায়ের ... পুত্রের বিষয় ঢাকুরগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"যে বংশে জন্মিয়াছিল কাশীশ্বর রায়।
ঈশ্বর হইলা বশ যার তপস্যায়॥
অসীম অনন্ত গুণ পরম বিদ্বান্।
তস্য পুত্র জগদানন্দ গুণে অনুপাম॥
তস্য পুত্র পঞ্চ তার শুনহ বিস্তার।
রমাকান্ত গোপীকান্ত দেবীকান্ত আর॥
সর্ব্বানুজ ভবানীকান্ত একপক্ষে হয়।
পক্ষান্তরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলা রূপরায়॥"

ঢাকুরগ্রন্থে জগদানন্দ রায় কাশীশ্বর রায়ের পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু আমাদিগের সংগৃহীত পুরাতন কুর্শীনামা ও স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যা-বিনোদবারিধি মহাশয়ের মুদ্রিত কুর্শীনামায় জগদানন্দ রায়, মহাত্মা কাশীশ্বর রায়ের পৌত্র বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। ঢাকুরে পৌত্র-স্থলে লিপি-প্রমাদে পুত্র লিখিত হওয়াই সম্ভবপর।

ঢাকুরে যিনি দেবীকান্ত নামে অভিহিত, তিনিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের দেবীদাস খাঁ। ঢাকুরের উক্তি অনুসারে রূপরাম ১ম পুত্র ও দেবীকান্ত বা দেবীদাস ৪র্থ পুত্র। কিন্তু কুর্শীনামানুসারে দেবীদাস পঞ্চম পুত্র। যাহাই হউক, মহাত্মা

... হয়, তাহা স্থির করা যাইতে পারে। গৌড়ের সিংহাসন মুসলমানগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, ...মানগণের অত্যাচারভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণরাঢ়ে পলায়ন করেন এবং ...গুলি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রশস্ত বিলের মধ্যস্থ ভূভাগে বসতি করেন; প্রাচীন পোতাজিয়াতেও ... কায়স্থ যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান ছিল। কায়স্থগণ মধ্যে ভৃগুর বংশীয় ব্যক্তিগণ বহু ...পরিমাণে এই স্থানে বসতি করেন।

প্রবাদ আছে যে, গোবিন্দরাম পদচ্যুত হওয়ার পর নবাব ঢাকা হইতে রাজমহল গমন সময়ে ... নবরত্ন মন্দির দূর হইতে সন্দর্শন করিয়া মগ-সৈন্যের দ্বারা উহার শিরোদেশ ভগ্ন করাইয়া-...ছেন। প্রবাদের মূলে যাহাই হউক, যবনস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সেই মন্দিরের আর সংস্কার ... নাই।

জগদানন্দ রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে রূপরাম রায় ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে রমাকান্ত, গোপীকান্ত, দেবীদাস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

মহাত্মা জগদানন্দ রায় পুত্রগণকে তদানীন্তন রাজকীয় ভাষা ও রাজকীয় কার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। পুত্রগণকে রাজকীয় কার্য্যে ব্যুৎপন্ন করা, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। পুত্রগণ সকলেই পিতার উপদেশ মত বি... শিক্ষা করিতেন। শৈশবকালেই দেবীদাসের প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি আরব্য, পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষার সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ আর... করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকায় তিনি প্রায় পঞ্চ... বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে আরব্য ও পারস্য ভাষার কয়েকখানি গ্রন্থ ও ব্যাকরণ ... করেন। জগদানন্দের বাটীতে ও গ্রামের অন্যান্য প্রধান কায়স্থের বাটী... মৌলবী বা কায়স্থজাতীয় সরকার কর্ত্তৃক পারস্য, আরব্য ও বাঙ্গালা ভাষা শি... দেওয়া হইত। প্রতিবেসিগণের পুত্রগণ ইচ্ছা মত ঐ সকল স্থানে শিক্ষা... করিতে পারিত। পোতাজিয়া গ্রাম প্রাচীন সময় হইতেই কায়স্থ-প্রধান ... ছিল বলিয়া এইরূপ শিক্ষালাভের সুবিধা ছিল। তৎকালে উক্ত গ্রামে যে দে... ঐরূপ বিদ্যার আলোচনা হইত, এমত নহে। ক্রমে যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ... করিতেন, তাঁহারা স্ব স্ব বাটীতে টোল করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে... জগদানন্দ রায় পুত্রগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার প্রয়াস না পাইলেও, দেবীদাস ... ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকায় ইহা... ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সহপাঠিগণ আরব্য ও পারস্য ভা... দক্ষতার জন্য তাঁহাকে "মৌলবী" ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি থাকায় ... তাঁহাকে "ভট্টাচার্য্য" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার কিশ... বয়ঃক্রম কালে সাধারণের নিকট নানা ভাষার পাণ্ডিত্যের কথা প্রচার হয়। ... সময় যে সকল রাজকর্ম্মচারী ঢাকা হইতে রাজমহলে গমনাগমন করিতেন, তাঁ... পোতাজিয়াবাসী রাজকর্ম্মচারিগণের আতিথ্য স্বীকার করিতেন। ঐ সকল রা... কর্ম্মচারিগণ দেবীদাসের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া সবিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন ... তাঁহারা দেবীদাসকে শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ উৎসাহে তাঁ... উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যাশিক্ষার স্পৃহা ক্রমেই বলবতী হইয়াছিল। ঐরূপ রাজ... ...গণের সহিত পিতা বা আত্মীয় কুটম্বের কথা বার্ত্তা হইলে, তিনি আগ্রহাতিশয়-সহকারে ঐ সকল বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক চিন্তা করিতেন। এইরূপ সংমিশ্রণ ও ...বার্ত্তাশ্রবণে তৎকালের লোকে দেশের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাশীল হইতেন এবং বহুদর্শিতা দ্বারা কার্য্যদক্ষতা লাভ করিতেন।

দেবীদাসের পিতা জগদানন্দ রায় মিতাচারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পিতামহ কাশীশ্বর রায়ের ন্যায় ইনিও তাপস পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শেষাবস্থায় পূজা আহ্নিক ও জপতপে এবং পুরাণাদি শ্রবণে সময় অতিবাহিত করিতেন। পিতার এই দৃষ্টান্ত দেবীদাসের পক্ষে শুভজনক হইয়াছিল। দেবীদাস ...গাদি রাজকীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও সংস্কৃত ভাষা আলোচনার দ্বারা ও পিতার দৃষ্টান্তে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত ছিল। তিনি রাজকর্ম্মচারিগণের ...ত রাজকীয় তথ্যের আলোচনা ও পারস্যাদি ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় ও ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রাদির চর্চ্চায় বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন।

দেবীদাসের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপরাম রায় পারস্যাদি রাজকীয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। রূপরাম রায় পিতার অনভিমতে বিবাহ করিয়া, পিতার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন রূপরাম পিতার বিরাগভাজন হইয়া ঢাকা-রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক নবাব-সরকারে একটী রাজপদে নিয়োজিত হইয়া পোতাজিয়ার নিকটবর্ত্তী ভূতিয়া নামক স্থানে বাস করেন। এই সময় দেবীদাস নবাব-দরবারে বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার জন্য পিতার নিকট অভিলাষ প্রকাশ করেন। ...পিতা তিনি রূপরামের প্রতি এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অপর পুত্রগণের ...মধ্যে কেহ তাঁহার সংশ্রবে গমন না করে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল।

এইরূপে দেবীদাসকে দীর্ঘকাল আর বাধা সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার ...বয়স যখন ২০।২২ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এ সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ রমাকান্ত, ও গোপীকান্ত বিদ্যমান থাকিলেও তিনি একরূপ স্বাধীন ...ছিলেন। রমাকান্ত[1] ও গোপীকান্ত নবাব-সরকারে কিয়ৎকাল উমেদারী

(১) সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক যে গোপীকান্ত রায় কাননগো-দপ্তরে প্রবেশলাভ ...করিয়া "নৈষ্ঠী" খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি সে গোপীকান্ত নহেন।

করিয়া বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয় বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করায় দেবীদাসের সংসারের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। দেবীদাসের বিদ্যাবুদ্ধি-সন্দর্শনে নবাব সরকারের সকল ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেবীদাসের ইচ্ছা—তিনি কিছুদিন রাজদরবারে থাকিয়া সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন এবং রাজদরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত মিশিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিতে থাকেন।

মহাত্মা দেবীদাস খাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, পদগৌরব ও কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে চাকুরগ্রন্থে লিখিত আছে—

"তথা হইতে দেবীদাস খাঁ মহাশয়।
রহিলা মহিমাপুরে জাহ্নবী আশ্রয়॥
প্রধান চাকুরী কৈলা নবাব-সরকারে।
বিদ্যাবুদ্ধি কুলশুদ্ধ উত্তম আচারে॥
উত্তম সমাজ মধ্যে উত্তম গণনা।
উত্তম কায়স্থ ব্যাখ্যা করে সর্ব্বজনা॥
পারস্য বাঙ্গালা শাস্ত্র-ব্যাকরণ আদি।
আরবী পারসী হিন্দী বিদ্যা নানাবিধি॥
যতেক মহিমা তাঁর লিখা নাহি যায়।
দেবতুল্য বাক্য হইল কায়স্থ-সভায়॥
বার ঘর কায়স্থ তেঁহ সংগ্রহ করিয়া।
উত্তমের তুল্য পদ দিলা বাড়াইয়া॥
সর্ব্বার্থে উত্তম বটে উত্তম কুলক্রিয়া।"

দেবীদাসের সময় সামাজিক দলাদলী বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সমাজের কতিপয় ব্যক্তি যবন-রাজসংসারে বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিপত্তি হইতেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার বিস্তার হইয়া পড়ে। এ দেশের লোকের রাজশক্তি হস্তচ্যুত হওয়ার পর, সামাজিক বিষয় এক মাত্র "ভড়ন পাড়ন" ছিল। এ জন্য এ দেশের লোক সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কারণে কোন সমাজই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ লাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, দেবীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপরাম রায় পিতৃ-অনুমতিতে বিবাহ করিয়াছিলেন। এ জন্য গ্রামে পিতৃপক্ষ ও পুত্রপক্ষ দুই দল হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে ভৃগুর অন্যতম পুত্র শিবনন্দীর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি দিল্লী-রাজধানীতে বিষয়কর্ম্ম করিয়া পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ-কন্যার পাণি-পীড়ন করায়, গ্রামে প্রবল ও দুর্ব্বল দুইটী দলে যথেষ্ট দলাদলী চলিয়াছিল। এই-রূপ দলাদলী অন্যান্য স্থানের সমাজেও ছিল না, এমত নহে। এই প্রকার দলাদলীতে দেবীদাস খাঁ চিন্তিত হইয়াছিলেন ও সমাজের পক্ষে যে উহা অনিষ্টদায়ক, তাহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি স্বীয় সমাজের মধ্যে ও কায়স্থ-সমাজ মধ্যে শান্তি-সংস্থাপনের ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি স্বীয় সমাজের তদানীন্তন অবস্থাদিও বিলক্ষণরূপ আলোচনা করেন।

বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজে তৎকালে বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনের পথ অনেকটা সংকীর্ণ হইয়াছিল। যে কয়েক ঘর লইয়া সমাজের অস্তিত্ব, তাহার সংখ্যা কতিপয় কম ছিল। সমাজে তৎকালে যে প্রকার কঠিন প্রণালী অবলম্বিত হইত, তদ্দৃষ্টে বংশবৃদ্ধির সহিত আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত না হইয়া সংকীর্ণই হইতেছিল। এখন দেখা যায়, যে সমাজের মধ্যে কোন ব্যক্তি আদান-প্রদানের ত্রুটিবশতঃ সমাজের নিকট নিন্দিত হইলেও তাহাকে সমাজ হইতে এককালে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু দেবীদাসের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্ব সময়ে সমাজের এ অবস্থা ছিল না। তৎকালে কোন ব্যক্তি সমাজবদ্ধ ও আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ ঘরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে, তাহাকে একঘরিয়া হইতে হইত অথবা সমাজ হইতে তাহার নাম কাটা পড়িত। যিনি কোন কারণে সমাজবদ্ধ ঘর পরিত্যাগপূর্ব্বক আদান প্রদান করিতেন, তাঁহার সহিত সমাজবদ্ধ ঘরের কেহ আহার ব্যবহার বা আদান প্রদান না করে, তজ্জন্য সামাজিকগণ বিশেষরূপ যত্ন করিতেন। তাঁহাদিগের এইরূপ যত্ন সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা যে বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই প্রকার উদ্যম অবলম্বন করিতেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সমাজের ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্যহেতু বিদ্বেষের ভাব অতি প্রবল হইয়া পড়িত। কেবলমাত্র সামাজিকতার পথে বৈরনির্যাতনের অভিলাষ হইত এমন নহে। রাজনৈতিক পথও পরস্পরের প্রতিযোগিতায় পূর্ণ হইত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনী উহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল।

সমাজের ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়াই দেবীদাসের ন্যায় বহুপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমাজ-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কায়স্থজাতি বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রাধান্যহেতু তৎকালে সকলেই সমাজ-সমন্বয়ের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তৎকালে সমস্ত সমাজেই "নানা মুনির নানা মত" সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রকারের নানা মত রাজশক্তির দ্বারাও সহজে ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এমত বোধ হয় না। এই সকল কারণে অন্য সমাজের কথা দূরে থাকুক, স্বকীয় সমাজের একটা সার্ব্বজনীন সমন্বয় করাই তাঁহার পক্ষে অনেকাংশে অতি কষ্টকর হইয়াছিল।

দেবীদাসের এই সমাজসমন্বয়-স্পৃহার মূলেও কেহ কেহ স্বার্থপরতা দোষ আরোপ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহার স্বার্থপরতার কথা এই, যে তিনি যৎকালে রাজসরকারে প্রধান কর্ম্মচারী, সে সময় চৌয়ার সিংহবংশীয় জনৈক ব্যক্তি রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। রাজকার্য্য-বশতঃ উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সিংহজ একদা দেবীদাসের ভবনে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক খাঁ মহাশয়ের পুত্রটী সন্দর্শন করায় তাহার সহিত সিংহের নিজ কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে সমধিক প্রীতি ও সদ্ভাব থাকায় সিংহ স্বীয় কন্যার সহিত খাঁ মহাশয়ের পুত্রটীর পরিণয় প্রস্তাব করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এ সময় বারেন্দ্রসমাজে বিলক্ষণ দলাদলী বিদ্যমান ছিল। স্বীয় পুত্রের এই প্রকারের সম্বন্ধস্থাপনে সামাজিক ব্যক্তিগণের দলাদলী কোন প্রকার কারণ হইতে পারে না; তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও তিনি সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অধিকাংশ সামাজিক ব্যক্তির অভিমতেই তিনি এই সম্বন্ধ স্থির করেন। দেবীদাসের বিদ্যা-বুদ্ধি, বিনয়, শিষ্টাচার ও উচ্চ রাজপদ-গৌরব জন্যই সামাজিকগণের সম্মতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে শত্রু কেহ কেহ ছিলেন না, এমত নহে।

এই রূপ বিবাহ-ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতিগণের সম্মতি আবশ্যক। জ্ঞাতিকুটম্বগণ বিবাহব্যাপারে সমাগত হইলে, গৌরব বৃদ্ধি হইয়া সামাজিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সিংহ দেবীদাসের ন্যায় স্বকীয় সমাজে বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণের

অধিকাংশকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। সিংহের সহিত উত্তররাঢ়ীয় বারঘর লোক এই সমস্তায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এ সময়ে বর ও কন্যা-পক্ষ মধ্যে কুলবিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বর বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ বা প্রধান ঘর। কন্যার পিতা উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলীন এবং প্রধান। এজন্য কন্যাপক্ষ হইতে প্রস্তাব হয় যে, তাঁহাদিগকেও বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধশ্রেণীতে পরিগণিত করা হউক। বারেন্দ্র-সমাজ হইতে এ বিষয়ের গুরুতর প্রতিবাদ হয়। কারণ ব্যাসসিংহের বংশ পূর্ব্বেই বারেন্দ্র-সমাজের সাধ্য-ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চৌয়ার সিংহকে সিদ্ধপদপ্রদানে ব্যাসসিংহের বংশীয় ব্যক্তিগণেরও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক কলহের পরও ব্যাসসিংহের বংশীয়গণের ও চৌয়ার সিংহ-বংশীয়গণের আদানপ্রদানের দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া চৌয়ার সিংহগণ অন্যান্য সিংহ হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্তে সমাজস্থিত ব্যাসসিংহবংশীয় ব্যক্তিগণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ-বংশীয় ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাঁহাদিগকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপ সামঞ্জস্যের কথা এই যে, চৌয়ার সিংহগণ "সিদ্ধত্ব" পদলাভ করিতে না পারিলেও তাঁহার "সাধ্য" ঘর সিংহের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন বলিয়াই পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য সিংহ-ঘর এই সময় হইতেই কষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পদ্ধতিতে লিখিত আছে ?—

"দৈবে নিধি হৈল, মহিমা বাড়িল,
চৌয়ার সিংহের নাম॥
চাকি নন্দী দাসে, প্রধান সমাজে,
নিরাবিল কার্য্য যত।
প্রধান উদ্ভব, করণ গৌরব,
চলিল উত্তম মত॥
দেবীদাস-সুতে, মহিমা পুরেতে,
প্রধান করণ কৈল।
সেই সে কারণে, বারেন্দ্র প্রধানে,
পরম যতন পাইল॥

সমাজের ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়াই দেবীদাসের ন্যায় মহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমাজ-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কায়স্থজাতি বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রাধান্যহেতু তৎকালে সকলেই সমাজ-সমন্বয়ের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তৎকালে সমস্ত সমাজেই "নানা মুনির নানা মত" দৃষ্ট হইয়াছে। সেই প্রকারের নানা মত রাজশক্তির দ্বারাও সহজে ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এমত বোধ হয় না। এই সকল কারণে অন্য সমাজের কথা দূরে থাকুক, স্বকীয় সমাজের একটা সার্ব্বজনীন সমন্বয় করাই তাঁহার পক্ষে অনেকাংশেই অতি কষ্টকর হইয়াছিল।

দেবীদাসের এই সমাজসমন্বয়-স্পৃহার মূলেও কেহ কেহ স্বার্থপরতা দোষ আরোপ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহার স্বার্থপরতার কথা এই, যে তিনি যৎকালে রাজসরকারে প্রধান কর্ম্মচারী, সে সময় চোঁয়ার সিংহবংশীয় জনৈক ব্যক্তি রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। রাজকার্য্য-বশতঃ উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সিংহজ একদা দেবীদাসের ভবনে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক খাঁ মহাশয়ের পুত্রটী সন্দর্শন করায় তাহার সহিত সিংহের নিজ কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে সমধিক প্রীতি ও সদ্ভাব থাকায় সিংহ স্বীয় কন্যার সহিত খাঁ মহাশয়ের পুত্রটীর পরিণয় প্রস্তাব করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এ সময় বারেন্দ্রসমাজে বিলক্ষণ দলাদলী বিদ্যমান ছিল। স্বীয় পুত্রের এই প্রকারের সম্বন্ধস্থাপনে সামাজিক ব্যক্তিগণের দলাদলীর কোন প্রকার কারণ হইতে পারে না; তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও তিনি সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অধিকাংশ সামাজিক ব্যক্তির অভিমতেই তিনি এই সম্বন্ধ স্থির করেন। দেবীদাসের বিদ্যা-বুদ্ধি, বিনয়, শিষ্টাচার ও উচ্চ রাজপদ-গৌরব জন্যই সামাজিকগণের সম্মতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে শত্রু কেহ কেহ ছিলেন না, এমত নহে।

এই রূপ বিবাহ-ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতিগণের সম্মতি আবশ্যক: জ্ঞাতি-কুটম্বগণ বিবাহব্যাপারে সমাগত হহলে, গৌরব বৃদ্ধি হইয়া সামাজিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সিংহ দেবীদাসের ন্যায় স্বকীয় সমাজে বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণের

অধিকাংশকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। ...হের সহিত উত্তররাঢ়ীয় বারঘর লোক এই সমস্তায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এ সময়ে বর ও কন্যা-পক্ষ মধ্যে কুলবিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বর বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ বা প্রধান ঘর। কন্যার পিতা উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলীন এবং প্রধান। এজন্য কন্যাপক্ষ হইতে প্রস্তাব হয় যে, তাঁহাদিগকেও বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধশ্রেণীতে পরিগণিত করা হউক। বারেন্দ্র-সমাজ হইতে এ বিষয়ের গুরুতর প্রতিবাদ হয়। কারণ ব্যাসসিংহের বংশ পূর্ব্বেই বারেন্দ্র-সমাজের সাধ্য-ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চোঁয়ার সিংহকে সিদ্ধপদপ্রদানে ব্যাসসিংহের বংশীয় ব্যক্তিগণেরও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক কলহের পরও ব্যাসসিংহের বংশীয়গণের ও চোঁয়ার সিংহ-বংশীয়গণের আদানপ্রদানের দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া চোঁয়ার সিংহগণ অন্যান্য সিংহ হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্তে সমাজস্থিত ব্যাসসিংহবংশীয় ব্যক্তিগণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাঁহাদিগকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপ সামঞ্জস্যের কথা এই যে, চোঁয়ার সিংহগণ "সিদ্ধত্ব" পদলাভ করিতে না পারিলেও তাঁহার "সাধ্য" ঘর সিংহের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন বলিয়াই পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য সিংহ-ঘর এই সময় হইতেই কষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে ...দূরে লিখিত আছে ?—

"দৈবে নিধি হৈল, মহিমা বাড়িল,
চোঁয়ার সিংহের নাম্॥
চাকি নন্দী দাসে, প্রধান সমাজে,
নিরাবিল কার্য্য যত।
প্রধান উদ্ভব, করণ গৌরব,
চলিল উত্তম মত॥
দেবীদাস-সুতে, মহিমা পুরেতে,
প্রধান করণ কৈল।
সেই সে কারণে, বারেন্দ্র প্রধানে,
পরম যতন পাইল॥

মহিমা পুরের, মহিমা গুণের,
পরশ পাথর প্রায়।
লোহা তামা কাঁসা, যাহাকে পরশে,
সকলি কাঞ্চন হয়॥
সব সিংহ কষ্ট, চৌয়া হইল শ্রেষ্ঠ,
করণ গৌরব করি।”

দেবীদাসের একমাত্র পুত্র রাঘবরাম অতি সুপুরুষ ছিলেন। কার্ত্তিকেয় সদৃশ কান্তি ছিল বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে দেবীপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সিংহ-বংশীয়েরা বলেন যে, কার্ত্তিকেয় সদৃশ বর সন্দর্শন করিয়াই তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বারেন্দ্র-সমাজের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বরের সৌন্দর্য্য ও তাহার পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও উচ্চপদ দৃষ্টে কন্যার পিতা বিমোহিত হইতে পারেন। কিন্তু কন্যার পিতার কতিপয় জ্ঞাতি যোগদান করিবেন কেন? ফলতঃ এই প্রকারে বিভিন্ন সমাজের সহিত সম্বন্ধস্থাপন দ্বারা অবশ্যই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। তবে সমাজান্তরে প্রবেশ করিতে হইলে মর্য্যাদার লাঘব হয় বটে।

জগদানন্দ রায়ের পুত্রগণ মধ্যে রূপরাম রায়ের বংশে রূপরাম হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন নবম ও দশম পর্য্যায়, রমাকান্ত হইতে অধস্তন ১০ এবং ১১ পর্য্যায়—এবং দেবীদাসের বংশে দেবীদাস হইতে অধস্তন ১১শ পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়। জ্যেষ্ঠ রূপরায়ের বংশে পর্য্যায় বৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত ছিল. বেশী বয়সে পুত্রোৎপন্ন হইয়াই পর্য্যায়-ন্যূন হইবার অন্যতম প্রধান কারণ স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হইতেছে।

প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যৎকালে শাহজাদা প্রথমে বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া ঢাকায় আগমন করেন, তৎকালে দেবীদাস তাঁহার প্রধান রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া খাঁ উপাধি লাভ করেন এবং ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে নীত হইলে তিনি সুবিধা বোধ করিয়া ভাগীরথী-তীরে মহিমাপুর নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। (১) এই শাহজাদাই সুলতান সূজা। ইনি ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন।

(১) রূপরাম রায়ের বংশধর পরলোকগত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় গদ্য ঢাকুরগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রূপরাম নবাব সায়েস্তা খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসন সময় ১৬৬২—১৬৭৯ খৃঃ অব্দ। বিদ্যাবিনোদের উক্তি যথার্থ বলিলে সূজার সময় দেবীদাস [illegible] অসম্ভব হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় আছে।

দেবীদাসের বংশীয় জনৈক ব্যক্তির নিকট পারস্য ভাষায় লিখিত কতকগুলি কাগজ পাওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত কাগজপত্র এখনও অনুবাদ করিবার সুবিধা না হওয়া তাঁহার সময় ও অন্যান্য বিষয় পরে সম্যক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার,

সংস্কার-রহস্য (*)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পক্ষান্তরে পূজ্যপাদ ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন,—কেবল কৃচ্ছ্রাদি-রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই যে পাপ প্রনষ্ট হয়, এমত নহে; পাপী যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হইলে, পাপ করিয়া সাধারণে

কায়স্থপত্রিকার প্রথমভাগ ২৫৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়—দেবীদাসকে মুর্শীদকুলীর সময়ে প্রধান সচিব থাকার কথা লিখিয়াছেন। দেবীদাস প্রধান রাজস্ব-সচিব থাকার পর [illegible] হইয়াছিলেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু তিনি মুর্শীদকুলীর সমসাময়িক নহেন। মুর্শীদকুলীর পূর্ব্বে দেবীদাস তাহার একটী প্রমাণ এই যে, দেবীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্ত রায়ের পুত্র রতিবল্লভ, রতিবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রসিক রায়, রসিকরায়ের পুত্র বাসুদেব রায়। এই বাসুদেব রায় তাড়াশের বলরাম রায়ের ভ্রাতা হরিরাম রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত বলরাম রায় সুবাদার আজিম ওস্‌মান ও মুর্শীদকুলীর সময়ে যে ছিলেন, তাহা কপিলেশ্বরের মন্দিরের শ্লোকাদির দ্বারা ‘কালাগ্নিতর্কেন্দুমিতে শকাব্দে” প্রমাণ হইতেছে দেবীদাসের [illegible] পোতাজিয়ার গোবিন্দ রায় যে সময়ে দেওয়ান ছিলেন, তৎকালেও ঢাকায় রাজধানী ছিল। উক্ত প্রমাণ যথেষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে।

(*) বর্ত্তমান প্রবন্ধটী যেরূপ ভাবে লিখিতে ইচ্ছা ছিল, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এবং দুই এক জন বন্ধুর উপদেশে তাহা না লিখিয়া, সংক্ষেপে উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি,—স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিব। প্র, লে।

তাহা প্রকাশ করিলে, দান করিলে এবং শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিলেও পাপরাশি [illegible] হইয়া থাকে (১)। অপিচ,—

"কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্।"

(নারসিংহপুরাণ)

পদ্ম যেমন জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ যিনি আমাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তাঁহাকে আমি নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে, যিনি স্বপ্নেও গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, মহাঘোর যমমার্গ, নরক ও যমরাজকে তিনি দর্শন করেন না (২)। অপিচ,—

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুচিন্তনাৎ॥"

(বৈশম্পায়নসংহিতা)

যিনি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত এবং সর্ব্ববিধ পাপে আসক্ত, তিনিও বিষ্ণুর নাম-স্মরণে নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। অপিচ, যাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও শ্রীহরির নাম স্মরণ করিলে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩); অপিচ,—

"যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুম্।
তেষাং নশ্যতি তৎপাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে।"

(কূর্ম্মপুরাণ)

কলিকালে যাহারা আমাকে প্রভু ভাবিয়া একবারমাত্রও স্মরণ করে, তাঁহা-

(১) "অপুনঃকরণাৎ ত্যাগাৎ খ্যাপনাদনুচিন্তনাৎ।
ব্যপৈতি মহদপ্যেনঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন কেবলম্॥" (ভবিষ্যপুরাণ)

(২) "যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা।
স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্ যঃ স্মরেৎ গরুড়ধ্বজম্॥" ([illegible]পুরাণ)

(৩) "সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামানুস্মরণং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।" (নারদীয়পুরাণ)

[illegible] সেই সকল ব্যক্তির কলিকলুষ অচিরেই বিনষ্ট হয়। অধিক কি, কর্ম্ম মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সমস্ত পাপ সঞ্চিত হয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্মরণে সেই সমস্ত নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৪)। অপিচ,—

"প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপরাশি ক্ষয় হয় এবং অন্তে ভগবান্ নারায়ণের পরম-পদ লাভ হইয়া থাকে। অতএব হে মুনে! তজ্জন্য সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায় এবং দেহাবসানে নরকে যাইতে হয় না (৫)। এমন কি—

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ।"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

অনিচ্ছাসত্ত্বে দৈবাৎ অগ্নি স্পৃষ্ট হইলে, তাহা যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে; সেইরূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইলেও শ্রীহরি তাহাদের পাপরাশি হরণ করিয়া থাকেন। অপিচ ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণেও উগ্র নরক-দুঃখপ্রদ কলিকল্মষ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় (৬) ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। অপিচ,—

"পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনামমেঘৌঘৈর্নশ্যতি নীরবিন্দুভিঃ॥"

(গরুড়পুরাণ)

(৪) "কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

(৫) "তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণাখিলপাতকম্॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

(৬) "কলিকল্মষমত্যুগ্রনরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রযাতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃৎ যত্রানুসংস্মৃতেঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ)

হে মানবগণ! প্রদীপ্ত পাপরূপ অনল দেখিয়া তোমরা ভীত হইও না; যে হেতু জলদের জলবিন্দুপাতে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ গোবিন্দ-জলধরের জলবিন্দুস্পর্শে পাপাগ্নি সম্যক্ প্রকারেই প্রশমিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যখন স্বপ্নেও আদিপুরুষ ভগবানের নাম স্মরণপথে উদিত হইলে, সঞ্চিত কলুষরাশি বিনষ্ট হয়, তখন যত্নপূর্ব্বক সেই আদিপুরুষ জনার্দ্দনের নাম স্মরণ করিলে যে, পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি! (৭) অপিচ,—

"যথাগ্নিপ্রসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥"

(পদ্মপুরাণ)

অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া, কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ ভগবানে ভক্তি জন্মিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। অধিক কি, সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন চক্রপাণি দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের যে নাম তোমার অভিপ্রেত, তাহা সর্ব্বপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ ভগবানের নাম স্মরণ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে (৮)। অপিচ শাস্ত্রে আছে,—

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥"

(কাত্যায়নসংহিতা)

যে ব্যক্তি হরিনাম-স্মরণাদি বিষয়ে স্তুতিবাদমাত্র বলিয়াই মনে করে, সে পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। অপিচ, যাহারা নাম মাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্য অর্থবাদ-স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদের নরকক্ষয়

(৭) "স্বপ্নেঽপি নাম স্মৃতিরাদিপুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিতপাপরাশেঃ।
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য।" (হরিভক্তিবিলাসধৃতবচন)

(৮) সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

আর অবসান নাই (৯)। অতএব স্মার্ত্ত-কুল-গৌরব পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন,—

"এভির্ব্বচনৈঃ খ্যাপনানুতাপাধ্যয়ন-প্রাণায়ামধ্যানহোম-নারায়ণ-স্মরণকীর্ত্তনস্নানাদীনাং পাপশোধকত্বমুক্তমিতি।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

খ্যাপন, অনুতাপ, কৃচ্ছ্রাদিব্রতাচরণ, বেদসংহিতাদি পাঠ, প্রাণায়াম, ধ্যান, হোম, নারায়ণস্মরণ ও কীর্ত্তন এবং তীর্থস্নানাদি বৈধকার্য্য পাপনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং হরিনামস্মরণ যে, কৃচ্ছ্রাদি তপস্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পবিত্রতাসম্পাদক, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন দেখা যাউক, কিরূপ পাপ হরিস্মরণে বিনষ্ট হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"মহাপাতকসংযুক্তো যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
স বৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ।"

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

মহাপাতকসংযুক্তই হউক অথবা সর্ব্বপাতকযুক্তই হউক, যাঁহার মন শ্রীহরির পাদপদ্মে আসক্ত, তিনি সদ্যই পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অপিচ অশীতি রত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী, রাজা, পিতা ও গোহত্যাকারী এবং অন্যান্য সমস্ত পাতকীর পক্ষে হরিস্মরণই পাপবিনাশের অমোঘ ঔষধ (১০)। অধিক কি, শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যে স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।

(৯) শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ।" (জৈমিনিসংহিতা)

(১০) স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু।
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ।"

(স্কন্দপুরাণ)

দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ-যাত্রা, দেবতা ও সাধুসেবা এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অধ্যাত্মবস্তু লাভে যে পাপপ্রণাশিনী মঙ্গলময়ী শক্তি বিদ্যমান আছে, ভগবান্ হরি তৎসমস্ত আকর্ষণকরতঃ স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। সূর্য্য যেরূপ তমোরাশি বিনাশ করে, তদ্বৎ ভগবানের নামরূপ বায়ু সামান্য পাপ হইতে মহাপাপ পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া থাকে। অপিচ পাপধ্বংসপক্ষে হরিনাম স্মরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়, শাস্ত্রকারগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

"পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্‌যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ।
পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্।
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈবং হরিসংস্মরণং পরম্।"

(বিষ্ণুপুরাণ)

বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক যে পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত মহর্ষিগণ তাহা স্বয়ং স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। দ্বাদশবার্ষিক প্রভৃতি তপস্যাত্মক এবং দান, হোম ও জপাদি রূপ কর্ম্মাত্মক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

যেহেতু পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদি মহর্ষিগণ-প্রোক্ত কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। অপর পক্ষে অনুতাপ না হইলেও যখন হরিস্মরণে অশেষ কলুষরাশি বিনষ্ট হয়; তখন ইহা যে পাপবিনাশপক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পক্ষান্তরে কর্ত্তার প্রমাদবশতঃ নিশ্চয়ই ব্রাত্যস্তোম প্রভৃতি যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। কাজেই উহা আশানুরূপ ফলপ্রদানে অসমর্থ। বলা বাহুল্য, এজন্যই স্মার্ত্তগণ কর্ম্মান্তে বিষ্ণুস্মরণের উপদেশ করিয়াছেন (১১)। উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা যজ্ঞাদিক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও কর্ত্তা অভীষ্টলাভের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন। তবেই কথা হইতেছে, যখন যজ্ঞ করিলেও কর্ম্মান্তে হরিস্মরণ ভিন্ন ঈপ্সিত ফললাভের আশা নাই, তখন হরিস্মরণই যে, নিঃশেষে পাপক্ষয়পক্ষে প্রশস্ত উপায়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। অপিচ, ইহা কেবল পাপোন্মূলকই নহে; পরম পরিশোধকও বটে। যথা,—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

(গরুড়পুরাণ)

অপবিত্রই হউক, অথবা পবিত্রই হউক কিংবা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে বাহ্য অর্থাৎ শরীর সম্পর্কে এবং অভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক বিষয়ে পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। অপিচ, মহাপাতকীও যদি দিবানিশি হরিনাম স্মরণ করে, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া, তিনি পংক্তিপাবনস্বরূপ হন, (১২)।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মহত্যাকারীও হরিস্মরণে পাপমুক্ত হয়। ভগবান্ মনুর মতে "ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।" ব্রহ্মহন্তার পক্ষে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। সুতরাং দ্বাদশবার্ষিক

(১১) "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ॥"

(১২) মহাপাতকযুক্তোঽপি সংস্মরন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

ব্রতনাশ্য পাপমাত্রই যে, হরিস্মরণে বিনষ্ট হইতে পারে, এ কথা অনুমানের অযোগ্য নহে। বলা বাহুল্য, ব্রাত্যতা-পাশ অপরিহার্য্য নহে। পূজ্যপাদ মহর্ষি আপস্তম্ব বাক্যাতীত পুরুষ পতিত-সাবিত্রীকের পাপবিনাশ জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাত্মক প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান করিয়াছেন। সুতরাং হরিস্মরণে যে, পুরুষপরম্পরাগত ব্রাত্যতা অপনীত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বরং উপস্থিত ক্ষেত্রে পূর্ব্বাচার্য্যগণ এবম্প্রকার ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তদুল্লেখে বিরত থাকিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

পুরাণে কায়স্থ।

কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপুরাণে নানা মত আছে। চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ মত লক্ষিত হয়। কাহার মতে, ব্রহ্মার সর্ব্বশরীর হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি। মতান্তরে, মিত্র নামক কায়স্থ হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম হয়। কোন মতে, ব্রহ্মা হইতে ধর্ম্মরাজের সহিত চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি এবং অন্য মতে, সমুদ্র-মন্থন সময়ে লক্ষ্মীর সহিত চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদব্যাসই যদি সমস্ত পুরাণের লেখক হন, তবে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে লক্ষিত হইবার কারণ কি, এরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে। আমাদের মতে, সকল পুরাণের সৃষ্টি-কর্ত্তা যে বেদব্যাস তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ পুরাণ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সকল পুরাণেই বেদব্যাসের নাম দেওয়া হইয়াছে, এই নিমিত্ত মতের পার্থক্য। স্থূলভাবে দেখিলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন মত-পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে পরস্পর সকলের মধ্যেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রতিপন্ন করাই এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ পুরাণ কি, তাহা দেখা আবশ্যক। সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে

পুরাণকে বেদের ভাষ্য বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। বেদের ন্যায় পুরাণও লোকের অধিকারভেদে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে বিভক্ত। বেদ অতি দুরূহ ও সাধারণ লোকের দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ঋষিগণ বেদোক্ত বিষয়গুলি রূপকালঙ্কারে ও নানাকৌশলে পুরাণে বিবৃত করিয়াছেন। সেই জন্য পুরাণ পঞ্চম বেদ নামে শাস্ত্রে উক্ত হয়। যথা—

ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।

(ভাগবত ৪র্থ অঃ ২০ শ্লোক)

সাধারণ লোকে পুরাণের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়া হতাদর প্রকাশ করিয়া থাকে। পুরাণের রূপক-বর্ণনার মধ্যে গভীর অর্থসমূহ নিহিত আছে। যাঁহারা উহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা কেবল বর্ণনাকেই প্রকৃত মনে করিয়া নিতান্ত অযৌক্তিক অর্থ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন না, মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা—

যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা॥
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩০৭ অধ্যায়)

অর্থাৎ, যিনি বেদ ও শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা। যিনি গ্রন্থের অর্থাভিপ্রায় বুঝিতে না পারেন, তিনি গ্রন্থের ভার বহন করেন মাত্র। যিনি গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারেন, তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা নহে।

মহর্ষি ব্যাস এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু মহাত্মা সুশ্রুত আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন যে—

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি॥

(সুশ্রুত)

যেমন গর্দ্দভ চন্দনের ভার বহন করে, কিন্তু চন্দনের সৌগন্ধ গুণাদি অনুভব করিতে পারে না, তেমনই মূঢ় বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া শাস্ত্র বহন করে মাত্র। সুতরাং পুরাণান্তর্গত রূপকসমূহের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আপন ইচ্ছামত অযৌক্তিক অর্থ করা কখনই উচিৎ নহে।

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটী বিষয় মহাপুরাণে এবং সর্গ, বিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটী বিষয় উপপুরাণে লিখিত আছে। যথা—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধমুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

(ভাগবত ২য় স্কন্ধ)

এই সকল লক্ষণের মধ্যে বিসর্গের সহিতই এই প্রবন্ধের সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে বিসর্গ কাহাকে বলে, তাহাই দেখা আবশ্যক। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক স্থূল জগতের উৎপত্তিই বিসর্গ নামে অভিহিত। পুরাণে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক স্থূল জগতের সৃষ্টি করেন। এক্ষণে কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণের কিরূপ মত, দেখা যাউক।

পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণই আদি, তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে, সুতরাং উক্ত পুরাণের মত অবশ্যই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মপুরাণই আদি, কিন্তু পদ্মপুরাণের লিখিতানুসারে পদ্মপুরাণই আদি। যথা—

"আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রহ্মমুচ্যতে।"

(শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ)

"তত্র পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমং ন প্রণীতবান্।"

(তথা পদ্মপুরাণ)

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বায়ুপুরাণ ৬০০ শত খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের অনুমানমাত্র। পদ্মপুরাণ যখন আদি বলিয়া

প্রমাণিত, তখন বায়ুপুরাণ খৃষ্টের ৬০০ শত শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পদ্মপুরাণের বহু পরে বায়ুপুরাণ রচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে কায়স্থ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড)

ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মার দেহ হইতে মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার কায়-সম্ভূত কায়স্থ ও করণদিগের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উদ্ভূত হইলেন। কায় হইতে উৎপত্তি বলিয়া কায়স্থ-আখ্যা হইয়াছে। পুরুষের যেরূপ মুখ, বাহু, উরু ও চরণ এই চারিটী অঙ্গ লইয়া সমস্ত শরীর গঠিত হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সেইরূপ বর্ণ-চতুষ্টয় প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মার অঙ্গসমূহ বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের মুখস্বরূপ; অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি তাঁহাদের মুখের কার্য্য, ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ অর্থাৎ যুদ্ধাদি তাঁহাদের বাহুর কার্য্য, বৈশ্যগণ উরু স্বরূপ অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি উরুর কার্য্য এবং শূদ্র পদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের সেবাই শূদ্রের ধর্ম। এই চারিবর্ণ লইয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপ ব্রহ্মার কল্পনা হইয়াছে। কায়স্থ এই চারিবর্ণের কোন এক বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কায়স্থকে ব্রহ্মার শরীরোৎপন্ন বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার শরীরের কোন্ স্থান হইতে অর্থাৎ কোন্ বর্ণ হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক। সমাজের ক্রমোন্নতি অনুসারে বর্ণবিভাগ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। লেখকের প্রয়োজন হওয়ায় কোন এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার কায়স্থ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই ব্যক্তির নাম কি ও তিনি কোন্ বর্ণান্তর্গত, তাহাই দেখা আবশ্যক।

চিত্রগুপ্তই যে কায়স্থের আদিপুরুষ, তাহা সর্ব্বসম্মত, তবে তিনি কোন্ বর্ণান্তর্গত ও কি কারণে চিত্রগুপ্ত হইলেন, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাউক। পুরাণের কোন কোন প্রমাণে চিত্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্ব্ব-সম্মত নহে বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ করা হইল না। গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা।
রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ॥
বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥"

(প্রেতকল্পে ৭ম অঃ)

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বজগৎ যখন অনন্ত সাগররূপে একীভূত ছিল, তখন পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষীরসাগর-সুষুপ্ত বিষ্ণুর নাভিতে অবস্থিত থাকিয়া তপস্যাপূর্ব্বক জগৎকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলে বিষ্ণু তাহা পালন করেন, তৎপরে রুদ্র সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন এবং সর্ব্বব্যাপী বায়ুর সৃষ্টি করিয়া পরে তেজোময় সূর্য্যের ও চিত্রগুপ্ত সহ ধর্ম্মরাজের সৃষ্টি করেন। এই প্রমাণে দেখা যায় যে, পদ্মযোনি ধর্ম্মরাজের সহিত একত্র চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রমাণ পাঠ করিলে আপাততঃ অন্যান্য প্রমাণের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চিত্রগুপ্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ব্রহ্মাই যে প্রকৃতি-পুরুষ, তাহা পরে দেখান হইবে। আর ঐ প্রকৃতি-পুরুষ দ্বারাই জগৎ সংসারই যে সৃষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, সুতরাং গরুড়পুরাণ-প্রণেতার ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি উল্লেখ, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের যে এক সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঐ প্রমাণে পাওয়া যায়। যমতর্পণে চতুর্দ্দশ জন যমের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

(ইতি স্মৃতি)

কেহ কেহ বলেন যে এই চতুর্দ্দশ যম পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির নাম, আবার কেহ কেহ বলেন এক ব্যক্তিরই পৃথক্ পৃথক্ নাম। শেষোক্ত মতটী অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ যম পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি।

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলিতেছে, তাহা দেখা যাউক।

"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র! ভুবি ভারসমন্বিতাঃ।
তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যানবিশিষ্ট ব্রহ্মার শরীর হইতে এক শ্যামবর্ণ দিব্য পুরুষ লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজনহস্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার ধ্যানকালে কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এ জন্য তোমার সংজ্ঞা কায়স্থ হইল। তুমি চিত্রগুপ্ত নামে জগতে খ্যাত হইবে। ধর্ম্মরাজপুরে তোমার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, তুমি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন কর এবং ভূভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি করিতে থাক।

এই প্রমাণে দেখা যায় যে, কায়স্থ ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জন্যই কায়স্থ-আখ্যা এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করিবে, তাহাও এই প্রমাণে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি, ইহাই এক্ষণে দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ ব্রহ্মা কে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। ব্রহ্মার একনাম পদ্মযোনি অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই জন্যই পদ্মযোনি আখ্যা। সেই মহাবিষ্ণুই বা কে এবং তাঁহার নাভিপদ্মই বা কি, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহাবিষ্ণু এবং তন্মধ্যবর্ত্তিনী বসুন্ধরাই নাভিপদ্ম। সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে যে, পৃথিবী সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তিনী এবং সূর্য্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহগণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বেদান্তের মূল সূত্রের অনুদ্যোতক। নাভি যেরূপ শরীরের মধ্যবর্ত্তিনী; সেইরূপ পৃথিবীকেও

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুর এই নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত, এক্ষণে ব্রহ্মা কে, তাহাই দেখাইব। হরিবংশের প্রথম অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষই যে ব্রহ্মা, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যথা—

"অব্যক্তং কারণং যত্তৎ নিত্যং সদসদাত্মকম্।"

অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রথমতঃ সদসদাত্মক সনাতন প্রধান পুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষোত্তমের সাহায্যেই এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রধান পুরুষই ব্রহ্মা নামে অভিহিত। তিনি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং নারায়ণে ভক্তিমান্। এক্ষণে প্রকৃতিকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া তাহা হইতে চরাচরের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি হইতে যে স্বাভাবিকরূপে মনুষ্য উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেই চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হওয়া বুঝা যায় এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীস্থ এক ব্যক্তিকেই চিত্রগুপ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত আখ্যা কেন দেওয়া হইল, এরূপ তর্ক যদি কেহ করেন তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, লেখা চিত্রবিদ্যার অন্তর্গত, সেই চিত্র অর্থাৎ লেখা, গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত হয় যাহার কর্ত্তৃক তিনিই চিত্রগুপ্ত।

উপরে বলা হইয়াছে যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে, এক্ষণে পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি—যে সাবিত্রী-পরিত্যাগ, ত্রিশ দিন অশৌচ প্রতিপালন ও নামের পর দাস শব্দ ব্যবহার করা কি ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম? অবশ্য সকলে স্বীকার করিবেন যে তাহা নহে। উপনয়ন গ্রহণ, দ্বাদশাহ অশৌচপালন, এবং নামের পর রায় বা বর্ম্মন্ শব্দ ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম।

ভবিষ্যপুরাণে আর একটী মত আছে। যথা—

শ্রিয়া সহ সমুৎপন্নঃ সমুদ্রমথনোদ্ভবঃ।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহে মমাস্তু বরদো ভব॥

সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত সমুদ্ভূত মহাবাহু চিত্রগুপ্ত অদ্য আমার বরদ হউন। এখানে আর একটী নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেকের মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ইহার নূতনত্ব তিরোহিত হয়। অত্র শ্লোকে রূপকভাবে আর্য্য-সমাজের চিত্র দেখান হইয়াছে। হরিবংশের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ স্বয়ম্ভূ প্রথমে জলের সৃষ্টি

করেন, সেই জলরাশির মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া কিছুদিন ভাসিতে থাকে, ক্রমে সেই বীজ হইতে একটী হিরণ্যবর্ণ অণ্ডের উৎপত্তি হয়, সেই অণ্ড হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি; এই কারণে পুরাণকর্ত্তা "জল" সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং জনসমাজও মূলতঃ জলরাশি হইতেই সমুদ্ভূত। এই কারণে জনসমাজ হইতে নির্ব্বাচিত চিত্রগুপ্ত সমুদ্রমন্থনে সম্ভূত হইলেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহা রূপক মাত্র। আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠার সময় আর্য্য ও অনার্য্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছিল। আর্য্যেরাই দেবতা, অনার্য্যেরা অসুর। সমাজরক্ষার নিমিত্ত লিপিবিদ্যাবিশারদ ও পরম জ্ঞানী জনৈক ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায় আর্য্যদিগের বুদ্ধিরূপ মন্থন-দণ্ড ও অসুরগণের ধৈর্য্যরূপ মন্থনরজ্জু দ্বারা অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক চিত্রগুপ্তকে আবির্ভূত করেন। এখানে আর্য্যগণের বুদ্ধিবৃত্তিকে মন্দর পর্ব্বত ও অনার্য্যগণের ধৈর্য্যকে বাসুকি সর্প কল্পনা করা হইয়াছে। মন্দর পর্ব্বত স্থিরতায় বুদ্ধিবৃত্তির ও বাসুকি পৃথিবীধারণ জন্য ধৈর্য্যের (Emblematical) তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কারণ বশতঃই সমুদ্রমন্থনে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি কল্পনা অমূলক নহে। চিত্রগুপ্তের বংশধরগণ মসীজীবিত্ব অর্থাৎ লেখনী চালনা দ্বারা অর্থাগম করিবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, লেখনীচালনা দ্বারা অর্থাগম করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যথা—

"বিপ্রৈকলিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্ ভবেৎ॥"

এই নিয়মের বশে ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবান্ হইয়াও অর্থাৎ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কৃপাপাত্র হইয়াও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হইতেন না, অর্থাৎ ধনবান্ হইতেন না। এই কারণেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে বিবাদের উপকথা রচিত হইয়াছিল। এক্ষণে লেখনীচালনা দ্বারা অর্থাগম হওয়ার পদ্ধতি হওয়ায় চিত্রগুপ্তের সহিত লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরাণে অনেক কথাই রূপকভাবে বর্ণিত থাকে, যথা—ভাগবতে আছে, বেণরাজ অত্যন্ত পাপী ছিলেন, তিনি দেবরাজ্য বলপূর্ব্বক আক্রমণ করায় দেববন্ধু

ব্রাহ্মণগণ বেণ রাজাকে বধ করিয়া তাহার উভয় হস্ত মর্দ্দনপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহার উভয়পার্শ্বস্থ রাজ্য অন্বেষণ করিয়া মহামতি পৃথুরাজকে আর্চ্চ নাম্নী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া বেণরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে আছে, বেণরাজের বাম উরু-মন্থন হইতে অর্থাৎ এক প্রদেশ হইতে নিষাদ নামক জাতির উৎপত্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেণরাজের যে প্রজারা তাহার পাপকর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা নীচজাতি করিয়া নিষাদ নামে অভিহিত করেন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিতাড়িত করেন। উরুদেশ হইতে জন্ম হইবার তাৎপর্য্য এই যে, উরু যেমন শরীর উদরাদি ঊর্দ্ধভাগের আশ্রয় ও পোষণকারী, সেইরূপ প্রজাও রাজার আশ্রয়স্থল ও পোষণকারী, এই কারণে উরু হইতে নিষাদজাতির সৃষ্টি হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মনুর মতে নিষাদজাতির অস্তিত্ব পূর্ব্বেই ছিল, নিষাদজাতি নূতন সৃষ্ট হয় নাই, তবে বেণরাজের প্রজারা পূর্ব্ববর্ত্তী নিষাদ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন মাত্র।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারায় যতদুর অবগত হওয়া গেল, তাহাতে পৃথিবীস্থ কোন একব্যক্তি চিত্রগুপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়; কিন্তু তিনি কাহার পুত্র? তাহা জানা যায় না। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত কাহার পুত্র তাহাই দেখা যাউক। চিত্রগুপ্ত কাহার পুত্র, স্কন্দপুরাণে তাহার প্রমাণ আছে। যথা—

"মিত্রো নামা পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে ॥
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং হ্যয়ং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা ॥
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ ॥
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে॥
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তপঃ পরমমাস্থিতৌ।
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥

পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
বসিষ্ঠকথিতৈশ্চৈব অষ্টষষ্টিসমন্বিতৈঃ॥
এবং স্তুতবতস্তস্য চিত্রস্য বিমলাত্মনঃ।
তস্য তুষ্টঃ সহস্রাংশুঃ কালেন মহতা বিভুঃ।
অব্রবীদ্বৎস ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত॥
সোঽব্রবীদ্‌যদি মে তুষ্টো ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ।
প্রৌঢ়ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু জায়তাং মা রুচিস্তথা॥
তস্তথেতি প্রতিজ্ঞাতং সূর্য্যেণ বরবর্ণিনি।
ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ॥
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতঃ।
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেদ্‌যদি॥
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিশ্চ পরা ভবেৎ।
এবং চিন্তয়তস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি॥
অগ্নিতীর্থগতশ্চিত্রস্নানার্থং লবণাম্ভসি।
স তত্র প্রবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ॥
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ।
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ॥"

(প্রভাসখণ্ড ১২৩ অধ্যায়)

"হে দেবি! পুরাকালে এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বভূতের প্রিয় ও হিতকর মিত্র নামে এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। ঋতুকালে গমন করিয়া তিনি পরমতেজস্বী "চিত্র" নামে একপুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহার রূপগুণশালিনী মিত্রা নামে একটী কন্যাও হইয়াছিল। এই পুত্র ও কন্যা দুইটী জন্মিবামাত্রই মিত্র পরলোকগমন করায় তাঁহার পত্নীও চিতাগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অসহায় শিশু পুত্র-কন্যা দুইটী ঋষিগণ কর্ত্তৃক মহারণ্যে প্রতিপালিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা বাল্যাবস্থাতেই ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিল এবং তথায় গিয়া মহাদেব ও সূর্য্য-মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ধূপ, মাল্য ও অনুলেপন

দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তপস্যা করার কিছুদিন পরে ভগবান্ সূর্য্যদেব পরিতুষ্ট হইয়া চিত্রকে কহিলেন,—হে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। চিত্র বলিল, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা ও স্পৃহা জন্মে। সূর্য্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে বর দিলেন। পরে চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ চিত্রকে তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে যদি এই মেধাবী আমার লেখক হয়, তবে আমার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া একদা স্নানান্তে লবণসমুদ্রপ্রবিষ্ট চিত্রকে অগ্নিতীর্থ হইতে স্বীয় অনুচরবর্গ দ্বারা নিজ পুরে আনয়ন করিলেন। সেই চিত্রই সংসারচরিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন।"

(ইতি কায়স্থবর্ণনির্ণয় হইতে উদ্ধৃত)

এই প্রমাণে পাওয়া যায় যে, মিত্রের পুত্র চিত্রগুপ্ত। এক্ষণে ঐ মিত্র কে, তাহাই দেখা যাউক। স্কন্দপুরাণ বেদ ও অপর পাঁচখানি পুরাণদৃষ্টে লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৭ সূক্তের ১ম ও ২য় ঋক্ এবং প্রথম মণ্ডলের ২য় সূক্তের ৭ম টীকা অবলম্বনেই যে উপরোক্ত প্রমাণ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত ঋকে লিখিত আছে যে, যম ও যমী সূর্য্যের পুত্র ও কন্যা। স্কন্দপুরাণের এই প্রমাণে সূর্য্যস্থলে সূর্য্যের অপর নাম মিত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যের এক নাম যে মিত্র, তাহা অমরকোষ অভিধানে পাওয়া যায়। যথা—

দ্যুমণিস্তরণির্মিত্রশ্চিত্রভানুর্বিরোচনঃ।
বিভাবসুর্গ্রহপতিস্ত্বিষাম্পতিরহর্পতিঃ।

(অমরকোষ)

সূর্য্যের নাম যে মিত্র, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২ সূক্তের ৭ম ঋকেও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যকবচেও পাওয়া যায় যে "মিত্র বৈ পৃষ্ঠতো ন্যসেৎ" অর্থাৎ মিত্রনামে সূর্য্য পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে যে আট জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মিত্রের নাম দৃষ্ট হয়। শতপথব্রাহ্মণেও দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে এবং লিখিত আছে "দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ" অর্থাৎ ইহারা সম্বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ মাসের সূর্য্য।

এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থানকালে সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১২ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণুপুরাণেও (১।১৫।১৯০) মিত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সূর্য্য আর মিত্র যে এক, তাহা সহজেই অনুমেয়। চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ যে সমসাময়িক, তাহাও এই প্রমাণে জানা যায়; কারণ যদি চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সমসাময়িক না হইবেন, তবে কি প্রকারে ধর্ম্মরাজ যমকিঙ্করের দ্বারা অগ্নিতীর্থ হইতে তাঁহাকে নিজপুরে আনয়ন করিয়া লেখক করিলেন। আর যে সময়ে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের লেখক হন, সে সময়ে ধর্ম্মরাজই যে পিতৃলোকের রাজা ছিলেন, তাহা স্পষ্টই উক্ত প্রমাণে পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঐ চিত্রগুপ্ত কোন্ বর্ণের অন্তর্গত। যম-তর্পণে যে চতুর্দ্দশ যমের নাম আছে, তাহার মধ্যে যম, ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা সকলেই এক এবং কাহারও কাহারও মতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি; যাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলেন, তাঁহাদের মতে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে, চতুর্দ্দশ জন যম হইয়াছে। যদি একই হন, তবে যমরাজ ক্ষত্রিয়বর্ণ সাব্যস্ত হইলে ঐ চতুর্দ্দশ যম যে সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহাতে আর কোনও তর্ক থাকে না। চৌদ্দজন যমকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বীকার করিলে, তাহারা কোন্ বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক।

প্রথমতঃ সমস্ত যমই যে রবিনন্দন অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র, তাহা সর্ব্বসম্মত। এক্ষণে সূর্য্য কোন্ বর্ণ, তাহাই উল্লেখ করা যাউক। নবগ্রহযাগের সূর্য্যাবাহন মন্ত্রে সূর্য্যদেব যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতং॥

উক্ত প্রমাণে সূর্য্যদেব ক্ষত্রিয় থাকা সাব্যস্ত হইলে তাঁহার বংশজাত যম যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার মিত্র যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তে জানা যায়।

চিত্রগুপ্ত যে সূর্য্যের অর্থাৎ মিত্রের পুত্র, তাহাও পূর্ব্বে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে, সুতরাং চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া এস্থলে তাহারও দুই একটী উল্লেখ করিতেছি। গরুড়পুরাণে আছে যে ধর্ম্মরাজের সহিত চিত্রগুপ্ত একত্রে উদ্ভূত হইয়াছেন। আর অমরকোষে আছে যে, ধর্ম্মরাজ অর্থে যম। বৃহদারণ্যকোক্ত উপনিষদে স্পষ্ট আছে যে, যম ক্ষত্রিয়বর্ণ। যম যে চতুর্দ্দশ যমবাচক শব্দ, তাহা প্রিয়নাথ বসু মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্ত সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণ। আবার এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, চতুর্দ্দশ যমই ত্রিলোকের পিতৃপতি হয়েন, অর্থাৎ পিতৃলোকের রাজা। রাজা যে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় হইবেন, সে কথার কি কোন সন্দেহ আছে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এক্ষণে সানুনয়ে পাঠকবর্গকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি, যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ভিন্ন কি আর কোন বর্ণের মধ্যে সূর্য্যবংশ দেখিয়াছেন? না, বলিতে পারেন? তাহা যে কেহই দেখেন নাই বা বলিতে পারেন না, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

অন্যান্য পুরাণে চিত্রগুপ্ত প্রথমে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু স্কন্দপুরাণে চিত্রগুপ্তের পিতা মিত্রও কায়স্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, বেদে "কায়স্থ" এই নামের উল্লেখ নাই। যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে দুই প্রকার ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"ঐলবৃদা আয়ুর্যুধ" মসিজীবী ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়। তৎপরে সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতেও কায়স্থবাচক অন্য শব্দের উল্লেখ থাকিলেও স্পষ্টাক্ষরে কায়স্থের নামোল্লেখ নাই। মনুর অব্যবহিত পরেই বিষ্ণুসংহিতা প্রণীত হইয়াছে। তাহাতেই প্রথমতঃ কায়স্থের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিষ্ণুসংহিতার অব্যবহিত পূর্ব্বে কায়স্থ নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরাণ সকল তাহার অনেক পরে রচিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণে যেখানে যমরাজ পিতৃলোকের রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,

সেখানে তিনি এবং তৎপিতা সূর্য্য বা মিত্র ক্ষত্রিয় নামেই অভিহিত হইয়াছেন। আর এখানে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ অর্থাৎ লেখকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি এবং তাঁহার পিতা সূর্য্য বা মিত্র কায়স্থ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাস্তবিক কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একার্থবাচক। যথা,—

ক্ষত্র=কায়, ইয়=স্থিতিবাচক, অতএব কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক। এই জন্যই ...সেনকেও কেহ বলেন ক্ষত্রিয়, আবার কেহ বলেন কায়স্থ।

আর কেহ কেহ মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যের কায়স্থ-আখ্যা হওয়ার কারণ অনুমান করেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিরাটপুরুষের কায় অর্থাৎ ব্রহ্মের শরীর। রবি, শশী ও বহ্নি নয়ন, তাহার প্রমাণ বিরাটসংহিতায় পাওয়া যায়। যথা,—

"রবিশশিবহ্নিতেজোনয়নত্রয়মুজ্জ্বলং"

(বিরাটসংহিতা)

সুতরাং রবি ব্রহ্মকায়স্থিত, এই জন্যই কায়স্থ-আখ্যা। তবে যদি কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, এই প্রমাণে যে মিত্রের উল্লেখ আছে, সে সূর্য্য নহে, মিত্র নামে কোন কায়স্থ ব্যক্তি। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিত্রগুপ্তের কায়স্থ-আখ্যা পাওয়ার প্রমাণ অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, আর মিত্রের কায়স্থ-আখ্যা যে কেন হইয়াছে এবং সে কাহার পুত্র, তাহা কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং এই অনুমান করিতে হইবে যে, চিত্রগুপ্ত কায়স্থ-আখ্যা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার পিতা মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যকেও কায়স্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। মিত্র কোন কায়স্থ বা কায়স্থ-সন্তান নহে।

চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং কায়স্থবর্ণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥

বেদান্তসূত্রে জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য বলা হইয়াছে,

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র। চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"

অর্থাৎ চৈত্ররথের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়াতেই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

(জাতিতত্ত্ব উদ্ধৃত বেদান্তসূত্র ১ম অধ্যায় ৩য় পাদ।)

ইহাও চৈত্ররথের এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষ চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বের অন্যতম প্রমাণ। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভবিষ্যপুরাণানুসারে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম আচরণ জন্য উপদেশ পান, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-আচরণে কি জন্য উপদিষ্ট হইবেন? জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে অবনীর দক্ষিণভাগের নাম ভূর্লোক, মধ্যভাগের নাম ভুবর্লোক ও উত্তরভাগের নাম স্বর্লোক বা স্বর্গ। ভূলোক অসুরদিগের, ভুবর্লোক মনুষ্যদিগের এবং স্বর্লোক দেবতাদিগের আবাসস্থান। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্তকে যমদূতগণ আসিয়া স্বর্গে অর্থাৎ উত্তরভাগে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, স্বর্গ চিত্রগুপ্তের জন্মস্থান নহে। তাহা হইলে তিনি ভুবর্লোকে মানুষরূপে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, চিত্রগুপ্তবংশধর চৈত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। অতএব চিত্রকূট সন্নিহিত কোন স্থান চিত্রগুপ্তের জন্মস্থান বলিয়া অনুমিত হয়। অভিধানে দেখিয়া থাকি, কায় অর্থে বাহুর অংশ বিশেষ—মনুষ্যতীর্থ। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, বাহুজ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত চিত্রগুপ্ত কোন তীর্থস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সেই জন্যই কায়স্থ-আখ্যা প্রাপ্ত হন। চিত্রকূট পর্ব্বতের সন্নিধানে অযোধ্যা তীর্থ। আর অযোধ্যা যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের অনেকের জন্মভূমি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অযোধ্যা নগরই চিত্রগুপ্তের জন্মস্থান, এই জন্যই সম্ভবতঃ কায়স্থ-কুলগ্রন্থে অযোধ্যা অন্যতম কায়স্থোৎপত্তিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা পুরী কায়স্থস্থানমষ্টকং॥

আর চিত্রগুপ্তের ভুবর্লোকে জন্মগ্রহণ করার বিষয় তাঁহার শৈশবাবস্থায় মহারণ্যে অর্থাৎ অযোধ্যাপ্রদেশে প্রতিপালিত হওয়া ও প্রভাসতীর্থে তপস্যা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়। কায়স্থ নামকরণের আর এক কারণ কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। কায়স্থ শব্দের অন্যতম আভিধানিক অর্থ আত্মা। সমাজের ব্রাহ্মণ যেমন মুখ, ক্ষত্রিয় যেমন বাহু, বৈশ্য ও শূদ্র যেমন উরু ও চরণ সেইরূপ মসিজীবী বা কায়স্থ সমাজের আত্মাস্বরূপ। এইজন্যই মসিজীবী ক্ষত্রিয়ের অন্যতম নাম কায়স্থ, কেহ কেহ এরূপ তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, স্কন্দপুরাণে মিত্রের মৃত্যুর কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, চিত্রগুপ্ত মনুষ্যরূপে ভুবর্লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপর তপস্যা দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্লোকে ধর্ম্মরাজের লেখকপদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যমত্বপদ প্রাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার পিতা মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেব এই অবনীতে তাঁহার অবস্থান করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হন এবং তৎপত্নী ছায়া তাঁহার অনুগমন করেন। এইজন্যই স্কন্দপুরাণপ্রণেতা তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্যু শব্দে লয় বলে তাহা ভারতের আদিপর্ব্বে এক শত এক বিংশতি অধ্যায়ে প্রকাশ আছে।

উপসংহারে ইহা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না যে, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক। তাহা না হইলে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ হইয়া পিতৃপতি অর্থাৎ পিতৃলোকের রাজা হইতে পারিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ।

(৪৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণগণের বৈষয়িক প্রাধান্যের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বরেন্দ্রের কতিপয় ব্রাহ্মণের বংশ সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ কেহ জমিদারী লাভপূর্ব্বক, কেহ বা রাজকীয় উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বজাতি ও স্ববংশের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা জমিদারী লাভপূর্ব্বক প্রাধান্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তাহেরপুর, সাঁতৈল ও পুটিয়ার রাজবংশ প্রথমে

উল্লেখযোগ্য, এতন্মধ্যে সাতৈলের রাজবংশ নাটরের রাজা রামজীবনের অভ্যুত্থানের সহিত বিলোপ হইয়াছে।

তাহেরপুরের বিজয়লস্কর জমিদারীর স্থাপনকর্ত্তা। তিনি গৌড়ের পাতসাহের সেনাপতি ছিলেন। ইনি বঙ্গের পশ্চিমদ্বাররক্ষক ও সুসঙ্গের রাজা পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক ছিলেন। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে সুসঙ্গরাজ উদয়াচল ও তাহেরপুররাজ অস্তাচল (এইরূপ আখ্যা সিদ্ধশ্রোত্রিয়ত্ব ও ক্ষমতা উভয়ের পরিচায়ক বটে) নামে কথিত হয়েন। বিজয়লস্কর হইতে অধস্তন পঞ্চমস্থানীয় রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র-বিপ্রসমাজের বিবিধ সংস্কার ও নিয়ম-প্রবর্ত্তনের সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণের অধস্তন তদীয় পুত্র রাজা ইন্দ্রজিৎ হইতে রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণ (১) পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র চতুষ্টয় মধ্যে রণেন্দ্র নারায়ণের কন্যার স্বামিবংশে (২) বর্ত্তমান রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের পুত্র পর্য্যন্ত পাঁচ পর্য্যায় হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের অপর পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণের অধস্তন পাঁচ পুরুষের জন্মের পর বংশ লোপ হইয়াছে।

বিজয় লস্কর হইতে পর্য্যায়ের গণনা করিলে সপ্তদশ পর্য্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গণনার দ্বারা বিজয়লস্করের অভ্যুত্থান চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের প্রথম অথবা মধ্যভাগে হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

সুবিখ্যাত সাধু বাগছীর সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন বৎসাচার্য্য। বৎসাচার্য্যের পুত্র পীতাম্বর ও নীলাম্বর। জনৈক মুসলমান-সেনাপতি বৎসাচার্য্যের ভবিষ্যৎ

(১) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত নাটরের রাজা রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকা-প্রসাদের পরিণয় হয়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১১৩ পৃষ্ঠা।

(২) উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী কংসনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রত্রয় জগদানন্দ রায়, কেশব খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ গৌড়ের পাতসাহ-সরকারে বিষয় কর্ম্ম করেন। জগদানন্দ রায় ও কেশব খাঁর বংশ বরেন্দ্রভূমির কতিপয় স্থানে একণে ধবৈষ্যলালাই ঘটেন। এই জগদানন্দরায়ের বংশই তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ও চৌধুরী কুমার রমণীকান্ত রায়। জগদানন্দ "রায়রাঞা" পদে ও কেশব খাঁ রাজার সচিব ছিলেন। সুবুদ্ধি খাঁর বংশ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। জগদানন্দ হইতে ১২শ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। ভাদুড়ীবংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এই বংশে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী সমাজ সংস্করণ কার্য্যে ব্রতী হয়েন।

প্রশংসায় প্রীত হইয়া পীতাম্বরকে দিল্লীর সহরমণ্ডলপদে নিযুক্ত করত লস্কর খাঁর জায়গীর লস্করপুর-পরগণা জমিদারী অর্পণ করেন। পীতাম্বর নিঃসন্তানহেতু তদীয় কনিষ্ঠ নীলাম্বরের পুত্র আনন্দরাম (১) দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

রাজা আনন্দরামের প্রপৌত্র রাজা প্রেমনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর। রাজা দর্পনারায়ণের বার্দ্ধক্যাবস্থায় মুরশিদাবাদ রাজধানী স্থাপিত হয়। এইক্ষণ রাজা প্রেমনারায়ণ হইতে গণনা করিলে আট পুরুষ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত

(১) রাজা রামচন্দ্র ঠাকুরের সময় পুটিয়া রাজধানীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ স্থাপিত হয়। ভক্তমালগ্রন্থের বর্ণনা পাঠে পরিদৃষ্ট হয় যে, পুটিয়ার রবীন্দ্রনারায়ণ নামক রাজা বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ভক্তমালগ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"পদ্মাপারে রাজা পুটিয়া রাজধানী।
রবীন্দ্র নারায়ণ নাম বুদ্ধিমান্ ধনী ॥
ভাটপাড়া ভট্টাচায্যের ঘরের সেবক।
শাক্ত শিব শক্তি মহামায়া-উপাসক ॥
দুর্গামূর্ত্তি প্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়।
বামাচার মতে পঞ্চ মকার করয় ॥"

দৈবক্রমে একদিন দুই জন বৈষ্ণব অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেবার জন্য কালীর প্রসাদ প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজার লোক জন ও পরিশেষে রাজার সহিত শক্তি ও বিষ্ণু সম্বন্ধে বাদানুবাদ হয়। রাজা বিষ্ণুর প্রাধান্য ও শ্রীকৃষ্ণের সেবার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। কিয়ৎকাল পর রাজা বৃন্দাবনধাম গমনপূর্ব্বক গোবিন্দের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

"কতেক দিবস পরে বৃন্দাবনে গেলা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সেবা সম্মান করিলা ॥
জয়পুরে গোবিন্দেরে পোষাক যে দিলা।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা ॥" (ভক্তমাল অষ্টাদশমালা)

এ স্থলে 'রাজা' জয়পুরের রাজা। রবীন্দ্রনারায়ণ রায় নামক কোন ব্যক্তির নাম বর্ত্তমান কুর্শী-নামায় থাকা দৃষ্ট হয় না। রামচন্দ্র ঠাকুরের পুত্রগণ হইতে নারায়ণ শব্দ দৃষ্ট হয়। পুটিয়ার রাজা রামচন্দ্র ঠাকুর শ্রীগোবিন্দের সেবা সংস্থাপন করায় তাঁহারই নামান্তর রবীন্দ্র নারায়ণ থাকাই প্রতীত হয়। গোবিন্দের সেবার জন্য প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এক মণ আতপ তণ্ডুলের অন্ন ও অন্যান্য রাজকীয় উপকরণ এবং বৈকালে লুচি প্রভৃতি পকান্ন নির্দ্দিষ্ট আছে।

হওয়া যায়। বৎসাচার্য্য হইতে গণনা করিলে ১৩শ পুরুষ পাওয়া যায়। সুতরাং এ বংশের ঐশ্বর্য্য পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ স্থির করা যাইতে পারে।

সাতৈল-রাজবংশের যথাযথ বংশতরু অদ্যাপি সংগ্রহ হয় নাই। তাহা না হইলেও নাটরের রাজা রামজীবনের সাতৈলের জমিদারীলাভের ৩ পুরুষ পূর্ব্বে রাণী সর্ব্বাণী সুদীর্ঘ কাল সম্পত্তি উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং রাজা মান-সিংহের সময় সাতৈল জমিদারের অতি উন্নত অবস্থা ছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এ বংশও অন্ততঃ পুটিয়ার রাজবংশের ন্যায় প্রাচীন বটেন।

প্রভুপাদ শ্রীরূপ সনাতন দুই ভ্রাতা, গৌড়াধিপতি সুলতান হুসেন সাহের রাজত্বকালে দক্ষিণরাঢ় হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই উক্ত নবাবের অধীনে প্রধানতম রাজপদে "দবির খাস ও সাকর মল্লিক" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। সুলতান হুসেন এক বিংশতি বর্ষ কাল রাজত্বের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষয়-লালসা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য বৃন্দাবনধামে বাস করেন। গৌড়ের রাজমন্ত্রিপদে থাকিয়া ইহাঁরা বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির সহিত ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ণ রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন ;—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥"

শ্রীরূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎলাভের পর মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছিলেন।—

"প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিল কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় ত্যজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিত আমি কহিব বিশেষ॥" (ভক্তমাল)

শ্রীরূপ সনাতন অতুলৈশ্বর্য্য ও উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সময়ে ব্রাহ্মণজাতি যবন-রাজসরকারে উচ্চতম পদ লাভ করিলেও তাহাদিগের

সাত্বিক হৃদয় নির্লিপ্ত থাকিত। বঙ্গের ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে তৎকালে রাজদরবারে উচ্চতম পদও নিন্দনীয় ছিল। ষোড়শ খৃষ্টাব্দ হইতেই ব্রাহ্মণগণ অধিকতর পরিমাণে রাজকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহেরপুরের রাজা বিজয় লস্কর এ বিষয়ে সাক্ষী স্বরূপ নির্দ্দেশ হইতে পারেন। বিজয় লস্কর শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ বিজয়লস্করের অভ্যুত্থানের সময়ও যে যবন-রাজসরকারের বিষয়কর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করিতেন, তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে।

ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনায় নিরত ও তত্ত্বদর্শী ছিলেন। ভোগৈশ্বর্য্য-লালসা তাঁহাদিগের হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইত না। বেশী দিনের কথা নহে ; প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মানুরাগী কতিপয় ব্রাহ্মণকে উপজীবিকা নির্ব্বাহের সুগমার্থ তালুক দান করিয়াছিলেন। তালুকের জন্য কিঞ্চিৎ রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক দিবস রাণীর জনৈক মুসলমান পদাতিক রাজস্ব দিবার কথা বলিতে যায়। সে সময় ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নানান্তে নদীতীরে বন্দনা করিতেছিলেন। রাণীর পদাতিক দৃষ্টে রাণীর তালুকদারই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের বিশেষ অন্তরায় বোধ হওয়ায়, তিনি রাণীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তালুক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নগদ বৃত্তিগ্রহণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। রাণী ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ব্রাহ্মণকে নানাপ্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেও রাজস্বের জন্য পুনঃপুনঃ পদাতিকের উত্তেজনা তাঁহার নিকট ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জপতপাদি ধর্ম্মকার্য্যে চিত্তের বিনিয়োগ জন্য নগদ বৃত্তিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ পরবর্ত্তী বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরূপসনাতনের সমকালে বিপ্রগণের হৃদয়ের গতি নির্ণীত হইতে পারে। অদ্যাপিও বিপ্র-সমাজে সাত্বিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন অনেক মহাত্মা বর্ত্তমান আছেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বের ঘটনাবলী অতি তমসাচ্ছন্ন রূপেই প্রতীয়মান হয়। তৎপূর্ব্বের ঘটনাবলী সম্যক্ পরিস্ফুট নহে। ঘটকগণ কুলীনগণের বংশবর্ণনায় যেরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করেন নাই। গৌড়ে মুসলমানরাজত্ব আরব্ধ হওয়ার পর যদি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজপ্রসাদলাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাঁহারা তদানীন্তন বিপ্র-সমাজে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতেন।

কায়স্থজাতির শ্রেণীচতুষ্টয়ের ইতিবৃত্ত গবেষণা করিলেও পরিলক্ষিত হয় যে, কুলীনগণের বংশবর্ণনা করাই কুলগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি কোন ব্যক্তি 'ধনের কুলং' এই চিরাগত মহাজনবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার নাম উল্লেখের বিষয় হইয়াছে। সমাজের কুলীনবংশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার সহিত অন্য ব্যক্তিগণের তুলনার বিষয়ে এককালীন অভাব ছিল, এরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে না।

রাজা গণেশ ও রাজা মুকন্দ দেব এবং তৎসমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিগণের বংশ এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কোন জাতির সামাজিক ইতিহাসে এই সকল লোক স্মরণীয় মহাত্মগণের বিষয় বর্ণিত হয় নাই। এজন্য গণেশকে কেহ কেহ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অনুমান করেন। তাহেরপুরের রাজা বিজয় লস্করের পিতা কামদেব ভট্ট এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম ঘটকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে কুল্লূক ভট্টের বংশে রাজা গণেশের ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলে ঘটকগণ তৎপ্রতি অনাবধানতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যায় না। রাজা গণেশ ও রাজা মুকুন্দদেব প্রভৃতি কায়স্থ থাকিবার যে জনশ্রুতি আছে, তাহাই অধিকতররূপে বিশ্বাসযোগ্য। কায়স্থজাতির কুলগ্রন্থে বরেন্দ্রবাসী রাজা গণেশ ও মুকুন্দদেব প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ না থাকায় বর্ত্তমান কুলগ্রন্থ সকল তৎপরে বিরচিত হওয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণাবেশে বিভোর হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করেন। তৎপরেই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। ইনিই বরেন্দ্রভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এ ঘটনা অবশ্যই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের প্রথম ভাগে ঘটে। ব্রাহ্মণগণ নরোত্তম ঠাকুরের অদ্ভুত ক্ষমতা-সন্দর্শনে অতীব ভীত হইয়াছিলেন,—

"ক�ৃষ্ণানন্দদত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব মন্ত্র কৈলা সর্ব্বনাশ॥
না জানি কি বা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্রশিষ্য হয় তার স্থানে॥" (নরোত্তমবিলাস)

মোগল-সাম্রাজ্যের শাসনকালে, ইদরাকপুর ও দিনাজপুর বিভাগ সরকার

ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ছিল। তৎকালে ইদরাক বিভাগ নয় আনা ও দিনাজপুর-বিভাগ সাত আনা অংশ বলিয়া কথিত হইত। উক্ত ইদরাকপুর-বিভাগের সমস্ত পরগণা ও সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অধিকৃত চাকলে কাকিনা, কাজীরহাট ও বাহারবন্দ প্রভৃতি পরগণা লইয়া বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা এবং উক্ত দিনাজপুরের সমস্ত পরগণা ও কতিপয় নূতন পরগণা দ্বারা বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। (১)

বরেন্দ্র-ভূমির প্রাচীন অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইদরাকপুর ও দিনাজপুর বিভাগের আয়তন, উহার একতৃতীয়াংশ হইতে পারে। এতদুভয় বিভাগের উত্তর সীমার সহিত কোচ ও আসাম রাজ্যের সীমা-সংলগ্ন ছিল।

বরেন্দ্র-প্রদেশে ইদরাকপুরের জমিদার অতি প্রাচীন ও কায়স্থবংশীয় ছিলেন, এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত হয় যে, ইদরাকপুর ও দিনাজপুর এই উভয় বিভাগ পূর্ব্বতন সময়ে ইদরাকপুরের জমিদারের জমিদারী ছিল। রাজা মানসিংহের সময় এই জমিদারীর বিভাগ হইয়াছে। ফলতঃ মোগল-শাসন সময়ে চাকলা ঘোড়াঘাটে ইদরাকপুর বিভাগ ও দিনাজপুর-বিভাগের রাজস্বাদি সংগ্রহ জন্য পৃথক্ হিসাবাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইদরাকপুর-রাজবংশের প্রাচীন বিবরণাদি যথাযথ ভাবে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। চিরাগত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল ব্যক্তি প্রাচীন ঘটনা-

(১) সম্রাট্ আকবরের সময় বাঙ্গালায় যতগুলি সরকার ছিল, তৎপরবর্ত্তী সময়ে তাহার সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এ সময়েও সরকারের সংখ্যা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সময় সময় সংখ্যার ন্যূনাতিরেক হওয়া পরিদৃষ্ট হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে যে সকল জেলা সংস্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহার বিস্তর রূপান্তর হইয়াছে। সংখ্যা ন্যূনাতিরেক হওয়ার কারণ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অধিকার-বিস্তারহেতু ও রাজস্ব-সংগ্রহের সুবিধা এবং জমিদারগণের প্রার্থনাক্রমেই এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেবল একেক সরকারের সংখ্যা বলিয়া নহে। প্রত্যেক সরকারের অন্তর্গত পরগণা বা মহলের সংখ্যাও ঐ সকল কারণে ন্যূনাতিরেক হইত। আইন আকবরীতে সরকার ঘোড়াঘাটে ৮৪ মহাল বা পরগণা ও সরকার পিঞ্জিরায় ২১ মহাল বা পরগণা লিখিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের দেওয়ানী আমলে সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইদরাকপুর বিভাগে ১৯টী পরগণা ছিল।

বলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও এখন যে সকল জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হয়, অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মেঃ গুডল্যাড সাহেব ডিরেক্টরগণের সমীপে ইদরাকপুর জমিদারী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট (১) প্রদান করেন, তাহাতে রাজা রাজেন্দ্র প্রথম জমিদার লিখিত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ক্রমিক নাম রাজা ভগীরথ, রাজা নরোত্তম, রাজা শ্যামকিশোর, রাজা ভবানীকান্ত, রাজা দুর্গাকান্ত, রাজা দুর্গাপ্রসাদ, রাজা রামদুলাল, রাজা গোপীরমণ, রাজা অমরকান্ত, রাজা গৌরহরি, রাজা কৃষ্ণানন্দ এবং রাজা আর্য্যাবর। আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ (২)।

বারেন্দ্র-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থে আর্য্যাবর হইতে নামের সহিত মেঃ গুডল্যাডের লিখিত নামের কিছু অনৈক্য হইতেছে। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী।
আর্য্যাবর মণ্ডল বাস কৈলা বৰ্দ্ধনকুঠী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিলা॥

(১) Mr. Goodlad's Account of Edrakpur, No 12, page 29.

(২) উক্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—

"Raja Erjobher was suceeded by his son Raja Bhagwan, who was an ediot; his Dewan was also of the same name, who availing himself of his master's weakness went to Dacca where the subah then resided, claimed the zemindery as his own right and bribing the subah, turned out the lawful possessor. A long dispute ensued, which at length ended in the division of the Zemindari, the lawful possessor having nine annas and the usurper seven, which seven annas are now part of the zemindory of Dinajpur."

ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রচুর হইল।
হস্তিনিশি রাজটীকা পাতসা করিল॥
তাহার সন্তান হইল কুমুদানন্দন।
তস্য পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্‌গুণ॥
মনোহর তস্য সুত তস্য পুত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্য সুত নাম ধারী॥"

মেঃ গুডল্যাড ও ঢাকুরের প্রাগুক্ত উক্তি অনুযায়ী নিম্নে দুইটী কুর্শীনামা প্রদর্শিত হইল—

ঢাকুরের উক্তি মতে	মেঃ গুড্ল্যাড সাহেবের উক্তি মতে
আৰ্য্যাবর	রাজা আর্য্যাবর
রাজা ভগবান্	" ভগবান্
" কুমদানন্দন	" মনোহর
" রঘুনাথ	" রঘুনাথ
" মনোহর	" রমানাথ
" হরিনাথ	" হরিনাথ
" বিশ্বনাথ	বিশ্বনাথ

ঢাকুরে কুমদানন্দন ও মনোহর যে স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে মেঃ গুডল্যাডের রিপোর্টসূত্রে সে স্থলে অন্য নাম দৃষ্ট হয়। উভয় তালিকার পর্য্যায়ের সংখ্যার সহিত কোনরূপ গোলযোগ নাই। এইরূপ নামের তালিকার যে অসাবধানতা দৃষ্ট হয়, তাহা কাহার কর্ত্তৃক হইল তদ্বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। ঢাকুরগ্রন্থখানি হস্তলিখিত হওয়ার পর ভগবানের পুত্র মনোহর স্থলে কুমদানন্দন লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপ অনুমান করা যায় না। ঢাকুরগ্রন্থে আমরা রাজা বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত নাম প্রাপ্ত হইতেছি। রাজা বিশ্বনাথ নবাব মুরসীদকুলী খাঁর সময় রাজা ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ হইতে পারে না। রাজা বিশ্বনাথ মুরসীদ কুলী খাঁর সময় ইদারকপুরের জমিদার হেতু ৮১৯৭৫ টাকা রাজস্বাবধারণে ৬০টী

পরগণার জমিদারী বন্দবস্ত ছিল (১)। তৎকালীয় বারেন্দ্র-সমাজে তিনি ধনবান্ ও মর্য্যাদাশালী ছিলেন।

মেঃ গুড্ল্যাড সাহেব সম্রাট্ অরঙ্গজেবের প্রদত্ত দুইখানি ফরমাণ দৃষ্ট করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি ফরমান রাজা (২) রঘুনাথের ও অপরখানি

(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস—১০৪। ১০৫ পৃষ্ঠা।

(২) মেঃ গুড্ল্যাড সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

"In the reign of Shaw Suja a man named Madhusing obtaining possession of five of the remaining nine annas of the *Zemindary*. This obliged the Zeminder to repair to Delhi for notice and a firman was obtained from the Emperor Auranzebe dated the 11th year of his reign, turning out Madhu Sing and giving the Zemindary to Raja Raghunath the son of Raja Munhari. This is the only document I have been able to obtain on perusing the copy of the firman, I was surprised to find the division of the seven annas confirmed which I think would hardly have been the case, had the fact being as represented to me by the *Zeminder* and which for want of better information I have been obliged to insert. In the Zeman of the firman I find that the zemindary was much larger than it is at present and that the perganah of Coondy which is now in Rangpur, the perganah of Sorooppore which belongs to Rajshahi and Perganah Pludoy which is now at Dinajpur, were all subordinate to this Zemindur. The officers here can not tell me when they were separated. Raja Raghunath was succeeded by his son Ramminath whose son, Raja Hurinath succeeded him and in whose name there is another firman confirming him in his Zemindary dated the 17th year of the reign of Auranzebe, I can obtain no further particulars than that the last named zeminder was succeeded by his son Raja Bessinath and who was also succeeded by his son Raja Sheenath, father of the present possessor Rajah Gournath...

রঘুনাথের পৌত্র হরিনাথের নামীয় ঐ ফরমান অনুসারে রঘুনাথের ও তাঁহার পুত্রের নাম উভয় তালিকায় ঐক্য থাকাই দৃষ্ট হইতেছে।

প্রাগুক্ত রাজা রঘুনাথ রায়ের নামীয় ফরমান দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, শাহসুজার সুবাদারী সময়ে ইদরাকপুরের নয় আনা অংশ জমিদারীর মধ্য হইতে পাঁচ আনা অংশ জমিদারী মধুসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি বলপ্রয়োগপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। রাজা সম্রাটের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়ায় সম্রাট্ অরঙ্গজেব তদীয় রাজত্বের ১১শ বর্ষে পূর্ব্বের ন্যায় নয় আনা স্থির করিয়া, উক্ত মধুসিংহকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ ফরমান প্রদান করেন। উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালের ১৭শ বর্ষে রাজা রঘুনাথের পৌত্র হরিনাথকে পৈতৃক সম্পত্তির জন্য আর একখানি ফরমান প্রদত্ত হয়।

ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে যে আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ চাতুরীপূর্ব্বক নয় আনা সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

"তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান মৈলে নিলা জমিদারী॥"

আর্য্যাবর মণ্ডল বর্দ্ধনকুটী রাজবাটীর নিকট রামপুর নামক স্থানে বাস করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আর্য্যাবরের পুত্র ভগবান্ রাজা ভগবানের (১) মৃত্যুর পর চাতুরীপূর্ব্বক ইদরাকপুরের নয় আনা সম্পত্তি জমিদারী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঢাকুরের উক্তি, পরিহারযোগ্য নহে। রাজা বিশ্বনাথের নাম ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত নামের মধ্যে চারি পুরুষ ব্যবধান মাত্র হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজা বিশ্বনাথের সময়ে

(১) কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ২০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এস্থলে রাজা ভগবানকে বাসুদেব বংশীয় রাজা পরশুরামের বংশধর স্থির করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মহাস্থান জনপদের নিকটস্থ স্থান সমূহে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বসতি ছিল। কানিংহাম সাহেব এই সকল স্থানের কতিপয় বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৌদ্ধ রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়-বংশই কি নির্ব্বংশ হইয়াছে? পঞ্চ কায়স্থ আগমনের পর হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ যে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে ঐ সকল ক্ষত্রিয়বংশীয়গণকে কায়স্থসমাজের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

যে জনশ্রুতি শুনা গিয়াছে, তাহা মেঃ গুডল্যাড অথবা বর্ত্তমান সময়ের জনশ্রুতি অপেক্ষা অধিকতর সজীব ও প্রামাণ্য।

মেঃ গুডল্যাড লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ নির্ব্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নাম ও ভগবান্ ছিল। দেওয়ান ভগবান্, প্রভুর নির্ব্বুদ্ধিতা সন্দর্শন করিয়া তদানীন্তন ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর গুরুতর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার হইয়াছিল। বিচার কিন্তু শেষে কাজীর বিচারের ন্যায় হইয়াছে। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হইবে। দিনাজপুর বিভাগের জমিদারী এই সাত আনা অংশের অন্তর্গত ছিল।

রাজা রঘুনাথের সময়ে কতিপয় ব্যক্তি প্রবল হইয়াছিলেন। রঙ্গপুর বাহিরবন্দ প্রদেশে চাঁদরায় নামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। তাঁহার অধীনে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ি, স্বরূপপুর ও পাতালাদহ প্রভৃতি ৮টী পরগণা ছিল। চাঁদরায়ের পুত্র ও রাণী সত্যবতীর সময়ে এই সকল পরগণা রাণী ভবানীর অধিকৃত হয়। স্বরূপপুরের ন্যায় ইদরাকপুরের জমিদারের কুণ্ডি প্রভৃতি পরগণা ও এরূপ ভাবে অন্য জমিদারের করতলগত হয়। রাজা ভগবান্ যে সময় ইদরাকপুর ও দিনাজপুরের জমিদার তৎকালে সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহার হস্তগত ছিল, প্রাগুক্ত নয় আনা ও সাত আনা অংশ বিভাগ হইবার পর হইতেই জমিদারীর আয়তন ক্রমেই খর্ব্ব হইয়াছে। দশশালা বন্দবস্তের সময় ইদরাকপুরের জমিদারের ৬৯টী পরগণা এবং ১৬০১৯৬৲ টাকা রাজস্ব অবধারিত ছিল। নবাব মুরশীদকুলী খাঁর সময়াপেক্ষা তাঁহার পৌত্র গৌরনাথের সময়ে সম্পত্তির আয়তন খর্ব্ব হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। এরূপ খর্ব্বতাসত্ত্বেও দশশালা বন্দবস্তের সময় ঐরূপ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যাহা হউক, দশশালা বন্দবস্ত সময়ে ইদরাকপুর জমিদারের যে ৬৯টী পরগণা ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই নীলাম হইয়া যায় (১)।

---

(১) "The Idrakpur Estate has now disappeared from the map. Its sixty nine Parganas were sold in lots early in the present century for arrears of revenue, only a small portion remains to the descendants of the former Rajas, paying not more than annual revenue of Rs 200. The Dinajpur Raja still retains a considerable although a much reduced Estate paying an annual revenue to Government of Lakh and three quarter of Rupees,"

Hunter's Statistical account of Bengal, Vol, VII p. 325

আর্য্যাবর মণ্ডল হইতে বর্ত্তমান কুমার চন্দ্রকিশোর রায় পর্য্যন্ত ১২শ পুরুষ হইয়াছে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র রাজা শিবনাথ এবং রাজা শিবনাথের পুত্র রাজা গৌরনাথ দশশালা বন্দবস্তের সময় জীবিত ছিলেন। গৌরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা গোকুলনাথ (স্ত্রীর নাম জয়দুর্গা) মধ্যম পুত্র রাজা গৌরকিশোর। এই রাজা গৌরকিশোরের দত্তকপুত্র কুমার শ্যামকিশোর এবং শ্যামকিশোরের দত্তক পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বর্ত্তমান আছেন।

দিনাজপুর-রাজবংশের কুর্শীনামা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, সোজাসুজি পর্য্যায় হিসাবে বিষ্ণুদত্ত হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজ গিরিজানাথ পর্য্যন্ত ১১ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ হইতে উর্দ্ধতন ষষ্ঠ-স্থানীয় রাজা রামনাথ নবাব মুরসীদকুলীর সমসাময়িক। হরিরাম রাজা শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরামের পুত্র শুকদেব রায়। শুকদেব রায়ের পুত্র রাজা জয়দেব ও রাজা প্রাণনাথ। রাজা প্রাণনাথের পুত্র রাজা রামনাথ। শুকদেব রায় ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা হরিরাম রায় ইদরাকপুরের জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। (১)

সাধারণ বংশবৃদ্ধি এক শত বৎসর মধ্যে যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হয়, জমিদারগণের দত্তকাদি রাখিবার নিয়মে ও অন্যান্য কারণে তদ্রূপ হয় না, তজ্জন্যই পর্য্যায়ের কথঞ্চিৎ কমবেশ হওয়া সম্ভবপর।

ঢাকুরের উক্তি যে, রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা ভগবানের জমিদারী নয় আনা ও সাত অংশে বিভক্ত হয়। রাজা মানসিংহ সম্রাট্ অকবরের মৃত্যুর পরও এ দেশে আগমন করেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় ঢাকা নগরীতে রাজ-

---

(১) Golden Book of India by Lethbridge. page 153.
বিশ্বকোষ। দিনাজপুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

যে জনশ্রুতি শুনা গিয়াছে, তাহা মেঃ গুডল্যাড অথবা বর্ত্তমান সময়ের জনশ্রুতি অপেক্ষা অধিকতর সজীব ও প্রামাণ্য।

মেঃ গুডল্যাড লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ নির্ব্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নাম ও ভগবান্ ছিল। দেওয়ান ভগবান্, প্রভুর নির্ব্বুদ্ধিতা সন্দর্শন করিয়া তদানীন্তন ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর গুরুতর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার হইয়াছিল। বিচার কিন্তু শেষে কাজীর বিচারের ন্যায় হইয়াছে। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হইবে। দিনাজপুর বিভাগের জমিদারী এই সাত আনা অংশের অন্তর্গত ছিল।

রাজা রঘুনাথের সময়ে কতিপয় ব্যক্তি প্রবল হইয়াছিলেন। রঙ্গপুর বাহিরবন্দ প্রদেশে চাঁদরায় নামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। তাঁহার অধীনে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ি, স্বরূপপুর ও পাতালাদহ প্রভৃতি ৮টী পরগণা ছিল। চাঁদরায়ের পুত্র ও রাণী সত্যবতীর সময়ে এই সকল পরগণা রাণী ভবানীর অধিকৃত হয়। স্বরূপপুরের ন্যায় ইদরাকপুরের জমিদারের কুণ্ডি প্রভৃতি পরগণা ও এরূপ ভাবে অন্য জমিদারের করতলগত হয়। রাজা ভগবান্ যে সময় ইদরাকপুর ও দিনাজপুরের জমিদার তৎকালে সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহার হস্তগত ছিল, প্রাগুক্ত নয় আনা ও সাত আনা অংশ বিভাগ হইবার পর হইতেই জমিদারীর আয়তন ক্রমেই খর্ব্ব হইয়াছে। দশশালা বন্দবস্তের সময় ইদরাকপুরের জমিদারের ৬৯টী পরগণা এবং ১৬০১৯৬৲ টাকা রাজস্ব অবধারিত ছিল। নবাব মুরসীদকুলী খাঁর সময়াপেক্ষা তাঁহার পৌত্র গৌরনাথের সময়ে সম্পত্তির আয়তন খর্ব্ব হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। এরূপ খর্ব্বতাসত্ত্বেও দশশালা বন্দবস্তের সময়ে ঐরূপ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যাহা হউক, দশশালা বন্দবস্ত সময়ে ইদরাকপুর জমিদারের যে ৬৯টী পরগণা ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই নীলাম হইয়া যায় (১)।

(১) "The Idrakpur Estate has now disappeared from the map. Its sixty nine Parganas were sold in lots early in the present century for arrears of revenue, only a small portion remains to the descendants

আর্য্যাবর মণ্ডল হইতে বর্ত্তমান কুমার চন্দ্রকিশোর রায় পর্য্যন্ত ১২শ পুরুষ হইয়াছে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র রাজা শিবনাথ এবং রাজা শিবনাথের পুত্র রাজা গৌরনাথ দশশালা বন্দবস্তের সময় জীবিত ছিলেন। গৌরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা গোকুলনাথ (স্ত্রীর নাম জয়দুর্গা) মধ্যম পুত্র রাজা গৌরকিশোর। এই রাজা গৌরকিশোরের দত্তকপুত্র কুমার শ্যামকিশোর এবং শ্যামকিশোরের দত্তক পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বর্ত্তমান আছেন।

দিনাজপুর-রাজবংশের কুর্শীনামা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, সোজাসুজি পর্য্যায় হিসাবে বিষ্ণুদত্ত হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজ গিরিজানাথ পর্য্যন্ত ১১ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ হইতে উর্দ্ধতন ষষ্ঠ-স্থানীয় রাজা রামনাথ নবাব মুরসীদকুলীর সমসাময়িক। হরিরাম রাজা শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরামের পুত্র শুকদেব রায়। শুকদেব রায়ের পুত্র রাজা জয়দেব ও রাজা প্রাণনাথ। রাজা প্রাণনাথের পুত্র রাজা রামনাথ। শুকদেব রায় ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা হরিরাম রায় ইদরাকপুরের জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। (১)

সাধারণ বংশবৃদ্ধি এক শত বৎসর মধ্যে যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হয়, জমিদারগণের দত্তকাদি রাখিবার নিয়মে ও অন্যান্য কারণে তদ্রূপ হয় না, তজ্জন্যই পর্য্যায়ের কিঞ্চিৎ কমবেশ হওয়া সম্ভবপর।

ঢাকুরের উক্তি যে, রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা ভগবানের জমিদারী নয় আনা ও সাত অংশে বিভক্ত হয়। রাজা মানসিংহ সম্রাট্ অকবরের মৃত্যুর পরেও এ দেশে আগমন করেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় ঢাকা নগরীতে রাজ-

of the former Rajas, paying not more than annual revenue of Rs 200. The Dinajpur Raja still retains a considerable although a much reduced Estate paying an annual revenue to Government of Lakh and three quarter of Rupees,"

Hunter's Statistical account of Bengal, Vol, VII p. 325

(১) Golden Book of India by Lethbridge, page 153.

বিশ্বকোষ। দিনাজপুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

ধানী স্থাপিত হয়। রাজা মানসিংহের সময় নয় আনা সাত আনা জমিদারী বণ্টন হওয়ার বিষয় ঢাকুরে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে কথা অলীক নহে। রাজা মানসিংহের দরবারে বিভাগের আদেশ ও পরে ঢাকার সুবাদার কর্ত্তৃক তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়াই সম্ভবপর। এ কারণ ঢাকুরের উক্তি ও জনশ্রুতি পরস্পর ঐক্য হইতেছে।

আর্য্যাবর দেব ও শ্রীমন্ত দত্ত উভয়েই রাজা টোডরমল্লের সময়ের লোক। উভয়েই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বটেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

কায়স্থোৎপত্তি।*

(দাল্‌ভ্যবাদ)

জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রবাদের মূল কোথা, তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি নাই। যদি ক্ষত্রিয়বংশ একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তবে এখণও বহু ক্ষত্রিয় থাকিল কি প্রকারে ?

দ্বিতীয়তঃ—কথিত আছে যে, ক্ষত্রবংশ-ধ্বংসকালে হৈহয়বংশীয় চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি হত্যাকারী পরশুরামের ভয়ে দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে পলাইয়া গিয়াছিলেন। পরশুরাম অনুসন্ধান করিয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং যখন তিনি স্ত্রীহত্যা করিয়াও গর্ভ নষ্ট করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন, তখন দাল্‌ভ্য মধ্যস্থ হইয়া রাজমহিষী ও তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, গর্ভস্থ সন্তান ক্ষত্রিয় হইবে না; কায়স্থ হইবে এবং লেখ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই প্রকার কায়স্থোৎ-

* প্রবন্ধের মতের সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ আছে। কায়স্থসভা এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য দায়ী নহেন। পঃ সম্পাদক

পত্তিকে আমরা দাল্‌ভ্যবাদ বলিতেছি। চান্দ্রসেনী কায়স্থ নামে এক শ্রেণীর কায়স্থও দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং দাল্‌ভ্যবাদ নিতান্ত উপেক্ষার কথা নহে। কিন্তু দাল্‌ভ্যবাদ এবং সকল ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের অস্তিত্ব থাকে না, সকল কায়স্থই চান্দ্রসেনী কায়স্থ হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ অবলম্বন করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে কলিতে ক্ষত্রবৈশ্যাভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ অধিক প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ব্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। শূদ্রভূপালা ভবিষ্যন্তীতি।" (বিষ্ণুপুরাণ)

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, বিষ্ণুপুরাণকার জানিতেন যে পরশুরাম অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ছিলেন এবং ইহাও জানিতেন যে, তাহা ছাড়াও অনেক ক্ষত্রিয় আছে, যাহাদিগকে তাঁহার মতে, মহাপদ্মনন্দ একেবারেই পরশুরামের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

বাস্তবিক প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতি কোথা ? রাজপুতনার রাজপুতদিগকে এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় শাখা-প্রশাখাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আর ক্ষত্রিয় থাকে কি ? রাজপুতজাতি ত শকজাতি। জনকাদি প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর তবে কোথা ? এ সব প্রশ্নের মূলে যদি কোন সত্য থাকে, তাহা হইলে ত প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতি নাই। সুতরাং পরশুরামের কথাটা একবার ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে অনেকটা অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ক্ষত্রবংশধ্বংসে তাঁহার অনেকটা বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। নচেৎ তিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রবংশধ্বংস, দাল্‌ভ্যের মধ্যস্থতা, চন্দ্রসেন-রাজমহিষীর সন্তানরক্ষা ও তাহাকে কায়স্থধর্ম্মে দীক্ষা প্রভৃতি বিষয় লইয়া এত বাগাড়ম্বর করিতেন না। এ জন্য একবার দাল্‌ভ্যবাদ বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত ?

"জমদগ্নিস্তুত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে।
যজ্ঞ শুভকর উভে সোমরস পিয়ে॥"* (বেদসংহিতা, ঋগ্বেদ ৩।৬২।১৮)

সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্ত অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ সূক্ত

* গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদত পাতং সোমমৃতা বৃধা। (৩।৬২।১৮)

আর নাই। কেন না ইহার ১০ম ঋক্ হইয়াছে, সেই জগদারাধ্য গায়ত্রীমন্ত্র;— যাহা গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত কায়স্থজাতি আজ লালায়িত। এই সূক্তের রচয়িতা বিশ্বামিত্র। ইহার ৪৮শ ঋকে আমরা জমদগ্নি ঋষির যে ভাবে উল্লেখ দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়। রামায়ণানুসারে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম সমসাময়িক, কেন না বিশ্বামিত্র দাশরথি রামের শিক্ষাগুরু এবং পরশুরাম তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ছিলেন। দাশরথিরাম ও পরশুরামের যুদ্ধের সময়ে বিশ্বামিত্র উপস্থিত ছিলেন।

৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের দেবতা হইয়াছেন "রথবীতি দাল্ভ্যঃ।"

হে রাত্রি! দার্ভ্য রথবীতি কাছে, বহয়ে যেমন রথী, তথা বহ মন এ সব বচন।
আমার স্তব করহ বহন।* (বেদসংহিতা, ঋগ্বেদ ৫।৬১।১৭)

যে সূক্তের এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইল, তাহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা শ্যাবাশ্ব ঋষি। তিনি আত্রেয়। এই আত্রেয় শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য যে বৈদিক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে দাল্ভ্য রথবীতির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য আমি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

সায়ণাচার্য্য বলেন, একটী আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, আগমপারদর্শীরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিবংশের সহিত বিবাহ হইয়াছে; অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারীপ্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে করিয়া পতি সমীপে

---

* এতং মে স্তোমমূর্ম্ম্যে দার্ভ্যায় পরাবহ গিরো দেবী রথীরিব। (৫।৬১।১৭)

উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথিসৎকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযূথ আভরণ প্রদান করিলে তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীলের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব পথি মধ্যে মরুদ্‌গণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন।"

সুতরাং দাল্ভ্য আর কেহই নহেন, দর্ভের পুত্র রথবীতি। তিনি মুনি নহেন, রাজা। তাঁহার স্ত্রী সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন, আমাদের কন্যার ঋষিবংশে ভিন্ন বিবাহ হয় না, এজন্য হোতা অর্চনানা ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বকে মরুদ্‌গণের স্তব শিক্ষা করিয়া ঋষি হইতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দাল্ভ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

অত্রিবংশীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি বিশ্বামিত্র ও জামদগ্ন্য পরশুরামের সমসাময়িক হইতে পারেন। ইহাতে অত্রিকে বিশ্বামিত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়।

শ্যাবাশ্ব ও দাল্ভ্য সমসাময়িক; সুতরাং দাল্ভ্য ও পরশুরামের এক সময়ে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বামিত্র সেই শৈলনদ-সুশোভিত পঞ্চনদ প্রদেশের সুদাম রাজার যজ্ঞ করিতেন, বশিষ্ঠও তাঁহার যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের সময় আর্য্যবিজয় পঞ্জাবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহ! সে সময়ে বর্ণভেদ প্রথারই সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময়েই না কি এই প্রভু ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাহার পর গাঙ্গ্য প্রদেশে বহু ক্ষত্রিয়ের একটা যুদ্ধের কথা মহাভারতে লেখা আছে। এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ভীষ্মের সহিতও পরশুরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ভীষ্ম বৃদ্ধ নহেন, যুবা বা প্রৌঢ়। সুতরাং এক ব্যক্তির জীবন কাল মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধনেতা রাম ও মহাভারতের যুদ্ধনেতা ভীষ্ম বিদ্যমান ছিলেন। যাঁহারা রামায়ণের যুদ্ধকে ত্রেতায় ও মহাভারতের যুদ্ধকে দ্বাপরের শেষে সংঘটিত মনে করেন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর যুগের পরিমাণ ধরেন, তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিবেন? বোধ হয়, এই কারণেই পরশুরামকে চিরজীবী বলা হইয়াছে। আমাদের সহিত এই চিরজীবী মহাশয়ের এক্ষণও সাক্ষাৎ হয় নাই, কাজেই

আর নাই। কেন না ইহার ১০ম ঋক্ হইয়াছে, সেই জগদারাধ্য গায়ত্রীমন্ত্র;— যাহা গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত কায়স্থজাতি আজ লালায়িত। এই সূক্তের রচয়িতা বিশ্বামিত্র। ইহার ৪৮শ ঋকে আমরা জমদগ্নি ঋষির যে ভাবে উল্লেখ দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়। রামায়ণানুসারে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম সমসাময়িক, কেন না বিশ্বামিত্র দাশরথি রামের শিক্ষাগুরু এবং পরশুরাম তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ছিলেন। দাশরথিরাম ও পরশুরামের যুদ্ধের সময়ে বিশ্বামিত্র উপস্থিত ছিলেন।

৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের দেবতা হইয়াছেন "রথবীতি দাল্ভ্যঃ।"

হে রাত্রি! দার্ভ্য রথবীতি কাছে, বহয়ে যেমন রথী, তথা বহ মন এ সব বচন।
আমার স্তব করহ বহন।* (বেদসংহিতা, ঋগ্বেদ ৫।৬১।১৭)

যে সূক্তের এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইল, তাহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা শ্যাবাশ্ব ঋষি। তিনি আত্রেয়। এই আত্রেয় শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য যে বৈদিক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে দাল্ভ্য রথবীতির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য আমি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

সায়ণাচার্য্য বলেন, একটী আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, আগমপারদর্শীরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিবংশের সহিত বিবাহ হইয়াছে; অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যা বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে করিয়া পতি সমীপে

* প্রতং মে স্তোমমূর্ম্ম্যে দার্ভ্যায় পরাবহ গিরো দেবী রথীরিব। (৫।৬১।১৭)

উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথিসংকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযূথ আভরণ প্রদান করিলে তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীড়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব পথি মধ্যে মরুদ্গণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদ্গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন।"

সুতরাং দাল্ভ্য আর কেহই নহেন, দর্ভের পুত্র রথবীতি। তিনি মুনি নহেন, রাজা। তাঁহার স্ত্রী সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন, আমাদের কন্যার ঋষিবংশে ভিন্ন বিবাহ হয় না, এজন্য হোতা অর্চনানা ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বকে মরুদ্গণের স্তব শিক্ষা করিয়া ঋষি হইতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দাল্ভ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

অত্রিবংশীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি বিশ্বামিত্র ও জামদগ্ন্য পরশুরামের সমসাময়িক হইতে পারেন। ইহাতে অত্রিকে বিশ্বামিত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়।

শ্যাবাশ্ব ও দাল্ভ্য সমসাময়িক; সুতরাং দাল্ভ্য ও পরশুরামের এক সময়ে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বামিত্র সেই শৈলনদ-সুশোভিত পঞ্চনদ প্রদেশের সুদাম রাজার যজ্ঞ করিতেন, বশিষ্ঠও তাঁহার যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের সময় আর্য্যবিজয় পঞ্জাবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহ! সে সময়ে বর্ণভেদ প্রথারই সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময়েই না কি এই প্রভু ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাহার পর গাঙ্গ্য প্রদেশে বহু ক্ষত্রিয়ের একটা যুদ্ধের কথা মহাভারতে লেখা আছে। এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ভীষ্মের সহিতও পরশুরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ভীষ্ম বৃদ্ধ নহেন, যুবা বা প্রৌঢ়। সুতরাং এক ব্যক্তির জীবন কাল মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধনেতা রাম ও মহাভারতের যুদ্ধনেতা ভীষ্ম বিদ্যমান ছিলেন। যাঁহারা রামায়ণের যুদ্ধকে ত্রেতায় ও মহাভারতের যুদ্ধকে দ্বাপরের শেষে সংঘটিত মনে করেন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর যুগের পরিমাণ ধরেন, তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিবেন? বোধ হয়, এই কারণেই পরশুরামকে চিরজীবী বলা হইয়াছে। আমাদের সহিত এই চিরজীবী মহাশয়ের এক্ষণও সাক্ষাৎ হয় নাই, কাজেই

আমরা তাঁহাকে মরণশীল মনুষ্য ভাবিতে বাধ্য হইলাম এবং বেদপ্রমাণবশতঃ তাঁহাকে শত বৎসরের অত্যধিক বয়স্ক মনে করিতে পারিলাম না।

(১) "যেবা হয় দেব কিংবা যেবা মর্ত্ত্য হয়,
অসুর বরুণ! তুমি রাজা সকলের।
দেখিবারে দাও শত শরত সময়,
পাই যেন আয়ুভুক্ত প্রাচীনগণের॥ ২।৭।১০
(২) আমরা কৃপায় তার দত্তধন দেবতার
পেয়ে বীর পুত্রগণে হইবে বেষ্টিত,
শতেক হেমন্ত যেন থাকি হরষিত।" অথর্ব্ববেদ ১৯।২।১

বেদ হইতে এরূপ আরও অনেক মন্ত্র উদ্ধৃত করা যায়।

লঙ্কাবিজয় ও কুরুক্ষেত্রসমর কি এক শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল! লঙ্কা কোথায়? যদি কুমারিকার নিকটবর্ত্তী লঙ্কা হয়, তবে পঞ্চনদপ্রদেশবাসী আর্য্য ঋষিগণের অগ্রগণ্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহচর কোন ব্যক্তি দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবপর নহে। তবে যদি বৈদিক সীতা ও ইন্দ্রকে রামায়ণের মূল কল্পনার অন্তর্নিহিত বস্তু (Keruel) মনে করা যায়, প্রাতিশাখ্যরচক বাল্মীকিকে মূল রামায়ণের বাল্মীকি ধরা যায়, তাহা হইলে রামায়ণের সীতানাথকে মহাভারতের গাঙ্গেয়ের অনধিক শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করা যাইতে পারে এবং জামদগ্ন্যও চিরজীবী না হইয়া ক্ষত্রিয়ধ্বংসকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন।

ভীষ্মের বৃদ্ধ বয়সে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়, তখন জামদগ্ন্য জীবিত ছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তবে এই সময়ে কিন্তু বহু ক্ষত্রিয় নষ্ট হয়। যাঁহারা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহারা ব্রাহ্মণানুগত যুধিষ্ঠিরের পক্ষ ও উত্তর পুরুষ। সুতরাং বর্ণভেদ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শ্রেণী-ভেদের অনুষ্ঠান-সময় হইতেই যে পৌরোহিত্য শক্তি (যাহা পরশুরামের গল্পে রূপকভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে একবার বিজয়িনী পতাকা তুলিয়া ছিল, সন্দেহ নাই। পরশুরাম তখন জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহার ক্ষত্রবিদ্বেষিণী নীতি প্রভাবশালিনী

(১) ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্ত্যাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেঽশ্যামায়ুংসি সুধিতানি পূর্ব্বা॥ ২।৭।১০
(২) অস্মা বাস্যং দেবহিতং সনেম মদেম শততিমাঃ সুবীরাঃ ।১৯।১২।১

হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত ক্ষত্রশক্তি বা লোকশক্তি পৌরোহিত্য-শক্তির বিরুদ্ধে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণসত্ত্বেও শক্তের মাথা তুলিতে পারে নাই। মহাভারতের যুদ্ধের পরে ব্রহ্মণ্যশক্তি বা পৌরোহিত্য-শক্তির একটী স্থায়ী প্রভাব ক্ষত্রশক্তি বা লোকশক্তির উপর পরি-লক্ষিত হয়। ইহার নামই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বা বর্ণভেদ।

কিন্তু এ সময়ে ক্ষত্রিয় নাই, এ কথা আসে কোথা হইতে? সূত্রসাহিত্যে চারি বর্ণের আদান-প্রদানের নিয়ম সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখিতেছি, সূত্রকার বশিষ্ঠের মতে ব্রাহ্মণ-রমণীতে ক্ষত্রিয় দ্বারা জাতসন্তানকে সূত বলা। লিখিত আছে (বশিষ্ঠ ১৮, ৬,), বিপরীত ভাবে বিবাহিতা রমণী হইতে আয়োগব, মাগধ, বৈণ, ক্ষত্তা, পৌল্কস্, কুক্কুটক, বৈদেহক এবং চণ্ডাল জন্মে (বৌধায়ন ১, ৯, ১৬)। বিপরীত বা প্রতিলোম ভাবে উচ্চবর্ণের রমণীতে সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহাকে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তা, বৈদেহক বা চণ্ডাল বলে (গৌতম ৫, ১৭)। ব্রাহ্মণ-রমণীতে ক্রমাগত চারি জাতির পুরুষ যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ বা চাণ্ডাল বলে (গৌতম ৪।১৮)। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে যে, ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস না হইয়া, নিগ্রহগ্রস্ত হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহপূর্ব্বক তাহাতে সূত নামক জাতি উৎপন্ন করিতেছিলেন; বৈশ্যগণও সেইরূপ ব্রাহ্মণ-কন্যায় মগধ জাতি সৃষ্টি করিতেছিলেন। যে সকল কায়স্থপুঙ্গবেরা কায়স্থকে ন-শূদ্র ন-সঙ্কর, ন-ক্ষত্রিয় অথচ সূত ও মাগধ জাতির ন্যায় একটী মৌলিক সম্মানিত জাতি মনে করিয়া আস্ফালন করেন, তাঁহারা কি অবগত নহেন যে, সূত্রকারগণ সূত ও মাগধজাতিকে চণ্ডালের ন্যায় প্রতিলোমজ বলিয়াছেন? এই প্রতিলোমজ জাতির সদৃশ বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহারা কায়স্থের কিরূপ গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

সে যাহা হউক, সূত্রকারগণের সময়েও ক্ষত্রিয়গণ স্বশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন। মনুর সময়ে ও বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবকালে, কোন কোন ক্ষত্রিয় (মনু ১০।২২) ব্রাত্য ও আচারভ্রষ্ট হইয়া লেখ্যবৃত্তিদ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিলেও, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩) ইহাঁরাই আবার কায়স্থ নামে খ্যাত হইলেও এই কায়স্থ-সম্প্রদায় তখনও মূল ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ব্যবসায়ে ভিন্ন হইলেও আদান-প্রদানে ও আহার-বিহারে ভিন্ন হয় নাই। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-পাঠে

কায়স্থের ক্ষত্রিয় হইতে জাত্যন্তর হওয়ার কথা অনুভব করা যায় না। ফলে ব্যাসসংহিতার প্রক্ষিপ্ত কয়েকটী বচন পরিত্যাগ করিলে, সংহিতাগ্রন্থগুলিতে কায়স্থের জাত্যন্তরের কথা নাই। কায়স্থ সে সময়ে ও বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় জাতিই আছে, তবে অসিচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময় ক্ষত্রিয় নামধেয় জাতির সহিত আহারাদি প্রচলিত নাই, এইমাত্র। ব্রাহ্মণগণেরও সেইরূপ স্বদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ ও অপর দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত আহারাদি প্রচলিত নাই। ইহা কি ব্রাত্যত্ব? যে বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের সময় হইতেই বংশানুক্রম মুন্‌সেফী বা ওকালতি ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহার সহিত পশ্চিমদেশীয় পাঁড়ে বা দোবের সহিত আহারাদি করিবার নিয়ম নাই; তিনি কি ব্রাত্য হইয়াছেন? কায়স্থের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ।

তবে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথমে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যখন জাত্যালোচনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে নূতন জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছিল, তখন ভারতের কোন পুরাণকার দাল্‌ভ্যবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। দাল্‌ভ্যবাদের দ্বারা আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্মণ্যশক্তির পুনর্ব্বার মস্তকোত্তোলন সহ ক্ষত্রশক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ ক্ষত্রিয়গণের অতি বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত শাখা (কায়স্থ) ক্রমে স্বাতন্ত্র্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র হন নাই। কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের নামান্তর মাত্র, জাত্যন্তর নহে। দাল্‌ভ্যবাদে প্রকারান্তরে সেই কথাই বলিতেছে।

দাল্‌ভ্যবাদ ঐতিহাসিক নহে। দাল্‌ভ্য ও পরশুরাম একসময়ে বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর হইলেও তাঁহাদের সময়ে কায়স্থোৎপত্তি হয় নাই। তাহা হইলে সূত্রসাহিত্যে, মনুতে ও যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে তাঁহাদের উৎপত্তিবিবরণ থাকিত। তবে দাল্‌ভ্যবাদ পৌরাণিক হইলেও পুরাণকার ইহা অবগত ছিলেন যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়; কেবল ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

দাল্‌ভ্যবাদ ঐতিহাসিক বিবেচনা করিলে, সেই সুদূর বৈদিকযুগে চান্দ্রসেনী কায়স্থের উৎপত্তি ধরিলে, পরশুরামকে "অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী" বলিয়া বিবেচনা করিলে—চিত্রগুপ্তবাদের সহিত বিরোধ ঘটে। কিন্তু উহা যখন পৌরাণিক, তখন চিত্রগুপ্তবাদের সহিত বিরোধ কোথায়?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

গরীবের পত্র।

সমুদ্রসদৃশ কায়স্থ-সমাজ এখন দুইটী ভাবে পরিণত। একটী বিশুদ্ধ হিন্দুভাবসম্পন্ন, অপরটী বৈদেশিক ভাবাপন্ন। বৈদেশিক ভাবাপন্ন ভাবটীর সংস্কারাদি বিষয়ে ততটা ঝোঁক অবশ্যই কম। কেন না, তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময়েই উন্নত-জগতের সভ্যসমাজে থাকিতে হয়। কেনই বা তাঁহারা কোন প্রকার সংস্কারে বদ্ধ বা জাতীয় চিহ্ন প্রদর্শন দ্বারা পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন? হিন্দুভাবটী প্রচ্ছন্নতার সহিত রক্ষা হউক, সংস্কারাদির প্রয়োজন কি? প্রথমটীর মত এই যে, শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষত্রিয়োচিত যথাবিধি সংস্কারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত হিন্দুভাব রক্ষা করা হউক। এখন ভাবুন, এই উভয়ের ভাব মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কায়স্থ-সমিতির অগ্রণীগণের কর্ত্তব্য? বাস্তবিক এটী ভাবিবার কথা! কেন না, উভয় দলেই কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি অনেক আছেন।

কলিকাতা মহানগরীতে ক্রমে দুই বৎসর মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় এই যে, দুই বৎসরই কলহ-বহ্নির ধূম দেখা দিয়াছে। কিন্তু মহাসমিতি তাহাতে অণুমাত্রও শঙ্কিত নহেন, ইহা মনস্বিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। স্পর্শমণি লৌহকে স্পর্শ করিয়া স্বর্ণ করিতে পারে। বস্তুতঃ, এই বিরাট্ মহাসমিতিও তদবস্থভাবে অবস্থিত। আমরা বর্ষে বর্ষে সমিতি-স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব এবং প্রভান্বিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃবৃন্দকে সমগ্রভাবে আলিঙ্গন করিব, ইহাই ত আমাদের একমাত্র শোণিতগত ইচ্ছা। ভাবী কালের উজ্জ্বল আলোকে সকলেই আলোকিত হইতে পারেন, ইহাই ত বাঞ্ছনীয়! এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যদি দাঁড়াইতে পারি, তবেই মনের সঙ্কল্প ও বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। যদি বৈদেশিক-ভাবাপন্ন কৃতবিদ্যগণ সঙ্কীর্ণ ভাবটী পরিহার করেন, যদি অন্ধকারময়-কূপমগ্ন মণ্ডূকের ন্যায় স্বার্থপরতাবৃত ব্যক্তিরা এই মহাসমিতি-সিন্ধুর তরঙ্গ দেখিয়া বিত্রাসিত না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ইহার পরিণাম ফল আশাপ্রদ। বহুস্থানের তৃণখণ্ড-সমূহ একত্র হইলে রজ্জুরূপ ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া ফেলে। এই

বঙ্গনিবাসী অসংখ্য কায়স্থগণ দ্বারা কলিকাতার মহাসমিতিকে একভাবে একপ্রেমে হৃদয়ে রাখিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণকে বাঁধিতে পারিব না? প্রতি বৎসরই কি পূর্ব্ব জের ধরিয়া কলহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবে? দেখুন, আমি যদি মুখে সুখ বর্দ্ধন করিয়া অন্তরে অমিলনের গরল সঞ্চিত রাখি, তবে সমস্ত কায়স্থমণ্ডলীর সভ্যগণ একতানে বলিতে পারেন, আমার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

নিরাশার কথা নহে। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা নাই। যে যজ্ঞের স্থণ্ডিল মহানগরী কলিকাতা, দিনাজপুরের মহারাজ যে ক্রিয়ার আচার্য্য, জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ সদস্য, মহাসমিতির সম্পাদক বাবু রমানাথ ঘোষ ব্রহ্মা,—এ হেন মহাযজ্ঞে যে শূদ্রত্বরূপ প্রেতত্বের বিনাশ হইয়া ক্ষত্রিয়-সংস্কারের আশ্রয়ে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়শ্রী ধারণ করিবেন এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ 'শূদ্রযাজক' কলঙ্ক হইতে নিষ্কলঙ্ক হইবেন, তাহার আর সংশয় কি? ইহাতে আমার মনে হয়, তাঁহাদিগের গৌরবেরই কথা। ভাবিয়া দেখিলে পুরোহিত মহাশয়গণ শূদ্রের প্রতি বিশেষ আধিপত্যে গৌরবান্বিত নহেন।

যাহা হউক, এখন আমাদের কথা কয়েকটী বলিব। জষ্টিস্ মহোদয় গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠের অধিবেশনে যে তিনটী সারতত্ত্ব বলিয়াছেন, উহা বঙ্গবাসী কায়স্থগণেরই হৃদয়ের বস্তু। আবশ্যক বোধে এখানে ঐ কথাত্রয় উল্লেখ করিলাম।

১। "কায়স্থগণের প্রকৃত বর্ণসংস্কারাদি নির্ণয়।

২। বিবাহাদি ক্রিয়ার ব্যয়সংক্ষেপ।

৩। চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধস্থাপন।"

জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ জষ্টিস্ মহোদয়ের এই তিনটী বিষয় শীঘ্র সম্পন্ন হয়, সকলেরই প্রাণগত চেষ্টা করা বিধেয়। মানবশরীর ক্ষণস্থায়ী, এই আছে—এই নাই। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের হৃদয়ের মহারত্ন কয়েকটী হারাইয়াছি। বর্ত্তমানে ঈদৃশ মহদনুষ্ঠানটী কার্য্যে পরিণত দেখিলে এমন কে আছেন, যে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নিমজ্জিত না হইবে?

১ম—বারেন্দ্র, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী, এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে উদার-ভাবসম্পন্ন প্রচারক নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। মফঃস্বলস্থ প্রচারকগণ স্বার্থত্যাগী হইয়া প্রাগুক্ত তিনটী মূল তত্ত্বের এবং তাহার আনুসঙ্গিক উন্নতিকল্পে যদি ইচ্ছা করেন, নানা স্থান ভ্রমণনিরত হইয়া প্রচার করিবেন।

২য়—কলিকাতা-সমিতি হইতেও ঐরূপ প্রচারক নিযুক্ত হওয়া উচিত। প্রচারকদিগের পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কলিকাতায় এবং যে যে স্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে এক একটী প্রচার-ভাণ্ডার থাকিবে। তাহা হইতে প্রচারকগণের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। পরস্পর কায়স্থ-মহোদয়গণের এই সকল ভাণ্ডারে অর্থদান করাও আবশ্যক।

৩য়—পশ্চিম-প্রদেশবাসী কায়স্থগণের সহিত বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থেরই প্রাণগত সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজন। কেন না, ঐ কায়স্থবংশের আদিপুরুষ পঞ্চজনের শোণিতেই বঙ্গে আজ লক্ষ লক্ষ কায়স্থের উৎপত্তি। এই ঘোর আন্দোলনের সময়ে যে কোন বিষয়েরই অভাব হউক না কেন, সেই ভ্রাতৃগণের সহানুভূতিতে তাহা পূর্ণ হইবে। ঐরূপ স্থলে উহাঁদিগের সহিত হৃদয়ের মিলন ও আনুগত্য-স্থাপন হইলে যে কতদূর সুখের হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

৪র্থ—মুর্শিদাবাদ, বাখরগঞ্জ, হুগলী প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত শাখা-সমিতির অধীন নানাস্থানে ভিতরে ভিতরে যুবকদল মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোধ হয় আরও অনেকে প্রস্তুত আছেন। মহাসমিতির আগামী অধিবেশনের ঐক্যতানে মন্ত্রণা সিদ্ধ হওয়া সময়সাপেক্ষ হইলেও আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে। অতএব পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাসমূহ সহ ঐ শাখা-সমিতির প্রতি পদ্ধতিসংস্কারের অনুমতির নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না, যখন মফঃস্বলবাসী যুবকগণ অপেক্ষা না করিয়াই সংস্কারাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ঐ শুভস্রোতকে বাধা দেওয়া উচিত হয় কি? যত শীঘ্র কায়স্থগণের স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অযথা শূদ্রভাবকলঙ্ক বিনাশ হয়, তাহারই সম্বন্ধে শোণিতগত চেষ্টা সকলেরই প্রার্থনীয়।

৫ম—এই শুভকার্য্যে উন্নতমনাঃ মহাত্মগণ প্রসন্নহৃদয়ে প্রচুর অর্থের দ্বারা মহাসমিতির ব্যয় সঙ্কুলন করিতেছেন। তাঁহারা কেন যে এই শুভ সময়ে শূদ্রত্বরূপ প্রেতত্বের বিনাশ সাধনে সম্যক্ প্রকারে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন না, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছেন, ইহার মর্ম্ম, মর্ম্মগ্রন্থিকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। কেন না, প্রেতত্ব মোচন হইয়া মিলিত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রেমের আকর্ষণে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন হইবে। ইহা হইতে অধিক সুখ আর কি আছে? এখনও কি এই বঙ্গ-বিকম্পিত-আন্দোলনে নিরুদ্যম-নিরুৎসাহে বসিয়া

থাকা বিধেয়? প্রাঞ্জলি পুটে অনুরোধ করি, সকলে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রস্তুত হউন।

৬ষ্ঠ—বিবিধশাস্ত্র মন্থন করিয়া কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। ভারতশ্রেষ্ঠ মহা মহা পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্রও অনেক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এরূপ শুভ সময়ে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণে ও প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃতি দ্বারা পত্রিকা পূরণ করা কি অনাবশ্যক নহে? উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে অবশ্যই শুভফল প্রসব করিবে। এখন হইতে সকলে হৃদয়প্রাণ মহাসমিতিকে সঁপিয়া দিয়া বর্ণসংস্কারাদি বিষয়ে যদি তৎপর হন, তাহা হইলে মনে হয় ভবিষ্যতে অল্প সময়েই শুভ আশাপূর্ণ হইবে।

৭ম—বঙ্গের সমস্ত জেলার এবং তদন্তর্গত প্রত্যেক পল্লীতে যে যে স্থানে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের সমাজ, সেই স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লওয়া উচিত। এমন কি, যাঁহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও আদরের সহিত এক একখানি ব্যবস্থাপত্র লইতে হইবে। কোন কোন পল্লীতে এমনও কেহ কেহ আছেন যে স্মৃতি প্রভৃতি দুই একখানি শাস্ত্রের কল্পিত প্রমাণে কায়স্থ যে শূদ্র,উহাই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মনে করেন। তাহার ব্যত্যয়ে দাঁড়াইতে সাহসী হন না। কাজেই তাঁহারা এই চিরবিশুদ্ধ জাতির আচরণভ্রষ্টজনিত উজ্জ্বল উত্থানের বিরোধী। ইহাতে কি মহাসমিতি শূদ্রভাবে কলুষিত হইয়া থাকিবেন? কলিকাতায় যে সকল ব্যবস্থাপত্র আসিয়াছে এবং যাহা আসিবে, তাহার এক একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়া অবশ্যই বঙ্গের প্রত্যেক শাখা-সমিতি ও বর্দ্ধিষ্ণু নগর বা গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হইবে। ঐ তালিকাসমূহ নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে বিতরিত হইয়া তদনুসারে উপস্থিত কার্য্যসমূহ চলিতে থাকিবে।

যদি শাস্ত্রানুমোদিত বিশিষ্ট প্রমাণে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণই প্রমাণিত হইল, তবে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে এত বিড়ম্বনা কেন? জাতিধর্ম্মকে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের রক্ষিত ধন বলিয়া বুঝিলে তদানুষঙ্গিক সংস্কারপদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না! সংস্কারাদির দ্বারা বর্ণপ্রভাকে নিষ্কলঙ্কভাবে প্রভান্বিত করে। যেরূপ দীপালোক তৈলাভাবে উজ্জ্বলজ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে পারে না, নিবিয়া যায়, সেইরূপ বর্ণশ্রেষ্ঠতাও সংস্কারাভাবে স্বীয় প্রভা প্রদর্শন করিতে পারে না,

...হইয়া পড়ে। অতঃপর যত শীঘ্র যথাপদ্ধতি সংস্কার দ্বারা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যাহাতে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অশুভ কার্য্যেই কালবিলম্ব করা প্রয়োজন, কিন্তু শুভকার্য্যের কালাতিপাত বিধেয় নহে। জাতিগত অশৌচব্যবস্থা এবং ক্রিয়াপদ্ধতিপালনেই হিন্দুসমাজের উন্নতি ...। কি যে এক অদ্ভুত শক্তিপরম্পরা সংক্রামিত হইয়া বর্ণধর্ম্মকে ম্লান করিয়াছে, বোধ হয় সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী সাধুমাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমি হিন্দু অথচ আমার আচার ব্যবহার গূঢ়ভাবে ম্লেচ্ছ, এই ভাব-পরিরক্ষিণা শক্তির অধীন হইয়া এরূপ অবস্থায় কিরূপেই বা জীবন যাপন করিব? ইহাও ত একটু ভাবিবার কথা! আবার একথাও ঠিক যে, সংস্কার ব্যতীত বর্ণধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়পদ্ধতি অনুসারে শূদ্রত্ব পরিহার করা কর্ত্তব্য, ...ঐ যে বাঁধি কথাটী কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সে কি! পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাবে চলেন, ঐ ভাবে চলাইত যথেষ্ট।" এক্ষণে উপরোক্ত তিনটী শুভতত্ত্ব মধ্যে আমরা প্রথমতঃ অশৌচপালন ও বর্ণসংস্কারাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে আর বিলম্ব করা বিধেয় মনে করি না। কেন না, কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণ সিদ্ধান্ত হইয়া উত্থানের পথ উঠিবার জন্য কতবার আয়োজন হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে। যে শ্রেষ্ঠজাতি বহুদিন হইতে নিজ মর্য্যাদা ...হইয়া কলুষিত ভাবে রহিয়াছে, সেই বর্ণের পুনরুত্থান সম্বন্ধে সময়সাপেক্ষ ...যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। মহা মহা পণ্ডিতগণের অনুমোদিত ব্যবস্থানুসারে সকলে সমসংস্কারে বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করিলে যখন প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিবে, তখন কি আর কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া এই পবিত্র প্রেমের উদ্যমভঙ্গ করিতে পারিবে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি—কখনই নহে। অধম অবস্থা হইতে শাস্ত্রানুমোদিত উত্তম অবস্থা গ্রহণ করিতে কে এমন আছেন যে, ঐ অধোগতি হইতে উন্নতি-সোপানে উঠিতে অরুচি প্রকাশ করিবে? অতএব এই শুভ সময়ে চারিশ্রেণীর কায়স্থ-মহোদয়গণ পরস্পর মিলনের অমৃতধারায় নিমজ্জিত হইয়া ধন্য হউন, ইহাই গরীবের হৃদয়ের একমাত্র প্রার্থনা।

ডাক্তার—শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

কায়স্থ-গ্রন্থ-সমালোচনা।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য (জাতিতত্ব ১ম ভাগ) ত্রিপুরা, বাযুর-হাট হাইস্কুলের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১।০। গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

কায়স্থসমাজের আন্দোলন উপলক্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গিরিশবাবুর গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার যথেষ্ট গবেষণা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজের অনেক গূঢ়তত্ব জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার নানা প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা কায়স্থ ও বৈদ্যের অভিন্ন জাতিত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য ও প্রণিধানযোগ্য। আশা করি, জাতি ও সমাজতত্বানুরাগী কায়স্থ ও বৈদ্য-সন্তান এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহদান করিবেন।

কায়স্থকুলপদ্ধতি (বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থের কুলবিধি)—জঙ্গীপুর কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

কায়স্থপত্রিকার পাঠকের নিকট কৃষ্ণবল্লভ বাবু অপরিচিত নহেন। কায়স্থ-পত্রিকার সৃষ্টি হইতে কায়স্থসমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার বহু অনুসন্ধানপূর্ণ প্রবন্ধমালায় কায়স্থসমাজের যে ভাবী হিত সংসাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময় কায়স্থতত্বসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই শ্রেণচতুষ্টয়ের কুলগ্রন্থসকল আলোচনা করিয়া বর্তমান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থপ্রচার দ্বারা সমাজের অনেক অভাব মোচন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ইচ্ছা করি।

———

রঘুনাথ রায়।

বর্তমান জেলা যশোহরের মহম্মদশাহী পরগণার অন্তর্গত শৈলকুপা (১) গ্রামে ...নাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন।

নাগবংশের মধ্যে জটাধর ও কর্কট নামক দুই ভ্রাতা তৎকালে প্রবল

---

(১) বর্তমান পুলীশ-ষ্টেশন কুমার-নদের নিকটবর্ত্তী শৈলকুপা নামক স্থান। এই স্থান হইতে এক ...দূরে একটী প্রাচীন স্থান আছে। উহা "মঠবাড়ীর মাঠ" নামে অভিহিত। এই উচ্চভূমির ...পার্শ্বে যে সকল বিস্তৃত নিম্নস্থান আছে, তাহার নাম মঠবাড়ীর দীঘী। ঐ স্থানই নাগবংশীয়দিগের ...বাসভূমির ভগ্নাবশেষমাত্র। এখন ঐ সকল স্থানে রীতিমত চাস আবাদ হইতেছে।

শৈলকুপা গ্রামে এক স্থলে একটী মস্‌জিদ ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে নাগদিগের ...ছিল। কোন হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক দেবমন্দির মস্‌জিদে পরিণত ...। মঠবাড়ী নামক স্থানে এক সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী নাগদিগের শ্রীরামগোপাল-বিগ্রহের সেবা ...। মুসলমান শাসনকর্ত্তার অত্যাচারভয়ে পলায়নপূর্ব্বক তিনি দেবতলা গ্রামের এক অরণ্য-...আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত বিগ্রহের বর্ত্তমান সেবাইতগণ বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মহম্মদশাহী ...ডাঙ্গার রাজবংশের করতলগত হওয়ার পর, উক্ত বিগ্রহের সেবার জন্য নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা ...দেবোত্তর প্রদান করিয়াছেন।

...ডাঙ্গার রাজবংশের আদিপুরুষ শ্রীমন্ত রায় ওরফে রণবীর খাঁ শৈলকুপার নাগবংশের কতিপয় ... মহম্মদ শাহ নামক শাসনকর্ত্তার সাহায্যে গ্রহণপূর্ব্বক মহম্মদশাহী নামকরণ করেন। ...ও যশোহর কালেক্‌টরীর কাগজ-পত্রে ১৩টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা মহম্মদশাহীর পরিচয়ে ...।

...বাড়ী নামক স্থানের একটী প্রাচীন মঠ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে।

...নাথের পুত্র রামনারায়ণ হইতেই স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে। রামনারায়ণের অধস্তন ১০।১১ ...হইয়াছে।

...ভূমির কত দক্ষিণে পদ্মানদী বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; কিন্তু বিগত ৪০ ...মধ্যে পদ্মা কুষ্ঠিয়া সবডিভিশনের নিকট ১৬ মাইল উত্তরে সরিয়া গিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ-...গম্য হয়।

পরাক্রমশালী ও বিত্তবান্ ছিলেন। কর্কট নাগ শৈলকূপায় বসতি করেন। কর্কটের বংশে বাণেশ্বর ও গরুড়ধ্বজ নামক দুই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা কর্কট নাগ হইতে কত পর্য্যায় অন্তর, তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করা কঠিন।

গরুড়ধ্বজ নাগের পুত্র কালিদাস ও ধনগ্রাম নাগ। কালিদাস নাগ জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শৈলকূপার নাগগণ গরুড়ধ্বজের পূর্ব্ব হইতেই ঐশ্বর্য্যবান্ ও পরাক্রমশালী।

গরুড়ধ্বজ বা কালিদাস গৌড়ের পাতশাহের সরকারে কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন কি না, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাসের পুত্র রাজবল্লভ পাতশাহের সরকারে বিষয়কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে কায়স্থজাতীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা টোডরমল্ল এদেশে আগমন করেন। রাজা টোডরমল্ল কর্তৃক বঙ্গের রাজস্ব নির্দ্ধারণের নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়। জমি-জমা-সংক্রান্ত কার্য্য অতি জটিল এবং রাজা ও প্রজাসাধারণের ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্টের সহিত গুরুতর সম্বন্ধযুক্ত. এই কার্য্যের জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বংশমর্য্যাদার গৌরব একান্ত প্রয়োজন। যাহার বংশমর্য্যাদা নাই, তাহাকে জমিদার বা প্রজাসাধারণ সম্মান করিবে কেন? রাজা টোডরমল্ল সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এদেশে আগমনপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভব কতিপয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেন। তিনি যে সকল কায়স্থকে তাঁহার সাহায্যকারিরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম।

যে সকল ব্যক্তি কাননগো সেরেস্তার কার্য্য করিতেন, তাঁহারা বংশমর্য্যাদায় সম্মানিত, ন্যায়পরায়ণ, সদ্বিবেচক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করা এই শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্যের দ্বারা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই সকল সদ্‌গুণ যাঁহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল, তিনিই রাজসরকারে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রাজবল্লভ রাজা টোডরমল্লের অধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। এজন্য সম্রাট্ কর্তৃক তিনি রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"কালিদাস-পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল।
মুনসফ জানিয়া পাতশা রাজটীকা দিল॥

রাজা রাজবল্লভ নাম মুনসফ কারণ।" (১)

* * *

রাজা রাজবল্লভের পুত্র কেশব ও গোবিন্দ। এই গোবিন্দের পুত্র রঘুনাথ রায়। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে,—

"হস্তিনিশি নরপতি বিদিত ভুবনে।
বারেন্দ্রে মর্য্যাদাবন্ত জানে সর্ব্বজনে॥
তস্য পুত্র কেশব গোবিন্দ দুই নাম।
গোবিন্দ সন্তান হইল রঘুনাথ রায়॥
নবরত্ন তুল্য সভা বিখ্যাত যাহার।
এ বংশেতে মূর্খ নাহি কহে পরস্পর॥

* * * *

তাহার সন্তান হইল তিন মহাশয়॥
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভাব রাম নারায়ণ।
গাজলাফে বিবাহ কৈলা উত্তম করণ॥
সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তিন ঘরে করণ প্রকাশ।
জমিদারী গেলে কৈলা বাগডুলী বাস॥
তস্য পুত্র গঙ্গারাম (২) মেলে না পাইয়া।
নীচে বিবাহ করি গেলা নির্ব্বংশ হইয়া॥

---

(১) এখন মুনসফ অর্থ বিচারক হইয়াছে। অবশ্য এ পদ সম্মানের বটে, কিন্তু মূলে কাননগোর ...স্থ ব্যক্তিগণকে মুনসফ শব্দে অভিহিত করাই বিবেচনা হয়। কেহ কেহ মুনসফদার অর্থাৎ ...পতি নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা হইলে টোডরমল্লের অধীনে কার্য্য করিবার প্রবাদের সহিত ...না ঘটেনা। সম্ভবতঃ মুনসফ পদ উত্তরকালে বঙ্গাধিকারিপদে পরিণত হইয়াছে।

(২) এ সময়ে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ঘরের মধ্যে আদান-প্রদানের প্রথা যে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ...ছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে। গঙ্গারাম অবস্থাহীনতা জন্য সম্ভবতঃ অর্থের প্রলোভনে ...ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা কর্কট নাগ হইতে তাঁহার পিতার সময় পর্য্যন্ত আধিপত্য ...হ্রাস অবস্থার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া রামনারায়ণের পুত্র ...রাম ও হরিরাম দুইজনেই বিপদ্‌সাগরে নিপতিত হইয়াছিলেন। রামনারায়ণ দুরবস্থায় ...হইলেও বংশমর্য্যাদা-বিক্রয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গারাম প্রলোভনে পড়িয়া নীচঘরে

হরিরাম তস্যানুজ গুনহ উচিত।
ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি নহে প্রজ্বলিত॥"

রঘুনাথের নবরত্নতুল্য সভা থাকিবার বিষয় উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার নবরত্ন নামক একটী সভা ছিল। তদীয় পিতামহ রাজা টোডর-মল্লের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এ বংশের অধিকৃত তারাউজান নামক পরগণা (১) ও অন্যান্য সম্পত্তি জমিদারী

বিবাহ করেন। এজন্য তিনি মেল হইতে পরিত্যক্ত হয়েন। গঙ্গারাম নির্ব্বংশ হইয়াছেন বটে কিন্তু অন্যান্যস্থলে এইরূপ নীচ-সম্বন্ধদ্বারা বংশ রক্ষিত হইলেও সমাজে তাহারা নগণ্যভাবে রহিয়াছে।

রামনারায়ণের বংশ বর্ত্তমান আছে এবং রামনারায়ণ হইতে দশ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। হরিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীচরণের বংশে চণ্ডীচরণ হইতে আট নয় পুরুষের জন্ম হইয়াছে।

গরুড়ধ্বজ নাগের কনিষ্ঠ বাণেশ্বর নাগের নাম ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে,—

"সে বংশে গরুড়ধ্বজ বাণেশ্বর নাম।
দুই সহোদর হইল গুণে অনুপাম॥
গরুড়ধ্বজ সুত দুই কহিব বিস্তার।
ঘনশিবনাগ কালিদাস রায় আর॥

পরবর্ত্তী বর্ণনায় কালিদাসের বংশ বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাণেশ্বরের বংশে তদীয় পুত্রপৌত্রাদির বিষয় পরিষ্কৃতরূপে লিখিত হয় নাই। বাণেশ্বর হইতে জানকীনাথ কত পুরুষ ব্যবধান, তাহা বুঝা না গেলেও জানকীনাথ-পত্রনবিশ হইতে অধস্তন ১১ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। জানকীনাথ নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে পণ্ডিত থাকা হেতু দিল্লীশ্বর অকবরের মুন্সী হইয়াছিলেন। এই উচ্চপদে বাঙ্গালার মধ্যে অন্য কেহ ছিলেন কি না, তৎপরিচয় আমরা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই।

(১) তারা-উজান পরগণার কিয়দংশ এক্ষণে জেলা যশোহর ও নদীয়ার মধ্যে দৃষ্ট হয়। জেলা পাবনার মধ্যেও এই পরগণার সামান্য অংশ আছে। ইংরাজ-শাসনের প্রথমে ও তৎপূর্ব্বে অনেক সময়, এক পরগণার মৌজা সকল অপর পরগণার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইংরাজ-শাসনের প্রথম সময়ে তারা-উজানের কতিপয় মৌজা অন্য পরগণার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থশালী ও পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণ কাননগোর সহিত যোগ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিতেন। উত্তরাধিকারিসূত্রে ছাহাম বাটোয়ারা দ্বারাও এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। পাইকপাড়া ও নড়াইলের জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে এক পরগণার অনেকগুলি মৌজা অন্য পরগণার সহিত কৌশলে অধিকৃত হওয়ার প্রবাদ আছে।

...ল। কর্কট নাগের তারা-উজান জমিদারী ও জগপতি আখ্যা থাকিবার ...য় ঢাকুরে বর্ণিত হইয়াছে।—

"শৈলকুপা বাড়ী করি, তারা-উজান জমিদারী,
জগপতি (১) আখ্যাত হইলা।"

...ষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট্ অকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর ...ও বঙ্গেশ্বর দাউদের মহাসমর উপস্থিত হয়। বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁকে গৌড়ের সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই মহাসমরের সমকালে ...অব্যবহিত পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য যশোহর প্রদেশে ...জাগীর লাভ করেন, বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্য এই প্রদেশের প্রধান প্রধান ...অধিবাসীদিগকে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির সহায় করিয়াছিলেন। একমাত্র তদীয় ...প্রমুখ ব্যক্তিগণ জাতীয় অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন।

রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোবিন্দের কতিপয় সম্পত্তি নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্ব-...রণবীর খাঁ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। রঘুনাথ রায়ের ক্ষমতাবলে সেই সকল সম্পত্তির নষ্টোদ্ধার হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত সংমিশ্রণই তাহার মূল-কারণ ছিল। প্রতাপ-পক্ষই তৎকালে প্রতাপশালী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে সামরিক রীতিনীতি ও রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি যাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার ...অবগত ছিলেন, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে আটজন ব্যক্তিকে সেনাপতি ...র উপযুক্ত ঠিক করিয়া তাহাদিগকে সামরিক বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। এই অষ্ট সেনাপতি মধ্যে রঘুনাথ জনৈক সেনাপতি। রঘুনাথ প্রতাপাদিত্যের ...ব্যক্তি ছিলেন। প্রতাপের অধিকৃত পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন সংরক্ষণ ...যে সকল সৈন্য ছিল, রঘুনাথ রায় তাহারই সেনাপতি। দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে ...করা ও মহাতেজস্বী পার্ব্বত্য সৈন্যগণকে বশীভূত রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার ...ছিল। রঘুনাথের রণকৌশলে প্রতাপাদিত্য নিরতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন।

(১) ঢাকুরের বর্ণনা দৃষ্টে উপলব্ধি হয়, কর্কট নাগ জগপতি উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন; ...শেষ হিন্দুরাজত্বসময়ে প্রধান প্রধান সামন্ত ও অধিকারস্থ পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণকে ...উপাধি প্রদান করা সম্ভবপর।

রঘুনাথ কয়েকবার সম্রাট্ অকবরের সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া মহাসমরে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। সম্রাট্-সৈন্যদিগকে ক্রমে পরাজিত করায় প্রতাপাদিত্য এবং তাঁহার সেনাপতিগণের হৃদয়ে বঙ্গের স্বাধীনতার আশা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

মোগল-সৈন্য কয়েকবার প্রতাপাদিত্যের হস্তে পরাজিত হওয়ায় সম্রাট্ অকবর অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় রাজা মানসিংহ প্রতাপের পিতৃব্য কচুরায় প্রভৃতির উত্তেজনায় অসংখ্যক দিগ্‌বিজয়ী সেনা সমভিব্যাহারে বঙ্গে আগমন করেন। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের এই মহাসমরের ফল পাঠকগণের অবিদিত নাই। এই মহাসমরে প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর ব্যতীত রঘুনাথপ্রভৃতি সমস্ত সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষ কর্কট নাগের ন্যায় তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল না বটে, কিন্তু তৎকালে তাঁহার যে জমিদারী ছিল, তাহা নিতান্ত ন্যূন নহে। তিনি পূর্ব্বপুরুষের গৌরব স্মরণ করিয়া অন্ধ ছিলেন না। প্রতাপাদিত্যের অসীম ক্ষমতা দেশের ভাবী স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিবার অভিলাষে, প্রতাপাদিত্যের অধীনে জনৈক জমিদার নামে পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করেন নাই। বঙ্গের স্বাধীনতা-লাভের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। প্রতাপের অভ্যুত্থানের বিরোধী ব্যক্তিগণের উপদেশে রঘুনাথ বিচলিত হয়েন নাই। ফলতঃ প্রতাপের অভ্যুত্থান তাঁহার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল এবং এই লক্ষ্যের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতিপক্ষগণের নানারূপ প্রলোভনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতাপপক্ষাবলম্বী থাকিয়া মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে জনৈক জমিদার ও সেনাপতি ছিলেন। রঘুনাথের পিতামহ রাজা রাজবল্লভ পাতশাহ-সরকারে অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। শৈলকূপা প্রদেশে তাঁহার যথেষ্ট প্রাধান্য ও গৌরব ছিল। সম্রাটের নিকট হইতে রাজটীকা প্রাপ্ত না হইলেও, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য, এই প্রদেশে রাজা উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করেন। প্রতাপাদিত্য মহারাজ উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ জমিদারগণ রাজা নামে

...ত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। রঘুনাথের গৃহে নবরত্ন নামক একটী পণ্ডিত-...ছিল। দেবসেবা, অতিথিসেবা, পূজাপার্ব্বণপ্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তদীয়-...নে রাজোচিতভাবে নির্ব্বাহ হইত। রঘুনাথ ও তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষের বদা-...তার বিবিধ কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়।

রঘুনাথ প্রভৃতি সেনাপতিগণ সসৈন্যে নিহত হইবার পর, মহারাজ প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মানসিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপাদিত্যকে ...ইয়া প্রস্থান করিলে পর, প্রতাপের সামন্ত ও সেনাপতিগণের রাজ্য-অপহরণ ...র্ত্ত উপস্থিত হয়। এ সময়ে রঘুনাথের জমিদারী অপহৃত হইলে, তদীয় পুত্র রামনারায়ণ পৈতৃক ভদ্রাসন হইতে বিতাড়িত হয়েন।

এখনকার দিনে বাঙ্গালীর সেনাপতিত্ব ও যুদ্ধের কথা মনে করিলে, বিষয়টা উপন্যাসের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্না হইলে, সমস্তই অসম্ভবপর ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে পারে। সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যে মোগলবংশ ...তে রাজত্ব করিয়াছেন, ঐ বংশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা-...দের পূর্ব্বগৌরব যেন অসম্ভব মনে হয়। সুতরাং রঘুনাথের স্বদেশপ্রেম ও ...ত্বের বিষয় উপন্যাসের গল্পের ন্যায় ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য পিতার অধীনে সেনাপতি ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভকরত পিতৃ-শত্রু ...ট্-সেনাপতি রাজা মানসিংহের সহিত মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

রঘুনাথ যে সময়ে মহাবীর প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি, তৎকালে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণের বয়স ১২।১৩ বৎসর। রঘুনাথ স্বীয় পুত্র রামনারায়ণকে ...ি, ধনুর্ব্বিদ্যা ও সামরিক-কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন। সংগ্রাম সম্বন্ধে রামনারায়ণ ...বৃদ্ধদিগের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় শরীরের সুদৃঢ় ...ন, অসাধারণসাহস ও সামর্থ্য জন্য তিনিও বীরপুত্র নামে কথিত হইতেন। রামনারায়ণও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। ...ের উদয়াদিত্য যে ক্ষেত্রে সেনাপতি ছিলেন, সে স্থলে প্রতাপের সেনাপতি-পুত্র-...ও মন্ত্রিপুত্রগণ অস্ত্র-পরিচালনে শিক্ষিত হইতেছিলেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ...য় মানসিংহের সহিত প্রতাপের মহাসমর সংঘটন হয়, সে সময়ে অন্যান্য ব্যক্তি-...ক রঘুনাথের স্বগৃহ-আক্রমণের সম্ভাবনা অধিক ছিল। তদীয় পুরুষ পরম্পরা-

গত শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে, বিশেষতঃ প্রতাপের নিকট তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে, কতিপয় ব্যক্তি কাতর হইয়াছিলেন। এজন্য রঘুনাথ স্বগৃহরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সকল কারণে যে সময় মানসিংহের সহিত মহাসমর সংঘটিত হয়, তৎকালে রামনারায়ণ স্বগৃহরক্ষার্থ গৃহে অবস্থান করা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

প্রতাপের অভ্যুত্থানের সহিত এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে একটী অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। প্রতাপের গৃহশত্রু ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই তাঁহার বীরত্ব ও মহাতেজস্বিতা দেখিয়া তাঁহাকে আদর্শপুরুষরূপে সন্দর্শন করিতে আরম্ভ করেন। এই আদর্শহেতু প্রতাপের বলবিক্রমপ্রভৃতি গুণাবলী পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র হইতে ধনীর হৃদয় পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। শিশুদিগের ক্রীড়াচ্ছলে প্রতাপের ব্যূহরচনা, ধনুর্ব্বাণ-শিক্ষা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি পরিচালনার শিক্ষা আরম্ভ হয়। একথা বলা অত্যুক্তি নহে যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে শিশুগণ এদেশে যে সকল ক্রীড়ায় অভ্যস্ত হইত, এক্ষণে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

মহাবীর প্রতাপের পতনের পর তাঁহার রাজ্যলুণ্ঠন-ব্যাপার উপস্থিত হয়। প্রতাপপক্ষাবলম্বিগণ তৎকালে অতি তীব্রদৃষ্টির বিষয় হইয়াছিল। প্রতাপের শত্রু-পক্ষগণের আন্তরিক ইচ্ছা, প্রতাপের ন্যায় প্রতাপ-পক্ষাবলম্বিগণকে সমূলে বিনাশ করা অথবা তাহাদিগের বিষ-দন্ত উৎপাটন করা; প্রকৃত পক্ষেও এ কামনা ফলবতী হইয়াছিল।

রাজা মানসিংহের সময় বাঙ্গালার কাননগো নেউগী উপাধিপ্রাপ্ত গোপীকান্ত ছিলেন। এই গোপীকান্ত রায়গ্রামনিবাসী রূপরায়কে বলিয়াছিলেন,

"নাগ মধ্যে রূপ রায় (১) আর সব ধোড়া ॥
শৈলকুপার নাগ যেন বিঘাতিয়া বোড়া ॥"

(১) জেলা পাবনার অন্তর্গত শরগ্রামে রূপরায়ের বাটী, তথায় উঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত কালিকামূর্ত্তির সেবা এখনও বর্ত্তমান আছে। রূপরায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ সোণাবাজু প্রভৃতি পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহার সময়ে সম্পত্তির আয়তন হ্রাস হইয়া থাকিলেও তিনি অনেক স্বনামধন্য খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। রূপরায় হইতে অধস্তন ১০।১১ পুরুষের [illegible]

[illegible] নারায়ণের অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাপ্রভৃতি সন্দর্শনেই গোপীকান্ত নেউগী ঐ তুলনার প্রয়োগ করেন। তদানীন্তন নাগবংশ মধ্যে ধনসম্পদে রূপরায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্পজাতি মধ্যে ফণাধারী গোক্ষুর সর্প যেমন শ্রেষ্ঠ ও বিষসম্পন্ন, বোড়া সর্প তদ্রূপ নহে। অন্যান্য নাগ বিষপূর্ণ হইলেও শৈলকুপার নাগ কিন্তু [illegible] পদার্থ। শৈলকুপার নাগ বিঘাতিয়া বোড়া সদৃশ। এই বিঘাতি বোড়া-সর্প [illegible] এক বিঘাতের উর্দ্ধ নহে। এই জন্যই বিঘাতিয়া নামকরণ হইয়াছে। বিঘাতিয়া বোড়াজাতীয় সর্পের মুখ ও লেজ প্রায় সমানাকৃতি, ইহারা অকস্মাৎ লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক মস্তকে দংশন করে ও বিষ ক্রমে নিম্নগামী হইয়া প্রাণনাশের কারণ হয়। [illegible] রামনারায়ণের ফণা নাই (সম্পত্তি আদি ঐশ্বর্য্য নাই), কিন্তু প্রবল বিষ [illegible] তেজস্বিতা প্রভৃতি) বর্ত্তমান ছিল, এইজন্য বঙ্গের কাননগো গোপীকান্ত নেউগী ঐ কথা বলিয়াছিলেন (১)। বস্তুতঃ রামনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষের ধনসম্পদ্ [illegible] কাহিনীর সহিত তদীয় সামান্য অবস্থা অথচ অদম্য সাহস ও তেজস্বিতাদি [illegible] তুলনাপূর্ব্বক তদীয় শ্রেষ্ঠত্বরক্ষার জন্যই নেউগী গোপীকান্ত ঐ রূপ [illegible] করিয়াছিলেন। রঘুনাথ রায়ের অন্যান্য কতিপয় সন্তান ছিল। প্রস্তাব-[illegible] ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

[illegible]। কথিত হয় যে, তদানীন্তন বঙ্গের কাননগো গোপীকান্ত নেউগীর পরলোকগমনের [illegible] সাতৈলের জমিদার সীতানাথ রায় রূপরায়ের জমিদারীর অধিকাংশই স্বীয় অধিকারভুক্ত [illegible] ছিলেন। গোপীকান্তের বংশধরগণের প্রতি সাতৈলের রাজার যে কোপদৃষ্টি পতিত [illegible], তদ্বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

(১) বিঘাতিয়া বোড়া সর্প তীব্রবিষধর, কিন্তু সাধারণ বোড়া সর্প তদ্রূপ নহে। তজ্জন্যই [illegible] হইয়াছে,—

"শরগ্রামী মধ্যে মাত্র নাগেন্দ্র ছাড়া।
আর যত নাগ তার ভাব কিন্তু ঢোড়া ॥"

রামনারায়ণের বিঘাতিয়া বোড়া-সর্পের উপমার সহিত তদীয় পুত্র হরিরামকেও "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি" স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আন্তর্গণিক বিবাহ।

প্রবন্ধের পাতনামা দেখিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার অতি গুরুতর। আগামী কায়স্থ-মহাসভায় এই গুরুতর বিষয় মীমাংসিত হইবে। গত জ্যৈষ্ঠের মহাসভায় সপ্তমী ও অষ্টমীপূজা এক রকম যেন তেন প্রকারেণ সম্পন্ন হইয়াছে! এবার মহানবমীর মহাপূজা, মহাবলিদান চাই। এবার কায়স্থ-সমাজের স্বার্থ বলি দিবার সময় আসিতেছে! সেই কথা বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি * আন্তর্গণিক বিবাহের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয় এই শ্রেণী-চতুষ্টয়ের কায়স্থগণ তুল্যমর্য্যাদাবিশিষ্ট, সুতরাং শ্রেণী-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। পূর্ব্ব হইতে শ্রেণী-পরস্পরের মধ্যে ন্যূনাধিক রূপে বিবাহাদি হইয়াছে, অতএব ভবিষ্যতে হওয়া উচিত।"

[কায়স্থসভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী 'জ' পরিশিষ্ট ৮০ পৃঃ]

এ বিবৃতিটী অতি সরল, অতি সুন্দর ও আপাতমনোরম! বহুকাল 'ভাই ভাই' 'ঠাঁই ঠাঁই' ছিলাম, এতকাল পরে আবার চারিভা'য়ে মিলিত হইব, আমাদের সামাজিক-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, আমাদের অনেক অভাব দূর হইবে, এই ভাবী আশায় কাহার মন না নাচিয়া উঠে? কে না এই অপূর্ব্ব মহামিলনের পক্ষপাতী? আমরা এখন দুই জনকে আপনার বলিয়া জানি, কিন্তু ভবিষ্যতে দশ জনকে আপনার বলিতে পারিব, এ আশায় কার না মন উৎফুল্ল হয়? বাস্তবিক বলিতে কি, আমরা এই সামাজিক মিলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী।

কিন্তু এই সম্মিলন কি মুখের কথা? মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইলেই কি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে? যে ভাবে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, যে ভাবে সম্বন্ধ-স্থাপনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য সম্পন্ন হইলে সমাজের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে, সমাজের কি ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইবে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

* অবশ্য এই সমিতির মধ্যে আমিও এক জন। সমিতির মন্তব্য গ্রহণকালে অনেকেই কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না? সে জন্য সমিতির সকল সভ্যের উপর আমার কথা নাও খাটিতে পারে।

বস্তু এ কথা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না যে, সদ্বংশজাত বিশুদ্ধ-শোণিত-সম্ভূত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, তাহাতে সমাজের যথেষ্ট মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, এবং সমাজশক্তি বৃদ্ধি ও ততোহধিক উন্নতি হইতে পারে। বিভিন্ন সমাজের সামাজিক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ব্যক্তিগণ পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে তাঁহাদের পরস্পরের যত্নে ও উৎসাহে বিবিধ মঙ্গল সূচিত হইতে পারে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। কিন্তু সমিতির মন্তব্য একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আমরা আশামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া যে সুখস্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা অকিঞ্চিৎকর ও অনর্থকর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

সমিতি নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, "শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই!" বেশ কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চারিশ্রেণীর ...য়ের মধ্যেই সামাজিক ও অসামাজিক নানা প্রকার কায়স্থ আছেন; তাঁহা-...র সকলের মধ্যেই কি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই? ...দেশের নানা স্থানেই চারি শ্রেণীর কায়স্থের বাস। প্রত্যেক শ্রেণীই স্বশ্রেণীর ...য় আদান প্রদান করিয়া থাকেন, এ কথা মোটামুটি সকলেরই জানা আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই আবার সামাজিক ও অসামাজিক এই দুই থাক রহিয়াছে। ...মধ্যে যাঁহারা পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা কুলীনই হউন আর মৌলিকই হউন, স্বসমাজের পরিচিত ঘরের সহিত তাঁহাদের কোন না কোনরূপ আত্মীয়তা বা কুটু-ম্বিতা আছে, এবং সমাজের সমাজপতি বা কুলজ্ঞের তালিকায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ-...র কোনরূপ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে; এইহেতু তাঁহারাই প্রধানতঃ "সামাজিক" ...য়। কিন্তু সেই সেই সমাজের প্রধান ও কুলজ্ঞগণ যাঁহাদের কুলপরিচয় অবগত ...ন, এবং তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন সকল সামাজিকই দোষাবহ মনে করিয়া ...য় থাকেন, এতাদৃশ অপরিচিত বা সমাজত্যক্ত ঘর "অসামাজিক" বলিয়া গণ্য। ...রূপ অসামাজিক কায়স্থের সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল নহে। ফরিদপুর জেলার ...অংশে কতকগুলি কায়স্থ আছে, তাহারা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া পরিচয় ...থাকে, অথচ এ দেশীয় কুলীন বা মান্যগণ্য মৌলিকের সহিত তাহাদের ...নরূপ সম্বন্ধ নাই, দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কুলজ্ঞেরাও তাহাদের কোন সংবাদ ...রেন না। এইরূপ মেদিনীপুর অঞ্চলেও অনেক কায়স্থ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী ...য় পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এখানকার কোন বঙ্গজ বা দক্ষিণরাঢ়ীর সহিত

তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা এদেশ হইতে যে সকল সামাজিক দক্ষিণরাঢ়ীয় বা বঙ্গজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও ঐরূপ অসামাজিক বিভিন্নশ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, অথবা তাঁহাদের কোন কালে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার রাজসাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলেরও ঐরূপ কত কায়স্থ বারেন্দ্র বা উত্তররাঢ়ী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথবা সামাজিক বারেন্দ্র কিংবা উত্তররাঢ়ীয়গণ তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ করেন না; এমন কি সামাজিক উত্তররাঢ়ী বা বারেন্দ্রগণ ঐরূপ অসামাজিক উত্তররাঢ়ী বা বারেন্দ্রকে নিজ সমাজস্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত।

এখন কথা এই, সমিতি নিয়ম করিয়াছেন যে চারিশ্রেণীই তুল্যমর্য্যাদাবিশিষ্ট অতএব চারিশ্রেণীর মধ্যেই বিবাহের বাধা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত সামাজিক অসামাজিক, উভয়ই কি তুল্য মর্য্যাদাবিশিষ্ট? ইহাতে কি সমিতি চারিশ্রেণীর অসামাজিক কায়স্থের মধ্যেও আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন না? চারিশ্রেণীর সামাজিক কায়স্থের সহিত সম্বন্ধস্থাপনই যদি সমিতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অসামাজিক কায়স্থবর্গকে চিনিয়া লইবার কি কোন উপায় করিয়াছেন?

কায়স্থসভাই না অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"হীন জাতির শোণিত যাহাতে উচ্চকায়স্থবংশে সংক্রামিত না হয়, পরস্পর বিশুদ্ধ-শোণিত-সংস্রবে যাহাতে জাতীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়, সমাজহিতৈষী ব্যক্তির মধ্যে কে না তাহা কামনা করেন?" (কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৫ পৃঃ)

"তাই কায়স্থসভা চারিশ্রেণীর সকল প্রকার কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন।" (ঐ ১ম বর্ষ ৩ পৃঃ)

কায়স্থসভা কি নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন? কায়স্থসভা কি সকল কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন? কে উচ্চ কে নীচ, কে বিশুদ্ধ কে অশুদ্ধ, তাহা কি জানিবার উপায় করিয়াছেন? যতদিন না কায়স্থসভা সর্ব্বাগ্রে আপনার প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া চারিশ্রেণীস্থ সমুদায় সামাজিক কায়স্থের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন, ততদিন সমিতির উক্ত মন্তব্য যে কার্য্যকারী হইতে পারে না, তাহা বোধহয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং এই গুরুতর বিষয় পুনরালোচনা ও পুনরায় আর এক বার ভাবিয়া দেখা কি সমিতির কর্ত্তব্য নহে?

তার পর সমিতি যে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখুন,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ বল্লালী কুলনিয়মের অধীন ও পরস্পরের কুলপ্রথায় অধিক প্রভেদ না থাকায় ও কেবল বাসস্থানভেদ ও তন্নিবন্ধন পরস্পরের বিবাহাদি কঠিন হওয়ায় শ্রেণী বিভাগের কারণ।" (বার্ষিক কার্য্যবিবরণী জ পরিশিষ্ট ৵৹ পৃঃ)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের কুল কি একই প্রকার? উভয়ের কুলই কি বল্লালী নিয়মের অধীন? এ কথা কখনই প্রকৃত নহে। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কি বলিতেছেন দেখুন,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লালী নহে, ইহাকে পুরন্দরী বলা উচিত। বল্লালীতে কুল কন্যাগত, পুরন্দরীতে কুল জ্যেষ্ঠপুত্রগত।"* (কায়স্থ পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এখন বুঝিলেন, উভয় শ্রেণীর কুলপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বল্লালী নিয়মের উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"বংশবিশুদ্ধিরক্ষাই বল্লালসেনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গজ কায়স্থ বল্লালকৃত বংশবিশুদ্ধি-রক্ষার নিয়ম আজিও প্রচলিত আছে। বঙ্গজ কুলীনের সকল পুত্রকন্যার উদ্বাহক্রিয়া কুলীনের সহিতই কর্ত্তব্য।" (কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ ৭৬ পৃঃ)

কিন্তু পুরন্দরী নিয়ম অন্য প্রকার। পুরন্দরী প্রথায় জ্যেষ্ঠ ভিন্ন কুলীনের অপর পুত্রগণ মৌলিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে কুলীন-কন্যাগণ সগোত্র ও স্বঘর ব্যতীত স্বশ্রেণীস্থ কুলীন ও মৌলিক যে কোন ব্যক্তির পুত্রসহ বিবাহিত হইতে পারে। পুরন্দরী প্রথায় আট ঘর ও বাহাত্তর ঘরের মৌলিক-গণের প্রধানতঃ কুলীন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু বল্লালী নিয়মে মৌলিকগণ কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। বঙ্গজ কুলীনগণ বাহাত্তরেঘরের মৌলিক-দিগকে অতি হীন বিবেচনা করেন। সেই জন্যই কুলীন ও অচলায় বিবাহ ঘটে না। বঙ্গজে তাই মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে প্রচলিত হইয়াছে। বঙ্গজ কুলীনগণ মৌলিক-গণকে কেন হেয় জ্ঞান করেন। বোধহয় তাঁহাদের মধ্যে কুলীন বা উচ্চ শ্রেণীর সহিত রক্ত সংস্রব না থাকায় এবং বিভিন্ন জাতীয় লোক ও তাঁহাদের নামে পরিচিত-হইয়া সমাজে প্রবেশ করিতে পারে, এ কারণ কুলীনগণ অচলাসংস্রব কুলহানিজনক

* উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থের কুলও পুত্রগত, বঙ্গজের মত কন্যাগত নহে।

বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অচলাদিগের সহিত যে নানা নিম্নজাতি মিশিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কথা গত সেন্সাস্ রিপোর্টে গেট সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"The Sudras of East Bengal, if well-to-do, can generally manage to obtain Kayastha brides and eventually to gain recognizance as good Kayasthas. Baruis and Maghas are also believed sometimes to become marged in the Kayastha Caste" (Bengal Census Report, 1901,)

আবার তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন,—'Patials also after claim to be Kayasth, and so do many Baruis and the Kasthas." (Bengal Census Report, 1901, para 589)

পূর্ব্ববঙ্গের অসামাজিক কায়স্থগণের করণ-কারণ দেখিয়াই পূর্ব্ববঙ্গের সংবাদ-দাতা গেট সাহেবকে জানাইয়াছিলেন,—"The East Bengal Kayasths will somtimes give there daughter in marriage to wealthy members of the Halua Das and Barui Castes."

(Bengal Census Report, 1901, para 562)

এই জন্যই বোধহয় বঙ্গজ কুলীনদিগের কুলের এত বাঁধাবাঁধ আর হয়ত এই জন্যই সমিতি বিশেষ মন্তব্য মধ্যে—"দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ, উভয় সমাজে কুলজ বা বংশজ ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং মধ্যল্য, মহাপাত্র, মৌলিক ও নিম্ন মহাপাত্র সংজ্ঞক যে যে বংশ আছেন, তাঁহাদের বর্ত্তবান সামাজিক মর্য্যাদা উভয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে" স্বীকারের ব্যবস্থা করিলেও অচলাদিগকে এককালে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে যে সাধারণবিধি করিয়াছেন, তাহাতে কি কেহ বাদ যাইতে পারেন?

সমিতির বিশেষ মন্তব্য মধ্যে আরও লিখিত আছে,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে যে ঘোষ, বসু, ও মিত্রবংশ কুলীন বলিয়া পরিগণিত আছেন, তাঁহারা বঙ্গজ-সমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং সেই মত বঙ্গজ-সমাজে যে যে ঘোষ, বসু ও গুহ বংশ কুলীন বলিয়া পরিগণিত আছেন, তাঁহারাও দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

(খ) উভয় শ্রেণীমধ্যে প্রচলিত পর্য্যায় ও ভাব প্রভৃতি ঘটিত কৌলীন্যনিয়ম রক্ষা করিয়া বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনগণের পরস্পরের কুলকার্য্য হইতে পারিবেক।" (ঐ জ পরিশিষ্ট ৵০ পৃঃ)

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজের কুলনিয়ম সম্পূর্ণ ভিন্ন! এরূপ অবস্থায় উভয় শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কিরূপে পরস্পরে কুলকার্য্য হইতে পারে?

মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কুল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কুল নয় প্রকার—পাঁচটী মূল ও চারিটী শাখা।...কিন্তু আমাদের বোধহয় পুরন্দর কেবল চারিটী মূল ও তিনটী শাখা কুলের সৃষ্টি করেন,—মুখ্য, কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়জ * মূল। কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়জদিগের দ্বিতীয় পো এই তিন শাখা। মুখ্যের দ্বিতীয় পো নাই। পরে কোন সময়ে ছভায়া কুলের ও তাহার শাখার সৃষ্টি হইয়াছে।"

(কায়স্থ পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৪ পৃঃ)

এইরূপ বঙ্গজ কুল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, ..

বঙ্গজ কুলীনের কুল চতুর্বিধ—গঙ্গাস্রোত, পিপীলিকাপংক্তি ডম্বুরাকার ও মণ্ডূকগতি।"

(কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৭৭ পৃঃ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় শ্রেণীর কুলবিভাগও এক প্রকার নহে। তার পর ভাব ও পর্য্যায়।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনের ভাব সম্বন্ধে মাননীয় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—,

"মুখ্য কুলীন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রকৃত, সহজ ও কোমল। ... ... প্রকৃত মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র, প্রকৃত বা সহজ মুখ্যের কন্যার সহিত স্ব স্ব জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহারা বাড়িয়া সহজ-মুখ্য হইতে পারেন। এইরূপ গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা সচরাচর বাড়ি-সহজ-মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হন। কোমলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বাড়ি-কোমল-মুখ্য।"

(কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৪-৩৭ পৃঃ)

এইরূপে তিনি বাড়ি-কনিষ্ঠ, বাড়ি-ছভায়া, বাড়ী-মধ্যাংশ ও বাড়ী-তেয়জেরও পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গজ কুলীনের ভাব সম্বন্ধেও সতীশ বাবু এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

"আর্ত্তি, উচিত, গৃহ্য ও করি কুলক্রিয়ার এই চারিটি ভাব কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। — — কুলজের সহিত ক্রিয়ায় 'উপ', মধ্যল্যের সহিত ক্রিয়ায় 'ক্ষেম' 'অনু' ও 'ক্ষেমানু' এবং মহাপাত্রের সহিত ক্রিয়ায় 'অপ' ভাব উল্লিখিত হইয়া থাকে।" [কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৭৭ পৃঃ]

এখন দেখা যাইতেছে, উভয় সমাজের ভাবগুলিও একরূপ নহে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে পর্য্যায় মিলাইয়া সকল স্থলেই কুলক্রিয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়ীয় মুখ্যকুলীনদিগের মধ্যে ২৮।২৯ পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্গজ কুলীন-

দিগের মধ্যে ২৩।২৪ মাত্র। সুতরাং উভয় সমাজের ভাব ও পর্য্যায় মিলাইয়া কখনও পরস্পর কুলক্রিয়া হইতে পারে না। এরূপ স্থলে সমিতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন সার্থকতা লক্ষিত হইতেছে না।

মাননীয় মিত্র মহাশয় আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্ববঙ্গে পুনর্বাসাভিলাষ ত্যাগ করিয়া চিরন্তন কালের নিমিত্ত দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেই তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতেন। দক্ষিণরাঢ়ে কোন নগরের মণি বসুরা, সুগন্ধ্যার রায় বসুরা ও কলিকাতার হোগলকুড়িয়ার গুহরা এইরূপে দক্ষিণরাঢ়ীয় হইয়াছেন।" (কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ১৪৬ পৃঃ)

মিত্র মহাশয় আন্তর্গণিক বিবাহের যে প্রমাণ দিয়াছেন, প্রাচীন কুলগ্রন্থেও এরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া যায়,—কিন্তু যিনি এক শ্রেণি হইতে অপর শ্রেণিতে আসিয়া মিশিয়াছেন, তিনি কি আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? মিত্র মহাশয় যে কয় ঘরের উল্লেখ করিয়াছেন, বঙ্গজ থাকা কালে তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই কুলীন ছিলেন, কিন্তু কুল হারাইয়া তাঁহাদের বংশধর দক্ষিণরাঢ়ী হইয়াছেন, এরূপস্থলে তাঁহাদের বংশগত পূর্ব্বগৌরবের অনেকটা লাঘব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বলিয়া নহে। উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-সমাজ মধ্যেও পূর্ব্বকাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজে কেবল ঘোষ ও সিংহ কুলীন, নাগ, দত্ত ও মিত্র মৌলিক। প্রায় আড়াই শত বর্ষ হইতে চলিল, বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার প্রধান রাজস্বসচিব বারেন্দ্র-কুলতিলক দেবীদাস খাঁ মহাশয় উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ সম্মিলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে ব্যাসসিংহের বংশধরগণ কুলীন বলিয়া অতি সম্মানিত ছিলেন। তাঁহাদের এক ঘর চোঁয়ায় বাস করিতেন। সিংহ মহাশয় ও দেবীদাস খাঁ উভয়ে প্রগাঢ় মিত্রতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন; তাই বারেন্দ্র-তিলক খাঁ মহাশয় নিজপুত্র রাঘবরামের সহিত সিংহ মহাশয়ের কন্যার পরিণয় সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই উপলক্ষে তিনি সমাজসমন্বয় করেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলীন সিংহ মহাশয় বারেন্দ্র সিদ্ধ বা কুলীন ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইলেন। কিন্তু রাজশক্তিসম্পন্ন বারেন্দ্র-সমাজপতি দেবীদাস খাঁর শত চেষ্টাতেও তাঁহার বৈবাহিক সিংহ মহাশয় বারেন্দ্র-সমাজে সিদ্ধ বা কুলীন হইতে পারিলেন

না। দেবীদাস খাঁর চেষ্টায় বারেন্দ্র-সমাজ চোঁয়ার সিংহ মহাশয়কে সাধ্য বা মৌলিক ঘরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, এই উপলক্ষে বারেন্দ্র ঢাকুর-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সব সিংহ কষ্ট, চোঁয়া হইল শ্রেষ্ঠ,
করণ গৌরব করি।"

বাস্তবিক চারি সমাজের প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, যখনই কোন ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের সহিত করণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে বিভিন্ন সমাজ আশ্রয়ের সহিত কুলত্যাগ করিতে হইয়াছে, তিনি কোন প্রকারেই নিজ কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারেন নাই। এরূপস্থলে বিভিন্ন শ্রেণির লোকে স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কিরূপে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বরং এ সম্বন্ধে প্রাচীন কুলগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অধিক কুলের হানি কি কহিব কথা।
কুলমুক্ত জনে ত্যাগ কর্ত্তব্য সর্ব্বথা।" (বঙ্গজ কায়স্থকারিকা)

এখন আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, সমিতি যে ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। বোধ হয় এই জন্যই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গত ৬ই আষাঢ়ের অধিবেশনে আন্তর্গণিক বিবাহের সম্যক্ আলোচনার্থ পুনরায় 'সামাজিকে সম্বন্ধস্থাপন-সমিতি' নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নব সমিতির মনোযোগিতা বৃদ্ধির জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, কায়স্থসভা যদি আন্তর্গণিক বিবাহ চালাইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই কয়টী বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

১ম, চারি শ্রেণীর অন্তর্গত সকল স্থানের 'সামাজিক' কায়স্থগণের তালিকাসংগ্রহ;

২য়, চারি শ্রেণীর সকল প্রকার কুলগ্রন্থ-সংগ্রহ।

৩য়, বিভিন্ন সমাজের কুলনিয়মের কঠোরতা পরিবর্জ্জন।

৪র্থ, কায়স্থ-সমাজের সংস্কার প্রবর্ত্তনের যথাসাধ্য চেষ্টা।

(শেষোক্ত মহাকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ও সমাজের সকলে সংস্কৃত হইয়া আচারী হইলে, সহজেই আন্তর্গণিক-বিবাহ প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।)

নচেৎ যে ভাবে এই গুরুতর কার্য্য চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা অনুমোদিত হইলে কায়স্থ-সমাজ উৎসন্ন যাইবে, কত নীচ-শ্রেণী অবারিতদ্বারে প্রবেশ করিয়া কায়স্থ-সমাজকে কলুষিত করিবে। যে গ্লানি ও নিন্দাবাদ শুনিয়া আজ আমরা গেট সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াও পার পাইতেছি না, তাহা গৃহীত হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সকল গ্লানি ও নিন্দার ভাজন হইব। ভাই! বলিতেছি, সাবধান! স্বার্থ-বলি দিবার সময় আসিয়াছে। অবস্থা বুঝিয়া কায়স্থ-সভা যেন ব্যবস্থা করেন, এইমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

অন্তর্বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি না?

কায়স্থ-শ্রেণীচতুষ্টয়ের মূল এবং কাণ্ড যে একই, তাহা যতদূর সম্ভব নির্ণীত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন এই ঘোরতর সামাজিক বিপ্লবের সময়, যাঁহারা এই কায়স্থজাতির সম্যক্ মঙ্গল ও আভ্যন্তরীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহাদের কেবল মাত্র এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের সুদূর জ্ঞাতিত্ব স্বীকার ও আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। যাহাতে এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে একতা সংস্থাপিত ও সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থজাতির সমুদয় অভাব ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া জাতীয় বল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তৎপক্ষে সর্ব্বাগ্রে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শ্রেণীগত অন্তর্বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিতে পারিলে যে, আমাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া কায়স্থ-সমাজের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে, তাহা আমরা অতঃপর দেখাইব। এখন দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে অসবর্ণ-বিবাহপ্রথা আর্য্য-সমাজের সকল বর্ণেই রাজত্ব করিতেছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্ মিথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥"

আবার—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥"

এইটী ভগবান্ মনুর ব্যবস্থা। মনু অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী না থাকিলেও প্রতিলোম-বিবাহও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দায়ভাগে অনুলোম ও প্রতিলোম এই উভয়বিধ অসবর্ণবিবাহজাত সঙ্কর-সন্তান সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে, সেও অসবর্ণবিবাহের একটী উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ নয় কি?

কলির ব্যবস্থা আবার স্বতন্ত্র। উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাস্বুপযমস্তথা॥
* * * *
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

অসবর্ণবিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ ইহাই শ্লোকের মর্ম্ম, কিন্তু রঘুনন্দনের জীবিতকালে অল্প বিস্তররূপে শাখাভেদ সমুদায় উচ্চবর্ণেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। যদি শ্রেণীগত অন্তর্বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইত, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাহা ত অনায়াসে বলিয়া যাইতে পারিতেন। অন্ততঃ তদনুরূপ ইঙ্গিত তৎসঙ্কলিত ব্যবস্থায় থাকিত। যাহা হউক, পূর্ব্বে যে অসবর্ণবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। যে আর্য্যশাস্ত্র অসবর্ণবিবাহের অনুমোদন ও পোষকতা করিত, তাহাতে যে শ্রেণীগত অন্তর্বিবাহ বিষয়ে বিরুদ্ধ ব্যবস্থা থাকিতে পারে না, এ অনুমান বাতুলতা নহে?

যখন আর্য্য-সমাজের বর্ণগুলি অতি অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা গঠিত ছিল, তখন এই অসবর্ণবিবাহবিধান দ্বারা প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপবর্ণসমূহের সৃষ্টি ও জাতীয় একতাবন্ধনের দৃঢ়তা-

সংরক্ষণ। প্রথমোক্তটীর অমৃত-ফল এখনও আমরা ভোগ করিতেছি, কিন্তু দুর্দ্দৈবজনিত বিবিধ বিপ্লবে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটীর মূল কালে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর যখন সমাজে জনসংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি হইল এবং বিবিধ ব্যবসায়োপযোগী বর্ণসঙ্করগণ দ্বারা সমাজ সুপরিপুষ্ট হইলে অসবর্ণবিবাহপ্রথা রহিত হইল, তখন ব্যবস্থা হইল—

সজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।"

(বৃহৎপরাশরসংহিতা)

শাস্ত্রপ্রণেতা মনীষিগণ দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ব্যবস্থাবিভিন্নতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে কালোচিত ধর্ম্মানুগত সুপথ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা এখন তিরোহিত হইয়াছেন। তবে এখন নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা, অভাব এবং অসুবিধা; যাহার ছায়াসম্পাতে সমাজে বিলক্ষণ মালিন্য দোষ ঘটিবে, সদ্ব্যবস্থার দ্বারা সে সমুদায় দূরীকৃত করিয়া সামাজিক শান্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা কাহার কর্ত্তব্য?

কর্ত্তব্য যাহারই হউক, তাহার উপেক্ষায় আমরা দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছি, ক্রমশঃ শাস্ত্রমতের উদার-তাৎপর্য্যজ্ঞান হইতে স্খলিত হইয়া সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ হইতেছি; ভাই হইয়া কুটিল বিদ্বেষের প্ররোচনায় ভাইকে ঘৃণা করিতেছি।

কলিযুগে পরাশরের মতই গ্রাহ্য। পরাশর সুরূপা লক্ষণান্বিতা সজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। তিনি দেশভেদে বা শ্রেণীভেদে এক জাতীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। তবে আমরা কি নিমিত্ত সামান্য কয়েক শতাব্দী-প্রচলিত দেশাচারমূলক অনুদার সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা রক্ষা করিতে যাইয়া কায়স্থ-সমাজের ভাবী উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিব?

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে এবং তাহার পরে স্বনামধন্য জগন্মান্য ব্রাহ্মণগণ পৃথক্ শ্রেণীর সহিত আদান-প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাহার একটু আভাস আমরা প্রেমবিলাস গ্রন্থে পাইয়াছি। যথা—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম।

মাধবআচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥

রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে-বিয়ে না ভাবিও আন্।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক।

দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥"

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রেণীভেদ তখনও অন্তর্বিবাহের অন্তরায় ছিল না। কে জানে কোন্ কুক্ষণে এই বৃথা আত্মাভিমানমূলক কুপ্রথা আমাদের সুপ্রশস্ত কায়স্থ-সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে।

কালের কি বিচিত্র গতি! পূর্ব্বে যাঁহারা উৎপত্তি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে একই বিধিবিধানের অধীন ছিলেন, সময়গুণে সেই চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ পরস্পর পরস্পরকে আপনাদের অপেক্ষা হীন ও একরূপ পৃথক্ জাতি বলিয়া মনে করেন। কায়স্থজাতির যে অবনতি ঘটিয়াছে ও ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া মনে হয়, তাহার মূল কি এই আত্মবিচ্ছেদ নহে? আজ অনেক নিম্নের বর্ণসঙ্করগণও রাজসভায় কায়স্থ অপেক্ষা উচ্চাসনের দাবী করিতেছে। কায়স্থজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে অশুভক্ষণে এই শ্রেণীপার্থক্য সমাজে আসিয়াছে, সে অবধি জাতীয় সম্মান লুপ্ত হইতেছে, সদাচার অন্তর্হিত হইতেছে, অশেষ সংকীর্ণবন্ধনে বদ্ধ হওয়াতে সমাজক্ষেত্র অতিশয় অপ্রশস্ত হইয়া পড়িতেছে। এ সমুদয়ের জনক কুটিল সাম্প্রদায়িকতা। প্রশস্তক্ষেত্রে জাতীয়-জীবন সুপ্রশস্ত হয়। দৃষ্টান্ত চাহেন! যুরোপীয় সমৃদ্ধির দিকে নেত্রপাত করুন! সেখানে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ধনকুবেরগণ দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছেন। নিম্নতর শ্রেণীই অবাধে সুপ্রশস্ত জাতীয়-জীবনের পরম প্রসাদ ভোগ করিতেছেন।

অধিকাংশ কায়স্থই আপনাদের শ্রেণীর সংখ্যাল্পতার কারণ ইচ্ছামত পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে কি অসুবিধাই না ভোগ করেন? আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, চারিশ্রেণী এক হইলে সে দারুণ অসুবিধা হইতে অনেকটা অব্যাহতি লাভ করা যাইবে। এক্ষণে আর একটী বক্তব্য আছে। মনু বলেন—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

অর্থাৎ বিবাহকার্য্যে পিতার অসগোত্রা ও মাতার অসপিণ্ডা কন্যাই প্রশস্তা।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ শারীর-তত্ত্বজ্ঞগণের মতও সম্পূর্ণ মনুক্ত-মতের অনুরূপ। তাঁহারা বলেন যে, নিকট সম্পর্কীয় পাত্র-পাত্রীর পরস্পর বিবাহ হইলে তাহাতে অত্যন্ত কুফল প্রসূত হয়। আমরা যতদুর অবগত আছি, কায়স্থজাতি মধ্যে সপিণ্ড বা সগোত্রবিবাহ চলিত নাই। আমাদের বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থগণের সংখ্যা অতিশয় অল্প, আবার তন্মধ্যে কুলীনসংখ্যা একরূপ নখাগ্রে গণনা করা যায়; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে নিকটাত্মীয় কুল হইতে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের দুই তিন বা চারিপ্রকার পৃথক্ সম্বন্ধ থাকে। অন্যান্য শ্রেণী বিবাহবিষয়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্র পান বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকেও যে সংখ্যাল্পতাদোষের কুফল অল্লাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে না হয়, তাহা নহে! ফল কথা, য়ুরোপীয় শারীর নীতিজ্ঞগণের মত মানিতে হইলে ও আমাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে বসিলে, বঙ্গীয় অন্যান্য জাতির ন্যায়, কায়স্থ-জাতিরও বৈবাহিক ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত করা আবশ্যক। তাহা করিতে হইলেই এই শ্রেণী-পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

তারপর বিবাহপণ! এই অমানুষী প্রথা রাক্ষসীর মত, সকল শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন ভদ্র সন্তানগণের হৃদয়-শোণিত পান করিয়া পুষ্ট হইতেছে। শত সহস্র অসহায় নির্ধনের মানসিক শক্তি হরণ করাই ইহার ব্যবসায়! এই বিবাহপণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে, অগ্রে এই শ্রেণীভেদকে সমাজ হইতে উন্মূলিত করিতে হইবে। তারপর যে দুরন্ত কৌলীন্যপ্রথা বল্লালের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় আত্মম্ভরিতা ও ঘোরতর স্বজাতিবিদ্বেষ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া, সমাজের অশেষবিধ অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, আমাদের কায়স্থজাতির এই সমীকরণ সংঘটিত হইলে তাহা ধীরে ধীরে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে। কেহ কেহ বলিবেন, "কেন এই অনিষ্টকর প্রথা সমূলে উঠাইয়া দিলেই ত আপদ্ চুকিয়া যায়।" তাঁহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারেন, কেবলমাত্র মুখের কথায় এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া সহজ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রথা সমাজের হৃৎকেন্দ্রে বিরাজিত। ইহাকে ঝটিতি বিদায় করিতে বসিলে সমাজে ঘোর বিপ্লব ঘটিবে সন্দেহ নাই। সংস্কার করিতে গিয়া বিপ্লবের প্রশ্রয় দিতে কেহ সম্মত হইবেন

কি? অথচ এই অন্তঃসম্মিলন সংঘটিত হইলে কুলীনসংখ্যার অতিবৃদ্ধিতে ও বিভিন্ন প্রকারের কৌলীন্য-সংঘর্ষে কৌলীন্যের মূল ক্রমে শিথিল হইতে থাকিবে। সমাজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে এই প্রথা অন্তর্ধান করিবে।

সামাজিক জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ জাতীয় প্রীতি। যাঁহারা প্রকৃত হিতৈষী, সদ্বিবেচক ও পরিণামদর্শী, তাঁহারা কেবলমাত্র এই জাতীয় প্রীতি-সম্বর্দ্ধনের আশায় এই মিলনের পক্ষপাতী হইবেন! এই জাতীয় প্রীতিই য়ুরোপীয় প্রকৃত উন্নতির মূল কারণ।

আমাদিগের বিশ্বাস, যাঁহারা উদার-মতাবলম্বী, এক কথায় বলিতে গেলে, সমাজের নব্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায়, তাঁহারা এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিবেন। রক্ষণশীল প্রবীণগণের উপলব্ধির নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সামান্য সামান্য ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক অসুবিধা অনুযোগ উপস্থিত হইবেই, কিন্তু উপকারিতার সহিত তুলনায় এই অপকারিতাসমষ্টি, অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। জগতে এমন কোন মহৎকার্য্য এ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহার ফলে কিছু না কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কায়স্থ-সমাজের আশ্রয়স্তম্ভস্বরূপ বর্ষীয়ান্‌গণ! বল্লালসেন কুলবন্ধন করিয়া বহুক্লেশে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা 'মহতো মহীয়সী' কীর্ত্তি আপনারা অতি সুলভে অর্জ্জন করুন। এই প্রস্তাবিত মহাসম্মিলন সংঘটিত হইলে আপনারা সমাজের শীর্ষ, আপনাদেরই কীর্ত্তি বঙ্গ-কায়স্থের জাতীয় ইতিহাসে কনকাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কি ছার সংকীর্ণ কুল-শ্রেণীবিভাগ, তুচ্ছ কুলমর্য্যাদা, যদি আপনারা এই কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, আশা করি, আপনাদের অধস্তন সহস্র পুরুষও আপনাদের যশঃকীর্ত্তন করিবে, এবং আপনাদের এই মহদনুষ্ঠানের জন্য কখনও কাহাকে অনুশোচনা করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

কার্য্য-বিবরণী।

গত ৯ই শ্রাবণ ১৩১০ (ইং ২৫ জুলাই, ১৯০৩) অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় শনিবার দিন ৪৭ নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন—মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ,—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৈবল্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত কাত্যায়নীচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভূপতি রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ সম্পাদক।

সভ্যগণের অনুরোধে মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পত্র উপস্থিত করা হইলে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ পত্র গৃহীত হইল। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে কায়স্থপত্রিকা-প্রকাশের ভার দেওয়া হইল।

৩। সম্পাদক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে আপাততঃ দুই মাসের জন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হইল।

৪। আন্তর্গণিক বিবাহবিষয়ক শাখাসমিতির উপর ভার দেওয়া হইল যে, গতবর্ষে এই সমিতি হইতে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিবাদ আসিয়াছে ও আসিবে, সমিতি তাহার পুনর্ব্বিচার করিয়া ১।০ মাস মধ্যে তাঁহাদের মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করিবেন।

৫। আয়ব্যয় সম্বন্ধে শাখাসমিতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

DOUBLE COLOUR

গোপীকান্ত নেউগী।

মহাত্মা ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র কানুর বংশে বিদ্যাবিভবশালী কতিপয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গোপীকান্ত নেউগী তন্মধ্যে একজন। একদা তিনজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে কানুর বংশ ও তিনটী সমাজস্থান সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। এই মহাত্মত্রয়ের পৈতৃক বাসস্থান পোতাজিয়া গ্রাম। ইহাঁরা বিভবশালী হইয়া জ্ঞাতিগণ হইতে পৃথক্ হন এবং স্বতন্ত্র বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ঢাকুরে বর্ণিত আছে,—

> "কানুর সন্তান তিন যোগ্যবান্,
> কেহ অষ্টমনীষা গেলা।
> কেহ বা কালাই (১) গঙ্গাতীরে যাই
> কেহ পোতাজিয়া রৈলা॥"

---

(১) থামরা ও কালাই নামক সমাজস্থান ভাগীরথীতীরে ও জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। গৌড় ও তাণ্ডা এবং রাজমহল রাজধানীতে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গমনাগমনের সুবিধার্থ প্রাগুক্ত স্থানে সমাজস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঢাকুরেও উক্ত হইয়াছে;—"থামরা কালাই বাস চাকুরি লাগিয়া।" সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের উপদ্রব সময়ে এই দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান নামমাত্র সমাজস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই সময়েই থামরা ও কালাইবাসী বারেন্দ্র কায়স্থগণ বরেন্দ্রভূমি ও দক্ষিণ-রাঢ়ের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন।

একদা ভাগীরথীতীরস্থ থামরা নামক স্থান অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। "মুর্শিদাবাদকাহিনী" নামক গ্রন্থে গিরিরায় যুদ্ধের যে কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে থামরার উল্লেখ আছে। তৎকালে এস্থানে একটী সরাই ছিল। এক্ষণে সরকার উপাধি শুনিলেই বাজার-সরকারের কথা মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। বঙ্গদেশে যে কয়েকটী সরকার ছিল, তাহা বর্ত্তমান জেলা হইতে বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট। সেই সকল সরকারের প্রধানতম কার্য্য-কারকগণ সরকার উপাধিতে সাধারণতঃ পরিচিত হইতেন। সরকারপদ বর্ত্তমান কালেক্টরের তুল্য। প্রধান কানুনগোর পদ বর্ত্তমান রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান পদ হইতেও উন্নত ছিল। থামরার শিবানন্দের সরকার উপাধি ঐরূপ কার্য্যের জন্য হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য গোপীকান্ত নেউগী মহাশয় অষ্টমনীষাগ্রামবাসী ছিলেন। প্রবাদ, গোপীকান্তের বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রথমে অষ্টমনীষা গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম জেলা পাবনার অন্তর্গত সোণাবাজু পরগণার অধীন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার বাজুহারের অধীন সোণাবাজু পরগণার নাম দৃষ্ট হয় এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে সোণাবাজু পরগণা সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গতই লিখিত হইয়া আসিতেছে।

যদুনন্দনের কৃত বর্ত্তমান ঢাকুর নামক গ্রন্থে অষ্টমনীষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টাক্ষরেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা যদুনন্দনের স্বকপোল-কল্পনা নহে। আদি ঢাকুর বা আদি কুলজী গ্রন্থে ভৃঙ্গনন্দীর পুত্রদ্বয় কানু ও মাধবের বংশ সবিশেষ প্রশংসিত ছিল। এ বিষয়ে যদুনন্দন লিখিয়াছেন,—

"আদি কুলজীতে লিখে বিস্তারিতে
বংশাবলী ক্রিয়া যত।
কিঞ্চিত আভাস ইদানীং প্রকাশ
লিখি আমি তার মত॥"

প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার নবাবী-পদে অভিষিক্ত থাকার সময় মরিচপুরাণ নামক স্থানের সেনানিবাসপর্য্যবেক্ষণোপলক্ষে গোপীকান্তের ভবনে (১) আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের আগমনে গোপীকান্তের ভবন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। গোপীকান্তের

(১) জেলা পাবনার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ চলনবিলের উত্তরাংশে মরিচপুরাণ নামক স্থান বর্ত্তমান আছে। এই স্থান ত্রিংশবর্ষ পূর্ব্বেও নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ ছিল। বিলুপ্ত করতোয়া-তটে এই প্রাচীন পল্লীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। মরিচপুরাণ ও তন্নিকটবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান নামক স্থানে একদা ফৌজদারের বিচারালয় ছিল। সম্ভবতঃ এই স্থান হইতে সেনানিবাস স্থানান্তরিত হইলে "মুরাচা পুরানা" নামকরণ হইয়া পরিশেষে মরিচপুরাণ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। মানসিংহের সমকালীন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাদি ও তৎপূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ মোগল-শাসনের একরূপ বহির্ভূত থাকিবার বিষয়াদি বিবেচনা করিলে, ঐ স্থানে যে সেনানিবাস ছিল, তাহা সহজেই মনে হয়। অষ্টমনীষা গ্রাম প্রসিদ্ধ করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীর সঙ্গমস্থলে সুবস্থিত থাকায় উক্ত সেনানিবাসে গমনার্থ এই স্থানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এই মরিচপুরাণের নিকটবর্ত্তী কমলমরিচ ও সুবুদ্ধিমরিচ নামক পল্লীদ্বয় বর্ত্তমান আছে। গোপীকান্তের পৌত্রদ্বয় কমল ও

পূর্ব্বপুরুষগণের রাজদরবারে সুপ্রতিষ্ঠা ও সুনামই এইরূপ সম্মানের প্রধান কারণ। গোপীকান্ত রায়ের স্বীয় উন্নত পদ ও তদ্বংশীয়গণের দরবারে সুখ্যাতি এবং কুল-গৌরব দ্বারা অষ্টমনীষা-সমাজ বর্ণনাযোগ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমনীষা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইলা প্রধান॥
সর্ব্ববিদ্যানিপুণতা সর্ব্বাদরণীয়।
অসীম অনন্ত গুণে কেহ তুল্য নয়॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
জানিয়া উত্তম বংশ সম্মান করিলা॥"

সম্রাট্ অকবর বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে স্বীয় শাসনদণ্ডপরিচালিত করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ এই বিশাল শাসনদণ্ড পরিরক্ষণকার্য্যের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। ফলতঃ রাজা মানসিংহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ও হিন্দুদিগের প্রকৃত গুণরাশি বিচার দ্বারা সম্রাট্ অকবর সাম্রাজ্যশাসনের নিগূঢ় তত্ত্ব ভেদ করিয়াছিলেন।

সুবুদ্ধি খাঁ ঐ স্থানে বাস করায় তাঁহাদের নামানুসারে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। অপর দ্বারাও মুরচা বা মরিচ শব্দ যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

করতোয়া নদীর গতি ক্রমে মন্দীভূত হইলেও বাঙ্গালা ১১৯৪ সাল (ইংরাজি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এই প্রদেশে করতোয়া প্রবাহশীলা ছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে রঙ্গপুর প্রদেশের ত্রিস্রোতা দক্ষিণবাহিনী হইয়া আত্রেয়ীর সহিত দিনাজপুর প্রদেশে সম্মিলিত ছিল। বহুপূর্ব্বে করতোয়া [illegible]ভাবে রঙ্গপুর ও বগুড়াজেলার মধ্যভাগ দিয়া অষ্টমনীষার সন্নিকটে আত্রেয়ী নদীর সহিত সম্মিলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, ১১৯৪ সালের প্রবল বন্যায় ত্রিস্রোতা নদী পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের সহিত মিলিত হয়। তজ্জন্যই সেই সময় হইতে মরিচপুরাণ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে করতোয়া-স্রোতের এককালীন অভাবহেতু মরিচপুরাণ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহুতর সামাজিক স্থানে ম্যালেরিয়া মহামারী প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া ঐ সকল জনপদ সকলের বিনাশ সাধন করিয়াছে। ঐ সকল জনপদে একদা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির বসতি ছিল। যাঁহারা পৈতৃক ভদ্রাসনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশই রক্ষা পাইয়াছে।

তদানীন্তন পথ ঘাটের দুর্গমতা সত্ত্বেও রাজা মানসিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। "অবস্থাবিচারে ব্যবস্থা" এই গুণ সম্রাট্ অকবর ও মানসিংহে তুল্য রূপে বিরাজমান ছিল। সম্রাট্ অকবর ভারতবর্ষের অভিজাত বংশের প্রতি সমাদর প্রদর্শন ও হিন্দুদিগের বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এরূপ অন্য কেহই করেন নাই।

রাজা মানসিংহ বঙ্গেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রাচীন বংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অধুনাতন কালে বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানী লোক হইতে আচার ব্যবহার বেশ ভূষা কথাবার্ত্তায় যেরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, সেকালে তদ্রূপ সংঘটন হয় নাই। এক্ষণে সাহেবী আদবকায়দায় লোক যেরূপ জড়িত হইয়াছে; রাজধানী কলিকাতার অনুকরণে সাধারণে যেরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে; দিল্লীর বাদশাহ-দরবারের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত দিল্লী অঞ্চলের কথাবার্ত্তা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের বেশভূষা ও কথাবার্ত্তার অনুকরণ প্রবল ভাবেই চলিয়াছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে এদেশের আচার ব্যবহারাদি ও বেশভূষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

গোপীকান্তের বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি ও বৈষয়িক কার্য্যদক্ষতা সন্দর্শনে রাজা মানসিংহ তাঁহাকে কানুনগো পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই কানুনগো পদ হইতেই গোপীকান্ত "নেউগী" উপাধি লাভ করেন। ঢাকুরে লিখিত আছে;—

"কানুনগো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈলা গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিলা সম্মুখ হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিক লিখিয়া॥"

গোপীকান্ত মুসলমান-সরকারে কাননগো পদ লাভ করিয়া ভদ্রাসন গ্রামখানি নিষ্কর প্রাপ্ত হন। তৎকালের বাঙ্গালার কাননগো সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এই পদ লাভ করিয়া গোপীকান্ত প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদীয় ধনসম্পদ্ সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়। সেকালের কাননগো পদ অতিশয় উচ্চ হইলেও

...কালীন শাসনকর্ত্তৃগণের হৃদয়ে একমাত্র রাজস্বশোষণপূর্ব্বক জমিদারকুলের ...সাধনের প্রবৃত্তি তাদৃশ বলবতী ছিল না। নাটরের রাজা রামজীবনের ...লক্ষ্মীর কৃপায় কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়া, রঘুনন্দনের ন্যায় কেহই ...শালী হইতে পারেন নাই। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর রাজস্বসংগ্রহ-প্রণালীই ...র মূলকারণ বটে।

গোপীকান্ত কাননগো দপ্তরে থাকিয়া নগদ অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন করিয়া-...লেন। পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতেই ...লিত। হিন্দুদিগের যতগুলি দায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পিতৃ-মাতৃদায় ...প্রধান। আবহমান কাল সঞ্চিত এই সংস্কার এতই দৃঢ়তর হইয়াছে ...অধুনা অর্থকৃচ্ছ্র তাসত্ত্বেও পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার পরিণয়ে স্বীয় ...হার অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। গোপী-...র মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গোপীকান্তের সময় সাঁতৈলের ভৌমিক রাজা ও বারগ্রামের রূপরায় প্রবল ...লেন। সে সময়ে জমিদার অপেক্ষা রাজ-দরবারের প্রধানতম কর্ম্মচারিগণের ...ই আধিপত্য ও সম্মান ছিল। এই সকল উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণের পিতৃ-...তামহের সময় হইতে উচ্চ রাজপদগুলি অধিকৃত থাকায় তাঁহাদিগের ...ভিলাষ স্বতন্ত্র রূপ ছিল। দেশের তদানীন্তন অবস্থা ব্যতীত সুদূর ভবিষ্যৎ ...ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে তাঁহারা আশানুরূপ অগ্রসর হয়েন নাই।

...বর্গীয় সমাজের প্রতি গোপীকান্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বজাতিগণের ...তিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। তাঁহার সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের ...র ব্যক্তি রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। যখন রাজা মানসিংহ এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সে সময় কেবল বাঙ্গালা দপ্তরে নহে, দিল্লীর পাতসাহের দর-...রেও কতিপয় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহই ...ধান কারণ হইলেও তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধিকেই মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা ...ইতে পারে। তাঁহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে শিবানন্দ নামক জনৈক সরকার পূর্ণিয়া ...র রাজস্বসংগ্রাহক ছিলেন। গোপীকান্তের অন্যতম জ্ঞাতি রাজ্যধর ...নামক জনৈক ব্যক্তি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পক্ষে, দিল্লীশ্বরের দরবারে প্রতি-...ধি বা উকীল ছিলেন। ঢাকুরে তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে—

তদানীন্তন্ পথ ঘাটের দুর্গমতা সত্বেও রাজা মানসিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। “অবস্থাবিচারে ব্যবস্থা” এই গুণ সম্রাট্ অকবর ও মানসিংহে তুল্য রূপে বিরাজমান ছিল। সম্রাট্ অকবর ভারতবর্ষের অভিজাত বংশের প্রতি সমাদর প্রদর্শন ও হিন্দুদিগের বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এরূপ অন্য কেহই করেন নাই।

রাজা মানসিংহ বঙ্গেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রাচীন বংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অধুনাতন কালে বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানী লোক হইতে আচার ব্যবহার বেশ ভূষা কথাবার্ত্তায় যেরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, সেকালে তদ্রূপ সংঘটন হয় নাই। এক্ষণে সাহেবী আদবকায়দায় লোক যেরূপ জড়িত হইয়াছে; রাজধানী কলিকাতার অনুকরণে সাধারণে যেরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে; দিল্লীর বাদশাহ-দরবারের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত দিল্লী অঞ্চলের কথাবার্ত্তা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের বেশভূষা ও কথাবার্ত্তার অনুকরণ প্রবল ভাবেই চলিয়াছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে এদেশের আচার ব্যবহারাদি ও বেশভূষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

গোপীকান্তের বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি ও বৈষয়িক কার্য্যদক্ষতা সন্দর্শনে রাজা মানসিংহ তাঁহাকে কানুনগো পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই কানুনগো পদ হইতেই গোপীকান্ত “নেউগী” উপাধি লাভ করেন। ঢাকুরে লিখিত আছে;—

“কানুনগো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈলা গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিলা সম্মুখ হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিক লিখিয়া॥”

গোপীকান্ত মুসলমান-সরকারে কাননগো পদ লাভ করিয়া ভদ্রাসন গ্রামখানি নিষ্করপ্রাপ্ত হন। তৎকালের বাঙ্গালার কাননগো সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এই পদ লাভ করিয়া গোপীকান্ত প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদীয় ধনসম্পদ্ সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়। সেকালের কাননগো পদ অতিশয় উচ্চ হইলেও

তৎকালীন শাসনকর্ত্তৃগণের হৃদয়ে একমাত্র রাজস্বশোষণপূর্ব্বক জমিদারকুলের সর্ব্বনাশসাধনের প্রকৃতি তাদৃশ বলবতী ছিল না। নাটরের রাজা রামজীবনের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়া, রঘুনন্দনের ন্যায় কেহই ভাগ্যশালী হইতে পারেন নাই। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর রাজস্বসংগ্রহ-প্রণালীই ইহার মূলকারণ বটে।

গোপীকান্ত কাননগো দপ্তরে থাকিয়া নগদ অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত। হিন্দুদিগের যতগুলি দায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পিতৃ-মাতৃদায় প্রধান। আবহমান কাল সঞ্চিত এই সংস্কার এতই দৃঢ়তর হইয়াছে যে, অধুনা অর্থকৃচ্ছ্রতাসত্বেও পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার পরিণয়ে স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। গোপীকান্ত মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গোপীকান্তের সময় সাতৈলের ভৌমিক রাজা ও বারগ্রামের রূপরায় প্রবল ছিলেন। সে সময়ে জমিদার অপেক্ষা রাজ-দরবারের প্রধানতম কর্ম্মচারিগণের অধিক আধিপত্য ও সম্মান ছিল। এই সকল উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণের পিতৃ-পিতামহের সময় হইতে উচ্চ রাজপদগুলি অধিকৃত থাকায় তাঁহাদিগের অভিলাষ স্বতন্ত্র রূপ ছিল। দেশের তদানীন্তন অবস্থা ব্যতীত সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবনায় ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে তাঁহারা আশানুরূপ অগ্রসর হয়েন নাই।

স্বকীয় সমাজের প্রতি গোপীকান্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বজাতিগণের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। তাঁহার সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের কতিপয় ব্যক্তি রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। যখন রাজা মানসিংহ এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সে সময় কেবল বাঙ্গালা দপ্তরে নহে, দিল্লীর পাতসাহের দরবারেও কতিপয় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহই প্রধান কারণ হইলেও তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধিকেই মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে শিবানন্দ নামক জনৈক সরকার পূর্ণিয়া প্রদেশের রাজস্বসংগ্রাহক ছিলেন। গোপীকান্তের অন্যতম জ্ঞাতি রাজ্যধর রায় নামক জনৈক ব্যক্তি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পক্ষে, দিল্লীশ্বরের দরবারে প্রতিনিধি বা উকীল ছিলেন। ঢাকুরে তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে—

"তাহার সন্তান মধ্যে রায় রাজ্যধর।
পাতসার নিকটে হইল মর্য্যাদা বিস্তর॥
আরবী পারসী বিলকুল কাজিল।
পাতসার দরবারে ছিল বাঙ্গালার উকীল॥"

দিল্লীর পাতসাহের দরবারে যে ইনিই বিষয়কর্ম্ম করিয়াছেন, এমত নহে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই রূপ বহু কর্ম্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায় বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে উক্ত রাজ্যধর রায়ের সমকালে, ভৃগুর অন্যতম পুত্র শিবনন্দীর বংশোদ্ভব ইচ্ছলট(২)নিবাসী জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর রাজদরবারে বিষয় কর্ম্ম করিয়া; তথায় পরিণয়ান্তে দেশে প্রত্যাগমন করেন, তদ্বিষয় ঢাকুরে উক্ত হইয়াছে—

"পাতসাহী চাকুরী ক্রমে পশ্চিমেতে গেলা।
সেস্থানে বিবাহ করি পুনঃ দেশে আইলা॥"

সম্রাট্ অকবরের সহিত রাজা মানসিংহের ভগিনীর পরিণয়হেতু ভারতবর্ষের সামাজিক বিষয়ে যুগান্তর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা মানসিংহপ্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ রাজপ্রসাদলালসায় এ বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। তৎকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক গূঢ়াভিসন্ধির জন্য এইরূপ পরিণয় হইলেও এই দৃষ্টান্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাট্ ও প্রধান ক্ষত্রিয় সামন্ত মধ্যে এইরূপ পরিণয় সম্বন্ধ হওয়ায় রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যেও সামাজিকতা কতকটা শিথিল হইয়াছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের প্রচণ্ড ভাদুড়ী দিল্লীশ্বরের সেনাপতি থাকার সময়ে রোহিলখণ্ডে একটী ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সেইরূপ বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজেও ইচ্ছলটবাসী জনৈক ব্যক্তির পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থজাতির কন্যার পাণিগ্রহণের বিষয় কথিত হইয়াছে। ঠিক এসময়ের ঘটনা অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইবে না।

গোপীকান্ত রায়ও এ সময়ে বাহাত্তরে চাকিবংশের কোন সুন্দরী কন্যাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঢাকুরগ্রন্থে "বাহাত্তর ঘর" কায়স্থ যেরূপ হীনভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে গোপীকান্তের পূর্ব্বে ঐ রূপ বাহাত্তরে ঘর

(২) ইচ্ছলটগ্রাম পোতাজিয়ার নিকটবর্ত্তী থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত গ্রামখানি নদীগর্ভস্থ হওয়ার পর তদ্বংশীয়েরা পোতাজিয়ায় বসতি করিতেছেন।

হইতে কন্যাগ্রহণ হইত বলিয়া অনুমান করা যায় না। পঠীবন্ধন-কালে বাহাত্তর ঘর এককালীন পরিত্যক্ত হওয়াই প্রমাণিত হয়।(১) গোপীরায়ের এই বিবাহ অতি শেষ বয়সে হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা ভিন্ন শেষ পক্ষের এই ভার্য্যার গর্ভে পুত্রোৎপাদন হওয়ার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই বিবাহ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে:—

"কুলে শীলে ধনে জ্ঞানে শাস্ত্রেতে তৎপর।
বারেন্দ্রপ্রধান বলি মহিমা যাঁহার॥
তাঁহার কর্ত্তৃত্বে কর্ম্মে কিবা দিব সাক্ষী।
গোপীরায়ে কন্যা দিয়া চতুর হইল চাকী॥
মুরারি চাকীর কিন্তু নহে ত সন্তান।
তথাপি চতুর চাকীর হইল সন্তান॥

(১) "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই মহাজনবাক্য চিরকাল প্রচলিত আছে। মহারাজ বল্লাল সেন এই "স্ত্রীরত্ন" প্রলোভনে নিপতিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে,—

"অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥"

কায়স্থজাতির সামাজিক গ্রন্থ পাঠ করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাহাত্তর ঘরের কায়স্থগণ পঠীবন্ধনকালে প্রত্যেক সমাজ হইতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল! পরে কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রত্যেক সমাজেই ন্যূনাতিরেকভাবে সংমিশ্রণ সংঘটন হইয়াছে।

বঙ্গজ-সমাজের ইতিবৃত্তে প্রথমে ৫ ঘর মহাপাত্র গৃহীত হইয়া, নিত্যানন্দবংশীয় ১৫ পনর ঘর দ্বারা বিংশতি ঘর মহাপাত্র হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বাহাত্তর ঘরের অবশিষ্ট ঐ সমাজে "অচলা" নামে অভিহিত। এই "অচলার" সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গেই অতি বিস্তৃতরূপে আছে। সম্বন্ধনির্ণয়কারিকা ১ম খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "পূর্ব্বে বাহাত্তর ঘরের মধ্যে দশঘরের কুলীনগণের সহিত আদান প্রদান চলিত, তৎপরে ১৬ ষোলঘরের সহিত আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের সাধ্য মৌলিক কুলীনগণের সহিত বৈবাহিক কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। বল্লাল সেনের সময় পদস্থ কুলীনগণ ইহাদিগের সহিত আদান প্রদানে আবদ্ধ হইতেন না; তৎসময়ের পরে আদান প্রদান চলিয়াছে।" বাহাত্তর ঘরের সহিত প্রত্যেক সমাজেই যে পরবর্ত্তিকালে আদান প্রদান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

গোপীকান্ত যে চতুর নামক চাকীর কন্যাকে বিবাহ করেন, ঐ চতুর চাকীর বংশ মুখ্য চাকী মুরারির বংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং হীনভাবাপন্নরূপেই সমাজে বিদ্যমান আছে।

তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে উত্তমের সাথে।
অতি নীচ উত্তম হয় কহে শাস্ত্র মতে ॥
এমত ক্ষমতাপন্ন অশেষ মহিমা।
কত শত কীর্ত্তি তাঁর কত কব সীমা ॥"

গোপীকান্তের উচ্চ রাজপদ ও রাজা মানসিংহের শুভদৃষ্টিবশতঃ সমাজ[illegible] প্রধান ব্যক্তিগণ তদীয় অভিলাষ পরিপূরণের সহায় হইয়াছিলেন। [illegible] করণবিষয়ক গ্রন্থে তাঁহার নিন্দাবাণীর পরিবর্ত্তে অসীম ক্ষমতার বিষয় [illegible] হইয়াছে। গোপীকান্ত কুলে শীলে ধনে জ্ঞানে ও সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হেতু [illegible] ছিলেন বলিয়াই সামাজিকগণ তাঁহার এই কার্য্য উপেক্ষা করিয়াছেন। [illegible] ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

গোপীকান্তের "নেউগী" উপাধিলাভের পর হইতেই গ্রামে যে অংশে তাঁহা[illegible] বাসস্থান ছিল, তাহা অদ্যাপি নেউগীপাড়া নামে কথিত হইয়া আসিতেছে[illegible] গোপীকান্তের নির্ম্মিত দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি করতোয়া নদীর খরপ্রবাহে [illegible] হওয়ার পর "মাঠিয়াদহ" নামক একটী প্রকাণ্ড সুগভীর দহের উৎপত্তি [illegible] ছিল। এই সময় গ্রামবাসিগণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। গোপীকান্তে[illegible] পৌত্রদ্বয় কমল খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁর স্থান ত্যাগ করিবার প্রমাণ আছে। [illegible] গ্রাম পুনর্ব্বার বসতির উপযুক্ত হইলে কমল খাঁর বংশধরেরা অষ্টমনীষা গ্রা[illegible] পৈতৃক স্থান বলিয়া বসতি করেন। তদবধি এইক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় তাঁহাদি[illegible] বাস রহিয়াছে। সুবুদ্ধি খাঁর বংশধরেরা সুবুদ্ধি মরিচ হইতে ময়দান দীঘী প্র[illegible] স্থানে গমন করেন।

রাজা মানসিংহ যে সময় গোপীকান্তকে অষ্টমনীষা গ্রাম "মিলিক"১ [illegible]

(১) নাটোরের জমিদারী নীলাম হইলে পর সোনাবাজু পরগণা জোয়াড়ীর বিশি, [illegible] ও তাঁতিবন্দের চৌধুরী জমিদার এবং দুলাই জমিদারের হস্তগত হয়। ইহাঁরা বিজা[illegible] লইলে পর গোপীকান্তের বংশধর রাজসাহী দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল [illegible] চৈতন্যপ্রসাদ রায় মহাশয় পত্তনী গ্রহণ করেন। গোপীকান্ত হইতে চৈতন্যপ্রসাদ পর্য্যন্ত [illegible] কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকুর গন্থে সুবুদ্ধি ও কমলখাঁর বিষয়ে উল্লেখ নাই অথচ ইহাদিগের পরবর্ত্তী বা [illegible] ২।১টী কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

[illegible] তৎকালে গ্রামের যে আয়তন ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা পরিবর্দ্ধিত হয়। [illegible] আয়তনের জমি অপেক্ষা যে জমি পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্বাবত পরগণার [illegible] কর্ত্তৃক করাবধারণ হইয়াছিল। নাটোরের রাজা রামজীবন, সোনাবাজু [illegible] জমিদারী লাভের পর ঐ "মিলিক" পূর্ব্ববৎ স্থিরতর রাখিয়া, পরিবর্দ্ধিত [illegible] হইতেও কতকাংশ জমি দেবোত্তর ও লাখেরাজ দান করেন।

[illegible] সমাজের প্রতি গোপীকান্তের যে অসাধারণ প্রাধান্য ছিল, সৈলকূপা [illegible] গ্রামের নাগদ্বয়ের সম্বন্ধে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই প্রমা-[illegible] হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

কলিতাপবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বিগত বর্ষের কায়স্থপত্রিকায় গেট সাহেবকৃত বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থদিগের [illegible] অপবাদের প্রতিবাদব্যপদেশে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব, বুচানন হ্যামিল্টন্ সাহেবের রিপোর্ট হইতেই এ অদ্ভুত মত গ্রহণ [illegible]রিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত [illegible]য়াছি। উপস্থিত প্রবন্ধে ঐ রিপোর্টের হেতুবাদহীন অমূলক মতামতের [illegible]তা প্রতিপাদন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হ্যামিল্টন্ বাহাদুর স্বীয় রিপোর্টে কেবলমাত্র রঙ্গপুরবাসী কায়স্থদিগের [illegible] বলিয়াছেন, তিনি ভৃগুনন্দী প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বারেন্দ্র-[illegible]সমাজের কোন সন্ধান রাখেন নাই। অবশ্য রঙ্গপুর ও আসামের বিবরণ [illegible]বার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় অন্যান্য স্থানের সংবাদ রাখা তাঁহার [illegible] হয় নাই। ঐ প্রদেশে তৎকালে অর্থাৎ ১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৬ [illegible] পর্য্যন্ত কোন বারেন্দ্র কায়স্থের স্থায়ী বসতিও ছিল না। অসার অনুমানের [illegible] নির্ভর করিয়া সাহেব লিখিয়াছেন—

DOUBLE COLOUR

"It is difficult to ascertain the number of the true Kayasthas that are in this District, because a numerous tribe called Kalita, who once had great sway here, as they still have in Assam have in the more civilised parts assumed the title of Kayasthas, and conceal their descent from the Kalitas."

অর্থাৎ এই রঙ্গপুর জেলার প্রকৃত কায়স্থসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। যে হেতু কলিতা নামক জাতির বহুসংখ্যক লোক রংপুর জেলায় সমধিক সভ্য অঞ্চলে কায়স্থ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। আসাম প্রদেশে উক্ত কলিতা জাতির এখনও যেরূপ যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, এককালে রঙ্গপুরেও সেইরূপ ছিল। তাঁহারা কলিতা হইতে আপনাদের উদ্ভব অতি সতর্কতার সহিত গোপন করেন।

কথাগুলি সাহেব জলের মত বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সূত্রে যে তিনি এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যদোষে তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার লিখিত বিবরণপাঠে এই কলিতা জাতিটাই যে কি প্রকারের, তাহাই হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাহেব লিখিয়াছেন,—

"As soon as the Koch become noted in tradition or history, we fined that they adopted a priesthood called Kalita or Calta. These possessed some learning and books in the Bengalee language. According to tradition, the ancestor of the Borua, one of this sacred order and now one of the chief Zeminders of the District (কামরূপ) procures this science in the following curious manner."

অর্থাৎ কোচজাতি কিম্বদন্তী বা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিবার পরেই কলিতা বা কল্‌তা নামক পুরোহিত গ্রহণ করে। ইহাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক ছিল। এই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের এক জন যিনি বর্ত্তমানে কামরূপ জেলার বিশিষ্ট জমিদার বড়ুয়া গোষ্ঠীর আদি পুরুষ, নিম্নোক্ত প্রকারে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

সামাজিক ভ্রাতৃবর্গ! অবগত আছেন, আসামপ্রদেশের বড়ুয়াবংশীয়েরা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত, তবে আর বারেন্দ্রসমাজের আক্ষেপের কারণ কি? কলিতাগণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর জেলায় কায়স্থ স্বীকার করিতে গেলেন কেন? কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবে? ধন্য বুচানন

সাহেবের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির নিমিত্ত অতঃপর সাহেব কালিদাসের জ্ঞান-বারিপানে বড়ুয়াবংশের আদিপুরুষ কলিতার বুদ্ধিলাভ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হইতেই কয়েক ছত্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা—

"Kalidas, the celebrated poet was originally a very silly fellow, but on a certain time, having been severely beaten by his wife, he retired to the woods and prayed to Saraswaty with such effect that the Goddess bestowed on him a pot of holy water, by drinking a little of which he was endowed with great wisdom and genius; for a long time he preserved his water by calling it poison, so that no person attempted to taste it, but while he was on a pilgrimage to Kamakhya, the ancestor of the Baruya, having been in great difficulties, intended to destroy his life, and took part of the supposed poison by which he was immediately inspired with wisdom and learning, whether or not the Kalitas received instructions from Kalidas it would be difficult to say."

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস প্রথমে নির্ব্বোধ ছিলেন, কিন্তু কোন সময়ে, স্ত্রীর নিকট বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়া বনে গমনপূর্ব্বক সরস্বতীর আরাধনা করেন, তাহার ফলে দেবী তাঁহাকে এক পাত্র পবিত্র বারি দান করেন, তাহার কিয়দংশ পানেই কালিদাসের যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রতিভার উদয় হয়। অনেক-দিন পর্য্যন্ত বিষ বলিয়া তিনি ঐ জল রক্ষা করেন, ভয়ে কেহই তাহার স্বাদগ্রহণের চেষ্টা করিত না, কিন্তু যখন তিনি তীর্থভ্রমণে কামাখ্যায় ছিলেন, তৎকালে বড়ুয়া-বংশের আদিপুরুষ বিবিধ প্রকারে বিপন্ন হইয়া আত্মহত্যার সংকল্পকরত বিষ-জ্ঞানে ঐ জলপান করেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ হয়। কলিতারা কালিদাসের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ছিল কি না বলা কঠিন, কিন্তু তাহাদের যে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত কোচদিগের গুরু ছিল।

হায় উজ্জয়িনীর রত্নশ্রেষ্ঠ কালিদাস, তোমার জ্ঞানভাণ্ডের অবশিষ্ট জলটুকু বুচানন সাহেবের হস্তে এতদিনে নিঃশেষ হইল!

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিবেন, এইরূপ একটী অমূলক অসম্ভব কিম্বদন্তীর উপরে যাঁহার কিঞ্চিৎ আস্থা থাকে এবং একটী জাতির শিক্ষালাভের মূলে যিনি এরূপ আষাঢ়ে গল্প আরোপিত করিতে পারেন, তিনি কত বড় সন্ধানপর ও কতদূর বিশ্বাসযোগ্য।

তারপর সাহেব বলিতেছন,—

"It is not therefore wonderful, that in the account of Assam published in the second volume of the Asiatick Researches, the people of that country are said to be Assamians and Kaltanians the former the temporal lords, the latter the spiritual guides and then perpaps still more powerful than even now, as at that time the princes were infidels (osur)"

"আসিয়াটিক রিগাচেস" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, ঐ প্রদেশে আসামী ও কলিতা নামক দুই জাতির বাস। যথা (ভূস্বামিবৃত্তিধারী) আসামীগণ ও গুরুবৃত্তিধারী কলিতাগণ। সম্ভবতঃ তৎকালে বর্ত্তমান অপেক্ষা তাঁহারা সমধিক প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, যেহেতু তৎকালে রাজগণ অসুরবংশীয় ছিলেন।

শেষোক্ত ব্যাখ্যাটী হ্যামিল্টন বাহাদুরের নিজ মত। অসুরযাজন কলিতাগণের সমধিক প্রতিপত্তি লাভের হেতু। তিনি এ অনুমান করিলেন কিসে? তাঁহার কথাতেই প্রকাশ, অনেকদিন বিহাররাজ ও সমগ্র কোচসমাজ কলিতাদিগের শিষ্য ছিলেন। রাজা শিষ্য ত তাঁহাদের একরূপ বরাবরই ছিল, অসুরবংশীয়েরা শিষ্য থাকিবার সময় যে তাঁহারা অধিক প্রতাপশালী ছিলেন, হ্যামিল্টন এ যুক্তি পাইলেন কোথায়?

কলিতাগণ কি তবে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের বংশধর? হায় কলিতাজাতি, সাহেবের কৃপায় তোমাদের কত অবস্থাপরিবর্ত্তন হইতেছে। পরে সাহেব বলিয়াছেন,

"They therefore everywhere else endeavour to pass themselves as Kayasthas or scribes and I have mentioned, that probably all the Barendra Kayasthas are of this origin."

অর্থাৎ—"তাহারা অন্য সর্ব্বত্র কায়স্থ বা লিপিকর জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্ভবতঃ সমস্ত বারেন্দ্র কায়স্থেরাই কলিতাবংশপ্রসূত।" পাঠক! দেখিলেন, হ্যামিল্টনের যে সিদ্ধান্তে "সম্ভবতঃ"

... মনে হইয়াছে, সে প্রমাণে "নিশ্চয়" বলিবার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব ...। সমস্ত বারেন্দ্রসমাজের যে তিনি কোনও প্রকার সন্ধান পাইয়াছেন, ... প্রমাণ তাঁহার কৃত রিপোর্টের একটী ছত্রেও পাওয়া যায় না। "সম্ভবতঃ" ... একটী সম্মানিত জাতির উপরে এরূপ অপবাদ আরোপ করা কি তাঁহার ... লোকের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে? আর রঙ্গপুরের ইতিবৃত্তে সমস্ত বারেন্দ্র-...য়ের কথা কেন?

আমরাও বলি, "সম্ভবতঃ" জ্যামিতির প্রথম স্বীকার্য্যানুসারে তিনি এই ... করিয়াছেন; যথা কলিতাগণ দৈত্যগুরু, শুক্রাচার্য্যও দৈত্যগুরু, সুতরাং শুক্রাচার্য্য কলিতা। ভৃগু শুক্রাচার্য্যের নামান্তর, বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতাও ভৃগুনন্দী। এই নামের ঐক্য দেখিয়াই সাহেবপ্রবর ...তঃ দুই জনকে একব্যক্তি বলিয়াছেন। তবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের জাতিতে ...রূপ ক্ষুদ্র বিষয়টী সাহেবের নজরে পড়ে নাই, দুঃখ ইহাই। আর এই ... ভৃগুনন্দী কলিতা এবং তৎ-প্রতিষ্ঠিত সমাজও ব্রহ্মবৃত্তিত্যাগী কায়স্থনাম-...ধারী কলিতা। পাঠকগণ, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াই মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপ ... কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। বুচানন হ্যামিল্টন বাহাদুর রংপুরের ... বড় জমিদারকেও ঐ কলিতাশ্রেণী মধ্যে ফেলিতে ত্রুটী করেন নাই যথা—

"Two of the most respectable families of Zeminders, ...rdhan Kuthi and Kangkina are of this kind, but there is ...son to suspect that they are Kalitas, as in the division ...ablished by Ballalsen there is no mention of such a class."

"শ্রেষ্ঠ সম্মানভাগী কাঁকিনা ও বর্দ্ধনকুঠীর জমিদার গোষ্ঠীদ্বয়, এই (বারেন্দ্র) শ্রেণীর। বল্লালসেনের জাতিবিভাগে এই শ্রেণীর কোনও উল্লেখ নাই, সুতরাং তাঁহারা যে কলিতা তৎসন্দেহের হেতু নাই।" পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, এ "বারেন্দ্র" বল্লাল-বিভক্ত পঞ্চপ্রদেশের অন্যতম। সেই বরেন্দ্রের নামানুসারে বারেন্দ্র কায়স্থের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং বল্লালের বিভাগের সঙ্গে যে ইঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, এ কথা বলা যায় না। অপিচ বল্লালের জাতিবিভাগে বৈদিক ও উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের ও বৈদ্যের উল্লেখ নাই। তবে কি তাঁহারাও সাহেবের মতে কলিতা? হ্যামিল্টন সাহেবও অনায়াসেই

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে কলিতার মধ্যে ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু ততটা করিতে বোধ হয় তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। যে হেতু তাঁহার অল্পকাল পূর্ব্বেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গভর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবের দেওয়ান এবং অনেক সাহেব তাঁহার প্রসাদলাভার্থ উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে বল্লালীবিধিতে উল্লেখ না থাকিবার কারণ সাহেবের সূক্ষ্ম সন্ধানে মিলে নাই। উপরোক্ত ভূস্বামিবংশদ্বয়ও রঙ্গপুরের স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, তাহা আমরা পরে বলিতেছি।

ভৃগুনন্দী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বল্লাল-নির্দ্দিষ্ট কুলপ্রথার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তদীয় সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে সমাজ সংস্থাপন করেন। সুতরাং বল্লালের জাতিবিভাগে নাম থাকিবার ত কোন কারণ নাই। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাহেবের এ অনুমানও যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কাঁকিনার জমিদারগোষ্ঠীর আদি নিবাস পাবনা জেলার গাজনা নামক স্থানে, তাঁহারা চাকি-বংশ, বিষয় উপলক্ষে রঙ্গপুরে অস্থায়িভাবে বাস করিতেন। তাহার পরিচয় উক্ত রাজবংশের কুলপত্রিকায় ও বারেন্দ্রকায়স্থকুলগ্রন্থেই আছে। বর্দ্ধনকুঠীর ক্ষত্রিয় রাজা ভগবানের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আর্য্যবরমণ্ডলের পুত্র ভগবান্ দেব রাজপুতবীর মহারাজ মানসিংহের হস্তে রাজফরমান অর্থাৎ সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। মহারাজ মানসিংহ যাঁহাকে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই জ্ঞানে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তিনি কি কলিতা-বংশীয়? তবে বুচানন্ সাহেব এ অনুমান করিলেন কেন? আমরা তাঁহার মত অনুমানতৎপর হইলে বলিতাম, উক্ত প্রদেশে অবস্থানকালে ঐ দুই রাজবাটীর প্রতি বিশেষ তাহার কোন রাগের কারণ ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ একবারে ইতিহাসহীন নহে, কিন্তু বুচাননের বর্ণনার সহিত বারেন্দ্র কায়স্থ কি কোনও কায়স্থ কুলগ্রন্থের সহিত মিল নাই। এ দেশের প্রাচীন কোন গ্রন্থেও তাঁহার এ বিচিত্র কলিতাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র কায়স্থ জাতির যে আসামী বা রঙ্গপুরের কোনও জাতির সহিত সংস্রব ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। রঙ্গপুর অঞ্চলে বিষয়ব্যবসানিবন্ধন ভিন্ন রীতিমত

[illegible] করে, এরূপ বারেন্দ্র কায়স্থ অদ্যাপিও বিরল। কাঁকিনা বর্দ্ধনকুঠীর বিবা-[illegible] সামাজিক সম্বন্ধও তৎপ্রদেশস্থ কায়স্থদিগের সহিত কখনও হইত না বা [illegible]না। আমাদের বিশ্বাস, বুচানন সাহেব বারেন্দ্র-সমাজের পরিচয় পান নাই, [illegible] রঙ্গপুরের পরিচয়ে মাত্র বারেন্দ্র কায়স্থ দেখিয়াই এ সকল কথা লিখিয়াছেন। [illegible] সাহেব তলাইয়া দেখেন নাই, সমাজতত্ত্বে অসীম জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া, [illegible] যে এ জঘন্য কলঙ্কে কায়স্থগণকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার [illegible] হওয়া উচিত। বুচানন যে কথা রঙ্গপুরের কায়স্থদিগকে বলিয়াছেন, তাহাই [illegible] কায়স্থ সমাজের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর কোনও [illegible] হয় ত সমস্ত কায়স্থ জাতিকে, সেই অপবাদে লাঞ্ছিত করিবেন।

উপসংহারে কলিতাভ্রাতৃগণ! আপনারা দেখিবেন, বুচানন প্রভৃতি মহাত্ম-[illegible] আপনাদিগকে বহুরূপী সাজাইয়াছেন। আপনারা গুরু, আপনারা পুরোহিত, আপনারা বড়ুয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারেন্দ্র কায়স্থ, আবার অসুরগুরু ভৃগু এবং [illegible] হইতে আগত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তিধারী অর্থাৎ বৈশ্য। আবার ডালটন [illegible]বের মতে আপনারা আর্য্য। কলিতা যে এককালে এতগুলি তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বারেন্দ্র কায়স্থগণকেও বলি, যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাহারই [illegible] আপত্তি না থাকে, তবে আপনাদিগেরই বা আপত্তি হইবার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণবল্লভরায়।

মধ্যশ্রেণী কায়স্থ।

[illegible]দেশীয় কায়স্থগণ যে যেখানে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই [illegible]নের নামানুসারে তাঁহাদিগের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। তৎকালে রেলগাড়ী কিংবা [illegible] জাহাজ ছিল না, রাস্তাঘাটেরও অনেক অসুবিধা ছিল, গমনাগমনের পথেও [illegible] বিলক্ষণ ছিল; সুতরাং চাকুরী উপলক্ষে কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে কলিতার মধ্যে ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু ততটা করিতে বোধ হয় তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। যে হেতু তাঁহার অল্পকাল পূর্ব্বেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গভর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবের দেওয়ান এবং অনেক সাহেব তাঁহার প্রসাদলাভার্থ উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে বল্লালীবিধিতে উল্লেখ না থাকিবার কারণ সাহেবের সূক্ষ্ম সন্ধানে মিলে নাই। উপরোক্ত ভূস্বামিবংশদ্বয়ও রঙ্গপুরের স্থায়ী কায়স্থ নহেন, তাহা আমরা পরে বলিতেছি।

ভৃগুনন্দী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বল্লাল-নির্দ্দিষ্ট কুলপ্রথার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তদীয় সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে সমাজ সংস্থাপন করেন। সুতরাং বল্লালের জাতিবিভাগে নাম থাকিবার ত কোন কারণ নাই। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাহেবের এ অনুমানও যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কাঁকিনার জমিদারগোষ্ঠীর আদি নিবাস পাবনা জেলার গাজনা নামক স্থানে, তাঁহারা চাকি-বংশ, বিষয় উপলক্ষে রঙ্গপুরে অস্থায়িভাবে বাস করিতেন। তাহার পরিচয় উক্ত রাজবংশের কুলপত্রিকায় ও বারেন্দ্রকায়স্থকুলগ্রন্থেই আছে। বর্দ্ধনকুঠীর ক্ষত্রিয় রাজা ভগবানের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আর্য্যাবরমণ্ডলের পুত্র ভগবান্ দেব রাজপুতবীর মহারাজ মানসিংহের হস্তে রাজফরমান অর্থাৎ সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। মহারাজ মানসিংহ যাঁহাকে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই জ্ঞানে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তিনি কি কলিতা-বংশীয়? তবে বুচানন্ সাহেব এ অনুমান করিলেন কেন? আমরা তাঁহার মত অনুমানতৎপর হইলে বলিতাম, উক্ত প্রদেশে অবস্থানকালে ঐ দুই রাজবাটীর প্রতি বিশেষ তাহার কোন রাগের কারণ ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ একবারে ইতিহাসহীন নহে, কিন্তু বুচাননের বর্ণনার সহিত বারেন্দ্র কায়স্থ কি কোনও কায়স্থ কুলগ্রন্থের সহিত মিল নাই। এ দেশের প্রাচীন কোন গ্রন্থেও তাঁহার এ বিচিত্র কলিতাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র কায়স্থ জাতির যে আসামী বা রঙ্গপুরের কোনও জাতির সহিত সংস্রব ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। রঙ্গপুর অঞ্চলে বিষয়ব্যবসানিবন্ধন ভিন্ন রীতিমত বাস করে, এরূপ বারেন্দ্র কায়স্থ অদ্যাপিও বিরল। কাঁকিনা বর্দ্ধনকুঠীর বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধও তৎপ্রদেশস্থ কায়স্থদিগের সহিত কখনও হইত না বা হয় না। আমাদের বিশ্বাস, বুচানন সাহেব বারেন্দ্র-সমাজের পরিচয় পান নাই, তিনি রঙ্গপুরের পরিচয়ে মাত্র বারেন্দ্র কায়স্থ দেখিয়াই এ সকল কথা লিখিয়াছেন। ঐ সাহেব তলাইয়া দেখেন নাই, সমাজতত্ত্বে অসীম জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি যে এ জঘন্য কলঙ্কে কায়স্থগণকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিত। বুচানন যে কথা রঙ্গপুরের কায়স্থদিগকে বলিয়াছেন, তাহাই বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর কোনও সাহেব হয় ত সমস্ত কায়স্থ জাতিকে, সেই অপবাদে লাঞ্ছিত করিবেন।

উপসংহারে কলিতাভ্রাতৃগণ! আপনারা দেখিবেন, বুচানন প্রভৃতি মহাত্মগণ আপনাদিগকে বহুরূপী সাজাইয়াছেন। আপনারা গুরু, আপনারা পুরোহিত, আপনারা বড়ুয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারেন্দ্র কায়স্থ, আবার অসুরগুরু ভৃগু এবং মিথিলা হইতে আগত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তিধারী অর্থাৎ বৈশ্য। আবার ডালটন সাহেবের মতে আপনারা আর্য্য। কলিতা যে এককালে এতগুলি তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বারেন্দ্র কায়স্থগণকেও বলি, যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাহারই এ কথায় আপত্তি না থাকে, তবে আপনাদিগেরই বা আপত্তি হইবার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণবল্লভরায়।

মধ্যশ্রেণী কায়স্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যে যেখানে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের নামানুসারে তাঁহাদিগের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। তৎকালে রেলগাড়ী কিংবা কলের জাহাজ ছিল না, রাস্তাঘাটেরও অনেক অসুবিধা ছিল, গমনাগমনের পথেও দস্যুভয় বিলক্ষণ ছিল; সুতরাং চাকুরী উপলক্ষে কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ

যে যথায় গিয়াছিলেন, তথায় তিনি চিরস্থায়িরূপে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াই আরও দুই একটী পরিবারকে ক্রমে ক্রমে তথায় লইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে এক একটা সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ শাহজাহানের শাসনকালে মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের বাসস্থান মেদিনীপুর ও হিজলী নামে খ্যাত ছিল। ঐস্থান উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী হইতেছে। শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিজলী একটী স্বতন্ত্র জেলা বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহামান্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে উহা মেদিনীপুর জেলার সামিল হয়। তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সামিলে এখানকার রাজকীয় সমস্ত কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিস্থানে যে সকল বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের সন্তানগণ চাকুরী প্রভৃতি উপলক্ষে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারাই অন্যান্য দুই এক সমশ্রেণীর কায়স্থগণকে আনাইয়া সমাজগঠনপূর্ব্বক আপনাপন বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, কালে তাঁহারাই মধ্যশ্রেণী কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হন। এইরূপে বঙ্গদেশীয় যে সকল রাঢ়ীশ্রেণির ব্রাহ্মণ—উক্ত স্থানে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানগণ মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেছেন।

মুর্শিদাবাদ, হুগলী, সাঁকরেল, বালী ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কতিপয় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজকায়স্থসন্তান বল্লালসেনের সমাজবন্ধনের সমকালে মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বংশাবলীও কুলগ্রন্থ অভাবে জানিতে পারা যায় নাই। বিশেষতঃ এখানে দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজগণ একত্র মিলিত হইয়া সমাজবন্ধন করায় বর্ত্তমানকালে দক্ষিণরাঢ়ী কিংবা বঙ্গজ কায়স্থসন্তানগণ মধ্যশ্রেণীর সহিত বিবাহাদি কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন।

মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গজ হইতে আসিয়া মিশিয়াছেন, তাঁহাদের পদবী ও গোত্র নিম্নে বামপার্শ্বে এবং যাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ী হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদেরও পদবী এবং গোত্র নিম্নে দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত হইল। ইহাঁরা যে প্রকৃত কায়স্থের ন্যায় ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া চাকরী ও জমিদারী আদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তদ্বিষয় স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও কুলীন কায়স্থগণের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠাপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

বঙ্গজ

গোত্র	পদবী
কাশ্যপ গোত্র	গুহ
কৃষ্ণাত্রেয় „	দত্ত
কাশ্যপ „	দাস
মৌদ্গল্য „	দাস

দক্ষিণরাঢ়ী

গোত্র	পদবী
বিশ্বামিত্র গোত্র	মিত্র
সৌকালীন ”	ঘোষ
শাণ্ডিল্য ”	দেব
বিষ্ণুঋষি ”	চন্দ্র
চন্দ্রঋষি ”	চন্দ্র
মৌদ্গল্য ”	পাল
কাশ্যপ ”	পাল
কাশ্যপ ”	রুদ্র

উপরিউক্ত আট গোত্রে ৫০ কি ৬০ ঘর হইতেছেন। ইহাঁরা সকলে মুসলমান সম্রাট্‌গণের রাজত্বকাল হইতে ক্রমান্বয়ে এদেশে বাস করিবার জন্য নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সেই বাসস্থান আজ পর্য্যন্ত নিষ্কর ভোগ ও দখল করিতেছেন। ইহাঁদের ক্রিয়াকলাপ ও বিবাহাদি কার্য্য উক্ত নির্দ্দিষ্ট ৫০।৬০ ঘরের মধ্যে হইয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ আপনাপন অসুবিধানিবারণার্থ দক্ষিণরাঢ়ীর সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসন্তানেরা বহুপূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গজের সহিত মিলিত থাকায় প্রকাশ্যভাবে বিবাহাদি কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন। ঐ সকল বিভিন্ন ঘরের মধ্যে কএক ঘরের মাত্র আমরা এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি,—

গুহ বংশ।

বঙ্গের কুলীন দশরথ গুহের বংশে কাশ্যপগোত্রীয় মাধব গুহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বালী কুতরঙ্গ গ্রাম হইতে বিদেশগামী হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা যাদব গুহও কুতরঙ্গ গ্রামে অবস্থিতি করিতেন, তাহা ঘটকাচার্য্যের বচনেও প্রমাণিত হয়, যথা "মাধবো বিদেশে গতঃ"। তাঁহার পুত্র পিতার গয়াশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া শ্রীশ্রী৺জগন্নাথধামে যাত্রা করেন। জগন্নাথ দর্শনের পর ফিরিবার কালে তিনি এই জেলার নারায়ণগড় রাজধানীতে উপস্থিত হইলে নারায়ণগড় পরগণার তখনকার জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা রাঘবল্লভ শ্রীচন্দন-স্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া নিজ মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। দিল্লীশ্বর-প্রেরিত

মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশে আসিয়া যখন কাননগো দপ্তর স্থাপন করেন, তৎকালে মন্ত্রী নীলাম্বর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের উপদ্রব নিবারণের জন্য নারায়ণগড় থানায় "সরদারী" পদ প্রাপ্ত হন। তাহাই তৎকালের শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়া গণ্য ছিল। ঐ পদে পারদর্শিতা দেখাইয়া নবাব সরকার হইতে তিনি "রায়" উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ব্যবহার করিতেছেন।

নীলাম্বর গুহ রায় এই জিলার খান্দার পরগণার অন্তর্গত সাঁকুয়া গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র বংশীধর পৈতৃক সরদারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বলরামপুরের সদর চৌধুরীর নিকট হইতে খান্দার পরগণার রকম ।৶১০ আনা জমিদারী খরিদ করেন এবং তখনকার নবাব শাহসুজা ও শাহজাদার নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ঐ সনন্দের বলে তাঁহার বংশীয়গণ এখনও পর্য্যন্ত দেবসেবা, সদাব্রত ও জমিদারী প্রভৃতি বংশানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কৃষ্ণাত্রেয় দত্তবংশ।

বালী হইতে প্রথমে মধুসূদন দত্ত চাকুরী উপলক্ষে ভগবান থানার অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার জনাদাণ্ডী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রাজসরকার হইতে তিনিও বাসের জন্য নিষ্কর জমি পাইয়াছিলেন। এখন তাঁহার বংশ বিস্তৃত হইয়া কাঁথী, সবঙ্গ ও সুতাহাটা থানার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কানাই কিশোর দত্ত সরকারের কানুনগো ছিলেন।

মৌদ্‌গল্য গোত্র।

কাঁথী সবডিভিজানের অন্তর্গত মাজনামুঠা পরগণার মাজনা ষ্টেট নামে যে পরগণায় বিভক্ত এক সুবিস্তৃত জমিদারী আছে। উক্ত জমিদারী এক ব্যক্তির ছিল, তাঁহার নাম ঈশ্বরী দে পট্টনায়ক। ঈশ্বরী দে মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন, তিনি বিক্রমপুর হইতে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন শাসনকর্তা বাহাদুর খাঁর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রের সমভিব্যাহারে বাজার-সরকার নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আগমন করেন। কালক্রমে ভীমসেন মহাপাত্রের মৃত্যু হইলে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরী দে নিজ বুদ্ধিবলে মাজনা ষ্টেট অধিকার করেন এবং বিপুল বিভবের সহিত তিনি "পট্টনায়ক" উপাধি প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরী দে পট্টনায়কের লোকান্তর-গমনের পর এই বংশে দয়ালু ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাদবরাম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিস্তর নিষ্কর জমি

দান করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একরূপ রাজা যাদবরামের যত্নেই এদেশে আনীত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর পুত্র মুস্তাফা খাঁ ইহাকে সনন্দ দ্বারা "রাজোপাধি" প্রদান করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগরে কপিলমুনিতীর্থ এক প্রকার সাধারণের অগম্য হইয়াছিল, তাঁহারই যত্নে ঐ তীর্থের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। এ ছাড়া রাজা যাদবরামের বহু কীর্ত্তি শুনা যায়। জেলার কালেক্‌টর শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলী সাহেবের রিপোর্টের ২৯ পৃষ্ঠায় প্রকটিত আছে যে, "এই বংশাবলী দৃষ্টে জানা যায় যে, রাজা যাদবরামের বংশলোপ হইলে উক্ত সুবিশাল জমিদারী দৌহিত্রগত হয়। পরে দৌহিত্রগণের মধ্যেও পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহাদিগকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হয়।"

বর্ত্তমান কালে এই রাজবংশের অনেকেরই বংশাভাব ঘটায় দৌহিত্রসূত্রে অথবা পোষ্যপুত্রনিবন্ধন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

উপরোক্ত ৫০ ও ৬০ ঘর লইয়াই মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের সমাজ। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত ঘর আর নাই। এই কএক ঘর মধ্যে পরস্পরে আদান প্রদান হইয়া থাকে। তবে স্থলবিশেষে আদানপ্রদানের অসুবিধা ঘটায় যদিও দুই একঘর দক্ষিণ-রাঢ়ীয়ের সহিত আদান প্রদান হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী-য়ের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যকলাপ প্রচলিত না থাকায় ঐরূপ সম্বন্ধে সামাজিকগণ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন উভয় শ্রেণী লইয়া মধ্যশ্রেণী সমাজের উৎপত্তি, তখন বিভিন্ন শ্রেণীমধ্যে পরস্পর বিবাহ হইবার পক্ষে বাধা দেখি না।*

শ্রীদ্বারিকানাথ দত্ত ও কুঞ্জবিহারী রায়,।

* মধ্যশ্রেণীর আদি বংশপরিচয় ও বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান বন্ধ হইবার কারণ সবিস্তার লিখিবার ইচ্ছা রহিল। (পত্রিকা-সম্পাদক)

রঞ্জিত রায়ের দোঁহা।

রঞ্জিৎ (রণজিৎ) রায় বারেন্দ্র-কায়স্থকুলতিলক সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস খাঁর প্রপৌত্র। ইনি নবাব মুর্শিদকুলীর সময় হইতে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর শাসন-সময়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবীদাসের বংশে যে সকল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে রঞ্জিৎ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রঞ্জিৎ রায় আরব্য পারস্যাদি রাজকীয় ভাষা ও সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈদেশিক বণিক পর্ত্তুগীজ, ফরাসি ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতির ভাষাও তিনি কতক কতক শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ রায় নানা ভাষায় একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ কবিতা-গ্রন্থখানি বহু অনুসন্ধানেও এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া থাকিবে। রঞ্জিতের গ্রন্থখানি প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা এখনও নয়নগোচর হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় রাজস্বসংগ্রহের নূতন পন্থা উন্মুক্ত হয়। তৎকালে জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্বসংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। মুর্শিদাবাদ সহরে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে জমিদারগণের শাস্তিবিধানের জন্য নানা ক্লেশকর পন্থা, (যাঁহাকে সাধারণে বিদ্রূপচ্ছলে "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া থাকেন), তদ্ব্যতীতও অন্য উপায় ছিল। প্রত্যেক জমিদারের বাটীতে নবাবের কার্য্যকারক ও কতকগুলি পদাতিক সৈন্য যাইয়া রাজস্বসংগ্রহের বন্দবস্ত করিত।** রঞ্জিৎ রায়ও এই কার্য্যে নিযুক্ত জনৈক অমাত্য ছিলেন।

** ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী আমলেও রাজস্বসংগ্রহের কঠোর ব্যবস্থা ছিল—

"The coercive measures provided by the regulations of Government for the enforcement of the payment of revenue were corporal punishment, confinement and sale of lands. Previous to the permanent settlement the last of these was only restored to as a root and branch cure after other means of healing had failed.

রঞ্জিৎ রায় নবাব-সরকারের কার্য্যানুরোধে যে যে স্থানে গমন করিতেন, সেই সেই স্থান বা তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে এক একটী কবিতা রচনা করিতেন। তিনি কার্য্যানুরোধে রঙ্গপুরে গমন করেন। একবার এই সময়ে রঙ্গপুরের কতিপয় প্রধান জমিদার সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করেন। কবিতার সম্পূর্ণ অংশ প্রাচীন ব্যক্তিগণ কেহই বলিতে পারেন না। নিম্নোক্ত কয়েকটী ... মাত্র স্মরণ আছে :—

It has been seen that subformer of Rangpur had freely used corporal punishment during the time of Devi Sing's form and he had to compensate some individuals on whom he had inflicted certain species of this description going by the name of cuttah, chaump, changee and Morand Khanee. In this he had closely followed the Muhamadan traditions for there is an account of a Fouzdar who in 1168 B. S. (1761) punished a Zeminder with first those of the above-named tortures until he was near expiring and relinquishment of his Zemindari was forced from him after which he was put in irons and confined.

During the famine year the whole of the Zemindars were in confinement at one time, and collector complacently report to the board regarding the dewan of Edrakpur (the zeminder was female and the dewan was held responsible for the revenue) that he had for a long time passed been under restraint according to the regulations and deprived of every convenience to render his confinement more severe.

The female zemindars gave the collectors most trouble. He could not confine them, nor could he even catch them ; for when he sent for them to live in Rangpur, they ran away at Calcutta."

A *Report on the district of Rangpur* by E. G. Glazier Esqr. C. S. 1875

রঞ্জিৎ রায় রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যে কার্য্য করিতেন, ঐ পদের নাম ক্রোক-সাজোয়াল অথবা ...ন ছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় তিনি যে বরেন্দ্রভূমি অধুনা দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও রাজসাহী প্রভৃতি জেলার তদানীন্তন জমিদারগণের বাটীতে আগমন করিতেন, তাহাও প্রমাণিত হয়। ... রাজস্ব আদায়ের জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে হইত না। কথিত আছে যে, ... সদুপদেশ দ্বারা অনেক সময়েই কার্য্যোদ্ধার হইত।

"রঞ্জিৎ তৈঁইত মূর খাঁ বাসেন্দা মহিমাপুরকা *
কিয়া সফর রঙ্গপুরকা, হয় বল বম ভাই রে।"

এই কবিতার শেষে আরও কয়েকটী পয়ারে তদানীন্তন রঙ্গপুর সহরকে ঘৃণ-পুর বলিয়া নির্দ্দেশ, ইদরাকপুরের (বর্দ্ধনকুঠীর) জমিদারের দান-খয়রাতের এবং রাজা মানসিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিয়া কুণ্ডির জমিদারের পূর্ব্ব-পুরুষের জমিদারী লাভের বর্ণনা ছিল।

রঞ্জিৎ রায় একদা কার্য্যানুরোধে বর্ত্তমান জেলা পাবনার অন্তর্গত তাড়াশ গ্রামে গমন করেন। তথায় হরিদেব রায় নামক জনৈক কায়স্থ জমিদার ছিলেন। তিনি মধ্যমতরফের জমিদার নামে কথিত হইতেন। তিনি অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ এবং শরিকদিগের সহিত কলহপ্রিয় ও কৃপণ ছিলেন। রঞ্জিৎ তাঁহার ব্যবহারাদি অবলোকন করিয়া অতিশয় তিরস্কারসূচক নিম্নোক্ত কবিতাটী রচনা করেন,—

"হর দেওকো দেঁখেহে তাড়ওয়াস কো গাঁও মে।
তছলা কাটে যেস্কা নাম মে॥
ভুলা ভাটকা আথের যায়।
আগলা বাড়ী ** ছে বাংলায়॥
আথের জো ধরনা দে।
কহে থোড়া চাউল লে॥
শোন্ রঞ্জিৎ কি বাৎ।
এস্কে কৌন কহে কায়েৎ কি জাত।"

কায়স্থসমাজের তদানীন্তন সময়ে পূজাপার্ব্বণ অতিথিসেবাদির অভিনয়

* মহিমাপুর নামক স্থানটী জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত। বর্ত্তমান নসীপুরকেই অনেকে মহিমাপুর বলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস খাঁ যে স্থানে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন, তাহা ভাগীরথীগর্ভস্থ হওয়ার পর অন্য ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। উত্তরকালে ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ স্থান নশীপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন মহিমাপুর বর্ত্তমান নশীপুরের উত্তরদিকে ও নবাববাটীর চকের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

** এখনও সমস্ত জমিদারের ভবনে ঝুলনাদি পর্ব্বের জন্য পৃথক্ বাটী নির্দ্দিষ্ট আছে। অতিথিদিগকে থাকিবার জন্য ঐ বাটী নির্দ্দেশ করা হয়। ঝুলনাদি পর্ব্ব ব্যতীত ঐ সকল বাটী আপ্‌লা পড়িয়া থাকে।

ধরণ ছিল। স্বকীয় সমাজের জনৈক ধনবান্ ব্যক্তিকে ব্যয়কুণ্ঠ সন্দর্শন করিয়া তৎপ্রতি তীব্র কটূক্তি করাই ঐ সকল কবিতার প্রধানতঃ উদ্দেশ্য। এইরূপ আরও কতিপয় কবিতা ছিল।

রঞ্জিৎ রায়ের কবিতাগুলি কেবলমাত্র স্থান ও ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ ছিলনা। ধর্ম্মবিষয়ক দোঁহাও বিস্তর ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক একটা কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধলেখক পারস্য-ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং যে সকল ব্যক্তি এই কবিতা আবৃত্তি করেন, তাঁহারাও "তথৈব চ"। সুতরাং কোন কোন শব্দ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে।

"রকত উদম বিকাল বেলা কালিন্দীর জলে গো।
আজব চুরু মোহন মূরৎ দেখালাও কদম তলে গো॥
বর ছরতে ময়ূর পুচ্ছ বাঁশী ধরে করে গো।
জাহান দিলাও বরজ সখী তাহান মধুর স্বরে গো॥
চেৎ মেতসা শোভা শ্যামের কামাল ভুরু গো।
আজ ঝলকে নীলরতন মণি ঝলকে তায় গো॥
ছুরত কহি দোস্তে আদম রাম রস্তা উরু গো।
হোচেন চুনী নেসত মেছজ কহে রঞ্জিৎ রায় গো॥"

রঞ্জিতের প্রত্যেক কবিতার শেষেই তাঁহার নাম উল্লেখ ছিল। রঞ্জিৎ রায়ের রচিত বলিয়া নিম্নোক্ত দুইটী কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতা দুইটীর শেষের কয়েকটী পয়ার এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

"কোন্‌কত্ লাটুটা জিউকা ওল্‌কদ কিয়াতো ক্যা ভয়া।
মহরম সৌদ হর ভজনছে পওযুগ্ জিয়াতো ক্যা ভয়া॥
ঘরবাড়ী কোরমা ছোড়কে নেকলা যো মায়া তোড়কে,
দেলমে না ছোড়া কামনা গুদ্‌ড়ি ছিয়াতো ক্যা ভয়া।
বাহমন খাওয়ায়ে ভরমছে বৈহোস্ আপনা ধরমসে,
মাজি ত্যাগর বদ কামছে তাগা লিয়াতো ক্যাভয়া॥
যো জন গয়া করতা নেহি আজ্‌বেদর খোদ্ ভরতা নেহি,
উহা পেছয় কেউ মরতা নেহি মুদ্দত জিয়াতো ক্যাভয়া।

কাজি কেতাব আগুধরে তজবিজ সব্‌কে খুব্‌ করে,
রাজি নেহি এন ছামমে ফতোয়া দিয়াতো ক্যাভয়া।
নওকড় নেহি ফরমাণ মে দাসত্‌ না লওয়ে জান্‌মে,
উয়াতো না আউয়ে কামমে হাজের রোহাতো ক্যাভয়া।"

রঞ্জিত রায়ের কবিতা গ্রন্থখানি নষ্ট হওয়ায় সাহিত্যসমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। রঞ্জিতের ধর্ম্মবিষয়ক অপর কবিতাটীও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"দুনিয়া হামা কানি ছোড়া
বরওয়ে সো দশ মাইরেল চেরা,
গোপ্তম্‌ নছীহৎ মনতরা
হরদোম কহ রাধা কিষণ্‌।
দৌলত কর ঘোড়ে চড়
পুঁথি বহুত কেউ না পড়
তবি নাহি জিউছে বাঁচো
হরদোম কহ রাধা কিষণ।
তিলক কর ছাপা ধর
শের মুড়কে দোর দোর ফের
তবি নাহি জিউছে বাঁচো
হরদোম কহ রাধা কিষণ।"

নিম্নোক্ত কবিতাটী প্রাচীন ব্যক্তিগণ রঞ্জিতের রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কবিতাটী পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় মিশ্রিত। এই কবিতাটীও কেবল দুই চরণে শেষ হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

"ছেক্তা দূরছে কীর্ত্তনং সকলগুণময়ং কুল্যজায়ে সনায়েৎস্‌।
চক্ষুর্মে তা রতিমতিচপলা চুঁছামা গর্‌দি দেখ্‌ছ।"

রঞ্জিতের দোঁহাবলী গ্রন্থখানি "চঁচতান কেতাব" নামেও কথিত হইত, এরূপ কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। রঞ্জিতের ভ্রাতৃবংশের জনৈক প্রাচীন ব্যক্ত ঐ সকল কবিতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐ কবিতাগ্রন্থখানিতে ছোট বড় সহস্রাধিক কবিতা ছিল। সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় মিশ্রিত বা কেবল পারস্য, বাঙ্গালা প্রভৃতি

ভাষাতেও কবিতা ছিল। একদিকে তুলসীদাস প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা ও অপরদিকে ব্যঙ্গোক্তিমূলক যথেষ্ট কবিতা ছিল।

রঞ্জিৎ রায় স্বকীয় সমাজের ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণবর্ণনায় পটু ছিলেন। পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে বারেন্দ্রসমাজের বালক-বালিকাগণ শৈশবে পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট ঐ সকল কবিতা শিক্ষা করিতেন। এ জন্য পরিণত বয়সে প্রায় সকলেই ঐ সকল কবিতা স্থলবিশেষে প্রয়োগ ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

রঞ্জিৎ রায় যে কেবল সংস্কৃত পারস্য ও হিন্দি প্রভৃতি মিশ্রিত ভাষাতেই কাব্যরচনায় অভ্যস্ত ছিলেন, এমত নহে। তিনি সাধু বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার কবিতাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ও স্বকীয় সমাজের ব্যঙ্গোক্তিসহকারে দোষগুণ বর্ণিত ছিল। প্রবাদ আছে যে, একদা তদীয় পিতৃস্বসা তাঁহাকে কেবলমাত্র বাঙ্গালাভাষায় কতিপয় কবিতা রচনার জন্য আদেশ করেন। তজ্জন্যই তিনি একমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় কতিপয় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী বাঙ্গালা কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সাধুখালীর লক্ষ্মী নারায়ণ
অন্নদান করে ধর্ম্মপরায়ণ।
রামদিয়া বাগুটিয়া বিনোদ নিতাই
তাঁ সবার তুল্য দাতা কেহ নাই।"

সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা দেবীদাস খাঁ মহাশয় নানা বিদ্যায় অলঙ্কৃত ও সুবা বাঙ্গালার উচ্চতম রাজকীয়পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রঞ্জিতের ভাগ্যে প্রপিতামহের ন্যায় উচ্চতম রাজপদ লাভ ঘটে নাই। কিন্তু তিনি দেবীদাসের ন্যায় নানা বিদ্যায় অলঙ্কৃত ছিলেন, সন্দেহ নাই। রঞ্জিতের যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বশক্তি-বিকাশের পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার রচিত সমগ্র কবিতা সংগ্রহ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের পুষ্টিবর্দ্ধন হইতে পারিত সন্দেহ নাই।

রঞ্জিতের কৃত মহিমাপুরের বর্ণনাযুক্ত একটী কবিতা আছে। দেবীদাস খাঁর সময় হইতেই তাঁহাদের ভবনে বিগ্রহসেবার পারিপাট্য ও দেউড়ীতে হিন্দুস্থানী প্রহরিগণের অবিশ্রান্ত আনন্দধ্বনি হইত। কবিতাটীর যে টুকু শুনা গিয়াছে,

তাহাতে অসম্পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তৎকালেও মহিমাপুরের অধিকাংশই হিন্দু অধিবাসী ছিল, এরূপ অনুমান হয়। কেন না কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে এ সমস্তই হিন্দু অধিবাসী মহিমাপুরের; কেবল দুই শত ঘর মাত্র মুসলমান। যাহাই হউক, কবিতাটী এই—

"দোশৎ ঘর মুসলমান হিন্দু তামাম।
বাহক মে মহারাজ গোপাল সিং।
হরদোম্ মৃদং তাতিং ধিং।"

রঞ্জিৎ রায়ের অন্যান্য কবিতা সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সবিশেষ চেষ্টিত আছি। পাঠকগণের মধ্যে কেহ রঞ্জিতের কবিতা অবগত থাকিলে "পত্রিকা" সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ থাকিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

কায়স্থগণের উপাধি।

বঙ্গদেশে যে সকল সামাজিক কায়স্থ আছেন, তন্মধ্যে কতক উপনিবেশী ও কতক গৌড়ীয়। বাসস্থানের নামানুসারেই তাঁহারা রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের এক একটী উপাধি আছে। ঐ উপাধি দ্বারা তাঁহারা কে কোন্ ঘর, তাহা জানা যায়। উপনিবেশী কায়স্থগণের উপাধি যথা—"বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, গুহ, নাগ, নাথ, দাস, সিংহ, দেব, সেন, কর, দাম, পাল, পালিত, চন্দ্র, ভদ্র, রাহা, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন এবং চাকী।" গৌড়ীয় কায়স্থগণের উপাধি নিম্নে দেওয়া হইল, যথা—কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, স্বর, [illegible], হোড়, বান্, আইচ, সোম, পৈ, সুর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দু, গুহ, বল, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, [illegible]ই, রুদ্র, রক্ষিত, চন্দ্র, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, শীল, চাক্রি, হেশ, বন্ধু, সাক্রি, সুমন, গণ্ডক, রাহা, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, [illegible],

[illegible], অপ, ঘর, ক্ষোম, বৈ, তোষ, বেদ, এন্দ, অর্ণব, অব, শক্তি, ভূত, [illegible], ওম, বর্দ্ধন, হেম, বদি, ভূক্রি, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ড, শীল, ধনু, গুণ, [illegible], চাকী, নন্দন, শ্যাম, আঢ্য, পুক্রি, তেজ, নাদ, রোই, হোম, হাতী, [illegible] ও দূত। এতদ্ভিন্ন উপনিবেশী কায়স্থগণের যে সমস্ত উপাধি আছে, [illegible] বসু ও মিত্র ভিন্ন অবশিষ্ট উপাধিই গৌড়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে থাকা দৃষ্ট [illegible]। কিরূপে ও কোন্ সময়ে যে ঐ সকল উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে [illegible] আলোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন, পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণের ঐ সকল উপাধি নাই, সুতরাং [উপ]নিবেশী কায়স্থগণের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানকালে ঐ সকল উপাধি ছিল না, [illegible]নের পর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন যে [illegible] বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি উপাধি রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রেষ্টি [illegible]কে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞে যে, যে দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন, [illegible] দেবতার নামই তাঁহার উপাধি হইয়াছে, অর্থাৎ বসু দেবতার উপাসনা [illegible] বসু, ইন্দ্র দেবতার আরাধনা করিয়া ঘোষ, সূর্য্য দেবতার উপাসনা [illegible] মিত্র, কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করিয়া গুহ ও দৈবত দেবতার উপাসনা করিয়া [illegible] উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ [illegible] পঞ্চ কায়স্থ ব্রাহ্মণপঞ্চকের সহিত আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইলেই [illegible] ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থপঞ্চকের পরিচয় স্থলে ঐ সকল উপাধির উল্লেখ [কর]িয়াছিলেন। যদি কান্যকুব্জপ্রদেশে ঐ সকল উপাধি নাই থাকিত, তাহা [illegible] ব্রাহ্মণগণ তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন কিরূপে? অতএব কায়স্থগণের [illegible] বাসকালেই ঐ সকল উপাধি ছিল এবং ঐ সকল উপাধিযুক্তই এদেশে [illegible]য়াছিলেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যাহার উপাধি যে [দেব]তার নামের সহিত ঐক্য ছিল, মহারাজ আদিশূর তাহাকে সেই দেবতার [illegible]নাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপনিবেশী কায়স্থগণের পশ্চিমাঞ্চলে [illegible] সকল উপাধি না থাকার বিষয় যাঁহারা উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মনে রাখা [উচি]ত যে, যবনাধিকারকালে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ কায়স্থগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে অন্য-[illegible] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মুসলমান সম্রাট্‌গণ তাঁহাদিগকে লাঁল (মাণিক্য) [illegible] গৌরবাত্মক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি তদ্দেশীয় অনেক কায়স্থ

জাতীয় উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজদত্ত উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বঙ্গীয় সকল উপাধিই যে পশ্চিম দেশীয় উপাধির সঙ্গে মিলিবে, এ আশা করাই বিড়ম্বনা মাত্র। তবে পশ্চিমদেশে ঐ সকল উপাধি না থাকাও বলা যাইতে পারে না। দেব, ঠাকুর (ঠক্কুর), রুদ্র, বর্দ্ধন, সিংহ, দত্ত, নাগ, দাস, সেন, মিত্র, গুপ্ত, পাল, বিষ্ণু ও আদিত্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আজিও চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু নন্দী উপাধি আছে কি না, বলিতে পারি না, তবে নন্দে উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর পশ্চিমের বসাই বোধ হয় এদেশের বসু। গুহ উপাধিও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, মিবার-রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তার নাম গুহ। অদ্যাপি মিবাররাজগণ গৌরবের সহিত আপনাদিগকে গুহবংশজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

একরকমেই যে উপাধি সৃষ্টি হইয়াছে, এমত নহে। কাহারও নাম অনুসারে, কাহারও বা গ্রামানুসারে এবং কাহারও কাহারও বা কার্য্য-অনুসারে উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। নামের একাংশ ধরিয়া প্রথমে উপাধি হইয়া কালক্রমে তাহাই আবার বংশপরিচায়ক হইয়াছে। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি অধিকাংশ উপাধিই নামের একাংশ ছিল, পরে তাহাই বংশ-উপাধি হইয়াছে। গুপ্ত, পাল প্রভৃতি উপাধিগুলি ভারতবর্ষের অনেক রাজার নামের সহিত বহুদিন হইতে চলিয়া আসার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। নামের এক অংশ হইতেই উপাধি হওয়ার বিষয় ধ্রুবানন্দমিশ্রও বলেন। বিষ্ণুপুরাণকেও তাহাঁরই পোষকতা করিতে দেখা যায়। যথা "তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারস্তস্যাপি অশোকবর্দ্ধনঃ ততঃ সুযশাস্ততো দশরথস্ততঃ সঙ্গতস্ততঃ শান্তিশুকস্তস্মাৎ সোমশর্ম্মা তস্মাৎ শতধন্বা তস্যাপি অনুবৃহদ্রথ-নামা ভবিতা এবং মৌর্য্যদেশভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরং। তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষন্তি। ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি" (বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য)।

নামের একাংশ সেই বংশের প্রত্যেক নামের সহিত সংযুক্ত থাকার উদাহরণ অদ্যাপিও বিরল নহে। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পুটিয়া-রাজবংশের প্রত্যেক নামের সহিত "ইন্দ্রনারায়ণ" সংযুক্ত আছে। যথা—যোগেন্দ্রনারায়ণ, পরেশেন্দ্র-নারায়ণ, মহেশেন্দ্রনারায়ণ। লালগোলা-রাজবংশেরও প্রত্যেক নামের সহিত নারায়ণ যুক্ত আছে। গ্রামের নামানুসারেও কতকগুলি উপাধি হইয়াছে, যথা—নন্দী, চাকী ইত্যাদি। গ্রামের নামানুসারে উপাধি হওয়া যে এক কায়স্থ মধ্যেই আছে, এমত নহে, পবিত্র ব্রাহ্মণবংশেও গ্রামের নামানুসারে উপাধি হইয়াছে, যথা—বন্দ্য, মুখ, চট্ট, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, লাহিরি, ভাহুড়ি, বাগচি। কার্য্যের দরুণ আবার ঐ সকল উপাধির অনেক পরিবর্ত্তনও হইয়াছে, যথা—রায়, মজুমদার ইত্যাদি। যাঁহারা রায়রাঞা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা রায়; যাঁহারা মজমন্দারি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারা মজুমদার ও যাঁহারা সরকারি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনিবেশী কায়স্থগণের ন্যায় গৌড়ীয় কায়স্থগণেরও নাম, গ্রাম ও কার্য্যানুসারে উপাধি হইয়াছে।

এখানে এক তর্ক হইতে পারে যে, কায়স্থগণ মধ্যে অনেকেরই রায় উপাধি আছে, তাঁহারা সকলেই কি রায়রাঞা ছিলেন? আমার বোধ হয়, তাহা নহে। পশ্চিম দেশ হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় এতদ্দেশে আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেককে রায় বলিয়া ডাকা হয়, কিন্তু তাঁহারা রায়রাঞা কার্য্য করেন নাই। সেরূপ ভাবেও কায়স্থগণের কাহারও রায় উপাধি হইয়া থাকিবে।

অনেকেরই বিশ্বাস যে ঘোষ, বসু উপাধি শূদ্রের, সেইজন্যই রঘুনন্দন কায়স্থগণকে শূদ্রের মধ্যে ধরিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের ভুল। কারণ উক্ত উপাধি যে শূদ্রের তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ক্ষত্রিয়রাজগণের উক্ত উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপাধি দেখিয়াই যদি তিনি কায়স্থগণকে শূদ্ররূপে নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে শর্ম্মা, বর্ম্মা, রাণা প্রভৃতি উপাধি দৃষ্টে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও অনায়াসে ধরিতে পারিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন কলিতে অন্য জাতি নাই, কাজেই তিনি কায়স্থগণকে শূদ্র মধ্যে ধরিয়াছেন। আবার কায়স্থ মধ্যে "দাস" উপাধি দেখিয়াও অনেকে শূদ্র বলিয়া মনে করেন। "দাস" শব্দ যে বর্ণপরিচায়ক নহে, উপাধি মাত্র, তাহা তাঁহাদের মনে করা উচিত। "দাস" উপাধি লালা কায়স্থ, ক্ষত্রিয় ও উড়িষ্যা প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও দৃষ্ট হয়। তবে কি তাঁহারাও শূদ্র?

শ্রীকৃষ্ণবল্লভরায়।

রঘুনাথগঞ্জ।

কায়স্থের সংস্কার।

(উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ)

ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ কায়স্থ সন্তানগণ সকলেই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া পরিচিত; বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে কেবল এই দেশেই কায়স্থগণ স্ব স্ব পরিচয়-দানে একমত নহেন। অবশ্য বঙ্গীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র মনে না করিলেও এক দলের বিশ্বাস হইয়াছে যে—"চিত্রগুপ্তসন্তান কায়স্থগণ শূদ্র না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কোন কালে উপনয়ন-সংস্কার ছিল না, থাকিলে বঙ্গীয় কায়স্থগণ সকলেই কখন উপনয়নবর্জ্জিত হইতেন না।"

বড়ই বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত অমূলক উক্তি কেহ কেহ বিশ্বাসজনক মনে করিতেছেন। বাস্তবিক বলিতে কি, কি বঙ্গীয় কায়স্থ, কি ভারতের অপর স্থানের কায়স্থবর্গ, সকলেই এক সময়ে উপনীত ও "দ্বিজ" বলিয়া গণ্য ছিলেন; বঙ্গদেশ ব্যতীত এখনও সর্ব্বত্র তাঁহারা দ্বিজ বলিয়া পরিচিত ও সকলেই দ্বিজোচিত-সংস্কারসম্পন্ন।

বঙ্গীয় কায়স্থপ্রধানগণের পূর্ব্বপুরুষ সকলেই উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে বাস করিতেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে কায়স্থগণ-মধ্যে পূর্ব্বাপর যে সদাচার ও সংস্কার প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা প্রদেশাগত কায়স্থ-পূর্ব্বপুরুষগণের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ছিল, তাহাকে অবিশ্বাস করিবে? তাই, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় কায়স্থগণের উৎপত্তি ও সংস্কারাদির বিবরণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থমণ্ডলী প্রধানতঃ ১২টী শাখায় বিভক্ত যথা—১ শ্রীবাস্তব্য, ২ ভটনাগর, ৩ শকসেন, ৪ অম্বষ্ঠ, ৫ অষ্ঠান বা অহিষ্ঠান, ৬ বাল্মীক, ৭ মাথুর, ৮ সূর্য্যধ্বজ, ৯ কুলশ্রেষ্ঠ, ১০ করণ, ১১ গৌড় ও ১২ নিগম। এই শাখা বিভাগ নিতান্ত আধুনিক সময়ে ঘটে নাই। এমন কি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বেও যে ঐ সকল শাখাবিভাগ ঘটিয়াছিল, তাহা সেই সময়ের

শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। এই দ্বাদশ শাখার উৎপত্তি সম্বন্ধে তথাকার কুলগ্রন্থে ও প্রবাদে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

১ শ্রীবাস্তব্য।

শ্রীবাস্তবেরা বলেন যে, তাঁহারা চিত্রগুপ্তপুত্র ভানুর বংশধর। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীর-রাজধানী শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন, সেই জন্য তাঁহারা "শ্রীবাস্তব্য" আখ্যা লাভ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহাঁরা 'শ্রীবৎস' নামা বিষ্ণুর উপাসক, সেইজন্য শ্রীবাস্তব নাম হইয়াছে।

শ্রীবাস্তবদিগের মধ্যে আবার দুইটী থাক দেখা যায়, তাহা খরে ও দুসরে। খরে কুলীন বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, দুসরে শাখা মর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—অকবর বাদশাহের সময় বকরিদ্ উপলক্ষে দরবারে ছাগমাংস বিতরিত হয়, যাঁহারা ছাগ মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাদশাহের অনুগ্রহে 'খরে' এবং যাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা 'দুসরে' নামে পরিচিত হইলেন। তৎকালে এক ব্যক্তি বাদশাহ-প্রদত্ত উপহার অতি ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাধি হইল 'আখোরি' অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণ। আখোরি-বংশ মাংস স্পর্শ করেন না।

২ ভটনাগর।

ভটনাগরেরা চিত্রগুপ্তপুত্র চিত্রের সন্তান। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বকালে ভটনদীতীরে বাস করিতেন, সেইজন্য ভটনাগর নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে ভাট্নের নামক স্থানে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য গজনীর সুলতান মান্দ্, মোগলবীর তৈমুর ও হুমায়ুনপুত্র শাহাজাদা কামরান্ ভীমপরাক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে বাসহেতু তাঁহারা ভটনাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদেরও মধ্যে দুইটী থাক আছে—ভটনাগর কদিম বা খাঁটী ভটনাগর এবং গৌড়ভটনাগরী (অর্থাৎ গৌড় কায়স্থের সহিত মিলিত ভটনাগর)।

৩ শকসেন।

কেহ কেহ সখিসেনা হইতে এই নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন। আবার কাহারও মতে,—ফরুখাবাদ জেলার প্রাচীন রাজধানী সাঙ্কাশ্য (বর্ত্তমান

সক্কিশ) নামক স্থান হইতেই 'শকসেন' নাম হইয়াছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এরূপ মনে করেন না। শকসেন শব্দের অর্থ শকবীর। কাহারও বিশ্বাস যে, এই শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ শকজাতিকে সমরে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 'শকসেন' নামে খ্যাত হন। আবার কাহারও ধারণা, দাক্ষিণাত্যের মহাপরাক্রান্ত আন্ধ্ররাজ ও শকক্ষত্রপের সম্বন্ধসূত্রে মঢরীপুত্র শকসেন নামে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন, শকসেনগণ তাঁহারই বংশধর। সাধারণতঃ শকসেনেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র মতিমানের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে বহু বীর জন্মগ্রহণ করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই শাখার মধ্যেও খরে ও দুসরে এই দুইটী থাক দৃষ্ট হয়।

৪ অম্বষ্ঠ।

অম্বষ্ঠ বা আমাটেরা চিত্রগুপ্তপুত্র হিমবানের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গির্ণার পাহাড়ে বাস-কালে অম্বাদেবীর পূজা করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশের একাংশ বিষ্ণুপুরাণাদিতে "অম্বষ্ঠ" নামে উল্লিখিত। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ ঐ জনপদ ও তজ্জনপদবাসী লোকদিগকে "আম্বষ্ঠ" (Ambastæ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণের ন্যায় 'অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের মধ্যেও অনেকেরই চিকিৎসাবৃত্তি। আজও পশ্চিমাঞ্চলে অনেক কায়স্থ অস্ত্রচিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ।

৫ অষ্ঠান।

অষ্ঠান বা অহিষ্ঠানেরা বলেন যে,তাঁহারা চিত্রগুপ্তপুত্র বিশ্বভানুর বংশধর। বারাণসীতে বনার নামে এক নরপতি ছিলেন, তাঁহাকে অষ্ট প্রকার যুদ্ধ শিখাইয়াছিলেন বলিয়া এই শাখার পূর্ব্বপুরুষ 'অষ্টান্' নামে খ্যাত হন। ইহাদের মধ্যে পুরবী ও পছমী এই দুইটী থাক আছে।

৬ বাল্মীক।

বাল্মীক কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র বিভানু বা বীর্য্যভানুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিভানুর তপস্যাকালে তাঁহার দেহে বল্মীক জন্মিয়াছিল, সে জন্য বাল্মীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই নাম পাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিনটী থাক আছে—১ম মুম্বাই (ইহারা বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন।) ২য় কচ্ছী—(ইহারা কচ্ছপ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন) এবং ৩য় সৌরঠী—(ইহারা সৌরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছেন)।

৭ মাথুর।

মাথুরেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র চারুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মথুরাবাসহেতু চারুর বংশ 'মাথুর' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদেরও মধ্যে তিনটী থাক আছে—দিহ্লবি, কচ্ছী ও লচৌলি; দিল্লী হইতে দিহ্লবী, কচ্ছ হইতে কচ্ছী এবং যোধপুর হইতে লচৌলি বা পঞ্চালি নাম হইয়াছে।

৮ সূর্য্যধ্বজ।

সূর্য্যধ্বজেরা চিত্রগুপ্তপুত্র বিভানুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এরূপ নাম কেন হইল, এ সম্বন্ধে ইহাঁরা বলিয়া থাকেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুরসেনের যজ্ঞকালে বিভানু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সে জন্য রাজা তাঁহাকে "সূর্য্যধ্বজ" উপাধি দান করেন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণও 'সূর্য্যধ্বজ' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

৯ কুলশ্রেষ্ঠ।

কুলশ্রেষ্ঠেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র অতীন্দ্রিয় বা জিতেন্দ্রিয়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, জিতেন্দ্রিয় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি প্রতি-দিন নিজ ভ্রাতৃবর্গকে আনিয়া তাঁহাদের পা ধুইয়া দিতেন। এজন্য তাঁহার আয়ু ফুরাইলে স্বর্গলোক হইতে বিমান আসিল। তিনি স্বর্গে গিয়া অগ্নিলোক প্রজাপতিলোক হইয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে থাকিয়া অনন্ত সুখলাভ করেন। তিনি নিজ কুলোজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশধরেরা 'কুলশ্রেষ্ঠ' নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

কুলশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যেও বারখেরা ও ছখেরা নামে দুইটী থাক আছে।

১০ করণ।

করণেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র অরুণের বংশধর বলিয়া থাকেন। ইহাদের বিশ্বাস যে, নর্ম্মদাতীরে কর্ণালি নামে একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল, তাহা হইতেই করণ নাম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও দুইটী থাক আছে—গয়াবাল ও তিরহুতবাল।

DOUBLE COLOUR

১৪ গৌড়।

গৌড়বাস হইতেই গৌড়কায়স্থ নাম হইয়াছে। তাঁহারা চিত্রগুপ্ত-পুত্র সুচারুর সন্তান বলিয়া মনে করেন। এই সুচারুর বংশে লালসেন বা কালসেন নামক এক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কায়স্থকন্যার বিবাহকালে প্রদীপের ভূষায় এক মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, তাহাই কালসেনের মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। গৌড়কায়স্থেরা বলেন যে, গৌড়াধিপ সেনরাজগণ এই কায়স্থবংশীয়। বখ্তিয়ার বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলে গৌড়-কায়স্থেরা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পলাইয়া যান। হিমালয়স্থ সুখেত, মন্দী প্রভৃতি স্থানের রাজগণ এখনও আপনাদিগকে গৌড়রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। সম্রাট্ বলবন্ যখন বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ রাজা ও জমিদারগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বলবনের পুত্র সম্রাট্ নাসিরুদ্দীন্ গৌড় হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থকে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে আলাহাবাদ সুবার নানাস্থানে কানুনগো-পদ প্রদান করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও গৌড়কায়স্থ নামেই পরিচিত। এখন গৌড়কায়স্থদিগের মধ্যে এই কয়টী থাক দেখা যায়, যথা—খরে, দুসরে, বাঙ্গালা, বিনী সীমালী ও বদাউনী।

ভটনাগরের সহিত যাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গৌড়ভট-নাগরী নামে খ্যাত।

১২ নিগম।

নিগম-কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের প্রিয়পুত্র চিত্রচারুর বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইঁহারাই সর্ব্বাগ্রে নিগম অবলম্বন করিয়া তন্মতে চলিতে থাকেন, সেইজন্য 'নিগম' নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই নিগমশাখা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। ইঁহাদেরও মধ্যে কাদিম ও উন্নায়ন এই দুই থাক আছে।

উপরে যে দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও সংস্কার প্রায় একই প্রকার।

সংস্কার।

ইঁহারা পূর্ব্বাপর সকলেই ক্ষত্রিয়োচিত সকল প্রকার সংস্কারই পালন করিয়া আসিতেছেন। ছত্রি ও রাজপুতদিগের ন্যায় সকলেই যজুর্বেদী পদ্ধতি

অনুসারে সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মুসলমান-প্রভাবে মুসলমানী ধরণের কায়দা ও রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর সংস্কারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে মুন্সী কালীপ্রসাদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থসম্মিলনীর চেষ্টায় এক্ষণে সকলেই সংস্কারসম্পন্ন ও সদাচারী হইয়াছেন।

উক্ত চিত্রগুপ্ত-সন্তান কায়স্থগণ দ্বাদশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করিয়া থাকেন, যথা—১ গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমন্তোন্নয়ন, ৪ জাতকর্ম্ম, ৫ নামকরণ, ৬ নিষ্ক্রমণ, ৭ অন্নপ্রাশন, ৮ চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ, ৯ উপনয়ন, ১০ গোদান, ১১ সমাবর্ত্তন ও ১২ বিবাহ।

"গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়া নিষ্ক্রমোঽন্নপ্রাশনং বপনক্রিয়া॥
উপনয়নং গোদানং সমাবর্ত্তননামকম্।
বিবাহঃ পুত্রকামায় সংস্কারা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥"

গর্ভাধান।—এ দেশীয় কায়স্থদিগের মত পশ্চিমা-কায়স্থগণও যথারীতি এই সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ নিয়ম পালন করেন—

ঋতুর প্রথম তিন দিনের পর শুভদিনে অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিবার ও সংক্রান্তি, এ ছাঁড়া জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রবাদ দিয়া আর বা কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে শুভ দিন পাইবে, তাহাতেই গর্ভাধান হওয়া নিয়ম। তবে স্থলবিশেষে সুবিধা না থাকিলে কিছু দিন পরে গর্ভাধান হইয়া থাকে। গর্ভাধান দিবসে সায়ংসন্ধ্যাকাল অতীত হইলে অতি পবিত্রভাবে ও পবিত্রবেশে 'নমো বিবস্বতে বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আশ্বলায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্টের নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অনেকটা চলিত দেখা যায়—

প্রথমে প্রজাপতির উদ্দেশ্যে হোম হয়, স্থলবিশেষে বিধিমত স্থালীতে চরুপাক করিয়া তাহার কিয়দংশ প্রজাপতির উদ্দেশে অনলে আহুতি দেওয়া হয়, অবশিষ্ট চরু দম্পতীর ভোজনের জন্য রাখিয়া দেয়। পরে—

"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥" (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৪।৬)
ও এই মন্ত্রটী—
"গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে চাশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥" (মন্ত্রব্রা০ ১।৪।৭)

ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পত্নীর উপস্থ স্পর্শ করিতে হয়। ইহার পর কয়েকটী ক্রিয়া আছে। কোন কোন স্থানে প্রাজাপত্য-হোমের পর গর্ভলম্ভনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। গর্ভলম্ভনক্রিয়া এইরূপ—

"অথ গর্ভলম্ভনমৃতাবনুকুলায়াং নিশি স্বলঙ্কৃতে সুগন্ধৌ বাসিতে বেশ্মনি তামাসনে পর্য্যঙ্কশয়নে সুস্নাতামলঙ্কৃতাং শুক্লবসনাং স্রগ্বিণীং ভার্য্যাং স্বয়ং তথাভূতো নিবেশ্য দূর্ব্বাপিষ্টাশ্বগন্ধং বা সূক্ষ্মেণ বাসসা সংগৃহ্য উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী দ্বাভ্যাং স্বাহাকারান্তাভ্যামুভয়োর্নাসিবিলয়োর্নিষিঞ্চ্য সংবেশ্য গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্মুখমসীতি উপস্থমভিমৃশ্য বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিতি জপিত্বোপগচ্ছেৎ।"
(আশ্বলায়নগৃহ্য প০ ২০)

অর্থাৎ অনুকুল নিশায় (দম্পতীর শারীরিক সুস্থতা থাকিলে) সুন্দর সুসজ্জিত ও সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত গৃহে নানাবিধ আভরণে বিভূষিতা অঙ্গরাজরঞ্জিতা মাল্যচন্দনচর্চ্চিতা বস্ত্রধারিণী রমণীকে পালঙ্কে শয়ন করাইয়া পতিও সেইরূপ সুস্নাত ও মাল্যাদি পবিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। (কোন কোন স্থলে) কতকগুলি দূর্ব্বা বাটিয়া "উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীড়ে। অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং সতে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি।" স্বাহা (ঋক্ ১০।৮৫।২১) ও

"উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো ন মসেড়ামহেত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যংসং জায়াং পত্যাস্মৃজ ॥" স্বাহা (ঋক্ ১০।৮৫।২২)

এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিয়া দম্পতীর নাসিকায় সেই রস সেচন করা হয়। অথবা অশ্বগন্ধার গুঁড় মিহি কাপড়ে পুটুলি করিয়া ধরা হয়। ইহার পরে "গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্মুখমসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়মর্শ। "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিরসের আবির্ভাব। "যো গর্ভমোষধীনাং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সহবাস করিবার বিধান থাকি-

লেও শেষোক্ত নিয়ম এখন আর কেহই পালন করেন না। ইহার পরিবর্ত্তে অনেকের শয্যায় দম্পতীর নিকট পিটুলির পুত্তল গড়িয়া রাখা হয়।

উপরোক্ত বৈদিক ক্রিয়া ব্যতীত গর্ভাধানকালে আরও নানাপ্রকার কুৎসিত লোকাচার আছে, বাহুল্য ও অনাবশ্যক বোধে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না। কোন কোন স্থানে গর্ভাধানকালে কর্ম্মাঙ্গ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পুংসবন।—গর্ভ হইলে গর্ভিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিবে, এই উদ্দেশ্যে এই সংস্কার করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পুংসবন। এ সম্বন্ধে বিধান—

"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ ॥"

প্রথম ঋতুর পর গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এবং প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম করাই বিধি। গোভিলের মতে—

"তৃতীয়স্য গর্ভমাসস্যাদিমদশে পুংসবনস্য কালঃ।"

অর্থাৎ গর্ভের তৃতীয় মাসে প্রথম দশ দিনের মধ্যে পুংসবনের কাল। কিন্তু এখনকার উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণগণ ও কায়স্থবর্গও ঠিক উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে এই সংস্কার করিয়া উঠেন কি না, সন্দেহ। তবে গর্ভ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে, শুভদিনে গর্ভিণীর চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ দেখিয়া রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতিবারে, প্রতিপদ, একাদশী, ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া, দ্বাদশী বা সপ্তমী তিথিতে পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, পুষ্যা, পুনর্বসু, মূলা, আর্দ্রা, রেবতী, হস্তা, শ্রবণা ও মৃগশিরা এই সকল নক্ষত্রে এই সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর বার, তিথি ও নক্ষত্রে এবং দশযোগভঙ্গ, বিষ্টিভদ্রা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

গর্ভাধানের ন্যায় পুংসবনও পতির অনুষ্ঠেয়। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, চন্দ্রনাম, অগ্নি উপস্থাপন, বিরূপাক্ষজপ, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি সমাধা করিতে হয়। অনন্তর ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে অগ্নির পশ্চিমে ও নিজের ডানদিকে কুশোপরি বসাইয়া মহাব্যাহৃতি হোম হইয়া থাকে। তৎপরে পতি উঠিয়া স্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত পরে দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীর নাভি স্পর্শ করিয়া মিত্রাবরুণের উদ্দেশে এই ঋক্ মন্ত্র জপ করিতে হয়ঃ—

"ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ।
পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥"

এইরূপ প্রণালীতে প্রথম পুংসবন হইলে রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও বিশ্বেদেবের নামোল্লেখপূর্ব্বক পরিক্রমণ করিবে। ইহাতে উত্তরাগ্র কুশায় পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা স্ত্রীর নাসায় দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রস দিবার ব্যবস্থা আছে ও সেই সময় এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়ঃ—

"ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমানহুজায়তাম্॥"

ইহার পর মহাব্যাহৃতিহোম, ঘৃতাক্ত সমিধ্ দান, শাট্যায়ন হোম ও বামদেব্য গান করিবার বিধি আছে। আজকাল ইংরাজী সভ্যতালোকে কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ অধিকাংশ লোকেই এই বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি স্ত্রী-আচার মাত্র প্রচলিত দেখা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অল্প কএক ঘর মাত্র কায়স্থ এই সংস্কার পালন করিয়া থাকেন। দুই এক স্থলে ঐ সময় গর্ভিণীকে পুংসবনব্রত করিতেও দেখা যায়। পুংসবনের পরিবর্ত্তে এদেশের মত পশ্চিমেও কাঁচা সাধ দিবার প্রথা আছে।

সীমন্তোন্নয়ন।—পুংসবনের পর গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়নের বিধি আছে, কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কায়স্থদিগের মধ্যে সপ্তম মাসেই এই সংস্কার সম্পন্ন হয়। অনেক স্থলে পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এক দিনেই হইয়া থাকে। এরূপস্থলে প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতিহোম করাই বিধিসিদ্ধ। এ সংস্কারও পতির কর্ত্তব্য, তবে পতি অক্ষম হইলে পতির ভ্রাতা বা দেবর দ্বারাও এ সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে, যথা—

"যেষাস্তু ন কৃতাঃ পিত্রা সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাৎ।
কর্ত্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ॥
অবিদ্যমানে পিত্র্যর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ।
অবশ্যকার্য্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ॥"

কিন্তু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে পতি অক্ষম হইলে অনেক স্থলে পুরোহিত দ্বারাও এই সংস্কার হইয়া থাকে। তবে যে যে স্থলে পতির আবশ্যক, সে সে স্থলে অনেক সময় স্ত্রীআচার অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সংস্কারে পতি

পতি স্ত্রীর সীমন্ত বা কেশরচনা করিয়া দেন, তাহাই এই সংস্কারের প্রধান অঙ্গ। এই কারণ এই সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন হইয়াছে। ঐ দিন গর্ভিণীর পরিতৃপ্তির জন্য দোহদ্ প্রদান ও আত্মীয় কুটুম্ব রমণীগণও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশ হইতে পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ সকল সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে পঞ্চামৃত ও সাধভক্ষণ উৎসব প্রচলিত হইয়া থাকে।

এই সীমন্তোন্নয়নে নববস্ত্রদান, গৃহোক্ত হোম, শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করণীয়। এ সম্বন্ধে শঙ্খলিখিতের ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

"যথাষ্টকেঽম্বুত্রিতয়েঽদিতিদ্বয়ে পৌষদ্বয়ে দ্বাতৃযুগে গুরুদয়ে।
মাসে চ ষষ্ঠেঽথ চতুষ্টয়ে স্ত্রিয়াঃ শুদ্ধাজ্ঞমন্দাহ বহির্ঘটী শুভা॥"

জাতকর্ম্ম।—পুত্রজন্মমাত্রই এই সংস্কার করিতে হয়। কিন্তু এখন ভারতের সর্ব্বত্রই যথাশাস্ত্র এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় না। তবে যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যে দুই এক ঘরে এখনও এই সংস্কার সম্পন্ন হয়, সেইরূপ দুইএক ঘর কায়স্থ মধ্যেও যথাশাস্ত্র হইতে দেখা যায়।

যথাশাস্ত্র জাতকর্ম্মের বিধান,—পুত্র জন্মিবামাত্রই জাতপুত্রের পিতাকে সংবাদ দিতে হয়। তিনি পুত্রের জন্ম সংবাদ পাইয়া "নাভিং মাকৃন্তত স্তনঞ্চ মাদত্ত" অর্থাৎ নাভিচ্ছেদ করিও না, স্তনদান করিও না, এই কথা বলিয়া সবস্ত্র স্নান করিবেন, স্নানের পর যথাবিধি ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় ও ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও নান্দীশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। তৎপরে ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী বা বেদাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা ধুইয়া ব্রীহিযব দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "কুমারস্য জিহ্বাং নির্ম্মাষ্টি ইয়ং আজ্ঞা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্পর্শ করাইবেন, পরে সোণার টুকরা ঘৃতে ডুবাইয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে জিহ্বায় ঠেকাইবেন, পরে "নাভিং কৃন্তত, স্তনঞ্চ দত্ত" নাভিচ্ছেদ কর, স্তনদান কর, এইরূপ আদেশ করিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন। তৎপরে ধাত্রী জাতবালকের নাভিচ্ছেদাদি কার্য্য করিয়া থাকে। এ সংস্কার বাঙ্গালা দেশ হইতে একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে, তৎপরিবর্ত্তে "পাঁচুটে" ও "ষেটেরা পুজা" হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমেও কায়স্থের মধ্যে নাভিচ্ছেদের পর সামান্যভাবে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে, তৎপরে

ষষ্ঠদিনে মহাসমারোহে ষেটেরা পূজা হয়। এই দিন বিধাতাপুরুষ আসিয়া জাতবালকের কপালে ভাবী শুভাশুভ লিখিয়া রাখিয়া যান।

নামকরণ।—প্রসূতি দ্বাদশ দিনে শুচি হইলে ১৩শ দিনে ও পরিবার-বিশেষে ১ম, ষষ্ঠ বা দশম দিনে সচরাচর নামকরণ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে যদি ত্রয়োদশ দিনে নামকরণ না হয়, তাহা হইলে শুভদিন দেখিয়া নামকরণ করিতে হয়। অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, স্বাতি, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে এবং যে লগ্নের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিবে, সেই লগ্নেই নামকরণ প্রশস্ত। নামকরণ দিনে পিতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া বিবাহপদ্ধতিক্রমে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পত্নীকে আপনার বামভাগে বসাইয়া শিলায় দুইটী রেখা আঁকিবেন। পরে তাহাতে উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া কুমারের ডানকাণে 'শ্রীঅমুক দেববর্ম্মাসি' এবং কন্যা হইলে বাম কাণে 'শ্রীঅমুক দেব্যাসি' বলিয়া নামকরণ করিবে। তাহার পর শান্তির জল দিয়া কুমারকে অভিষেক করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। নামকরণে ককারাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্গ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্বস্বর অন্তে থাকা কর্ত্তব্য। পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কন্যার নামের আদিতে যেন যুক্তাক্ষর না থাকে।

নামকরণ সংস্কার কালক্রমে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে অন্নপ্রাশনের দিনই নামকরণ হইয়া থাকে।

নিষ্ক্রমণ।—জাতবালকের গৃহ হইতে প্রথম বাহিরে আনার নাম নিষ্ক্রমণ।

"অথ নিষ্ক্রমণং নাম গৃহাৎ প্রথমনির্গমঃ।
অকৃতায়াং কৃতায়াং স্যাদায়ুঃশ্রীনাশনং শিশোঃ॥" (বৃহস্পতি)

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে যথোক্ত বিধানে যদি এই নিষ্ক্রমণ কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে শিশুর আয়ুঃ ও শ্রী নষ্ট হয়। আবার যথাবিধি নিষ্ক্রমণ কার্য্য করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়।

"কৃতে সম্পদ্বিবৃদ্ধিঃ স্যাদায়ুর্বর্দ্ধনমেব চ।" (বৃহস্পতি)

চতুর্থ মাসেই নিষ্ক্রমণ সংস্কার হইয়া থাকে। রিক্তা ভিন্ন তিথি, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বার, আর্দ্রা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী,

পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা ভিন্ন নক্ষত্রে; কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও সিংহ-লগ্নে নিষ্ক্রমণ প্রশস্ত।

নিষ্ক্রমণের দিন প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইতে হয়। দিবাবসান হইলে সায়ংসন্ধ্যার পর শিশুর পিতা চন্দ্রাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবেন। এই সময় শিশুর মা শিশুকে কাপড়ে ঢাকিয়া ডানদিকে স্বামীর পার্শ্বে পশ্চিম-মুখী হইয়া শিশুর মাথা উত্তরমুখে রাখিয়া পতির কোলে দিবেন। ইহার পর ছেলের মা স্বামীর পিছন দিয়া উত্তরদিকে গিয়া চন্দ্রের অভিমুখে থাকিবেন। এই সময় ছেলের বাপ এই মন্ত্র জপ করিবেন (প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ-শ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ।)

"ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ
বেদাহং মন্যে তদ্‌ব্রহ্মমাহং পৌত্রমঘং নিগাম্।"

"ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং বেদমৃতস্যাহং বেদনা মমাহং পৌত্রমঘং ঋষম্" (যজুঃ) (প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ)

"ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী।
যথায়ং ন প্রমীয়তে পুত্রো জনিত্র্যা অধি॥"

মন্ত্রজপান্তে পিতা পুত্রকে চন্দ্রদর্শন করাইয়া এই নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিয়া থাকেন—

"ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥"

সূর্য্যার্ঘ্যদানকালেও এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়—

"এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

তাহার পর ছেলের বাপ ছেলেকে উত্তরশির করিয়া ছেলের মার কোলে দিবেন। ইহার পর 'বামদেব্য' প্রভৃতি দ্বারা শান্তিকর্ম্ম করিয়া অচ্ছিদ্রাব-ধারণের পর গৃহে প্রবেশ করিবে। বাঙ্গালার এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারটী এক-প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। অন্নপ্রাশনের সময় নামমাত্র নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশেও অনেকে এখন বঙ্গীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছেন।

অন্নপ্রাশন।—সাধারণতঃ ষষ্ঠমাসেই অন্নপ্রাশন সংস্কার হইয়া থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন ও তৎপরে চূড়াকরণ সংস্কার করিবে, এই দুই সংস্কারে শুক্রশোণিতজাত পাপ নষ্ট হয়।

"ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্।
এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

ছয়মাসে কোন গতিকে অন্নপ্রাশন না হইলে আট মাসেও হইয়া থাকে।

ষষ্ঠমাসে শিশুর চন্দ্রশুদ্ধ হইলে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথিতে; শুক্লপক্ষে; অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই সকল নক্ষত্রে; বুধ, রবি, শুক্র, সোম ও বৃহস্পতিবারে অন্নপ্রাশন প্রশস্ত। কেহ কেহ দ্বাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিক্তা, পাঁচপর্ব্ব, নক্ষত্রবেধ ও সপ্তশলাকাবেধ বাদ দিয়া অন্নপ্রাশন করাইয়া থাকেন।

এদেশে অন্নপ্রাশনের দিনেই নামকরণ ও নামমাত্র নিষ্ক্রমণ সংস্কার সম্পন্ন করিয়া তৎপরে ছেলের ভাত দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সংস্কারের প্রথমে নান্দীশ্রাদ্ধ, মহীগন্ধাদি দ্বারা অধিবাস, এতদ্ভিন্ন নানা শাস্ত্রীয় ও নানা কুলাচার অনুষ্ঠিত হয়। ইহা একটী প্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য। এই দিনে সর্ব্বত্রই আত্মীয় কুটুম্বের নিমন্ত্রণ, ভোজ ও নানা উৎসব হইয়া থাকে।

চূড়াকরণ।—উত্তরপশ্চিমে সকল কায়স্থের মধ্যেই চূড়াকরণ সংস্কার প্রচলিত আছে। ৩য়, ৫ম বা ৭ম বর্ষেই চূড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু অনেকস্থলে উপনয়নের সহিতই চূড়াকরণ হয়। কুলাচার অনুসারে উপনয়নের সঙ্গে যাহাদের চূড়া হয়, তাহাদের পক্ষে আর চূড়ার জন্য পৃথক্ দিন দেখিতে হয় না, যে শুভদিনে উপনয়নের বিধান আছে, সেই দিনেই চূড়া হইতে পারে। যাহাদের পৃথক্‌ভাবে চূড়াকরণ হয়, তাহাদের পক্ষে শুভদিন দেখিতে হয়।

উত্তরায়ণ প্রতিপদ্, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও রিক্তা ভিন্ন অপর তিথিতে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে এবং ঐ সকল গ্রহের লগ্ন ও নবাংশে চূড়াকরণ প্রশস্ত। কিন্তু চৈত্র ও পৌষ মাস বাদ দিতে হয়। অষ্টম স্থানে শুক্র ভিন্ন অপর গ্রহ থাকিলে তাহাতেও চূড়াকরণ করিতে নাই।

ক্ষীণচন্দ্র লগ্নের কেন্দ্রগত হইলে, ঐরূপ কেন্দ্রস্থানে মঙ্গল, শনি অথবা রবি থাকিলেও তাহা বাদ দিতে হইবে। মাতা গর্ভবতী হইলে বালকের চূড়াকরণ হইতে পারিবে না। তবে গর্ভের পাঁচ মাস মধ্যে অথবা বালকের বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক হইলে হইতে পারিবে। চূড়া ও উপনয়ন একদিনে হইলে আর গর্ভবিচার প্রয়োজন নাই।

চূড়াকরণের এই ব্যবস্থা আছে—

চূড়ার দিন বালকের পিতা নিত্যক্রিয়া সারিয়া শুভলগ্নে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তৎপরে সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে, তৎপরে তিনটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সাধ্যানুসারে দক্ষিণা দিতে হয়। তাহার পর প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপের মধ্যে পূর্ব্বমুখে বসিয়া অগ্নিস্থাপন করা হয়। এ সময় উষ্ণজল, শীতল জল, নবনীত পিণ্ড, শ্বেতশল্লকীর তিনটী কাঁটা, কুশনির্ম্মিত ৯টী ত্রিপত্র, তাম্রক্ষুর ও নূতন শরায় বৃষগোময় আবশ্যক। অনন্তর পবিত্রচ্ছেদন, প্রোক্ষণীর উপর স্থাপন, প্রণীতাপাত্রের জলে প্রোক্ষণীপূরণ, বামহস্তের উপরে প্রোক্ষণীটী উঠান, ডান হাতের আঙ্গুল চিৎ করিয়া প্রোক্ষণী হইতে জল উঠান, ঐ জলে সকল দ্রব্যের প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে ঘৃতক্ষেপণ, জ্বলন্ত অনলে বেষ্টন, পর্য্যগ্নীকরণ, শ্রুব উত্তপ্তকরণ, সম্মার্জ্জন, কুশপত্র দ্বারা শ্রুবের মূলমধ্য ও অগ্রভাগমার্জ্জন, প্রণীতা জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ পুনরায় তপ্ত করণ ও ভূমিতে স্থাপন, আজ্যোৎপবন, আজ্যাবেক্ষণ, উপযমন কুশপত্র ও প্রোক্ষণীর জল বামহস্তে গ্রহণ, অগ্নিতে সমিধ্ নিক্ষেপ, অগ্নিপর্য্যুক্ষণ, প্রণীতাপাত্রে পবিত্র ও অগ্নির উত্তরদিকে প্রোক্ষণীপাত্রস্থাপন এই সকল কার্য্য যথানিয়মে করিতে হয়। বালকের মা বালককে স্নান করাইয়া নূতন কাপড় পরাইবেন ও তাহাকে কোলে করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে বসিবেন। ব্রাহ্মণ "ওঁ অগ্নে ত্বং সত্যনামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও অন্বারম্ভপূর্ব্বক "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন, "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়" এই মন্ত্রে নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশাণকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবেন, ইহার নাম আঘার। তৎপরে দুইটী আজ্যভাগ দিতে হইবে, যথা—"ওঁ অগ্নয়ে

স্বাহা। ইদমগ্নয়ে” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে এবং “ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। ইহার পর প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টিকৃৎহোম করিবে। তৎপরে “ওঁ উষ্ণেন বায়ে উদকে নেহ্যদিতে কেশান্ বপ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শীতল জলে উষ্ণজল মিশাইতে হইবে। সেই জলের মধ্যে নবনীতপিণ্ড ফেলিয়া তাহা দিয়া,—

“ওঁ সবিতা প্রসূতা দেব্য আপ উন্দতু তে তনুং।
দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে॥”

এই মন্ত্রে বালকের মাথার দক্ষিণভাগের কেশগুলি ভিজাইয়া দিতে হইবে। পরে শিয়ালকাঁটা দিয়া কেশের জটা ভাঙ্গিয়া “ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব। স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাতে কুশপাত্রত্রয় জুড়িয়া দিতে হয়। তৎপরে কুশযুক্ত কেশে “ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায়, রায়স্পোষায় সুপ্রজস্তায় সুবীর্য্যায়” এই মন্ত্রে তামার ক্ষুর চালাইতে হয়। অনন্তর—

“ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্।
তেন বপামি ব্রহ্মণো বপতেদমস্যায়ুষং জরদষ্টীর্যথাসৎ॥”

এই মন্ত্রপাঠের পর ক্ষুর দিয়া কুশযুক্ত কেশ ছেদন করিয়া বালকের উত্তরদিকে অপরব্যক্তিধৃত পূর্ব্বস্থাপিত গোময়পিণ্ডের উপর ফেলিয়া দিতে হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বেও এইরূপ অমন্ত্রণ কার্য্য করিতে হয়।

প্রথমবার কেশচ্ছেদনের মন্ত্র—“ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।” এই প্রকার মাথার উত্তরভাগেও করিতে হয়।

প্রথমবার কেশচ্ছেদনের মন্ত্র—

“ওঁ যেন ভূরিশ্চিরা দিবং যে কে চ পশ্চাদধি সূর্য্যং।
তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।”

ইহার পরে সেই জলে সমস্ত চুল ভিজাইয়া “ওঁ অক্ষুণ্ণং পরিবপং” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাপিতের হাতে ক্ষুর দেওয়া হয়। তখন নাপিত মাথা মুড়াইয়া সমস্ত চুলই সেই গোবরপিণ্ডের উপর ফেলিয়া দেয়।

কুলাচার অনুসারে কাহারও পাঁচটী, কাহারও তিনটী, কাহারও বা এক-গাছি শিখা রাখিয়া মুড়াইতে হয়। মুণ্ডনের পর সেই কেশগুলি গোষ্ঠে বা

গোবরে ফেলিতে হয়। তার পর শান্তিকর্ম্ম ও আশীর্ব্বাদাদি হইলে দক্ষিণাবধারণ করিয়া কার্য্য সমাপ্তি করিতে হয়।

বর্ত্তমানকালে অনেকে চূড়াকরণ সংস্কার করিলেও সকলেই যে উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ করেন, তাহা নহে। কাহারও সংক্ষেপে চূড়াকরণ হয়, কেহ বা কতকগুলি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি ছাড়িয়া কতকগুলি কুলাচার অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন করেন। তবে ঐ সংস্কারকালে সকলেই ন্যূনাধিকরূপে বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ ও বিধিনিষেধাদি পালন করিয়া থাকেন।

কর্ণবেধ।—শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কর্ণে ছিদ্র করার নামই কর্ণবেধ। অনেকস্থলে চূড়া ও কর্ণবেধ এক দিনেই হইয়া থাকে। কিন্তু চূড়ার পূর্ব্বে কর্ণবেধ করাই নিয়ম। শাস্ত্রমতে ৬, ৭, ১২ ও ১৬ মাসেই কর্ণবেধের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। অনেকের আবার বিবাহের সময় চূড়া ও কর্ণবেধ হইয়া থাকে। যাঁহারা ভিন্ন দিনে কর্ণবেধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শুভদিন দেখিতে হয়। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও সোমবারে; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে এবং মধ্যাহ্নকালে কর্ণবেধ প্রশস্ত। মলমাসে, চৈত্র ও পৌষমাসে, যুগ্মবৎসরে, হরিশয়নকালে, দূষিত সূর্য্যে কৃষ্ণপক্ষে, জন্মনক্ষত্রে, দিবসের পূর্ব্বভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ করিতে নাই। সূর্য্যের উত্তরায়ণকালে কর্ণবেধ হইতে পারিবে, কিন্তু দক্ষিণায়নে হইতে পারিবে না। এক পিতার দুইটী পুত্রের কর্ণবেধ সংস্কার হইতে না হইতে যদি আবার পুত্রজন্মের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে দুইটী পুত্রের মধ্যে ছোট বড় বিচার না করিয়া যাহার শুদ্ধবর্ষ পাইবে, তাহারই কর্ণবেধ কর্ত্তব্য। নতুবা তিনপুত্র হইলে কর্ণষট্‌ক হয়, তাহা বড়ই দোষজনক।

ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের রৌপ্যশলাকা দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণশলাকা দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহশলাকা দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হয়। উত্তরপশ্চিমের কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়-বর্ণানুসারে স্বর্ণশলাকা দ্বারাই কর্ণবেধ করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, কর্ণবেধ না হইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। এ কারণ বিবাহের পূর্ব্বে যে সময়ই হউক, সকলেই কাণ বিঁধাইয়া থাকেন।

কর্ণবেধ উপলক্ষে কুলাচারের অনুষ্ঠানই বেশী। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পূজাদি অবস্থাভেদে ন্যূনাধিকরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উপনয়ন।—উপনয়ন বা মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কারই সর্ব্বপ্রধান সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। এই প্রধান সংস্কারে বিপুল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আগামী বারে এ সম্বন্ধে সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রেণীবিভাগ-রহস্য।

মহারাজ আদিশূর যে পঞ্চবিপ্র আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণের বিভাগসাধন মহারাজ বল্লালসেনের সমকালে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেনের রাজত্বকালে বিপ্রগণের যে বিভাগ ঘটে, তাহাই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে খ্যাত। বিপ্রগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি ও রাজার নিত্যনৈমত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মে বিপ্রগণের আগমনাদির সুবিধার বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহারা প্রথমে ভাগীরথী ও গৌড়রাজধানীর অদূরে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অধিকতর সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত বটে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-বিভাগ দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ঘটকগণ বিভাগের কারণ মূলে যে মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে।

বল্লালসেনের সময় পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র এককালে বসতিবিস্তার করেন নাই, তদ্রূপ মনে করা যায় না। কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানকার্য্য কোন্ রাজধানীতে সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকিলেও এ কার্য্য যে বিক্রমপুর-রাজধানীতে সম্পন্ন হয় নাই, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

বল্লালের কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানকালে বিপ্রগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র আখ্যায় বিভক্ত হইয়াছেন। ঘটকগণ এ সময় কায়স্থজাতিকে চারিভাগে বিভক্ত করেন।—

"উদগ্ দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।"

বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রাচীন মিথিলা বা উত্তর-বেহার পরিত্যাগ

[...]রিলে, ৪টী প্রাচীন প্রদেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রদেশচতুষ্টয়,—[...]রেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও রাঢ়। এক্ষণ বরেন্দ্র,—উত্তর বাঙ্গালা, বঙ্গ,—পূর্ব্ব-[...]ঙ্গালা, বাগড়ি,—দক্ষিণ বাঙ্গালা ও রাঢ়,—পশ্চিম বাঙ্গলা নামে পরিচিত। [...]র কায়স্থজাতি উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে অভিহিত।

মহারাজ বল্লালসেন কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থজাতির শ্রেণীবিভাগ ও [...]হার রাজত্বের কোন্ সময় কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, এ বিষয়ে কুলগ্রন্থে [...] উল্লেখ নাই। এখন তদ্বিষয়ের সময় নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও, [...]বিভাগাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ ক্ষতির কারণ হইতেছে না।

বিপ্রগণের বরেন্দ্রবিভাগ মধ্যে উত্তর-বারেন্দ্রবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। [...]এই উত্তর বারেন্দ্র বিভাগ বল্লালের সমকালে সম্পন্ন না হওয়া কেহ কেহ [...]অনুমান করেন। কিন্তু প্রকৃতরূপ বিচার করিলে বল্লালের সময়েই উত্তর [...]বারেন্দ্রবিভাগ (১) সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়।

---

(১) বিপ্রগণের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রবিভাগকালে যে গণনা হয়, তদ্দারা রাঢ়দেশে ৭৫০ জন [...]বরেন্দ্রদেশে ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ থাকা দৃষ্ট হয়। বল্লালসেন বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণসংখ্যা ন্যূনসত্ত্বেও [...]ন্দ্র হইতেই ৫০ জন মগধদেশে, ৬০ জন ভোটদেশে, ৬০ জন রভাঙ্গদেশে, ৪০ জন উৎকলে, ৪০ [...] মোড়াঙ্গ দেশে প্রেরণ করেন। (বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী হইতে গৌড়েব্রাহ্মণ গ্রন্থে উদ্ধৃত ৮৮ পৃষ্ঠা) [...]বরেন্দ্রের অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে বিভিন্ন দেশে কেন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করা হইল, [...]র মূল কারণ কুলগ্রন্থে লিখিত নাই। কিন্তু অনুমান দ্বারা কিয়দংশ নির্ণয় হইতে পারে।

[...]জেনারল কানিংহাম ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গ্রন্থে, সেন রাজগণের অধিকার-[...] উত্তরবঙ্গ পাল রাজাদিগের অধিকারভুক্ত থাকিবার বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গের [...] ইতিহাসের ১ম ভাগ ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "যে সকল স্থান এখন উত্তরবারেন্দ্র [...]গণের সমাজ বলিয়া গণ্য, সেই সেই স্থান কুলবিধাতা বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে পাল-[...]গণের অধিকারভুক্ত ছিল। পালরাজগণের অধিকারে বাস করায় এখানকার ব্রাহ্মণগণ [...]তঃ বল্লালসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত হন নাই।"

[...]পাল রাজগণের অধিকারে বাস করায় সম্মানিত না হওয়া যুক্তিযুক্ত কথা বটে। এ স্থলে [...]বরেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থা ও পাল রাজগণের অধিকার বরেন্দ্রে কতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা [...]আলোচনা করা আবশ্যক।

[...]বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রবন্ধের (কায়স্থপত্রিকা গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠা) বরেন্দ্রের মধ্যস্থ [...] নামক নদীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দিনাজপুর প্রদেশ হইতে আত্রেয়ী পূর্ব্বমুখিনী।

ব্রাহ্মণগণ ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অথবা অনায়াসে ভাগীরথীতীরে গমনাগমন করা যায়, এরূপ স্থলেই প্রথমে বসতি করেন। কিন্তু কায়স্থজাতির উপজীবিকা অন্যরূপ থাকায় তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় বাসস্থান স্থিরতর রাখিতে পারেন নাই। বল্লাল সেনের সময় কায়স্থগণ চারি প্রদেশেই বসতি করিয়াছেন। কায়স্থজাতির মসীজীবিকা জন্য তাঁহারা বল্লালের রাজত্বকালে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়েন। গৌড়ের রাজধানীর উভয়পার্শ্বস্থ বরেন্দ্র ও রাঢ়, নবদ্বীপ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বাগড়ী বা দক্ষিণরাঢ় এবং রাজধানী বিক্রমপুর প্রদেশ বা বঙ্গে কায়স্থজাতি বিস্তৃত হইয়া পড়েন।

বল্লাল সেনের সময় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বিভাগ সাধন হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে বরেন্দ্রপ্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিলে, ইহাই অনুমান হয় যে বিভাগসাধন উপলক্ষে যে গণনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে, তৎসময়েই বিভিন্নদেশে ব্রাহ্মণগণ প্রেরিত হইয়া থাকিবেন। কেননা গণনা কার্য্য দ্বারাই প্রমাণ হয় যে তৎসহ তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, পাত্রজ্ঞান ও আদানপ্রদানের বিধা

বরেন্দ্রের মধ্যস্থলেই আত্রেয়ী নদী। আত্রেয়ী সহস্র বর্ষের পর এক্ষণ ক্ষুদ্র নদী। কিন্তু এক সময় এই নদী বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। তজ্জন্য অদ্যাপিও স্থানীয় লোকের নিকট আত্রেয়ীর নামান্তর "বড়গাঙ্গ" শুনা যায়।

আত্রেয়ীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূখণ্ডের মধ্যেই বৌদ্ধকীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ অধিক বিদ্যমান আছে। এজন্য আত্রেয়ীর পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ডে বৌদ্ধাধিকার না থাকাই অনুমান করা যাইতে পারে। বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ অল্পসংখ্যক থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বরেন্দ্র হইতেই ভিন্নদেশে ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইয়াছেন। বরেন্দ্রের দক্ষিণসীমাস্থ পদ্মানদী বিগত দুইশত বর্ষ মধ্যে উত্তরদিকে অনেকাংশ অগ্রসর হওয়ার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মা নদী বর্ত্তমান স্থান হইতে বহু দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ থাকিলেও আত্রেয়ী ও পদ্মা এতদুভয় নদীর মধ্যস্থানে অনেকগুলি বিল থাকায় বসতের উপযোগী ছিল না। আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্বভাগে বৌদ্ধাধিকার থাকায় স্থানের সংকীর্ণতাহেতু, সংখ্যার ন্যূনতা সত্ত্বেও বরেন্দ্র হইতে বিভিন্ন দেশে বিপ্রগণ প্রেরিত হইয়াছেন। বরেন্দ্রের গুরুতর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হেতু, রাঢ়ের ন্যায় সমস্ত গ্রাম নির্দ্দেশ করা কঠিন বটে; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এতদুভয় নদীর মধ্যস্থলেই অধিকাংশ গ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কায়স্থগণও বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হওয়া প্রমাণ হইতেছে। উক্ত উভয় নদীর মধ্যস্থ ভূভাগে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসতিস্থান ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এইরূপ স্থিরীকরণের পর বরেন্দ্রে ১০০ শত ঘর বিশুদ্ধ বসতি রক্ষিত হইয়াছেন। (১)

পঞ্চবিপ্র ও পঞ্চকায়স্থের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রচুর বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। আদিশূরের সময় হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত কায়স্থগণ এদেশে উপনিবেশী হইয়াছেন। বল্লালের সমকালে পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ বাগড়ী বা দক্ষিণরাঢ়ে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন। বল্লালের রাজধানী নবদ্বীপ ছিল বলিয়াই তৎপ্রদেশে কায়স্থজাতির বসতি-বিস্তার হয়। বল্লালসেনের বিক্রমপুর রাজধানীস্থাপনের পূর্ব্বে তৎপ্রদেশে ব্রাহ্মণ-বসতি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ প্রতীয়মান হয় না। কারণ তিনি পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণকে বঙ্গজ আখ্যায় কোনরূপ বিভাগ করেন নাই। তৎকালে উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণের বিস্তীর্ণ বসতি থাকিলে ঐরূপ বিভাগ সাধন হওয়া অধিকতর সম্ভবপর ছিল।

বল্লালসেন পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণকে যে বিভাগে স্থাপন করেন, তাহা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ আখ্যাযুক্ত। ফলতঃ তাঁহারা তৎকালে দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গে বিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পঞ্চকায়স্থ আদিশূরের সময় যে পশ্চিমরাঢ়ে বসতি করেন, তাহা গ্রামপ্রাপ্তির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। বল্লালের

(১) অনেকেরই সংস্কার আছে, এমন কি ঘটকেরাও কহিয়া থাকেন, বল্লালসেনের সভাতে যে সকল ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বরেন্দ্রদেশে যে ১০০ শত ব্রাহ্মণকে বল্লালসেন রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্রকুলে ১০০ শত গ্রামী ব্রাহ্মণ এবং বল্লালসেন তাঁহাদিগের মধ্য হইতে ৮ গাঞি ব্রাহ্মণকে কুলীন এবং অপর ৮ গ্রামীকে সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং ৮৪ গাঞি ব্রাহ্মণকে কষ্টশ্রোত্রিয় করিয়াছিলেন। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ বল্লালসেন ১০০ গৃহ ব্রাহ্মণকে গাঞিযুক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু ঘটকদিগের বংশাবলী গ্রন্থ দেখিলে জানা যায় যে, সময়ে সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গ্রামপ্রাপ্ত হইয়া গাঞিযুক্ত হয়েন। বল্লালসেনের রাজত্বের বহুপরেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নূতন নূতন গাঞি সৃষ্টি হইয়াছে।" (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৯৭ পৃষ্ঠা।)

ঐ ১০০ শত গ্রাম এপর্য্যন্ত নিরাকরণ করা যায় নাই। পদ্মা, আত্রেয়ী ও মহানন্দা নদীর বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনায় গুরুতর পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়। যাহাই হোক, কোন কোন গ্রাম আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ড মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারা কোন কোন গ্রামের উৎপত্তি বল্লালের পরে হওয়াই প্রমাণ করে।

পূর্ব্বেই নবদ্বীপ রাজধানীর ও দক্ষিণরাঢ় প্রদেশের বিভিন্নস্থানের রাজকার্য্য জন্য কায়স্থগণের যেরূপ দক্ষিণরাঢ়ে বসতি বিস্তার হয়, তদ্রূপভাবেই বঙ্গে (বিক্রমপুর প্রদেশে) কায়স্থ সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। (১) যাহাই হউক, বল্লালসেনের সময় পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণের বসতি পশ্চিমরাঢ়ে কথঞ্চিং থাকিলেও বরেন্দ্রে যে এককালীন ছিল না, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে বরেন্দ্র ও রাঢ়ীর প্রকৃত সীমা কোথায় কিরূপ ভাবে ছিল, তাহা এখন নির্দ্দেশ হওয়া কঠিন। ভাগীরথী, পদ্মা ও মহানন্দানদীর এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে বিস্তর পরিবর্ত্তন-সংঘটন হইয়াছে। বাগড়ী বা দক্ষিণ বঙ্গের উত্তরপশ্চিম ও বঙ্গের বা উত্তর বঙ্গের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের কথকাংশ স্থান লইয়াই এইরূপ গোলযোগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল অংশে যে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে গত ২।৩ শত বৎসরের অবস্থা-পর্য্যালোচনা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে বরেন্দ্রশূর ও প্রত্যুম্নশূর নামক দুইজন নরপতির বিষয় উল্লেখ আছে। প্রত্যুম্নেশ্বর নামক মূর্ত্তি পশ্চিম বরেন্দ্রে স্থাপিত ছিল। প্রত্যুম্নগর দক্ষিণরাঢ়ের মধ্যে থাকার বিষয় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এইস্থান নির্ণয় হইলে, সেনবংশীয়দিগের সময় ঐ দুই প্রদেশের সীমা অনেকটা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

বল্লালের সময় বিপ্রগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শাখায় বিভক্ত হইলেন। বারেন্দ্র বিপ্রগণের কুলগ্রন্থে কায়স্থপঞ্চকের নাম আদৌ নাই। পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ বরেন্দ্রে বাস করেন নাই। বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণগণের বিভাগের সহিত ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যস্বরূপ পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণেরও কোনই বিভাগ হয় নাই? পঞ্চকায়স্থ ভৃত্য হইয়া আগমন করিলে বল্লাল কর্ত্তৃক তদনুরূপ বিভাগ হওয়াই সম্ভবপর ছিল। গৌড় রাজধানীর সন্নিকটস্থ বরেন্দ্র ও রাঢ় প্রদেশে পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ না থাকিয়া বঙ্গে বা বিক্রমপুরাঞ্চলে ও বাগড়ী বা দক্ষিণ রাঢ়ে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বেই তাঁহারা বসতি আরম্ভ করিয়াছেন। পঞ্চকায়স্থ ও তদীয় বংশধরগণ বল্লালের সময় পর্য্যন্ত রাজামাত্য ছিলেন। বিপ্রগণের ভৃত্যত্ব কি রাজা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেন এবং এই প্রকার ভৃত্যত্ব জ্ঞান যে কিরূপ ন্যায়সম্পন্ন, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্বন্ধ চিরকালই অতি উচ্চভাবে বিদ্যমান আছে। এইরূপ উচ্চ-জ্ঞানের জন্যই এখনও পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ "মহারাজ" "বাবাজী" প্রভৃতি উচ্চ সম্বোধন করিয়া থাকেন। এতদ্দেশেও "ঠাকুর মহাশয়" শব্দ অতিশ্রেষ্ঠ ও উচ্চ সম্মানবোধক।

আর একটী কথা। বিপ্রগণ গোযানে ও পঞ্চকায়স্থ অশ্ব গজ ও নরযানে আগমন করেন। এরূপ অবস্থায় কায়স্থপঞ্চককে সামান্য ভৃত্য জ্ঞান করা যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বারেন্দ্র-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চকায়স্থের আগমনের পর কাশীরাম দাস কুলজী গ্রন্থ রচনা করেন। পঞ্চকায়স্থ এ দেশবাসী হইলে তাঁহাদের আদানপ্রদানের সৌকর্য্যার্থ কায়স্থের গণনা ও কুলাকুল নির্ণয় আবশ্যক হইয়াছিল। এ সময় বিপ্রগণের কুলগ্রন্থের অস্তিত্ব না থাকিলেও কায়স্থসমাজে তাহার বিদ্যমানতা প্রমাণ হইতেছে। ইহাও ক্ষত্রিয়ত্ব ও মসিজীবিকা-পরিচায়ক বটে।

বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের কুলগ্রন্থ স্ব স্ব সমাজপ্রমুখ ব্যক্তিগণের আয়ত্তাধীন ছিল। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ঢাকুর নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, পঞ্চবিপ্রের সহিত কায়স্থপঞ্চকের আগমনের পর ... নগরনিবাসী কাশীরাম দাস প্রথমে কুলজী রচনা করেন। এই কাশীরামের কুলজী মূল কুলজীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চকায়স্থের আগমনের

---

(১) আদিশূরের প্রায় ৩৫০ বর্ষ পর বল্লালসেনের সময় স্বীকার করিলে, পর্য্যায় গণনার নিয়মানুসারে আদিশূর-আনীত কায়স্থপঞ্চকের বংশে ১০ম কি ১২শ পর্য্যায় হওয়া অনুমান হয়। পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় ও উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রখণ্ডে বল্লালের সময়ও বৌদ্ধরাজাদিগের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় আছে। নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে রাজধানী রাজ্যশাসনসংরক্ষণের সুবিধার্থ স্থাপিত হইয়াছিল। এ সময়ের পূর্ব্বেও যে ঐ দুই প্রদেশ সেনবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণের ১০।১২ পুরুষে যেরূপ বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভবপর, বল্লালের সময় তাহাই হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গে ব্রাহ্মণবসতির প্রয়োজন অপেক্ষা মসীজীবী কায়স্থের বসতি রাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন হইয়াছিল এবং এই প্রয়োজন মত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে সকল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস দৃষ্ট হয়, তাহা বল্লালের সময় ও কতক গৌড়ের সিংহাসন মুসলমানাধিকার হওয়ার পরই হইয়াছে।

পর হইতেই যে এ দেশে কায়স্থজাতির সমাজ সংগঠন আরব্ধ হইয়াছে, তাহা ঢাকুর পাঠে বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি হয়। (৪)

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের ব্যাসদেব সিংহ ও বারেন্দ্র-সমাজের ভৃগুনন্দী প্রভৃতি মহারাজ বল্লালসেনের অমাত্য ছিলেন। উক্ত উভয় মহাত্মাই বল্লাল-সেনের কতিপয় অসদাচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত মহা-ত্মার শিরশ্ছেদন হয় এবং শেষোক্ত মহাত্মা বন্দী হইয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয় মহাত্মার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ বল্লালী মর্য্যাদা গ্রহণ না করিয়া যে পৃথক্ সমাজ সংগঠন করিবেন, সেই কথাই যুক্তিযুক্ত বটে এবং এই কারণেই এই উভয় সমাজ মধ্যে পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ পরিদৃষ্ট হয় না। বারেন্দ্র-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভৃগুনন্দী একদা বল্লালসেনের অসদাচরণের প্রতিবাদ করার পর সমাজ গঠন হয়।

বল্লালসেনের সময় তদীয় রাজত্ব বঙ্গ বা বিক্রমপুর প্রদেশে বদ্ধমূল হইয়া-ছিল, তদ্বিষয় বিক্রমপুরপ্রদেশস্থ রাজধানী হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বিজেতা মুসলমানগণও শতাধিক বর্ষ এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আবার এই প্রদেশে মুসলমান-শাসন বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত ঢাকা নগরীতেও কিয়ৎকাল রাজধানী স্থাপিত ছিল। ফলতঃ বল্লালের সময়েই বঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি অধিকতররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

আদিশূরের পরবর্ত্তী সময় হইতে বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত উপনি-বেশী কায়স্থগণ কনৌজী ভাবে আদানপ্রদান করিতেন এবং গৌড়ীয় কায়স্থগণের সহিত অধিকতররূপে সংমিশ্রিত হয়েন নাই, কুলগ্রন্থপাঠে অনুমান হয়। এই সময়ে যেরূপ ভাবে আদানপ্রদান হইত, তদ্বিষয় বারেন্দ্র সমাজের ঢাকুর পাঠে কতকটা উপলব্ধি হইবে। ঢাকুরে (৫) লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে এক মিছিল অর্থাৎ এক শ্রেণীতে আদানপ্রদান নির্ব্বাহ হইত। কায়স্থগণ যে পর্য্যন্ত রাজকার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন নাই, তৎকাল পর্য্যন্ত "এক মিছিলেই" আদান-প্রদান হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু ও কতিপয় ব্যক্তির প্রাধান্যনিবন্ধন বিভিন্ন প্রদেশবাসী গৌড়ীয় কায়স্থগণের সহিত আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই প্রকারের আদানপ্রদান প্রচলিত হইবার পর বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়।

(৪) ঢাকুর গ্রন্থের ১ম হইতে পঞ্চম পয়ার দ্রষ্টব্য।

(৫) "পূর্ব্বে আছিল এক মিছিলে করণ।
অধমে উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন॥"

আদিশূর হইতে বল্লালের সমকাল পর্য্যন্ত যে সকল কনৌজী কায়স্থ এ দেশে বসতি করিয়াছেন, তাঁহারাই এ স্থলে এক মিছিল শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

শ্রেণীবিভাগ ও কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্তি দ্বারা কুলীনগণ পরবর্ত্তী সময়ে স্বেচ্ছাচরণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় বিপ্রসমাজের বহু-বিবাহ-প্রথা তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিপ্রসমাজে এই বহুবিবাহপ্রথা যেরূপ পূর্ণপ্রসার লাভ করে, কায়স্থসমাজে তদ্রূপ করিতে পারে নাই। ইহা অবশ্যই কায়স্থসমাজের শ্লাঘার বিষয় বটে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-ঘটকগণের উক্তি মতেই বল্লালসেন কর্ত্তৃক কায়স্থজাতি মধ্যে শ্রেণীচতুষ্টয়ের বিভাগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-ঘটকগণ স্বকীয় সমাজ ভিন্ন কায়স্থজাতি সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি করেন নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই বরেন্দ্রে বৈষয়িক বিষয়ে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ-ঘটকগণ যে কায়স্থজাতির প্রতি অসূয়াপরবশ হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ কার্য্যকারিতায় তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই সময় হইতে যাঁহারা ঘটকের কার্য্য করিতেন, তাঁহারাই নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং কায়স্থসমাজের কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা অতীব দুষণীয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থের উক্তি অনুসারে, বল্লালসেনের অসদা-চরণে ভৃগুনন্দিপ্রমুখ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের গঠনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এই উক্তি এককালীন ভিত্তিহীন নহে। ঢাকুরের উক্তি,—

"বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লালমর্য্যাদা নাহি লৈলা তিন জন॥"

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের উত্তর বারেন্দ্রবিভাগের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলাতেই উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ-স্থান বিদ্যমান আছে। তথায় বৌদ্ধাধিকারের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এতদ্ভিন্ন আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্বাংশ ও করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশ স্থান মধ্যে বর্ত্তমান রাজশাহী ও পাবনা জেলার অধিকারভুক্ত কতিপয় স্থানে বৌদ্ধাধিকারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আবার এই সকল স্থানে বৌদ্ধাধিকারের পর যে হিন্দুগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তাহাও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং কেবল উত্তর বরেন্দ্র নহে, পূর্ব্ব বরেন্দ্রের আত্রেয়ী ও করতোয়ার মধ্যস্থলও পালরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বরেন্দ্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদিগের অধিকারবিস্তার হেতু ঘোরতর বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফল—প্রবলপক্ষ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলপক্ষ বিতাড়িত হওয়া। ফলতঃ ঐ প্রদেশে পাল রাজগণের পর হিন্দুপ্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, পালরাজগণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। (১) বল্লালসেনের সময় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এইরূপ মতভেদ সত্ত্বেও আমাদিগের সামাজিক কাহিনীর সহিত বিশেষ অসামঞ্জস্য কিছুই হয় না।

কায়স্থজাতির উপজীবিকা মসীব্যবসা। সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালেও কায়স্থজাতি রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কায়স্থ আদিশূর হইতে বল্লালের সময় পর্য্যন্ত যে সকল কায়স্থ মসীব্যবসা উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারাই কিন্তু শ্রেষ্ঠ রাজপদ লাভ করিয়া ধনসম্পদ-সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কেবল ইদানীন্তন সময়ে কায়স্থসমাজে নহে, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান-শাসন সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বঙ্গের চারি প্রদেশেই কায়স্থ জাতি রাজকর্ম্মব্যপদেশে ক্ষমতাশালী হইয়া পড়েন। বল্লালের সময় কায়স্থজাতি এইরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়াই, কায়স্থজাতি মধ্যেই চারি সমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

পঠীবন্ধন সময় কায়স্থজাতির কোন সমাজেই বাহাত্তরে কায়স্থগণ এককালীন পরিগৃহীত হয়েন নাই। সুতরাং পঠীবন্ধনের পূর্ব্বে কায়স্থগণ একশ্রেণীতে আদান প্রদান করিতেন, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। বাহাত্তর ঘরের

(১) Indo Aryans, Vol II p. 26.

অধিকাংশই সদাচারপরিভ্রষ্ট হওয়াতেই সামাজিক কায়স্থগণের তৎপ্রতি অশ্রদ্ধার কারণ। সদাচার ও ধনসম্পদ্‌ দ্বারা সর্ব্বত্রই গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়। আর্য্যজাতির আর্য্যত্বই সদাচারপ্রসূত। ব্রাহ্মণজাতি সদাচারী ছিলেন বলিয়াই হিন্দুসমাজে মুকুটস্বরূপ। কায়স্থসমাজের পূর্ব্বতন সামাজিক ব্যক্তিগণ সদাচার পরিরক্ষণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন। তন্নিমিত্তই সামাজিক কায়স্থগণের মধ্যে সদাচার পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

দেবীদাস খাঁ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেবীদাস খাঁর সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরাগত জনশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করা অতীব কর্ত্তব্য। এই জনশ্রুতি, বংশাবলীর পর্য্যায় হিসাব দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। দেবীদাস খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের বংশে অধস্তন যত পর্য্যায় হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে সুজার সময় অবশ্যই নিরূপিত হয়। দেবীদাসের বংশে এইক্ষণ ১১শ পর্য্যায় হইয়াছে। এই পর্য্যায়ের সহিত জনশ্রুতির ঐক্য আছে।

দেবীদাসের "খাঁ" উপাধি লাভ সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। তদ্দ্বারায়ও তিনি সুজার সমসাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়েন।

একদা দিল্লীশ্বর সুজা বাঙ্গালার হিসাব নিকাশের কাগজ পত্রসহ সুবাদারকে তলব করিয়া পাঠান। সুবাদার তাঁহার দেওয়ানসহ দিল্লীতে গমন করেন। দেবীদাস ঢাকায় অবস্থানকালে সুবাদার ও দেওয়ানের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। উভয়েই রাজকার্য্যে দেবীদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দেওয়ান স্বীয় বার্দ্ধক্যহেতু এবং দেবীদাসকে "প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্ জানিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা সুবাদারের নিকট প্রকাশ করায়

সুবাদার তাহা অনুমোদন করেন। সুবাদারের সহিত দেবীদাসও দিল্লীতে গমন করেন। কাশীধামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী আকস্মিক পীড়ায় দেওয়ানের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সুবাদার দেওয়ানের পরলোকপ্রাপ্তিতে নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের নিকট তিনি নিকাশ দিতে অসমর্থ হইবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইল। সুবাদার দেবীদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, দেওয়ান সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। দেওয়ানের মৃত্যু হেতু তাঁহারই বিপদ্, কারণ সুবার নিকাশ পরিষ্কার না হইলে তাঁহার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব। দেবীদাস সুবাদারকে অতিশয় বিমর্ষ দেখিয়া প্রকাশ করেন যে, দেওয়ানের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নিকাশ বুঝাইয়া দিতে একটু সময় আবশ্যক মাত্র। অনুমতি করিলে সমস্তই দিল্লীর দরবারে আমি বুঝাইয়া দিতে পারিব এবং আপনাকেও কোন বিষয়ে দায়ী হইতে হইবে না।

সুবাদার দেবীদাসের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দুই বৎসর কাল দেবীদাস দিল্লীতে অবস্থান করেন। দিল্লীর দরবারের সমস্ত লোকই দেবীদাসের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হয়েন। দেবীদাস দেওয়ানের কার্য্য করেন নাই, অথচ সুবা বাঙ্গালার হিসাব নিকাশ অতি পরিশুদ্ধ ভাবে বুঝাইয়া দিলে, পাতসাহ ও তাঁহার দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই দেবীদাসের ভূয়সী প্রসংসা করেন। তাহার বিদ্যা বুদ্ধিতে পাতসাহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধি (১) ও খেলাত প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালার রাজস্বসচিবের পদে অভিষিক্ত করেন।

ইতিহাসপাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়। সম্রাট্ শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা ১০৪৯ সালে (১৬৩৯ খৃঃ) পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলতান সুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। এই

(১) যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় ও অন্যান্য ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারাই "খাঁ" উপাধিতে সম্মানিত হইতেন। কেবল উপাধিতে সম্মানিত নহে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত রাজপদও প্রদত্ত হইত। ইংরাজরাজের "সার" উপাধি খাঁ উপাধির সদৃশ বটে। অবে "সার" উপাধির সহিত কোন রাজপদ প্রদত্ত হয় না।

সময় মধ্যে তিনি যে দুই বর্ষকাল আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে*। সুতরাং উপরোক্ত প্রবাদ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ স্থলে মুরসীদকুলী খাঁর সমসাময়িক দুই একটী কুলীনামা হইতে পর্য্যায়ের সংখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। মুরসীদকুলীর সময় দর্পনারায়ণ রায় কানুনগো ছিলেন। তাঁহার অধস্তন ৭ম পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। শেঠদিগের বংশেরও এইরূপ পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। মুরসীদকুলীর সময়ে যে সকল ব্যক্তি রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তৎকালে কাহারও পুত্র বা পৌত্রের জন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

দেবীদাস খাঁ পোতাজিয়া হইতে ভাগীরথীতীরস্থ মহেশপুর ** নামক স্থানে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। সুলতান সুজা কর্ত্তৃক রাজমহলে পুনরায় রাজধানী সংস্থাপনের সংকল্পহেতু এবং গঙ্গাতীরে বাস ও জ্ঞাতিগণ সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান জন্যই তিনি মহিমাপুরে আসিয়া বাস করেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় দস্যুভয় অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই সময়ে দেবীদাসের বংশধরগণ অন্যত্র পলায়নপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবীদাসের প্রপৌত্র কিশোরকৃষ্ণ রায়, তাঁহার বিনোদ রায় ও নিত্যানন্দ রায় নামক পুত্রদ্বয় সহ বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বাঘুটীয়া নামক স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পুত্র রামানন্দের সহিত বর্দ্ধনকুঠীর রাজকন্যার পরিণয় হয়। রাজকন্যা শ্বশুরালয়ে গমনোদ্দেশে বর্দ্ধনকুঠী হইতে নৌকাপথে বর্ত্তমান [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া পদ্মানদীর সুবিস্তৃত আয়তন সন্দর্শনে পদ্মা পার হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এজন্য রামানন্দ বাঘুটিয়া

* মেঃ মার্শমান সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস।

** জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বর্ত্তমান নসীপুরের উত্তরদিকে ও নবাব-বাড়ীর চকের দক্ষিণদিকে মহিমাপুর নামক পল্লী ছিল। মহিমাপুরের অধিকাংশই ভাঙ্গনে ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ সহরে সে সময় রাজধানী সংস্থাপিত না হইলেও, রাজমহল ও টাড়ায় রাজধানী থাকায় এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বিষয়কর্ম্মের সুবিধা জন্য ঐ প্রদেশে বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বসবাস করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ প্রদেশে খামরা, কালাই, মহিমাপুর প্রভৃতি স্থানে এই কারণেই বারেন্দ্র-কায়স্থগণের বসতি হইয়াছিল।

হইতে বর্ত্তমান পাবনা সহরের নিকটবর্ত্তী সুরপুর নামকস্থানে ভ্রাতৃগণ সহ বসতি করেন। রামানন্দ নির্ব্বংশ, তদীয় জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দের বংশ বর্ত্তমান আছে। দেবীদাসের অপর প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জিত রায়ের বংশ লোপ পাইয়াছে। অন্যান্য প্রপৌত্র ও বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণ ঐ সময় অন্যান্য স্থানে যাইয়া পড়েন।

দেবীদাস খাঁ বাঙ্গালার নবাব-সরকারের প্রধানতম কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নগদ টাকা ব্যতীত তাঁহার ভূসম্পত্তি অতি অল্পই ছিল। প্রবাদ আছে যে, দেবীদাস খাঁ প্রচুর অর্থবলে সুবর্ণনির্ম্মিত বিগ্রহ মূর্ত্তি ও স্বর্ণরৌপ্যাদি মণ্ডিত সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। দেবীদাসের ঐশ্বর্য্যবলে তদীয় বাটীর ঢেঁকি পর্য্যন্তও পিত্তল-নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ দেবীদাসের পদগৌরবে ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে মহিমাপুরের মহিমা বিকাশ পায়। ঐ সময় মহিমাপুরে বৃহৎ পল্লী থাকিবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। দেবীদাসের বিগ্রহবাটীতে এবং তাঁহার দেউড়ীতে সর্ব্বদাই বাদ্য বাজিত। মহিমাপুর ও দেবীদাসের বাটীর বর্ণনাযুক্ত একটী কবিতা প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ কবিতাটী এখন কাহারও কণ্ঠস্থ নাই। যে সামান্য অংশ শুনা গিয়াছে, তাহাই লিখিত হইল :—

"দোশত ঘর মুসলমান হিন্দু তামাম।
বাহক মে মহারাজ গোপাল সিং
সবরোজ মৃদঙ্গ তাঁ তিঙ্গ দিঙ্গ ॥" *

রাজকীয় ভাষার বিশেষ অনুশীলন জন্য দেবীদাস অনেকাংশে মুসলমান-পরিচ্ছেদের অনুকরণপ্রিয় ছিলেন। দুই বৎসর কাল দিল্লীর রাজদরবারে থাকিয়া তিনি কথাবার্ত্তা ও হাবভাব সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুস্থানী ও মৌলবী হইয়াছিলেন। তিনি কেবল নিজে ঐরূপ পরিচ্ছদের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত

* কেহ কেহ এই কবিতা রঞ্জিৎ রায়ের রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। যাহাই হউক, দেবীদাসের সময় মহিমাপুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লী ছিল। তৎসময়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে ঐ কবিতা রঞ্জিৎ রায়ের রচনা বলিয়া ধারণা হয়।

ছিলেন না। পাতশাহ ও আমির-ওমরাহ-মহিলাগণ যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, দেবীদাস স্বীয় অন্তঃপুরেও সেই রূপ পরিচ্ছদ প্রচলন করেন। এজন্য তদীয় বংশধরগণকে অদ্যাপিও সমাজে দুই একটা কথা শুনিতে হয়।

দেবীদাসের পরিচ্ছদাদি বিষয়ে মুসলমানী কেতা থাকিলেও খাদ্য সম্বন্ধে তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। শুনা যায় যে, দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি নিরামিষভোজী হয়েন। দেবীদাসের পদগৌরবে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া সামাজিক ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে কুক্রিয়াচারী বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার কুক্রিয়ার অবশ্যই বিশেষত্ব আছে। অন্য সমাজের সহিত আদান-প্রদান প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট প্রধান কুক্রিয়ার বিষয় হইতে পারে। নতুবা রাজকীয় ভাষার অনুশীলন ও তদানুষঙ্গিক অনুকরণপ্রিয়তা তৎকালে সকল সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইত। হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ এক্ষণ বাঙ্গালীর চক্ষুঃশূল হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ পরিচ্ছেদেরও সমাদর ছিল। মুসলমান-অধিকারকালে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যবনপরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কেন না, রাজদরবারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার ঐ প্রকার অনুকরণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তৎকালে ঐরূপ অনুকরণে জাতীয় চরিত্র যতদূর বহুল ছিল, অধুনা পাশ্চাত্যশিক্ষায় তদ্রূপ হইতেছে না। সে কাল ও একালের পরিবর্ত্তনে, সে কালের সমস্তই আমাদিগের নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়।

মুসলমানদিগের শাসনসময় এ দেশে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিত না, এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। বিক্রমকেশরী অকবরের সময় হইতে একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মোগলকেশরীর সহিত ক্ষত্রিয়-রাজকন্যার পরিণয়ে হিন্দু-সমাজের ইষ্টানিষ্টের বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে। কিন্তু এই সময়েও আমীর, ওমরাহ ও জমিদার প্রভৃতিও সম্রাটের অন্তঃপুরের অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এ দেশের জমিদারগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদার ও ধনীদিগের মহিলাগণ মধ্যে সামান্য লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল। পুস্তকাদি পাঠ করিবার জ্ঞান সামান্য হইলেও চরিত্রগঠনোপযোগী বিবিধ সৎশিক্ষার অনু-

শীলনে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিত। উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার যে সকল সুযোগ ও সুবিধা ছিল, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের তদ্রূপ না থাকিলেও, উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের আবাসে পুরাণাদিপাঠ ও বিবৃতির দ্বারা সর্ব্বসাধারণেই পারমার্থিক জ্ঞানসঞ্চয়ে অধিকারী ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পর হইতে বঙ্গভাষায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালাভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের প্রচারহেতু, তৎকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতিপয় মহিলা ঐ সকল গ্রন্থ যে পাঠ করিতেন, তাহা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

দেবীদাস খাঁ অন্তঃপুরের মহিলাগণকে ঘাঘরা ওড়না বা জুতা পরাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তদীয় অন্তঃপুরের মহিলাগণকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। সমাজের প্রাচীন ব্যক্তিগণ এইরূপ আচরণের নিন্দাবাদ করিতেন, তাহা আমরাও শুনিয়াছি। দেবীদাসের বংশীয় কতিপয় ব্যক্তির মুখে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, কোন কোন মহিলা পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদা সুবাদারের কন্যা তদীয় অন্তঃপুরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। পাতসাহ-অন্তঃপুরের মহিলাগণের সহিত কথাবার্ত্তায় পারদর্শিতালাভের জন্য তদুপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন হইত।

রাজকার্য্যে দেবীদাস খাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল। বৃদ্ধ দেওয়ানের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর, তিনি দিল্লী-দরবারে সুবা-বাঙ্গালার নিকাশ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেন। [illegible] সহিত আসীন থাকিতে পারিয়াছিলেন। সুজার সময় সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব অবধারিত হইয়া রাজস্ববৃদ্ধির দ্বারা সম্রাটের হিতসাধিত হয়। রাজস্বসংক্রান্ত এইরূপ শ্রীবৃদ্ধির মূল দেবীদাস খাঁ বটেন। ফলতঃ দেবীদাসের অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতাবলেই শ্রীবৃদ্ধি সুসিদ্ধ হইয়াছিল। সুবা বাঙ্গলার রাজস্বসংক্রান্ত শ্রীবৃদ্ধি যে যে সময় [illegible], তাহার ইতিহাস গবেষণা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কায়স্থজাতীয় ব্যক্তিগণই একার্য্যের প্রধান অগ্রণী ছিলেন। সুবাদার ও নবাবগণমধ্যে যিনিই অধিকতররূপে হিন্দুজাতির প্রতি আস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সম্রাট্ অকবরের শাসননীতি, সুবাদার সুজা ও সায়েস্তা খাঁর কৃতিত্ব এবং মুরশীদকুলী খাঁর প্রাধান্য ইত্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়।

দেবীদাস খাঁ বিভিন্ন কায়স্থসমাজের সহিত আদান-প্রদানে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তিনি স্বয়ং উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এ সময় বিভিন্ন সমাজের কায়স্থগণ রাজদরবারে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। একত্র অবস্থানহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপনের জন্য যেরূপ যত্ন হইত, সমাজস্থ মফস্বলবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সে ভাব স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তাঁহারা স্ব স্ব সমাজ ও স্ব স্ব দলের প্রাধান্যরক্ষার জন্যই যত্ন করিতেন। দেবীদাসের দৃষ্টান্তে অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন সমাজের সহিত আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধনকুঠীর রাজা বিশ্বনাথ রায় বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করেন। অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন সমাজে আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় ঢাকুরগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। রাজদরবারে একদল লোক যেমন পরস্পর প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য ব্যগ্র ছিলেন, অপর দল আবার পরস্পর অসূয়ার বশবর্ত্তী ছিলেন। যবন-রাজসরকারের কার্য্যকলাপপদ্ধতি অনুসারে পরস্পর অসূয়াপ্রবৃত্তির ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হয়। তাহার ফল আজ সকল সমাজেই পরিলক্ষিত হইতেছে।

ঢাকুরগ্রন্থে প্রথমে দেবীদাস খাঁর বর্ণনার পর কাশীশ্বর রায়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এ জন্য দেবীকান্ত ও দেবীদাস একই ব্যক্তি নহেন, এরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব নহে। স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়ের প্রকাশিত বংশাবলীনামায় দেবীকান্তের অধস্তন বিনোদ ও নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত দুইটী নাম পরিদৃষ্ট হয়। নিত্যানন্দের অধস্তন বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই এ বিষয়ের কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

"কটকে চাকুরী কৈল মাধবসন্তান।
পোতাজিয়া থাকি কৈল সমাজ প্রধান॥

* দেবীদাসের বংশধর সুরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয় ও কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

তথা হইতে দেবীদাস খাঁ মহাশয়।
রহিলা মহিমাপুরে জাহ্নবী আশ্রয় ॥"

ঢাকুরগ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত উক্তিহেতু, দেবীদাস খাঁ কাশীশ্বর রায়ের ভ্রাতৃবংশসম্ভূত বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার সুবাদার দাউদ খাঁ গৌড়ের সিংহাসনচ্যুত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। এ সময় কাশীশ্বরের ভ্রাতা কটকে দাউদের অধীনে কর্ম্ম করেন। সে বংশে দেবীদাস নামক কোন ব্যক্তি বা দেবীদাসের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

রঞ্জিৎ রায় মুরশীদকুলী খাঁর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রঞ্জিতের একটী দৌহায় তাড়াশের হরিদেব রায়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। মুর্শিদ কুলী খাঁর পরে সুজা খাঁর শাসনকাল। সুজা খাঁর সময়ে যে, পরগণা বড় বাজু হোসেন সাহীর চারিআনা অংশ মধ্যে তাড়াশের উক্ত হরিদেব রায় ও রঘুরাম রায় প্রভৃতির জমিদারী ছিল, তদ্বিষয় সুজা খাঁর সময়ের রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠে প্রতীয়মান হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল প্রমাণ আছে, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাববাহুল্যভয়ে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হইল না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

ক্ষত্রিয়-সমস্যা।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় মূলতঃ একবর্ণান্তর্গত হইলেও সত্যযুগের শেষাংশে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া ভারতে চারি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখনও ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে আদানপ্রদানপ্রথা সমাজে প্রচলিত থাকায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরস্পরের আত্মীয়-কুটুম্ব-রূপে সমাদৃত হইতেন। কালবশে যে এই আত্মীয়তানিবন্ধন পরস্পরের সামাজিক অবস্থাদির উন্নতির প্রতি দ্বেষ বিদ্বেষ ছিল না, এমন নহে। তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ যেমন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া সমাজে উচ্চতর আসনলাভে যত্নপর ছিলেন, তেমনি ক্ষত্রিয়-রাজগণ উপনিষদ্‌নিচয় প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা যে ব্রাহ্মণাপেক্ষা হীন ছিলেন না, তাহা দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। পরন্তু বৈদিক জ্ঞান ও শিক্ষাও লইয়া উভয় বর্ণমধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিবাদ বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। এই বিবাদ কখন কখন অতি অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া যাইত, আবার কোন কোন সময় ইহা এমন ভীষণতর হইত, যে শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত সেই বিবাদের জের মিটিত না। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে, এই বিবাদের পরিণাম অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু পাপাচারী দুর্ব্বৃত্ত রাজন্যবর্গের উচ্ছেদ করিতে অভিলাষী হইয়া ভার্গববংশীয় মহাতপা জমদগ্নির ঔরসে বিদর্ভরাজদুহিতা রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাহার সহিত এক সহজ পরশু প্রসূত হয়। জননী ক্ষত্রিয়তনয়া— জনক ব্রাহ্মণ তপস্বী; এই কারণে তিনি উভয় গুণাক্রান্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণের ন্যায় তপস্বী ও বেদবিৎ এবং ক্ষত্রিয়ের মত শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ তথা বীরধর্ম্মী হইয়াছিলেন। (১) এই অগ্নিসম তেজস্বী রাম স্বভুজবীর্য্যবলে নিখিল ক্ষত্রিয়কুল উৎসাদন করিয়া তাঁহাদের রুধিরে স্যমন্তপঞ্চকে পাঁচটী শোণিতময় হ্রদ প্রস্তুত করেন। তথায় তিনি স্বীয় পিতৃগণের তর্পণ করিয়া নিদারুণ ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। (২)

(১) কালিকাপুরাণ ৮৫ অ০।

(২) মহাভারত আদি ২য় অধ্যায় ও বনপর্ব্ব ১১৭শ অ০।

ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের বিবাদের কারণসম্বন্ধে পুরাণাবলীতে মতান্তর নাই। সকল পুরাণেই ক্ষত্রিয়গণের দোষে যে এই সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। পুরাণসঙ্কলয়িতৃগণ ব্রাহ্মণ—ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনের পর যৎকালে ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই এই সকল পুরাণাবলী লোকসমাজে প্রচার করেন, এই কারণে আর্ষপুরাণসমূহে বহু আধুনিক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সময় হইতেই জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হয়। সাধারণ জনগণের হৃদয়ে অতর্কিত ভাবে সহজে কতিপয় কুসংস্কারবীজও এই সময়েই রোপিত হয়। ব্রাহ্মণগণেরই প্রাধান্য—সমাজমধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের আচরণ—ধর্ম্মসঙ্গত ও বেদবিহিত, ইত্যাদি দেখাইতে যাইয়া পুরাণে বহুবিধ উপাখ্যান ও বিষয়াদি সংযোজিত হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে কোন কোন ঘটনার বর্ণনা গ্রন্থান্তরে অন্যরূপে বিবৃত হওয়ায় তাহাদের মৌলিকত্বসম্বন্ধে সদ্বিবেচক পাঠকের সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি, তাহা পৌরাণিক সমালোচকগণের অবিদিত নাই।

পৌরাণিক ঘটনার সময়-নিরূপণ বড় সহজ নহে। এক পুরাণের কোন এক বংশের বংশলতা পুরাণান্তরে সেই বংশের বংশলতার সহিত মিলাইতে গেলে অনেক নামের গোলযোগ দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থে দুই চারিটী নাম কমাইয়া দিয়াছেন, আবার কোন কোন পুরাণে ঐ রূপ নাম দুই একটী বাড়াইয়াছেন। ফলতঃ আঠারখানি পুরাণের বংশলতাগুলি আঠার রকমের। এই সকলের সামঞ্জস্য করিয়া সময়-নিরূপণ সুখসাধ্য নহে, সুতরাং এইরূপ উপকরণ-সাহায্যে পৌরাণিক ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা অনেক সময়ে ঠিক হয় না। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে গোলযোগ পদে পদে ঘটে। উপস্থিত এই প্রবন্ধে যে সকল পৌরাণিক ঘটনাবলী বিবৃত হইতেছে, তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যের যে গোলযোগ নাই, তাহা বলা সুকঠিন, তবে যথাসাধ্য চেষ্টায় যাহা পূর্ব্বাপর বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা তদনুরূপ ভাবে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের প্রথম সংঘর্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঘটে। এই সময়ে নরপতি বেণ মোহ ও অহঙ্কারবশতঃ শিষ্টাচার প্রদর্শনে একান্ত অসমর্থ

হইলে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিগৃহীত করত তাঁহার দক্ষিণ উরু মন্থনে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার উরুদেশ হইতে নিষাদের উৎপত্তি হয়। অনন্তর দক্ষিণ বাহু মন্থন করায় মহারাজ পৃথু উৎপন্ন হন। বেণ মাতামহ-দোষে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে নিতান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে যজ্ঞস্থলে বেদাধ্যয়ন ও প্রণবোচ্চারণের প্রসঙ্গও ছিল না। সুতরাং দেবতারা যজ্ঞে সোমরস পান পরিত্যাগ করেন। তিনি "তাহার রাজ্যে কেহ যজ্ঞ বা হোম করিতে পারিবে না" এইরূপ আদেশ ঘোষণা করেন। (৩)

দ্বিতীয় সংঘর্ষ বৈবস্বত মন্বন্তরে ঘটে। এ সম্বন্ধে মহাভারতে আছে,—

"বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্য্যোন্মত্তঃ পুরূরবাঃ।
জহার চ বিপ্রাণাং রত্নান্যুৎক্রোশতামপি ॥
সনৎকুমারস্তং রাজন্ ব্রহ্মলোকাদুপেত্য চ।
অনুদর্শং ততশ্চক্রে প্রত্যগৃহ্নান্নচাপ্যসৌ ॥
তত মহর্ষিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ সদ্য শপ্তো ব্যনশ্যত।
লোভান্বিতো বলমদান্নষ্টসংজ্ঞো নরাধিপঃ ॥" (মহাভারত আদি ৭৫ অ০)

মহারাজ পুরূরবা বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সহ বিগ্রহ করেন। তাহাতে বিপ্রগণ আর্ত্তস্বরে রোদন করিলেও তিনি তাঁহাদের রত্ন সকল হরণ করেন। সনৎকুমার আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করায় মহর্ষিগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন। বলগর্ব্বিত লোভান্বিত রাজা শাপগ্রস্ত হইবামাত্র হতচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হন।

ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের তৃতীয় সংঘর্ষের উল্লেখ মৎস্যপুরাণে এইরূপ আছে,—

"ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা ॥৪৬
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ ॥৪৭

(৩) হরিবংশ পঞ্চম অধ্যায়

বেদত্রয়ী পরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্ ॥৪৮
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।" (মৎস্য০ ২৪ অঃ)

হরিবংশে এই ঘটনা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—নরপতি রজি চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার পৌত্র। মহীপাল আয়ুর ঔরসে রাহুকন্যা প্রভার গর্ভে রজি জন্মগ্রহণ করেন। নহুষ ইহার সহোদর। রজির সন্তানেরা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপ করায় বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্দ্ধন তথা রজিপুত্রগণের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ার্থ এক খানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উহাতে ঈশ্বরের ও অর্থশাস্ত্রের কোন রূপ প্রসঙ্গ ছিল না, কেবল ধর্ম্মদ্বেষে পূর্ণ। উক্ত শাস্ত্র নিতান্ত অসৎ হইলেও রাজেয়গণের একান্ত মনোরম হয়। ক্রমশঃ তাঁহারা যখন নিতান্ত বিমূঢ় রাগোন্মত্ত ও একান্ত অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া উঠেন, তখন তাঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রম ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় দুষ্প্রাপ্য ত্রৈলোক্য রাজ্য গ্রহণ করেন। (হরিবংশ ২৯ অঃ বিষ্ণুপু০ ৪ অংশ ৯ অঃ, মৎস্যপুরাণ ২৪ অঃ)

ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের চতুর্থ সংঘর্ষ ভাগবতের নবমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকুনন্দন নিমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্ বরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ইন্দ্র বরণ করায় তিনি রাজাকে ইন্দ্রের যজ্ঞসমাপ্তিকালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন। আত্মজ্ঞ নিমি জীবন অতিশয় চঞ্চল ভাবিয়া কুলগুরুর প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই অন্য পুরোহিতদ্বারা যজ্ঞারম্ভ করেন। এদিকে বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন করিয়া নিমির গৃহে আসিলেন। তিনি রাজাকে এইরূপ অন্যায়াচারী দেখিয়া কোপে শাপ দিলেন যে, পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহ পতিত হউক। কুলগুরুর এরূপ অধর্ম্মাচরণে রাজাও তাঁহাকে প্রতিশাপ দেন যে, মহর্ষি লোভপরবশ হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না রাখায় তাঁহারও শরীর পতিত হইবে। রাজা কুলগুরুকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া নিজ দেহ বিসর্জ্জন করেন। বশিষ্ঠদেবও রাজর্ষির শাপপ্রভাবে দেহান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক মিত্রাবরুণের যজ্ঞে উর্ব্বশী হইতে উৎপন্ন হন।

মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের পঞ্চম সংঘর্ষের বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়;—সোম হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজর্ষি নহুষ

যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রম দ্বারা অনায়াসে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তখন তাদৃশ ঐশ্বর্য্য পাইয়া তাঁহার মনে সাতিশয় দর্প জন্মে। এই সময় সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার শিবিকা বহন করিত। কালে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া দ্বিজগণকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে, মহাত্মা অগস্ত্য হইতে অজগরত্ব প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ৬ষ্ঠ সংঘর্ষের কারণ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় একদিন মৃগয়ায় যাইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমপদে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার যথোচিত সৎকার করায় তিনি সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। ভগবান্ বশিষ্ঠের শবলা নাম্নী একটী কামধেনু ছিল। বিশ্বামিত্র ঐ কামধেনুর অসামান্য শক্তিদর্শনে লোভপরবশ হইয়া উহা বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ উহা দিতে অসম্মত হওয়ায় রাজা বলপূর্ব্বক সেই ধেনুকে লইয়া যান। লইয়া যাইবার সময় ধেনুর নয়নজল নিপতিত হইতে লাগিল, সে দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাঁহাকে কি মহর্ষি [illegible] ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই ধেনু রক্ষীদিগের হস্ত অতিক্রম করিয়া সবেগে মহর্ষির নিকট গিয়া, কেন তাহাকে রাজভৃত্যগণ লইয়া যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করে। তখন বশিষ্ঠ কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "শবলে! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই, মহাবল এই নৃপতি বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমার তত্তুল্য বল নাই, বিশেষতঃ তিনি রাজা, বলবান্, জাতিতে ক্ষত্রিয়, আবার পৃথিবীর অধিপতি। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই রাজার চতুরঙ্গ সেনা থাকায় ইনি আমা অপেক্ষা বলবান্।" তখন কামধেনু বশিষ্ঠকে বলিলেন, "দেব, আমাকে বলসৃষ্টি করিতে আদেশ করুন—আমি বিশ্বামিত্রের দর্প সংহার করিব।" বশিষ্ঠ তদনুরূপ আদেশ দেওয়ায় সেই ধেনু অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে। ঐ সৃষ্ট সৈন্যদলে [illegible], শক, যবন, কাম্বোজ বর্ব্বরাদি জাতি দেখা দিল। উহাদের সহিত বিশ্বামিত্রের চতুরঙ্গ সেনা পরাজিত হয়। তখন মনঃক্ষোভে বিশ্বামিত্র এক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া হিমালয়শিখরে মহাদেবের আরাধনার্থ তপস্যা অভিনিবেশ করেন। কালে মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাঙ্গো-

পাঙ্গ মন্ত্রসহ রহস্যযুক্ত ধনুর্ব্বেদ দিন। অস্ত্রলাভে বিশ্বামিত্র দৃপ্ত হইয়া পুনরায় বশিষ্ঠাশ্রমে যান। তথায় বশিষ্ঠসহ বিশ্বামিত্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধেও বিশ্বামিত্র পরাভূত হন। তখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্যায় মনঃসংযোগ করেন। যথাকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন। (৪)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ নবম অধ্যায়ে ও হরিবংশের ১৯১ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে প্রথম সংঘর্ষের কারণ রাজসূয়যজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এই মহাক্রতু রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে বশিষ্ঠদেব আড়ি ও মহর্ষি বিশ্বামিত্র বকরূপ ধারণ করায় যে ক্ষত্রিয়নাশন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই রাজসূয় যজ্ঞই তাহার কারণ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিবাদ যে আরও দুই তিনবার হইয়াছিল তাহা মহাভারত হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৭ অধ্যায়ে আছে, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণাজিন পরিয়া তালজঙ্ঘ নামক ক্ষত্রিয়গণকে (৫), অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতি নীপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে এবং ভারদ্বাজ বৈতহব্য ঐল চিত্রায়ুধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে জয় করেন। (৬)

ব্রাহ্মণগণ সহ ক্ষত্রিয়গণের বিরোধ একাদশবারে যে রূপে ঘটিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে এইরূপ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে মাহিষ্মতী পুরীতে কৃতবীর্য্য নামে রাজা বেদজ্ঞ ভৃগুবংশের যজমান ছিলেন। তিনি সামযাগ সমাপনান্তে অগ্রভুক্ ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনধান্যদ্বারা পরিতুষ্ট করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় রাজগণের অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন তাঁহারা ভার্গবগণের প্রচুর ধন আছে জানিয়া যাচকভাবে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হন। ভার্গবদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় ধনক্ষয় না হয়, এই বিবেচনায় উহা ভূগর্ভে নিখাত করেন। কেহ বা ক্ষত্রিয় হইতে ভীত হইয়া স্বীয় ধন বিপ্রসাৎ করেন, কেহ বা কারণা

(৪) রামায়ণ, বালকাণ্ড ৫১-৬৫অঃ।

(৫) তালজঙ্ঘ নামক মহাক্ষত্রিয় একমাত্র মহাত্মা ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন।—মহাভারত অনুশাসন ১৫৩ অধ্যায়।

(৬) মহাভারত অনুশাসন ১৪ অধ্যায়।

ন্তরে বিবেচনায় যাচক ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ ধন দান করেন। এই সময়ে কোন ক্ষত্রিয় লোভপরবশ ও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ভার্গবের গৃহতল খনন করায় বিপুল অর্থ পাইয়া উহা অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের নিকট প্রচার করেন। অর্থলোলুপ ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া শরণাগত ভার্গবগণেরও সমুদয় রত্ন হরণপূর্ব্বক শাণিত শরনিকরদ্বারা প্রাণসংহার করে। এমন কি, ভার্গবগণের গর্ভস্থ বালক পর্য্যন্ত বধ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে ভৃগুকুল উচ্ছিন্নমান হইলে ভার্গবপত্নীরা ভয়ার্ত্তা হইয়া দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতে পলাইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্রাহ্মণী স্বকুলরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ভয়ে এক উরু মধ্যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন গর্ভধারণ করেন। অপরা কোন ব্রাহ্মণী এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ভয়হেতু তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়গণের নিকট গিয়া প্রকাশ করেন। দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রবন্ধুগণ কাল বিলম্ব না করিয়া সেই গর্ভ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীর নিকট যাইয়া দেখেন যে, সেই ব্রাহ্মণী স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমানা হইয়া আছেন। নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়গণ যেমন সেই গর্ভবতী রমণীর উপর অত্যাচার করিবার উপক্রম করিবে, অমনি সেই গর্ভস্থ বালক মাতার উরুভেদ করিয়া মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের দৃষ্টিলোপ করত নির্গত হন।(৭) রাজগণ চক্ষুবিহীন-প্রযুক্ত হতদৃষ্টি হওয়ায় মোহাভিভূত হইয়া দুর্গম পর্ব্বতে ঘুরিতে লাগিলেন। পরে দৃষ্টিলাভাশায় সেই ব্রাহ্মণীর শরণাপন্ন হইলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণী শরণাগত রাজগণকে বলেন "রাজগণ, আমি রোষান্বিত হই নাই, কিংবা আপনাদের দৃষ্টিশক্তিও হরণ করি নাই। পরন্তু আমার উরুজাত ভৃগুবংশীয় এই কুমার বন্ধুগণের বিনাশে আপনাদের উপর কুপিত হইয়া আপনাদের চক্ষু হরণ করিয়াছেন। আপনারা যখন ভার্গবগণের গর্ভস্থবালক পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, আমি তখন অবধি উরুতে এই গর্ভ শতবৎসর

(৭) মৎস্যপুরাণ ও হরিবংশে ইহার উৎপত্তির কারণ অন্যরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আছে যে ব্রহ্মর্ষিজন্মা উর্ব্ব ঋষির উরুভেদ করিয়া ঔর্ব্বের উৎপত্তি হয়। ঔর্ব্ব জাতমাত্র ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হওয়ায়, ব্রহ্মা আসিয়া তাহাকে বড়বামুখাকৃতি সমুদ্রমুখে স্থান দেন। তদবধি তিনি ঔর্ব্বানল নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(হরিবংশ ৪৬ অঃ, মৎস্যপুরাণ ১৭৫ অঃ)

ধারণ করিয়াছি। ষড়ঙ্গসহ সমস্ত বেদ এই বালকের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট আছে। এই বালক পিতৃবধহেতু রুষ্ট হইয়া নিশ্চয় আপনাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইঁহারই দিব্য তেজোবলে আপনাদের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। অতএব আপনারা এই সদ্যোজাত বালককে প্রসন্ন করুন, চক্ষুষ্মান হইবেন।" তখন সেই সেই রাজগণ সদ্যোজাত শিশুকে প্রসন্ন করায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

এই ঘটনার পরে ঔর্ব্ব ত্রৈলোক্যনাশার্থ উগ্র তপস্যায় নিরত হইলে তদীয় পিতৃগণ আসিয়া বলেন, "হে ঔর্ব্ব, তুমি তপোবলে উগ্র হইয়াছ। তোমার প্রভাব আমরা দেখিয়াছি। ক্রোধ ত্যাগ কর। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গবগণের হিংসা করেন, তখন জিতেন্দ্রিয় ভার্গবেরা আপনাদের বধ উপেক্ষা করায়, ভাবিও না যে তাঁহারা তৎপ্রতিবিধানে অসমর্থ ছিলেন। পরমায়ু অতিশয় দীর্ঘ হওয়ায় যখন তাঁহাদের ক্লেশবোধ হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা স্বয়ংই ক্ষত্রিয়দ্বারা ঐরূপে বধাভিলাষ করেন। তাই ভার্গবেরা ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন জন্য গৃহে ধন প্রোথিত করিয়া তাঁহাদিগকে কুপিত করেন। * * যখন তাঁহারা দেখেন, মৃত্যু কোন মতেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহারা সেই উপায়কে শ্রেয়োজ্ঞান করেন। কারণ আত্মঘাতী পুরুষ শুভলোক লাভে অসমর্থ। তাহা ভাবিয়া তাঁহারা আত্মহত্যা করেন নাই। * * * * তাই বলি ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিও না।"

শেষোক্ত ঘটনাটী আবার অনুশাসনপর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—"ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়দিগের যাজ্য, ইহা নিয়তই আছে। দৈবকারণবশতঃ তাঁহারা বিভিন্ন হইবে। তাঁহারা দৈবদণ্ডদ্বারা নিপীড়িত হইয়া গর্ভাবধি ছেদন করত ভৃগুবংশীয়গণের বধসাধন করিবে। তখন ঊর্ব্ব নামে এক মহাতেজস্বী পুরুষ উৎপন্ন হইবেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাশার্থ কোপানল সৃষ্টি করিবেন। তাহাতে সকাননাচল ধরণীমণ্ডল ভস্মসাৎ হইবে। ঔর্ব্ব সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে বহ্নিকে নিক্ষেপ করিয়া কিছুকালের জন্য তাহাকে শান্ত রাখিবেন। তৎপুত্র ঋচীকের নিকট সাক্ষাৎ সমস্ত ধনুর্ব্বেদ উপস্থিত হইবে। দৈবকারণ নিবন্ধন ক্ষত্রিয়গণের অভাবহেতু তিনি সেই ধনুর্ব্বেদ প্রতিগ্রহ

করিয়া পরে উহা তৎপুত্র জমদগ্নিতে সংক্রামিত করিবেন। জমদগ্নি সেই ধনুর্ব্বেদ ধারণ করিবেন। তিনি তোমার বংশ হইতে কন্যাগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বংশের উদ্ভাবনার্থ তাঁহাকে পরিণয় করিবেন। জমদগ্নি তোমার পৌত্রী গাধিদুহিতা সত্যবতীকে লাভ করিয়া তাঁহাতে ক্ষত্রধর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ পুত্র উৎপাদন এবং তোমার বংশে গাধির ঔরসে ধার্ম্মিক মহাতপস্বী বিপ্রকর্ম্মা বিশ্বামিত্র নামক পুত্র প্রদান করিবেন। * * তৃতীয় পুরুষে তোমার বংশে ব্রাহ্মণ হইবে। তুমি শুরুচিত্ত ভার্গবগণের সম্বন্ধী হইবে।"

হরিবংশোক্ত ঔর্ব্ব ও ইনি একই ঋষি বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এই ঔর্ব কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি পাঠে জানা যায় যে, ঔর্ব্ব মাতার উরদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হন। হরিবংশ মতে পিতার উরু হইতে ঔর্ব্বানলের উৎপত্তি। উভয় গ্রন্থে ইঁহাকে অযোনিসম্ভব বলা হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাযশা ঔর্ব্ব মনুকন্যা আরুষীর উরদেশ ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চ্যবন, পিতামহ ভৃগু। চ্যবনমুনিও রোষান্বিত হইয়া রাক্ষসহস্ত হইতে মাতার মুক্তির নিমিত্ত গর্ভ হইতে চ্যুত হন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক, তৎপুত্র জমদগ্নি। ভৃগুবংশের এই বংশলতাসম্বন্ধে পুরাণাবলীর ঐক্য নাই। গ্রন্থান্তরে মহর্ষি ঋচীক সত্যবতীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের সন্তান মহর্ষি জমদগ্নি। জমদগ্নি বিদর্ভরাজদুহিতা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে পরশুরাম জন্মেন।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে (৫৫ অঃ) কুশিক-চ্যবন-সংবাদ-সম্বলিত উপাখ্যান-পাঠে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষসম্বন্ধে এইরূপ একটী ভবিষ্যৎ বাণী পাওয়া যায়। মহর্ষি চ্যবন রাজর্ষি কুশিককে বলিতেছেন,—"পুরাকালে দেবতার শুনিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধহেতু কুলসঙ্কর হইবে। তেজঃসম্পন্ন তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। তাই আমি তোমার বংশনাশার্থ তোমার নিকট আসিয়াছি। কুশিকবংশের উচ্ছেদ কামনায় তোমার বংশদগ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল। তাই তোমার ছিদ্রান্বেষণজন্য এতকাল তোমার কষ্ট দিয়াছি। তোমার মনোভাব বুঝিয়াছি, তুমি ব্রাহ্মণত্ব ও তপস্যা আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে। কুশিক হইতে কৌশিক দ্বিজ জন্মিবে।"

অনুশাসন পর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতে মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশের উচ্ছেদার্থ তদীয় রাজধানীতে শুভাগমন করিয়া তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে যত্নপর ছিলেন। উচ্ছেদের কারণ কুলসঙ্কর পাছে ঘটে—প্রভুর কি দয়া, ভবিষ্যতে কুলসঙ্কর ঘটিবে এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান বংশকর্ত্তার বিনাশ, কোন্ ধর্ম্মসঙ্গত বুঝিলাম না। আমার বিবেচনায় কুলসঙ্কর অর্থে ক্ষত্রিয় হইতে অপক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্বলাভই চ্যবন মুনির দ্বেষের কারণ। প্রথমাংশে (৫৬ অ) আছে, "দৈব-কারণবশতঃ তাঁহারা (ক্ষত্রিয় ও ভার্গবগণ) বিভিন্ন হইবে।" কিন্তু কি কারণে, তাহার উল্লেখ নাই—ইহারই বা কারণ কি? আবার "দৈব কারণ নিবন্ধন ক্ষত্রিয়গণের অভাবহেতু তিনি সেই ধনুর্ব্বেদ প্রতিগ্রহ করিবামাত্র তৎপুত্র জমদগ্নিতে সংক্রামিত করিবেক।" এই বাক্যেরই বা অর্থ কি? ইহা হইতে বুঝা যায়, ক্ষত্রিয়গণের অভাব পূর্ব্বে আর একবার ঘটিয়াছিল। ধনুর্ব্বেদ ঋচীক পাইলেন, আমরা জানি মহর্ষি ভৃগুই ধনুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। (৮) ভৃগু ঋচীকের পূর্ব্বপুরুষ, সুতরাং উহা যে, পিতৃগণ হইতে লাভ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ব্রাহ্মণগণ বরাবরই আগ্নেয়াস্ত্র নিজেদের হস্তে রাখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও পুরাণাবলীতে যথেষ্ট আছে। বড়বানলের সৃষ্টিবিষয়ক ব্যাপারটা কি? উহাও বোধ হয় একরূপ আগ্নেয়াস্ত্র, যাহার প্রয়োগ প্রতিসংহারাদি ভার্গববংশীয় ঔর্ব্বের জানা ছিল। "গর্ভাবধি ছেদন" বিধি যুদ্ধবিগ্রহের অঙ্গ। পরাজিতগণের উপর এরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুরতা জগতের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা জগতের সহিত যাইবে। যেমন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণীর গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক গর্ভজাত শিশু হনন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, তদ্রূপ ভগবানের অবতার পরশুরামও তাহার নিক্তি ওজনে শোধ লইয়াছিলেন—

"গর্ভস্থং মাতৃক্রোড়স্থং শিশুং বৃদ্ধঞ্চ মধ্যমম্।
জঘান ক্ষত্রিয়ং রামঃ প্রতিজ্ঞাপালনায় বৈঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ৪০ অঃ)

দ্বাদশ বারে ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ যে জন্য ঘটে, তাহা মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১৭৭ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব কল্মাষপাদ রাজা

(৮) বিষ্ণু.পু. ৩৬।

একদা মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বশিষ্ঠতনয় শক্তি তাঁহার পথরোধ করায়, তিনি তাঁহাকে পথ হইতে অপসৃত হইতে আদেশ করেন। শক্তি তাহা পালন না করায় রাজা মোহবশে তাঁহাকে কশাঘাত করেন। তন্নিবন্ধন মুনি তাঁহাকে "রাক্ষস হইবি" বলিয়া শাপ দেন। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ রাজার যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া যখন রাজা ও শক্তি, ঐরূপ পথ লইয়া বিবাদ করিতেছেন, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপতির ভাব বুঝিয়া কিঙ্করনামা জনৈক আজ্ঞানুবর্ত্তী রাক্ষসকে রাজশরীরে আবিষ্ট হইতে আদেশ করেন। রাজা রাক্ষসাক্রান্ত হওয়ায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ বিনাশ করেন। এই সময় তিনি বশিষ্ঠের শক্তি-প্রমুখ শতপুত্রের মাংস ভক্ষণ করিয়া নিদারুণ ক্ষুধার উপশম করেন। বশিষ্ঠের এবংবিধ সর্ব্বনাশ যে বিশ্বামিত্রের উত্তেজনায় ঘটিয়াছিল, তাহাও মহামুনি জানিতেন।

এতদ্ভিন্ন আরো তিনটী সংঘর্ষের কথা মহাভারত ও রামায়ণে উল্লেখ আছে। তাহা এই—

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৩৫০অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, দণ্ডক নৃপগণের রাজ্য ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ইহার বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়:—বৈবস্বত মনুতনয় ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র জন্মে, সর্ব্ব কনিষ্ঠটি মূঢ় ও মূর্খ হওয়ায় জ্যেষ্ঠদিগকে মান্য করেন নাই। অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইহা ভাবিয়া ইক্ষ্বাকু তাঁহার নাম দণ্ড রাখিলেন। বিন্ধ্য ও শৈবাল পর্ব্বতের মধ্য ভাগে তাঁহার রাজ্য হইল। দণ্ড সেই মনোরম পর্ব্বতপ্রদেশে রাজা হইয়া মধুমন্ত নামে একটী উত্তম নগর স্থাপনপূর্ব্বক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। এইরূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া সপুরোহিত রাজা দণ্ড, স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ ঐ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা একদিন মধুর চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি আশ্রমে ছিলেন না, তাহার অনুপম রূপলাবণ্যবতী কুমারী কন্যা অরজা বনভূমিতে বেড়াইতেছিল। রাজা দণ্ড ঐ কন্যারত্ন দেখিতে পান। দেখিয়াই কামে উন্মত্ত হইয়া তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিলেন ও

পরে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। অরজা আশ্রমের অনতিদূরে বনমধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক ক্রন্দন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে দেবসন্নিভ জনকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিষ্যমুখে অরজা-বৃত্তান্ত শুনিয়া, শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিলেন এবং অরজাকে দীনা, ধূলি-ধূসরিতা ও প্রত্যূষসময়ে গ্রহগ্রস্তা জোৎস্নার ন্যায় দেখিলেন। ঋষি একে ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, তাহাতে আবার কন্যার তাদৃশী দুর্দ্দশা দেখিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভিশাপ দিলেন, "দুর্ম্মতি রাজা দণ্ড পাপাচারী—সপ্তরাত্রের মধ্যে পুত্র সৈন্য ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ পাংশু বর্ষণ করিয়া এই দুর্ম্মতির রাজ্যের শত যোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। যত দূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজ্য বিস্তৃত আছে, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী অঙ্গার-বর্ষণে বিনষ্ট হইবে" তিনি স্বীয় আশ্রমস্থ জনগণকে রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া অবস্থিতি করিতে বলিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মর্ষির বাক্য শুনিয়া সেই আশ্রম ছাড়িয়া দণ্ড রাজ্যের সীমার বাহিরে যাইয়া বাস করিলেন। তখন তিনি কন্যাকে সেইস্থানে রাখিয়া নিজ বাসজন্য অন্যত্র যান। সেই ব্রহ্মর্ষির বাক্যমত রাজা দণ্ডের সমগ্র রাজ্য, ভৃত্য বল ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্র মধ্যে ভস্মসাৎ হইল। সত্যযুগে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের রাজ্য সেই দুরাত্মার অপরাধবশতঃ ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়। তদবধি ঐ স্থান দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হইল।

(রামায়ণ উত্তর ৯২-৯৫)

সূর্য্যবংশীয় সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাশ্ব রাখিতে ষাট হাজার পুত্রকে নিয়োগ করেন। রাক্ষস মূর্ত্তি ধরিয়া ইন্দ্র ঐ যজ্ঞাশ্বটী হরণ করিয়া পাতালে লইয়া যান। পিতা যজ্ঞাশ্বের হরণবৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্রগণকে পৃথিবী খুঁড়িয়া পাতাল হইতে অশ্বের উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। পিতার আদেশমত প্রত্যেকে এক যোজন করিয়া পৃথিবী খুঁড়িয়া পাতালে অশ্ব আনিতে যান। তথায় তাঁহারা কপিলদেবের নিকট যজ্ঞীয় অশ্বটী দেখিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞদ্বেষ্টা ভাবিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করায়, তাঁহার হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হন। (রামায়ণ, বালকাণ্ড ৪৩-৪৪ সর্গ, ভারত, বন ১০৭ অ০)

রাজর্ষি নৃগ ব্রাহ্মণভক্ত ও মহাযশস্বী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বারংবার

শত সহস্র, শত শত অষ্টশত ও অযুত গো দান করিয়াছিলেন। কোন সময় পুষ্করতীর্থে ইনি এক কোটি গাভী সম্প্রদান করেন, তাহাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা ধেনু দৈবাৎ সেই গাভী সকলের সহিত প্রদত্ত হয়। যাহার ধেনু হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ দেশ দেশান্তরে আপন গাভী অন্বেষণ করিতে করিতে কনখল দেশে এক পণ্ডিতের গৃহে সেটীকে দেখিতে পান। দেখিয়া ডাক দিবামাত্র গাভীটী পূর্ব্বস্বামীর অনুসরণ করিল। তখন যে সেটীকে পালন করিতেছিল, সে কহিল, "এ গাভী আমার, মহাত্মা নৃগ নৃপতি দিয়াছেন।" বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়ে নৃগ রাজার নিকটে যান। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায়, উভয়েই কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "আমরা প্রয়োজনবশতঃ অর্থী হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তুমি রাজা হইয়া আমাদিগকে দেখা দিলে না, অতএব তুমি ক্লকলাস হও, ক্লকলাস হইয়া বহু বহু সহস্র বর্ষ গর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজীবে অদৃশ্য হইয়া বাস কর। কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষ্ণু মনুষ্যবিগ্রহধারী হইয়া বাসুদেব নামে যদুকুলে উৎপন্ন হইবেন, পৃথিবীর ভার হরণে অবতীর্ণ সেই নর-নারায়ণ ঋষিই তোমাকে শাপ মুক্ত করিবেন।" (রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ৫৩ অধ্যায়; মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ১৭০ অধ্যায়) রাজর্ষি নৃগ ব্রহ্মশাপনিবন্ধন ক্লকলাস হইলেন। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ১৭২ অধ্যায়ে নৃগ রাজার এইরূপ দুর্দ্দশা কারণ যে অজ্ঞানতা "তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে আছে "মহাত্মা নৃগ নৃপতি একমাত্র অজ্ঞানরূপ অপরাধবশতঃ মহদ্দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন।" আবার উক্ত মহাগ্রন্থের অনুশাসনপর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে আছে, 'রাজর্ষি নৃগ মহামখে ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করিয়া অনর্থক ক্লকলাসত্ব প্রাপ্ত হন।" বাস্তবিক ধরিতে গেলে এ বিষয়ে রাজর্ষির কোন দোষ নাই। রাজর্ষি যখন কৃষ্ণের নিকট তাহার অপরাধ সম্বন্ধে নিবেদন করিতেছেন, তখন ও তিনি বলিয়াছেন "প্রোষিত অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের একটী গো পরিভ্রষ্ট হইয়া আমার গো-ধন মধ্যে পরিভ্রষ্ট হয়। আমার পশুপালগণ সেই গোকে আমার গো সমূহ মধ্যে সংখ্যা করে। আমি পরলোকের ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই গোদান করি।" ইহা হইতে রাজার দোষ কিরূপে বুঝা যায়—সহস্র

গো মধ্যে কোনটী রাজার, কোনটী অপরের তাহা রাজা কি করিয়া বলিবেন? তাঁহার পশুপালের উহা বলিতে পারা সম্ভবপর। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের রোষ কি ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল? তবে কর্ম্মচারীর দোষে অনেক সময়ে কর্ত্তাকে বিপন্ন হইতে হয়। এ স্থলে নৃগ নৃপতি তাহার উদাহরণস্থল। গো অর্থে পৃথিবী সুতরাং ভূমি খণ্ড ভাবিয়া লইলে ইহার অর্থ অনুরূপ দাঁড়ায়। কোন ব্রাহ্মণের ভূসম্পত্তি লইয়া এইরূপ রাজার অনর্থ ঘটা সম্ভবপর নহে কি?

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ কেবল পরশুরামের সময়ে হইয়াছিল এমন নহে। ভগবান্ পরশুরামের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে উহাদের বিবাদ-বিসংবাদে মধ্যে মধ্যে ভারতের শান্তিভঙ্গ হইত। যতক্ষণ না একদল বিজিত হইত, ততক্ষণ এই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। একাদশবারের যুদ্ধে কৃতবীর্য্য সন্তানগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করেন,—তাহার কারণও সুস্পষ্টভাবে মহাভারতে লিখিত আছে। ভার্গবেরা স্বেচ্ছায় যে ঐ গোলযোগ বাঁধাইয়াছিলেন, তাহাও ঔর্ব্বের পিতৃগণ-মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বৈরতা যে শতবর্ষব্যাপী ছিল, তাহার প্রমাণও ঔর্ব্বের মাতৃগর্ভে শতবর্ষকাল স্থিতি হইতে বুঝা যায়। ইহার পরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে আর একবার ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল—তাহার নায়ক পরশুরাম, প্রতিনায়ক কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন। পরশুরাম মহর্ষি ভৃগু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ ও ঔর্ব্ব হইতে চতুর্থ, কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য সোমদেব হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ। সোমদেবের পিতা মহর্ষি অত্রি মহর্ষি ভৃগুর অনুজ। উভয়েই ভগবান্ কমলযোনির মানসপুত্র ও প্রজাপতি। আবার মিথিলাপতি গাধিরাজ সোমদেব হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ। বিশ্বামিত্র এই নরপাল গাধির পুত্র, পরশুরামজনক মহামুনি জমদগ্নির মাতুল। রামায়ণমতে অযোধ্যাধিপ অম্বরীষ গাধির সমসাময়িক(৯)। ভাগবত মতে অম্বরীষ ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন বিংশ পুরুষ। অম্বরীষ ভ্রাতা পুরুকুৎস গাধির মাতামহ। (১০) এদিকে তালজঙ্ঘ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পৌত্র,

(৯) রামায়ণ বালকাণ্ড ৬১ অঃ।

(১০) হরিবংশ ২৭ অ০ ভাগ০ ৯।১৫ অঃ।

র্ষি ঔর্ব ইহাকে সংহার করেন। (১১) আবার এই মহর্ষিই নরপতি সগরের গুরু, সগর সূর্য্যবংশীয় পুরুকুৎস হইতে অধস্তন উনবিংশ পুরুষ।

এই সকল বিষয় হইতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পৌরাণিক সময় নির্দ্ধারণ বড় সুকঠিন। তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে যে সময়ে সময়ে বিবাদ ঘটিত, ইহাই বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রহস্য উদ্ঘাটন অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কুটুম্বিতা ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বিশেষতঃ ভার্গববংশীয় ব্রাহ্মণগণসহ ক্ষত্রিয়গণ যে বৈবাহিক সূত্রে গ্রথিত হইতেন, তাহার প্রমাণ পুরাণাবলীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। তিনি চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির করে স্বীয় কন্যা দেবযানিকে দান করেন। ভৃগুতনয় চ্যবন মনুকন্যা আরুষীকে এবং শর্য্যাতি রাজ সুকন্যাকে বিবাহ করেন। ভার্গব ঋচীক রাজর্ষি কুশিকতনয়া সত্যবতীকে এবং ঋচীকতনয় জমদগ্নি বিদর্ভরাজদুহিতা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ভার্গববংশীয় ব্রাহ্মণেরাই যে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতেন, এমন নহে, মহর্ষি সৌভরী, অগস্ত্য প্রভৃতি উদারধী লোকপূজিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তনয়া বিবাহ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণবংশের বিস্তার করিয়াছেন। এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ বরাবর অতীব ঘনিষ্ঠ ছিল। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধনিবন্ধন, বিবাদ-বিসংবাদ, পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, আত্মবিগ্রহাদি যে ঘটিত না, তাহা ভাবাই ভুল। কারণ মানবপ্রকৃতি সকল সময়েই একরূপ। "কাল-মাহাত্ম্যের দোহাই" সদ্বিবেচকগণ স্বীকার করিতে পারেন না। সত্যযুগে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ বা জ্ঞাতিত্বনিবন্ধন জ্ঞাতিবিরোধ, স্বার্থহানিভয়ে পরস্পর বৈরতা ঘটিত না, তাহা কখন স্বীকার্য্য নহে। তবে আজ কাল যত বাড়াবাড়ী, মাত্রাধিক্য, তখন ততটা না থাকিতে পারে কিন্তু একেবারে ছিল না, একথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মানিবেন না। কারণ জগতে যাহা একদিন ছিল, তাহা সর্ব্বকালই থাকিবে, যাহা নাই তাহা আসিবে কোথা হইতে? বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আরম্ভ—প্রমাণ দেবাসুরের যুদ্ধ। স্বার্থের জন্য সকলেই ব্যস্ত—প্রমাণ সমুদ্রমন্থন। এই সমুদ্র-মন্থনকালে দেবা-

(১১) হরিবংশ ১৩ ও ১৪ অ০, বিষ্ণু পু০ ৪।৩, মহাভারত অনুশাসন ১৫৩ অ০।

সুরের যত্ন ও অধ্যবসায় সমান থাকিলেও দেবগণ অমৃত পাইলেন, অসুরেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। উভয় দলের পরিশ্রমলব্ধ ধনে উভয়ের সমান স্বত্ব থাকা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত। দেবগণ কি তাহা পালন করিয়াছিলেন? দেবরাজ ইন্দ্র কোন্ ধর্ম্মমতে দিতিতনয় মরুৎদেবকে ৪৯শ খণ্ডে বিভক্ত করেন? কেনই বা দৈত্য দানবগণকে স্বর্গের সিংহাসনের ভাগ দিতে কুণ্ঠিত? এই সকল ঘটনাবলী কি সত্য যুগের নহে? তখন কি চতুষ্পাদ ধর্ম্ম জগতে বিরাজিত ছিল না? তবে কেন এমন ঘটনা ঘটিত? স্বার্থতরে দেবগণও কেন বৈমাত্রেয়গণকে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না? ইহার যথার্থ যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত সদুত্তর দেওয়া—দেবগণের দোষ ক্ষালন করা, আমার মতে সুকঠিন। গোড়ামী করিলে নাচার। তাই ভাবি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ মাতামহদত্ত কোন স্বত্ব লইয়া যে হইত না, বা জাতিত্ব-নিবন্ধন ঘটিত না, তাহাই বা কি করিয়া বুঝিব? আবার রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতা থাকায় কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা রাজ-আত্মীয়গণের বিসদৃশ আচার-ব্যবহারে তৎকালে শান্ত জনপদমধ্যে অশান্তির অনল জ্বলিত না বা জ্বলন সম্ভবপর ছিল না, তাহাই বা ভাবি কি রূপে? যাহা হউক এরূপ কোন না কোন কারণে ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণে বিবাদ ঘটিলে সাধারণে বর্ণশ্রেষ্ঠের দোষ স্বীকার করিতে সাহসী হইত না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা পাপের ভয় দেখাইয়া সাধারণের মুখবন্ধ করিয়াছিলেন। আবার, তাঁহারাই পুরাণকার ছিলেন, সত্যাসত্য প্রকাশ, আত্মদোষগোপন, পরের কার্য্যে দোষারোপ প্রভৃতি স্বার্থরক্ষার অঙ্গনিচয় যে তাঁহারা উপেক্ষা করিতেন, ইহা অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত নহে। আজ কালের ঐতিহাসিকগণ (অবশ্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কথা স্বতন্ত্র) কি সকল সত্যই লিপিবদ্ধ করেন? দোষের কোনটাও কি বাদ দিতে ভুলেন না? তাহা সহৃদয়মাত্রেই বুঝিয়া লউন। সেইরূপ মানবপ্রকৃতি পৌরাণিক কালে ছিল না, ইহা কখন স্বীকার করা যায় না। মানব সর্ব্বকালই মানব। প্রকৃতি তাঁহার সহজাত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ সুকঠিন। তাই বলি পুরাণে স্বার্থসম্বন্ধীয় ঘটনায় বিবৃতি সন্দেহমূলক—সংশয়াত্মক। যাহা হউক, যখন উহাতে ক্ষত্রিয়ের দোষ লিখিত আছে, তখন ক্ষত্রিয়ের দোষে এইরূপ সমাজে মধ্যে মধ্যে বিগ্রহ ঘটিত, অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে। মূলতঃ প্রাধান্য লইয়াই ঘটিত। স্বার্থে হানি পড়িলে মানবের চীৎকার স্বতঃসিদ্ধ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ষোড়শ সংঘর্ষসম্বন্ধে প্রায় সকল পুরাণই অল্পবিস্তর উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে যে মতান্তর নাই, ইহা কি করিয়া বলিব? যাহা হউক, উহার সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আগে সকল মতামতগুলি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতেছি; তাঁহারাই নিরপেক্ষভাবে ঐ সকল পাঠ ও পাঠান্তর হইতে ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছিল, বুঝিয়া লইবেন।

এই ষোড়শ সংঘর্ষের নায়ক :পরশুরাম। ইনি যে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে ব্রাহ্মণ-পিতার ঔরসে ও ক্ষত্রিয়া জননীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে পুরাণাবলীর মতভেদ নাই। তবে অবতারের সংখ্যা লইয়াই কিঞ্চিৎ গোলমাল ও মাতামহের নাম লইয়া সামান্য মতান্তর দৃষ্ট হয়। অবতারসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ইনি ভগবানের ষোড়শ অবতার, মৎস্য পুরাণাদি মতে ষষ্ঠ।

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২০)

"একোনবিংশ্যাং ত্রেতায়াং সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃদ্বিভুঃ।
জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ॥" (মৎস্য ৪৭।২৪৪)

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্ব ৫৬ অধ্যায়ে মহর্ষি চ্যবন কুশিক নরপতিকে বলিতেছেন যে, "ঋচীকতনয় জমদগ্নি তোমার পৌত্রী গাধি-দুহিতাকে লাভ করিয়া তাঁহাতে ক্ষত্রধর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণপুত্র উৎপাদন করিবেন।" আবার বনপর্ব্বে ১১৬ অধ্যায়ে আছে, "মহামুনি জমদগ্নি প্রসেনজিতের নিকট, রেণুকাকে প্রার্থনা করায় নৃপতি তাঁহাকে কন্যাদান করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু, ও রাম নামে পাঁচটী পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণে ৪।৭।১৭ আছে, "জমদগ্নি ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে অশেষ ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদকারী সকললোকগুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরামকে উৎপাদন করেন। হরিবংশ ২৭শ অধ্যায়ে আছে, ইক্ষ্বাকু বংশে রেণু নামে খ্যাত এক বিখ্যাত নরপতি ছিলেন।" তাহার কন্যার নাম কামলী রেণুকা কামলীর গর্ভে জমদগ্নির এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র সমস্ত

বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষত্রিয়হন্তা রাম এই নামে বিখ্যাত।" কালিকা-পুরাণ ৮৫ অধ্যায় পাঠে জানা যায়, "মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং জয় করিয়া বিদর্ভ রাজদুহিতা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব ও বিশ্বাবসু নামে তাঁহাদের চারিটী পুত্র জন্মে। পরে সমস্ত দেবগণ কার্ত্তবীর্য্যবধের জন্য মধুসূদনের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।"

উদ্ধৃত অংশনিচয় হইতে ভগবান্ পরশুরামের অবতারত্ব তথা মাতৃত্ব সম্বন্ধে মতবৈষম্য দর্শিত হইল। এক্ষণে পুরাণাবলী হইতে ইহার কার্য্যাদি উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিসময়ে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভগবান্ পরশুরাম ক্রোধপরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিসম তেজস্বী রাম স্বভুজবীর্য্যবলে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের রুধিরে স্যমন্তপঞ্চকে পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন।

(মহাভারত আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়।)

(২) পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। (ঐ ৬৪ অঃ)

(৩) পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশু দ্বারা হৈহয়দেশাধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। • • তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে ভূমণ্ডল জয়ার্থ বাহির হইয়া ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক মহাস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন। সেই মহাত্মা বিবিধ অস্ত্রদ্বারা একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

(মহাভারত, আদি, ১০৪ অধ্যায়।)

(৪) জামদগ্ন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লোকে যাহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইঁহারা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (মহা, সভা, ১৩ অঃ)

(৫) ঋচীকনন্দন রাম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক সেই দিব্য কার্ম্মুক লইয়া অযোধ্যায় আসিলেন। (মহা. বন. ৯৯ অঃ)

(৬) প্রথমতঃ তিনি কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে সংহার করিলেন। যে

সকল ক্ষত্রিয়েরা যাহাদিগের অনুগত ছিল, রাম তাহাদিগের সমুদায়কেই নিপীড়িত করিলেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্যমন্তপঞ্চককে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে পরিণত করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি রামকে ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ করিলেন। • • • অমিততেজা রাম এইরূপে পৃথিবী জয় করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৬-৭ অঃ)

(৭) পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষী হইবে, তাহাকে বিনাশ করিব। (মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৮ অঃ।)

(৮) হে ভার্গব, "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি," বহুকাল হইতে আপনি যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শুনুন; তৎকালে ভীষ্ম বা তৎসদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই জলিত হইয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ কলেবর ক্ষত্রিয়সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদনে সমর্থ, সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এখন জন্মিয়াছে, হে রাম, সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই।"

(মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৯ অ০)

(৯) গঙ্গা কহিলেন,—হরবিক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুলসংহারকারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই যে, তাহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ! (মহা০ উদ্যোগ ১৮০ অঃ)

(১০) অতুলবলশালী ভৃগুনন্দন রামসহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জ্ঞাতিবান্ধবসহ সমরে নিহত হইয়াছেন।

(মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৫ অঃ)

(১১) পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম বারংবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কারপূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভব সসাগরা ধরাকে দক্ষিণাস্বরূপ সম্প্রদান করেন। (মহাভারত, শল্যপর্ব্ব ৪০ অঃ)

বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষত্রিয়হন্তা রাম এই নামে বিখ্যাত।" কালিকা-পুরাণ ৮৫ অধ্যায় পাঠে জানা যায়, "মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং জয় করিয়া বিদর্ভ রাজদুহিতা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব ও বিশ্বাবসু নামে তাঁহাদের চারিটী পুত্র জন্মে। পরে সমস্ত দেবগণ কার্ত্তবীর্য্যবধের জন্ত মধুসূদনের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।"

উদ্ধৃত অংশনিচয় হইতে ভগবান্ পরশুরামের অবতারত্ব তথা মাতৃত্ব সম্বন্ধে মতবৈষম্য দর্শিত হইল। এক্ষণে পুরাণাবলী হইতে ইহার কার্য্যাদি উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিসময়ে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভগবান্ পরশুরাম ক্রোধপরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিসম তেজস্বী রাম স্বভুজবীর্য্যবলে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের রুধিরে স্যমন্তপঞ্চকে পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন।

(মহাভারত আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়।)

(২) পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। (ঐ ৬৪ অঃ)

(৩) পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশু দ্বারা হৈহয়দেশাধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। • • তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে ভূমণ্ডল জয়ার্থ বাহির হইয়া ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক মহাস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন। সেই মহাত্মা বিবিধ অস্ত্রদ্বারা একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

(মহাভারত, আদি, ১০৪ অধ্যায়।)

(৪) জামদগ্ন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লোকে যাহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইঁহারা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (মহা, সভা, ১৩ অঃ)

(৫) ঋচীকনন্দন রাম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক সেই দিব্য কার্ম্মুক লইয়া অযোধ্যায় আসিলেন। (মহা. বন. ৯৯ অঃ)

(৬) প্রথমতঃ তিনি কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে সংহার করিলেন। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা যাহাদিগের অনুগত ছিল, রাম তাহাদিগের সমুদায়কেই নিপীড়িত করিলেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্যমন্তপঞ্চককে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে পরিণত করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি রামকে ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ করিলেন। • • • অমিততেজা রাম এইরূপে পৃথিবী জয় করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৬-৭ অঃ)

(৭) পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষী হইবে, তাহাকে বিনাশ করিব। (মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৮ অঃ।)

(৮) হে ভার্গব, "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি, "বহুকাল হইতে আপনি যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শুনুন; তৎকালে ভীষ্ম বা তৎসদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই জ্বলিত হইয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ কলেবর ক্ষত্রিয়সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদনে সমর্থ, সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এখন জন্মিয়াছে, হে রাম, সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই।"

(মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৯ অ০)

(৯) গঙ্গা কহিলেন,—হরবিক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুলসংহারকারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই যে, তাহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ! (মহা০ উদ্যোগ ১৮০ অঃ)

(১০) অতুলবলশালী ভৃগুনন্দন রামসহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জ্ঞাতিবান্ধবসহ সমরে নিহত হইয়াছেন।

(মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৫ অঃ)

(১১) পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম বারংবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কারপূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভব সসাগরা ধরাকে দক্ষিণাস্বরূপ সম্প্রদান করেন। (মহাভারত, শল্যপর্ব্ব ৪০ অঃ)

(১২) সেই মহাত্মা একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া এক্ষণে সেই ক্রূর কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন। (শান্তিপর্ব্ব ৪৮ অঃ)

(১৩) যদি রাম শস্ত্রানলে সমস্ত ক্ষত্রিয়বীজই দগ্ধ করিয়াছিলেন, তবে কি প্রকারে তাহার পুনরায় উৎপত্তি হইল? অপিচ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় সুমহৎ রথযুদ্ধে নিহত হইয়া যে স্ব স্ব শরীরদ্বারা মহীতল সমাকীর্ণ করিল, মহাত্মা ভগবান্ রাম একাকী কিরূপে তাদৃশ ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিলেন? আবার কিরূপেই বা বৃদ্ধি পাইল? (মহাশান্তি ৪৮ অঃ)

(১৪) ঋচীকপুত্র তপোনিধি জমদগ্নির এক সুদারুণ পুত্র উৎপন্ন হইল। বয়ঃপ্রাপ্তে সেই পুত্রই প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ তেজস্বী ও ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ক্ষত্রিয়হন্তা রামনামে প্রথিত হন। (মহা- শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অঃ)

(১৫) পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া "আমি এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করতঃ শস্ত্রগ্রহণ ও বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক অচিরে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র ও পৌত্রাদি সমস্ত বিনাশ করেন। ক্রোধ-দৃপ্ত রাম সহস্র সহস্র হৈহয়বংশীয়গণের সংহারপূর্ব্বক তাহাদের শোণিতদ্বারা মহীতল কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করত অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া বনে প্রবেশ করেন। বনে তাঁহার কয়েক সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইলে বিশ্বামিত্রের পৌত্র রৈভ্য-পুত্র মহাতপা পরাবসু জনসমাজমধ্যে নিন্দাপূর্ব্বক কহিলেন, "রাম! স্বর্গচ্যুত যযাতি রাজার পুনঃস্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তদুপলক্ষে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি যে সকল নরপতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নয়? তুমি যে জনসমাজে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছিলে, তোমার সেই প্রতিজ্ঞাই মিথ্যা। যে হেতু পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; বুঝিলাম তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয় বীরগণের ভয়ে এই পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ। কোপনস্বভাব রাম পরাবসুর এইরূপ নিন্দাবাদশ্রবণে অত্যন্ত অবমাননা বোধ করত পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে রামের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সময় পৃথিবীশ্বর হইয়াছিলেন। ভার্গব অবিলম্বে তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের বালক পুত্র পৌত্রাদি যাহা ছিল, তৎসমস্ত সংহার করিলেন। অনন্তর যাহারা গর্ভস্থ ছিল, সেই সকল ক্ষত্রিয় বালকদ্বারা পুনরায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি আবার তাহাদিগকে নিহত করিলেন। এইরূপ যতবার ক্ষত্রিয় সন্তান উৎপন্ন হয়, রাম তত বারই সংহার করেন। পরন্ত সেই সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়স্ত্রী অতিশয় কৌশলদ্বারা নিজ নিজ শিশুসন্তানগণকে রক্ষা করেন। এদিকে মহাপ্রভব রামও ক্রমশঃ এক বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দক্ষিণা-উপলক্ষে মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করেন। কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বালকদিগের রক্ষার্থে স্রুক্‌পাণি হইয়া উহা প্রতিগ্রহ করতঃ কহিলেন; রাম এক্ষণে এই-সমস্ত পৃথিবী আমার হইয়াছে, অতএব ইহাতে কদাচ তোমার আর বাস করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি শীঘ্র দক্ষিণসাগরকূলে যাও। (মহা০শান্তি০ ৪৯ অঃ)

(১৬) "আমি ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইব এবং তৎকালে সমৃদ্ধিশালী বলবাহনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণকে উৎসাদন করিব।" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯ অধ্যায়।)

(১৭) অন্তঃপুরস্থিত বৎস পরশুরাম কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে শুনিয়া ধর্ষণ ও রোষসমন্বিত কার্ত্তবীর্য্যসুত সকল হত হয়। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবল কার্ত্তবীর্য্য রোষবশতঃ সংগ্রামে জমদগ্নিতনয় রামকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। (মহাভারত শান্তি ৩৬০ অঃ)

(১৮) পূর্ব্বে মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া রামকে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কর যে তীক্ষ্ণধার পরশু প্রদান করেন, মহারণে চক্রবর্ত্তী নৃপতি কার্ত্তবীর্য্য তদ্দ্বারা নিহত হন। অক্লিষ্টকর্ম্মা জামদগ্ন্য রাম যদ্দ্বারা একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন, সেই দীপ্তধার অতিরৌদ্রমুখ সর্পকণ্ঠাগ্র প্রদীপ্তবহ্নি-শিখোপম পরশু শূলপাণির সমীপে ছিল। (মহাভারত অনুশাসন ১৪ অঃ)

(১৯) পুরাকালে তীব্র রোষান্বিত জামদগ্ন্য রাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন ৮৪ অঃ)

(২০) রাম এইরূপে একবিংশতিবার সেই যুদ্ধযজ্ঞ সম্পন্ন করিলে পরি-শেষে দৈববাণী হইল "রাম, তুমি বারংবার এই ক্ষত্রবন্ধু সকলকে বিনষ্ট করিয়া কি গুণ অবলোকন করিতেছ? তাত! তুমি এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত

হও।" তখন ঋচীক প্রভৃতি পিতামহগণও সেই মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধে ক্ষান্ত না হইয়া ঋষিসকলকে কহিলেন "হে পিতামহগণ এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করা আপনাদের অনুচিত।" পিতৃগণ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠপ্রবর, এই ক্ষত্রবন্ধু সকল তোমার বধের যোগ্য নহে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়বধ করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।" (মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ২৯ অঃ)

(২১) রাম তুমি ইহা (যোগাপেক্ষা সুখকর আর কিছুই নহে) বিশেষরূপে বিদিত এবং ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি শ্রেয়ো লাভ করিবে। (মহা, অশ্বমেধ ৩১১অঃ)

(২২) পরশুরাম ক্ষত্রকুলান্তকারী। • • • • পিতৃবধনিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রকুল কি নির্ম্মূল করিবেন ? (১২) পূর্ব্বে (একবার) ক্ষত্রকুল সংহার করিয়া (১৩) ইঁহার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে কি পুনর্ব্বার সেই বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। (রামায়ণ বালকাণ্ড ৭৪।১৭ ২২)

(২৩) ভার্গব জমদগ্নি রেণুকা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ঋষির বসুমৎ প্রভৃতি পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের যিনি কনিষ্ঠ হইয়া উৎপন্ন হন, তিনি রাম নামে বিখ্যাত; তিনি হৈহয়দিগের কুলনাশ করেন, তাঁহাকে বাসুদেবের অংশ কহিয়া থাকে। তিনি এই পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ক্ষত্রিয়গণ রজঃ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন ; সুতরাং পৃথিবীর মহদ্ ভার হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহাদের অপরাধ অল্প হইলেও রাম তাঁহাদিগকে সংহার করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৫ অঃ)

(২৪) ক্ষত্রকুল অনিষ্টকর হওয়াতে পিতৃবধকে হেতু করিয়া তাহাদিগের শোণিতে ব্রহ্মদ্বেষীদিগের ভয়াবহ এক ভয়ানক নদী করিলেন। প্রভু একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চক প্রদেশে নয়টী শোণিতসলিল হ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত-৯ম স্কন্ধ ১৬ অধ্যায়)

(২৫) কামলীর গর্ভে জমদগ্নির একপুত্র জন্মে। ঐ পুত্র সমস্ত বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষত্রিয়হন্তা রাম এই নামে বিখ্যাত।

(হরিবংশ ২৭শ অধ্যায়)

(২৬) জামদগ্ন্য অবতারে ভগবান্ রামরূপ ধরিয়া সহস্রবাহু রণদুর্জ্জয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিপাতিত করেন। • • • তিনি এক পরশুসহায়ে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়সমাকীর্ণ এই পৃথিবী একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন।

(হরিবংশ ৪১ অধ্যায়)

(২৭) হৈহয় কার্ত্তবীর্য্য যিনি ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সমরে সহস্র বাহু লাভ করিয়া ঘোরতর দর্পিত ও সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হন, রেণুকাগর্ভসম্ভূত জমদগ্নিতনয় তাঁহাকে নিহত করেন।

(হরিবংশ ১০৫ অধ্যায়)

(২৮) জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে অশেষ ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদকারী সকললোকগুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরামকে উৎপাদন করেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৭।১৭)

(২৯) রামচন্দ্র বিবাহান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে সকল ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী অশেষ হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪।৪৩)

(৩০) জগৎপ্রভু হরি জামদগ্ন্য রামরূপে আবির্ভূত হইয়া একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার ও কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে অবস্থান করিলেন। (গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১৪৬অঃ)

(৩১) পিতার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে ক্রোধাভিভূত হইয়া পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়শোণিত দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পঞ্চকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পিতৃতর্পণ করেন।

(অগ্নিপুরাণ ৪ অধ্যায়)

(৩২) পরশুরাম দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন।"

(অগ্নিপুরাণ ২৮৬ অধ্যায়)

(১২) পরশুরাম পিতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধভরে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন—পাঠান্তর রামায়ণ বালকাণ্ড ৭৪ সর্গ।

(১৩) "হৈহয়গণ কর্ত্তৃক পিতৃনিধনে জাতক্রোধ হইয়া ইনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।" পাঠান্তর—জাতাজাত ক্ষত্রিয় বধ করেন। গর্ভস্থ শিশুও ছাড়েন নাই। রামায়ণে "একুশ" বার নাই, অনেকবার আছে। (রামায়ণতত্ত্ব ১ ভাগ ৪৪ পৃষ্ঠা)

(৩৩) রাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, অর্জ্জুনতনয়গণকর্ত্তৃক পিতা নিদারুণভাবে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া, প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের রাজধানীতে যাইয়া কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র ও পৌত্রগণকে সংহার করিয়া পৃথ্বী ক্ষত্রশূন্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পিতৃদেহে ২১টী অস্ত্রাঘাত থাকায় তিনিও একবিংশতিবার যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবেন, প্রতিজ্ঞা করেন। * * * একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়সহ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কুল নির্ম্মূল করেন, পরিশেষে চ্যবনাদি মুনিরা আসিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলায় তিনি কশ্যপকে পৃথ্বীদান করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করেন।

(শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ৩৫ অ০)

(৩৪) রাম পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "আমি একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে পিতৃতর্পণ ও সেই কার্ত্তবীর্য্যকে পশুবৎ হনন করিব।

"ত্রিসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি ধ্রুবং মহীম্ ॥৪৫
কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যামি লীলয়া ক্ষত্রিয়াধমম্।
পিতৃংশ্চ তর্পয়িষ্যামি ক্ষত্রিয়ক্ষতজেন চ ॥" ৪৬

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ২৭ অ০)

(৩৫) রাম পরশু দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সংহার করিলেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। এবং নিজ প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত্ররূপে প্রতিপালনার্থ গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়শিশু, মাতৃক্রোড়স্থ বালক, বৃদ্ধ ও যুবা প্রভৃতি সকল ক্ষত্রিয়কেই বিনাশ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ৪ অধ্যায়)

[৩৬] একবিংশ ত্রেতায় ষষ্ঠ অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু জামদগ্ন্যরূপে সকল ক্ষত্রিয়ের অন্তকারী হন। (মৎস্য ৪৭০ অঃ)

(৩৭) যখন মহাবলশালী হৈহয় প্রভৃতি ভূপতিগণ বিষয়মদে মত্ত হইয়া ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন, তখন আপনি তাহাদের নিধনজন্য ভৃগুবংশে জমদগ্নির ঔরসে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর দুরাচার রাজা কার্ত্তবীর্য্য আপনার জনক জমদগ্নির হোমধেনু অপহরণ করিলে সেই ক্রোধে আপনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন।

[কল্কিপুরাণ ১ম অংশ ৩য় অ০]

(৩৮) পরশুরাম চক্রতীর্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে স্তব করায় তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন তোমার পিতৃহন্তা হৈহয়পুঙ্গব কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত কর। অনন্তর একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়মণ্ডল নিঃশেষিত করিয়া সমগ্র বসুমতী কশ্যপকে দিয়া শান্তিলাভ করিও।" (অধ্যাত্ম রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ৮ম অ০)

উপরে উদ্ধৃত অংশনিচয় পাঠে বুঝা যায় যে, পরশুরামসহ ক্ষত্রিয়গণের এক সময়ে ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই নিদারুণ যুদ্ধে, কোটি কোটি ক্ষত্রিয়সন্তান সমরস্থলে প্রাণত্যাগ করেন, মহাভারত ও হরিবংশ মতে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিসময়ে, মৎস্যপুরাণ মতে—উনবিংশ ত্রেতায় সংঘটিত হয় (১৪)। আবার মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৩৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, ইহা ত্রেতাযুগে সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের উক্ত পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ে আছে। রাম কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রপৌত্রাদি তথা সহস্র সহস্র হৈহয়বংশীয়গণের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদের শোণিতে মহীতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, একদিন বিশ্বামিত্রবংশীয় পরাবসু তাহাকে জন সমাজে বিদ্রূপ করায় পুনরায় ক্ষত্রিয়সংহারে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ রামের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবার আর এড়াইতে পারিলেন না। ভার্গব হস্তে তাহারা অচিরে নিহত হইলেন। ভার্গব তাহাদিগকে বধ করিয়া যে নিরস্ত হইবেন এরূপ অভিপ্রায় তাহার মনোমধ্যে না থাকায়—তিনি তাহাদিগের বালক পুত্রপৌত্রাদিকে শাণিত কুঠারাঘাতে যমপথের পথিক করিতে ভুলেন নাই। এই কয়টী উদ্ধৃতাংশ হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটী সময় নির্দ্ধারণ করুন। পরশুরামের সহস্রবর্ষকাল বাঁচিয়া থাকাও আশ্চর্য্যকর নহে। তিনি ভগবান্ শূলপাণির বরে অজয় ও অমর। (১৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

(১৪) (১)(২৭) (৩৫) সংখ্যক উদ্ধৃতাংশ নিচয় দেখুন।

(১৫) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪৮ অধ্যায়।

বলরাম রায়।

বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহলার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে

(১) তাড়াশ অঞ্চলের অবস্থার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। প্রসিদ্ধ চলনবিলের একপার্শ্বে তাড়াশগ্রাম। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ-পূর্ণ নিমগাছী নামক স্থান বিলুপ্ত করতোয়াতটে সংস্থাপিত। নিমগাছীকে সাধারণে বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়সাগর নামক সুদীর্ঘ জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মরিচপুরাণ নামক স্থানে মোগলসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সেনানিবাস ও ফৌজদারের কাছারী ছিল। এই স্থানের সন্নিকটেই বিলুপ্ত করতোয়া বর্ত্তমান। এইস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনা-নদীর পূর্ব্বতট ও গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ভূভাগের প্রাচীন অবস্থা গবেষণা করিলে, এইস্থানে মুরচা বা সেনানিবাস থাকা সম্ভবপর। সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহের সময় করতোয়াতটস্থ সেরপুর নামক স্থানে কাছারী ও সেনানিবাস সংস্থাপন হওয়ায় এই স্থানের "মুরচা পুরাণ" শব্দের রূপান্তরে মরিচপুরাণ নাম হইয়াছে। আকবর-নামায় এই মুরচার বিষয় বর্ণিত আছে।

তাড়াশ ও মরিচপুরাণের নিকটবর্ত্তী কৌহিত, বিনসরা, সদগুণা, মাগুরা, বস্তগ্রাম, চৌপাখিয়া, মহেশরৌহালী, হাণ্ডিয়াল, কমলমরিচ, সুবুদ্ধি মরিচ, নবগ্রাম, মৈদানদীঘী, হাদপুর প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীসমূহে বিস্তর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসতি ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন পল্লীতে সাতৈলের রাজার সময়েও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শতাধিক টোল বর্ত্তমান ছিল। করতোয়ার অন্তর্ধান ও তদানুষঙ্গিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে লোকসংখ্যার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ বেণীরায়ের জন্মভূমি কৌহিত। চণ্ডীপুর নামক পল্লীতে সা সরিফের দুইটী মসজিদে পারস্যলিপি বর্ত্তমান আছে। শাজাহান বাদশাহের প্রদত্ত ১৫০ বিঘা পীরত্রাণ দ্বারা পীরের সেবা নির্ব্বাহ হয়।

রাণীভবানীর নির্ম্মিত জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ রামরায়ের দীঘী হইতে রাণীর হাট ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এই জাঙ্গালের স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী-যুক্ত পুষ্করিণী ও তীরে বিল্ববৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকেরা রাণীভবানীর পবিত্র নাম বিস্মৃত হইয়া উহাকে ভীমের জাঙ্গাল কহে। চলনবিলের মধ্যে মসিন্দা নামক স্থানে যে তিনটী উচ্চ ঢিপি আছে, তাহাও অজ্ঞলোকের নিকট ভীমের উনুন নামে পরিচিত। যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্যের পরিচায়ক, তাহাই ভীমের কার্য্য।

তাঁহার বাসস্থান। বলরাম ও তাহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার নামে পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পল্লীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণদেব চৌধুরী বাস করিতেন। এসময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণদেব একদা ঢাকা-গমনোদ্দেশে বর্ত্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামধেনু কর্ত্তৃক দুগ্ধবর্ষণ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হয়েন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেনু অন্তর্হিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক বটে। তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাণলিঙ্গ স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকায় যে উদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলনের জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাণলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

নারায়ণদেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের নামানুসারে তদীয় বাসস্থান চড়িয়াগ্রাম চড়িয়া-গোপীনাথপুর নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রভৃতি কয়েকখানি তালুক ছিল। নারায়ণদেব ও ঢাকুরগ্রন্থের শুকদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে:—

"চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।
*　　*　　*　　*
শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার বংশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কান্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তারপুত্র চাকুরী কৈলা নবাব-সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
*　　*　　*　　*

বলরাম রায়।

বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে

(১) তাড়াশ অঞ্চলের অবস্থার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। প্রসিদ্ধ চলন-বিলের একপার্শে তাড়াশগ্রাম। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ-পূর্ণ নিম-গাছী নামক স্থান বিলুপ্ত করতোয়াতটে সংস্থাপিত। নিমগাছীকে সাধারণে বিরাটের দক্ষি-গোগৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়সাগর নামক সুদীর্ঘ জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্না-বশেষ, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মরিচপুরাণ নামক স্থানে মোগলসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সেনানিবাস ও ফৌজদারের কাছারী ছিল। এই স্থানের সন্নিকটেই বিলুপ্ত করতোয়া বর্ত্তমান। এইস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনা-নদীর পূর্ব্বতট ও গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ভূভাগের প্রাচীন অবস্থা গবেষণা করিলে, এইস্থানে মুরচা বা সেনানিবাস থাকা সম্ভবপর। সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহের সময় করতোয়াতটস্থ সেরপুর নামক স্থানে কাছারী ও সেনানিবাস সংস্থাপন হওয়ায় এই স্থানের "মুরচা পুরাণ" শব্দের রূপান্তরে মরিচপুরাণ নাম হইয়াছে। আকবর-নামায় এই মুরচার বিষয় বর্ণিত আছে।

তাড়াশ ও মরিচপুরাণের নিকটবর্ত্তী কৌহিত, বিনসরা, সদগুণা, মাগুরা, বড়গ্রাম, চৌপাখিয়া, মহেশরৌহালী, হাণ্ডিয়াল, কমলমরিচ, সুবুদ্ধি মরিচ, নবগ্রাম, মৈত্রানদীঘী, হাসপুর প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীসমূহে বিস্তর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসতি ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন পল্লীতে সাতৈলের রাজার সময়েও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শতাধিক টোল বর্ত্তমান ছিল। করতোয়ার অন্তর্ধান ও তদানুষঙ্গিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে লোকসংখ্যার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ বেণীরায়ের জন্মভূমি কৌহিত। চণ্ডীপুর নামক পল্লীতে সা সরিফের দুইটী মসজিদে পারস্যলিপি বর্ত্তমান আছে। শাজাহান বাদশাহের প্রদত্ত ১৫০ বিঘা পীরত্রাণ দ্বারা পীরের সেবা নির্ব্বাহ হয়।

রাণীভবানীর নির্ম্মিত জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ রামরায়ের দীঘী হইতে রাণীর হাট ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এই জাঙ্গালের স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী-যুক্ত পুষ্করিণী ও তীরে বিল্ববৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকেরা রাণীভবানীর পবিত্র নাম বিস্মৃত হইয়া উহাকে ভীমের জাঙ্গাল কহে। চলনবিলের মধ্যে মসিন্দা নামক স্থানে যে তিনটী উচ্চ ঢিপি আছে, তাহাও অজ্ঞলোকের নিকট ভীমের উনুন নামে পরিচিত। যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্যের পরিচায়ক, তাহাই ভীমের কার্য্য।

তাঁহার বাসস্থান। বলরাম ও তাহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার নামে পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পল্লীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণদেব চৌধুরী বাস করিতেন। এসময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণ-দেব একদা ঢাকা-গমনোদ্দেশে বর্ত্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামধেনু কর্ত্তৃক দুগ্ধবর্ষণ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হয়েন। তিনি কামধেনুকে দেখিবা-মাত্র সেই ধেনু অন্তর্হিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক বটে। তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাণলিঙ্গ স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকায় যে উদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলনের জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাণলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

নারায়ণদেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের নামানুসারে তদীয় বাসস্থান চড়িয়াগ্রাম চড়িয়া-গোপীনাথপুর নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রভৃতি কয়েকখানি তালুক ছিল। নারায়ণদেব ও ঢাকুরগ্রন্থের শুকদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে:—

"চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।
* * * *
শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার বংশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কীর্ত্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তারপুত্র চাকুরী কৈলা নবাব-সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
* * * *

বাসুদেব কর্ত্তৃক তাড়াশের ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। বাসুদেব পিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নারায়ণদেব সবিশেষ চেষ্টায় উক্ত বাণলিঙ্গ চড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বাসুদেব রাজকার্য্যবশতঃ ঢাকায় গমন করেন। উক্ত বাণলিঙ্গকে প্রণাম করিবার জন্ত তাড়াশে উপনীত হইয়া এক স্থলে একটী ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়া সন্দর্শন করিয়া তথায় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১)

নারায়ণদেব ঢাকার নবাব-সরকারে কি কার্য্য করিতেন, তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার নির্ম্মিত যে সকল অট্টালিকার ও পুষ্করিণীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা ও অতিথিসেবাদি নিত্যকর্ম্মের যে যশঃসৌরভ আছে, সেই সকলবিষয় বিবেচনা করিলে, নবাবসরকারের বিষয় নিতান্ত সামান্ত ছিল না, তাহাই প্রতীয়মান হয়। নারায়ণদেব কর্ত্তৃক প্রাগুক্ত বাণলিঙ্গের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাণলিঙ্গটী এ প্রদেশে অনাদি লিঙ্গ বলিয়াই খ্যাত এবং তাহা কপিলেশ্বর নামে পরিচিত। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বহির্দ্দিকে শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোক অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে:—

"শাকে বাজিশরাশুগেন্দুগণিতে শ্রীরামদেবাৎ পরঃ
শ্রীনারায়ণদেব এব সুকৃতিস্বর্লোকলোকোত্তরঃ।
প্রাসাদং শ্রুতিদৃষ্টিতো নিরুপমং ভক্ত্যা দদৌ শম্ভবে
মাতুঃ স্বর্গসুখপ্রয়াণকরণে সোপানমেকং ভুবি॥
ইতি শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৫৭। শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি।"

সন ১২৯০ সালে সিরাজগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় মত দুইজন পণ্ডিতের সাহায্যে ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হয়। কয়েক বৎসর হইল, আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ধৃত

(১) তাড়াশের জমিদার-বাটীর যে স্থান মাজের বাটী নামে কথিত হয়, সেই স্থলে ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়ায়, বাসুদেব কর্ত্তৃক তথায় মনসার বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। চলনবিলের মধ্যে ভেকজাতির যে বৃহৎ অবয়ব দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। এরূপ ঘটনা সন্দর্শন করা ভাগ্যলক্ষ্মীর সুকৃপার পরিচায়ক ছিল। ঢোড়া সর্পগুলি জলে জলেই বাস করে। তাহারা ফণাহীন। তাহাদিগের ছোট ছোট গুলিকে ভেকে উদরস্থ করিতে পারে।

শ্লোকে "ইতি শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৫৭ ও শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি" উদ্ধৃত হয় নাই। ১২৯০ সালে শ্লোক উদ্ধৃত সময়ে শেষ চরণ বিশেষরূপে লোণায় জীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং পাঠান্তর সংগঠন হওয়া অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, মন্দিরটী ১৫৫৭ শকাব্দে নির্ম্মিত হওয়া "বাজিশরাশুগেন্দু" শব্দ দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে। বাসুদেবের নামান্তর নারায়ণদেব। শ্রীরামদেব তাঁহার পিতা ছিলেন।

প্রাগুক্ত শ্লোকটী একখানি ইষ্টকোপরি খোদিত আছে। তন্নিম্নে আর একখানি ইষ্টকে আর একটী শ্লোক খোদিত হইয়াছে। উভয় শ্লোকের অক্ষরগুলি দৃষ্টি করিলে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লিপিপ্রণালী স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। প্রথমোক্ত শ্লোকটী যেরূপ ভাবে লোণায় জীর্ণ হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী তদ্রূপ হয় নাই। এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে আমাদিগের একমত আছে।

বাসুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয়কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ। ইহাঁরা দুই ভ্রাতা ঢাকার নবাব-সরকারে বিষয়কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই বিষয়কর্ম্ম হইতেই রায় চৌধুরী উপাধি হয়। বাসুদেবের কার্য্যে নবাব অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে চৌধুরাই "তাড়াশ" নামক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। পরগণে কাটার মহল্লা তৎকালে সাতৈলের রাজার জমিদারী ছিল। তদন্তর্গত দুইশতেরও অধিক মৌজা লইয়া এই চৌধুরাই তাড়াশ নামক সম্পত্তি সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়াশের অধিকাংশ মৌজাই তাড়াশের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী।

জয়কৃষ্ণরায়ের সাতটী পুত্র সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে বলরাম, রামদেব, ও রামরাম ভিন্ন অন্য কাহারও বংশবৃদ্ধি হয় নাই। রামদেব ৪র্থ ও বলরাম ৫ম এবং রামরাম ৭ম পুত্র ছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ যে সময় নবাব, সেই সময়ই সম্রাট্-পৌত্র আজিম ওসামন বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন। বলরাম রায় এই সুবাদারের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। (১)

(১) বাঙ্গালার নাজিম ও দেওয়ানের পদ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। নাজিম আইন কানন দ্বারা দেশের শান্তি ও সৈন্ত সামন্ত দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহপূর্ব্বক আয় ও

এ সময়ে রঘুনন্দনের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। মুরশীদাবাদ রাজধানী স্থাপিত হইলে কাননগো দপ্তরে তাঁহার একাধিপত্য ও "অতিবৃদ্ধি" আরম্ভ হইয়াছিল। পুঠিয়া রাজসংসারে কার্য্য করা হেতু তিনি সাতৈলের জমিদারীর বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এজন্য সাতৈল জমিদারীর প্রতিই তাঁহার প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাতৈলের তদানীন্তন জমিদার রাণী সর্ব্বাণী অতি বৃদ্ধা ও রাজকার্য্যে অসমর্থা এবং তাঁহার জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অসদ্ভাব থাকায়, তিনিই তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করেন। নবাব মুরসীদ কুলীখাঁর সুদৃষ্টি রঘুনন্দনের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইতে কেহ সাহস করেন নাই।

সাতৈল জমিদারীর সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালীর জন্য জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। তাড়াশগ্রাম সাতৈল হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও নবাব-সরকারের বিষয়কর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনন্দন, সাতৈল জমিদারী পরিচালনের উপযুক্ত তৎপ্রদেশের প্রতিপত্তিশালী লোক বলরাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম-রাম রায়কেই নির্দ্দেশ করেন। বলরাম নবাব সরকারে বিষয়কর্ম্ম করিতেন, তৎকালে রাম রাম রায় বাটীতে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পৈতৃক বিষয়কর্ম্ম তত্ত্বাবধান জন্যই তাঁহার জমিদারী পরি-চালনের যশঃসৌরভ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

ব্যয়ের ভার দেওয়ানের প্রতি অর্পিত ছিল। সম্রাট্ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুরসীদ কুলী খাঁকে বাঙ্গালা ও বেহারের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। আজিম ওসানের সহিত মনান্তরহেতু মুরসীদ কুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে চলিয়া আসেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আরঙ্গজীবের মুমূর্ষাবস্থা শ্রবণে আজিম ওসান দিল্লীতে গমন করিলে তৎপুত্র ফেরোক-সিয়ার তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুরসিদাবাদে অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্র, রাজা রামজীবনের বিপুল জমিদারী অর্জ্জনের সময় ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি প্রামাণিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরাও রাণী সর্ব্বাণীর দত্ত ১১১১ সালের একখণ্ড লাখেরাজ পত্র দৃষ্ট করিয়াছি। সুতরাং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাণী সর্ব্বাণী ও তৎপর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সাতৈলের সম্পত্তি রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছে।

রঘুনন্দন যে সময় রামরামরায়কে স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের দেওয়ানীপদে নিয়োগার্থ নির্ব্বাচন করেন (১) তৎকালে বলরাম রায়ের ঢাকায় অবস্থানহেতু রামরাম রায় জ্যেষ্ঠের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তৎকালে সাতৈল প্রভৃতি জমিদারী যেরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে রামরাম কেন, এদেশের অনেক জমীদারই ভীত হইয়া-ছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই তদীয় ভ্রাতা রামজীবন বা রঘুনন্দনের দেওয়ানী কার্য্য গ্রহণের বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া ভ্রাতার মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া পত্র লেখেন।

বলরাম রায় ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল বাটীতে আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীতে আগমন না করায় মাতৃবিয়োগের সময়ে জননীর চরণ দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই কার্য্যের ব্যয় সংসার হইতে বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন যে "তুমি সামান্য জমিদারের কর্ম্ম কর। একটী বৃহৎ দানসাগরশ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব সামান্য মত একটী শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে। আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে দানসাগরের আয়োজন করিব।"

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরের আয়োজনে অসমর্থ একথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। রঘুনন্দনের সাহায্যে জমিদারী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে জানিয়া তাঁহার উপর যথেষ্ট কৃপা হইয়াছিল। রাজা রামজীবনের হৃদয় অতি-

---

(১) প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতার দেওয়ানের জন্য কাশীমপুর, লাহৈর প্রভৃতির বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে যে সকল উপযুক্ত লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে কেহই রামজীবনের দেওয়ানী পদগ্রহণ শ্লাঘার বিষয় মনে করেন নাই। হয় ত সাতৈল রাজ্যগ্রহণের পর রামজীবন যে বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ এবং বঙ্গদেশে জমিদার শ্রেণী মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইবেন, তদ্বিষয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

শয় উচ্চ ছিল। তিনি আদেশ প্রচার করেন যে, নিরূপিত দিবসে যেত-রানের মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর ব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েন। অত্যল্প কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়াশভবন পূর্ণ হইয়াছিল।

বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি একটী নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে করিয়া শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পূর্ব্বে ঘাটীতে উপনীত হয়েন। তৎকালে রাজা রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে দ্রব্যাদি সহ বহুতর নৌকা তাড়াশে উপনীত হইয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্য রাখিবার সংকুলন না হওয়ায় অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল। বলরাম রায় দানসাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দৃষ্ট করিয়া ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "দানসাগরের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। এ সমস্তই তোমার কর্ম্ম। অভাবের মধ্যে একটী নীল বৃষ দেখিতেছি। মাতৃশ্রাদ্ধে কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল।"

বলরাম রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ তদীয় কনিষ্ঠ রামরাম রায় কর্ত্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বলরাম রায় মাতৃ-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ জননীর স্বর্গসুখকামনায় দানসাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছেন, ঐ টাকা মাতৃভক্তির স্মৃতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিকরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন নামক দীঘী স্থাপন পুষ্করিণী খনন, দোলমঞ্চ নামক মন্দির নির্ম্মাণ, কপিলে-শ্বরের মন্দির সংস্কার এবং কাশী, গয়া ও বৃন্দাবন ধামে ছত্র-স্থাপন করেন।

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নে এই শ্লোকটী বিদ্যমান আছে :—

"কালাগ্নিতর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
বরং শিবস্থালয়মিষ্টকাষ্টৈঃ।
জীর্ণং স্ফুটঞ্চোদ্ধরতে তু ভক্ত্যা
তস্মিন্ প্রাচীনো বলরামদাসঃ॥"

কাল-অগ্নি-তর্ক-ইন্দু শব্দ দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্দ লব্ধ হইতেছে। (১৭১৪খৃঃঅঃ)

বলরাম রায় মাতৃবিয়োগের পর নিজভবনে শ্রীশ্রীরসিক রায় নামক

বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে ভক্ত বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ত্রিতল দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে :—

"শাকেঽভ্রবেদতর্কেন্দুমিতে প্রাসাদমুত্তমং।
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামো মহাত্মনে॥" শকাব্দাঃ ১৬৪০

শ্রীশ্রীরসিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রামরাম রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটী দ্বিতল গৃহ। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"রসবেদঋতুক্ষৌণীমিতশাকে মহামলশ্রীকৃষ্ণায় দদৌ
শ্রীলরামরায়ো গৃহং শুভম্।"

রস, বেদ, ঋতু, ক্ষৌণী শব্দ দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দ হইতেছে।

বলরাম রায় পরগণে বড়বাজু হুসেনসাহীর হিস্যা জমিদারী অর্জ্জন করেন। মুরসীদ কুলীর পর সুজা খাঁ যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার কাগজপত্র মধ্যে বলরামের পুত্র রঘুরাম ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়।

বলরাম রায় কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ ও পরলোক গমন করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। মৃত্যু সময়ে তিনি পৌত্রমুখ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১১৪১ সালে তিনি জীবিত ছিলেন না, তদ্বিষয় প্রতীতি হয়। কারণ এ সময়ে সাংসারিক বিষয়ে রামরাম রায়ের কর্ত্তৃত্ব থাকাই প্রমাণ হইতেছে। (১)

বলরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার যত্নে এই প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব-সরকারে বিষয়কর্ম্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল। প্রত্যুত এতদ্দেশে তৎকালে ঐ সকল কার্য্যই একমাত্র সদনু-ষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোকগমনের কিছুদিন

(১) জেলা রাজসাহীর সবজজ আদালতের ১৮৯৭ সালের ২১৯নং মোকদ্দমায় বাদী রায় বনমালী রায় বাহাদুর প্রতিবাদী কাশীপ্রসন্ন ঠাকুর প্রভৃতি। এই মোকদ্দামায় রামরাম রায়ের দত্ত ১১৪১ সালের লিখিত চৌধুরাই তাড়াশ মহলের অন্তর্গত নিশি আপন দীঘী মৌজার তালুকদারী পত্র উপস্থিত হইয়াছিল। ষোল আনা মৌজাই তালুক দান করা হয়।

পরও তদীয় পুত্র পিতৃব্যগণসহ একত্র ছিলেন। বলরাম রামদেব ও রামরাম রায়ের পুত্রগণ পরে পৃথক্ হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরায়ের বংশ ছোট তরফ, (১) নামে পরিচিত।

বলরাম রায়ের সময় নির্দ্ধারণসম্বন্ধে অনেকেই গোলযোগ করিয়াছেন২।

---

(১) এত যেখানে পুলিশ আউট পোষ্ট আছে, তথায় রাম দেবের পুত্র হরিদেব কর্ত্তৃক বাসস্থল নির্ম্মিত হয়। হরিদেব অতিশয় কলহপ্রিয় ও আধিপত্যবিস্তারের প্রয়াসী ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, নবাব-সরকারে যথাকালে রাজস্ব প্রদান না করায় মারীচ পুরাণের ফৌজদার তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী আদায় জন্ম তৎকালে মুরসীদাবাদ সহর হইতে কতিপয় কার্য্যকারক নিয়ত ভ্রমণ করিতেন। মহিমাপুরনিবাসী রঞ্জিৎরায় এই ব্যপদেশে তাড়াশে উপস্থিত হইয়া হরিদেব সম্বন্ধে যে দোঁহা রচনা করেন, তাহা রঞ্জিতের দোঁহা মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

(২) কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ ২৫৭,২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এস্থলে যে সময় নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। বলরামের পিতা জয়কৃষ্ণ চৌধুরী ও বলরাম উভয়েই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক এবং বলরাম রায় প্রাতঃস্মরণীয় রাণীভবানীর দেওয়ান ছিলেন না। রামনাথ রায় চৌধুরীও সিরাজ উদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। ইনি ঢাকায় রায় রাঁয়া ছিলেন। রাণী ভবানীর সম্বন্ধপত্রে স্বাক্ষর করায় প্রবন্ধের কর্ত্তা বলরাম নহেন। সে সময় রামরাম রায় রাজা রামজীবনের দেওয়ান।

শ্রীযুক্ত কালীমোহন চৌধুরি-প্রণীত রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে বলরাম কর্ত্তৃক কুশুম্বী পরগণা অর্জ্জিত হওয়ায় বিষয় যে লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। এই সম্পত্তি ও নিজ নিমগাছী ও অন্যান্য সম্পত্তি বলরাম রায়ের প্রপৌত্র রামসুন্দর রায়ের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অব্যবহিত পরে অর্জ্জিত হয়।

বলরামের অধস্তন এক শাখায় (বলরাম হইতে) রায় বনমালী রায় বাহাদুরের পুত্র ক্ষিতীশ ভূষণ ও রাধাপদ পর্য্যন্ত ৯ পুরুষ ও অপর শাখায় রাধিকা প্রসাদ পর্য্যন্ত ৭ পুরুষ হইয়াছে। রাধিকাপ্রসাদের পিতা সীতানাথ রায়ের সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনমালী রায়। ইনি অপর বাদখায় দত্তক পুত্র গৃহীত হইয়াছেন। বলরামের অন্যান্য শাখায় দত্তকপুত্র ও দৌহিত্র হইলেও বলরাম হইতে রাধিকাপ্রসাদ পর্য্যন্ত সকলেই ঔরস পুত্র।

বলরাম ও রামরামরায়ের পর যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিখ্যাত হইয়াছেন, তদ্বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইলে প্রবন্ধ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কারণ তাহাতে উল্লেখযোগ্য বিবিধ ঘটনা আছে।

কিন্তু তাঁহার সময় নির্দ্ধারণ অবিসম্বাদিতরূপেই স্থির করা যাইতে পারে। রাজা রামজীবনের জমিদারী লাভের পর তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে। মাতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি কপিলেশ্বর দেবের মন্দির-সংস্করণ ও দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। কপিলেশ্বরের মন্দিরের শ্লোকের দ্বারা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জীর্ণ সংস্কার ও দোলমঞ্চের শ্লোক দ্বারা ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হওয়া প্রমাণ হইতেছে। মাতৃশ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরেই পুরাতন কুঞ্জবন নামক দীর্ঘিকা খনন হইতে পারে; কিন্তু অট্টালিকার উপযোগী উপকরণ প্রস্তুত ও সংগ্রহের জন্য যে ৩।৪ বৎসরের সময় প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামরাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে ২।১টী উল্লেখ করা আবশ্যক। রামরামের দিঘির "চেতল মাছের সিংড়ি নাই" এই প্রবাদ আছে। তাঁহার লোকজনে ভাল মৎস্য আহার করিত। কিন্তু নিজে ভাল আহারের জন্য কখন লোলুপ ছিলেন না। শীতকালে শৃগালের ক্রন্দন শুনিয়া প্রতিবেশী ও চাকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, শৃগালের ক্রন্দন নিবারণ হয় কেমন করিয়া? শীতবস্ত্র হইলেই শৃগাল শান্ত হইতে পারে শুনিয়া শৃগালকে বিতরণের জন্য ঐ সকল ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র দান করিতেন। তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি মুন্‌সী ছিলেন। তিনি রামরায়কে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক কাগজের মধ্যে একখানি তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। তিনি তাহাতে "বরাত আশমান" কথা লিখিয়া দেন। রাজা রামজীবন মুন্‌সীর নিকট দেওয়ানের দামের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন; কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষলাভ করেন।

রামরাম রায় নাটর-জমিদারীর সৃষ্টি হইতে রাজা রামজীবনের পরলোকগমনের পরও অত্যল্প কাল দেওয়ানী কার্য্য করেন। রাজা রামকান্ত

বলরামের পুত্র রঘুনাথ রায় রামরাম রায়ের মৃত্যুর পর অতি অল্পকাল দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। বলরামের পৌত্র রামচন্দ্র রায় রাণীভবানী ও রাজা রামকৃষ্ণের সময় এবং রামসুন্দর রায় রাজা রামকৃষ্ণ ও রাজা বিশ্বনাথের সময় পর্য্যন্ত দেওয়ান ছিলেন। দশ-শালা বন্দবস্তের সময়ও রামসুন্দর রায়ের দেওয়ান থাকা কাগজপত্রদৃষ্টে প্রকাশ পায়।

DOUBLE COLOUR

যৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীনদিগের সৎপরামর্শ অবহেলা করায় ও রামরামের বার্দ্ধক্য বশতঃ তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। (১)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

---

(১) রাজা রামজীবনের মৃত্যুর "সময়" কেহ কেহ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ নিরূপণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ নির্ণীত হইয়াছে। নীলিখাপনদিঘির মৌজার পর্য্যায় দ্বারা ও কয়েকখানি ব্রহ্মোত্তরপত্রের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে (১১৪১ সালে) রামরাম রায় জীবিত ছিলেন।

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসলেখক বলেন যে, রাণীভবানীর বিবাহের সম্বন্ধপত্রে দিঘাপতিয়ার দয়ারাম স্বাক্ষর করেন। রাজা রামজীবনের সময় দয়ারাম রায় দেওয়ান কি প্রকারে হইতে পারেন? উক্ত লেখকের মতে রাজা রামজীবন কলম হইতে যে দুইটী বালক আনয়ন করেন, তন্মধ্যে একটী দয়ারাম। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামজীবনের জমিদারী অর্জ্জনের ও ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার পরলোক গমনের সময়। হিসাব করিলে এ সময়ে দয়ারামের বৃদ্ধবয়স সঙ্কুলন হয় না। দিঘাপতিয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দয়ারামরায় রাজা রামকান্ত ও রাণীভবানীর সময়ে যে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাহাই প্রামাণিক কথা।

অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জমিদারের পারিবারিক প্রথা আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তাঁহারা বা তাঁহাদিগের জাতিবর্গ কেহ সম্বন্ধপত্রস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলে গুরু কিম্বা পুরোহিত কর্ত্তৃক সম্বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত হয়। অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত প্রবাদকেও নির্ভুল মনে করা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী খ্যাতনামা ব্যক্তিসম্পর্কীয় প্রবাদ বা কীর্ত্তিকলাপ পরবর্ত্তী খ্যাত ব্যক্তির কীর্ত্তির সহিত মিশিয়া যায়।

কন্যাদায়।

বিবাহে শুল্কগ্রহণ হিন্দুশাস্ত্রে চিরকাল নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। মনু বলিয়াছেন :—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥"

অর্থাৎ পুত্রকন্যার বিবাহে পণগ্রহণ করিলে পিতামাতা অপত্যবিক্রয়ী হন ও চিরকালের জন্য নরকগামী হইয়া থাকেন। মনু আমাদিগের আদি ও প্রধান শাস্ত্রকর্ত্তা, তিনি ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করা সত্ত্বেও আমরা এরূপ গর্হিত আচরণ করি কেন? তাহার উত্তর এই যে, আমরা জনসমাজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দুর আচার পালনে আমাদের তাদৃশ আস্থা নাই। আমরা লোভপরবশ হইয়া নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় মনুর পরবর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তৃগণের যে যে বিধান আমাদিগের স্বার্থের সহায়তা করে, আমরা কেবল মাত্র সেই বিধিগুলিই গ্রহণ করিয়া থাকি।

যে স্থলে স্বতঃপ্রবৃত্তির অভাব, সে স্থলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিতান্ত বিব্রত করিতে না পারিলে, তাহার নিকট বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক দ্রব্যেরই মূল্য অভাব ও দুর্লভতার উপর নির্ভর করে, ইহাকে ইংরাজীতে Principle of supplya nd demand কহে। অধিক পরিমাণে কন্যার Supply এবং বরের Demand অধিক হওয়াতেই যে এই কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলাবাহুল্য। কি কারণে যে কন্যার Supply এবং বরের Demand অধিক হইল, তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এ সম্বন্ধে নানালোক নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু সে গুলির কতকগুলি অবান্তর কারণরূপে পরিগণিত হইলেও আমার মতে সে গুলি মুখ্য কারণ নহে। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও গভীরতর স্তরে অবতরণ করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় বিবাহে কন্যার কাল-নির্দ্ধারণ এই কুপ্রথার একটি বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

পরাশর বলিয়াছেন,—

"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥"

অর্থাৎ অষ্টম বর্ষীয় কন্যাকে গৌরী, নববর্ষীয়াকে রোহিণী, দশম বর্ষীয়াকে কন্যা ও তদূর্দ্ধ বয়স্কাকে রজস্বলা কহে। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে যিনি কন্যা পাত্রস্থ না করেন, তিনি মাসে মাসে ঐ কন্যার আর্ত্তব শোণিত পান করেন, এবং ঐ কন্যার মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা এই তিন ব্যক্তি নরকগামী হন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরাশরের এই ব্যবস্থাটি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে এই বিপৎপাতের সূচনা করিয়াছেন। বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ার ফল এই হইয়াছে, যে কন্যা দশম বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই কন্যার পিতা কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে যে রূপেই হউক কন্যা পাত্রস্থ করেন। কিন্তু পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ বাঁধাবাঁধি কিছুই নাই। বরের পিতা স্বেচ্ছানুসারে স্বীয় পুত্রের বিবাহকাল নির্ব্বাচিত করিতে পারেন, এমন কি বিবাহ না দিয়াও চিরকাল রাখিতে পারেন। ইহাতেই কন্যাপক্ষ দুর্ব্বল ও পাত্রপক্ষ বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। এবং অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিগণ পুত্রের বিবাহে কন্যা-পক্ষকে অযথানিপীড়িত করিয়া তাহাদের হৃদয়শোণিত পান করিতে ক্ষমবান্ হইয়াছেন। যদি পুত্রের বিবাহে বয়োনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের ঐরূপ শাসনবাক্য থাকিত, তাহা হইলে পুত্রের পিতা ও কন্যার পিতা একই ভাবাপন্ন হইতেন ও কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইতেন না। অথবা বর ও কন্যা উভয়েরই যদি কোন বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট না থাকিত, তাহা হইলেও এই পাপপ্রথা কখন এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। মনুর সময়ে কন্যার বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল ছিল না। তিনি বলিয়াছেন :—

"বরং পিতৃ-গৃহে কন্যা চানূঢ়াপি চিরং বসেৎ।
নত্বপাত্রেণ মূর্খেণ মতিমাংস্তাং নিয়োজয়েৎ॥"

কন্যা পিতৃ গৃহে চিরকাল অনূঢ়া অবস্থায় বাস করিবে, তাহাও বরং ভাল, কিন্তু পিতা যেন কখন কন্যাকে অপাত্রে বা মূর্খে সমর্পণ না করেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কন্যাকে যতদিন ইচ্ছা অনূঢ়া অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরাশরের সহিত এস্থলে মনুর বিরোধ উপস্থিত। এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে কি করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্রে আছে। মনুর সহিত অন্য শাস্ত্রকারগণের বিরোধ হইলে মনুর মতই প্রবল বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে :—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" (বৃহস্পতি)

যদি আমরা বিবাহে কন্যার বয়োনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিশেষ আঁটাআঁটি না করি, তাহা হইলেই বিবাহে অর্থগ্রহণ কুপ্রথা অচিরে বঙ্গীয় সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমি অনুরোধ করি, কায়স্থসভা হইতে এইরূপ একটি মন্তব্য বিধিবদ্ধ হউক যে, পিতা স্বেচ্ছানুসারে সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন, তাহাতে কন্যা বয়োধিকা হইলেও তিনি সমাজে নিন্দনীয় বা পতিত হইবেন না। ইহা ব্যতীত এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার আর অন্য সহজ উপায় দেখা যাইতেছে না। অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন হইয়া থাকে। দশ এগার বৎসর বয়ঃক্রমের বালিকারও সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। এই অল্পবয়সে সন্তান জন্মিবার বিষময় ফলে অনেক বালিকা সূতিকাদি রোগ-গ্রস্তা হইয়া অকালে কালকবলে পতিতা হইয়াছেন, এবং পিতৃমাতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের আত্মীয়গণকে শোকসাগরে ভাসাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত ঐরূপ অপরিপক্ক বয়সে উৎপাদিত সন্তানগণকে প্রায়শঃই পীড়াগ্রস্ত, দুর্ব্বল, ও অকর্ম্মণ্য হইতে দেখা যায়। এই বঙ্গদেশে এমন পরিবার নাই, যাহারা অল্প-বয়সে সন্তানউৎপাদনের বিষময় ফল অল্পাধিকরূপে ভোগ না করেন।

অতএব কায়স্থসভা হইতে এরূপ একটি মন্তব্য প্রকাশিত হওয়া উচিত যে, পুত্রের বিবাহে কেহ কন্যাকর্ত্তার নিকট তাঁহার অনিচ্ছাসত্বে কোনরূপে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন তবে তাঁহার নাম কায়স্থ-

পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও তিনি যত টাকা কন্যাপক্ষের নিকট অত্যাচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বা তাঁহার বংশের কোন কন্যার বিবাহে বরপক্ষ ঐরূপ অর্থ তাঁহাদের নিকট গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে ও তদনুসারে কার্য্য করিলে ক্রমশঃ যে এই কুপ্রথার লোপ হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে।

সামাজিকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন যে, বিবাহে অর্থগ্রহণপ্রথা আমাদের সমাজে কিরূপ অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছে। পিতামাতার নিকট পুত্র ও কন্যা সমান আদরের বস্তু ও স্নেহের জিনিষ, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিবার সময় পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, এই দুশ্চিন্তা পিতা ও মাতার মনে অপত্য-স্নেহেরও বিকৃতি-সাধন করিয়াছে। কন্যা জন্মিয়াছে শুনিলে, পিতাও তদীয় আত্মীয়গণ আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিমর্ষভাবাপন্ন হন; এবং মনে করেন, কি যেন এক বিপদ উপস্থিত হইল। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এমন অনেক অধম পিতা আছেন, যাঁহারা এই পাপ প্রথার প্রভাবে মনুষ্যত্ব হারাইয়া অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় অনূঢ়া দুহিতার অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ দুর্ঘটনাকে সাংসারিক-চক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন। এই কুপ্রথা রাজপুতনায় এককালে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, রাজপুতগণ কন্যা হইবামাত্র রাক্ষসের ন্যায় তাহাদিগের বধসাধন করিত। সম্প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষগণ কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়া রাজপুতগণের মধ্যে কন্যাহননপ্রবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেখুন দেখি, ইহা হইতে মনুষ্য সমাজের অধঃপতন আর কি ঘটিতে পারে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আপনারা এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে আর জনসমাজে গৌরবান্বিত হিন্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া পবিত্র হিন্দু নামে কলঙ্ক অর্পণ করিবেন না।

শ্রীপ্রসন্ননাথ রায়।

পাশ্চাত্য ও বঙ্গীয় কায়স্থে সম্বন্ধ।

অনেকেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস, আদিশূরের সময় যে পঞ্চ কায়স্থপ্রবর এদেশে আগমন করেন, কেবল তাঁহারাই প্রকৃত পশ্চিমাঞ্চলবাসী ছিলেন; তদ্ব্যতীত বঙ্গে আর যে সকল বিভিন্ন উপাধিধারী কায়স্থের বাস আছে, তাঁহারা সকলেই দেশীয় অর্থাৎ এই বাঙ্গালাই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি। কুল-পরিচয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য গত ১৩০৯ সালের আশ্বিন মাসের কায়স্থপত্রিকায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গজ-কায়স্থ কারিকার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া ছিলেন, যে বঙ্গদেশীয় ৮৭ ঘর বিশুদ্ধ কায়স্থই চিত্রগুপ্তের সন্তান; তাঁহার প্রবন্ধে কেবল বঙ্গজকারিকা উদ্ধৃত হওয়ায় ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ ও অপর অনেকেই তাহা একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, যখন সকল সমাজেরই কারিকা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং সকল শ্রেণীর কায়স্থই যদি পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইয়া থাকেন, তখন সকল সমাজের প্রাচীন কারিকাতেই সকল শ্রেণীর কায়স্থেরই বঙ্গাগমন-সম্বন্ধে ঐরূপ কোন না কোন প্রসঙ্গ থাকিত বা থাকা উচিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের কায়স্থগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে ঐরূপ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগাদি প্রকাশিত না হওয়ায়, উদ্ধৃত বঙ্গজ কারিকার মৌলিকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন। আজ আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সাধারণের এই বৃথা সন্দেহ দূর করিবার জন্য কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক সম্প্রতি "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের" নূতন ও সুলভ সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন। বর্ণ-নির্ণয়ের পূর্ব্ব সংস্করণে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই ছিল না, উহাতে স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশীয় কায়স্থগণের আচার ব্যবহার আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে; কায়স্থ জাতি শূদ্র বা বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হইতে পারেন না; তাঁহারা নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বর্ণান্তর্গত ছিলেন। তিনি "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" কায়স্থকাণ্ডে বঙ্গদেশীয়

কায়স্থগণের সবিস্তার ইতিহাস প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণেই তিনি বর্ণ-নির্ণয়ের প্রথম সংস্করণে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই, কিন্তু বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজ স্ব স্ব পূর্ব্ব পরিচয় অবগত হইবার জন্য যেরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, চারিদিকে যেরূপ জাতীয় আন্দোলন চলিয়াছে, তাহাতে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের পূর্ব্ব কুলবিবরণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কায়স্থপত্রিকায় পূর্ব্ব কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ হইলেও তাহা সাধারণের প্রীতিকর বা উপযোগী হয় নাই। এই সকল কারণে এবং বহু বিস্তৃত কায়স্থকাণ্ডে ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ হইতে বহুসময়সাপেক্ষ ভাবিয়া নব প্রকাশিত "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের" দ্বিতীয় সংস্করণে চারি শ্রেণীস্থ কায়স্থগণের কুলকারিকা হইতে পূর্ব্বপরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ—কি কুলীন কি মৌলিক সকলেই এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী ছিলেন; এখন যে আমরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শ্রীবাস্তবাদি দ্বাদশ শাখার কায়স্থ দেখিতে পাই, এদেশীয় কায়স্থগণও ঐ সকল বিভিন্ন শাখাসমুদ্ভূত; তাহা চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য আমরা সংক্ষেপে সেই প্রাচীন কুলকাহিনী উদ্ধৃত করিতেছি।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় ইহঁাদের গৌড়াগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্যপঞ্চ তায়।
ত্রিপঞ্চকে উপনীত রাজার সভায়॥
রাজা জিজ্ঞাসিল গোঁসাই সঙ্গে কোন জন।
মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ॥
শ্রীকরণ করণখ্যাতি কেবল মসিজীবি।
পূর্ব্বে নীত স্বধর্ম্মিত কেবল বিপ্রসেবী॥
অনাদিবর সিংহ সোম ঘোষের পদ্ধতি।
পুরুষোত্তম দাস সুদর্শন মিত্রখ্যাতি॥
দেবদত্ত মহাতপ ইতি পঞ্চনাম।
কান্যকুব্জে সমুপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ধাম॥"

উক্ত পঞ্চজন চিত্রগুপ্তের কোন্ ধারার বংশ সে সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজিতঃ।
সেনীপুত্রাহষ্টকাঃ পৃথ্ব্যাং সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতাঃ ॥১৫
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সকৃসেনো ভট্টনাগরঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে ॥১৬
পুত্রাণামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ ইতিসংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ ॥১৭
তস্য বংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোহনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ ॥১৮
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা ॥"১৯

(ঘটককেশরীকৃত উত্তররাঢ়ীয়-কুলদীপিকা)

অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ চিত্রগুপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রেই পূজিত হইয়াছেন। এই পৃথিবীতে সেনীর সর্ব্বসম্পত্তিশালী ৮টী পুত্র জন্মে, তাঁহারা গৌড়, মাথুর, সকৃসেন, ভট্টনাগর, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব্য, করণ ও উপকরণ নামে খ্যাত। এই আটজনের মধ্যে কর্ণ বা করণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, সে জন্য তিনি এই পৃথিবীতে শ্রীকরণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বংশে ৫ জন বিজ্ঞ মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। এই পঞ্চের নাম বাৎস্য গোত্র অনাদিবর, সৌকালীন সোম, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র, সুদর্শন ও কাশ্যপ দেব।

উদ্ধৃত উত্তররাঢ়ীয়কারিকার অনুরূপ বচনের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থবর্গের অনুষ্ঠেয় চিত্রগুপ্তপূজা ও ব্রতকথা মধ্যেও এরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টকরণসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাখ্যা নরাধিপ॥"

অর্থাৎ হে নরাধিপ! চিত্রগুপ্তদেবের বংশে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহাদের নাম বলিতেছি শুনুন,—সর্ব্বশাস্ত্রে কুশল গৌড়, মাথুর, ভট্ট, করণ, সেনক,

অহিষ্ঠান, শ্রীবাস্তব্য, শৈকসেন ও অম্বষ্ঠাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করণ বা শ্রীকরণ হইতে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের উৎপত্তি। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিশেষতঃ অযোধ্যা অঞ্চলে এখনও করণ-শ্রেণীর কায়স্থের বাস দেখা যায়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা-মতে সোম ঘোষ প্রভৃতি অযোধ্যা অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন, এরূপ স্থলে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থশ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের করণশ্রেণীরই একটী শাখা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটক-কারিকায় আছে—

"পুরন্দর করিল যজ্ঞ শুন বিবরণ।
তিন কন্যা উৎপত্তি হইল সুলক্ষণ॥
চিত্রা বিশাখা পতাকা নাম হইল।
তিন ভাই তিন কন্যা বিবাহ করিল॥
সেনীপত্নী পতাকা শুন সর্ব্বজন।
সেনীর হইল বংশ দ্বাদশ নন্দন॥
রূপে গুণে অনিন্দিত আছিল দ্বাদশ।
মর্ত্ত্যভূমে যার গুণে সভে হইল বশ॥
বিন্দ অরবিন্দ আস্তিক শ্রীকরণ।
মাধব অনঙ্গ ভৈরব সুলোচন॥
স্বয়ম্ভু সুরীতি দর্পণে সানন্দ।
বিচিত্র দ্বাদশ পুত্র গণনে নির্ব্বন্ধ॥
কান্যকুব্জে করণৈবাস কোলঞ্চ নগরে।
পূর্ব্বেতে আছিল যত কায়স্থ সভারে॥
যার যেই শিষ্য তার সেই গোত্র।
নাম প্রবর পাইল সকল কায়স্থ॥
বিন্দের সন্তান ঘোষ বলি যারে কহ।
অরবিন্দ কুলে বসু শ্রীবাস্তব জানিহ॥
শ্রীকরণ করণবংশ মিত্র যারে কহ।
এই তিন জনে ভাই কুলীন জানিহ॥

দে মাধব, দত্ত অনঙ্গ, ভৈরব বংশে কর।
সুলোচন সন্তান পালিত শম্ভু সিংহবর॥
সুরীতি সেনেতে স্থিতি দর্পণেতে দাস।
সানন্দ সন্তান গুহ রাঢ়ীয় প্রকাশ॥
ঘোষ সিংহ মিত্র দাস বিবাদ করিয়া।
উত্তর দেশেতে গেল পৃথক্ হইয়া॥
ঘোষ, মিত্র সিংহ দাস দত্ত।
শ্রীকরণ কর বড় হইল সক্ত॥
করণ করণে থাট দেএর নন্দন।
উত্তররাঢ়ীয় কার্য্য ভাই পঞ্চম করণ॥
উত্তরে করিয়া বাস তাহারা সকলে।
দাসত্ব স্বীকার আগে কভু নাহি কৈলে॥
দক্ষিণে করিএ বাস ভাই একাদশ।
ধনে লক্ষপতি খ্যাতি অতি পুণ্যযশ॥
দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা গুণেতে অতুল।
দাসত্ব স্বীকার কৈল জানি শুদ্ধ মূল॥
দয়া চ সর্ব্বভূতেষু দৃঢ়ভক্তিশ্চ কেশবে।
দ্বিজসেবা ক্রতুপূর্ব্বং এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥"

দাসত্বস্বীকারের কারণ—"আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভন।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন ঋষি পঞ্চজন॥
সভাতে বসিল তবে মুনি পঞ্চজন।
পাত্র মিত্র সভাসদ সহিত রাজন্॥
পঞ্চজন কায়স্থ আসে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চ জন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর॥

দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয় ॥
দক্ষ দ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন।
ইহাদের দাস হৈনু শুন সর্ব্ব জন ॥
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে।
তোমা দরশনে আইলাম মুনি সঙ্গে বটে ॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
একগ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ়দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি ॥
এত শুনি কহে মুনি হয়ে অগ্নিবৎ।
আমাদের সঙ্গে আসি অহঙ্কার এত ॥
দাস বলে পরিচয় কেন নাহি দিলে।
এখনি তাহার ফল পাইবে অচিরে ॥
গুহকে জিজ্ঞাসিলে কহে হর্ষশিষ্য আমি।
তায় তুষ্ট নৃপ কহে ভাল বট তুমি ॥
ঘোষ বসু মিত্র রাঢ়ে বঙ্গে কুলীন গুহ।
এই তিন কুলীন হইল নিশ্চয় জানিহ ॥
ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি ॥
কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন্।
সন্মৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম ॥
এতবলি আশীর্ব্বাদ দিল পঞ্চজনে।
মুনি সঙ্গে রহিলেন ধর্ম্মের রক্ষণে ॥

* * * *

আর যত কায়স্থ আইলেন তবে ॥
পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভাকে।
পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে ॥

সপ্তগ্রামে মেলিল মৌলিক আসি যত।
আর যত কায়স্থ আইল তবে তত ॥

(দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা)

(ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের নিকট কায়স্থের সম্মান।)

৮৯২ সনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গালায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে ॥
নবাব আইল সঙ্গে লয়া সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক না যায় গণন ॥
ধোঁ ধোঁ দামামা বাজে উটের উপর ডঙ্কা।
সমরেতে সুরসেন নাহি করে শঙ্কা ॥
সুরসিংহ ভদ্রসিংহ আইল যেন যমদূত।
দলপতি গজপতি ছত্রি-রজপুত ॥
সুরসিংহ ছত্র সিংহ দলের সর্দ্দার।
বাদশা খেয়াতি দুই দিলেন দুহার ॥
পূর্ব্বনাম লুপ্ত হইল কার্য্য অনুক্রমে।
দলপতি গজপতি সর্ব্বলোকে জানে ॥
নানাদেশ ফিরি ঘুরে আইলা রায়নাতে।
পুরন্দর খাঁ বসু আইলা বঙ্গ দেশ হৈতে ॥
মর্য্যাদা সাগর তুল্য সবে সবিনয়।
লেখা পড়ার কর্ত্তা হন ঈশান তনয় ॥
আর যত কায়স্থ আছয়ে মুহুরী।
লেখা পড়া করে সভে বসু আজ্ঞাকারী ॥
রায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত।
দিব্য স্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীত ॥
বার দিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল।
দূর্ব্বাফুল দিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল ॥
ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আসি করে নমস্কার।
মর্য্যাদা দেখিয়া ভাবে সুরসিং কোঁয়ার ॥

পুরন্দর খাঁ বসু যেন মলয় চন্দন।
যাহার পরস হৈলে কায়স্থ শোভন ॥
দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান।
দেখিয়া শুনিয়া তাদের উল্লাসিত প্রাণ ॥
তাহা শুনি দুই ভাই বাঙ্গলা ভিতরে।
কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে ॥
যত টাকা লাগে আমি দিব এইখানে।
কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্ব্বজনে ॥
টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে।
মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে ॥
ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক যত।
ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয়া হরষিত ॥
সমাজ ভাবিয়া না পান কোন স্থান।
ষোল সমাজ মৌলিকের স্থানেতে প্রধান ॥
রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্ব্বজন।
আজি হৈতে হইলেন জাতি শ্রীকরণ ॥
এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত।
ঘটক মালাধর করিল বিরচিত ॥"

এ সম্বন্ধে ঘটক কেশরী বিরচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকাতেও এইরূপ পাওয়া যায়—

"দশরথ গুহ আর পুরুষোত্তম দত্ত।
কহিতে লাগিল দোঁহে আপনার তত্ত্ব ॥
প্রতিবাসী দুই দ্বিজ সঙ্গে আগমন।
মনের মানস যাই তীর্থ দরশন ॥
এ দোঁহার বাক্যে রাজা চিত্তে অসন্তোষ।
আমার রাজ্যেতে পূজ্য বসু মিত্র ঘোষ ॥
রাজা বলে বুঝিলাম তোমাদের মতি।
পুনর্ব্বার বল দেখি আমার পদ্ধতি ॥

দর্প করি দশরথ কহে পুনর্ব্বার।
আমার পদ্ধতি গুহ রাজার কুমার ॥
শুনিয়া হাসিল রাজা গর্ব্বিত বচন।
লজ্জা পেয়ে গুহ কৈল বঙ্গেতে গমন ॥
দত্ত সুত তত্ত্ব বুঝি সুমতি হইল।
বিনতি প্রণতি করি দ্বিজে না ছাড়িল ॥
ঘোষ বসু মিত্র দত্ত এই চারি জন।
দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন ॥
তার পর ছয় জন মৌলিক আনাইল।
সম্মান করিয়া স্থান সভাকারে দিল ॥
ইহাদের পরিজন পরে আনাইল।
বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে সদ্ভাবে থুইল ॥
(ঘটককেশরীর রচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা।)

বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় কাণ্যকুব্জ হইতে কে কে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে এইরূপ পাওয়া যায়—

বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় আছে—

"চিত্রদেবসুতাশ্চাষ্টৌ সমভূবন্ মহাশয়াঃ।
তেষাস্তু কল্পয়ামাস কশ্যপোজাতকর্ম্ম চ ॥
একৈক বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতা।
তেষাং মধ্যে প্রবরাশ্চ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ ॥
সূর্য্যধ্বজো চন্দ্রহাশ্চন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহকাঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ ॥
ইতি চাষ্টসুতাঃ খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভান্।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাখ্যায়াঞ্চ সংজ্ঞিতাঃ ॥
ঘোষোসূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা।
রবিরত্নাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রদেহাত্তু মিত্রকঃ ॥
চন্দ্রার্দ্ধাৎকরণো জাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্তু গৌড়াচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ ॥

দাসকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়-সুতো জাতঃ দেব-সেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতাঃ এতে পদ্ধতিকারকা।
মৃত্যুঞ্জয়-কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দ-নৃপেশ্বরঃ॥
তস্যাপি বংশ-সংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচারপ্রভেদেন দ্বিসপ্তত্যচলাভবন্॥"

চিত্রগুপ্তদেবের আটটী মহাশয় পুত্র হইয়াছিল, কশ্যপ তাহাদের জাতকর্ম করেন। সেই এক এক জন হইতে আবার ব্রহ্মবংশ (গোত্র) উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২১ বংশই প্রধান বলিয়া গণ্য। সেই একবিংশতি বংশের মধ্যে সূর্য্যধ্বজ, চন্দ্রহাস, চন্দ্রার্দ্ধ. চন্দ্রদেহক, রবিদাস, রবিরত্ন; রবিধীর ও গৌড়ক এই অষ্ট বংশের পুত্রগণ কুলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সন্ততিবর্গ দেশ ও নামেও আখ্যাত। সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ, চন্দ্রহাস হইতে বসু, রবিরত্ন হইতে গুহ, চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, চন্দ্রার্দ্ধ হইতে করণ, রবিদাস. হইতে দত্তবংশ ও গৌড় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার করণ হইতে নাগ, নাথ ও দাস এবং মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ নামে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকারগণ জন্মলাভ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ নামে এক রাজা আবির্ভূত হন, তাঁহারই বংশে ৮৭ ঘর কায়স্থ উৎপত্তি; তন্মধ্যে ৭২ ঘর কুলাচারে প্রভেদ হেতু "অচলা" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

"মকরন্দো মহাকৃতী ঘোষবংশশিরোমণিঃ।
দশরথ মহাশূরো বসুকুলস্য দীপকঃ॥
গুহস্য ভূষণো ধীরো বিরাটশ্চ মহাবলী।
তথা মিত্রকুলাম্বুজঃ কালিদাসো মহাভুজঃ॥
পুরুষোত্তমো ভাস্বরো দত্তকুলস্য ভাস্করঃ।
নাগস্য দীপকঃ সুধীঃ দেবদত্তো মহাযশাঃ॥
চন্দ্রভানুর্মহাজ্ঞানী নাগস্য বংশশেখরঃ।
তথা সূক্ষ্মশ্চন্দ্রচূড়ো দাসস্য কুলভষণঃ॥
অষ্টৌ খ্যাতাস্ত কায়স্থাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকং॥

অম্বষ্ঠাৎ গৌড়মাসাদ্য ততো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তৎ কুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ॥
করস্য বংশসম্ভূতো ভূমিঞ্জয়ো মহাযশাঃ।
ভূধরো ভূধরসমঃ দামস্য কুলভূষণঃ॥
জয়পালো মহাবাহুঃ পালস্য বংশচন্দ্রকঃ।
পালিতবংশসম্ভূতশ্চক্রী চক্রধরস্তথা।
চন্দ্রধ্বজো মহামানী চন্দ্রবংশস্য দীপকঃ॥
রিপুঞ্জয়ো মহাপ্রাজ্ঞো রাহাবংশসমুদ্ভবঃ।
বীরভদ্রঃ সুশীলশ্চ ভদ্রকুলাম্বুজস্তথা॥
দণ্ডধরো মহাবলী ধরস্য ভূষণঃ স্মৃতঃ।
তেজোধরঃ সুধীরশ্চ নন্দীবংশ-শিরোমণিঃ॥
শিখিধ্বজো মহাবাহুর্দেববংশাজমুস্তথা।
বশিষ্ঠশ্চ কুণ্ডপতিঃ কুণ্ডবংশস্য চন্দ্রকঃ॥
তথা ধীরো ভদ্রবাহুঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ।
সিংহকুলাম্বুজো বলী বীরবাহুর্মহাকৃতিঃ॥
ইন্দুধরো মহাশূরো রক্ষিতকুল-ভূষণঃ।
অঙ্কুরবংশদীপশ্চ হরিবাহুঃ সুধীস্তথা॥
বিষ্ণুবংশোদ্দীপকশ্চ লোমপাদো মহাযশাঃ।
বিশ্বচেতাঃ মহাজ্ঞানী আঢ্যস্য কুলসম্ভবঃ॥
তথা মহীধরঃ প্রাজ্ঞো নন্দনকুলভূষণঃ।
একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাজরাট্ সপ্তপুরশ্চ রাজাপুরস্তথৈব চ॥
বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদীপশ্চ লোহিতঃ।
মল্লকোটির্লক্ষীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ॥
কীর্ত্তিমতী নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ।
বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশ্চ মাণ্ডবঃ॥
মণিকোটির্ভল্লকোটিঃ শম্ভুকোটিস্তথৈব চ॥

DOUBLE COLOUR

সিংহপুরো মৎস্তপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ।
ভল্লকুলী সিন্ধুরাঢ়ঃ সুরপুরী তথা স্মৃতঃ॥
সপ্তবিংশতিমানানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥
এতেষাঞ্চ সুতাঃ পুনর্দেশান্তরং গতাঃ ক্রমাৎ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ॥
উদগ্ দক্ষিণ-রাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসিনাং॥
স্থানভেদাচ্চ তে সর্ব্বে আচারান্তরতাং গতাঃ।
যেষু স্থানেষু যদ্ধর্ম্মঃ কুলাচারশ্চ যাদৃশঃ॥
তত্র তন্নাবমন্বেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ।
কুলধর্ম্মস্ততস্তেষাং ভিন্নো ভিন্নো ব্যবস্থিতঃ॥

ঘোষ বংশের শিরোমণি মহাকৃতী মকরন্দ, বসুকুলের দীপক মহাশূর দশরথ, গুহ বংশের ভূষণ মহাবলী বিরাট, মিত্রকুলপঙ্কজ মহাবাহু কালিদাস, দত্তকুলসূর্য্য মহাবীর পুরুষোত্তম, নাগবংশদীপক মহৌজাঃ দেবদত্ত, নাথবংশশেখর মহাজ্ঞানী চন্দ্রভানু, দাসকুলের ভূষণ বৌদ্ধ চন্দ্রচূড়,—এই আট জন কায়স্থ কনৌজ হইতে আসিয়াছিলেন।. অম্বষ্ঠকুলের প্রসিদ্ধ সেনবংশ অম্বষ্ঠ হইতে গৌড়ে আসিয়া গৌড় বলিয়া খ্যাত হন। এই বংশসম্ভূত মহাকৃতী জয়ধর, করবংশজ মহাযশস্বী ভূমিঞ্জয়, ভূধর তুল্য অটল দামকুলভূষণ ভূধর, পালবংশচন্দ্র মহাবাহু জয়পাল; পালিতবংশধর সুকৌশলী চক্রধর, চন্দ্রবংশদীপক মহামানী চন্দ্রধ্বজ, রাহাবংশজাত মহাপ্রাজ্ঞ রিপুঞ্জয়, ভদ্রকুলসম্ভূত সুশীল বীরভদ্র, ধরবংশাম্বুজ মহাবলী দণ্ডধর, নন্দীবংশের শিরোমণি তেজোধর, দেববংশাম্বুজ মহাবাহু শিখিধ্বজ, কুণ্ড বংশের চন্দ্র কুণ্ডপতি বশিষ্ঠ, সোমবংশধর ধীর ভদ্রবাহু, সিংহকুলোদ্ভব মহাকৃতী বীরবাহু, রক্ষিত কুলভূষণ মহাশূর ইন্দুধর, অঙ্কুর বংশের দীপক সুধী হরিবাহু, বিষ্ণুবংশের দীপক যশস্বী লোমপাদ, আঢ্যকুলজাত মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতাঃ ও নন্দনকুলভূষণ প্রাজ্ঞ মহীধর, এই উনবিংশতি কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আইসেন। আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজরাট্, সপ্তপুর, রাজাপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদীপ, লোহিত, মল্লকোটি,

নন্দীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতী, নন্দীগ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম; দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটি, শম্ভুকোটি, সিংহপুর, মৎস্তপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিন্ধুরাঢ়, ও সুরপুরী এই সপ্তবিংশতি গ্রাম বাসার্থ প্রদান করিয়া তথায় স্থাপন করেন। ইহাঁদের সন্তান সন্ততিগণ আবার দেশান্তর গমন করিয়া বাসস্থানানুরূপ উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হন এবং তদনুসারে তাঁহাদের কুলও চারি প্রকার হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু তাঁহাদের মধ্যে কৌলিক ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারেরও পরস্পর অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

গৌড়াগত কায়স্থগণ কে কোন্ আদিশাখার অন্তর্গত এ সম্বন্ধেও বঙ্গজকায়স্থকারিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতির্দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং প্রথিতেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ॥
স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈব এব তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্যঃ সূর্য্যধ্বজধর ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ"॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমে কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥"
স চ বৈস্যকুলাম্বুজসোমসমঃ গৌতমগোত্রতঃ শ্রী-
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকমতির্নির্ম্মলাস্যঃ॥"
"মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী।
অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্॥
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
বিরাটপুরুষসমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্॥
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ।
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
সদা দ্বিজালীপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ।
নিশম্য ভট্টেন গুহং প্রভাষিতং
নৃপালসৈভ্যেরতি হাস্যমাশ্রিতং॥"

"অরুণ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তকুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাকৃতির্মহামানী কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ।
স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ।
সচ সৈকসেনাধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী পিনাকপাণিঃ কুলদেবতা চ।"

উদ্ধৃত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, কুলীন ও প্রধান প্রধান মৌলিকগণের আদিপুরুষগণ সকলেই কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আসিয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় উভয় কুলগ্রন্থেই সেনী হইতে বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখার উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। কুলজ্ঞগণ সেনীকে কেহ চিত্রগুপ্তের পুত্র ও কেহ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ মতভেদের কারণ কি?

চান্দ্রসেনী কায়স্থের সহিত চিত্রগুপ্ত কায়স্থের বহু পূর্ব্বকালে সম্বন্ধ ছিল, সেই সূত্রে কি "সেনী" নাম কথিত হইয়াছে! অধিক সম্ভব অতি প্রাচীন প্রবাদ পরম্পরায় পরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের কুলজ্ঞগণের নিকট ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা ব্রতকথা মধ্যে পাইতেছি, তখন সেনক বা সেনীকে চিত্রগুপ্তের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। প্রাচীন গ্রন্থে করণও সেনক নাম একত্র উক্ত থাকায় করণ কায়স্থও সেনের সন্তান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকিবে, উত্তরশ্রেণীর কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় করণও সেন এই দুইশ্রেণীর কায়স্থই প্রথমে গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এই কারণে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সেন বা সেনী হইতে উদ্ভূত ও কান্যকুব্জবাসী করণাদির সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কুলগ্রন্থ হইতে আরও জানিতে পারিতেছি যে, ঘোষ মিত্রাদির আদিপুরুষগণ এক সময়ে সকলে বঙ্গে আগমন করেন নাই, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া এদেশে বসতি বিস্তার করেন। এই কারণেই আমরা বিভিন্নগোত্রীয় দত্ত ও বিভিন্নগোত্রীয় দাস প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণকে দেখিতে পাইতেছি।

উত্তররাঢ়ীয় আদি ৫ ঘর, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ২৭ ঘর এবং বারেন্দ্র ... এই ৩৯ ঘর কায়স্থ যে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহাতে ... সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য এই ৩৯ ঘরের ভিতরই আদান প্রদানের ব্যবস্থা কুলগ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

অবশেষে বক্তব্য এই যে এ দেশীয় কায়স্থগণ যখন শ্রীবাস্তব, সক্‌সেন, ... অম্বষ্ঠ, করণ, রাজবীনা প্রভৃতি শ্রেণীরই অন্তর্গত ও পশ্চিমাঞ্চলবাসী উক্ত নামধের বিভিন্ন শ্রেণীরই জ্ঞাতি হইতেছেন, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থের ন্যায় এ দেশীয় উপনিবেশী কায়স্থবর্গকেও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত স্বীকার করিতে আর আপত্তি কি?

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ।

সাতৈল রাজবংশের যথাযথ বংশতত্ত্ব দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বারেন্দ্র-বিপ্র-সমাজে এই বংশের সবিশেষ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কথিত আছে যে, সরকার বাজুহারের ত্রয়োদশটী পরগণা ইহাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল পরগণার আয়তন সামান্য ছিল না। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময় বঙ্গে যে দ্বাদশ ভৌমিক ছিলেন, তন্মধ্যে সাতৈলরাজ অন্যতম।*

কালক্রমে সাতৈলরাজের নাম পর্য্যন্তও অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী সত্যবতী ও রাণী সর্ব্বাণীর কীর্ত্তিরাজি, নাটরের রাজা রামজীবন ও রাণীভবানীর কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা

* সাতৈলের অধিকৃত জমিদারী সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। সরকার বাজুহা বর্ত্তমান রাজসাহী ও বগুড়া জেলার কথকাংশ এবং পাবনা ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। বাজু শব্দের বহুবচনে বাজুহা হইয়াছে। সরকার বাজুহার মধ্যেই বাজুরাস ও বাজুচম্প পরিগণিত হয়। ব্লকম্যান সাহেব বলেন "Thus the country west of Pubna is called Bazuras and rest of it Bazu Champ—the corruption of Bazu is rast the right wing and Bazu-i chap the left wing"

বিজড়িত হইলেও মূল এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। রাণী সত্যবতী ও রাণী সর্ব্বাণী ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। রাণীভবানীর তুলনায় তাহা অবশ্যই ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও পরগণে ভাতুরিয়ার রাণী সর্ব্বাণীর নিষ্কর দানপত্র অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়।

রাণী সর্ব্বাণীর হস্ত হইতে নাটরের রঘুনন্দন রায় পরগণে ভাতুরিয়া ওগয়রহের জমিদারী গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নাটর-রাজবাটীতে রক্ষিত সনন্দপাঠে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সম্রাট্ অরংজেবের সময় সাতৈলের রাজা বলরামের নামে বার্ষিক ২৫৩ ২৪৬ টাকা রাজস্বাবধারণে ভাতুরিয়া ওগয়রহ জমিদারী দেওয়া যাইত। রাজা রামকৃষ্ণের পত্নী উক্ত সর্ব্বাণী দেবী ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিবার পর, সম্রাট্ সাহ আলম ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামজীবনকে সনন্দ প্রদান করেন। রাজা রামজীবন ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বাণগাছির জমিদারী ও অতঃপর ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে উদিত নারায়ণ রায়ের রাজসাহী ও ভূষণা প্রভৃতি জমিদারী লাভ করেন। সনন্দদৃষ্টে প্রকাশ পায় যে, তন্মধ্যে ভাতুরিয়া ওগয়রহের সম্পত্তি পাতসাহের কর্ম্মচারিগণের তন্‌খাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সাতৈল জমিদারের সময়ে জেলা বগুড়ার অধীন ভবানীপুর নামক স্থানের ভবানী মাতা, জেলা রাজসাহীর পুলিস ষ্টেসন সিংড়ার অন্তর্গত থালতা নামক স্থানের মহামাতা থাল্‌তেশ্বরী এবং জেলা পাবনার পুলিস ষ্টেসন রায়গড়ের অন্তর্গত চৈত্রহাটী নামক স্থানের কালিকামূর্ত্তির সেবার পারিপাট্য বিধানকার্য্যের সূত্রপাত হয়। সাতৈলের রাণী-সর্ব্বাণীর প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষস্মৃতিচিহ্ন প্রাগুক্ত স্থাননিচয়ে অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

ভবানীমাতার প্রসাদে সাতৈলরাজের জমিদারী বিস্তীর্ণ হইয়াছিল এবং তন্নিমিত্তই সাতৈলরাজ ভবানীমাতার সেবার প্রাচুর্য্য বিধান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, নাটরের রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ রায়ের সহিত ভবানীপুর গমন করেন। তৎপর হইতেই ভ্রাতৃদ্বয়ের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়েন। ভবানীমাতার দর্শনের পর হইতেই রঘুনন্দন বঙ্গের কাননগো দপ্তরে প্রবেশ ও রামজীবন জমিদারী লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা রামজীবন যে বিপুল জমিদারী লাভ করেন, তাহা শুনিতে আরব্য-উপন্যাসের ন্যায় বটে। এ বিশাল জমিদারী লাভের বিষয় চিন্তা করিলে, ইহাই মনে হয় যে;—ভগবান্ রাণী ভবানীর ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী দেবীর দানধ্যানের জন্যই ইহা গঠন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রাণীভবানী যে সকল পুণ্যময়ী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের পাল ও সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিরাজি হইতে বরং অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত ছিল।

সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের মাতা রাণী সত্যবতী করতোয়া তীর হইতে ভবানীমাতার দর্শনের সুবিধার নিমিত্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন, তাহা রাণী "সত্যবতীর জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। রাণীভবানী এই প্রদেশে সুবিস্তীর্ণ জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহা অদ্যাপি 'রাণীর জাঙ্গাল' নামে পরিচিত হইতেছে।

সাতৈলের রাজগণ ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া অভিহিত হইতেন। রাজা রামজীবন ঐ জমিদারী লাভ করিয়া ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া পরিচিত হয়েন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে নাটর-সহরে জেলা সংস্থাপিত হয়। তৎকালে উক্ত জেলা "রাজসাহী ভাতৌরিয়া" নামে কথিত হইত। কোম্পানীর কাগজপত্রে "রাজসাহী ভাতৌরিয়া" লিখিত হইত। উদিতনারায়ণ রায়ের রাজসাহী নামক পরগণা ও রাণী-সর্ব্বাণীর (১) ভাতুরিয়া পরগণা হইতেই রাজা রামজীবনের রাজধানীর উপরে স্থাপিত জেলার নাম রাজসাহী ভাতৌরিয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এই শেষোক্ত ভাতুরিয়া বিশেষণ লোপ পাইয়া কেবল মাত্র রাজসাহী নামে প্রচলিত আছে।

সাতৈল রাজবংশের রাজা রামকৃষ্ণ সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে "ভবানী থান" লিখিত আছে, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। পরগণে ভাতুরিয়া ও মেহমনসাহীর মধ্যস্থ স্থান

(১) সন ১২০০ সালের খাজনা তলবী ও পুণ্যাহের চিঠি লেখকের নিকট আছে। তাহাতে ঐরূপ লিখিত আছে।

সাতৈলের অধিকারভুক্ত ছিল। রাণী সর্ব্বাণীর সময় সাতৈলের জমিদারী ক্ষুদ্রায়তন হইলেও রাণী সর্ব্বাণী পুণ্যকর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দেবালয়ত্রয়ে তান্ত্রিকমতেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ থানতেশ্বরীর ভবনে একটী কেলিকদম্ব মূলে সাধনা করিয়াছিলেন। তথায় একটী সিদ্ধবেদী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। নাটরের রাজা রামকৃষ্ণ ভবানীপুরে জপতপ করিয়াছিলেন।

রাজা রামজীবনের ন্যায় বিপুল জমিদারী কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থই লাভ করিতে পারেন নাই। রাজা রামকৃষ্ণের উদাসীনতায় জমিদারী বিনাশ হইয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, রাণী ভবাণীর দান ধ্যানের জন্যই বাঙ্গালার বিবিধ জমিদারী একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। রাণী ভবানী কেবল বঙ্গদেশে নহেন, পবিত্রতীর্থ কাশীধাম প্রভৃতিতেও অন্নপূর্ণারূপে পূজিত আছেন।

রাণী ভবানীর কীর্ত্তিরাজি ইতিহাসে অক্ষয়।—অমর মসিলেখনী কিছুরই আবশ্যক নাই, কালের ভ্রূকুটিকে বিদ্রূপ করিয়া সহস্র বর্ষ পরেও রাণীর কীর্ত্তি, ভবানীর নাম—নাটর-রাজবংশের ঐশ্বর্য্যের কথা বিদ্যমান থাকিবে।

মোগলকেশরী আকবর শাহের শাসন সময়ে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা অনেকটা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন। রাজমহল, বর্দ্ধমান, মুরচা, শেরপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করিতেন। মানসিংহ রাজকার্য্যব্যপদেশে বর্দ্ধমানে ছিলেন। সেই সময় তিনি মাতৃবিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বর্দ্ধমানে মহাসমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তিনি আকবর শাহের সহিত সম্বন্ধ জন্য পতিত হইয়াছেন, একথা মোগলপ্রতিদ্বন্দী রাণা ভিন্ন কেহই বলিতে সাহসী হয়েন নাই। তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধে রাঢ় প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কেবল বিদায়লালসায় একত্র হইয়াছিলেন এমত নহে। বর্দ্ধমানবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীর নিকট বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ এইক্ষণে যেরূপ উপেক্ষিত হইয়াছেন; মানসিংহের সময় তদ্রূপ হয় নাই। দিল্লীর রাজধানীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

কায়স্থের সংঘর্ষণকেই মূল বলিতে হইবে। গৌড়ের সিংহাসন যত দিন স্বাধীন ছিল। ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানীর লোকের সহিত ভালরূপ ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন নাই। গৌড়ের সিংহাসন স্থায়িরূপে দিল্লীর সম্রাটের করতলগত হইলে পর বাঙ্গালীগণের এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

পুরোহিত মহাশয় কিঞ্চিৎ নগদ অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া দক্ষিণাস্বরূপ একটী জমিদারী লাভের প্রার্থনা করেন। মানসিংহ পুরোহিতের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য একটী পরগণা জমিদারী প্রদানের অনুমতি করেন। কিন্তু সুবাদারের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের নিকট শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্যে একটা পরগণা দানের কথা ভাল বোধ হয় নাই। তাঁহারা উপযুক্ত জমিদারীর অভাব বলিয়া সময় নষ্ট করিতে থাকেন। পরিশেষে বর্ত্তমান রঙ্গপুরজেলাস্থ কুন্তী নামক পরগণা জমিদারী প্রদত্ত হয়। কুন্তীর জমিদারগণ বংশবৃদ্ধি হেতু ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারা মানসিংহের সময় হইতেই এ জমিদারী উপভোগ করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে, এই ব্যপদেশে ইদ্রকপুরের জমিদারের হস্ত হইতে কুন্তীপরগণা পরিগৃহীত হইয়াছিল। কুন্তীপরগণা সরকার রাজুহার অন্তর্গত ছিল।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশের মধ্য হইতে রঙ্গপুরপ্রদেশ অধিকৃত ও বঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের সেনাপতি ইবাদদ খাঁ মোগলাধিকার বিস্তীর্ণ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই কোচবিহারের রাজার অধীনে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইতেছিল। কাকিনা ও তুষভাণ্ডার এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার হইতে মনোহর ভট্টাচার্য্য ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তুষভাণ্ডার মৌজায় উপঞ্চাকি তালুক (১) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইবাদদ খাঁ ঐ সকল স্থান ঘোড়াঘাট কাছারীর অধীনস্থ [illegible] হইয়াছিল।

(I) "Toosvandar Zemindary [illegible] M[illegible]charje who had migrated into Cooch Behar from Joynager [illegible] of Calcutta in 1634, fifty year before the conquest and obtained a upon-Chaki Taluk and his son, on the conquest got the Zemindary from Mahamodan." *A Report on the district of Rangpur by E. G. Glazier, p. 15*

সম্রাট্ আকবরের সময় হইতেই কাকিনা জমিদারের পূর্ব্বপুরুষগণ কোচ-বিহারের রাজ্যভুক্ত চাকলা ফতেপুর, কাজিরহাট ও কাকিনার সরবরাহ-কার ছিলেন। ইবাদদ খাঁ যে সময়ে ঐ সকল চাকলা অধিকার করিয়া ঘোড়াঘাট কাছারীর অন্তর্গত করেন, তৎপূর্ব্বে রঘুরাম নামক একব্যক্তি বর্ত্তমান কাকিনা রাজবাটীর ৫ ক্রোশ উত্তরে "কায়েতের বাটী" নামক স্থানে বাস করিতেন। এই প্রদেশে কায়স্থের বসতি এই প্রথম হওয়ায়, স্থানের নাম "কায়েতের. বাটী" হইয়াছিল। রঘুরামের ৪র্থ পুত্র, রামনারায়ণ চৌধুরীর সহিত ঐ তিন চাকলার জমিদারী বন্দবস্ত হয়। এই বংশের রামরুদ্র চৌধুরী বুকাননের সময় জীবিত ছিলেন। রামরুদ্রের (১) যশঃ-সৌরভ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। (২)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে রঙ্গপুর জেলার প্রায় সমস্তই হস্তবুদ মহাল ছিল। এজন্য জমিদারগণের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ইহার পর কালেক্টর সরকারী রাজস্ব আদায়ে যারপর নাই কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতেন। পুরুষ জমিদারগণের ভাগ্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্যান্য কঠোর শারীরিক শাস্তিরও নিয়ম ছিল। অনেক দেবীসিংহের দেওয়ান প্রতি শারীরিক শাস্তি প্রদানের দোষা-রোপ করিয়া থাকেন। পুরুষ জমিদার যেরূপে সহজে ধৃত হইতে পারিতেন। পর্দানিশিন জমিদারমহিলাগণ তদ্রূপ ভাবে ধৃত হইতে পারিতেন না। তাহাদের প্রধান কর্ম্মচারীর ভাগ্যেই কারাগারের যন্ত্রণা ছিল। কাকিনার জমিদার অলকনন্দা চৌধুরাণী, তদানীন্তন কালেক্টরের অত্যাচারভয়ে, জমিদারীর অবস্থাদি জ্ঞাপন জন্য কলিকাতায় গমন করেন। কোম্পানীর প্রথম সময়ের কাগজ পত্র পাঠ করিলে এইরূপ বিবিধ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। (১)

কাকিনা জমিদারবংশের বর্ত্তমান রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর চাকলে কাকিনা প্রভৃতি চাকলার জমিদারী উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

(1) "In the Bengal year 1094 or 1667 A.D. in the reign of Aurang-zeb, the Moghuls, under the Edabad khan, advanced from Ghoraghat occupied the three centre Chaklas of Fathipur, Kazirhat and Lakina * * * * The Mogal conquerors seem to have pursued the same policies of living in possession as Choudhurian the person who had previously been in charge of the collection." Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol VIII p. 316.

(2) "Two Zemindars both Sudras, reside and give some encourage ment to learning. In their premises they have some brick buildings, and Ram Rudra of Kangkinaya is very respectable old man who is among the few Zeminders of this district that show any real politenes to strangers. His residence although plain is neat and this valuable quality extends a considerable distance round not only in roads, gardens and avenues but even to the neighbouring villages" Buchana'ns Eastern India, Vol III. p 426

"The Kangkinaya choudhuri who is by for the most respectable has one apartment of brick and lavishes a great part of his means on the pernicious custom of feeding idle vagrants who call themselves dedicated to God by whom his silliness called hospitality." p 487.

(1) The female Zeminders gave the collectors most trouble. He could not confine them nor could be catch the, for when he sent for them te live at Rangpur, they rau away at Calcutta. In 1781 the Zeminder of Kakina thus took her flight: the collector wrole to the Committee in calcutta to send her back they tried to apprehend her and failed. The final upshot. however, was the sale of gome of her lands two years latter. Glazurs Report p 32

বঙ্গজকায়স্থের সংস্কার-পদ্ধতি।

বীর্য্যহীন ও আচারভ্রষ্ট বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফল অতি গুরুতর। বৌদ্ধবিপ্লবান্তে হিন্দু আচার ব্যবহার পুনঃ সংস্থাপনার্থ ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিগণের চেষ্টায় ভিন্নদেশ হইতে যতবার নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিবর্গ এদেশে সমাগত হইয়াছেন, ততবার কিছুকাল মধ্যে তাঁহারাই এতদ্দেশবাসিগণের ভ্রষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজাধিরাজ আদিশূর যে দশজন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আনাইয়াছিলেন, তিন চারি পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা হীনতা প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য যে দুইশ্রেণী বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহাদেরও পূর্ব্বাবস্থা আর নাই। কান্যকুব্জাগত কায়স্থপঞ্চকের উত্তর পুরুষগণ ক্রমে সাবিত্রীচ্যুত [illegible] হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দ্বিজোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। [illegible] এক শাখার ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টে আজিও অনায়াসে ধারণা করা যায় যে ইহাঁরা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য জাতিভুক্ত নহেন।

কায়স্থপঞ্চকের সন্তানগণ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরে এই দেশ যবনাধিকৃত। সুতরাং অচিরকাল মধ্যে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাসনিবন্ধন আদান প্রদান ভোজন বিবর্জ্জিত স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় শাখা এই দেশের যে অংশে মূলতঃ বাসস্থাপন করেন, তাহা শীঘ্রই যবনকবলিত এবং হিন্দুনৃপতির শাসনচ্যুত হওয়ায় অল্পবিস্তর আচারভ্রষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গে যবনশাসনপ্রবলতা লাভ করিবার পরও বহুকাল পর্য্যন্ত সেনদেবরাজবংশাবতংস বঙ্গজ শাখাভুক্ত চন্দ্রদ্বীপাধিপতিগণের বাহুবলে ও প্রতাপে পূর্ব্ববঙ্গে যবন-প্রসার নিবারিত হইয়াছিল এবং স্বাধীন হিন্দুনৃপতিকুলের শাসনগুণে ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার বঙ্গজসমাজে সমধিক অক্ষুণ্ণ ছিল।

হিন্দুর পালনীয় দশবিধ সংস্কার বঙ্গজসমাজে যে প্রণালীতে প্রতিপালিত হইতেছে; তাহার আলোচনা দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে, বঙ্গজগণ আজিও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। অর্ঘ্য ও হোম বৈদিক ক্রিয়ার অঙ্গ। বঙ্গজের ক্রিয়াকলাপে উভয়ই অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গর্ভাধান। এই সংস্কার সধবার আদ্য ঋতু উপলক্ষে সম্পাদিত হয়। ইহার নামান্তর "পুষ্পোৎসব" "দ্বিতীয় বিবাহ" বা "পুনর্বিবাহ"। এই অবস্থায় চারিদিন অশুচি কাল। সেই সময়ে একটা শয্যার উপযোগী স্থান চারিটা কদলপত্রযুক্ত তীরকাটী দ্বারা সীমাবদ্ধ ও সূত্র পরিবেষ্টিত করা হয় এবং গৃহের সেই অংশকে "তীরঘর" বলে। তথায় চারি দিবারাত্রি রুদ্ধভাবে অবস্থিতি এবং খর্জ্জুরগুড় ও তিন্তিড়ী সাহায্যে অলবণ আতপান্ন ভোজন করা হয়। পঞ্চমাহে ক্ষৌর ও "কাদামাটি" অন্তে স্নানের পর শুদ্ধিলাভ। অশুচি কালান্তে দম্পতি দিবসব্যাপী উপবাসান্তে শুভদিনে সায়ংকালে শুভক্ষণে পুরোহিত সাহায্যে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক শাস্ত্রসম্মত ষষ্ঠীদেবীর পূজা সমাপন করিয়া থাকেন। ভাবী সন্তানের কল্যাণোদ্দেশে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। এতদুপলক্ষে সহর অঞ্চলে যে সকল দেশাচার সম্মত প্রথার প্রচলন আছে, বঙ্গজসমাজে তাহা প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। যাঁহাদের সন্তান জীবিত আছে সেই সকল মহিলা অথবা "জ্যাঁতপোয়াতি" ব্যতীত অন্য সধবার এই ক্রিয়ায় সাহায্য করিবার অধিকার নাই।

পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন। এই দুই সংস্কার গর্ভাবস্থায় আচরণীয়। গর্ভাবস্থার মধ্যভাগে পুংসবন ও শেষভাগে সীমন্তোন্নয়ন সম্পাদিত হয়। পুংসবন ক্রিয়া কোন কোন বংশে গর্ভাবস্থায় পঞ্চমমাসে, কোন কোন বংশে সপ্তম মাসের শেষ দিনে আচরিত হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসে অবলম্বিত ক্রিয়ার নাম "পঞ্চামৃত"। যাঁহারা এই ক্রিয়া সপ্তম ও অষ্টম মাসের সন্ধিসময়ে সম্পাদন করেন, তাঁহারা ইহা "আটবাড়া পূজা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই দুই ক্রিয়াই গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণোদ্দেশে ষষ্ঠীদেবীর পূজার রূপান্তর। উভয় স্থলেই দেশাচারের প্রবল প্রাধান্য। উভয় ক্রিয়াতেই গর্ভবতী নারী স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পুরন্ধ্রীগণের আদেশমত পুষ্প, ধূপ, চন্দন, বেণারমূল, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার সহকারে স্বহস্তে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে। ভাবী সন্তান পুত্র কি কন্যা হইবে, আটবাড়া পূজাকালে তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। এই দিনে গৃহমধ্যে প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে একটি প্রদীপ ও একটি নোড়া গর্ভিণীর অজ্ঞাতসারে এক একটি ধামাদ্বারা আবৃত অবস্থায় রক্ষিত হয়। স্নানান্তে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা গর্ভিণী অঙ্গন মধ্যে

বস্ত্রাচ্ছাদনের নিম্নে চিত্রিত ভূমিতে যথাবিধি পূজা সমাপনপূর্ব্বক গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র তৎপ্রতি একটি ধামা উদ্ঘাটনের আদেশ হয়। নোড়া উদ্ঘাটিত হইলে পুত্র এবং প্রদীপ উন্মোচনে কন্যা জন্মে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই ক্রিয়ার পরে গর্ভিণীকে অষ্টমাসের মধ্যে একদিন নানাবিধ ভর্জ্জিত, কটু, অম্ল ও লবণাক্ত সামগ্রী এবং মিষ্টান্ন ভোজনার্থ অর্থাৎ "কাঁচাসাধ" দেওয়া হয়। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার উপলক্ষে গর্ভাবস্থায় নবম মাসে শুভদিনে শুভ-লগ্নে গর্ভিণী কৃতস্নাতা ও নববস্ত্রপরিহিতা হইয়া বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার স্বামী চিরুণীর সাহায্যে তাঁহার সীমন্তের উভয় পার্শ্বস্থ অলক-দাম উন্নয়ন করিয়া দেন এবং তদন্তে গর্ভিণী নানাবিধ উপকরণযোগে অন্ন-ভোজন করেন। সীমন্তোন্নয়ন শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভদ্রগৃহস্থ মধ্যে ইহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে। এই ক্রিয়ার অন্তর্গত ভোজন ব্যাপারটী এইক্ষণ "সাধভক্ষণ" নামে আচরিত হইয়া থাকে। ক্ষীর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "চুষি" নামক পদার্থ সংযুক্ত পায়সান্ন এই ভোজন ব্যাপারের প্রধান উপকরণ। এতদ্ভিন্ন, যে যে আহার্য্যের প্রতি গর্ভিণীর ইচ্ছা বা "সাধ", ব্রীড়াবতী সীমন্তিনীর পক্ষে তাহা প্রকাশ করা কষ্টকর হইলেও, এই উপলক্ষে তাঁহাকে তাহা প্রকাশ করিতে হয়, কারণ বিশ্বাস এই যে, যদি এই সময়ে গর্ভিণী অভীপ্সিত আহার্য্যের নামোল্লেখ না করেন, তবে ভূমিষ্ঠ শিশুর অনবরত লালানির্গমন হইতে থাকে। প্রসবকালে গর্ভিণীর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। বোধ হয় এই আশঙ্কা হেতু তাঁহার গুরুজন স্নেহবশতঃ এইরূপ নানা উপচারে "সাধভক্ষণ" ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে যে স্বতন্ত্র সূতিকা গৃহ (আঁতুর ঘর) নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এই দিনে তাহার ঈশান-কোণের খুঁটা বসান হয় এবং সূতিকাগৃহে নিত্য ধূম দিবার জন্য নানাবিধ উদ্ভিজ্জ এবং তৈল ও গন্ধকযোগে একটী স্থূলপলিতা এবং উদ্ভিজ্জ ও মসলা মিশ্রিত শিশুর সেব্য "আলুই" নামক বড়ী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

জাতকরণ। এই সংস্কার শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ষষ্ঠীকৃত্য। ইহার নামান্তর "ষেটেরা পূজা" বা "ছয়রাত"। সাধারণ বিশ্বাস এহ যে এই রাত্রে "বিধাতাপুরুষ" সূতিকাগৃহে আগমন পূর্ব্বক শিশুর ললাট ফলকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যলিপি লিখিয়া দেন। এজন্য অতি প্রত্যুষকাল হইতে

ার আয়োজন হইতে থাকে। সর্ব্বাগ্রে "কুমীরকা" নামক একটী লতা ও খণ্ড করিয়া কাটিয়া সূতিকাগৃহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনীর উপরিভাগে লম্বমান রিয়া দেওয়া হয়। সূতিকা গৃহমধ্যে বেষ্টনীর গাত্রে স্থানে স্থানে ষষ্ঠীদেবী, ারাক্ষসী, গোয়ালা গোয়ালিনীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, একপার্শ্বে একটী অস্থিময় ন্দূরলিপ্ত গাভীমুণ্ড এবং অপরপার্শ্বে একটি সমূল সিন্দূরচর্চ্চিত বেণাঝাড় াপিত করা হয়। প্রসূতি ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই সকলের পূজা রেন। এতদ্ভিন্ন গৃহমধ্যে বিষ্ণুর ষোড়শ নামাঙ্কিত একখানি ক্ষুদ্র চেলী, একখানি তৈজসে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের পদধূলি, একখানি পঞ্জিকা এবং দোয়াত ও লম রক্ষিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জল ও তৈলযোগে শিশুর াত্র ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে নববস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ক্রোড়স্থিত নূতন শয্যায় শয়িত করাইয়া প্রসূতি ও তাঁহার পরিচারিকাগণ র্য্যায়ক্রমে জাগরণে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। নিশামুখে পুরোহিত তিকাগৃহের সম্মুখভাগে ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিয়া বৈদিক ন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অষ্টোত্তর বকুলপত্রের হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদবধি িংশদ্দিনের সূতিকা ষষ্ঠী পূজান্তে সূতিকাগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক শিশু ও প্রসূতির গৃহপ্রবেশ অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে প্রসূতি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া অব্য-হিতচিত্তে "অপরাজিতা" "বটুকভৈরব" এবং "ষষ্ঠী" ইহাদের স্তব শ্রবণ রেন। শিশু ও প্রসূতির গৃহ প্রবেশের পর একদিন শুভলগ্নে সকলে সম-েত হইয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে শিশুর মুখদর্শন করেন এবং শিশুর পিতা ুত্রের হস্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, প্রবাল, ধান্য, দূর্ব্বা প্রভৃতি অর্পণ করিয়া ানান্তে বস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

নিষ্ক্রামণ, নামকরণ ও অন্নপ্রাশন। প্রাচীনকালে এই তিন সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইত, বহুদিন হইতে ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যক্ত ইয়াছে। এইক্ষণ সংস্কারত্রয় একত্রে একদিনেই সমাপিত হইয়া থাকে। র্য্যায়েরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান পর্য্যায় নামকরণ, অন্নপ্রাশন, িষ্ক্রামণ। শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠচন্দ্রে অর্থাৎ ষষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে শুভদিনে ভলগ্নে সংস্কারগুলি নির্ব্বাহিত হয়। এতদুপলক্ষে ক্রিয়ার দুই তিন দিন র্ব্ব হইতে শুভলগ্নযোগে তিন হইতে সাত পর্য্যন্ত সধবা কর্ত্তৃক আয়োজন

আরব্ধ হয়। ইহাকে শাস্ত্রার্থে “জীরা মুক্তার লাড়ু বাঁধা” বলে। ক্রিয়ার পূর্ব্বাহে নান্দীমুখকর্ত্তা সংযত হইয়া হবিষ্যান্নগ্রহণ এবং পুরস্ত্রীগণ নিশাকালে অধিবাস উপলক্ষে “জলসওয়া” প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ক্রিয়ার দিনে প্রথমে নান্দীমুখকর্ত্তা বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে শালগ্রাম-শিলা-সমক্ষে পুরোহিত সাহায্যে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, ষষ্ঠী এবং মার্কণ্ডেয়ের পূজা সমাপন করেন। সেই সময়ে সধবাগণ শুদ্ধান্তস্থিত প্রাঙ্গণে রম্ভাতরুচতুষ্টয় মধ্যস্থিত সুবিচিত্র পীঠে শিশুকে উপবিষ্ট করাইয়া তৈল হরিদ্রা যোগে তাহার স্নানকার্য্য সমাপন করেন। পূজান্তে নান্দীমুখকর্ত্তা “বসুধারা” দিবার পর নানালঙ্কারভূষিত কৃতনেপথ্য শিশু তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি ষোড়শ উপকরণে তাহার অধিবাস কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরে পূর্ব্বোক্ত সধবাগণ শিশুর হাত ধরিয়া হরিদ্রা, ধান্য, যব, শ্বেতসর্ষপ ও শ্বেত-মুদ্‌গ পেষণ করে এবং শিশুসহ তাঁহাদিগকে সাতক্ষেয়া সূত্রদ্বারা বেষ্টন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম “ভারওলান”। পরে সেই সাতক্ষেয়া সূত্র-দ্বারা একটু বস্ত্রখণ্ডযোগে দূর্ব্বাসহ পিষ্ট হরিদ্রাদি শিশুর হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে নান্দীমুখকর্ত্তা আভ্যুদয়িক পার্ব্বণশ্রাদ্ধসূত্রে নয়টি পিণ্ডদান করেন এবং পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃত সংযোগে অষ্টোত্তরশত সমিধ্‌ সহকারে হোমকার্য্য সমাপন করিয়া বালকের রাশি নক্ষত্রসম্মত “রাশি-নাম” ও বালকের মাতার অভিপ্রেত “ডাকনাম” শিলাপৃষ্ঠে লিখিয়া বালকের জননী ও অন্যান্যের গোচরার্থ পাঠ করেন এবং পিতা ব্যতীত বালকের সগোত্র যে কেহ বালকের মুখে পায়সান্ন প্রদান করেন। তদন্তে বালকের সম্মুখে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, ধান্য, পুস্তক, দোয়াত ও কলম রক্ষিত করা হয়। তন্মধ্যে বালক যে দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করে তদনুসারে তাহার ভাবী জীবনের ফলাফল, বিদ্যাবত্তা ও ধনবত্তা প্রভৃতির পরীক্ষা ও আলোচনা করিতে হয়। তৎপরে সধবাগণ বালককে উপলক্ষ করিয়া ক্রীড়া করেন এবং উপস্থিত অনুপস্থিত মহিলাগণ বালককে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই আশীর্ব্বাদ করার নাম “যৌতুক দেওয়া”। মুখদর্শনী ও যৌতুক সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ জননীর প্রাপ্য। গৃহস্থ এই যৌতুকের পরিবর্ত্তে মহিলাদিগকে এক একখানি বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। এইরূপে নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একত্রে নির্ব্বাহিত

হইবার পরে অনেক কর্ত্তৃপক্ষ বাদ্যকর সমভিব্যাহারে খৈ ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে বালককে লইয়া যানারোহণে অথবা পদব্রজে কিয়দ্দূর যাইয়া কোন দেবালয়ে প্রণামানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ক্রিয়ার এই অংশটুকুর নাম নিক্রামণ। তদন্তে ব্রাহ্মণাদি ও আত্মীয় স্বজন ও অবশেষে কাঙ্গালী-দিগের আদর অভ্যর্থনা ও ভোজনাদি ঘটিত আনন্দোৎসবে ক্রিয়া সমাপিত হয়।

বালক পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইলে, বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে শুভদিনে ও শুভলগ্নে তাহার “হাতেখড়ি” দেওয়া হয়। এই সময়ে পুরোহিত ফুলখড়ি নির্ম্মিত লেখনীযোগে বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে বৃহদায়তন “ক” “খ” প্রভৃতি বর্ণ লেখিত করেন এবং তদবধি বালক প্রতিদিন পাঠশালায় যাইয়া গুরু-মহাশয়ের নিকট বর্ণ ও অঙ্কশিক্ষা এবং তালপত্র হইতে ক্রমশঃ কদলীপত্র ও কাগজে হস্তলিপি অভ্যাস করিতে থাকে। ইদানীং পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে পুরাতন পাঠশালা অন্তর্হিত এবং তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গবিদ্যালয়ে পুস্তক ও শ্লেটপেন্সিল যোগে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। সুতরাং গুরুমহাশয় ও “পড়ুয়া” ঘটিত সেই পুরাতন স্নেহভক্তি ও আত্মীয়তা উপকথায় পরিণত হইয়াছে। এই বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালে ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সেইসূত্রে পরবর্ত্তী কৌমারকালের সংস্কারগুলির অব-তারণা হইত।

চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ। বালকের জন্ম হইতে অযুগ্ম বর্ষে শুভদিনে শুভলগ্নে এই সংস্কারদ্বয় একযোগে আচরিত হইতে থাকে। এতৎ সহযোগী “উপনয়ন” সংস্কার বহুদিন হইতে কায়স্থসমাজে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই প্রধান সংস্কার বিবর্জ্জিত যে কিছু পদ্ধতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাও বঙ্গজ সমাজে যেরূপ বিশিষ্টভাবে আচরিত হইয়া থাকে, অন্যান্য সমাজে তদ্রূপ নাই। এই সংস্কারত্রয় কায়স্থের দ্বিজাতিত্বের বিশেষ পরিচায়ক এবং এইগুলি যথারীতি প্রতিপালিত না হইলে কায়স্থবালক সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত করিতে পারে না। অধিক কি, অকৃতচূড় ও অবিদ্ধকর্ণ বালক দেবার্চ্চনার জন্য পুষ্পদূর্ব্বাদি সংগ্রহে ও পূজার পরিচর্য্যায় পর্য্যন্ত অধিকারী হয় না। অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষে দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে সধবাগণ কর্ত্তৃক যেরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এতদ্রূপ-

DOUBLE COLOUR

লক্ষেও তদ্রূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ক্রিয়ার ন্যায় এই ক্রিয়াতেও নান্দীমুখকর্ত্তা সংযত থাকিয়া পূজা, বসুধারা প্রদান, অধিবাস, পিত্তার প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠান, পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতসংযুক্ত অষ্টোত্তরশত সমিধ্ সহকারে প্রজ্বলিত হুতাশনে হোমকার্য্য এবং সধবাগণ বালকের স্নান, ভারওলান, বালকের হস্তে রক্ষাবন্ধন প্রভৃতি সমস্ত দেশাচার সম্মত আচার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সংস্কারদ্বয়ের অঙ্গীভূত দুইটি বিশেষ নিয়ম অধিকন্তু প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বালকের স্নানের অব্যবহিত পূর্ব্বে নান্দীমুখকর্ত্তা পুরোহিতের আদেশ মত তাহার মস্তকের চুল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সশারুকণ্টক দ্বারা সাতভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে, নরসুন্দর মুণ্ডন কার্য্য সমাধা করে। ক্রিয়ার এই অংশের নাম "চূড়াকরণ"। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপিত হইলে, পুনরায় নরসুন্দর রম্ভাতরুচতুষ্টয় মধ্যস্থিত চিত্রিত পীঠোপরি দণ্ডায়মান পূর্ব্বাস্য বালকের দুই কর্ণমূল দুইটি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্ম্মিত কাঁটা বা "গুজি" দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিয়া পলায়নের চেষ্টা করে এবং বালক দুই হস্তস্থিত দুইটী ভর্জ্জিত তণ্ডুল ও গুড়সংযুক্ত লাড়ু নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করে। তৎপরে খৈ ও লাড়ুপূর্ণ কতিপয় মৃন্ময় ভাণ্ড উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মধ্যে বিতরিত হয় এবং অবশেষে সধবাগণ অন্নপ্রাশন ক্রিয়াকালের ন্যায় বালকের সহিত ক্রীড়া করেন ও যৌতুক প্রদত্ত হয়। কর্ণবেধের তৃতীয়াহে গুঁজিদ্বয় উন্মোচিত ও নরসুন্দরের হস্তগত এবং ক্ষত-স্থানে কচুর ডাঁটা মার্জ্জিত করা হয়।

বিবাহ। এই সংস্কার পুত্র সম্বন্ধে পিতার শেষ কর্ত্তব্য। বিবাহান্তে কায়স্থযুবক একটি স্বতন্ত্র গৃহস্থে পরিণত হন। কায়স্থযুবক দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলে, তদুপলক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠান তাঁহাকে স্বয়ং স্বাধীনভাবে করিতে হয়, তাঁহার পিতা আর তজ্জন্য আভ্যুদয়িক ক্রিয়া করেন না। বিবাহ উপলক্ষে বর ও কন্যাপক্ষ হইতে উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উভয়কে আশীর্ব্বাদ করণের প্রথা বঙ্গজসমাজে নাই। বঙ্গজের মধ্যে বর প্রায়ই অদৃষ্টপূর্ব্ব হন না, কিন্তু বরপক্ষীয়গণ কন্যার রূপগুণ সম্বন্ধে পরম্পরায় ও ঘটনাক্রমে যাহা অবগত হইতে পারেন, তদতিরিক্ত বিশিষ্টরূপ আর কিছু জানিবার নিয়ম নাই। কন্যা-পক্ষীয়দিগকে কন্যা দেখাইতে হয় না। বরপক্ষকর্ত্তৃক কন্যা দেখিবার প্রথা

কন্যাপক্ষীয়দিগের পক্ষে অপমানসূচক। সহরঅঞ্চলে ও ধনীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে স্বয়ং বরকর্ত্তৃক কন্যাদর্শন সম্বন্ধীয় যে কোর্টসিপের অনুকল্পের প্রচলন হইয়াছে, বঙ্গজসমাজে তাহা আজিও প্রবেশ করে নাই। পুত্রের বিবাহসূত্রে কন্যার পিতার সর্ব্বস্বগ্রহণ করিবার চেষ্টা অপর সমাজে যেরূপ বহুলভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বঙ্গজসমাজে তাহার চিহ্ন-মাত্রও নাই। এই সমাজে কন্যার পিতার নিকট বরের পিতার কিছু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার প্রস্তাবমাত্রও করিবার নিয়ম নাই। কন্যার পিতা স্বপ্রণোদিত হইয়া যে কিছু শয্যা, তৈজস, বস্ত্র ও অলঙ্কার কন্যার সহিত দান করেন, তাহাই গ্রহণীয়। তৎ সম্বন্ধে কোন চুক্তি নাই। তবে এইটুকু স্থির আছে যে, জামাতার সম্মানার্থ শ্বশুরকে সাধ্যমত দ্রব্যসামগ্রী দিতে হইবে। কন্যার অলঙ্কার সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।* বরকে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী দান করা হয়, প্রকারভেদে বৃহৎকল্পে তাহার নাম "বরসজ্জ" ও ন্যূনকল্পে "ভোজনপাত্র"। এই প্রণালীতে মধ্যস্থের মধ্যবর্ত্তিতায় "লক্ষকথা"র পরে সম্বন্ধ স্থিরতর হইলে, একদিন সায়ংকালে অবস্থাভেদে বর অথবা কন্যাকর্ত্তার গৃহে কিম্বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে উভয়পক্ষীয় গুরুপুরোহিত এবং আত্মীয় স্বজন সম্মিলিত হইয়া বর ও কন্যার পিতাকে প্রশ্ন করিয়া এই ক্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ের সম্মতিগ্রহণ করেন। তদন্তে উভয়পক্ষ হইতে পরস্পরের গুরু, পুরোহিত ও উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের প্রণামী প্রদত্ত এবং বরের বা কন্যার পিতা অথবা পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ব্যয়ে মিষ্টান্ন বিতরিত হয়।

বিবাহের নিমিত্ত ধার্য্য দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব্বে শুভদিনে গাত্রহরিদ্রা ও অধিবাস প্রদত্ত হয়। তদুপলক্ষে রম্ভাতরুচতুষ্টয়-মধ্যবর্ত্তী অঙ্গনাংশে চিত্রিত পীঠোপরি তৈলহরিদ্রাযোগে সধবাগণকর্ত্তৃক বরের স্নানকার্য্য সম্পাদনের পর সেই হরিদ্রার অবশিষ্টাংশ কন্যার ব্যবহারার্থ প্রেরিত এবং বরের ন্যায় কন্যার স্নানকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পরে বর ও কন্যা নিজ নিজ বাটীতে নূতন চেলী পরিধান ও নূতন অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে বিচিত্র পীঠে পূর্ব্বাস্যে উপবিষ্ট হইয়া দীপালোকে আত্মীয় স্বজন-সমভিব্যাহারে সর্ব্বাগ্রে পায়স ও তৎপরে

* বঙ্গজগণ এই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন। ইদানীং কিন্তু ইহার ব্যতিচার ঘটিতেছে।

নানাবিধ উপচারে অন্ন ভোজন করেন। তদবধি বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বর ও কন্যা যানযোগে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয়ের আলয়ে অন্ন অথবা জলযোগ-স্বরূপ মিষ্টান্ন ভোজন এবং বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অবূঢ়ান্নগ্রহণব্যাপার সমাধা করেন। অবূঢ়ান্নঘটিত লৌকিকতাপ্রদানকল্পে সাধারণ্যে বস্ত্র ও মিষ্টান্ন প্রেরণের নিয়ম বঙ্গজসমাজে প্রচলিত নাই। বিবাহ উপলক্ষে বর বা কন্যা-পক্ষে যে যে বাটীর স্ত্রীগণ নিমন্ত্রিত হন, বর ও কন্যা অবূঢ়ান্নের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কেবলমাত্র সেই সেই বাটীতে গমন করেন।

অন্নপ্রাশন ও কর্ণবেধ উপলক্ষে যদ্রূপ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনের প্রণালী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষেও সধবাগণ "জীরামুক্তার নাড়ু বাঁধা" "জলসওয়া" "ভারওলান" প্রভৃতি কার্য্য এবং নান্দীমুখকর্ত্তা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, অধিবাস, বসুধারাপ্রদান ও পূজাঘটিত সমস্ত কার্য্য তদ্রূপ সম্পাদন করেন। বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রির শেষভাগে বর ও কন্যাকে দধিমিশ্রিত অন্নভোজন করিতে হয়। সেই অনুষ্ঠানের নাম "দধিমঙ্গল"। বিবাহের দিন বর ও কন্যা উপবাসী থাকেন এবং মধ্যাহ্নে বরপক্ষকর্ত্তৃক আভ্যুদয়িক ক্রিয়া আরম্ভ হইলে তৎসংবাদ অবিলম্বে কন্যাকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হয় এবং তৎপ্রাপ্তে তিনি নিজ কর্ত্তব্য আভ্যুদয়িক ক্রিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। অপরাহ্নে বরের ক্ষৌর এবং বর কন্যার স্নান পূর্ব্ববৎ যথাবিধি সম্পাদিত হইলে, উভয়ে ভূমির উপরি বিপর্য্যয়ভাবে রক্ষিত দুইখানি মৃৎপাত্র দুই পদাঘাতে ভগ্ন করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "আইবড়মুচি ভাঙ্গা"। পরে বর পূর্ণকুম্ভ ও প্রজ্বলিত দীপ সমক্ষে পুরোহিত ও গুরুজনের নিকট বিদায়গ্রহণ করেন। যাত্রাকালে জননী জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, কোথায় যাইতেছ?" পুত্র উত্তর দেন, "মা আপনার দাসী আনিতে যাইতেছি" এবং ভগ্নী বামহস্তের অঙ্গুলী ক্ষত করিয়া রক্তদ্বারা ভ্রাতার ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে মাল্য, দর্পণ, খড়্গের পরিবর্ত্তে ছুরিকা ও বেণার মূল প্রভৃতি কতিপয় দেশাচারসম্মত সামগ্রী প্রদান করেন। বর এইরূপে শুদ্ধান্ত হইতে যাত্রা করিয়া বহির্বাটীতে আগমন ও বেশভূষা গ্রহণপূর্ব্বক বরযাত্র, বাদ্যভাণ্ড ও আলোকমালা সমভিব্যাহারে কন্যা-গৃহে গমন করেন। গমনকালে পথিমধ্যে অপর বর উপস্থিত হইলে পরস্পরের মুখাবলোকন নিবারিত হয়। কন্যাগৃহে উপস্থিত মাত্রে কন্যাপক্ষীয় নরসুন্দর

...াগ্রে একটি দীপ প্রদর্শিত করাইয়া বরকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক সভামণ্ডপে লইয়া যায় এবং কন্যাকর্ত্তা সকলকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন।

লগ্ন উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের এবং বরকর্ত্তার অনুমতি লইয়া কন্যাসম্প্রদানের উদ্যোগ করেন। সর্ব্বাগ্রে বরের "বরণ" সমাপিত হয়। তদন্তে "স্ত্রী-আচার"। তৎপরে "পীঠের পীঁড়ি"তে অবগুণ্ঠনবতী ...দ্বারা কন্যাকে অর্দ্ধশয়িত ও অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে স্থাপিত করিয়া কন্যার খুল্লতাত, মাতুল ও ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক বরের চতুর্দ্দিকে "সাতপাক" পরিভ্রমণের পর "শুভদৃষ্টি" সম্পাদিত হইলে কন্যাকর্ত্তা কন্যাসম্প্রদান করেন। সম্প্রদান-কালে বরের বৈদিক পুরোহিত বরকর্ত্তার বাটী হইতে আনীত উপকরণযোগে ...সংযুক্ত অষ্টোত্তরশত সমিধ্ সহকারে প্রজ্বলিত হুতাশনে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে "লাজাহোম" "ধ্রুবতারাদর্শন" সমাপ্ত হইলে বর ও কন্যা অন্তঃপুরে নীত হন। তথায় কন্যার মাতা জামাতা সমক্ষে বিবিধ ব্যঞ্জনসহ অন্ন উপস্থিত করিলে বর তৎসমস্ত একত্র করিয়া পঞ্চগ্রাসে বিভক্ত করণানন্তর এক একটির ঘ্রাণ লইয়া একটি হাঁড়িতে রাখিয়া দেন, এবং বরের ভৃত্য ঘরের মেঝে খনন করিয়া সেই হাঁড়ি প্রোথিত করে। এই অনুষ্ঠানের নাম "পঞ্চগ্রাসী"। তৎপরে বর নিজ বাটী হইতে আনীত আহার্য্য, ভৃত্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আহারান্তে "বাসরে" প্রবেশ করেন। বিবাহের রাত্রে বর, কন্যার গৃহের খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করেন না।

বিবাহান্তে অথবা লগ্নের বিলম্ব থাকিলে তৎপূর্ব্বে বরযাত্রীগণের ভোজন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তৎপরে তাঁহারা অবস্থিতি জন্য নির্দ্দিষ্ট আলয়ে গমন করেন এবং পরদিন তথায় তাঁহাদিগের ভোজনার্থ দ্রব্যসম্ভার প্রেরিত হইলে, তাঁহারা আপন ইচ্ছামত আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজনান্তে বর-কন্যা সমভি-ব্যাহারে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে যে অনুষ্ঠান আচরিত হয়, তাহার নাম "বাসিবিবাহ"। বিবাহের রাত্রের হোমকার্য্য এবং বাসিবিবাহ "কুশণ্ডিকা"র অঙ্গস্বরূপ। বাসিবিবাহান্তে সধবাগণ বর ও কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া বহুবিধ ক্রীড়া কৌতুক করেন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকালে যেরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ

আশীর্ব্বাদী যৌতুকাদি প্রদত্ত হয়। আহারান্তে অপরাহ্নে বর ও কন্যা বরের বাটীতে আগমন করেন এবং তথায় বরপক্ষীয়া স্ত্রীগণ তাঁহাদিগকে “বরণ” করিয়া সমাদরে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম “বৌপরিচয়”। সেইরাত্রি “কালরাত্রি” বিধায়, বর ও কন্যা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করে। তৎপরদিন “ফুলশয্যা”। এই দিনে কন্যাকর্ত্তাকে কন্যা-জামাতার ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র, মাল্য, চন্দন, আহার্য্য এবং জামাতার আত্মীয়গণের সম্বর্দ্ধনার্থ “নমস্কারী” বস্ত্র এবং যতগুলি বরযাত্র গমন করেন, তাঁহাদিগের আহারোপযোগী দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিতে হয়। বিবাহের পর দশমাহ পর্য্যন্ত উৎসব চলে এবং কন্যার এক বা একাধিক আত্মীয়ের নামোল্লেখে প্রতিদিন কন্যার বাটী হইতে আহার্য্য প্রেরিত হয়। এই আহার্য্য প্রেরণের নাম “জলপানি দেওয়া”। দশমাহে যে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়, তাহার নাম “দশবর্দ্ধন”। দশবর্দ্ধনান্তে কন্যা পিতৃগৃহে গমন করেন। বিবাহের বর্ষমধ্যে দ্বিরাগমন সম্পাদিত হইলে, শুভদিনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য ইদানীং বিবাহের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগমন সম্পাদিত হইতেছে। নচেৎ দ্বিরাগমনার্থ উক্ত বিশুদ্ধ দিন দুষ্প্রাপ্য হেতু, দ্বিরাগমন সম্পাদনে বিলম্ব ঘটে। বিবাহের অব্যবহিত পরে দ্বিরাগমনের নাম “ধূলাপায় ঘরবসত”। বিবাহের পর “জোড়ে” গমনাগমনের নিয়ম বঙ্গজসমাজে প্রচলিত নাই। বর শ্বশুরালয়ে একাকীই গমন করেন। “ফুলশয্যার” দিনে কন্যার যে যে-আত্মীয় বস্ত্র দেন, বর শ্বশুরালয়ে প্রথমাগমন-কালে তাঁহাদিগকে “নমস্কারী” বস্ত্র দিয়া থাকেন এবং বিবাহান্তে কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলে পূজনীয়াদিগকে দিবার নিমিত্ত শ্বশুরালয় হইতে “নমস্কারী” বস্ত্র আনয়ন করেন।

এই দশবিধ সংস্কার ব্যতীত বঙ্গজসমাজে আরও কতকগুলি আচার প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে “জন্মতিথি পূজা” ও “নবান্ন” উল্লেখযোগ্য।

জন্মতিথিপূজা। এই ক্রিয়ায় বর্ষে বর্ষে জন্মতিথি উপলক্ষে সপ্তচিরজীবী, ষষ্ঠীদেবী ও মার্কণ্ডেয় পূজা, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন এবং হোম ও ষট্‌তিনারায়ণের পূজা নিয়ম আছে। এই উপলক্ষে বিবাহ ও কর্ণবেধাদির ন্যায় তৈলহরিদ্রাযোগে স্নান, নববস্ত্র পরিধান, রক্ষাবন্ধন ও পরমান্নগ্রহণ এবং তদতিরিক্ত মৎস্যযোগে ও নিরামিষ ভোজন আচরিত হইয়া থাকে।

ন্নায়। নূতন ধান্য সংগৃহীত হইলে বর্ষে বর্ষে নব আতপ তণ্ডুল যোগে গণের পার্ব্বণশ্রাদ্ধ সম্পাদিত হয় এবং দুগ্ধ, নারিকেল ও নূতনগুড় সংযুক্ত ন তণ্ডুল জলযোগার্থ এবং বহুবিধ উপকরণ সহকারে নূতন তণ্ডুলের অন্ন ত হইয়া থাকে।

ল্লিখিত অবস্থাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোনটিতে অর্ঘ্য-র্গ, কোনটিতে অস্ত্রের ও কোনটিতে মসীলেখনী ব্যবহারের নিয়ম আছে ং সকলগুলিতেই বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমকার্য্যের ব্যবস্থা আছে। দেশবাসী শূদ্রপদবাচ্য কোন জাতির কোন ক্রিয়াতে এতদ্রূপ বৈদিক আচ-রের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। অতএব আভ্যন্তরীণ প্রমাণস্বরূপে নিঃসংশয়ে লা করিতে হয় যে, বঙ্গবাসী কায়স্থগণ আচারভ্রষ্ট দ্বিজ ব্যতীত কোনক্রমেই দ্র নহেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ

মুখবন্ধ ।

ভগবানের ইচ্ছায় কায়স্থ-পত্রিকা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সময়ের মধ্যে কত ঝটিকা, কত তরঙ্গ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এমন কি, অনেক সময়ে কায়স্থ-পত্রিকার জীবন সম্বন্ধে আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। নানা কারণেই তাই আমরা গত বর্ষের প্রারম্ভে যে সকল সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার সকলগুলি সুসিদ্ধ করিবার সুযোগ পাই নাই, নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পত্রিকাও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক এখন নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে আসিয়া পড়িলাম। এবার কায়স্থ-পত্রিকার স্থায়িত্ব ও উপযুক্ত পরিচালন সম্বন্ধে কএকজন মহাত্মা মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, তজ্জন্য নবোদ্যমে আবার অনেকে মনোযোগী হইয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রচারার্থ সভা উপযুক্ত প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরাও এবার সমাজের অভাব ও অভিযোগ শুনিবার জন্য, তাহার যথোচিত প্রতিবিধানে মনোযোগী হইলাম। এ কয় বর্ষের আন্দোলনের ফলে বুঝিলাম যে, আমাদের কায়স্থ-সমাজ এক সময়ে যেরূপ উন্নতির চরম-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সকল স্থানে না হউক, অনেক স্থানেই এখন তদনুপাতে অবনত ও পশ্চাদপদ হইয়া পড়িয়াছে। যেরূপ জড়তা সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সমাজ দুই একদিনে উদ্বুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু চেষ্টা, বহু যত্ন ও বহু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন! শত্রুতা মিত্রতা ভুলিয়া, দ্বেষাদ্বেষ বিসর্জ্জন

দিয়া যাহাতে সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হয়, এস ভাই, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার উপায় অনুধাবন করি। তাই আমরা সানুনয়ে সাধারণকে আহ্বান করিতেছি যে, আর নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, যাহাতে আমাদের সামাজিক ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রাণপণে সকলে তাহার চেষ্টা করি।

সকলেই জানেন, আমরাও পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে, আমাদের সমাজে বিবাহব্যয়-নিবন্ধন ব্যাধিটা ক্রমেই কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে; ক্রমেই দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়িতেছে, সমাজে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে! আর মান, সম্ভ্রম, জাতীয় অভিমান বুঝি থাকে না! ঐ দেখ, কত শত নিরীহ ভদ্র গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া প্রমাদ গণিতেছেন, অহরহঃ মৃত্যুকামনা করিতেছেন! যাহাতে পরম আনন্দ ছিল, যাহা পরম ধর্ম্ম ও যশস্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ছিল, এখন তাহাই অশান্তি, উদ্বেগ ও লোভরূপ পাপের আশ্রয় স্বরূপ গণ্য হইতেছে! সমাজ ছারখারে-যায়; এস ভাই, একটু মনোযোগী হও; পরকে একটু আপনার ভাবিতে শিখ। নচেৎ তোমার উচ্চ জাতিত্বের পরিচয় কোথায় থাকিবে। এস ভাই, আমরা সকলে মিলিয়া এই ভীষণ কুরীতি বর্জ্জন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। যত্ন করিলে অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

আমাদের সমাজে আর একটী প্রধান দোষ প্রবেশ করিতেছে, আমরা আভিজাত্য বিস্মৃত হইতেছি। আমরা ভাল মন্দকে এক দরে বেচিবার উপক্রম করিতেছি। ইহার প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক। সকল সভ্যদেশে সকল সভ্যসমাজে ভাটচারণগণ আভিজাত্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতে অভিজাত বংশধরগণ উৎসাহিত হইয়া স্ব স্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভাটচারণ বা কুলাচার্য্যের অভাব ঘটিয়াছে। এই কারণেই বংশমর্য্যাদার আদর হ্রাস হইতেছে, উচ্চ হৃদয় নীচ সংস্রবে ক্রমেই হীনমন হইয়া পড়িতেছেন। তাই আমরা সকল সমাজের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয়গণকে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করুন। একজন মহাপুরুষ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—'যদি সমাজের উন্নতি চাও, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত পাঠ কর। অবনত জর্ম্মণজাতি এইরূপ পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া তাহারই প্রভাবে আজ এতদূর উন্নত হইয়াছে।

তাই বলি, সামাজিক কর্ত্তৃপক্ষগণ! আপনারা একটু মনোযোগী হইয়া স্ব স্ব সমাজের, সমাজস্থ প্রধান প্রধান বংশের ও সমাজস্থ প্রাতঃস্মরণীয় মহোদয়গণের ইতিবৃত্ত যতদূর পারেন সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিন,—কায়স্থ-পত্রিকায় আমরা সাদরে সেই সকল ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিব। ধ্বংসের মুখ হইতে একটী শ্রেষ্ঠ জাতির গত স্মৃতি রক্ষিত হউক। বৈদেশিক প্রভাবে বিজাতীয় অনুকরণে আমরা সনাতন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছি, ম্লেচ্ছাচার এখন সমাজে খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার গতিরোধ এখন নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছে। এখন গতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া, আসুন, আমরা গতি পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি। আমরা সকলে আর্য্যসন্তান; সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, স্মার্ত্ত আচার ব্যবহার অবলম্বন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যাহাতে সমাজে কদাচার পরিবর্জ্জন ও স্মার্ত্ত সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, যাহাতে আমরা সুসংস্কৃত হইয়া স্বজাতির মঙ্গলমন্ত্রে দীক্ষিত হই, যাহাতে আমরা একতাবদ্ধ হইয়া এক মনে এক প্রাণে ভাবী বংশধরগণের কল্যাণে উদ্যুক্ত হই, সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করি।

ক্ষত্রিয় সমস্যা।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশনিচয় পাঠে পরশুরামের সহিত ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। পরশুরাম যে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বহুসংখ্যক (১৬) বচনাবলীতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত

(১৬) দ্বিতীয় বর্ষের দশমসংখ্যা ২৬৭-২৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বচনাবলীর ২, ৩, ১২, ১৩, ১৭ ১৮-২০, ২২-২৪, ২৬, ৩০-৩১, ৩৩-৫, ৩৭, ৩৮ সংখ্যক বচনসমূহ দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন হরিবংশের ৫২ অধ্যায়ে পৃথিবী বলিতেছেন "জমদগ্নিতনয় পরশুরাম ভারাবতরণ জন্য একবিংশতিবার আমায় নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন। তিনি বেদীতে রণস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নরপতি শোণিতে আমার তৃপ্তিসাধন এবং পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমায় কশ্যপকে দান করেন। তখন আমার কলেবর

হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৪ সংখ্যক বচনে দেখা যায় যে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে "নিভূ্প" করিয়াছিলেন। ইহাই কথঞ্চিৎ সম্ভবপর, নচেৎ কোন এক জাতির সমূলে উচ্ছেদ কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। তবে যদি সেই জাতি এই বিশাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস দ্বারা ছড়াইয়া না পড়িতেন, কেবল মাত্র কোন একটি স্থানে আবদ্ধ থাকিতেন, তাহা হইলে সমূলোচ্ছেদ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে নিঃক্ষত্রিয়ত্বসম্বন্ধে সংশয় আসিত না। আবার নিঃক্ষত্রিয়ত্ব একবার নহে—২১ বার। তাহাই বা হইবে কিরূপে? প্রথমবারে সকল ক্ষত্রিয়ের মূলোৎপাটন হইলে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতি আসিবে কোথা হইতে? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষত্রিয় জাতি নিঃশেষিতরূপে বিনষ্ট হয় নাই—বরং কতকগুলি ক্ষত্রিয় যে প্রথমবারে জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল তাহাই অনুমিত হয়। কারণ তাহাদের বংশ বিস্তার যেমন হইল অমনি পরশুরাম দ্বিতীয়-বার রণক্ষেত্রে নামিলেন। এবারও নিঃশেষে ক্ষত্রিয়বধ হয় নাই—কারণ তৃতীয়বারের জন্যত অন্ততঃ কিছু উদ্বৃত্ত রাখা চাই। ঐরূপ প্রত্যেক পরবর্ত্তিবারের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তিবারের ক্ষত্রিয়কুলের নিঃশেষে উন্মূলন কখনও ঘটে নাই। এ বিষয়ের প্রমাণ পরে দেখাইব।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ১, ৩, ১১, ২০ সংখ্যক বচনাবলীতে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নাই। ঐ সকলে কেবল মাত্র "পুনঃপুনঃ" "বারংবার" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় বোধ হয় পরশুরাম একাধিকবার ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণ-স্থলস্থ ক্ষত্রিয়গণকেই সংহার করেন। নচেৎ প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের গৃহে যাইয়া তাহাদের সবংশে নিধন একটী জীবনে কুলায় না—তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

উদ্ধৃত ৪র্থ সংখ্যক বচনে আছে "পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছেন।" এ স্থলে কতবার তাহার উল্লেখ নাই। আবার রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত ২২শ সংখ্যক বচনে আছে "পূর্ব্বে (একবার) ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।" এই সমস্ত বচন হইতে আমরা কি বুঝিব, [illegible]বিকই ভগবানের অবতার নিরীহ ক্ষত্রিয়গণকে বিনা দোষে বিনষ্ট করিয়াছিলেন? একের দোষে জাতির উচ্ছেদ কি ধর্ম্মসঙ্গত? যখন মহর্ষি [illegible] পিতৃবৈরনির্য্যাতনে কৃতসংকল্প হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশজন্য একটী মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন পুলস্ত্যাদি ঋষিগণ আসিয়া তাঁহাকে কি উপদেশ দিয়া নিরস্ত করেন? পরীক্ষিৎ-তনয় জনমেজয় যখন নাগযজ্ঞে দীক্ষিত হন, তখন আস্তীকমুনি আসিয়া তাঁহাকে কি বলিয়া তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন? রাক্ষস ও নাগগণ হইতে ব্রাহ্মণগণের যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ হইতে তাঁহাদের কি তত অনিষ্ট ঘটিয়াছিল? বরং ক্ষত্রিয় রাজার শাসনে থাকিয়া তাঁহাদের যেমন ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্য কোন সময়ে ঘটে নাই—তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। অবশ্য পরশুরামকেও ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত করিতে চ্যবনাদি ঋষিগণ তৎসন্নিধানে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রযত্নে পরশুরামও যে ক্ষত্রিয়বধরূপ বীভৎস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬, ২১, ২০, ও ৩৩ সংখ্যক বচনে পাওয়া যায়।

মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৮ অধ্যায়ে আছে "পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে [illegible] করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষ্টা হইবে, তাহাকে বিনাশ করিব।"—যদি পরশুরামের এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদ্বেষী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপরাপর ক্ষত্রিয়ের বিনাশ কেমন করিয়া ঘটিবে? একের দোষে নিরপরাধ ব্যক্তির নিগ্রহ কোন্ ন্যায়বান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইতে পারে? অগ্নিপুরাণের ২৮৬ অধ্যায়ে আছে "পরশুরাম দুষ্ট ক্ষত্রিয়-গণকে নিহত করিয়াছিলেন।" এস্থলে "দুষ্ট" অর্থে ব্রহ্মদ্বেষ্টা ধরিলে মহা-ভারতের কথার সহিত বিশেষ একতা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়কুলের উন্মূলন অপেক্ষা দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের সংহারসাধন সম্ভবপর। বোধ হয় পরশুরাম [illegible] ক্ষত্রদলপতিগণকে দমন করায় অপরাপর ক্ষত্রিয়গণ দল ছাড়িয়া অন্যত্র

ক্ষত্রিয়গণের রুধির, মাংস, মেদ ও অস্থিগন্ধে নিতান্ত দূষিত ও সর্ব্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত হয়। আমি ঋতুমতী যুবতীর ন্যায় কশ্যপের নিকট যাই। * * * তাঁহাকে বলিলাম, ব্রহ্মন্, ভার্গব রাম আমার পতিগণকে বিনাশ করিয়াছেন। আমি সেই সকল অস্ত্রজীবন পরাক্রান্ত পতিগণের অভাবে বিধবা হইয়াছি। আর আমার নগর নাই। আমিও আর প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না। আপনি অনুরূপ ভর্ত্তা প্রদান করুন।"

পলাইয়া যায়। নিরীহ ক্ষত্রিয়গণ যেমন শান্ত ভাবে বরাবর বসবাস করিতেন তেমনই পরশুরামের সময়েও ছিলেন। তাঁহারা বিদ্রোহাচরণে কোনরূপ সজীবতার পরিচয় না দেওয়ায় মৃত বলিয়া তৎকালীন সমাজে গণিত হইয়াছিলেন মাত্র। তাই সাধারণে পৃথিবীর নিঃক্ষত্রিয়তা ধরিয়া লইয়া ছিল। আবার ঐ গ্রন্থের ঐ পর্ব্বের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভীষ্ম পরশুরামকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছেন "হে ভার্গব, 'আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি' বহুকাল হইতে আপনি যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শুনুন, তৎকালে ভীষ্ম বা তৎসদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মেন নাই। হে তপোধন, আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদনে সমর্থ, সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এখন জন্মিয়াছে, হে রাম, সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব সন্দেহ নাই।" ক্ষত্রিয়গণকে যে পরশুরাম হারাইয়াছিলেন তাহাই ভীষ্মদেব বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। যদি পরশুরাম বাস্তবিকই পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন তাহা হইলে ভীষ্মদেব তাহার উল্লেখ না করিবেন কেন? পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনে আছে "পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া"—জয় অর্থে মারিয়া ফেলা নয়। তর্কের খাতিরে জেদ বজায় করিতে গেলে "জয়" অর্থে অন্যরূপ হইতে পারে—কিন্তু যখন এখানে কোন শ্লিষ্টপদ নাই তখন সহজ অর্থটী না লইব কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে পরশুরাম ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে হারাইয়াছিলেন মাত্র—একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করেন নাই।

উদ্ধৃত বচনাবলীর মধ্যে ১মটীতে আছে "পরশুরাম ক্রোধে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন।" ৪র্থ বচনে "ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন।" ২২শ ও ৩৩শ বচনে "ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন।" ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল বা নিঃশেষ করা একই কথা, তবে "পুনঃপুনঃ বিনাশ কিরূপ সম্ভবপর? নির্ম্মূলের উৎপত্তি হইবে কিরূপে? যাহার নাশ—সমূলে উচ্ছেদ একবার হইয়াছে তাহার উৎপাদন আবার কেমনে হয়।

পূর্ব্বে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বাক্যাবলীর নবম

সংখ্যায় "ক্ষত্রিয়কুলসংহারকারী" (১৭) চতুর্দ্দশ ও পঞ্চবিংশে "ক্ষত্রিয়হন্তা", অষ্টাবিংশে "অশেষ ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদকারী" এবং উনত্রিংশে "সকল ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী" শব্দনিচয় রামের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। রামের ধনুটীও বিশেষণবিহীন নয়। উদ্ধৃত বচননিচয়ের পঞ্চম সংখ্যায় আছে "রাম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক সেই দিব্য কার্ম্মুক গ্রহণে অযোধ্যায় আসিলেন।" (মহা, বন, ৯৯ অ) এই সকল বাক্য অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইলেও পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুলের ভীষণ শত্রু ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতীত হয়। এই বাক্যের সমর্থন জন্য আর একটী বাক্য মহাভারতীয় বনপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"অমিততেজাঃ রাম এইরূপে পৃথিবী জয় করেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।" তিনি, ক্ষত্রিয়জাতির শত্রু হইলেও তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। তিনি দূরবর্ত্তীয় ক্ষত্রিয়ের বিনাশ অনায়াসে করিয়া থাকিবেন—কিন্তু তাঁহার-মাতামহের কুলোচ্ছেদ কি তিনি স্বহস্তে করিয়াছিলেন? আমাদের বোধ হয় এরূপ বীভৎস কার্য্য ভগবানের অবতারের পক্ষে শোভা পায় না।

পরশুরাম মাহিষ্মতীপুরীর অধিপতি সহস্রবাহু অর্জ্জুনকে সংহার করায়, তাঁহার পুত্রেরা জমদগ্নিকে হত্যা করে। পরশুরাম তাহা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন এবং পিতৃ-বৈর-সাধনের জন্য সবান্ধব-কার্ত্তবীর্য্য-সুতগণকে সংহার করেন। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাদের অনুগতগণের অবমর্দ্দন, পুত্রপৌত্রাদির বিনাশ ও হৈহয়কুলের উচ্ছেদ যে করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত বচনাবলীর ষষ্ঠ, দশম, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, ত্রয়োবিংশ, ষড়বিংশ, সপ্তবিংশ, ত্রিংশ, একত্রিংশ, চতুস্ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ ও অষ্টাত্রিংশ বচনে পাওয়া যায়। হৈহয়কুলের বিনাশ ভিন্ন অপরাপর ঘটনা অসম্ভাব্য নহে। রাগান্ধ রামের পক্ষে সপুত্রবান্ধব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনিদের সংহার অনায়াসসাধ্য হইলেও নিঃশেষরূপে হৈহয়বংশলোপ সহজ ব্যাপার নহে। কারণ হৈহয়কুল যে ভাবে ভারতে বিস্তৃত ছিল, তাহার উচ্ছেদসাধন একক কোন বীরের সামর্থ্যে হইতে পারে না। হৈহয়কুলের কথা

(১৭) মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে ৬৬ অধ্যায়েও আছে—রাম সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণদ্বারা জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়-কুল-সংহারকারী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন।

ছাড়িয়া দিয়া কার্ত্তবীর্য্যের শতপুত্রের মধ্যেও যে পঞ্চপুত্র রামহস্ত হইতে অব্যা... হতি পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। তাহা পরে আলোচি... হইবে। উপস্থিত বাক্যাবলী হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই দেখান যাইতেছে।

উদ্ধৃত ষষ্ঠ বচনে আছে, "সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহা... পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। তিনি রামকে ক্ষত্রিয়বধ কা... নিবারণ করিলেন।" পঞ্চদশ বচনে "কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়বালকদিগে... রক্ষার্থ স্রুক্‌পাণি হইয়া উহা প্রতিগ্রহ করত কহিলেন, রাম! এক্ষণে এই সম... পৃথিবী আমার হইয়াছে, অতএব ইহাতে কদাচ তোমার বাস করা কর্ত্ত... নহে, তুমি শীঘ্র দক্ষিণসাগর-কূলে যাও।" ত্রিংশ বচনে আছে "রাম এইরূ... একবিংশতিবার সেই যুদ্ধযজ্ঞ সম্পন্ন করিলে পরিশেষে দৈববাণী হইল 'র... তুমি বারংবার এই ক্ষত্রবন্ধুগণকে বিনষ্ট করিয়া কি গুণ অবলোকন করিতেছ... তাত! তুমি এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও।' তখন ঋচীক প্রমু... পিতামহগণও সেই মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিলেন। * * * এই সকল ক্ষত্রবন্ধু তোমার বধের যোগ্য নহে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বধ ক... তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।" একবিংশবচনে "ক্ষত্রিয়বধ হই... নিবৃত্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান কর।" ত্রয়স্ত্রিংশ বচনে "পরি... চ্যবনাদি মুনিগণ আসিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলায় তি... মহর্ষি কশ্যপকে পৃথ্বীদান করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করেন।" উপরে উদ্ধৃ... বচন চতুষ্টয় পাঠে নিঃক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হয়? ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ"—শব্দে বুঝায় না কি আরো ক্ষত্রিয় ছিল, তাহাদের বধ যাহাতে না হয় তাহার জন্য ঋচীক পরশুরামকে অনুরোধ করিলেন। "হতাবশি... ক্ষত্রিয় বালকদিগের রক্ষার্থ" শব্দে কি বুঝায় না পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ব... পরাজিত বা বিনষ্ট হইলেও তাঁহাদের বংশধরগণের অভাব ঘটে নাই। যু... ক্ষম ক্ষত্রিয়মাত্রেই যমসদনে নীত হইয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের বালকগণ রামহস্তে নিহত হয় নাই। যদি তাহাই ঘটিত তাহা হইলে "হতা... শিষ্ট" শব্দের প্রয়োগ থাকিবে কেন? "তুমি এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃ... হইয়া তপস্যার অনুষ্ঠান কর"—এই সকল বাক্যে আমরা কি বুঝিব? কার্য্য শেষ হইলে নিবৃত্তি আপনিই ঘটে। কার্য্য বাকি থাকিলে অপরে তাহা...

...দিতে সমর্থ। এস্থলে কার্য্য বাকি ছিল, তাই পিতৃগণ আসিয়া রামকে ...হইতে বলেন। নচেৎ তাঁহাদের আগমনেরই কোন প্রয়োজন ছিল না। ...সকল হইতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে পরশুরাম "বারংবার" "পুনঃ...' বা একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ক্ষত্রিয়-...নিঃশেষিতরূপে বিনষ্ট হয় নাই। এমন কি যে সকল স্থানের ক্ষত্রিয়-...র উপর পরশুরাম চটিয়াছিলেন তাঁহারাও নির্ব্বংশ হন নাই।

...মহাভারতীয় উদ্যোগপর্ব্বের ১৭৯ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব পরশুরামকে বলিতে-...—"হে তপোধন, আপনি কেবল তৃণরাশি মধ্যে জ্বলিয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ ...গণ পরে জন্মে। যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদনে ..., সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এখন জন্মিয়াছে। হে রাম, সমরে আমি ...ই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই।" এই বাক্য হইতে কি ...যায় না যে পরশুরাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। ...পারিতেন, তাহা হইলে ভীষ্মদেব জন্মিলেন কি রূপে? তিনি কি ক্ষত্রিয় ...ন না। শান্তিপর্ব্বে ৪৮ অধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা ...ছেন, "যদি রাম শস্ত্রানলে সমস্ত ক্ষত্রিয়বীজই দগ্ধ করিয়াছিলেন, ...কি প্রকারে তাহার পুনঃ উৎপত্তি হইল?" এই প্রশ্নের ভাবে কি বুঝা ...না ক্ষত্রিয়কুল একেবারে উন্মূলিত হয় নাই। আবার বিশ্বামিত্রবংশীয় ...য়ের উত্তেজনায় যখন পরশুরাম পুনরায় ক্ষত্রবধে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে ...গুলি ক্ষত্রিয়াণীর কৌশলে কতিপয় ক্ষত্রবালক যে বাঁচিয়াছিল তাহার ...ণও পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ...কোন কালে কাহারও কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয়া হয় নাই। জাতিভেদপ্রথা ...ত হইবার পরেও ভারতে যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, ...দের বংশ কোন কালে কোন বিপ্লবে লোপ হয় নাই। তবে তাঁহাদের ...গণ যে বরাবর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা ...র করি না— বরং তাঁহারা যে স্বধর্ম্ম হইতে অপক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর ...করিয়াছিলেন, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে আলোচনা ...করিবার বাসনা রহিল।

...শুরাম কেন এই ক্ষত্রিয়বধরূপ বীভৎস কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে তিনি তাঁহাদের বিনাশ করিতে সবিশেষ যত্নপর হন? তিনি ভগবানের অবতার হইয়া প্রজাগণের পালন, ধর্ম্মসংস্থাপন, দুষ্টের দমন প্রভৃতি কায্যগুলির কোনটি সাধন করিয়াছিলেন? তাঁহার অবতারণের উদ্দেশ্যই বা কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে পুরাণাবলীর মতান্তর আছে। প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়বধের কারণ সম্বন্ধে মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়ে "পিতৃবধ" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশুদ্বারা যে হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করেন এবং তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রথারোহণে ভূমণ্ডল জয়ার্থ বাহির হইয়া ধনু লইয়া মহাস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বারংবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করেন"—ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ২৭ অধ্যায়ে "রাম পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া," রামায়ণ, বালকাণ্ড ৭৪ সর্গে "পিতৃবধনিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া", ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৬ অধ্যায়ে "পিতৃবধকে হেতু করিয়া," অগ্নিপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়ে "পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে ক্রোধাভিভূত হইয়া এবং শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতায় ৩০ অধ্যায়ে "অর্জ্জুনতনয়গণকর্ত্তৃক পিতা নির্দ্দারুণভাবে নিহত হইয়াছে, শুনিয়া প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া" রাম যে ক্ষত্রিয়গণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। আবার ভাগবতের ৯ম স্কন্ধ ১৬শ অধ্যায়ে আছে, "ক্ষত্রিয়গণ রজঃ ও তমগুণে আচ্ছন্ন হইয়া হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং পৃথিবী মহৎ ভার হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহাদের অপরাধ অল্প হইলেও রাম তাঁহাদিগকে সংহার করেন।" এখানে ক্ষত্রিয়বধের কারণ অন্যরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯ অধ্যায়ে "আমি ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইব এবং তৎকালে সমৃদ্ধশালী বলবাহনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণকে উৎসাদন করিব"—এই বাক্যটিও দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান বিষ্ণু পরশুরামরূপে কেন বলবাহনান্বিত সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সংহার করিবেন? তাহা বুঝা যায় না। তবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বা খেয়াল বলিলে সব চুকিয়া যায়—কিন্তু তাহা এরূপ স্থলে বলা কি যুক্তিসঙ্গত না সুধীজনের তাহা গ্রাহ্য? সুতরাং এ স্থলে কোন কারণ নাই স্বীকার করিতে হইবে। কল্কিপুরাণ প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়বধের কারণ অন্যরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার মতে—"যখন মহাবলশালী হৈহয় প্রভৃতি

…নেবর্গ বিষয়মদে মত্ত হইয়া ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন, তখন …নি তাহাদের বধজন্য ভৃগুবংশে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। …র দুরাচার রাজা কার্ত্তবীর্য্য আপনার জনক জমদগ্নির হোমধেনু অপ…া করিলে সেই ক্রোধে আপনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া …রেন।" এস্থলে পিতৃবধের উল্লেখ নাই, বরং ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করায় …গণ ভগবানের বধ্য বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন। রাজার পক্ষে ধেনু …রণ দুর্ব্বৃত্ততাজ্ঞাপক—উহাতে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, সুতরাং বিষ্ণুর অব…রণেরও আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪র্থ অ০)

অর্থাৎ যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয় আমি তখনই …ছায় অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম…স্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

"দুষ্কৃতগণের বিনাশ" অবতারের কার্য্য। যাঁহারা পূর্ব্বে রামের হস্ত হইতে …কিৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সহস্র বর্ষ পরে তাঁহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া …বলশালী নৃপতি হইয়াছিলেন। ভার্গব অবিলম্বে তাঁহাদিগকে ও তাঁহা…দের বালক পুত্রপৌত্রাদি যাহা ছিল তৎসমস্ত সংহার করিলেন। তদনন্তর …য়ারা গর্ভস্থ ছিল, সেই সকল ক্ষত্রিয় বালকদ্বারা পুনরায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত …লে তিনি আবার তাহাদিগকে নিহত করেন। এইরূপ যতবার ক্ষত্রিয় …ান উৎপন্ন হয়, রাম ততবারই সংহার করেন। (১৮) এমন কি নিজ …তিজ্ঞা নিশ্ছিদ্ররূপে প্রতিপালনজন্য গর্ভস্থ শিশু, মাতৃক্রোড়স্থ বালক, …তিপর বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল ক্ষত্রিয়কেই বিনাশ করেন। (১৯) এখানে ইহারা

(১৮) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।

(১৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ৪০ অধ্যায়। এতদ্ভিন্ন স্কন্দপুরাণ রেণুকামাহাত্ম্য ৪৭ …য় আছে—পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া ধনুকে নিশিত শরনিকর সন্ধান-

কি দোষ করিয়াছিল যে ভগবান্ তাহাদিগকে সংহার করিলেন। ইহারা কি বাস্তবিক দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন? যদি না হইবেন তবে ইহাদের উপর প্রভুর এত কোপ হইল কেন? পিতার দোষে পুত্রের শাস্তি কোন্ ধর্ম্মসঙ্গত তাহা বুঝিলাম না? গর্ভস্থ বালকহত্যা কি দুর্ব্বৃত্ততার পরিচায়ক নহে? যে ব্যক্তি গর্ভস্থ ও মাতৃক্রোড়স্থ বালকের উপর অত্যাচার করিতে পারে, তাহাকে কাহার অবতার বলা যায়? ভগবানের না শয়তানের—পাঠকগণ তাহা নির্দ্দেশ করুন। 'জাতাজাত শিশুহত্যাকারী' ভগবান্ পদবাচ্য কখনই হইতে পারে না। ভগবান্ কখনও এমন নৃশংস কার্য্য সম্পন্ন করিতে ধরায় অবতীর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং ঐরূপ বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করা যায় না, তবে যদি বলেন:—

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥" (শ্রীধর স্বামী)

কিন্তু ইহা "জাতাজাত" "গর্ভস্থ" বা মাতৃক্রোড়স্থ নিরপরাধ শিশুর উপর প্রযুজ্য নহে। ধর্ম্মসংস্থাপন অর্থে যদি নৃশংসতাচরণ হয়, তবে নাচার। ভগবান্ ন্যায়বান ও দয়ালু তাহার পক্ষে এইরূপ আচরণ বা কার্য্য কিরূপে সম্ভবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মদ্বেষ্টা, তাহারাই ভগবানের কোপের পাত্র, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন—ইহাই পরশুরামের প্রতিজ্ঞা ছিল। (২০) এ স্থলে বালকগণত ব্রহ্মদ্বেষী ছিল না, তবে তাহারা কেন নিহত হইল। এই প্রশ্নের উত্তর ভগবানের অবতারের পক্ষে সুবিধা-জনক নহে, বরং এইরূপ অমানুষিক নৃশংসতা তৎকৃত ভাবিলেও পাপ হয়। ভগবান্ উহা করেন্ নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪৯শ অধ্যায়ে আছে—"এদিকে সমুদ্র জামদগ্ন্যের জন্য পৃথ্বীসীমা ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় উদরমধ্যে শূর্পারক নামে স্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বসুন্ধরা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সমর্পণ করত গমন করিলেন। পৃথিবী রাজশূন্য হওয়ায় বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দকে পীড়ন করিতে লাগিল। শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ রমণীতে নিরত হইল। অধিক কি ঐ সময়ে দস্যু-গণের উপদ্রবে কোন ব্যক্তিরই স্বীয় ধনে প্রভুত্ব রহিল না। এইরূপে কালের গতি বিপরীত হইলে পৃথিবী ধর্ম্মপালক ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক যথাবিহিত রক্ষিতা না হওয়ায় দুরাত্মগণদ্বারা প্রপীড়িতা হইয়া রসাতলে যাইতে উদ্যতা হন। কশ্যপ তাঁহাকে ভয়প্রযুক্ত রসাতলে যাইতে দেখিয়া উরুদেশে ধরেন। পৃথিবী উরুতে ধৃত হইয়াছিলেন বলিয়া উর্ব্বী নামে খ্যাত হন।" যখন অবতারের কার্য্য উপস্থিত তখন তিনি "সাগর পারে"—ব্রহ্মদ্বেষ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণীর উপর অমানুষিক অত্যাচার—তাহাদের ধর্ম্মনাশ, প্রজাপীড়ন, দস্যুতা যখন ভারতে অব্যাজে প্রশ্রয় পাইয়াছিল, তখন পরশুরাম আর ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের শাসন করিতে পারিলেন না! দেশকে উচ্ছন্ন করিয়া—শ্মশানে পরি-ণত করিয়া, তথা শান্ত জনপদনিচয়ে অশান্তি বাড়াইয়া তিনি সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইলেন, ইহা কোন্ ধর্ম্মসঙ্গত? কশ্যপকে পৃথিবীদান করিবার পরেও পরশু-রাম দুইবার যুদ্ধার্থ আসিয়াছিলেন—তখন তাঁহাকে কেহই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ দোষে দোষী করেন নাই। ঐ দুইবার তাঁহার আগমনের বিশেষ কোন কারণও ছিল না বরং গর্ব্ব ও অহঙ্কার দেখাইতে—তখনও যে ব্রাহ্মণোচিত সমগুণে অধিকারী হন নাই তাহার পরিচয় দিতে—আসিয়াছিলেন। ঐরূপ নিজ গর্ব্ব—আত্মম্ভরিতা না দেখাইয়া সেই দ্বীপান্তরে নিস্তব্ধে বাস করিলে তাঁহার মান বাঁচিত—গর্ব্ব খর্ব্ব হইত না। সে যাহা হউক উপস্থিত ক্ষেত্রে পৃথিবীর ভার হরণ তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। উদ্ধৃত বচনে আছে "ধর্ম্মপালক ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক যথাবিহিত রক্ষিত না হওয়ায়" পৃথিবী রসাতলে যাইতে উদ্যত হন। একি! যদি ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মপালক ও সুশাসক, তবে বিষ্ণুর অবতারের তাহাদের উপর এরূপ বিজাতীয় কোপ কেন? সাধারণের শত্রুনাশ, ত্রিলো-কের কণ্টক দূরীকরণ বা উদ্ধার, ভূভারহরণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য জন্য বিষ্ণু যুগে যুগে অবতরণ করেন। ক্ষত্রিয়গণ দুর্ব্বৃত্ত হইলে তাহাদের নাশ ধর্ম্মসঙ্গত, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বচনে ক্ষত্রিয়গণত দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

পূর্ব্বক অন্যান্য অসুরবংশীয়দিগকে বিনাশ করিবার জন্য ধাবিত হন। অসুরগণ ভীত হইয়া কেহ গগনতল আশ্রয়, কেহ বা পাতালে প্রবেশ, কেহ কেহ বা বৃদ্ধ ছদ্ম ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। * * * তিনি ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, জ্ঞাতি এমন কি গর্ভস্থ শিশুদিগকেও হত্যা করিতে লাগিলেন।'

(২০) মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৮ অধ্যায়।

হন নাই, বরং সুশাসক ও ধর্ম্মপালক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং এস্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে পরশুরাম ব্যক্তিগত কোপের বশবর্ত্তী হইয়া এই বীভৎস কাণ্ডে প্রবৃত্ত হন। কার্ত্তবীর্য্যসুতগণ যদি তাঁহার পিতাকে হত্যা না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় পরশুরাম কোনকালে তজ্জাতি উন্মূলিত করিতে যত্নপর হইতেন না। পিতৃবৈরসাধনজন্যই যে তাঁহার ক্ষত্রিয়নাশের প্রতিজ্ঞা তাহা পুরাণাবলী স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু সাক্ষ্যে যে অতিশয়োক্তি নাই তাহা আমরা স্বীকার করি না। তিনি যে মাহিষ্মতী পুরী শ্মশানে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—হৈহয়রাজধানীর ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিতে বা একেবারে উন্মূলিত করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাসও আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কারণ পুরাণাবলী পাঠে জানা যায়, কার্ত্তবীর্য্যের শত পুত্র মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্ণ, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ এই পাঁচটী মাত্র পুত্র অবশিষ্ট ছিল। উঁহারা সকলেই বিক্রান্ত, অস্ত্রকুশল, বলবান্, ধার্ম্মিক ও যশস্বী ছিলেন। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের রাজধানী অবন্তি ও তৎপুত্র তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের পুত্রেরাও তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। ঐ সকল হৈহয়বংশোদ্ভব মহাত্মগণের কুলে বীতিহোত্র সুজাত, ভোজ, আবন্তি, তৌণ্ডিকের, ভরত ও বিক্রান্ত তালজঙ্ঘগণ সমুদ্ভূত হন। উঁহাদের বংশ অতি বিস্তৃত। (২১) পরশুরাম যদি নিঃক্ষত্রিয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন তবে ইঁহারা বাচিল কিরূপে? এইত গেল হৈহয়বংশের কথা। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজবংশেরও যে বংশলোপ হয় নাই তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছি। পরশুরাম যে সময় ক্ষত্রিয় বধরূপ বীভৎস কার্য্যে ব্রতী হন তৎকালে সূর্য্যবংশে নকুল নামে রাজা ছিলেন। পুরাণান্তরে ইনিই মূলক বা বালিক নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণমতে বিবস্ত্র স্ত্রীগণ মূলককে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন, তাই ইঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। আবার ভাগবতমতে ক্ষত্রবংশের শেষ হইলে ইনি ঐ বংশের মূল হওয়ায় মূলক নামে খ্যাত হন। (২২) ইহা ছাড়া আর আর যে সকল ক্ষত্রিয়গণ

(২১) হরিবংশ ৩৩ অধ্যায়, কূর্ম্ম ২১।১০, গরুড় পুর্ব্বভাগ ১৪৩ অধ্যায়, অগ্নিপু০ ২৭৫ [illegible]।

(২২) কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ ২১।১৪-১৫, লিঙ্গপুরাণ ৬৬।২৮-২৯, বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪, শ্রীমদ্ভাগবত ৯ স্কন্ধ ৯-১০ অধ্যায়।

পরশুরামের হস্ত হইতে অব্যাহিত পাইয়াছিলেন তাহা মহাভারতাদি হইতে দেখান যাইতেছে।

(১) মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব ৬৪ অধ্যায়ে আছে—"পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই জামদগ্ন্য ভার্গব হইতে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হওয়ায় তখন ক্ষত্রিয়পত্নীরা সন্তানের জন্য ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিতে লাগিল। ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সেই ক্ষত্রিয়াগণের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র ক্ষত্রিয়াণীগণ ব্রাহ্মণগণ হইতে গর্ভধারণ করিয়া ক্ষত্রবংশ বৃদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার মহাবীর্য্যসম্পন্ন কুমার ও কুমারী প্রসব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সুতপস্বী ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করায় বৃদ্ধি পান। তাহাতে পৃথিবী পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণে পূর্ণ হইল। * * * অনন্তর ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজগণ সসাগরা সকাননা দ্বীপাদিসমন্বিতা নষ্টভূয়িষ্ঠা এই ধরা পুনরায় অধিকার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণই অতিশয় প্রীত হইল। ক্ষত্রিয়গণ ভূরি দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণেরা শিক্ষাকল্পব্যাকরণ প্রভৃতি অঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহারা বেদ বিক্রয় বা শূদ্রের নিকট বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যগণ বলীবর্দ্দ দ্বারা ভূমি কর্ষণপূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম করিত। তাহারা কৃশাঙ্গ ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দকে ভার বহনে নিযুক্ত করিত না, বরং যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিত। তখন সকল বর্ণই স্বধর্ম্মে নিরত ছিল। ধর্ম্ম কোনস্থলে পরিহীয়মাণ ছিলেন না। * * * এইরূপে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে সমস্ত ভূমণ্ডল অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইল।"

(২) মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়ে আছে—সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপে ভূর্লোক নিঃক্ষত্রিয় হইলে সর্ব্বস্থানীয় ক্ষত্রিয়পত্নীরা বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদে ইহা নিশ্চিত আছে যে, যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে তৎক্ষেত্রজাত সন্তান তাঁহার। * * ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষত্রিয়াণীরা ব্রাহ্মণগণের সংসর্গে উপরতা হইয়াছিলেন। তাহাতেই ক্ষত্রিয়গণের পুনরায় উৎপত্তি হইয়াছে।

(৩) মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়ে আছে—পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়-কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন এক্ষণে লোকে যাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইহারা সেই সমস্ত ক্ষাত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। নিদেশভাজন ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণ যে সকল কৌলিক নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। প্রসিদ্ধ রাজপরম্পরা এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য অস্বতন্ত্র ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ঐল ও ইক্ষ্বাকুগণের এক শত কুল। যযাতি ও ভোজদিগের বংশ মহাগুণসম্পন্ন ও অতিশয় বিস্তীর্ণ, অধুনা তাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ উক্ত রাজগণসম্বন্ধীয় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর উপাসনা করেন।

(৪) মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব ৪৯শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—পৃথিবী রাজশূন্য হওয়ায় বলবানেরা দুর্ব্বলের প্রতি পীড়ন ও দেশমধ্যে নানারূপ বিপ্লব ঘটায় বসুমতী দেবী রসাতলে যাইতে উদ্যত হইলে মহামুনি কশ্যপ তাঁহাকে স্বীয় উরুতে স্থান দেন। তখন পৃথ্বী কশ্যপকে প্রসন্ন করত তাঁহার নিকট ধার্ম্মিক নরপতির জন্য প্রার্থনা করেন। পৃথিবী বলিলেন, 'ব্রহ্মন্, কতকগুলি স্ত্রীতে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সন্তানগণ আমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছে। কতকগুলি হৈহয়কুলজাত ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় জীবিত আছে। পুরু-বংশীয় বিদূরথপুত্র (২৩) ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে (২৪) ভল্লূকগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সৌদাস রাজপুত্র, যাঁহাকে মহর্ষি পরাশর অনু-কম্পা প্রকাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কারাদি সমস্ত কর্ম্ম

(২৩) রাজর্ষি কুরুতনয় জহ্নুর পৌত্র বিদূরথ নরপতি সুরথের পুত্র। বিদূরথতনয় সার্ব্বভৌম। (বিষ্ণু ৪।২০, ভাগবত ৯।২২ ও মৎস্যপুরাণ ৫০ অধ্যায়); কিন্তু গ্রন্থান্তরে অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত মতে কুরুপুত্র পরীক্ষিত অপুত্রক ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে পরীক্ষিতের ৪টী পুত্র। আবার হরিবংশ ও অগ্নিপুরাণ মতে পরীক্ষিততনয় জন্মেজয়ের সুরথ নামে পুত্র হয়। ঐ সুরথ হইতে বিদূরথ জন্মগ্রহণ করেন। মহারথ ঋক্ষ বিদূরথ হইতে জন্মেন। ইনিও কুরুর পিতামহ ঋক্ষের মত ক্ষমতাশালী ছিলেন। (হরিবংশ ৩২ অধ্যায় ও অগ্নিপুরাণ ২৭৮ অধ্যায়) বোধ হয় ইনিই ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে সম্বর্দ্ধিত হন। কিন্তু মহাভারতে বিদূরথ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে ইনি কুরুর পুত্র, ইহার পুত্রের নাম অনশ্বা। (মহাভারত আদিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়)

(২৪) ঋক্ষবান্—গন্দোয়ানার একটী গিরি।

পুরোহিতের ন্যায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্বকর্ম্মা (২৫) নামে প্রখ্যাত হইয়া কাল-যাপন করিতেছেন। প্রতর্দ্দন-পুত্র (২৬) মহাবল বৎস (২৭) গোষ্ঠমধ্যে বৎস গণসহ দুগ্ধ পান করত প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শিবিপুত্র (২৮) মহাতেজা গোপতি বনে গো-দুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। গঙ্গাতীরে

(২৫) সর্ব্বকর্ম্মন্—মৎস্যপুরাণ ১২শ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪ অঃ মতে সর্ব্বকাম। ব্রহ্মপুরাণ মতে—ইনি কল্মাষপাদ নরপতির পুত্র ও অনরণ্য ইহার পুত্র। কিন্তু বায়ু ও ভাগমত মতে সর্ব্বকাম ও লিঙ্গ কূর্ম্মাদি পুরাণ মতে সার্ব্বভৌম সুদাস নরপতির জনক, সুতরাং কল্মাষপাদ, মিত্রসহ, বীরসহ, প্রবৃদ্ধ বা সৌদাসের পিতামহ। রামায়ণে কল্মাষপাদতনয় শঙ্খন উল্লিখিত আছে (রাম-বাল ৭০) কিন্তু মহাভারত ও লিঙ্গাদি পুরাণ অশ্মককে সৌদাসের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২৬) প্রতর্দ্দন—নরপতি যযাতির দুহিতা মাধবীর গর্ভে কাশীরাজ দিবোদাসের ঔরসে জন্মেন। ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব হর্য্যশ্বসুত বসুমনা, ভোজরাজ ঔশীনরি শিবি এবং বিশ্বামিত্রতনয় অষ্টক ইহার এক প্রকার সহোদর। (মহা উদ ১১৯ অ০) ইনি মিথিলাপতি জনকের সহিত যুদ্ধ করেন। (শান্তি ৯৯ অ০) দিব্য অসি প্রাপ্ত হন (শান্তি ১৬৬ অ) ব্রাহ্মণকে নয়নদ্বয় দান করেন (শান্তি ১৫০ অঃ) রাজর্ষি বীতহব্যকে পরাজিত ও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে অপাক্রান্ত করেন—ইহারই ভয়ে বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। (অনুশাসন ৩০ অ০) ব্রাহ্মণকে পুত্রদান করেন। (অনু ১৩৭ অ০) ইনি প্রাতঃস্মরণীয় (অনু ১৬৫ অ০) হরিবংশ মতে ইঁহার অপর নাম অষ্টারথ। প্রতর্দ্দন ভদ্রশ্রেণ্য-গণের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার শত্রুজিৎ নাম হয়। ইঁহার পিতা কাশীরাজ দিবোদাস ইঁহাকে অতিশয় প্রীতির সহিত "বৎস" "বৎস" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই ইঁহার অপর নাম বৎস। এতদ্ভিন্ন ইনি ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও অভিহিত হন। ইঁহার পুত্রের নাম অলর্ক। অলর্ক মহামুনি দত্তাত্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন। প্রতর্দ্দনের সহিত নাগরাজ অশ্বতর-তনয়যুগলের সখ্য হয়।

(মার্কণ্ডেয় ২০-৩৬শ, ভাগবত ৯।১৭ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮ অ০)

(২৭) বৎস—বায়ু, অগ্নি ও ব্রহ্মপুরাণ এবং হরিবংশে মতে ইনি প্রতর্দ্দনের পুত্র। ব্রহ্মপুরাণ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের মতে অলর্ক ইঁহার পুত্র। হরিবংশমতে অলর্কের পিতা বৎস হইতে বৎসভূমি এবং বৎসের ভ্রাতা ভর্গ হইতে ভৃগুভূমি উৎপন্ন হন। ইঁহাদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি কত পুত্র জন্মিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। (হরিবংশ ১৯ অ০)

"ভর্গস্য গর্গভূমিস্তু বৎসো বৎসস্য ধীমতঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ॥" বায়ুপু০

(২৮) শিবি—অনুবংশীয় উশীনর নরপতির পুত্র। হরিবংশ মতে ইনি দৃষদ্বতীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। রাজর্ষি বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক মহাত্মা শিবি হইতে জন্মেন। ইঁহার এই পুত্র হইতে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে তিনটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও জাতি উদ্ভূত হয়। (হরিবংশ ৩১ অ, বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১৮, মৎস্য ৪৮ অ ১৬-২০, অগ্নি ২৭৭।০-৯)

গৌতমবংশীয় কোন ব্রাহ্মণ দধিবাহন (২৯) পৌত্র দিবিরথের (৩০) পুত্রকে রক্ষা করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। মহর্ষি ভূরিভূতি মহাতেজা বৃহদ্রথের (৩১) সংস্কারাদি করিয়াছেন। সেই সৌভাগ্যবান্ বালক গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গো-লাঙ্গুলগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া প্রাণধারণ করিতেছে। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কতকগুলি মরুত্ত(৩২)বংশীয় ক্ষত্রিয়ও জীবিত আছে, সমুদ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। হে বিপ্র, ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া অধার্ম্মিক দস্যুগণ হইতে আমায় রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্, আমি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগের পরিচয় দিলাম, তাঁহারা প্রাণভয়ে উল্লিখিত স্থান সকলে আশ্রয় লইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষত্রিয়সন্তান শিল্পিকার ও স্বর্ণকারগৃহে ছদ্মবেশে বাস করিতেছে। যদি উপরি উক্ত মহৎ কুলজাত ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া আমাকে রক্ষা করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব। দেখুন, ঐ সকল ক্ষত্রিয়দিগের পিতৃপিতামহগণ আমার নিমিত্তই সমরে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের কুলধুরন্ধর হতাবশিষ্ট পুত্রপৌত্রদিগকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করত ঋণ হইতে মুক্ত হইব। হে মহর্ষি, অধিক আর কি বলিব, আমি যাহা বলিলাম, যদি এরূপ হয় তাহা হইলে স্থির ভাবে থাকিব, কিন্তু নিমর্য্যাদ দস্যুগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে কোন ক্রমেই স্বীকার করিব না। অতএব আপনি সত্বর ইহার প্রতিবিধান করুন।" অনন্তর কশ্যপ পৃথিবীনির্দ্দিষ্ট সেই সকল বীর্য্যসম্বিত ক্ষত্রিয়সন্তানগণকে আনাইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হরিবংশ ৫২ অধ্যায়ে আছে, মহর্ষি কশ্যপ বৈবস্বত মনুর হস্তে পৃথিবী প্রদান করেন। যে সকল নরপতিগণের পুত্রপৌত্রাদি জীবিত ছিল, এইরূপে তাঁহাদিগের বংশ পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

(২৯) দধিবাহন—অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। বায়ুপুরাণে ইনিই অনাপান, ভাগবতে খলপান ও অগ্নিপুরাণে অধিবাহন ও বিষ্ণুপুরাণে পার নামে অভিহিত।

(৩০) দধিরথ—দধিবাহনের পুত্র। বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি ও মৎস্যপুরাণ মতে ইনি ইহার পুত্র। যিনি বিষ্ণুপদগিরিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রের সহিত সোমপান করেন।

(৩১) বৃহদ্রথ—অঙ্গবংশীয় নরপতি ভদ্ররথের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)

(৩২) মরুত্ত—ক্রোষ্টৃবংশীয় নরপতি বিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১২৮—১৩১ অধ্যায়)

(৫) মহাভারতীয় অশ্বমেধ ২৯ অধ্যায়ে আছে—"পরে কতকগুলি ক্ষত্রিয় রামের ভয়ে ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে আশ্রয় লয়। ক্রমে ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার ভয়ে নিজ নিজ বিহিত কর্ম্ম সকল না করায় তাঁহাদের পুত্রগণ বেদাজ্ঞানবশতঃ শূদ্রত্ব লাভ করে। পরে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক হতবীরা বিধবা ক্ষত্রিয়া হইতে যে সকল ক্ষত্রিয়সন্তান জন্মে রাম তাহাদিগকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। * * তখন ঋচীক প্রভৃতি পিতামহগণও সেই মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিলেন।"

(৬) শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ৩০শ অধ্যায়ে আছে—"অবীরা ক্ষত্রিয়াগণ মহর্ষিগণের আশ্রমে আশ্রয় লয়। তথায় ব্রাহ্মণগণদ্বারা গর্ভিণী হওয়ায় ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় পুত্রনিচয় প্রসব করে। এইরূপে ক্ষত্রিয়ের পুনর্বৃদ্ধি দেখিয়া পরশুরাম আবার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশে প্রবৃত্ত হন। অবীরা ক্ষত্রিয়াগণ আবার ব্রাহ্মণাশ্রয়ে গর্ভিণী হইয়া পুনরায় বীরপ্রসূ হন। পরশুরাম পুনরায় ক্ষত্রিয়গণের বৃদ্ধি দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া ক্ষত্রকুলোচ্ছেদে নিরত হইলেন। এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়গণ সহ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের কুল নির্ম্মূল করেন। পরিশেষে চ্যবনাদি মুনিগণ আসিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলায় তিনি কশ্যপকে পৃথিবীদান করত তপস্যার্থ বনগমন করেন। তাহার পর হইতে আবার ব্রাহ্মণগণদ্বারা ক্ষত্রিয়াণীতে ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইল।"

(৭) স্কন্দপুরাণ রেণুকামাহাত্ম্য ৪৭ অধ্যায়ে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। "সময় ভয়বিতাড়িত কএকজন রাজা ও মহারাজা চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রমে আশ্রয় লয়। রাজা চন্দ্রসেন সুমন্ত-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হে রাজন্ উহার পরই মহর্ষি দুর্ব্বাসা ঐ কন্যাকে শাপ দেন। অনন্তর পরশুরাম রমণীয় দাল্‌ভ্যাশ্রমে উপনীত হইয়া মুনিকর্ত্তৃক পাদ্য, অর্ঘ আসনাদিদ্বারা পূজিত হন। পরে মধ্যাহ্নকাল আসিলে মহর্ষি দাল্‌ভ্য যত্নসহকারে ভার্গবকে আহারীয় বস্তু দেন। পরশুরাম ভোজনকালে করে জল ও আহার্য্য বস্তু লইয়া মহর্ষির নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। মহর্ষি দাল্‌ভ্য ভার্গবকে তাঁহার অভীষ্ট দিতে সম্মত হইয়া স্বয়ংও একটী বর চান। অতঃপর উভয়েই প্রীত হইয়া ভোজনব্যাপারসম্পাদনান্তে আসনে আসীন হইয়া তাম্বুলগ্রহণ করিলে মহর্ষি দাল্‌ভ্য ভার্গবকে তাঁহার অভীষ্ট বিষয় প্রকাশ করিতে বলেন। ভার্গব চন্দ্রসেন নরপতির গর্ভিণী মহিষী, যিনি ইতিপূর্ব্বে

মহর্ষির আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রার্থনা করায়, দাল্‌ভ্য তাঁহাকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহর্ষিও পরশুরামকে তাঁহার প্রার্থনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, সেই ভয়বিকম্পিতা চঞ্চলাপাঙ্গী চন্দ্রসেনপত্নীকে লইয়া পরশুরামকে দিলেন। পরশুরাম তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়া মহর্ষিকে তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ করিতে বলায়, মহর্ষি দাল্‌ভ্য সেই চন্দ্রসেন-পত্নীর গর্ভস্থ বালকটী চান। তখন ভার্গব বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ করিয়া থাকি, আমি যাহার জন্য এখানে আসিয়াছি তাহাই আপনি চাহিতেছেন; অতএব এই কায়স্থ বালকের ভবিষ্যতে "কায়স্থ" এই নামই হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া এই বালক যদি ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হয়, তবে আপনি ইহাকে ঐ ধর্ম্ম হইতে নিবারণ করিবেন।" তদুত্তরে দাল্‌ভ্য বলিলেন, আপনি এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না, এ কখনই ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হইবে না।" ভৃগুনন্দন এইরূপে সেই গর্ভস্থ বালককে পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রম হইতে চলিয়া যান। * * যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত রূপে ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কায়স্থের জন্ম হয়। পরশুরামের আদেশমতেই মুনিবর "কায়স্থ" বালককে ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেন।

উদ্ধৃত অংশনিচয় পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে পরশুরামের আবির্ভাব কালে ভারতে একটী বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ঐ বিপ্লবের গূঢ়কারণ বর্ণশ্রেষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্যসংস্থাপন। এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষত্রিয়সন্তান নিজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া—পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে অপাক্রান্ত হইয়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণত্ব আশ্রয় করে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া বিদ্যা, জ্ঞান ও অধ্যবসায় বলে ব্রাহ্মণ হইলেন, রাজর্ষি বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বচনে ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মবাদী, ঋগ্বেদের ঋষি গৃৎসমদ, সুতেজা, বর্চ্চা, বিহব্য, বিতত্য, সত্য, সন্ত, শ্রবা, তম, প্রকাশ, বাগিন্দ্র, প্রমতি, রুরু, বিপ্রর্ষি শুনক, শৌনক, সোমদত্ত-তনয় ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল, দেবাপি, অজমীঢ়বংশীয় কণ্ব, মুদ্গল, দিবোদাসপুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু, তৎবংশজ মৈত্রেয়, সুহোত্রতনয় গৃৎসমতি, কণ্ব, মেধাতিথি, প্রস্কণ্ব, বৎসভূমি, ভৃগুভূমি, আয়ুবংশীয় গৃৎসমদপুত্র শুনক, সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, এতদ্ভিন্ন শূদ্রাদাসীসম্ভব কবষ, কাক্ষীবানাদি মহাত্মগণ, চণ্ডাল-নাপিতজ মতঙ্গ প্রভৃতি অবরবর্ণজ শমগুণাবলী

ক্ষত্রগণ ব্রাহ্মণশ্রেণী ভুক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষবহ্নি জলিয়া উঠে। তাই তাহারা দেশমধ্যে বিপ্লব ঘটাইয়া ক্ষমতাশালী নৃপালবর্গের উচ্ছেদসাধনে ক্ষত্রবল খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পান। দলপতির অভাবে দল স্বতঃই ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণেরা তাই ক্ষত্রিয় নরপতিগণকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এমন কি তাঁহাদের গর্ভবতী রমণীগণও ভয়ে দুর্গম গিরিগহ্বরে, বিজন কাননস্থ পর্ণাচ্ছাদিত তপস্বীকুটীরে পলাইয়া যাইয়া নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করেন। এই সকল ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেহ কেহ গোষ্ঠে গো-বৎসসহ, কেহ কেহ সর্ব্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতে ভল্লুক বা গোলাঙ্গুল সহবাসে, কেহ বা বিজন বনে ফলমূলাশী মুনিগণের আশ্রমে, কেহ বা দুর্গম গঙ্গাপুলিনে, কেহ বা সমুদ্রগর্ভস্থ মানবসমাগমবিহীন দ্বীপে আশ্রয় লইয়া আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে তৎপর হয়। এতদ্ভিন্ন কেহ যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই এমন নহে। সৌদাস রাজপুত্র সর্ব্বকর্ম্মা শূদ্র ও চন্দ্রসেনতনয় কায়স্থ-ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে বাধ্য হন। কেহ কেহ নিজ নিজ বিহিত কর্ম্ম না করায় তাহাদের বংশধরগণ বেদাজ্ঞানবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, কেহ কেহ বা শিল্পিকার ও স্বর্ণকারগৃহে ছদ্মবেশে বাস করেন। এই সকল ভীষণ ফল হইতে অনায়াসে উপলব্ধি হয় যে বিপ্লবটী সামান্যাকারে ঘটে নাই। কিন্তু এইরূপ বিপর্য্যয়ে ক্ষত্রিয়কুল যে উন্মূলিত হয় নাই, ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ বংশের শোণিতবিশুদ্ধি যে সম্যক্ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। তবে যে ব্রাহ্মণগণসহ ক্ষত্রিয়রমণীগণ সঙ্গতা হইয়া পুত্রের জননী হইয়াছিলেন—এইরূপ পুরাণকথিত বাক্য সত্য বলিয়া ধরিলেও তাহাতে কোনরূপ দোষ আসে না। ক্ষেত্রজ পুত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহাদের শোণিত-বিশুদ্ধি কিরূপে থাকিল—এই প্রশ্নের উত্তরে আপাততঃ এই বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মূলতঃ এক থাকায় তদানীন্তন সমাজে পরস্পরের মধ্যে কন্যাদানগ্রহণ প্রচলিত ছিল—ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য হইতেন না। ভগবান্ পরশুরাম, মহর্ষি জমদগ্নি, চ্যবন, ঋচীকাদি ভৃগুবংশীয় পূজ্যপাদ মুনিগণ, অত্রিবংশোদ্ভব প্রভাকর ঋষির সন্তাননিচয়, অগস্ত্যতনয় দৃঢ়স্যু, অহল্যাতনয়

শতানন্দ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়া-গর্ভজাত ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণীগর্ভজাত ব্রাহ্মণেরও পূজ্য ছিলেন। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান বিশ্বামিত্র, মিত্রয়ু, বীতহব্য প্রভৃতি রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বিপ্রর্ষির সন্তানগণ কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে সমাজে মাননীয় ছিলেন না? আবার বেদবিভাগকর্ত্তা পরাশরসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জাত্যংশে কি ছিলেন? তদ্বংশীয় ব্রাহ্মণগণও কি অব্রাহ্মণ বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন? এদিকে বিরজাতনয় রাজর্ষি নহুষ, দেবযানিগর্ভজ চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ, কৃত্বীতনয় ব্রহ্মদত্ত নরপতি, অসিতদেবলাত্মজা সন্নতির পুত্র নরপতি বিষক্সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মণতনয়াগর্ভজ ক্ষত্রিয় রাজগণ ক্ষত্রিয়সমাজে কি হীন ছিলেন? ফলতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে উদ্ভূত সন্তান চিরকালই বিশুদ্ধশোণিতজ বলিয়া গণিত ছিলেন। (৩৩) সুতরাং আপৎকালে ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয়ার সন্তান-উৎপাদন ধর্ম্মসঙ্গত। তাহাতে যে শোণিত-বিকৃতি ঘটে না, তাহার কারণ—উভয়েই মূলতঃ এক, কেবল কার্য্যতঃ পৃথক্। একজন যজন যাজন, দান, অধ্যয়ন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহদ্বারা জীবন যাপন করিতেন, অপরে রাজ্যপালন ও তদুন্নতিকল্পে ব্যস্ত থাকিতেন। একদল আত্মার উন্নতি যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে যত্নপর, অন্য দল আত্মার বাসস্থান অর্থাৎ এই পৃথিবীর সুবন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। উভয়ের যে মূল এক, তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রের বহু স্থলে পাওয়া যায়। তাই বলিতেছি, যদি পরশুরাম ভারতের ক্ষত্রিয় জাতির সমূলে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ-ঔরসজ ক্ষত্রিয়াসুতগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন। কিন্তু যখন বাস্তবিক ক্ষত্রকুল নির্মূলিত হয় নাই, তখন ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগণ যে সন্তান উৎপাদন করাইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। বরং ঐ সকল শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সুধীজনমাত্রেই সামান্য চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ৪৯ অধ্যায় হইতে গৃহীত অংশে আছে—পৃথিবী মহর্ষি কশ্যপকে বলিতেছেন—

(৩৩) পুরুবংশীয় রাজা ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠাদি এই উভয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে পরস্পরে বিশেষ সম্বন্ধবদ্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে। (হরিবংশ ২৭ অ০) মুদ্গলবংশীয় মহাত্মারা মৌদ্গল্য নামে কীর্ত্তিত * * ইঁহারা সকলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সংশ্রবসম্পন্ন। (হরি০ ৪২অ০; ভাগ০৯।২১, (বিষ্ণু০।।

"এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ।
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা॥"

অর্থাৎ ঐ সকল ক্ষত্রিয়দিগের পিতৃপিতামহগণ আমার নিমিত্তই সমরে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। যদি ক্ষত্রিয় নৃপালবর্গ দুর্ব্বৃত্ত হইবেন, তবে পৃথিবী কেন তাঁহাদের জন্য এইরূপ আবেদন করিবেন। পৃথিবীর জন্যই তাঁহারা যে সমরে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, আমরা এই সংঘর্ষের কারণ পৃথিবীই ধরিব। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণের অনুল্লেখে আমরা এই বিপ্লবের কারণ আর কি বলিতে পারি? পৃথিবীজন্য অর্থে পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভের জন্য—একজনের উচ্ছেদসাধন বা বলক্ষয় করিয়া অপরের অভ্যুদয়—অখণ্ড অধিকার লাভের জন্য, এই সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ইহার ফলে বাহুবলান্বিত ক্ষত্রিয়সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দ্বীপান্তরে বা দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হন। সেখানে তাঁহাদের উপর ব্রাহ্মণের ক্ষমতা-প্রসারের সুবিধা না হওয়ায় তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ভ্রষ্ট হন। ইহারাই শক, দরদ, তুখার, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কিরাত, যবন প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া পুরাণে জাতিচ্যুত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। যাঁহারা ভারতের দুর্গম প্রান্তরে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহাদের অদৃষ্টেও জাতিচ্যুতি ঘটে নাই এমন নহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শূদ্র জাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হন। এই সময়ে দেশমধ্যে ক্ষত্রিয়গণ নির্বীর্য্য হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের সুবিধা হইল। দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়গণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, দেশের গণ্য মান্য লোকদিগের বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণেরা নিরীহ ক্ষত্রিয়গণকে রাজ্যদানরূপ লোভ দেখাইয়া নিজেদের বশে আনিলেন। রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয় করিবেন, কিন্তু শাসনবিধি প্রণয়নসম্বন্ধে তাঁহার কোন হাত ছিল না। তাহা ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া অধিকার। তৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষত্রিয় সিংহাসন-চ্যুত হইবেন—তিনি চিনির বলদ, বহিতে তাহাকে হইবে, উপভোগের অধিকার তাহার নাই। তাই পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রে ও ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্রে অধিকারী হইয়া স্ব স্ব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পান। তদবধি ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানমার্গ ও ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ায় উভয় দলের বিবাদ একরূপ মিটিয়া যায়। এই সময় হইতেই

জাতিভেদ প্রথা সমাজে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়ায় জাতি জন্মগত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময়ে ভৃগু যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিকারগণ সংহিতাপ্রণয়নে সমাজকে জাতিভেদরূপ দুশ্ছেদ্য কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিলেন। আর্য্যসমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত এই সময় হইতে আরম্ভ হয়।

আবার ক্ষত্রিয়রাজগণ যদি বাস্তবিকই উৎপীড়ক ছিলেন, তবে বসুন্ধরা দেবী কেন নিজ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য বলেন, "অতএব আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের কুলধুরন্ধর হতাবশিষ্ট পুত্রপৌত্রদিগকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করত ঋণ হইতে মুক্ত হইব।" এইরূপ বলিবার কারণ কি? কশ্যপ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, তিনি যদি বাস্তবিক বুঝিতেন, ক্ষত্রিয়গণ দুরাচারী হইয়া পৃথিবীর ভার বাড়াইতেছিলেন—তাহাদের হতাবশিষ্ট বংশধরেরা পিতৃগণের অনুসরণ করিবে, তাহা হইলে তিনি কেন "পৃথিবীনির্দ্দিষ্ট সেই সকল বীর্য্যসমন্বিত ক্ষত্রিয় সন্তানগণকে আনাইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া" পৃথিবীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এই সমস্যার উদ্ঘাটন ভার সুধীগণের উপর দেওয়া গেল। তাঁহারাই ইহার রহস্য বুঝুন।

এক্ষণে মাহিষ্মতাপুরীর অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই ষোড়শ সংঘর্ষের উপসংহার করিব। মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের ১৫৫ অধ্যায়ে আছে, মাহিষ্মতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নামক রাজা কোন কারণবশতঃ দত্তাত্রেয় মুনিকে নিজ বিত্ত প্রদান করেন। রাজা ক্ষত্রধর্ম্ম, বিনয় ও প্রশ্রয়ান্বিত হইয়া সেই মুনির আরাধনা করেন। মুনিবর তাঁহাকে চারিটী বর দেন। (১) সৈন্যমধ্যে সহস্রবাহু এবং গৃহমধ্যে তদন্যথা, (২) সংশিতব্রত হইয়া বিক্রমদ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডল জয়, (৩) ধর্ম্মতঃ তাহা লাভ করিয়া অনলস হইয়া পালন, (৪) এবং আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া উদ্ধত হইলে সাধুগণ আমাকে অনুশাসন করিবেন। এইরূপে সেই দীপ্ততেজা বিপ্রের বর সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। অনন্তর তিনি তপন ও দহন তুল্য দ্যুতিমান্ রথে আরোহণপূর্ব্বক বীর্য্যসম্মোহবশতঃ "ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ, শৌর্য্য, বিক্রম ও তেজে আমার সদৃশ কে আছে?" এই কথা বলিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

কায়স্থের বঙ্গাগমনকাল।

মহারাজ আদিশূর যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ পঞ্চবিপ্র আনয়ন করেন। এই পঞ্চ বিপ্রের সহিত কায়স্থপঞ্চকের আগমন হয়। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস গবেষণা করিলে, জানিতে পারি এই ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন-কালই ঐতিহাসিক রহস্য অন্বেষণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়। অতি প্রাচীনতম সময় হইতেই ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য কোন স্থানই আর্য্যগণের বাসের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ সকলেই সমস্বরে এদেশে বাস করার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এইরূপ দোষারোপ করিবার অবশ্যই গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। পুরাকালে কেন এদেশে বাস করিলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল, এস্থলে তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রের নিষেধস্বত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ এদেশে বসতি করিতেন এবং ক্ষত্রিয়গণ রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ-শাসনের পূর্ব্বে এদেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণের নিকট দূষণীয় হইলেও বৌদ্ধশাসন-সময়ের ভ্রষ্টাচার হইতে অনেকাংশেই উন্নত ছিলেন। বৌদ্ধ শাসন-সময়ে জাতিভেদ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম সকল প্রতিপালিত না হওয়ায় ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনায় ব্রাহ্মণগণ আশানুরূপ উৎসাহ না পাওয়ায় হিন্দুসমাজ হীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই হীনাবস্থার প্রত্যক্ষফল মহারাজ আদিশূরের সময় যথেষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। তৎকালে এদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জাতির যে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিলে প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ব্বতন শ্রেষ্ঠজাতি সকল বিলয়প্রাপ্ত হইতেছিল বলিয়াই বোধ হয়। আদিশূরের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আনয়নের পূর্ব্বে যে সকল জাতির অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা বহুকাল হইতেই এদেশে নগণ্য জাতিরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আদিশূরের যজ্ঞার্থ পঞ্চবিপ্র ও কায়স্থপঞ্চকের আগমন হইতেই নূতন জাতিমালা ও নূতন হিন্দুয়ানীর সূত্রপাত আরব্ধ হইয়াছে। একমাত্র ব্রাহ্মণ কায়-

স্থের আগমন হইতেই সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বে এদেশে রাজনৈতিক ও জাতিগত সামাজিক অবস্থার একটা ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

কায়স্থ-জাতির চারি সমাজের সংমিশ্রণ-ব্যপদেশে প্রত্যেক সমাজের মনীষিগণ সামাজিক রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার জন্য উৎগ্রীব হইয়াছেন। চারি সমাজের কুলজী ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হইবার কোনরূপ সহজ উপায় পূর্ব্বে ছিল না। তজ্জন্যই পূর্ব্বতন সমাজতত্ত্ব-গবেষণার কথঞ্চিৎ ভ্রম প্রমাদ হওয়া অসম্ভব নহে এবং কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে।

আদিশূর হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত এক রাজার রাজ্য হইতে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অন্য রাজার রাজ্য মধ্যে প্রেরিত হইয়াছেন, তদ্বিষয় জাতীয় ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই প্রথার দ্বারা কায়স্থের বর্ণ ও তৎপ্রেরণের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

আদিশূরের সময় পঞ্চ বিপ্রের সহিত কায়স্থপঞ্চক এদেশে আগমন করেন। বল্লালসেনের সময়ে শ্রেণীবিভাগ, বাসস্থাননির্ণয় ও কৌলীন্যমর্য্যাদা অবধারিত হয়। বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় এই সময়ে বরেন্দ্র হইতে বিভিন্নদেশে ব্রাহ্মণ-প্রেরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে।* বরেন্দ্র হইতে বিদেশে ব্রাহ্মণগণ কেন প্রেরিত হইল, তদ্বিষয় গত বর্ষে প্রকাশিত "শ্রেণীবিভাগরহস্য" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে।

* "বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাম্ভোধি-শতানি চ ॥
বরেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ ॥
দ্বিশতাধিকপঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাম্।
পঞ্চাশৎ মগধে ষষ্টিভোটে ষষ্টিঃ রভঙ্গকে ॥
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্বা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা ॥"

(গৌড়ে-ব্রাহ্মণোদ্ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।)

বরেন্দ্র হইতে যে সময় ব্রাহ্মণগণ বিভিন্নদেশে প্রেরিত হয়েন, তৎকালে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ

"আসামবুরুঞ্জি" ও "গুরুজনকথাচরিত্র" পাঠে স্থির হইয়াছে, যে কামতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের সময় বঙ্গেশ্বর ৭ জন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ তথায় প্রেরণ করেন।† কামরূপে এই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশধরগণ "ভূঞা" উপাধিতে পরিচিত।‡ রাজা দুর্লভনারায়ণের সময় যে ৭জন কায়স্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর।

বিশ্বকোষরচয়িতা অনুমান করেন যে রাজা দুর্লভনারায়ণের সময় ১২২০ শক। কিন্তু তৎকালে গৌড়ে মুসলমান শাসন আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ে দুর্লভনারায়ণ নামক এক ব্যক্তি গৌড়ের রাজা থাকিবার বিষয় উল্লেখ আছে। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রেরণের সময় অবিসম্বাদিত না হউক, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ যে বঙ্গদেশ হইতেও অন্যত্র প্রেরিত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থ যাজ্ঞা করা ও তাহা বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা তৎকালে নৃপতিগণের ধর্ম্মানুসঙ্গত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল। এতদ্দ্বারা একদিকে ধর্ম্মপ্রচার, অপর দিকে রাজনৈতিক গূঢ়রহস্যসূত্রে পরস্পর বন্ধুত্বস্থাপন প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান

স্থাপিত হইলেও বারেন্দ্রকায়স্থদিগের বংশবৃদ্ধি হয় নাই! সুতরাং তৎপূর্ব্বাগত কায়স্থগণ মধ্য হইতেই বিভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকিবেন। গৌড়-রাজধানীর সন্নিকটে রাঢ় ও বরেন্দ্রের কোন কোন স্থলে আদিশূরানীত কায়স্থপঞ্চকের বংশ-বিস্তৃতি হইয়াছিল।

† বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ কায়স্থশব্দ ৫৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ঢাকা অঞ্চলে সাধারণ লোক কর্ত্তৃক কায়স্থগণ "ভূঞা" শব্দে সম্বোধিত হইয়া থাকেন। অনেক কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উক্ত প্রদেশে একদা দনৌজামাধব ও পরমানন্দ রায় প্রভৃতি কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তিগণ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকায় অন্যান্য কায়স্থকে সাধারণে "ভূঞা" বলিয়া আসিতেছে। এতদ্দেশে একদা ভৌমিক শব্দ শ্রেষ্ঠতাবাচক ছিল। মুসলমান-শাসন সময়ের বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্থজ্ঞাপক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দু রাজত্ব সময়ে ভৌমিক উপাধি মহত্ত্বজ্ঞাপক ছিল। ঢাকা অঞ্চলে সাধারণ কায়স্থ মাত্রকে ভূঞা শব্দে সম্বোধন করায় কায়স্থ জাতির ভৌমিকতাই প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা, মিথিলা ও আসামে অদ্যাপিও "ভূঞা শব্দের গৌরব পরিলক্ষিত হইতেছে।

হয় যে তাঁহারা শ্যামলবর্ম্মা নামক নৃপতির সময় বঙ্গে আগমন করেন। কথিত আছে যে, শ্যামলবর্ম্মা কাশীধামে গমন করিবার পর কাশীধামের পশ্চিমস্থ কর্ণাবতী সমাজের যশোধর নামক বিপ্রকে সঙ্গে আনয়ন করেন। যশোধর কর্ত্তৃক সুচারুরূপে শান্তিকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে পর তিনি বঙ্গে বাস করিবার জন্য আরো ৪ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইহারাই বৈদিক বিপ্র-সমাজের স্থাপয়িতা। বৈদিকগণের আগমনকাল ৯৯৪ শকের প্রায় সমসাময়িক।

বল্লালসেন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের শ্রেণী বিভাগ হয়। কোন্ শকে এই বিভাগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয় কুলগ্রন্থে প্রকাশ নাই। আদিশূর-আনীত বিপ্রপঞ্চকের আগমন-সময় সম্বন্ধে ঘটকগণ যে এককালীন ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন, এমত নহে। ঘটকগণের কুলগ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে পঞ্চবিপ্র আগমন করিয়াছিলেন। পঞ্চ বিপ্রের সেই আগমন একবার মাত্র হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষ আদিশূরের সময় ও বৈদিকগণের পূর্ব্ব পুরুষ বল্লালসেনের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গজ কুলাচার্য্য বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—

"নয়শত চৌরানৈ শক পরিমাণে।
আসিলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মানপূর্ব্বক ভূপ রাখিলা সর্ব্ব জনে॥" *

এই নয় শত চৌরা নব্বই শক আদিশূরের সময় নহে। গবেষণা করিলে এ সময় বল্লালের পিতা বা বল্লালের সময় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বারেন্দ্র সমাজের ঢাকুর গ্রন্থেও নয় শত চৌরানব্বই শকের বিষয় উক্ত আছে। যথা—

"যাহার বংশের (৪) লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা।"

* কায়স্থের বর্ণনির্ণয় (সুলভ সংস্করণ) ১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) মৎপ্রকাশিত ঢাকুরের ৬৩ পৃষ্ঠায় "বংশের" স্থলে "বিংশতি" লিখিত হইয়াছে। গোয়াড়ীর উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বি এল মহাশয়ের নিকট যে হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে, তাহাতে "বংশের" পাঠ দৃষ্ট হয়।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ৯৯৪ শকে শ্যামলবর্ম্মা রাজা ছিলেন। তদীয় রাজত্বের সীমা গঙ্গার পূর্ব্বভাগ, মেঘনার পশ্চিমভাগ, লবণ সমুদ্রের উত্তরাংশে ও বারেন্দ্র ভূমির দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। বল্লালের পিতা বিজয়সেনও ঐ সময়ে ঐ সীমার মধ্যে রাজ্য করিতেছিলেন। এরূপ স্থলে শ্যামল ও বিজয়কে অভিন্ন মনে না করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমরাও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ-সংস্থাপনের নেতা মহাত্মা ভৃগুনন্দী বল্লালের সময় মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিত্ব বল্লালের সময় আরব্ধ হয় নাই। চিরাগত জনশ্রুতির প্রতি আস্থা সংস্থাপন করিলে ভৃগুর মন্ত্রিত্ব বল্লালের পিতা বিজয়সেনের সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। বিজয়সেনের সময় হইতে ভৃগু রাজমন্ত্রী ছিলেন বলিয়াই ভৃগুনন্দী বল্লালের অসদাচরণের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য বৈদিককুল-পঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার রাজত্বের যে সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাও বল্লালের পিতা এবং বল্লালের রাজত্বের সীমার সহিত অভিন্নতা প্রমাণ করিতেছে। তৎকালে ভাগীরথীর পশ্চিমে ও বরেন্দ্রের উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগের কতকাংশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপালগণের অধিকার থাকাও প্রমাণিত হইতেছে। (৫)

বল্লালসেন কর্ত্তৃক ডোমকন্যা আনয়ন-বৃত্তান্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক চূড়ামণির গ্রন্থে, বাচস্পতির বঙ্গজকারিকাগ্রন্থে ও বারেন্দ্র ঢাকুর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের সহিত তদীয় পুত্রের মনোবাদ বিবিধ সামাজিক কুলগ্রন্থে প্রকাশ আছে। প্রাগুক্ত কুলগ্রন্থসমূহে বাহাত্তর ঘর কায়স্থের প্রতি যে তীব্র কটাক্ষপাত আছে, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয় বটে।

মহাত্মা ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের সময় মন্ত্রী ছিলেন, তদীয় আধিপত্যবিস্তার দ্বারা প্রমাণিত হয়। বিজয়সেনের সময় হইতে মন্ত্রিত্বপদে নিয়োজিত থাকা হেতু সাম্রাজ্য মধ্যে তদীয় ক্ষমতা বিস্তৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী কথা। কাজেও কিন্তু তাহাই হইয়াছিল। বল্লালের

(৫) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo Aryan, Vol. II, 235.

অসদাচরণের প্রতিবাদ একমাত্র ভৃগুনন্দী ব্যতীত অন্যে করিয়াছেন বলিয়া কোন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না।

কায়স্থ আগমনের ও বল্লালের রাজ্যারম্ভের সময় লইয়া কুলগ্রন্থের মধ্যে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইলেও ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আগমন-ব্যাপারের মূলে কোনই গোলযোগ নাই। আদিশূরের সময় পঞ্চ বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থ আগমন করেন। আবার শ্যামলবর্ম্মার সময়ও পঞ্চ বিপ্র ও পঞ্চকায়স্থের আগমনের পরিচয় পাইতেছি।

বৈদিক বিপ্রগণের আগমনের কিয়ৎকাল পরেই বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাচস্পতি-গ্রন্থে নয় শত চৌরানব্বই শকে কায়স্থ আগমন কাল যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই বারেন্দ্র ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের আগমনকাল বলিয়া ধরা অসঙ্গত নহে।* উত্তররাঢ়ীয় সমাজের যাবতীয় বিবরণ আমরা পরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বল্লালের পিতার সময় হইতেই যে বারেন্দ্রসমাজের ভৃগুনন্দী প্রমুখ কতিপয় মহাত্মা এদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বল্লালসেনের অসদাচরণে বারেন্দ্র-কায়স্থ সমাজ গঠিত হয়, এ কারণেও বল্লালের পিতার সময় তাঁহাদিগের কতিপয় ঘরের আগমন হওয়াই সঙ্গত কথা। ঢাকুরে নরদাস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

"যখন কুলজী সৃষ্টি হইতে লাগিল।
পদ্ধতিবিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হইল॥"

বঙ্গীয় কুলাচার্য্যগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, কায়স্থের পুত্র চিত্রসেন পৃথিবীতে ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ বসু, ঘোষ, গুহ, দত্ত, করণ ও মৃত্যুঞ্জয়। করণের পুত্র নাগ, নাথ ও দাস। কুলাচার্য্যগণের মতে, ইহারাই পদ্ধতিকারক। চিত্রগুপ্তকে স্বর্গে রাখিয়া কুলাচার্য্যগণ যে বর্ণনা করেন, তাহার সহিত পৌরাণিক মতের অনৈক্য হইলেও পদ্ধতিকারকগণের অস্তিত্ব আদৌ কাল্পনিক নহে। সম্ভবতঃ এই কারণেই পদ্ধতিবিচারে দাস-ঘরের শ্রেষ্ঠতা লিখিত হইয়া থাকিবে। নরদাস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে—

* কায়স্থের বর্ণনির্ণয় (সুলভ সংস্করণ) মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"নরদাস ঠাকুর নাম, কোলাঞ্চ নগর ধাম,
আসিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ গৌরব, ধরণীতে যার যশ,
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে॥"

এতদ্দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে আগমন করেন। তৎসম্বন্ধে আরও লিখিত হইয়াছে যে,—

"সৎকুলে জনম তাঁর শ্রেষ্ঠ কুলক্রিয়া।
উত্তম হইল ভাব সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া॥
তাঁহার কুল কর্ম্ম অসংখ্য বচন।
লক্ষ্মীযুক্ত মুক্তহস্ত ছিল বহুধন॥
কুলে শীলে যশোবন্ত ষোড়শ লক্ষণে।
জন্ম গোঁয়াইল তেঁহ দ্বিজ সম্ভাষণে॥"

এই ষোড়শ লক্ষণ তৎকালে কায়স্থ জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিল।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের আদিপুরুষ, বল্লালের কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা তৎকালে বা তদ্বংশীয়েরা তৎপরেও ব্রাহ্মণগণের "দাস" একথা স্বীকার করেন নাই। বারেন্দ্র কায়স্থগণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও গুরু ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেবক পাঠ লিখিতে অবমাননা বোধ করিতেন।*

* দাস, নন্দী, দেব, নাগ, সিংহ প্রভৃতি পদ্ধতির শেষে ক্রিয়াকর্ম্মে "দাস" শব্দের ব্যবহার [illegible] সমাজের কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি, পুরোহিতের সহিত কলহ করিতেন, তাহা আমরা [illegible]কালে শ্রবণ করিয়াছি। বরেন্দ্রবাসী উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান [illegible] রাজদরবারে আধিপত্যশালী ছিলেন। সেই আধিপত্যের নিদর্শন "প্রণাম" ও "নিবেদন" [illegible]। কায়স্থ জমিদারগণ ব্রাহ্মণ প্রজা ও অমাত্যগণকেও "তুমি" সম্বোধনে পত্রাদি লিখিতেন এবং [illegible] পত্রের শিরোভাগ পাত্রবিবেচনায় "প্রণাম নিবেদন" "পত্রে জানিবা" ইত্যাদি ভাবে হইত। [illegible]শের জমিদার রায় বনমালী রায় বাহাদুর বোধ হয় ৮।১০ বৎসর হইল, ব্রাহ্মণগণকে "তুমি" [illegible] ইত্যাদির পরিবর্ত্তে "আপনি" লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রজা ও কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন [illegible] ব্রাহ্মণকেও আপনি সম্বোধনে পত্র লেখা হইলেও সেবক ইত্যাদি বিনয়ী পাঠ না লিখিবার [illegible] তাঁহারা যে নানারূপ কটুকথা বলিতেন, তাহা আমরাও শুনিয়াছি।—প্রবন্ধলেখক।

আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের বংশধরেরা রাজ্যশাসনের গূঢ়রহস্য অবগত হইয়াছিলেন। বৈদিকব্রাহ্মণেরা সবে মাত্র নূতন বসতি আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বেদাদি অধ্যয়ন করাইয়া কৃতার্থম্মন্য ছিলেন। পূর্ব্বাগত পঞ্চবিপ্র সন্তানগণ বাঙ্গালার মৃত্তিকা ও জলবায়ুর সম্পর্কে বেদাধ্যয়নে একেবারেই শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রাহ্মণ-প্রেরণের সহিত কায়স্থপ্রেরণ-ব্যাপারের অবশ্য কোন গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান আছে। যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইতেন, সেটী সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত হইলে যজ্ঞের হবি রক্ষার্থ ক্ষত্রিয় প্রেরণ করা ধর্ম্মসঙ্গত কথা। কায়স্থগণ বঙ্গে যে ভাবে আগমন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন ও গৌড়দেশ হইতে বিভিন্ন দেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থপ্রেরণের বিষয় চিন্তা করিলে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাই প্রমাণিত হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতিই রাজানুগ্রহে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত হয় নাই।

বারেন্দ্র সমাজের ঢাকুর গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বঙ্গে কায়স্থ আগমনের সময় সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থে প্রথমেই লিখিত হইয়াছে যে, আদিশূর নৃপতির মহাযজ্ঞ সময় পঞ্চ বিপ্রের সহিত কায়স্থপঞ্চকের আগমন হয়। এই কায়স্থপঞ্চকের আগমন হেতু কোলাঞ্চবাসী কাশীদাস কুলজী রচনা করেন। এই কুলজী অবশ্য কায়স্থ-জাতির সর্ব্বপ্রথম কুলজী বটে। বহু অনুসন্ধানেও আমরা মূল কুলজী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। যে সকল প্রাচীন ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে অবগত হওয়া গিয়াছে, উহার প্রথমভাগে গণেশাদি দেবতার বর্ণনার পর কায়স্থের বর্ণ ও চারিসমাজের উৎপত্তি ও আদান প্রদানের বিষয়াদি বর্ণিত ছিল। একথা সত্য হইলে কাশীদাসের কুলজী বল্লালসেনের সমকালে বা তাহার অব্যবহিত পরে রচিত হওয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ বল্লালের সময়ে তাঁহার কতিপয় অসদাচরণ ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা অবধারণ হেতু তদানীন্তন সমাজে বিশাল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই আন্দোলন-প্রভাবেই সকলেই স্ব স্ব কুলমর্য্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব-রক্ষায় যত্নশীল হইয়াছিলেন।

ঢাকুর-রচয়িতা যদুনন্দন কাশীদাসের বৃহৎ ঢাকুর-গ্রন্থাবলম্বনে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ঢাকুর রচনা করেন। যদুনন্দন লিখিয়াছেন,—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈলা দাসবর।
বল্লাল মর্য্যদা পরে হইল বহুতর॥
সেই আদবের মত লিখিনু বলিয়া।
ইথে অপরাধ মম লইবে ক্ষমিয়া॥"

এতদ্দ্বারা বল্লালের সময়ে বা পরেই কুলজী রচনা অনুমান করাই সঙ্গত।

যদুনন্দন গ্রন্থমধ্যে বারেন্দ্র সমাজের সপ্ত ঘরের বিষয় বর্ণনার পর গৌড়ীয় কায়স্থসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সমাজ গঠন যবে হইতে লাগিল।
এই সপ্তঘর মাত্র সামাজিক হইল॥"

যদুনন্দন সমাজবদ্ধ এই সপ্তঘর ব্যতীত অন্যান্য কায়স্থদিগকে মলিনরূপে রটনা করিয়া বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন সত্য। এরূপস্থলেও তিনি আদি-কুলজীর মূল বিষয় এককালীন পরিবর্জ্জন করেন নাই। তিনি নয়শত চৌরা-নব্বই শকের উল্লেখ যে স্থলে করিয়াছেন, তাহাও "বল্লালমর্য্যাদা" শব্দ দ্বারা কায়স্থ আগমন কালের বিশেষ বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করেন নাই। ৯৯৪ শকের বিষয় মূল কুলজীতে উল্লেখ ছিল। এ সময় আরও পাঁচঘর কায়স্থ উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা কিন্তু বঙ্গজ কুলজীসার-সংগ্রহে প্রকাশ পাইতেছে। যদু-নন্দনের ঢাকুরেও লিখিত হইয়াছে:—

"আর পঞ্চ ঘর পরে হইলা উপনীত॥
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান।
প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া বিধান॥
যাহার বংশের লোকে বল্লাল মর্য্যদা।
নয়শ চুরানই শকে ছিলনা একদা॥
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর।" (৭)

(৭) মৎপ্রকাশিত ঢাকুর দ্রষ্টব্য।

DOUBLE COLOUR

ঢাকুরের প্রথমে পঞ্চ বিপ্রের সমকালীয় পাঁচজন কায়স্থের বিষয় উল্লেখ ও তৎপরে সপ্তঘর কায়স্থের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা আরও পাঁচঘর কায়স্থের আগমনবৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। পরিশেষে সপ্তদশ ঘর কায়স্থ ক্রমে আগমন করিয়াছেন। তাহা হইলে চারি সমাজের কুলীন ও মৌলিকে ৩৪ ঘর কায়স্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বর্ণনা পাঠে প্রমাণিত হইতেছে যে, ৯৯৪ শকে পঞ্চ ঘর কায়স্থ উপনীত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ ঘর ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না। ৯৯৪ শকে যে কায়স্থপঞ্চক আগমন করেন, যদুনন্দন তাঁহাদিগকেই বল্লালমর্য্যাদা প্রাপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চঘর দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতেছেন। কারণ উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ বল্লালী মর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই। (৮)

বারেন্দ্রসমাজ বল্লালীমর্য্যাদায় পরিচালিত নহে। অথচ ৯৯৪ শকে যে সকল ঘর এদেশে ছিল না, তাহাদিগের পরিচয়ও প্রদান করা হইতেছে। এরূপ পরিচয়ের উদ্দেশ্য অবশ্যই বিশুদ্ধ কায়স্থনিরূপণ। নতুবা পঞ্চঘর ও সপ্তদশ ঘরের উল্লেখ হইবে কেন?

বারেন্দ্র সমাজের অন্যতম সংস্থাপক ভৃগুনন্দী মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী ছিলেন। এই মন্ত্রিত্ব বল্লালের পিতা বিজয়সেনের সময় হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল। শিবনাগের পুত্রদ্বয় জটাধর ও কর্কট নাগ সমাজ গঠনসময়ে জীবিত ছিলেন। শিবনাগ কোসঞ্চ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। শিবনাগের বঙ্গে আগমন বল্লালের পিতার সময় হইয়াছে।

"বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এদেশে সবে,
নাগ হইতে হইল স্থাপন॥"

সমাজগঠনের পর নরদাস ঠাকুর চাকী গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। এই চাকী গ্রাম বরেন্দ্রভূমির পশ্চিম দক্ষিণভাগে ভাগীরথীতীরে থাকা অনুমান হয়। কারণ কুলীনামার শিরোভাগে "সৌভাগ্যশালী নরদাসনামা,

(৮) বল্লালী মর্য্যাদাসম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইবে।

ভাগীরথীতীরে সরোজসেবী" ইত্যাদি শ্লোকে পরিদৃষ্ট হয়। বরেন্দ্রের সমাজ স্থানের আলোচনা-কালে অন্যান্য বিষয় লিখিত হইবে।

স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ-বারিধি মহাশয় একটী মাত্র অসম্পূর্ণ কুলীনামাবলম্বনে সময়াদি নিরূপণযোগ্য পয়ারের প্রতি দৃষ্টি ও আবশ্যকীয় আনুষঙ্গিক রহস্যের গবেষণা না করিয়াই ভৃগুনন্দীকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ বারিধির উক্তি গ্রহণ করিয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের জন্য ২।১টী কথা এস্থলে উল্লেখ করা সমীচীন বোধ হয়।

নাম, পদ্ধতি গোত্রাদি একরূপ সন্দর্শন করিয়া সকলেই একবর্ণ বা এক গোষ্ঠী হইতে পারে না। দাস বংশের মধ্যে ঢাকুরবর্ণিত নরদাস ঠাকুরের ধারায় শ্রীধরের প্রকরণের কতিপয় বংশ সমাজের শীর্ষস্থানে থাকা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নরদাস ঠাকুরের অন্যান্য পুত্রের প্রকরণে সে ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এই রূপ বিভিন্ন সমাজ হইতে আগত মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্যই ঐতিহাসিক ও সামাজিক পাঠকগণ আমাদিগের প্রকরণকর্ত্তা শ্রীধরকে এবং রাজা দুর্লভ রায়ের সময় প্রেরিত শ্রীধর হইতে স্বতন্ত্র মনে করিবেন। এইরূপ ভৃগুনন্দীর ধারা কানু মাধব প্রভৃতির প্রকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক কুলের যাবদীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বোধ হয় না। সামাজিক বৃত্তান্তসমূহ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে পরিহার করিয়া আজগবী অসার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাতুলতার লক্ষণ বটে। জাত্যভিমান যে প্রদেশে যেরূপ প্রবল, তাহাতে সকলেই স্বকীয় উন্নত জাত্যভিমান-বিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ হীনক্রিয় হইলেও অন্য জাতিত্ব স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ পতিত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-দর্শনাভাব বঙ্গবাসের একটী প্রধান অন্তরায় ছিল। আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হেতু সেই অন্তরায় বিদূরিত হয়। তজ্জন্যই পঞ্চ বিপ্রের পর কতিপয় কায়স্থ গৌড়দেশে বসতি বিস্তার করেন। আদিশূরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়সেনের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ পৈতৃক বেদাধ্যয়ন ক্রিয়াদি বিস্মৃত হইয়া হীনক্রিয় হইয়াছিলেন। শ্যামল বর্ম্মার

সময় বৈদিকের আগমন তাহার অন্যতম প্রমাণ। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমনে এদেশে বাস করিবার স্পৃহা কায়স্থগণের হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। তজ্জন্যই এই সময় ব্রাহ্মণের ন্যায় কতিপয় কায়স্থের আগমন ও বসতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণের পৌরোহিত্য কার্য্য একদা বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দ্বারায় সম্পন্ন হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বরেন্দ্র ভূমিতে বৈদিক বংশ আশানুরূপ বিস্তৃত হয় নাই। এইক্ষণও তাড়াশ প্রভৃতি জমিদারদিগের গৃহে বৈদিক পুরোহিত বর্ত্তমান আছেন।

পূর্ব্বতন নৃপতিগণের রাজ্যাভিষেক কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এতদুপলক্ষে কোন কোন স্থলে সমপরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ তদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিতাদি সহ নিমন্ত্রিত হইতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ব্যাপারের ন্যায় ভারতব্যাপী আমন্ত্রণে অন্য কেহ সমর্থ ছিলেন না সত্য বটে; কিন্তু রাজসিংহাসন একদা ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া বিভিন্ন প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ সহিত পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন, তৎসম্বন্ধে প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কান্যকুব্জের রাজবংশের সহিত গৌড়ের রাজন্যবর্গের কুটুম্বিতা ছিল। রাজার অভিষেককালে, এবং বিবাহ ও বিশেষ যাগাদি ক্রিয়োপলক্ষে অন্য রাজ্য হইতে উপযুক্ত পণ্ডিতাদির আগমন হইত। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন ভূপাল ভারতে না থাকিলেও যে সকল করদ ও মিত্র রাজা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও এইক্ষণ অভিষেকাদি কার্য্য সময়ে পূর্ব্ব-প্রথার অনুসরণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে হিন্দু জমিদার বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যেও এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানীর কন্যা তারার বিবাহে ভারতবর্ষের নানা স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অদ্যাপিও ন্যূনাতিরেকে বর্ত্তমান আছে।

বঙ্গের স্বাধীন ভূপালগণের তদানীন্তন অবস্থা বিশেষরূপ চিন্তা করিবার বিষয় বটে। শ্যামল বর্ম্মা, হরিবর্ম্মা অথবা বিজয়সেন প্রভৃতি নৃপতিবর্গের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি উৎসব সময় নানাদেশীয় পণ্ডিতবর্গ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যবৈদিকগণ শ্যামলবর্ম্মার পূর্ব্ব হইতেই

...র সময় এদেশে আগমন করেন তাহারও প্রমাণ পরিলক্ষিত হইতেছে।* ...শ্যামলবর্ম্মার সময় তাঁহাদিগের অধিকসংখ্যক এদেশে আগমন ও বসতি ...করিয়াছিলেন।

...কুলগ্রন্থে ৯৯৪ শকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আগমনসংবাদ আছে। আদি-...র সময় গৌড়রাজধানীর প্রাধান্য ছিল। বিপ্রপঞ্চক ও পঞ্চকায়স্থ ...সেখানেই আগমন করেন। বল্লালসেনের সময় হইতে বিক্রমপুর রাজধানীর ...পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্যামলবর্ম্মা যে এই দেশের অধিপতি ছিলেন, ...তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চবিপ্র ও পঞ্চকায়স্থ বিক্রমপুরে আগমন করিবার ...বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।** ৯৯৪ শকে পঞ্চবিপ্র ও পঞ্চকায়স্থের আগমন ...দ্বারা স্থির হইতেছে যে, তাঁহারাই বিক্রমপুর রাজধানীতে আগমন করেন। ...গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী ছাপান্নখানি গ্রাম বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তীস্থানে নির্দ্দেশ হওয়ায় ...সামান্য গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহার কারণ অবশ্যই আছে। পূর্ব্বতন ...আখ্যান জ্ঞান সাধারণের স্মৃতিশক্তি হইতে বিদূরিত না হওয়ায় পূর্ব্বতন

* ৯৪৬ শকে কোন কোন বৈদিক এ দেশে আগমন করেন তাহার প্রমাণ আছে। প. স।

** ডাঃ ওয়াইজ সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—

"It has already shewn that the Palas occupied western and northen Bengal. There is nothing however to show that they had extended their sway to the Eastern districts. where as the tradition assigns to the Senas the whole of the delta and the district of the east of it. The chief seat of theSenas was at Vikrampur. Dr. Wise in the notice of Vikrampur says a remarkable evidence of this is afforded by the name of the 56 villages assigned to the descendants of five Brahamans whom Adisur brought from Kanoj. All those villages were situated within the delta and name out of them. * * * It may be added the none of those who dwelt out of the delta, in the northern district, were included in the schemes of Ballal's nobility. The Varendras have since organised a system of their own but it is it not in accord with that which prevails as the system of Ballala."

সুবিজ্ঞ ডাক্তার মিত্র মহোদয়ের নির্দ্দোষ পর্য্যায় হিসাবের সহিত এইক্ষণ কিছু অনৈক্য ...হইলেও তিনি পশ্চিম রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে সেনবংশীয়দিগের সময় বৌদ্ধপ্রাধান্য ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য ...সেনবংশীয়দিগের যে অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুই বক্তব্য হইতে পারে না।

নামের পুনরুল্লেখ অধিকতর সম্ভবপর। পরবর্ত্তী ঘটকগণ এই স্মৃতি বিভ্রাটে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

ঢাকুরবর্ণিত কায়স্থের সংখ্যা পরে উপনীত কায়স্থপঞ্চক ও তৎপর আগত সপ্তদশ ঘর এই বাইশ ঘর হইতেছে। বঙ্গজকারিকায় ছাব্বিশ ঘর কায়স্থের বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের ও বঙ্গজসমাজের উপনিবেশী কায়স্থগণের বিষয় সমালোচনা করা এস্থলে সম্ভবপর নহে। সামাজিক ব্যক্তিগণ যদি উক্ত উভয় সমাজের প্রকৃত উপনিবেশী কায়স্থ কত ঘর পূর্ব্বে ছিল ও পরে কত ঘর আগত হইয়াছে এবং কত ঘর অন্য শ্রেণীতে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্বিষয় সম্যক্ গবেষণা করেন, তবে উক্ত পাঁচ ঘর ও সপ্তদশ ঘরের সংখ্যা ঐক্য হইতে পারে।

উপসংহারকালে আর একটী কথা বলিবার আছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ঢাকুরকার যদুনন্দন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কতঘর, তৎসম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করেন নাই কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাশীদাসের আদি কুলজী বা আদি ঢাকুরীতে (যদুনন্দন কৃত ঢাকুরে কাশীদাসের গ্রন্থ কোনস্থলে আদিকুলজী ও আদিঢাকুরী নামে নির্দ্দেশ হইয়াছে) কায়স্থের চারিসমাজের উৎপত্তি বিবরণ ছিল। আদিশূর হইতে বিজয়সেন কি বল্লালসেন পর্য্যন্ত সমাগত কায়স্থগণের মধ্যে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের বংশবৃদ্ধি ও সমাজপরিপুষ্টি থাকা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধীয় বর্ণনা কাশীদাসের গ্রন্থে বাহুল্যরূপেই ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। যদুনন্দন একমাত্র বারেন্দ্রসমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া যে অনেক বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ঢাকুর পাঠে প্রতীত হয়। যদুনন্দন আদিশূরানীত পঞ্চকায়স্থের আগমন প্রথমেই উল্লেখ করিয়া পরে পঞ্চঘর ও সপ্তদশ ঘরের আগমনবার্ত্তা লিখিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। যদুনন্দনের প্রাগুক্ত বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা বহু ঐতিহাসিক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

বঙ্গে কায়স্থ।

(বিজয়সেন ও শ্যামলবর্ম্মা)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, "মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ সকলেই সমস্বরে এ দেশে বাস করার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। পুরাকালে এ দেশে বাস করিলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ এ দেশে বসতি করিতেন এবং ক্ষত্রিয়গণ রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন।"

বঙ্গদেশ প্রকৃতই কি চিরদিন পতিত বলিয়া গণ্য ছিল। বঙ্গদেশে আসিলে চিরদিন কি প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত? সকল শাস্ত্রেই কি বঙ্গভূমি পতিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? আমাদের বিবেচনায় তাহা সম্ভবপর নহে। আর্য্য-সন্তানগণ বঙ্গভূমিকে চিরদিন পতিত বলিয়া মনে করিতেন না;—বঙ্গদেশ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্যবাস বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এ অধম বঙ্গভূমির সন্তানগণও উত্তরপশ্চিমের বিবদ্ধ ক্ষত্রিয়-রাজসভায় সম্মানিত ও তথাকার সমাজভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ পতিত বলিয়া হেয় হন নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এ সম্বন্ধে বহুদিন হইল, আমরা যে মতপ্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"বৈদিক আর্য্যগণ যে সময়ে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তপ্রদেশে প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে ভারতে ভাবী আর্য্যরাজ্য ও আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সূত্রপাত করিতেছিলেন, যখন ঋক্, যজুঃ ও সামসংহিতার বিমল মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের মানসনেত্রে সমুদিত হইয়াছিল, তখন আমাদের এই গৌড়মণ্ডল নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত ও বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অসভ্য অনার্য্য-নিবাস বলিয়াই পরিগণিত ছিল। সেই সময় মগধ পর্য্যন্ত আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। ঋক্‌সংহিতায় অনার্য্য-বাসভূমি 'কীকট' দেশের (বর্ত্তমান গয়া জেলার) বর্ণনা আছে। অথর্ব্বসংহিতায় 'অঙ্গ' দেশের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তৎকালে 'অঙ্গ' অনার্য্যনিবাস বলিয়াই গণ্য ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। এই পুণ্ড্রগণের বাসভূমিই পৌণ্ড্র নামে খ্যাত হয়। কিন্তু সেই পুণ্ড্রগণ

দস্যু অর্থাৎ অনার্য্যস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐতরেয়-আরণ্যকে (২।১।১) আমরা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখি। কিন্তু এখানেও বঙ্গের নিন্দা করা হইয়াছে।

মনুসংহিতার রচনাকালেও গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণাগমন হয় নাই। তখনও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি স্থানে দ্বিজাতির বাস নিষিদ্ধ ছিল, কেবল তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে দেশ-পর্য্যটনচ্ছলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী অতি অল্প লোকই এখানে যাতায়াত করিতেন। তৎকালে এখানে কেবল অনার্য্য-নিবাস ছিল, কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া এখানে বসবাস করিতেন না; ব্রাহ্মণাভাবে তখনকার বিশ্বামিত্রবংশীয় পৌণ্ড্রগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রামায়ণ-রচনাকালে গৌড়মণ্ডলে আর্য্যসভ্যতা প্রসারিত ও ব্রাহ্মণবাসের সূত্রপাত হইয়াছিল। রামায়ণে লিখিত আছে, অমূর্ত্তরজা নামে চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকটে প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পুর স্থাপন করেন। যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণ-পাঠে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতেই আর্য্যসভ্যতা ক্রমশঃ পূর্ব্বভারতে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে যখন গৌড়মণ্ডল অতিক্রম করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পুর অর্থাৎ কামরূপে গিয়া আর্য্যরাজ অমূর্ত্তরজা পুর স্থাপন করিলেন, অথচ মধ্যে গৌড়মণ্ডলে তখন যে একেবারে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা সম্ভবপর নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান তখনও বনভূমি-সমাচ্ছন্ন ও অনার্য্যগণের লীলাক্ষেত্র-স্বরূপ গণ্য হইলেও কোন কোন স্থানে সামান্যভাবে আর্য্যবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

মহাভারতের সময় বঙ্গভূমি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তৎকালে এখানে পৌণ্ড্র বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছে প্রবল পরাক্রান্ত মহৌজা ও বঙ্গে সমুদ্রসেন রাজত্ব করিতেন। দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীম সেই তিনজন রাজাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজা বাসুদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজসূয়-যজ্ঞে উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণ-রঙ্গভূমে বঙ্গের ক্ষত্রিয় বীরগণও যুদ্ধাভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

তীর্থযাত্রাকালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গদেশে বৈতরণীতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনু যে স্থান আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যুধিষ্ঠির সেইখানে 'যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত' পূর্ণ আর্য্যক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে এখানে ধর্ম্মাত্মা ঋষিগণের যজ্ঞীয় হোমধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইত, বেদপাঠের মধুরনিঃস্বনে কলিঙ্গভূমে যেন স্বর্গীয় গীত গীত হইত।

তৎকালে ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানে অনেক অনার্য্যনিবাস পুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যখন এ অঞ্চলে কোন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডপর ধর্ম্মাত্মা আর্য্যগণ আসিয়া বসবাস করেন নাই, যখন কেবল অসভ্য ম্লেচ্ছগণ এখানে অবস্থিতি করিত, ভীষণ হিংস্র জীব জন্তুগণের অভ্রভেদী ভৈরবনিনাদে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের বিস্তৃত বনভূমি প্রকম্পিত হইত, যে সময়ে আর্য্যগণ এই প্রদেশ বিপদসঙ্কুল জ্ঞান করিতেন এবং এখানে আসিলে আর্য্যানুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল—

সেই সময়ে, সেই অতি প্রাচীনকালেই ভগবান্ মনু ঐ সকল স্থান আর্য্যাবাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বৌধায়নসূত্র হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে এ প্রদেশে প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিল। তবে অতি অল্পকালের জন্য ঐ সকল স্থানে গমন করিলে ধর্ম্মকর্ম্মের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, মনুর সময়ে তীর্থযাত্রা নিষেধ ছিল না। তাঁহার বহুকাল পরে, আর্য্যগণ ক্রমে এখানকার অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া অথবা তাহাদিগকে এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বনজঙ্গল কাটাইয়া নূতন নগর নূতন রাজধানী পত্তন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আর্য্য হিন্দুর রাজ্যে ব্রাহ্মণ না হইলে রাজ্য চলিত না। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যরাজগণ আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম ভুলিয়া যে এখানে ম্লেচ্ছাচারে অতিবাহিত করিতেন, তাহা কখন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। যে সময়ে বাসুদেব নামক ক্ষত্রিয় রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সে সময়ে আর্য্য-নরপতির ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ সেকালে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন ক্রিয়া হইত না। আবার ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় না হইলে চলিত না। সুতরাং মহাভারতের সময় গৌড়মণ্ডলে যে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া তবে কলিঙ্গে প্রবেশ করিতে হইত। অন্য কোন পথ দিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণ যে কলিঙ্গে গমন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রঘু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই গৌড়মণ্ডল অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যখন মহাভারতের সময় কলিঙ্গ যজ্ঞিয়-গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত ছিল, তখন বঙ্গাধিপ বাসুদেবের রাজধানীতে কলিঙ্গের পূর্ব্বেই যে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অনর্থক নহে।

এখন কল্যব্দের ৪৯৯৮ বর্ষ চলিতেছে। ৫৫৬ শকাব্দে খোদিত প্রাচীন শিলাফলকে লিখিত আছে, ঐ বর্ষেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ঘটে। আবার বরাহমিহিরাদি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাদি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারই আদেশে ভীম আসিয়া পৌণ্ড্রাধিপ বাসুদেব নামক ক্ষত্রিয় বীরের সহিত যুদ্ধ করেন। এরূপ স্থলে চারি হাজার বর্ষেরও বহু পূর্ব্বে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে ক্ষত্রিয়রাজের প্রয়োজন-বশতঃ ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। তখন মনুর নিষেধ বাক্যের প্রতিষেধ হইয়াছিল। যে দেশে আসিয়া বাস করিলে দ্বিজাতিকে পুনর্সংস্কার করিতে হয়, সেই স্থানে কোন্ সাহসে সাগ্নিক ও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বসবাস করিবেন? সেই স্থান কি 'সতত দ্বিজসেবিত' ও যাগযজ্ঞকারী 'ঋষিসমাযুক্ত' হইতে পারে? অবশ্যই এ সময়ে এখানে আসিলে অথবা এখানে আসিয়া বাস করিলে দ্বিজ পতিত হইতেন না, অথবা তাহার পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন ছিল না। "কৃতে তু মানবো ধর্ম্ম" এই বচন অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থাপনের সত্যযুগে অর্থাৎ আর্য্যগণ যে সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিতেছিলেন, যে সময়ে তাঁহাদের কোন কোন শাখা প্রশাখা মধ্যদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় ভগবান্ মনু আর্য্যসমাজের সুশৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেন। সুতরাং যে সময়ে

আর্য্যসভ্যতা একদিকে সৌরাষ্ট্র ও অপরদিকে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, সে সময়ের জন্য মনু উক্ত নিয়ম করেন নাই, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে (১০৪ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, 'ভূলোক পরশুরাম কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলে সর্ব্বস্থানীয় ক্ষত্রিয়পত্নীগণ বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান—যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান হইবে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষত্রিয়পত্নীগণ ব্রাহ্মণগণের সহবাস করিয়াছিল। ইহাতে ক্ষত্রিয়গণের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইয়াছে।' ভারতকার এই স্থলে ক্ষেত্রজ সন্তানের উদাহরণ দিবার জন্য একটী 'পুরাতন ইতিহাস' বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—

'ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্র-সন্তান হয় নাই। তিনি এক দিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ ঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আপন আবাসে আনয়ন করিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋষি সম্মত হইলে রাজা রাণী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া রাজমহিষীর মনে ধরিল না, তিনি নিজে না গিয়া এক দাসীকে ঋষির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঋষি সেই শূদ্রায় ১১টী পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা সেই পুত্রদিগকে বেশ লেখাপড়া শিখিতে দেখিয়া 'ইহারা আমার পুত্র' এই কথা অন্ধ ঋষিকে কহিলেন। কিন্তু মহর্ষি উত্তর করিলেন, 'এ পুত্রেরা তোমার নহে, ইহারা আমা হইতে শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছে। সুদেষ্ণার মন বোঝে নাই, সেই জন্য আমার কাছে আসে নাই, এক দাসীকে আমার কাছে পাঠাইয়াছিল।' তখন রাজা বলি ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া সুদেষ্ণাকে পাঠাইয়া দিলেন। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণা-দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমার আদিত্যতুল্য তেজস্বী পাঁচ পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে। এইরূপে মহর্ষি হইতে বলিরাজার বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।'

হরিবংশে উক্ত বলিরাজের বংশাবলী ও তাঁহার পুত্রগণের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তির কথা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

'যযাতির পুত্র ১ পুরু, পুরুর পুত্র ২ জনমেজয়, তৎপুত্র ৩ প্রচিশ্বৎ, (ইনি নিজ ভুজবলে সমস্ত পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন,) তাঁহার পুত্র ৪ প্রবীর, তৎপুত্র ৫ মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ৬ অভয়, তৎপুত্র ৭ রাজা সুধন্বা, তাঁহার পুত্র ৮ বহুগর, তৎপুত্র ৯ সম্পাতি, তৎপুত্র ১০ রহম্পাতি, তৎপুত্র ১১ রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু (প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে) কক্ষেয়ুর পুত্র ১৩ সভানর, সভানরের পুত্র ১৪ কালানল, তৎপুত্র ১৫ সৃঞ্জয়, তৎপুত্র ১৬ মহাবীর পুরঞ্জয়, তৎপুত্র ১৭ জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র ১৮ রাজর্ষি মহাশাল, তৎপুত্র ১৯ মহামনা, তৎপুত্র ২০ রাজর্ষি উশীনর ও তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর পুত্র ২১ উষদ্রথ (ইনি পূর্ব্বদিকের রাজা ছিলেন). উষদ্রথের পুত্র ২২ ফেন, তৎপুত্র ২৩ সুতপা, সুতপার পুত্র মহারাজ ২৪ বলি। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইঁহার

২৫ পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইঁহারা মহারাজ বলির ক্ষত্রিয়-সন্তান, কিন্তু এই বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এক সময় ব্রহ্মা বলিকে বর দিয়াছিলেন, 'তুমি মহাযোগী, সংগ্রামে অজেয়, ধর্ম্মে প্রধান, ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী ও বর্ণ চতুষ্টয়ের স্থাপয়িতা হইবে।'

'মহারাজ বলির জ্যেষ্ঠ তনয় অঙ্গাধিপের ২৬ দধিবাহন নামে এক পুত্র জন্মে, তৎপুত্র ২৭ দিবিরথ, তৎপুত্র ২৮ ধর্ম্মরথ, (ইনি বিষ্ণুপাদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।' ধর্ম্মরথের পুত্র ২৯ চিত্ররথ, তৎপুত্র ৩০ দশরথ, ইনি লোমপাদ নামে খ্যাত। (ইনি রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর)। লোমপাদের পুত্র ৩১ চতুরঙ্গ, তৎপুত্র ৩২ পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র ৩৩ চম্প, এই চম্পের পুরীর নাম চম্পা। চম্পের পুত্র ৩৪ হর্য্যঙ্গ, তৎপুত্র ৩৫ ভদ্ররথ, তৎপুত্র ৩৬ বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র ৩৭ বৃহদ্দর্ভ, তৎপুত্র ৩৮ বৃহন্মনা, তৎপুত্র ৩৯ বিজয়, এই বিজয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিজয়ের পুত্র ৪০ ধৃতি, ধৃতির পুত্র ৪১ ধৃতব্রত, তৎপুত্র ৪২ সত্যকর্ম্মা, ৪ তৎপুত্র সূত অধিরথ। এই অধিরথ সূত কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে সকলে সূত-পুত্র বলিত।' (হরিবংশ ৩১ অধ্যায়)

হরিবংশ হইতে যে বংশ-বিবরণ উদ্ধৃত হইল, উহার মধ্যে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রগণ হইতেই বা তাঁহাদের সময়েই বাঙ্গালা-প্রদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানকার অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান যোগবলে বা কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের ধর্ম্মই পালন করিতেন। ইহা ভারতীয় যুগেরও পূর্ব্বকার কথা। মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, হরিবংশ হইতে তাহার কতক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।*

এরূপস্থলে বাঙ্গালা দেশকে আমরা পতিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। বাস্তবিক মনুসংহিতা ব্যতীত তৎপরবর্ত্তী আর কোন স্মৃতিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ 'পতিত' বলিয়া গণ্য হয় নাই। মনু আর্য্যাবাসের অযোগ্য বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে কথা প্রারম্ভেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে এখানে পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন, তাহারও কতক কতক আভাস পাওয়া যায়। সিংহলের মহাবংশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এখানকার রাঢ়দেশে সিংহবাহু নামে ক্ষত্রিয় নৃপতি রাজত্ব করিতেন। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত পূর্ব্বভারত নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জৈন

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম ভাগ—পৃষ্ঠা।

শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর প্রভাব এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রুতকেবলীর সম্বর্দ্ধনা আলোচনা করিলে তাঁহাকে জৈন ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। বাঙ্গালায় তৎপূর্ব্ব হইতেই জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হইলেও* মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই জৈন ধর্ম্ম বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এই সময়েই গৌড়রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পুণ্ডরীক নামক জৈনসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোকের সময় বঙ্গভূমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হয়, প্রিয়দর্শীর অনুশাসন-বলে বঙ্গীয় প্রজা অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিল। তথাপি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এখান হইতে তিরোহিত হয় নাই। মগধের গুপ্তসম্রাট্গণের আধিপত্যের সহিত এখানেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য পুনরায় স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা বাঙ্গালায় যে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এখানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্গালার পূর্ব্বতন গুপ্তরাজগণ অধিকাংশই হিন্দু দেবদেবী ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের সময়ে আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়। ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত তান্ত্রিকতার সূত্রপাত মনে করা যাইতে পারে এবং তান্ত্রিকতার সহিত বৈদিককর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও অভাব ঘটিতে থাকে, সেই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে ত্রিপুরাধিপ আদিধর্ম্মপা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বাঙ্গালায় বৈদিকব্রাহ্মণ না পাইয়া মিথিলা হইতে তাঁহার শ্রীহট্টস্থ রাজধানীতে বৈদিক ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছিলেন। তখনও আদিশূরের অভ্যুদয় ঘটে নাই, তখনও বঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও তান্ত্রিক প্রভাব। মধ্যে মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও কৌমার মতাবলম্বী অল্পসংখ্যক হিন্দু সন্তান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্ষীণস্মৃতি বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে আস্থা থাকিলেও বৈদিক মার্গ বিস্মৃত হইতে ছিলেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন সমাজেই চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ছিল। যে বৈদিক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড বলে ব্রাহ্মণ-সমাজ শ্রেষ্ঠ ও পরিচিত ছিলেন, বৈদিক পন্থা পরিত্যাগের সহিত জৈন ও বৌদ্ধসমাজে তাঁহারাও সেই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সেই কারণে প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণপ্রশংসা ও ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইলেও আমরা ক্ষত্রিয়গণকেই শ্রেষ্ঠ-বর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখি। দ্বিজাতির দশবিধ সংস্কার

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মতেই বৈদিক। বেদত্যাগের সহিত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিত্রয় এখানে সংস্কারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আদিশূরের অভ্যুদয়কালে এদেশীয় ৭০০ ব্রাহ্মণের কণ্ঠে যজ্ঞোপবীতদানের কথা কুলগ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা যে বৈদিকমার্গভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণের পুনঃসংস্কারের আভাস বা রূপক বর্ণনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আদিশূরের উৎসাহে গৌড়বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত ও সংস্কারহীন বিপ্রগণ বৈদিকী দীক্ষায় পুনঃ সংস্কৃত হইলেও এদেশে বেদমার্গ স্থায়ী হয় নাই। অল্পদিন পরেই গৌড়রাজধানী আদিশূরের বংশধরগণের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। ধর্ম্মপালপ্রমুখ বৌদ্ধ রাজগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ হইলেও কেহই ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন না। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকট সমভাবে পূজিত হন। তাঁহারা তান্ত্রিক ছিলেন। এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে গীতা মহাভারত শুনিতেন, দেবদেবীপূজায় উৎসাহ দান করিতেন এবং বুদ্ধ-পূজা প্রচার করিতেও যত্নবান্ ছিলেন। তাহারই ফলে বুদ্ধদেব এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

আদিশূরের পূর্ব্বে এ দেশে যেমন বৈদিক ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল, সেই সঙ্গে এ দেশে কায়স্থ ও অপরাপর উচ্চ জাতির মধ্যে বৈদিকাচার বিলুপ্ত হইয়াছিল। কনোজ হইতে সমাগত শুদ্ধাচারী কায়স্থপঞ্চক প্রথমতঃ নবাগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের ন্যায় বৈদিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু পালরাজগণের প্রভাব কালে তাঁহারাও বৈদিক মার্গ ভ্রষ্ট হইতে ছিলেন। সুতরাং কিছুকাল পরে এ দেশে পুনরায় বৈদিক ব্রাহ্মণ ও শুদ্ধাচারী কায়স্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন যে, হিন্দুরাজার অধিকারে বৈদিক কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণাগমন সম্ভব, কিন্তু কায়স্থের প্রয়োজন কি?

আমরা বঙ্গের রাজকীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারি, বঙ্গে বরাবরই কায়স্থপ্রাধান্য! তাহার কারণ গৌড়দেশে পূর্ব্বাপর কায়স্থ রাজগণের আধিপত্য চলিয়াছিল। যেমন কিছুদিন পূর্ব্বে সুদূর পল্লীবাসী মৌলিক কায়স্থ জমিদারগণ কুলীন কায়স্থকে জমি জমা দিয়া নিকটে বাস করাইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, (নানা পল্লীতে এরূপ

কায়স্থ-প্রতিষ্ঠার প্রমাণের অভাব নাই।) সেইরূপ বঙ্গীয় কায়স্থরাজগণ পশ্চিম হইতে বিশুদ্ধ কায়স্থ আনাইয়া স্থাপন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিলেন। তাই যখনই আমরা এদেশে কোন হিন্দু নৃপতির অভ্যুদয় দেখি, তখনই ধর্ম্মকর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য বৈদিক বিপ্র ও সেই সঙ্গে কায়স্থাগমন-সংবাদও পাইয়া থাকি।

যখন উত্তর-গৌড়ে পালরাজগণের প্রবল প্রতাপ, সেই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ে ও বর্ত্তমান মেদিনীপুর (বকদ্বীপ) অঞ্চলে সেনবংশের অভ্যুদয় হইতেছিল। শিলালিপি, তাম্রশাসন, দানসাগর ও পাশ্চাত্য বৈদিককুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে সেনরাজগণের মধ্যে বিজয়সেনই প্রথম বঙ্গে অধিকার করিয়া গৌড়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বিজয়সেনের পুত্রই এক পক্ষে মল্ল ও শ্যামল এবং অপর পক্ষে বল্লাল। বিজয়সেন পরম সৌর হইলেও "বৃষভশঙ্কর" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিককুলগ্রন্থ মতে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকায় শ্যামল পৈতৃক রাজ্য পান নাই, তিনি আপন বাহুবলে বিক্রমপুর অধিকার করিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। অধিক সম্ভব, বিজয়সেনের গৌড়বঙ্গ-বিজয়-কালে তৎপুত্র শ্যামল বিক্রমপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। এক সময়েই বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড়-বিজয় ও শ্যামল কর্ত্তৃক বিক্রমপুর-বিজয় সাধিত হইয়াছিল। মহাবীর বিজয়সেন সমগ্র গৌড়মণ্ডলের একচ্ছত্রা ভূপতিরূপে অভিষিক্ত হইলে শ্যামল পিতার অধীন সামন্তরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এ সমন্ধে বৈদিক-কুলার্ণবে লিখিত আছে—

"গঙ্গায়া পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘ্নানদ্যাশ্চ পশ্চিমং।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্॥
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোঽপ্যশাসয়ৎ।
সেনবংশীয়ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্॥"

'গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ-সমুদ্রের উত্তরে এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম্মশীল শ্যামল সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন।' এখানে 'করদ' না বলিয়া 'সামন্ত' বলিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। তাম্রশাসন ও নানা কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, শ্যামলের পূর্ব্বে

বিক্রমপুর অঞ্চলে হরিবর্ম্মা প্রভৃতি বৈষ্ণব রাজগণ রাজত্ব করিতেন। শ্যামল বিক্রমপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের 'বর্ম্মন্' উপাধিও গ্রহণ করেন। তাঁহার তাম্রশাসনের যে অনুলিপি পাইয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারি যে, তিনি বিজয়সেনের ন্যায় 'বৃষভশঙ্কর' উপাধিও ব্যবহার করিতেন। পাশ্চাত্য বৈদিককুলপঞ্জিকায় শ্যামলের রাজ্যকাল সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"আসীদ্‌গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডাশেষভূপালৈরর্চ্চিতঃ স মহীপতিঃ॥ ১২
বেদগ্রহগ্রহমিতি স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥"

অর্থাৎ গৌড়দেশে শ্যামল নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন, সেই নৃপতি বহু প্রচণ্ড ভূপাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ৯৯৪ শকে শুভ তিথিতে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাবশালী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

৯৯৪ শকে অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে আমরা বিজয়সেনকেও গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে দেখি। সুতরাং পিতার রাজ্যাভিষেক ও পুত্রের বঙ্গ-সিংহাসন প্রাপ্তি এক সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, শ্যামলের সহিত কনোজ-রাজকন্যার বিবাহ হয়। সুতরাং গৌড়াধিপ ও কনোজাধিপ পরস্পর কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। পিতাপুত্রের অভিষেক-মহোৎসবে কান্যকুব্জ হইতে পূর্ব্ববৎ বেদবিৎ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই আমরা বঙ্গজ ও বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে ৯৯৪ শকে কনোজ হইতে ব্রাহ্মণকায়স্থের পুনরানয়ন-সংবাদ পাইতেছি সকল বৈদিক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্যামলবর্ম্মার সময় পাশ্চাত্যবৈদিকাগমন হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিজবাচস্পতির বঙ্গজকুলজীসার-সংগ্রহোক্ত (দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের আদিপুরুষ) পঞ্চকায়স্থ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সহিতই এ দেশে আসিয়াছিলেন। বারেন্দ্র কায়স্থ কএক ঘরও ঐ সময়ে এ দেশে সমাগত হইয়াছিলেন, তাহা বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস যে, মহারাজ আদিশূরের

বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর আদিপুরুষ সাগ্নিক বিপ্রপঞ্চকের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজকায়স্থগণের আদিপুরুষ পঞ্চকায়স্থ আগমন করেন। কিন্তু এক্ষণে সকল কুলগ্রন্থ আলোচনা দ্বারা তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বাস্তবিক এখন জানিতে পারিতেছি যে, আদিশূরের সময় পঞ্চবিপ্রের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন, এই কারণে উভয় পক্ষের বংশপর্য্যায়ে অনেকটা একতা দৃষ্ট হয়। তাহার বহু পরে গৌড়াধিপ বিজয়সেন ও শ্যামলবর্ম্মার সময়ে কনোজ হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রশ্রেণীর আদিপুরুষ কএকজন পাশ্চাত্য-বৈদিকের সমকালে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাই কনোজাগত দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর বর্ত্তমান কায়স্থবংশধরগণের বংশপর্য্যায়ের সহিত পঞ্চগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের বংশপর্য্যায়ে অনেকটা একতা লক্ষিত হয়।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* মৎপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ২য় ভাগ তৃতীয়াংশে বৈদিকবিবরণ, কায়স্থের বর্ণনির্ণয় (সুলভ সংস্করণ) ও কায়স্থকাণ্ডে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

কায়স্থের উপনয়ন।

(উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয়)

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থের সংস্কারাদি রামদত্তের যজুর্ব্বেদীয়পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। গতবর্ষের কায়স্থ-পত্রিকায় কর্ণবেধ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান সংস্কার উপনয়নের কথা বলিব। ১১শ হইতে ২২শ বর্ষ মধ্যেই তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বেই এই সংস্কারটী হওয়া একান্ত আবশ্যক; শুদ্ধকালে রবি, শুক্র, চন্দ্র, তারাদি শুদ্ধ হইলে উপনয়নের উপযুক্ত দিনে পদ্ধতি অনুসারে যথাবিধি এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; পদ্ধতি এইরূপ—ঐ দিন কুমারের পিতা বা কোন সাপিণ্ড জ্ঞাতি দ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং তদন্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। পরে বালকের শিখার সহিত কেশবপন করাইয়া তাহাকে স্নান এবং যথাশক্তি অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে। তাহার পর বহির্বাটীতে তুষকেশশর্করাদিশূন্য কোন পরিস্কৃত স্থানে আচার্য্য হস্তমাত্রপরিমিত গোময়লিপ্ত ভূমিতে প্রাগগ্র বিতস্তিপ্রমাণ কুশদ্বারা উত্তর উত্তরক্রমে তিনবার উল্লেখন (খনন) করিবেন এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তথাকার মৃত্তিকা আহরণ-পূর্ব্বক তথায় জল সিঞ্চন করিবেন; পরে নূতন কাংস্যপাত্রে অগ্নি আনয়ন করিয়া স্বীয় সান্নিধ্যে তাহা স্থাপিত করিয়া তথায় বালককে আনাইবেন এবং শিষ্যত্বে নিবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে দক্ষিণদিকে অবস্থান করাইবেন। তাহার পর কুমার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আচার্য্যের আদেশক্রমে প্রথমে বলিবেন,—"ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগাম্" তারপর পুনরাদিষ্ট হইয়া বলিবেন,—"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি"; তাহার পর আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইবেন। যথা,—

"ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতং
তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।"

তৎপরে আচার্য্য কুমারকে উপর্য্যুপরি দুইবার আচমন করাইয়া তাহার গোত্রোচিত-প্রবরসংখ্যান্বিত-গ্রন্থিযুক্ত ধনুগুর্ণসদৃশ মৌর্ব্বী-মেখলা দ্বারা তিনবার

বেষ্টন করিয়া তদীয় কটিদেশ বন্ধন করিবেন। বন্ধনকালে বালক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ
প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং।"

"ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।" (ঋক্ ৩।৮।৪)

অনন্তর কৌলিক আচারক্রমে,—

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বকীয়োপনয়নকর্ম্মবিষয়ক-সৎ-সংস্কারপ্রাপ্ত্যর্থং ইদং ভাণ্ডাষ্টকং সযজ্ঞোপবীতং সদক্ষিণং যথানাম্নে ব্রাহ্মণায় দদামি।"

এই উক্তি দ্বারা বালক ৮টী ভাণ্ড বা কুম্ভ ৮টী যজ্ঞোপবীতের সহিত ব্রাহ্মণকে দান ও দক্ষিণান্ত করিয়া পশ্চাৎ নিজে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে,—কাহারও মতে আচার্য্য বালকের দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবেন।

"পরমেষ্ঠী ঋষির্লিঙ্গোক্তাদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো যজ্ঞোপবীত-পরিধানে বিনিয়োগঃ। "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"(পারস্করগৃহ্য ২।২।১১)

তদনন্তর আচার্য্য বালককে তাহার পাদ হইতে ললাট পর্য্যন্ত দীর্ঘ বিল্বদণ্ড এবং কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় প্রদান করিবেন; দণ্ড গ্রহণকালে বালক নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিবে,—

"প্রজাপতিঋষির্দণ্ডো দেবতা গ্রহণে বিনিয়োগঃ। "যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোঽধিভূম্যাং তমহং পুনরাদদ আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়।"
(পারস্করগৃহ্য ২।২।১২)

ইহার পর আচার্য্য স্বয়ং জলে অঞ্জলি পূরণ করিয়া সেই অঞ্জলিজলদ্বারা বালকের অঞ্জলি পূরণ করিবেন, তাহার মন্ত্র এই,—

"ওঁ আপোহিষ্টাময়োভুবস্তানউর্জ্জে দধাতন মহেরণায়চক্ষসে॥
ওঁ যো,বঃ শিব তমোরসস্তস্যভাজযতে হনঃ উশতিরিবমাতরঃ॥
ওঁ তস্মাঅরংগমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজন যথাচনঃ॥"

তাহার পর আচার্য্যকর্ত্তৃক "ঊর্দ্ধদৃষ্টে সূর্য্য নিরীক্ষণ কর" এই বাক্য দ্বারা প্রেরিত বালক নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্য নিরীক্ষণ করিবেন,—

"ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥"

ইতঃপর আচার্য্য স্বীয় হস্তদ্বারা কুমারের হৃদয়ের সহিত উহার দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিবেন,—

"ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মমচিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং।"

পরে কুমারের দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—কো নামাসি (তোমার নাম কি?); বালক উত্তর করিবেন,—শ্রীঅমুক-নামাহং ভো (আমার নাম শ্রীঅমুক); আচার্য্য,—কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি (তুমি কাহার ব্রহ্মচারী); বালক,—ভবতঃ (আপনার); এই কথা বলিবামাত্র আচার্য্য বলিবেন,—"ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যঃশ্রীঅমুকশর্ম্মা।"

অতঃপর আচার্য্য নিম্নোক্ত প্রতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি বালককে পূর্ব্ব অবধি করিয়া দিক্ সমূহে প্রদক্ষিণ ও উপস্থাপন করাইবেন,—

"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামীতি প্রাচ্যাং ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামীতি দক্ষিণস্যাং ওঁ অদ্ভ্যস্ত্বোষধিভ্যঃ পরিদদামি ইতি প্রতীচ্যাং ওঁ দ্যাবা-পৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামীতি উদীচ্যাং ওঁ বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি ইত্যধঃ ওঁ সর্ব্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ ইত্যূর্দ্ধং। (পারস্করগৃহ্য ২।২।২১)

ইহার পর কুমার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া আচার্য্যের দক্ষিণদিকে উপবেশন পূর্ব্বক পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল ও নববস্ত্র গ্রহণান্তর—"ওমদ্য কর্ত্তব্যোপনয়নহোম-কর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্ম কর্ত্তুং অমুকগোত্রমমুকশর্ম্মাণং পুষ্পচন্দন-তাম্বুলবাসোভির্ব্রহ্মত্বেন ত্বামহং বৃণে" এই উক্তি দ্বারা ব্রহ্মাবরণ করিলে তিনি—'ওঁ বৃতোঽস্মি' বলিয়া প্রতিবচন করিবেন, এবং "ওমদ্য কর্ত্তব্যো-পনয়নকর্ম্মণি হোতৃত্বং কর্ত্তুং অমুকগোত্রমমুকশর্ম্মাণমেভিঃ পুষ্পচন্দন-তাম্বুল-বাসোভিঃ হোতৃত্বেন ত্বামহং বৃণে" এই উক্তি দ্বারা হোতৃবরণ করিলে,

হোতা—"স্বস্তি" বলিয়া প্রতিবচন করিবেন। ততঃপর আচার্য্য বৃত-ব্রাহ্মণদ্বয়কে বলিবেন,—"ওঁ যথাবিহিতং কর্ম্ম কুরু" তাঁহারাও—'ওঁ করবাণি' বলিয়া প্রত্যেকে প্রতিবচন করিবেন।

এতদনন্তর বালক অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বে বিশুদ্ধ আসন প্রদান করিয়া তাহার উপর প্রাগগ্রকুশসমূহ বিস্তারপূর্ব্বক বৃতব্রাহ্মণকে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করাইয়া,—"অস্মিন্ কর্ম্মণি ত্বং মে ব্রহ্মা ভব" এই কথা বলিবেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ—"ভবানি" এইরূপ বলিলে, তাঁহাকে উক্ত আসনোপরিভাগে উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসাইবেন; পরে প্রণীতাপাত্র জলদ্বারা পরিপূর্ণ ও কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ব্রাহ্মণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি তাহা স্থাপন করিবেন।

ইহার পর বালক হোমাগ্নির চতুঃপার্শ্বে আস্তীর্ণকুশসমূহ চারিভাগ করিয়া একভাগ অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, একভাগ ব্রহ্মা হইতে হোমাগ্নি পর্য্যন্ত; অন্য আর একভাগ নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত এবং চতুর্থভাগ হোমাগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিবেন।

তাহার পর অগ্নির উত্তর পার্শ্বে পবিত্রছেদনের জন্য কুশত্রয়, পবিত্রার্থ সাগ্র ও অন্তর্গর্ভ কুশপত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সংমার্জ্জনার্থকুশ, উপযমনকুশ, তিনটী সমিধ্ স্রুব, আজ্য ও আচার্য্যের হস্তের ১৫৬ মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র যথাক্রমে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত স্থাপন করিবেন।

ইহার পর উক্ত পবিত্রচ্ছেদন কুশদ্বারা পবিত্রার্থ গৃহীত কুশপত্রদ্বয়কে ছেদন করিয়া সেই সপবিত্রকরে প্রণীতাপাত্র হইতে তিনবার জল লইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে, পরে ঐ পবিত্রকুশদ্বয় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে গ্রহণ করিয়া তাহাদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল তিনবার উৎক্ষেপণ করিবে, পরিশেষে আবার প্রণীতোদক দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণীপাত্র অভিষিঞ্চন করিবে, পরে প্রোক্ষণীজলদ্বারা সমস্ত আসাদিত বস্তু সিঞ্চন করিয়া অগ্নি ও প্রণীতাপাত্রের মধ্যস্থানে প্রোক্ষণীপাত্র রক্ষা করিবে। আজ্যস্থালীতে হবিঃ নির্ব্বাপণ ও অধিশ্রয়ণের ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে প্রজ্বলিত কুশ আজ্যপাত্রের উপর প্রদক্ষিণভাবে ভ্রমণ করাইয়া হোমাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে এবং সেই অগ্নিতে ত্রিনবার স্রুব উত্তপ্ত করিয়া সংমার্জ্জনকুশার অগ্রভাগ দ্বারা তাহার

(স্রুবের) অন্তর্দেশ ও মূলভাগ দ্বারা বাহ্যদেশ সংমার্জ্জিত করিয়া প্রণীতাপাত্রস্থ জলদ্বারা কিঞ্চিৎ সেচনানন্তর পুনরায় তিনবার প্রতপ্ত করিয়া নিজের দক্ষিণদিকে রাখিবে।

ততঃপর উত্থিত হইয়া বামহস্তে উপযমনকুশা গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে প্রজাপতির ধ্যান করিয়া স্থিরভাবে ঘৃতাক্ত তিনটী সমিধ্ হোমাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। পুনরুপবেশনানন্তর সপবিত্র প্রোক্ষণীস্থ জল প্রদক্ষিণভাবে অগ্নির উপর সিঞ্চন করিয়া প্রণীতাপাত্রে পবিত্রকুশদ্বয়কে নিহিত করিবে এবং দক্ষিণজানু পাতিয়া প্রজ্বালিত অগ্নিতে স্রুবের দ্বারায় ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে; আহুতি শেষ হইলে স্রুবে যে ঘৃত অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। আহুতিদানের মন্ত্র যথা,—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে" এইটী মনে মনে ধ্যান করিবে, "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদং ইন্দ্রায়" এইটী আঘার "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদং অগ্নয়ে ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়"—এই দুইটী আজ্যভাগ; "ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং ভুবঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বঃ" এই কয়টী মহাব্যাহৃতি; "ওঁ ত্বন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেডো অবযা সিসীষ্টাঃ পজিষ্টোবহ্নিতমঃ-শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ওঁ সত্বন্নো অগ্নেবসো ভবোতীনেদিষ্টো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ণো বরুণং ররাণো বীহিমৃড়ীকং স্থলবোন এধি স্বাহা ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ওঁ অযাশ্চাগ্নেস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্বমিত্বময়াঅসিঅযানো যজ্ঞবাহাস্য যানো ধেহি ভেষজং স্বাহা ইদমগ্নয়ে ওঁ যেতে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়া পাশাবিততা মহান্তঃ তৈর্ভিন্না অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কায়ঃ স্বাহা ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবযমাদিত্যব্রতেতবা নাগসো অদিতয়ে স্বাম স্বাহা ইদং বরুণায়" এইগুলি সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তসংজ্ঞক।

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে প্রাজাপত্য এবং "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" এই মন্ত্রে স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। পরে সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে ব্রহ্মাকে দক্ষিণান্ত করিবে,—

"ওঁ অস্য এতস্মিন্নুপনয়নহোমকর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থমিদং পূর্ণপাত্রং প্রজাপতিদৈবতং অমুকগোত্রায়ামুকশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মণে দক্ষিণাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

এইরূপে দক্ষিণা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মা) "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া প্রতিবচন করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মগ্রন্থি বিমোচন করিতে হইবে।

তাহার পর "ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ সন্তু" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পবিত্রদ্বয় দ্বারা কিঞ্চিৎ জল আনয়ন করিয়া মস্তক মার্জ্জন করিবে এবং "ওঁ দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণান্তর প্রণীতাপাত্র অধোমুখ করিয়া ঈশান কোণে রাখিবে।

অনন্তর আচার্য্য কুমারকে অনুশাসন করিবেন,—

"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি" ; কুমার বলিবেন,—"ওঁ অসানি ব্রহ্মচারী" ;

আচার্য্য,—"ওঁ অপো অশান" ; কুমার,—"ওঁ অশানি" ;

আচার্য্য,—"ওঁ কর্ম্ম কুরু" ; কুমার,—"ওঁ করবাণি" ;

আচার্য্য,—"ওঁ মা দিবা স্বপিহি" ; কুমার,—"ওঁ ন স্বপানি" ;

আচার্য্য,—"ওঁ বাচং যচ্ছ" ; কুমার,—"ওঁ যচ্ছানি"

আচার্য্য,—"ওঁ সমিধমাধেহি" ; কুমার,—"ওঁ আদধানি"।

অনন্তর অগ্নির উত্তর পার্শ্বে পদাদি সংবরণপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্ট ও আচার্য্যমুখপ্রেক্ষী বালকের মুখ আচার্য্য স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খতূর্য্যাদিধ্বনি নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার ইষ্টকর্ণে সাবিত্রী মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন। তাৎকালিক প্রথমাবৃত্তি যথা,—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।" এইরূপ পুনরায় আরও দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

ততঃপর বালক আচার্য্যের দক্ষিণদিকে ও অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন পূর্ব্বক হোমবিধানোক্ত ঘৃতাক্ত শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা প্রতি মন্ত্রোচ্চারণে প্রত্যেকবার আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু ওঁ যথাত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি ওঁ এবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু ওঁ যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অসি ওঁ এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসং।" (পারস্করগৃহ্য ২।৪।২)

ইহার পর প্রদক্ষিণভাবে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জল সেচন করিবে ; পরে নিজের বিতস্তিপ্রমাণ পলাশ সমিধ ঘৃতাক্ত করিয়া—"ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্যনিরাকরিষ্ণুর্যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভূয়াসং স্বাহা।" (পারস্করগৃহ্য ২।৪।৩)

এই মন্ত্র প্রয়োগে আহুতি দিবেন। পরে পুনরায় প্রদক্ষিণভাবে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জলসিঞ্চনানন্তর স্থিরতার সহিত হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া নিম্নোক্ত ৭টী মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সাতবার মুখমার্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ তনুপা অগ্নেসি তন্বংমে পাহি ওঁ আয়ুর্দা অগ্নেস্যায়ুর্ম্মে দেহি ওঁ বর্চ্চোদা অগ্নেসি বর্চ্চো মে দেহি ওঁ যন্মে তন্বা ঊনন্তন্ম আপৃণ ; (পারস্কর গৃহ্য ২।৪।৭) "মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু ওঁ মেধাং মে দেবী সরস্বতী আদধাতু ওঁ মেধাং অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।" (পারস্করগৃহ্য ২।৪।৮)

অনন্তর উক্ত ভাবে প্রতপ্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যথাক্রমে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সমস্ত ও ব্যস্তভাবে সমস্ত গাত্র মার্জ্জন করিবে। প্রত্যেক মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অঙ্গানি চম আপ্যায়তাং" এই মন্ত্রে সর্ব্ব গাত্রে আলম্ভন করিবে ; "ওঁ বাক্‌চম আপ্যায়তাং" বলিয়া মুখালম্ভন করিবে ; "ওঁ প্রাণশ্চম আপ্যায়তাং" বলিয়া নাসিকাদ্বয় আলম্ভন এবং "ওঁ যশোবলং চম আপ্যায়তাং" বলিয়া মন্ত্রপাঠমাত্র করিবে।

তাহার পর দক্ষিণহস্তের অনামিকাগ্র গৃহীত ভস্ম দ্বারা ললাট, গ্রীবা, দক্ষিণবাহুমূল ও হৃদয় এই চারি স্থানে যথাক্রমে মন্ত্র পাঠ করিয়া ত্র্যায়ুষ (বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধকালের সমীকরণ) করিবে।

ইহার যথা সংখ্যক মন্ত্র,—

"ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" বলিয়া ললাটে ; ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া গ্রীবাস্থে, ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং বলিয়া দক্ষিণবাহুমূলে ; ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ হস্তের অনামিকাঙ্গুলি দ্বারা গৃহীত সেই ভস্মলেপন করিবে।

ইহার পর দুই হস্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে। তত্র মন্ত্র যথা—"ওঁ অমুক গোত্রোঽহমমুকপ্রবরোঽহমমুকোঽহংভো বৈশানর ত্বামভিবাদয়ে।" অনন্তর এই প্রকারেই আচার্য্য ও অন্যান্য গুরুজনকে

অভিবাদন করিতে হইবে। তাহাতে আচার্য্য বলিলেন,—"ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বলবর্দ্ধন্", তদনন্তর ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে মাতার নিকট—"ওঁ ভিক্ষাং ভবতি মে দেহি" বলিয়া ভিক্ষা চাহিলে, তিনি যাহা দিবেন, তাহা আচার্য্যকে নিবেদন করিবে এবং তখন আচার্য্য "ভুঙ্‌ক্ষ্ব" এই বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে বালক ভিক্ষা স্বীকার করিবে।

অতঃপর ব্রহ্মচারীর দক্ষিণকরস্পৃষ্ট এবং ফল, পুষ্প, চন্দন ও ঘৃতপূর্ণ স্রুবদ্বারা আচার্য্য পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র এই ;—

"ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজত মগ্নিং
কবিং সম্রাজং অতিথিং জনানামাসন্না" পাত্রং জনয়ন্তো দেবাঃ
স্বাহা ইদমগ্নয়ে।"

তারপর আচার্য্য স্রুব দ্বারা ভস্ম আনিয়া তাহা দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগে গ্রহণপূর্ব্বক—"ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নে বলিয়া ললাটে; ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া গ্রীবায়; "ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূলে; "ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া নিজের হৃদয়ে এবং "ওঁ তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং বলিয়া কুমারের হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ 'ত্র্যায়ুষ' করিবেন।

ব্রহ্মচারীর ক্ষার, লবণ, মধু, ও মাংসাদি পরিত্যাগ এবং উদ্ধৃত জলে স্নান, দণ্ড ও কৃষ্ণাজিনধারণ করিতে হইবে এবং বৃক্ষারোহণ, বিষমভূমি-লঙ্ঘন, উলঙ্গ হওয়া, স্ত্রীলোকের মুখনিরীক্ষণ, স্ত্রীসংসর্গ ও ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

উপনয়ন-ক্রিয়াসমাপনান্তে ব্রহ্মচারী বাক্‌সংযত হইয়া সেই দিনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিবেন, পরে সায়ং সন্ধ্যাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত অগ্নিতে পূর্ব্ববৎ কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন ও হোমবিহিত শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা আহুতি প্রদান করিবেন; তদবধি প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারীর এইরূপ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা এখন আর কেহ করিতে পারে না। এক দিনেই সকল চুকিয়া যায়। ইহার পর বেদারম্ভ ও সমাবর্ত্তন এই দুই ক্রিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদের মধ্যে এখন আর প্রচলিত নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

সুসংবাদ।

কায়স্থসভা দেখিতে দেখিতে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যে সকল গুরুতর কার্য্যভার লইয়া কায়স্থসভা কার্য্যক্ষেত্রে সমুপস্থিত, চিরমঙ্গলময়ের অপার করুণায় তাহার কতক যে সুসিদ্ধ হইবার আশা হইয়াছে, তদ্দর্শনে বাস্তবিক আমরা উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছি!

যে রোগ দৃঢ়মূল হইয়া সমাজবক্ষে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে, যাহার ভীষণ প্রকোপে কায়স্থসমাজ জর্জ্জরিত! দুই একদিনে কি তাহার মূলোৎপাটন সম্ভাবনা? দুই এক বর্ষে দুই চারিজনের চেষ্টায় কি তাহার প্রতিকার হইতে পারে? রোমনগরী এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই, একদিনে এই কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, একদিনেও কিছু এই উন্নত কায়স্থসমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত হয় নাই। কন্যাদায়ে আজ যে ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; বিভিন্ন শ্রেণি, থাক বা ভিন্ন সমাজের সৃষ্টি হইতে যে ভেদবুদ্ধি ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়া সমাজ একতা-হীন ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে সনাতন বৈদিক-মার্গচ্যুত হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-সন্তান সংস্কারভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং সদাচারবর্জ্জিত হইতেছেন, তাহাও কিছু এক দিনে ঘটে নাই।

কায়স্থ-সভা যে তিনটী* সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এই গুরুতর ব্যাপার যে অল্পদিন মধ্যেই সুসম্পন্ন হইবে, তাহা কখনই আশা করা যায় না। তবে কায়স্থসভার শৈশব অবস্থায় এই অল্পদিনের মধ্যে আমরা যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছে। বিবাহব্যয়হ্রাসকল্পে অনেকেই মনোযোগী হইয়াছেন। ডায়মণ্ডহারবারের কায়স্থবর্গ বিবাহব্যয়সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন†, আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, সে প্রতিজ্ঞা হইতে এখনও অনেকে বিচলিত হন নাই। কায়স্থসমাজ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক ব্যক্তি সেদিনও যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুকরণীয়।

* বিবাহব্যয় হ্রাস, আন্তর্গণিক বিবাহ ও সংস্কার। † ১ম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার কথা হয়। তাঁহার পুত্রটী ৩টী পাশ দিয়াছে, তাঁহাদের অন্নবস্ত্রেরও বেশ সংস্থান আছে। এরূপ স্থলেও এখনকার সমাজ-বিধ্বংসকারী বিষম অর্থলোভ পরিত্যাগ করিয়া বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে জানাইলেন—"আমি আপনার নিকট কিছুই চাই না;—তবে একটা প্রতিশ্রুতি চাই যে, আমি যেমন আমার পুত্রের বিবাহে আপনার নিকট কিছু লইব না, আপনিও সেইরূপ আপনার পুত্রগণের বিবাহে কিছুই লইতে পারিবেন না।' বলিতে কি, বরের পিতা কেবল কথায় নহে, কাজেও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা, সেইজন্য তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া সেই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের গৌরব-ঘোষণা করিতে পারিলাম না। কায়স্থ-সভার আন্দোলনের ফলে যে এরূপ মহাপুরুষ দেখা দিয়াছেন, তাহা আমরা মহাপুরুষের নিকটই শুনিতেছি, এরূপ ব্যক্তি সমাজে আমরা অনেক দেখিতে পাইব, এবং তাঁহাদের উৎসাহে ও নিঃস্বার্থ চেষ্টায় আমাদের অধঃপতিত বঙ্গ-সমাজ আবার যে উন্নত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাজের সঙ্কীর্ণতা-পরিবর্জ্জনের জন্য অনেকে আন্তর্শ্রেণিক বিবাহে মনোযোগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে কায়স্থসভার সদস্য মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ ও মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাননীয় সদস্য মহাশয় কায়স্থসভার নিয়মানুসারে কোন প্রকার বরপণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পৌত্রগণের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বঙ্গজ-গৌরব মাননীয় ঘোষজ মহাশয় নৈহাটী-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন প্রসিদ্ধ মিত্রবংশীয়-কন্যার সহিত আপন পৌত্রের বিবাহ দিতেছেন। এইরূপ জঙ্গীপুর ও বরিশালস্থ শাখা-সমিতি চেষ্টায় অনেকে সংস্কার গ্রহণ করিয়া ভাবীবংশধরগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের উতলা-হইবার কারণ নাই। কায়স্থ-সভা, যে মঙ্গলময় বীজ বপন করিয়াছেন, তাহাতে যে ভাবী সুফল ফলিবে, অনেকেই তাহার আশা করিতেছেন। সেই আশায় উৎসাহিত হইয়া পরম মঙ্গলালয় ভগবানের নিকট আমরাও নিয়ত প্রার্থনা জানাইতেছি।

কস্যচিৎ সমাজ-হিতৈষিণঃ।

BLANK PAGE(S)

Visvakosha Press

৺রমানাথ ঘোষ

DOUBLE COLOUR

বঙ্গজ-কায়স্থ সমাজ।

বিক্রমপুর সমাজ।

বঙ্গীয় কায়স্থগণের ৫টী সমাজ বর্ত্তমান আছে, যথা—বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ, যশোহর ও বাজু। কেহ কেহ ইদিলপুরকেও একটী স্বতন্ত্র সমাজ বলেন, আবার কেহ বা তাহাকে ফতেয়াবাদের একাংশও বলিয়া থাকেন।

বহুলোকের একত্র অবস্থানকে সমাজ বলে। যে স্থানে কোন এক প্রধান লোক বাস করেন, তাঁহার দ্বারা স্বজাতি ও কুটুম্বগণকে লইয়া একটী সমাজ সংস্থাপিত হয়। এক্ষণে উপরিউক্ত সমাজ কয়েকটি কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে কয়েকটি সমাজের উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে বিক্রমপুর সমাজ আদি বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করিব।

বিক্রমপুর বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত। উক্ত বিক্রমপুরের রামপাল গ্রামে মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। এখনও উক্ত রামপাল গ্রামে রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে। মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থবংশসম্ভূত ছিলেন। আইন আকবরীনামক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ উক্ত আইন আকবরীতে এবং কুলগ্রন্থে সেনবংশীয় রাজগণের যে বংশাবলী আছে, তাহাতে দনুজমর্দ্দন বা দনুজমাধব নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং বঙ্গজকায়স্থ ও বঙ্গজকায়স্থগণের সমাজপতি ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর বল্লালসেনের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই যে তথায় অনেক কায়স্থের বাস ছিল, এবং বল্লালসেনের রাজত্বকালেও যে কতক কায়স্থ আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহা স্পষ্টই জানা যায়। কিন্তু তৎকালে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না।

DIFFERENT CONTRAST.

মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার রাজত্বকালে প্রথমে এই বঙ্গদেশকে রাঢ় (বর্দ্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্র (রাজসাহী বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), বগড়ী (প্রেসিডেন্সী বিভাগ) এবং মিথিলা (উত্তর বিহার) এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, এই বিষয় অনেক ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ বল্লালসেনের বহু পূর্ব্বে রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ নাম থাকা দৃষ্ট হয়। রাঢ় রাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। প্রথমে সমস্ত প্রদেশ গঙ্গা-গর্ভে নিমগ্ন ছিল, গঙ্গা হইতে ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত ও স্থলের আবির্ভাব হয়। পর্ব্বতের সংলগ্ন ভূমি বা প্রদেশ কালক্রমে শিখরভূমি বা বর্ত্তমান সিংহভূম নামে অভিহিত হয়, এবং ক্রমে তৎসংলগ্ন যে সকল ভূমি উদ্ধৃত হইতে লাগিল, তাহারই নাম গঙ্গার রাষ্ট্র বা রাঢ় ভূমি হইল। আদিশূরের বংশধর বরেন্দ্রশূর যে প্রদেশের রাজা হন, তাঁহার নামানুসারে উক্ত দেশের নাম বরেন্দ্রভূমি হয়। বঙ্গ ভূমিতে বলির পুত্র বঙ্গ রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বঙ্গ আখ্যা হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল নাম বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তবে বগড়ী দেশ তত প্রাচীন নহে; বোধ হয় বল্লালসেন ঐ দেশের নূতন নামকরণ করেন ও ঐ সমস্ত বিভাগের নিম্নলিখিত প্রকারে সীমা নির্দ্দেশ করেন। উক্ত ৫ প্রদেশের সীমা যথা—

১। রাঢ় বিভাগ—এই প্রদেশের পূর্ব্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে পার্ব্বত্য-প্রদেশ, দক্ষিণে বগড়ী, উত্তরে গঙ্গা ও মিথিলা।

২। বরেন্দ্র বিভাগ—এই প্রদেশের পশ্চিমে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্ব্বে করতোয়া, উত্তরে অন্যান্য স্বাধীন রাজাদিগের অধিকার।

৩। বঙ্গ—এই প্রদেশ করতোয়া নদীর পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; সুবর্ণগ্রাম এই প্রদেশের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

৪। বগড়ী—এই প্রদেশের ত্রিকোণ জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে দ্বীপও বলিত। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে পদ্মা ও দক্ষিণে সমুদ্র।

৫। মিথিলা—এই প্রদেশের পূর্ব্বে মহানন্দা ও গৌড় নগর, দক্ষিণে গঙ্গা ও ভাগীরথী, উত্তরে স্বাধীন পার্ব্বত্য প্রদেশ, পশ্চিমে সুবিস্তীর্ণ বারাণসী।

মহারাজ বল্লালসেন উক্ত দেশবিভাগ অনুসারে কায়স্থগণের মধ্যে নামকরণ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। যথা—

যে সকল কায়স্থ রাঢ় দেশে বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ী, যাঁহারা বরেন্দ্র-প্রদেশে বাস করেন, তাঁহারা বারেন্দ্র; যাঁহারা বঙ্গপ্রদেশে বাস করেন, তাঁহারা বঙ্গজ ইত্যাদি।

বল্লালসেনের সময়ে অনেক কায়স্থ তাঁহার রাজধানীতে থাকিতেন, তাহাও কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্যাসসিংহ তাঁহার পার্ষদ, ভৃগুনন্দী ও নারায়ণ দত্ত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আমলে যদিও কায়স্থগণের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, কিন্তু তত বান্ধাবান্ধি ছিল না। কারণ বল্লালসেনের সময় হইতে তাঁহার পৌত্রের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা যে কোন্ শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন, তাহা প্রকাশ পাওয়া যায় না; তবে তাঁহার প্রপৌত্র দনুজমর্দ্দন দেব যে বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন, তাহা কুলগ্রন্থে পরিষ্কাররূপে লিখিত আছে। ইহাতে এই বোধ হয় যে, বিশ্বরূপের পুত্র দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজত্ব ও বঙ্গজসমাজ সংস্থাপন করায় এবং বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি হওয়ায়, সেই সময় হইতে বঙ্গজ কায়স্থরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কুল নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং সাধারণ কায়স্থের জন্যও কতকগুলি কুলনিয়ম প্রচলন করেন। যথা—

১। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥"

অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টী কুলীনের লক্ষণ।

২। "কুলধর্ম্মঃ কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমাস্থিতঃ।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যে চ প্রশস্তকং।"

অর্থাৎ কুলীনের কুল কন্যাগত। সপর্য্যায়ে আদান প্রদানই প্রশস্ত।

৩। "নাতিদূরে সমীপে চ ঋণগ্রস্তে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ ষট্সু কন্যা ন দীয়তে।"

অর্থাৎ অতি দূরে, অতি নিকটে, ঋণগ্রস্তে, দুর্জ্জনে, ব্যাধিযুক্তে এবং মূর্খে কন্যা দান করিবে না।

৪। "সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্ ॥"

কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥"

অর্থাৎ সমানপর্য্যায়বিশিষ্ট কুলীনের সহিত পুত্রকন্যার আদানপ্রদানই উত্তম। কন্যার অভাবে কুশত্যাগ অর্থাৎ কুশময়ী কন্যাকে কুলীনে দান করিলে, কিম্বা 'কন্যা জন্মিলে তোমাকে দিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও কুল রক্ষা হইয়া থাকে।

৫। "আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

অর্থাৎ আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা এই চতুর্ব্বিধ কুলধর্ম্ম।

৬। "বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরে চ কুলক্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ সপর্য্যায়ে বিবাহ না দিলে, পিতৃ ও ভ্রাতৃহীন কন্যা বিবাহ করিলে এবং পোষ্যপুত্র হইলে ও ডেঙ্গর কায়স্থে কন্যা দান করিলে, কুলক্ষয় হয়।

কেহ কেহ তিন ও ছয় নিয়ম চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দের কর্ত্তৃক হওয়া উল্লেখ করেন। যে সময়ে বল্লালসেন এই সকল কুলবিধি প্রণয়ন করেন, তৎকালে অন্য কোন শ্রেণীর কায়স্থগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। বঙ্গজ-কায়স্থগণই কেবল প্রথমে ঐ সকল নিয়ম স্বীকার করেন। তাহার অনেক দিন পর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ ঐ সকল কুলনিয়মের কতক কতক নিয়ম স্বীকার করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ একেবারেই স্বীকার করেন নাই। বঙ্গজকায়স্থদিগের সম্বন্ধে বল্লালসেন দেবকে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করিতে হইয়াছিল। যথা—

১। "নবধা গুণসম্প্রাপ্তা সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।
কিঞ্চিদ্‌গুণবিহীনা যে মধ্যল্যা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ॥
এতাভ্যাং গুণহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বস্বাদিমিত্রপর্য্যন্তং সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।
দত্তাদি দাসপর্য্যন্তং মধ্যল্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সেনাদিনন্দনশ্চৈব মহাপাত্রা ইতি স্মৃতাঃ।

কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ মধ্যল্যশ্চ তথা পরঃ।
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞাচতুষ্টয়ম্॥"

বঙ্গজকায়স্থদিগের মধ্যে বল্লালসেন কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচল এই চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই কুল বিশেষ বিধি বল্লালসেন কর্ত্তৃক হয় নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন বা ...মাধব কর্ত্তৃক হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা ব্যতীত মহারাজ বল্লালসেন আরও ভাল মন্দ অনেক কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া তাহা লেখা হইল না।

তৎপরে মহারাজ বল্লালসেনের পুত্র শ্রীমৎলক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে অর্থাৎ গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

অতএব লক্ষ্মণসেনের আমলে রাজধানী বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত ছিল। পিতার রাজত্বকালে, বোধ হয়, কুমার লক্ষ্মণসেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (মালদহ জেলার বর্ত্তমান পেঁড়ো বা পাঁড়ুয়া গ্রামে) অবস্থানপূর্ব্বক, পিতার প্রতিনিধি-স্বরূপ উত্তরবঙ্গের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। এই জন্য উত্তর-বঙ্গের অর্থাৎ বরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল। এই জন্যই লক্ষ্মণসেন প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় নগরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, এবং স্বীয় নামানুসারে তাঁহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন।

পরে বল্লালসেন-ভূপালাত্মজ মহাত্মা লক্ষ্মণসেন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কুলীনদিগকে মহাসমাদরে নিজ সভায় আনয়নপূর্ব্বক নানাবিধ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আমলে কায়স্থ-গণের মধ্যে বংশজ ও কুলজ নির্ব্বাচন হয়।

লক্ষ্মণসেনের তিন পুত্র, মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন। তিনি মাধবসেনকে নবদ্বীপের, কেশবসেনকে লক্ষ্মণাবতীর ও বিশ্বরূপসেনকে বিক্রম-পুরের শাসনভার অর্পণ করেন। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব-সেন বঙ্গদেশের অধীশ্বর হন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববঙ্গে ও রাঢ়ে

শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। গৌড়রাজ্য মুসলমান কবলিত হইলে কেশবসেন
বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন। কেশবসেন আলস্যপ্রিয় ছিলেন বলিয়া সমগ্র রাজ্যে
বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং তিনি অন্যান্য অমাত্যবর্গের প্রতি সমস্ত ভারার্পণ
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। এই কারণেই বখ্‌তিয়ার খিলিজি সহজেই কেশব-
সেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া উত্তর ও মধ্যবঙ্গের বিজেতা হন। কিন্তু তৎকালে
বিশ্বরূপসেন স্বকীয় পরাক্রমে পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীন রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুর রাজধানী
যবনহস্ত হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় চন্দ্রদ্বীপে নূতন রাজ্য স্থাপন
করেন। ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে যত কায়স্থ ছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই
চন্দ্রদ্বীপ বাকলায় গিয়া বাস করায় চন্দ্রদ্বীপই প্রধান সমাজস্থান হইয়া দাঁড়াইল;
সুতরাং বিক্রমপুরের পতন হইল। এইরূপে বহুকাল গত হইলে পর চাঁদ
রায় ও কেদার রায় নামক দুই ব্যক্তি বিক্রমপুরের রাজা হন। উভয়ে ঘৃত-
কৌশিকগোত্রীয় দেববংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ ও দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতর ভৌমিক
ছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়ীগ্রামে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহা-
দের শৈশবাবস্থায় "কেশার মা" নামক জনৈক ধাত্রী তাঁহাদিগকে লালন পালন
করেন। এই জন্য উভয়ে নিজ রাজধানীতে উক্ত 'কেশার মা'র নামে একটি বৃহৎ
দীর্ঘিকা খনন ও প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দীর্ঘিকা 'কেশার মার দীর্ঘিকা' নামে
খ্যাত ছিল। সেই প্রাচীন রাজধানীর কোন চিহ্নই এক্ষণে নাই। সমস্তই নদীতে
গ্রাস করিয়াছে। উক্ত চাঁদ রায় ও কেদার রায় যৎকালে বিক্রমপুরে রাজধানী
স্থাপন করেন, তখন বিক্রমপুরে কেবল মাত্র ৩॥০ সাড়ে তিন ঘর কায়স্থ
ছিল। মালখা নগরের বসু একঘর, পারলদিয়ার ঘোষ একঘর, রায়াসঘরের গুহ
মুস্তৌফি একঘর ও কাটালিয়ার দত্ত আধ ঘর—একুন এই সাড়ে তিন ঘর
মাত্র। চাঁদ রায় ও কেদার রায়, বহু যত্নে চন্দ্রদ্বীপ হইতে অনেক কুলীন
আনাইয়া বিক্রমপুরে বসতি করান। তাহাতে বিক্রমপুর পুনরায় বঙ্গজ
কায়স্থের সমাজরূপে পরিগণিত হয়।

উক্ত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুরুসম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে, তাহা
পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এ স্থানে উল্লেখ করিলাম। যথা—

ব্রহ্মাণ্ডগিরি নামে একজন কৌলাচার ছিলেন। তিনি চাঁদরায়ের দীক্ষা-

গুরু। গুরু একদা মদ্য পান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা অত্যন্ত
বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, মদ্যপান অতি দোষের কার্য্য। উত্তপ্ত সুরা
পান ইহার প্রায়শ্চিত্ত। অতএব আপনি শাস্ত্রানুসারে পাপ মোচন করুন।
তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডগিরি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তাহাই হইবে। এই
কথা বলিয়া পূর্ণানন্দ নামে এক শিষ্যের সহিত বনে গমন করত সাধনা
করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন্ত্রের ভুল হওয়ায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ঐ স্থান
হইতে তিনি চলিয়া যান। সেই সময়ে পূর্ণানন্দ যোগসমাধিতে ছিলেন এবং
ব্রহ্মাণ্ডগিরি আত্মবিস্মৃত হইয়া এক গোপগৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার গো
রক্ষা ও কৃষিকার্য্যাদি করিতে আরম্ভ করেন। ঐ গোপের এক বয়স্থা কন্যার
সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ক্রমে সন্তান সন্ততি উৎপত্তি হইলে একবারে
সংসারী হইয়া পড়িলেন। এদিকে পূর্ণানন্দ যোগ ভঙ্গের পর গুরুকে দেখিতে
না পাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক স্থান ভ্রমণের পর এক
স্থানে মাঠের মধ্যে বটবৃক্ষতলে গুরু শয়ান আছেন, দেখিতে পাইয়া চিনিতে
পারিলেন। তিনি বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দেহে
দেবতা সকল অচেতন আছেন। মন্ত্রের ভ্রম হওয়াই ইহার কারণ।
গুরুর কর্ণে মন্ত্র বলা যাইতে পারে না বলিয়া বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া মূলাধারে
হুংকার প্রদানমাত্র গুরুর চৈতন্য হইল। তিনি উঠিয়া বসিলে পূর্ণানন্দ বটপত্রের
লিখিত মন্ত্র তাঁহাকে দেখাইলেন। মন্ত্রলিপি দর্শন করিয়া তাঁহার জ্ঞানোদয়
হইল এবং পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিয়া বলিলেন, পূর্ণানন্দ আসিয়াছ?
ইহা বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন এবং ক্রমে গিরিগুহায়
বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবতী তথায় উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে 'বর লও' বলিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন,—আমি আর কি বর
লইব? যখন আপনাকে ডাকিব—যেন দর্শন পাই। তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার
নিজ শরীর হইতে উমা ও তারা নাম্নী দুই শক্তি বাহির করিয়া প্রদান করি-
লেন; বলিলেন,—ইহারা তোমার নিকট থাকিয়া তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য
করিবে। এই বলিয়া ভগবতী অন্তর্ধান করিলেন! তৎপরে ব্রহ্মাণ্ডগিরি
রাজার নিকট গিয়া বলিলেন যে, অদ্য উত্তপ্ত মদ আনয়ন কর—পান
করিব। তদনুসারে রাজা তাম্র ডেক বাহির করিয়া তাহা সুরা দ্বারাই পূর্ণ

করণানন্তর উত্তপ্ত করাইলেন। যখন অত্যন্ত উত্তপ্ত হইল, তখন গুরু বলিলেন যে, আমার মুখে ঢালিয়া দাও—আমি পান করিব। রাজা বলিলেন, তাহা মানুষের অসাধ্য—নিজে পান করুন। তাহাতে গুরু উমা ও তারার উপর আদেশ করায় তাহারা ডেক ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করত তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু অন্য লোকে কে ডেক উত্তোলন করিল, তাহা দেখিতে পাইল না। কেবল মাত্র ডেক শূন্যে উত্তোলন হওয়া দেখিল। এই রূপে ব্রহ্মাণ্ডগিরি সমস্ত উত্তপ্ত মদ পান করিলেন। পান করিয়া রাজাকে কহিলেন,—একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দাও, আমি প্রস্রাব করিব; কিন্তু যে স্থানে প্রস্রাব ত্যাগ করিব, সে স্থানে বৃক্ষলতাদি সমস্ত দগ্ধ হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া রাজা একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। গুরু সেই স্থানে মূত্র ত্যাগ করিলেন। ঐ স্থানের লতা বৃক্ষাদি যাহা ছিল, সমুদায় দগ্ধ হইল। ঐ সময় হইতে ঐ স্থানের নাম "পোড়াগাছা" হইল।

——

চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা-সমাজ।

যবন-বিপ্লবে বিক্রমপুর রাজ্য পতনোন্মুখ হইলে তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য পরাহত বিবেচনায় ও মঘ দস্যুর উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভেচ্ছায় ১৩২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বরূপ সেন দেবের পুত্র মহারাজ দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য সংস্থাপন করত তথায় বঙ্গজকায়স্থের সমাজ স্থাপনপূর্ব্বক বঙ্গজ কুলীনগণের ৫।৬।৭ পর্য্যায় লইয়া প্রথম সমীকরণ করেন। চন্দ্রদ্বীপের চতুঃসীমা যথা—

"পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতী তথোত্তরে।
মধুমতী পশ্চিমে চ সমুদ্রো দক্ষিণে তথা॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে ইচ্ছামতী নদী, পশ্চিমে মধুমতী, দক্ষিণে সমুদ্র।

উক্ত সমাজের নাম চন্দ্রদ্বীপ হওয়ার কারণ অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তৎসম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, বিক্রমপুর গ্রামে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভগবতীমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের নামও ভগবতী ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পত্নীর নাম যে ভগবতী ছিল, তাহা জানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক বিবাহের সময় পত্নীর নাম জানিতে না পারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে অন্য নাম দিয়া সম্প্রদান হইলেও হইতে পারে। বিবাহান্তে পত্নীর নাম ভগবতী জানিয়া ইষ্ট দেবতার পরিবর্ত্তে পত্নীর নাম জপ করা অতীব গর্হিত কার্য্য বিবেচনায় প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া নৌকারোহণে সমুদ্রযাত্রা করেন। একাকী নৌকা বাহিয়া এক দিবারাত্রি যাওয়ার পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার ইষ্টদেবী ভগবতী ধীবরকন্যারূপে নৌকান্তরে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত সাগরসঙ্গমস্থলে সাক্ষাৎ করত তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জ্জনে নিরস্ত করেন ও গৃহে প্রত্যাগমনের উপদেশ দিয়া এই বর দেন যে, ভবিষ্যতে এইস্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপ হইলে চন্দ্রশেখরের নামানুসারে এইস্থান চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইবে। আবার অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে, মহারাজ দনুজমর্দ্দন চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামা সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন। একদা শিষ্যসহ উক্ত সন্ন্যাসী নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রিকালে স্বপ্নে কালী দেবীর দর্শন পান কালীর আদেশ মত দনুজমর্দ্দন পরদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনবার ডুব দিয়া তিনটী দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। উক্ত দেবমূর্ত্তি চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশার মিত্রবংশীয় রাজাদিগের ভবনে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উক্ত স্থান ভবিষ্যতে শুষ্ক হইয়া দ্বীপ হওয়ায় দনুজমর্দ্দন তাহার রাজা হইলেন। প্রবাদদ্বয় ঐক্য করিলে বুঝা যায় যে, দনুজমর্দ্দন তাঁহার গুরুর নামে রাজ্য স্থাপন করেন ও বঙ্গজকায়স্থের একটী সমাজ তথায় গঠন করেন। তাঁহার রাজ্যস্থাপনের পর আরও বার বার সমাজসমীকরণ করার বিষয়ও জানা যায়। দনুজমর্দ্দনের পর পরমানন্দ ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃক সমাজ-সমীকরণ হওয়া জানা যায় না। চন্দ্রদ্বীপ বাকলা-সমাজ সংস্থাপনের পর মহারাজ দনুজমর্দ্দন কুলীনগণের বংশবৃদ্ধি ও করণাদি ঠিক রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য ও রাজনিমন্ত্রণে মর্য্যাদানুসারে ভোজন স্থানে কায়স্থগণের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার

DOUBLE COLOUR

জন্ত স্বর্ণামাত্য পদদ্বয় সৃষ্টি করেন। নিমন্ত্রিত কায়স্থগণ যে স্থানে ভোজন করিতেন, তাহার নাম ছিল ছত্র। স্বজাতির সহিত ভোজনকালে মহারাজ মধ্যস্থলে উপবেশন করিলে কুলীন, কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্রগণ ক্রমান্বয়ে চক্রাকারে রাজার চতুষ্পার্শ্বে ভোজনার্থ উপবেশন করিতেন।

কেহ কেহ বলেন, মহারাজ দনুজমর্দ্দন বঙ্গজকায়স্থদিগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচল। আবার অনেকে বলেন, এইরূপ বিভাগ দনুজমর্দ্দনের করা নহে। তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে বল্লালসেন কর্ত্তৃক এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। তবে সম্ভবতঃ তিনিও পুনরায় ঐরূপ নির্ব্বাচন করিয়া থাকিবেন এবং কতকগুলি নূতন কুলনিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কাহারও কাহারও মতে নিম্নের নিয়ম কয়েকটী তাঁহার দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যথা—

১। সপর্য্যায়ে আদানপ্রদানই কর্ত্তব্য। পর্য্যায়ানুসারে যে ব্যক্তি কুলীনকে কন্যাদান করিবেন এবং পর্য্যায় ক্রমে কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারই কুল উজ্জ্বল হইবে।

২। যদি কুলীন তিন পুরুষের মধ্যে কুলকার্য্য না করিয়া অর্থলোভে অকুলীনের সহিত কার্য্য করেন এবং পূর্ব্বপুরুষ হইতে নীচ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তবে তিনি অচলের মধ্যে গণ্য হইবেন।

৩। পিতামহ পর্য্যায়ে সম্বন্ধ করিলেও কুল নষ্ট হইবে না।

দনুজমর্দ্দনের রাজত্বের পর তাঁহার বংশধর রমাবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, হরিবল্লভ ও জয়দেব রায় ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। এই জয়দেবই দেব-বংশের শেষ রাজা। দেব বংশ লোপ হওয়ার পর দৌহিত্রসূত্রে বসুবংশীয় মহারাজ পরমানন্দ রায় খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। রাজা হইয়া তিনি ৯ নয়বার সমাজসমীকরণ করেন। তিনি বল্লালের নিয়ম পরিবর্ত্তনে যে সকল নূতন নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা এই—

১। "দানাদিগ্রহণাদ্দোষং বর্জ্জয়েদ্‌বিধিপূর্ব্বকম্।
গঙ্গাস্রোতঃ কুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণৈঃ॥"

অর্থাৎ যে কুলের আদান-প্রদানে কোন প্রকার দোষ নাই, তাহাকে গঙ্গাস্রোত কুল বলা হইবে।

২। "কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্রপর্য্যায়নির্ব্বৃতেঃ।
প্রশস্তান্যপকর্ম্মাণি ক্ষমাপানি তথৈব চ॥"

অর্থাৎ কুলীন সম-পর্য্যায়ের কন্যা বা পুত্র না পাইলে উপ, কিম্বা ক্ষম, অথবা অপকর্ম্ম করিবেন।

৩। "কুলজেন সহ কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীনৈর্যদা।
তদাপ্নুয়াদুপভাবং তদ্বদেহপকর্ম্ম চ॥
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভবেৎ মহাপাত্রেণ চাপকম্।
প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোঽয়ং তত্তৎ কর্ম্মানুসারতঃ॥"

অর্থাৎ কুলীনগণ কুলজের সহিত কর্ম্ম করিলে উপভাব, মধ্যল্যের সহিত কর্ম্ম করিলে ক্ষমভাব ও মহাপাত্রের সহিত কর্ম্ম করিলে অপভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৪। "কুলীনশ্রেষ্ঠবংশে চ ইতরঃ কুলীনো যদা।
দানাদিকুলকর্ম্মাণি কুর্য্যাচ্চ বিধিপূর্ব্বকম্।
তদিতরকুলীনস্য সদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তথা॥"

অর্থাৎ ছোট কুলীন শ্রেষ্ঠ কুলীনের সহিত আদানপ্রদান করিলে শ্রেষ্ঠভাব প্রাপ্ত হইবেন।

৫। "সম্বন্ধমচলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যুশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলং নষ্টং তথা তেষাং দূষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ অচলের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কুলীনের কুল নষ্ট ও দূষিত হইবে।

৬। "কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্যকুলমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ মধ্যল্য দ্বারা কুলীনের কুলরক্ষা হইবে।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গজ কুলীনগণ আর্ত্তি, উচিত, গৃহ ও করি এই চারি শাখায় বিভক্ত হইলেন। তদ্রূপ মধ্যল্যগণ ক্ষেম, ক্ষেমানু ও অনু এই তিন শাখায় এবং মহাপাত্রগণ অপ, অত্যপ ও মোহ এই তিন শাখায় বিভক্ত হইলেন।

রাজা পরমানন্দ বঙ্গজ সমাজে কতিপয় সমীকরণ করেন। নবম সমীকরণ তাঁহার শেষ সমীকরণ। এই সমীকরণে পরমানন্দ নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করেন ;—

৭। "বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥
তথাপি বর্ত্ততে কিঞ্চিৎ ডিঙ্গরান্তে কুলক্ষয়ঃ।
পাইকরা নাতিচ্ছন্না পরিবর্ত্তো বৃত্তিঃ॥

৮। "পিতামহ সমজনে কিছু নাহি কক্ষে।
পাইয়া সম্বন্ধ ইহা করিবে উপেক্ষে॥
করিলে সম্বন্ধ ইথে বিপর্য্যায় হয়।

* * * *

রণ্ডপিণ্ড জনে ভাই কিছু নাহি কাজ।
কোন অংশে লাভ নাই হাসয়ে সমাজ॥
অধিক কুলের হানি কি কহিব কথা।
কুল মুক্ত জনে ত্যাগ কর্ত্তব্য সর্ব্বথা॥
অপুত্রকের কন্যা যদি অল্প পণে পাই।
তেয়াগ করিবে তাহা কিছু কার্য্য নাই॥
রণ্ডকুল বলি সেই কুলীনের স্থানে।
কুলহীন হয় সেই সম্বন্ধ করণে॥
জীবৎমানে কুশায় পিণ্ড দেয় গোত্রজ জনে।
কুলনাশ হয় ভাই এই ত কারণে॥
পিণ্ডদোষ বলি এই করিল নিয়মে।
বলাৎকারে কুল নাহি থাকে কদাচন।
কর বিনা নাহি হয় কুলের ঘটন॥
পাই ব্যবসা করে বংশেতে জন্মিয়া।
কুলমুক্ত জন ত্যাগ করিবা গর্জ্জিয়া॥
পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে কুলের হানি হয়।
এই ব্যবস্থা করিলাম মহাশয়॥
ক্রমে তিন পুরুষে দৌহিত্র দোষ থাকে।
ডিঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ নাহি করিবে॥"

৯। "এখন হইতে কুলীনের কুল চতুর্ভাগে বিভক্ত হইল, যথা—

"গঙ্গাস্রোত পিপীলিকা পংক্তি।
ডম্বুরাকার মণ্ডূকগতি॥
গঙ্গাস্রোত যার নাহিক বিরাম।
পিপীলিকা পংক্তি যার মধ্যে অবিশ্রাম॥
ইহাতে থাকয়ে কুল নাহি কর ভ্রম॥
ডম্বুরের প্রায় কুল মধ্যখানে ক্ষীণ।
মণ্ডূকের গতিপ্রায় কুলের লক্ষণ।
মধ্যেতে নাহিক কিছু করিলে সন্ধান॥
এই চারি প্রকারে পর্য্যায় থাকয়ে কুলীনে।
নতুবা বংশজ হয় আপনার গুণে॥"

মহারাজ পরমানন্দ কর্ত্তৃক এই সকল নিয়ম ও সমাজসমীকরণ সময়ে চন্দ্রদ্বীপস্থ অনেক কুলীন তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদ, বাজু প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যান। পরমানন্দ তন্নিবারণ জন্য শাসন বাক্যস্বরূপে এই নিয়ম করেন যথা—

"ভ্রষ্টস্থাননিবাসী চ সদ্বংশজো ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যতে কুলভূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্র কুলে ক্রমাগতম্॥
কুলজস্তু সমাখ্যাতঃ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥"

অর্থাৎ কুলীন বাসস্থানভ্রষ্ট হইলেও পদচ্যুত হইবেন। যদি স্থানভ্রষ্ট হইয়াও কুলীন কুলধর্ম্ম করিতে থাকেন, তবে তিনি কুলজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

তৎপরে জগদানন্দ এবং জগদানন্দের পর কন্দর্পনারায়ণ রাজা হন। ইনিই দ্বাদশভৌমিকের একজন ভৌমিক ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। ইঁহার রাজত্বকালে যশোহর সমাজ অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সে জন্য সম্ভবতঃ ইহার আমলে এই বচনের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

"চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃস্থানং যশোরো বাহবস্তথা।
উরূ দ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফতেয়াবাদকঃ।

গুহানি বারবশ্চৈব অন্তস্থানঞ্চ পুরীষম্ ॥
এতে বঙ্গজভাবাশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ ॥"

তাঁহার পর রামচন্দ্র রাজা হন। ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি প্রভাবতীকে গ্রহণ না করিয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। ইহার কারণ যশোহর সমাজ-বিবরণে সবিস্তার লিখিত হইল। তদনন্তর রাজা কীর্ত্তি-নারায়ণ, তাঁহার পরে রাজা বসুদেব নারায়ণ, তৎপরে রাজা প্রতাপনারায়ণ, সর্ব্বশেষে রাজা প্রেমনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। রাজা প্রেমনারায়ণ নিঃসন্তান হইলে তাঁহার ভাগিনেয় উলাইলগ্রামনিবাসী গৌরীচরণ মিত্রের পুত্র উদয়-নারায়ণ মিত্র রাজা হন। তৎকালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজা হওয়ায় তাঁহাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা ছিল না। ইংরাজ-রাজত্বকালে রাজগণের দেশ শাসন ক্ষমতা রহিত হইলে, তাঁহারা সাধারণ ভূস্বামী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণ রাজত্ব করেন।

যশোহর-সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আঁশ গুহ বংশীয় ছকড়ি গুহের পুত্র রামচন্দ্র গুহ চন্দ্রদ্বীপ হইতে সপ্তগ্রামে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হন। এই সপ্তগ্রাম বাদশাহের রাজ্যকালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তথায় বাদশাহের ১জন শাসনকর্ত্তা বসতি করিতেন। এই সপ্তগ্রাম সরস্বতীনদীর তীরে ছিল। এই স্থান এক্ষণে বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে উক্ত নগর স্রোতস্বতী সরস্বতীতীরে অবস্থিত থাকায় বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান হয় এবং বাদশাহের ঐ স্থান একটী চাকলা অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী স্বরূপ হইয়াছিল।

উক্ত রামচন্দ্রের সপ্তগ্রামে আগমনসম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দরিদ্রতানিবন্ধন চাকরীর উদ্দেশে এই সমৃদ্ধিশালী নগরে

আগমন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় অপমানভয়ে তিনি সপ্তগ্রামে গমন করেন। প্রথম মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

উক্ত রামচন্দ্র গুহ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া নবাবের বিখ্যাত কর্ম্মচারী শ্রীকান্ত ঘোষের আশ্রয়গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র সুপুরুষ বিদ্বান্ এবং গুণবান্ লোক ছিলেন বলিয়া অল্পদিনেই গুণগ্রাহী শ্রীকান্ত ঘোষের সুনজরে পড়েন। কিছুকাল পরে শ্রীকান্ত ঘোষ নিজ দুহিতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দেন। এবং তথায় তাঁহার আধিপত্য হেতু নবাবের কাননগুই সেরেস্তায় জামাতা রামচন্দ্রকে কোন এক সামান্যপদে বাহাল করাইয়া দেন। ক্রমশঃ রামচন্দ্র নিজ বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতাগুণে কাননগুই সেরেস্তায় উচ্চপদ প্রাপ্ত হন এবং তাহার উপাধি নিয়োগী হয়।

পূর্ব্বকালে নবাবের কাননগুই সেরেস্তায় উচ্চপদের কর্ম্মচারীকে নিয়োগী উপাধি দেওয়া হইত। তাহার প্রমাণ ঢাকুর বা বারেন্দ্রকায়স্থতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালায় আইল।
উত্তম জানিয়া সবে সম্মান করিল ॥
কাননগু দপ্তরের সৃষ্টি বাঙ্গলাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈল গোপিকান্ত রায় ॥
নিয়োগী খেতাব দিলে সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিল মিলিক লিখিয়া ॥

কালক্রমে রামচন্দ্র নিয়োগীর তিনপুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ ক্রমান্বয়ে উক্ত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সেই স্থানে বাঙ্গলা, পারসী ও সংস্কৃত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করেন। এবং তাঁহারা সকলেই প্রিয়দর্শন, সৌম্য ও সৌভাগ্যশালী ছিলেন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানন্দকে কার্য্যক্ষম জানিয়া পিতা রামচন্দ্র স্বীয় সেরেস্তায় জনৈক লেখক বা মহুরী পদে বাহাল করেন। সেই সময়ে একজন ক্রূর ও দুর্দ্দান্ত পাঠান সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা হন। ইহার সহিত রামচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটায়, রামচন্দ্র কাননগুই সেরেস্তায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্র কলত্রদিগকে

নিজ শ্বশুরালয়ে রাখিয়া গৌড় নগরে আগমন করেন। এই হেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রও নবাবের কার্য্যত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র যৎকালে গৌড়নগরে উপস্থিত হন, তৎকালে গৌড়াধিপতি জালালুদ্দিন পীড়িতাবস্থায় ছিলেন। যাহা হউক তথায় তিনি সামান্য কোন পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পাঠানবংশীয় সোলেমান বঙ্গেশ্বর হন। এবং ইনি রামচন্দ্রের ধীশক্তি ও প্রতিভাগুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কাননগুই পদে নিযুক্ত করেন।

এই পদোন্নতিকালে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে গৌড়ে লইয়া গিয়া তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করাইয়া দেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই পিতা রামচন্দ্রের মৃত্যু হওয়াতে জ্যেষ্ঠপুত্র গৌড় নগরে পিতার উক্ত কাননগুই পদ প্রাপ্ত হন। এই জ্যেষ্ঠপুত্র সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ভবানন্দ জ্যেষ্ঠপুত্র, আবার কেহ কেহ বলেন যে, শিবানন্দ জ্যেষ্ঠপুত্র। যাহা হউক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ও অপর দুই পুত্রও অর্থাৎ তিন পুত্রই গৌড়াধিপতির প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন, এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহারা তিন জনেই মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন।

গৌড় নগরেই ভবানন্দের শ্রীহরি বা শ্রীহর্ষ এবং গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উক্ত ভ্রাতৃত্রয়ের গৌড়াধিপতির নিকট এতদূর আধিপত্য হইয়াছিল যে, তাঁহাদের পুত্রগণ রাজপুত্রের সমপাঠী ও সহাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, রাজপুত্র দায়ুদ বাল্যকালে শ্রীহর্ষ ও জানকীবল্লভের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে পর ইঁহাদিগকে প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কালক্রমে এই প্রতিশ্রুত বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে দায়ুদ গৌড়েশ্বর হইলে পর শ্রীহর্ষ বা শ্রীহরিকে প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীহর্ষের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম রাখেন। জানকীবল্লভকে অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার নাম বসন্ত রায় রাখেন। ইঁহাদের পিতৃব্য শিবানন্দ তৎকালে যে কাননগুই পদে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু ভবানন্দ গুণানন্দ তৎকালে কোন রাজকার্য্য করিতেন কি না, তাহার প্রমাণ নাই, তবে তাঁহাদের গৌড়নগরে থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এই সময় হইতেই দায়ুদের রাজ্যলিপ্সা ও জিগীষা প্রবল হইয়া উঠে। এতাবৎকাল তিনি দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু এরূপ হীনতায় থাকা বড় কষ্টকর ভাবিয়া তিনি মোগল সম্রাটের বিদ্রোহী হইয়া গাজীপুরের নিকট জমানিয়ার দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করেন। মোগল সম্রাট অকবর এই বিদ্রোহ-সংবাদ পাইয়া দায়ুদের বিরুদ্ধে রাজা টোডরমল্ল ও মুনাইম খাঁ নামক সেনানায়ককে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। প্রথমতঃ দায়ুদ উক্ত সসৈন্য সেনাপতিদ্বয়ের প্রতিরোধ ও পরাজয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে এরূপ চেষ্টা বিফল বুঝিয়া তিনি রাজকোষের ও অন্যান্য লোকের ধনাদি নিরাপদে গুপ্ত রাখিবার জন্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের উপর ভার দেন। তদনুসারে তাঁহারা বর্ত্তমান সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন ধূমঘাট নামক স্থানে সুরক্ষিত ধনাগার প্রস্তুত করত তথায় সমস্ত রাজকোষের ধনাদি ভবানন্দ ও গুণানন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত ও রক্ষিত করেন। ইতিমধ্যে মোগল সৈন্যদ্বয় গৌড়নগর অধিকার করিবার পূর্ব্বে দায়ুদ প্রাণভয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন, এবং বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ভ্রাতৃদ্বয় অনন্যোপায় হইয়া ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীরূপে দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, মোগলাগমনে দায়ুদ প্রথমে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন এবং অবশেষে মোগলমারীর যুদ্ধে মোগল সেনাপতিদ্বয়ের নিকট পরাস্ত হইয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া বঙ্গের রাজ্যভার মোগলহস্তে সমর্পণ করেন। দায়ুদ পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করিলে মুনাইম খাঁ গৌড় দখল করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন।

ইত্যবসরে গৌড়প্রতিনিধি সসৈন্য মুনাইম খাঁ তৎকালে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইরূপে মোগলসৈন্য দুর্ব্বল জানিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য দায়ুদ উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আকমহলে বা রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। তথায় টোডরমল্লের সহিত দায়ুদের তুমুল সংগ্রাম হয় এবং দায়ুদ নিহত হন। সেনানায়ক রাজা টোডরমল্ল গৌড়াধিপতি হইয়া দেখিলেন যে, রাজকার্য্য-পরিচালনের কোনরূপ আদর্শলিপি বা রেকর্ড পাইতেছেন না, এই কারণে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যিনি রাজ্যের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্যক্ অবগত করাইবেন ও তাঁহাকে বিশেষরূপে পুরস্কার দিবেন। এই ঘোষণা জানিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়

ভ্রাতৃদ্বয় ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া টোডরমল্লকে রাজ্যের আয় ব্যয়াদি এরূপ বিশদ-রূপে বুঝাইয়া ও দেখাইয়া দিলেন যে, টোডরমল্ল তাঁহাদের প্রার্থনা মতে ভ্রাতৃদ্বয়কে পুরস্কার স্বরূপ দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রনদ ও উত্তরে পদ্মা এই ভূভাগের অধিপতি করিলেন।

কেহ বলেন যে, উক্ত মোগল সেনাপতিদ্বয়ের গৌড়ে আগমনের পূর্ব্বেই দায়ুদ রাজমহল পর্ব্বতের নিকটে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বসন্তরায় ও বিক্রমাদিত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে মোগল সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন জন্য গৌড়ে দরবার করিতে আদেশ করিলেন। অবশ্য উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দায়ুদের হিতার্থে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু দায়ুদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহাকে জানাইল যে, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় স্বয়ং রাজা হইবার চেষ্টায় আছে। এমত অবস্থায় দায়ুদ স্বয়ং দরবার করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া উক্ত মোগলসৈন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় অনেক বিলাপ করিলেন ও শোকসন্তপ্ত হইলেন। তদনন্তর রাজ্যের সমস্ত কাগজ পত্র টোডর-মল্লের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাতে টোডরমল্ল অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে রাজা করেন। যাহা হউক, উভয় মতানুসারে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ধূমঘাট অঞ্চলের রাজা হইলেন। শিবানন্দ পূর্ব্ববৎ গৌড় নগরে কাননগুই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; কিয়দ্দিন পরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধূমঘাট রাজ-প্রাসাদে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সম্মান না করায় তিনি মনোদুঃখে ফতেয়াবাদের অন্তর্গত গহেরপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শিবানন্দ সপরিবারে ধূমঘাট পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ বাকলা গ্রামে পুনরায় বাস করেন। কিন্তু এক্ষণে গহেরপুরে যে সকল আঁশগুহ আছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ শিবানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। উক্ত প্রকারে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ভ্রাতৃদ্বয় রাজা হইয়া সর্ব্বসুখে সুখী হইলেন। প্রজাবর্গের পতি হইলেন। কিন্তু জাতীয় সমাজ সম্বন্ধে চন্দ্রদ্বীপ, বাকলার সমাজপতির অধীন হওয়ায় তাঁহারা ম্রিয়মাণ থাকি-তেন। কাজেই সমাজপতি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফতেয়াবাদ ও

বাদ্ স্বতন্ত্র সমাজ হইয়া চলিতেছে দেখিয়া, বসন্ত রায় একটা স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য স্থান হইতে কুলীন বঙ্গজকায়স্থ তথায় আনাই-লেন এবং তাঁহাদিগকে সম্পত্তি বৃত্তি আদি প্রদান করিয়া বসতি করাইলেন। বসন্ত রায় চন্দ্রদ্বীপ হইতে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিলেন, ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে সমাজপতি করিয়া সমাজের কার্য্য সুন্দররূপে চালাইতে লাগিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের দুইটা বিবাহ হয়, প্রথম পক্ষের পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ভূপতি রায়। প্রতাপাদিত্যের জন্ম-কালে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া বলেন, দুর্য্যোধনের জন্মলগ্নে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য সসাগরা পৃথিবীর একছত্র রাজা হইবেন এবং পিতৃদ্রোহী ও জ্ঞাতিহন্তা হইবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া নবজাত পুত্রের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হন; কিন্তু বিক্রমা-দিত্যের ভ্রাতা বসন্তরায়ের অনুরোধে প্রতাপ পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। বসন্ত রায় ভ্রাতাকে বলেন যে, প্রতাপ যদি পৃথিবীর একছত্র রাজা হন, তাহাতে কুলগৌরব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তবে তিনি জ্ঞাতি-হন্তা হইবেন, তাহাতে কোন দুঃখ নাই। কারণ এই জীবন চিরদিনের জন্য নহে, মৃত্যু অনিবার্য্য; কাল পূর্ণ হইলে নিশ্চয় মরিতে হইবে।

শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় দেহযষ্টির সহিত প্রতাপ স্বদেশীয়, পারসীক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেন এবং খুল্লতাত বসন্তরায়ের শিক্ষাকৌশলে ব্যায়াম ও অস্ত্রবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হইলেন।

একদা একটী ক্ষেমঙ্করী পক্ষী শূন্যমার্গে চলিয়া যাইতেছিল, প্রতাপের লক্ষ্যকৌশলে পক্ষীটী উড্ডীয়মান অবস্থায় বিদ্ধদেহে রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হইল। বিক্রমাদিত্য দৃষ্টিমাত্রেই উহা প্রতাপের দুষ্কৃতি বলিয়া অনুমান করিলেন, এবং অবিলম্বে ভ্রাতা বসন্ত রায়কে ডাকিয়া প্রতাপের নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। প্রতাপ উড্ডীয়মান পক্ষী-লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়; দুঃখপ্রকাশের স্থল নহে। বসন্ত রায়ের মুখে প্রতাপের শতপ্রশংসা সত্ত্বেও রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপের

শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, এবং প্রতাপকে স্থানান্তরে রাখিবার জন্ত উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে দিল্লী-সম্রাটের নিকট তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া পাঠাইলেন। পাঠাইতে উদ্যত হইলে বসন্ত রায় অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্ত বিক্রমাদিত্য তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এই কারণে প্রতাপাদিত্য মনে করিতে লাগিলেন যে, খুল্লতাতের ষড়্যন্ত্রেই নির্ব্বাসিত হইলাম। সুতরাং এইখানেই তাঁহার বসন্তের প্রতি বিদ্বেষের সূত্রপাত হইল।

তৎপরে তিনি দিল্লীযাত্রা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি বলে সম্রাট্ উজীর ও অন্যান্য সকলের মন আকর্ষণপূর্ব্বক বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্ত এইরূপ রম্য নির্ব্বাসনহেতু তিনি যে কি কৌশলে পিতা ও খুল্লতাতকে ইহার প্রতিশোধ দিবেন, তাহাই তাঁহার মনে অহর্নিশ হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা বৎসর বৎসর সম্রাট্কে রাজস্ব দিবার জন্ত টাকা উকিল প্রতাপাদিত্যের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্ত প্রতাপাদিত্য প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া সেই রাজস্ব সম্রাট্কে না দিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ৫ বৎসর পর সম্রাট্ শুনিলেন যে, বিক্রমাদিত্য রাজস্ব দেন নাই এবং ইহার কারণ প্রতাপাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন যে, বসন্তরায় চক্রান্ত করিয়া রাজস্ব দেন নাই এবং বিক্রমাদিত্য স্বয়ং কোন কার্য্য দেখেন না। ইহাতে সম্রাট্ অসন্তুষ্ট হইয়া ধুমধাটে দ্বিতীয় রাজা নিযুক্ত করিয়া রাজস্বের সংস্থান করিবার আদেশ দিলেন। এই সুযোগে প্রতাপাদিত্য নিবেদন করিলেন যে, তিনি কোন উপায়ে বাকী শোধ করিয়া দিতেছেন; সুতরাং তাঁহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করা হউক। এইরূপে তিনি রাজা হইয়া ধূমঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং এই সংবাদ রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাহা শুনিবা মাত্র তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য সম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত তাঁহার নৌকানিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। প্রথমতঃ লজ্জা বশতঃ তিনি ধূমঘাটে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই; এবং তাঁহার পিতৃদেব ও খুল্লতাত অভ্যর্থনা করিতে গেলে দেখা করিতে পারেন নাই। কিন্ত তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে ও বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইলেন যে, পুত্র রাজা হইলে পিতার সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয়। সুযোগ্য হইলে

পুত্রের রাজ্যভার লওয়া উচিত এবং পিতার ধর্ম্মকার্য্যে বনে যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্ত রাজকার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য উদাসীনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে বসন্তরায়ের বহু কষ্ট হইবেক। এই কারণ তিনি রায়গড় নামক স্থানে একটী পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন এবং সমস্ত রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতাপকে ও বসন্তকে প্রদান করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন এবং প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায় অতি সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উক্ত স্থানের নাম যশোহর কেন হইল? এই সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে যশা নামে কোন এক পাটনী রাজা প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দেয় যে, একটা মাঠের মধ্যে সে রাত্রিতে অগ্নিশিখা উঠিতে দেখিয়াছে। প্রতাপাদিত্য সেই শিখা দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যশা সম্মত হইল। রাজা বাল্যকাল হইতে কালীভক্ত ও তদ্বিষয়ে সিদ্ধ ছিলেন। তদনন্তর যশা সংবাদ দিলে তিনি অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অগ্নিশিখা দেখিলেন, এবং সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্ত তরবারী দ্বারা তথায় স্বীয় ঘোটকের মুণ্ড ছেদন করিয়া বাটী আসিলেন। তদনন্তর রাত্রি যোগে স্বপ্ন হইল যে "উক্ত স্থানে আমি কালী-রূপে অবস্থিত আছি, যাবৎকাল তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারী না হইবেক এবং যে পর্য্যন্ত না আমাকে যাইতে বলিবে, তাবৎকাল আমি তোমার নিকট থাকিব।" তদনন্তর রাজা এমন স্থানে কালীমন্দির প্রস্তুত করাইলেন যে, তিনি যেন সকল সময়েই তাঁহাকে দেখিতে পান। এমন কি কাছারীতে বসিয়াও মন্দির দেখিতেন। পরে এই কার্য্য জন্ত যশা প্রার্থনা করে যে, তাহার নাম যেন চিরদিন বর্ত্তমান থাকে। এই হেতু সেই স্থানের যশাহর নাম হইল এবং কালীর নাম যশোরেশ্বরী রাখিলেন। যশোহর সম্বন্ধে আর একটা কিম্বদন্তী আছে যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় যশোহর নূতন নগরের প্রান্ত ভাগে কানন মধ্যে একটী উচ্চ স্থানে রাখাল বালকগণ কৃত্রিম কালী পূজা করিয়া বলিদানপ্রসঙ্গে এক বালককে মৃত্তিকায় লম্বমান করিয়া শুয়াইয়াছিল এবং

অন্য এক বালক হোগলাপাতার খাঁড়া 'জয় মা কালী' বলিয়া গলায় আঘাত করিবা মাত্র বালকের মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বালক সকল আপন আপন বাটীতে পলায়ন করিয়া যায়। তৎপর রাত্রিকালে সকলে ঐ বালককে মাতৃকোলে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়াছিল। এই কথা প্রতাপাদিত্য শ্রুত হইয়া তাহার তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নিজে হত্যা দিলেন। তাহাতে কালী দেবী স্বপ্নাদেশ করেন যে, ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর এবং ৭ দিন পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের দ্বার খুলিও না। যত-দিন পর্য্যন্ত তুমি আমাকে 'দূর হও' না বলিবে, ততদিন আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। প্রতাপাদিত্য তদনুসারে মন্দির নির্ম্মাণ এবং কালী প্রতিষ্ঠা করেন। সেইজন্য ঐ স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর হইল।

রাজা সাত দিন পর্য্যন্ত আরাধ্য দেবী-মাতার অদর্শনে ব্যাকুল হইলেন, মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার চতুর্থ দিবসে উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মাতার পূর্ণ মূর্ত্তি প্রকাশ হয় নাই, কেবল লোল জিহ্বা মুখমণ্ডল মাত্র প্রকাশ হইয়াছে, মাতা তদবধি ঐ মূর্ত্তিতে বিরাজমানা ছিলেন। প্রতাপ তৎপরে দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং দেবীর কৃপায় সর্ব্বত্র সমৃদ্ধ হইয়া-ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, কালী তাঁহার সেনাপতির কার্য্য করিতেন। তিনি ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া দিল্লী হইতে প্রেরিত মোগল-সৈন্য-গণকে পরাভূত করিয়াছিলেন, ঐ যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি আসিয়াছিল, তাহাদের ধুমধাটে মহাসমারোহে সমাধি হইয়াছিল। প্রতাপের ৮ জন প্রধান সেনাপতি ছিল। তন্মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থ রঘুনাথ রায় একজন। প্রতাপ তাঁহার কন্যা প্রভাবতীকে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ দেন। উক্ত প্রভাবতীকে কেহ কেহ বিন্দুমতীও বলে। প্রবাদ আছে যে, বিবাহ-সমাধানান্তে বর ও কন্যা বাসর গৃহে প্রবেশ করিলে মাণিক ভাঁড় নামে জনৈক রামচন্দ্রের ভাঁড় স্ত্রীবেশে বাসরগৃহে প্রবেশ করে, তাহার বিকট দর্শন ও দীর্ঘদন্ত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। এই সংবাদ রাজার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি জামাতার কুচক্রে এই সমুদায় সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হন ও জামাতার জীবননাশে কৃতসংকল্প হন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রাজা চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতিত্ব পাইবার জন্য এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, রামচন্দ্র তাঁহার ভৃত্য মোহন মাল ও শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে নিজ জীবন রক্ষা করেন।

এই প্রবাদ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মহারাজ মাণিকভাঁড়ের দোষের জন্য আপন জামাতার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইবেন কেন? যদি কেহ বলেন যে, জামাতার ইঙ্গিত অনুসারেই মাণিক ভাঁড় ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন। সে জন্য তিনি জামাতার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তবে তাহার উত্তর এই যে, প্রতাপাদিত্যের ন্যায় ব্যক্তি জামাতার এই লঘু পাপের জন্য গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়া চিরকালের জন্য জনসমাজে কলঙ্কিত ও দুহিতার বৈধব্য-যন্ত্রণা ঘটাইতে প্রয়াসী হইবেন কেন? তাঁহার চন্দ্র-দ্বীপের সমাজপতিত্বের লালসা বলবতী হইয়া থাকিলে, তিনি যেরূপ ক্ষমতা-শালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাত তিনি অন্য উপায়ে সম্পন্ন করিতে পারিতেন। জামাতা-বধ ও কন্যাকে চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে নিমজ্জন, এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বোধের অগম্য।

রামচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে আনয়নের জন্য লোক পাঠান, কিন্তু ঐ সময়ে প্রভাবতী তাহার ভ্রাতার স্ত্রীর দেহত্যাগ হওয়ায় যাইতে অস্বীকার করেন। রামচন্দ্র তাহাতে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া দ্বিতীয় পরিণয় করেন ও প্রভাবতীকে লইতে সম্মত হয়েন নাই। প্রভাবতী তাহার ভ্রাতার সঙ্গে কাশীতে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। মোহনমাল প্রভাবতীকে লইবার জন্য রাজাকে অনেক অনুনয় করেন, কিন্তু রাজা সম্মত না হওয়ায় মোহনমাল নিজেও কাশীতে যান। তাহার কাশীতে যাওয়া অনেকে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি তাহার স্বামীর দেশে আসিয়া অবস্থিতি করেন এবং স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিলে তিনি নিজ অর্থে একটী গ্রাম ও হাট স্থাপন করেন। ঐ হাট বৌ-ঠাকুরাণীর হাট নামে অভিহিত হইয়াছিল। রাজমাতা পতিপ্রাণা বধুর এই অবস্থা জানিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে আনিলেন। পরে তাঁহার গর্ভে কীর্ত্তিনারায়ণ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই কীর্ত্তিনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন।

রাজা বসন্ত রায়ের ভবানীনাম্নী কন্যার সহিত গাভ বসুবংশীয় পরমানন্দের বিবাহ সংঘটিত হয়। তাম্বূল খাইবার জন্য চিরলিয়া, মধুদিয়া, হাবিলি, খড়ড়ী ইত্যাদি স্থান রাজকুমারীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। নৃপবালার আবাসস্থান

হাবিলির কাড়াপাড়া গ্রামে মনোনীত হয়। অধুনা তথায় বাগের হাট সবডিভিজান বর্ত্তমান আছে। ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানের বংশধরগণ উক্ত কাড়াপাড়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। রায় চৌধুরী তাঁহাদের উপাধি।

একদা সায়ংকালে প্রতাপাদিত্য জলপথভ্রমণে নৌকাযোগে ঐ চিরলিয়া গ্রামে উপস্থিত হন, তথায় রাত্রিকালে আহারান্তে নাবিকগণ নৌকা কিছু দূর চালাইয়া তথায় নৌকা রাখিয়া নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে পর নাবিকগণ নৌকা চালাইতে আরম্ভ করিলে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি শুনিলেন যে, এই স্থান চিরলিয়া। তখন মহারাজা মনে মনে করিলেন যে, বসন্ত রায় কন্যাকে তাম্বুল খাইবার জন্য এমন বৃহৎ স্থান দিয়াছেন যে সমস্ত রাত্রি নৌকা চালাইয়া তাহার শেষ হইল না। বসন্ত রায়ের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা উক্ত কারণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং কি প্রকারে বসন্তরায়কে বিনাশ করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে বসন্তরায়ের সাম্বৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার রাজভবন অবারিতদ্বার হইল। এই অবকাশে প্রতাপাদিত্য অস্ত্রধারী সহ বসন্তরায়কে এবং তাহার কয়েকটী পুত্রকে হত্যা করেন। কথিত আছে, বসন্ত রায় স্নানাগার হইতে তাঁহার গঙ্গাজল নামক অস্ত্রখানি আনিতে ভৃত্যগণকে পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভৃত্যগণ ভ্রমবশতঃ স্নানের নিমিত্ত গঙ্গোদক আনিয়াছিল, ইত্যবসরে প্রতাপাদিত্য তাঁহার প্রাণ বধ করেন, তাঁহার পুত্রগণ পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইয়া নিহত হইলেন। বসন্ত রায়ের এক বালক পুত্র ছিল। বসন্তরায়ের রাজ্ঞী তাহাকে কচুবনে লুকাইয়া রাখেন, সেই কারণে তাঁহার নাম কচু রায় হয়। কচুরায়কে এক পুরাতন ভৃত্য সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং প্রতাপাদিত্যের মহিষী কচুরায়কে নিজ ভগিনীর পুত্র জানিয়া গোপনে তত্ত্বাবধান করিতেন।

একদিন প্রতাপাদিত্য অন্তঃপুরে ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে কচুরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বালকটী কে? রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, এ আমার ভগিনীর পুত্র। রাজা বলিলেন, এ বালকটীকে দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে কেন? রাজ্ঞী বালকটীকে স্থানান্তরিত করিয়া

দেন। উক্ত ভৃত্য কচুরায়কে লইয়া হিজলিতে বসন্তরায়ের পরম বন্ধু ইশাখাঁ নামক একজন মুসলমান বড় লোকের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ঐ ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে কচুরায়কে নিকটে রাখিয়া শিক্ষিত করিয়া যথা সময়ে তাঁহাকে দিল্লীসম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বর প্রতাপাদিত্যের অত্যাচার শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য সসৈন্যে রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করিলেন। কচুরায় ঐ সঙ্গে আগমন করেন। এদিকে প্রতাপাদিত্যের দিন পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। এক দিন প্রাতে জনৈক মেথরপত্নী তাঁহার পায়খানা পরিষ্কার করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার বক্ষস্থলের বস্ত্র স্খলিত হয়, তদ্দর্শনে রাজা তাঁহার প্রহরীকে তাহার দক্ষিণ স্তন ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন। অগত্যা প্রহরী রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিল। মেথরপত্নী উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মহারাজ আপনার দিন পূর্ণ হইয়াছে, আপনি যশোহরেশ্বরীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন।" ইহার পরক্ষণেই রাজা সভাসীন হইয়া রাজকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে মহামায়া তাঁহার কন্যারূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় উপনীতা হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আমার শ্বশুরালয় হইতে আমাকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছে, আমাকে যাইতে অনুমতি দিন"। দুর্ভাগ্য মহারাজ, অমনি বলিলেন," দূর হও অনুমাত্র বিলম্ব করিবা না।" ইহা শ্রবণ মাত্র মহামায়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে রাজার চৈতন্য হইল, তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে আনুপূর্ব্বিক সকল বলিলেন। জানিলেন, কন্যাকে লইতে কেহই আসে নাই। রাজা বুঝিলেন,—বিপদ নিকটবর্ত্তী; স্নানান্তে যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া রাজা "শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে" স্থলে "শিবে সর্ব্বার্থনাশিকে" শুনিলেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই মহারাজ মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিতের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রতাপের প্রিয় বয়স্যদ্বয় শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং রঘু, পর্ত্তুগীজ রুডা, সুখা, সুন্দর, মদনঢালী ও কুমার উদয়াদিত্য তাঁহার সেনানায়ক ছিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং এই সকল বীর অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বীরপতি ছিলেন। ভীষণ আহবে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে শঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য সেনাপতিগণ সকলেই নিহত হইয়াছিলেন।

অবশেষে রাজা ও রাজমন্ত্রী শঙ্কর বন্দী হইলেন। মানসিংহ প্রতাপকে জীবিত অবস্থায় সম্রাট্‌হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। মানসিংহ কচুরায়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। স্বদেশ-যাত্রাকালে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজকোষের সমস্ত অর্থ, যশোহরেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতাপাদিত্যকে সঙ্গে লইয়া যান। পথি মধ্যে কাশীধামে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। মানসিংহ প্রতাপের সেই শবদেহ সম্রাট্‌কে উপহার দিবার জন্য তাহা ঘৃতে ভাজিয়া সঙ্গে লইয়া দিল্লী গমন করিলেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয় শুনিয়া তাঁহার পত্নী যমুনাসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। নিঃসন্তান কচুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখর রাজা হন। এই সময় হইতেই রাজ্য-শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল। চন্দ্রশেখর এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার বংশধরগণ শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে সামান্য জমিদার হইলেন। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ নূননগর এবং খোড়গাছি ইত্যাদি স্থানে বাস করিতে-ছেন। তাঁহাদিগকে এক্ষণে সকলেই রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বসন্তরায়গঠিত সমাজের শ্রেণীবিভাগ অন্যান্য কায়স্থগণের সামাজিক বিভাগ ও প্রথা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং তাঁহার সমাজ একরূপ নূতন বঙ্গজ সমাজ বলা যাইতে পারে। তাঁহার সমাজে কেবল কুলীন, কুলজ ও মৌলিক এই তিন শ্রেণীর বিভাগ আছে, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর ও ফতেয়াবাদে পাঁচটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা কুলীন, বংশজ বা কুলজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র এবং অচল। অন্যান্য বঙ্গজ সমাজ হইতে যশোহর সমাজের কুলপ্রথাও পৃথক্। অন্যান্য সমাজে ক্রমাগত তিন পুরুষ অকুলীনে আদান প্রদান না করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয় না, কিন্তু যশোহর সমাজে কুলীনে কুলীনে কার্য্য করাই প্রশস্ত। কুলীন কোন কারণে একবার অকুলীনে কার্য্য করিলেই তাঁহার কুলগৌরব হ্রাস হয়।

এক বঙ্গজ শ্রেণীস্থ কায়স্থগণের মধ্যেই এইরূপ বাস স্থানভেদে আচার, কুলপ্রথা প্রভৃতিতে প্রচুর পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, রাঢ়ীয় ও বঙ্গজে যে পার্থক্য, বঙ্গজের যশোহর-সমাজের বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি অপর চতুষ্টয়ের সহিত প্রায় তত পার্থক্য! চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের বিবাহপদ্ধতি

হইতে যশোহর সমাজের যথেষ্ট প্রভেদ। যশোহর সমাজে আসনোপবিষ্টা কন্যা জ্ঞাতিস্বজন দ্বারা বাহিতা হইয়া বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ-সমাজে কৃতদাস শ্রেণীর লোকের দ্বারা কন্যাবহন কার্য্য হইয়া থাকে। চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর সমাজে সভামধ্যে সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়, অন্যান্য বঙ্গজ সমাজে অন্তঃপুরে সম্প্রদানাদি হইয়া থাকে। বিক্রমপুর-সমাজে নিয়ম আছে, সকল অবস্থাতেই কন্যাকর্ত্তা স্বগৃহে বরকে আনয়ন করিয়া কন্যাদান করেন; কিন্তু অপরাপর সমাজে ইচ্ছা ও সুবিধামত স্বগৃহে কন্যা বা কন্যাকর্ত্তার গৃহে বর আহূত ও আনীত হইয়া উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। বিবাহের পূর্ব্ব মঙ্গলস্বরূপ যশোহরসমাজে নারীগণ দ্বারা হরিদ্রা কুট্টিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বরের অঙ্গমর্দ্দন ও তিলক দান করা হয়, তদ-বশিষ্ট কন্যার নিমিত্ত প্রেরিত হয়,* কিন্তু বিক্রমপুর-সমাজে হরিদ্রা-কুট্টনের পরিবর্ত্তে শুভদিন দেখিয়া ধানভানা হইয়া থাকে। চন্দ্রদ্বীপ-সমাজে আধু-নিক উচ্ছৃঙ্খল 'বাসরজাগরণ' প্রথা নাই; কিন্তু যশোহর সমাজে তাহা প্রচলিত আছে।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন, একই বীজপুরুষ চিত্রগুপ্ত দেবের শোণিত সকল কায়স্থেরই ধমনীতে প্রবাহিত। অথচ বিবিধ কারণে তাহারা ক্রমে বিভক্ত, ছিন্ন ভিন্ন, সুতরাং নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। বঙ্গে আগমন-কালের অগ্রপশ্চাৎনিবন্ধন সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থগণ গৌড়ীয় ও উপনিবেশী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যদিও গৌড়ীয়গণ ক্রমশঃ উপনিবেশী-গণের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিলেন, তথাপি কায়স্থগণের মধ্যে উপবিভাগ দোষ ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে কায়স্থগণ বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, এই সকল প্রদেশ ভেদে, কায়স্থগণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। রাঢ়ীয়গণ আবার উত্তর দক্ষিণভেদে দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ রহিত হইয়া গেল। এমন কি, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত পঙ্‌ক্তিভোজন ত্যাগ করিলেন, অন্ন গ্রহণ ত দূরের কথা। আবার এই সকল শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃ উপশ্রেণীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। দৃষ্টান্ত স্থলে বঙ্গজ সমাজের পাঁচটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ

কল্পা যাইতে পারে। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে আচার-সাদৃশ্য এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে; কার্য্যপ্রয়োজন, পংক্তিভোজন ও অন্নগ্রহণও কতকাংশে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।

বস্তুতঃ এবম্বিধ সমাজসঙ্কীর্ণতা দোষেই বঙ্গীয়কায়স্থসমাজ কেন—সমগ্র আর্য্যজাতির কি দারুণ অধঃপাত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়! এই শোচনীয় অধঃপতন-নিবারণের কি উপায় নাই? সামাজিকগণ উদারনীতির অনুসরণ করত স্ব স্ব সংকীর্ণ শ্রেণীর বন্ধন ছেদন করিলেই এই অধোগমন রহিত হইতে পারে।

যে ক্রমানুসারে এই সুবিশাল কায়স্থসমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রম অবলম্বন করিয়া প্রথমে সাম্প্রদায়িকতা, উপশ্রেণীবিভাগ ও পরে ক্রমশঃ শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিলেই বঙ্গীয়কায়স্থসমাজ সর্ব্বতঃ পরিপুষ্ট, সুপ্রসারিত ও উন্নত হইতে পারে। সামাজিকগণ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এই ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, এই সকল আচারপার্থক্যসত্ত্বে কায়স্থশ্রেণীনিচয়ের একীকরণ অসম্ভব। এক শ্রেণীর অপরশ্রেণীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, কোন্ শ্রেণীর রীতিপদ্ধতি রক্ষা করা হইবে? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, একশ্রেণীর ও একই সম্প্রদায়ভুক্ত কায়স্থগণের মধ্যেও অনেকস্থলে যথেষ্ট আচারবৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপক্ষেত্রে প্রায়ই যাঁহার বাটীতে বিবাহ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাঁহাদেরই কুলাচারের অনুসরণ করা হয়। ফলকথা সবিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে পারিলে কায়স্থসমাজের যে মহৎ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়, তাহার তুলনায় এই সকল সামান্য কুলাচারপার্থক্য-লঙ্ঘনজনিত ক্ষতি অতি সামান্য, নগণ্য বলিলেই চলে।

সুখের বিষয়, বঙ্গজসমাজের উপবিভাগগুলি রহিত করিবার চেষ্টা ক্রমে ফলবতী হইতেছে। এই উচ্চাদর্শের জন্য বঙ্গজসমাজ ধন্যবাদার্হ, আজকাল অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও দুই একটী মহাপ্রাণ ব্যক্তি অসার সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুদৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

বঙ্গীয়কায়স্থগণ প্রায়শঃই আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত। পাশ্চাত্য-

গুণের দোষানুকরণে সুপটু; অথচ তাঁহাদের ঔদার্য্যের কণামাত্রও আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, কায়স্থজাতির শ্রেণীপার্থক্য রহিত হইলে যে কিছু মাত্র অনিষ্টাশঙ্কা থাকিবে না, তাহাতে কাহারও সন্দেহ আছে কি?

কায়স্থ শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাহ যে কোনক্রমেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, তাহাও কি আবার বলিতে হইবে! রঘুনন্দন অসবর্ণ বিবাহই নিষিদ্ধ বলিয়াছেন; কায়স্থগণের শ্রেণী মধ্যে অন্তর্ব্বিবাহ কিছু অসবর্ণ বিবাহ নহে।

আমরা সভা করিয়া অসার বচনবিন্যাসে নিজকে ও স্বজাতিকে গৌরবান্বিত মনে করি, কিন্তু হায় এই সুবিশাল কায়স্থসমাজতরু যে অন্তর্দ্দাবাগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া ভস্মপ্রায় হইয়া আসিতেছে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য কই? আমাদের জাতি নাই, জাতীয়তা নাই, আত্মহিতচেষ্টা নাই, সমাজহিতচেষ্টা নাই, এক কথায় বলিতে গেলে দিনে দিনে আমরা 'সামাজিক মনুষ্য' নামের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছি।

সহৃদয় সামাজিকবর্গ! প্রবন্ধ শেষে লেখকের সানুনয় নিবেদন এই যে, সকলেই এই সকল বিষয় বিশেষ অনুধাবন করত অসার বচন ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় এই সকল সংকীর্ণতা সমাজ হইতে যে প্রণালীতে সুসাধ্য ভাবে অতিসত্বর অপসারণ করা যায়, তদ্রূপ সৎপরামর্শদান করিয়া ও স্বয়ং দৃষ্টান্তস্থল হইয়া বঙ্গীয়কায়স্থসমাজকে উদ্বোধিত করুন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

সামাজিক ব্যাধি।

(প্রকৃত ঘটনামূলক)

[১]

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, কলিকাতা রাজপথের চাকরীজীবিগণের গমনাগমন ঈষৎ মন্দীভূত হইয়াছে। ভাড়াটিয়া গাড়ীর চালকবৃন্দের ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকির রবও আর নাই। উত্তরবিভাগের পল্লীগুলি যেন একে একে নীরব হই-তেছে। এমন সময় কলিকাতার সিমূলীয়া পল্লীর কোন গৃহস্থ বাড়ীর অন্তঃপুরস্থ প্রকোষ্ঠ দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে করিতে জনৈক বর্ষীয়সী ডাকিল, "দিদিমণি! ও দিদিমণি! দোর খোল না! কেমন মেয়ে গা, এতখানি বেলা হ'ল"!—তথাপি কেহ দ্বার খুলিল না। পুনরায় আঘাত ও ডাকের উপর ডাক—দ্বারেও আঘাতের উপর আঘাত। দ্বার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল,—তথাপি কেহ দ্বার খুলিল না। এই সময় জনৈক প্রৌঢ়া আসিয়া ডাকিল—

"মা! চমী—দোর খোল মা এতখানি বেলা হ'ল এখনও তোমার নাওয়া খাওয়া হয় নাই! কর্ত্তা যে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন!"

প্রৌঢ়ার ডাকে দ্বার খুলিয়া গেল। একটি সদ্যবিকশিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালা গৃহ মধ্যে বিরস বদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। বোধ হয় যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়সী ও প্রৌঢ়া গৃহপ্রবেশ করিল। বর্ষীয়সী গৃহপ্রবেশ করিয়া চিৎকার করিয়া কহিল, "কেমন মেয়ে তুমি গা? তোমার জন্যে বাড়ী শুদ্ধ লোকে জলস্পর্শ করে নাই।" সে মধুর রবে যেন গৃহটা ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল—বোধ হয় বিশুদ্ধ কাংস্যপাত্রের শব্দও অপেক্ষা সুশ্রাব্য। প্রৌঢ়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে যুবতীর মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়সীকে কহিলেন, "ঝি! তুই কর্ত্তার জন্য খাবার জায়গা কর্‌গে যা" বলিয়া যুবতীর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "মা! একি মা! মুখখানি এমন বিরস কেন? কি হ'য়েছে? দেখ্‌চি কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়াছে। কি হ'য়েছে বল্ মা!"

পাঠক! এই তিনটি রমণীর প্রথমা এই সংসারের ঝি, পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। আর দ্বিতীয়া রমণী যুবতীর মা, নাম কমলা। যুবতীর ডাক্‌ নাম "চমী", ভাল নাম চমৎকারমোহিনী। মায়ের স্নেহসোহাগমাখা অমিয় বচনে চমৎকার কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "মা! এ হতভাগিনী হ'তে তোমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছ! হায় মা! কেন যে তুমি আমাকে গর্ভে ধরে-ছিলে? তাহা ভগবান্‌ই জানেন।" কমলা তাঁহার সজল চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "সে কি মা! তোমার মত মেয়ে বড় ভাগ্য ভাল না হ'লে কেহ গর্ভে ধরে না! যা হ'ক সে কথা কেন মা!" চমৎকার সজল নয়নে কহিল, "মা! আমার বিবাহের জন্য ভেবে ভেবে তুমি আর বাবা সারা হতেছ। আর তার উপর কত লোকের কাছে তোমাদের কত কথা শু'নতে হচ্ছে—তা'তে কত মনঃকষ্ট পাচ্ছ বল দেখি! কাল সন্ধ্যার সময় কামিনী ঘটকী বাবাকে আমার বিবাহসম্বন্ধে যাহা বলেছে, আমি তাহা সবই শুনেছি!"—চমৎকার আর বলিতে পারিল না। নীরবে অশ্রুজলে কেবল স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল। আর কমলা তাঁর মনের সমস্ত আবেগ সমস্ত দুঃখ দমন করিয়া কন্যাকে নানা কথায় প্রবোধ দিতে দিতে আহারার্থ লইয়া চলিলেন।

চমৎকারের পিতা চণ্ডীচরণ মিত্র কৃষ্ণনগর অঞ্চলের একঘর সম্ভ্রান্ত মহাকুলীন কায়স্থ। বংশগৌরবে ও মানমর্য্যাদায় তাঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগরা-ঞ্চলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। এককালে ইহাদের বংশের খুব বোল-বোলা ছিল, বিষয় বিভবও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। চণ্ডীবাবু হইতে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিষয় নানা ভাগে বিভক্ত হয় এবং তদুপলক্ষে মোকদ্দমা প্রভৃতিতে সকলেই এক প্রকার কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়েন। কথিত আছে, স্বনামপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনগরাধিপতি ধরণীর ঈশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের "বাজপেয়ী যজ্ঞে" বঙ্গের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিত যে কয়জন কায়স্থ "ক্ষত্রিয়" বলিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন; এই চণ্ডীমিত্রের পূর্ব্বপুরুষ তন্মধ্যে একজন। সে কারণে ইঁহারা এতাবৎ কাল কি বংশগৌরবে আর কি অন্যান্য সম্মানে কৃষ্ণনগরসমাজে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানা অংশে বিষয় বিভক্ত হওয়ায় ইহাদের আয় কমিয়া গেল। তার উপর জ্ঞাতিবিবাদে শেষে মিত্রজের বড়ই সময় মন্দ হইল! এদিকে পরিবর্ত্তনশীল সমাজের স্রোত বিভিন্ন

পথে অগ্রসর হইল। পাশ্চাত্য সংস্রবে আসিয়া তাহার গতি আরও দ্রুত হইল! দেখিতে দেখিতে প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া নব্য সমাজে পরিণত হইল। প্রাচীনের চিহ্ন মাত্র রহিল না। নব্যগণ নবস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিতে লাগিলেন। সঙ্গের কত আবর্জ্জনা আসিয়া তাহাদের নব্য সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে বংশমর্য্যাদা কুলীনের সম্মান দূর হইল এবং তাহার স্থানে পয়সার প্রভাবে ধনীর গৌরব বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং সমাজে প্রকারান্তরে তাঁহারাই কুলীনের পদ গ্রহণ করিলেন। তার উপর যে কারণে হউক দেশ দিন দিন গরীব হইতে লাগিল, অন্যান্য সম্প্রদায় তখনও জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই; সুতরাং নব্য বঙ্গের প্রথমাবস্থায় তাহাদের অবস্থা সমভাবেই বর্ত্তমান রহিল। কিন্তু কায়স্থ-দিগের উপায়ান্তর না থাকায় তাহারা যে দিন হইতে বিদেশীয়ের চাকরী স্বীকার করিল, সেই দিন হইতেই তাহাদের সমাজ উদরান্নের জন্য লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে নানাবিধ কুফল দেখা দিল, তন্মধ্যে ছেলের বিবাহে নগদ অর্থগ্রহণ অন্যতম! কায়স্থ-সমাজে ক্রমশঃ এমনি ভাব দাঁড়াইল যে, যাহার কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অধিক, তিনিই অধিকাংশ ভাগ্যবান্। আর যাহার গৃহে একটিও কন্যা জন্মিয়াছে, তিনি নীচাধম—সর্ব্ব জনের ঘৃণ্য, বিষ্ঠা অপেক্ষাও হেয়। এই আখ্যায়িকাকথিত চণ্ডীবাবুর সবে মাত্র একটি কন্যা আর একটি শিশু পুত্র। ইহার উপর আবার যদি একটি কন্যা হয়, তবেই বিভ্রাট্ আর কি? একটি মেয়ে হইতেই চণ্ডী বাবুকে সরিষার ফুল দেখিতে হইয়াছে।

চণ্ডীবাবু দেশে থাকিয়া মেয়ের বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই। তাই কলির রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া বাড়ীভাড়া করিয়াছেন। চণ্ডীবাবুর অবস্থা এমন নয় যে, কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া দিয়া পরিবার পরিজন লইয়া অবস্থান করেন, কিন্তু কি করেন? হিন্দু সন্তান হইয়া সামাজিক শাসনবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগত্যা তাঁহাকে সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইল। যদি এখানে আসিয়া মেয়ের একটা কিনারা করিতে পারেন; কিন্তু এখনকার দিনে কায়স্থের স্বচ্ছল অবস্থা না হইলে পল্লীগ্রামে কি, আর সহরেই বা কি

কোথাও তাহার কন্যার সহজে বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কায়স্থসন্তান চণ্ডীবাবুর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। পৈতৃক যৎসামান্য জমি জমার উপসত্বে দিন গুজরান্ করেন মাত্র। তাহাতে মেয়ের বিবাহের ব্যয় কুলান কিরূপেই বা হইবে? তবে মেয়েটী নাকি বড় "সু"! চমৎকার গৌরাঙ্গী না হইলেও কি আচারে ব্যবহারে কি কাজকর্ম্মে কি বুদ্ধি বিবেচনায় আর কি লেখাপড়ায়, সকল বিষয়েই চমৎকারমোহিনীর চমৎকারিত্ব আবাল-বৃদ্ধ সকলের মুখে প্রশংসিত! এ পর্য্যন্ত যতগুলি সম্বন্ধ আসিয়াছে, কেহই ক'নে অ-পছন্দ করেন নাই। কেবল পয়সার বেলা পিছাইয়া যান। কেবল মেয়ের পছন্দে আজকাল কায়স্থের কন্যার বিবাহ হওয়া দুর্ঘট! তৎসঙ্গে বরের বাপ মায়ের উদরান্নের এমন কি অন্তিমের উপায় করিয়া দেওয়া চাই! সে কর্ত্তব্য জ্ঞান (?) চমৎকারের পিতা চণ্ডীবাবুর আদৌ নাই! তাই চমৎকারের বিবাহ দিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে মেয়ের বিবাহের ভাবনায় দিবারাত্র অস্থির হইতেছেন। ঘটক ঘটকী উপস্থিত হইলে চণ্ডীবাবু ছেলের অভিভাবকদিগের মেয়ে পছন্দ হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্রে জিজ্ঞাসা করেন, কত দর দিলে? ঘটক বা ঘটকী বিমর্ষভাবে ফর্দ্দখানি ফেলিয়া দেয়। তিনি কম্পিত হস্তে তুলিয়া লইয়া দেখেন, কেহ হাজার এক, কেহ দেড়হাজার এক; এইরূপ দুইহাজার তিনহাজার প্রভৃতি নগদ আর তা'র উপর ৪০ হইতে ৮০।৯০ ভরি সোণা মায় বাণী এবং আরও কত কি! উপযুক্ত অনুপযুক্ত নাই, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা নাই—যে যেমন ছেলে হউক ছেলে হ'লেই হ'ল—তা'র যেন হাজার টাকার নীচে দর নাই! চণ্ডীবাবু দেখিলেন যা'র আছে সেও টাকা চায়—যা'র নাই সেও চায়। ক্রমশঃ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহার কন্যার সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত হইলেই ছেলের পক্ষ হইতে অমনি উত্তর হয় যে "হাঁ মেয়ে কিছু মন্দ নয়—কিন্তু তাহাদের কিছু নাই—তারা কিছু দিতে-থুতে পা'রবে না। তিনি ঘটকঘটকীদিগকে অধিক পরিমাণে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াও বিবাহের কিছুই করিতে পা[illegible]ন নাই।

(৩)

গতকল্য বৈকালে কামিনী ঘটকী একটা সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিল।

পূর্ব্বে চণ্ডীবাবু ছেলে দেখিয়া আসিয়াছেন—মেয়েও তাহারা দেখিয়া গিয়াছে। এক্ষণে পছন্দ অপছন্দ চণ্ডীবাবুর অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে কি না—তাই তিনি তাহাদের নিকট দর (ফর্দ্দ) চাহিয়াছেন। কামিনী সেই ফর্দ্দ লইয়া কাল আসিয়াছিল। তিনি ফর্দ্দ পড়িয়াই অবাক্! এণ্ট্রান্স পাস ছেলে—বাপ ৩০৲ টাকার বেতনে পোষ্ট আপিসে কাজ করেন। কলিকাতায় একখণ্ড জমির উপর একটি পৈত্রিক ভদ্রাসন আছে বটে; কিন্তু তাহা 'চটকস্ত মাংস বিশেষ'! এহেন অবস্থাপন্ন লোকের ছেলের দর "হাজারএক"! তা'র উপর ঘড়ী, ঘড়ীর চেন ও হীরের আংটী; আর মেয়ের গহনা সম্বন্ধে যদি বাউটী খুঁট দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ চুড়ী সুট! কি দয়া! ফর্দ্দ পড়িয়া চণ্ডীবাবুর আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল! অথচ তিনি এ পর্য্যন্ত যতগুলি সম্বন্ধ করিয়াছেন—তন্মধ্যে এই সম্বন্ধ যেন কিছু সুলভ বলিয়া বোধ হইল!

বাজারে যেমন জিনিষ তা'র তেমনি দর হওয়া উচিত—হয়ও তাই; কিন্তু এ পোড়া বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালীজাতির ভিতর কায়স্থ-সমাজের মধ্যে ছেলের দর যে বাজার ছাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো! তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় কামিনী বলিল, "ফর্দ্দতো দেখিলেন, এখন আপনার কি মত? আর অমত ক'রবেন না। এইখানেই ক'রে ফেলুন! তা'হলে পাকাদেখা ক'বে হ'বে আমায় বলে দিন। চণ্ডীবাবু কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "তুমি দিনতিনেক পরে আসিও, আমি পাকা দেখিবার দিন ব'লে দিব।" ঘটকী চলিয়া গেল—চণ্ডীবাবুও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

রাত্রে আহারাদি প্রস্তুত হইলে চণ্ডীবাবু আহারে বসিলেন। আহার করিবেন কি—ভাবনায় যে তাঁহার পেটের ভাত চাল হইয়া যাইতেছে! আহারে তেমন রুচি নাই দেখিয়া কমলা কহিলেন, "আজ খেতে অমন করিতেছ কেন, কিছু অসুখ হ'য়েছে নাকি?" চণ্ডীবাবু একটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "যার গলায় অমন বিবাহযোগ্যা মেয়ে তা'র কি আহারে রুচি থাকে—না—রাত্রে নিদ্রা হয়? যতদিন না তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিতেছি, ততদিন আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে একতিলের তরেও সুখী নহি। আজ সেই কামিনী ঘটকী আসিয়াছিল;—সে"—কথায় বাধা দিয়া কমলা কহিলেন, "কোন্ সম্বন্ধের জন্যে?" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "সেই যে সেদিন চাঁপাতলায় আমরা যে ছেলেকে দেখ্‌তে গিয়ে ছিলাম—সেই সম্বন্ধ। তাদের খাঁই বড় বেশী"। কমলা বলিল, "কেন কেন তারা খাঁই করে কি হিসেবে? তাদের চাল চুলোর মধ্যে চাঁপাতলার ছটাকখানেক বাড়ী, তা'ও বাবার সাতসরিকের, তার উপর আর তো ঐ মোট ৩০৲ টাকা! ছেলে কেয়েকেটে একটা পাশ হ'য়েছে, আর যে হয়—এমন বোধ হয় না—তা'র উপর আবার মৌলিক কায়েত!" চণ্ডীবাবু কমলার এই তীব্র সমালোচনায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "মৌলিক হ'লে কি হয়? এখনকার কায়স্থের সমাজে যা'র কিছু সংস্থান আছে—ছেলে অন্ততঃ একটা পাশও করেছে, সংসারে যা'র মেয়ের নাম গন্ধও নাই, তা'রই জাতকুল বিশেষ সম্মানিত; হাজার হউক যে ছেলের বাপ—তারই বলিবার কহিবার ও চাহিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।" "অন্যায়-অসঙ্গত চাহিলেই যদি পাওয়া যাইত, তবে আর ভাবনা কি?" বলিয়া কমলা নীরব হইলেন। চণ্ডীবাবু পুনরায় বলিলেন, "হাঁ ছেলের বিবাহ উপলক্ষে বাপমা যাহা চাহিবে, তাহাই প্রায় পাইয়া থাকে।" "কেন ছেলের চামড়া বুঝি দুর্ম্মূল্য ব'লে"! বলিয়া কমলা একটু হাসিলেন। দুর্ব্বিষহ চিন্তায় চিন্তিত চণ্ডীবাবুও সে কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, চমৎকার তাহার সমস্তই অন্তরাল হইতে শুনিয়াছিল। সে কিছু অজ্ঞান নহে—তাহার সমস্ত বুঝিবার বয়স হইয়াছে। পিতামাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল,—পাঠক! প্রথমেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৪)

চমৎকার পিতৃ-আজ্ঞায় স্নানাহার করিল। এমন সময় তাহার "সই" নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে। এখনকার মেয়েছেলের "গ্যাছে না উঠিতেই এককাঁদি"! নলিনী শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াই স্বামীকে পত্র লিখিবার জন্য সইয়ের নিকট উপস্থিত। চমৎকার সকালে সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন, দিবায় আহারাদির পর প্রায়ই পাড়ার বৌ ঝি প্রভৃতির পত্রাদি লিখিয়া দেন। কখন কখন রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া থাকেন, পাড়ার সকল স্ত্রীলোক তাহা শুনিতে আসে।

আজ তাহার নবপরিণীতা "সই" আসিয়াছে। বিবাহের পর এই প্রথম দেখা; কিন্তু চমৎকার আজ তাহাকে বিশেষ খাতির যত্ন করিল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে স্বামীস্ত্রীতে কি কথাবার্ত্তা হইল,—না হইল, তাহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া নলিনী কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হইল! এবং মনে মনে বড় ব্যথিতাও হইল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, ফুলশয্যার রাত্রের কথা সই ভিন্ন অপর কাহারও সহিত বলিবে না; কিন্তু এই কয়দিনে সই যে তার ভালবাসা ভুলিয়া গিয়াছে—ভাবিয়া সে বিস্ময়াবিষ্ট হইল! সে তাহার সই চমৎকারদের ঝিকে কহিল, "ঝি! সইয়ের এমন ভাব কেন হ'ল তা' তুই জানিস্? আমি বিবাহের পর এই প্রথম দেখা করিতে আসিলাম; কিন্তু একটু ভাল করে কথাও কহিতেছে না—ইহার বৃত্তান্ত কি তুই বলিতে পারিস্?" ঝি বলিল, "নলি! দিদি! তুমি তা' এখনও বুঝিতে পারিলে না! একে একে তোমাদের সকলের বিবাহ হ'য়ে গেল—কিন্তু উহার বিবাহ এখনও হইতেছে না—বাপ মা বিবাহ দিতে এত দেরী করিতেছেন বলে' মেয়ে কাল সন্ধ্যাথেকে কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন; আজও বেলা দুপুর পর্য্যন্ত ঘরে খিলদিয়ে পড়ে'ছিলেন। কলিকালের মেয়েদের আর কত কি দেখিব!" ঝির কথায় চমৎকার কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া সজোরে একটি কিল কসাইয়া দিল। ঝি মার খাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

নলিনী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহার সইকে জিজ্ঞাসা করিল, "সই! তোমার কি হ'য়েছে, আমায় খুলিয়া বল। তুমি মুখখানি বিরস করে থাকিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। সই! দেখ, তুমি বাপমায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে। তাঁ'রা তোমার মুখ বিরস দেখিলে মনে কি পর্য্যন্ত ব্যাথা পান, তা বলে প্রকাশ করা যায় না! তুমি তো অজ্ঞান নও, বোন্!" নলিনীর কথায় চমৎকার কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল "সই! আমায় গর্ভে ধ'রে বাপ মা'র এত কষ্ট! এ দেখে আর আমার বাঁচ্‌তে একদণ্ডও সাধ নাই। দেবতার নিকট সর্ব্বক্ষণই প্রার্থনা করতেছি যে, গরীব কায়েতের ঘরে যেন মেয়ের জন্ম না হয়।" নলিনী বলিল, "কেন সই! এমন কথা বলিতেছ?" চমৎকার বলিল, "সই বলিব কি? আমার বিবাহ দিবার জন্য বাবা আমার কত চেষ্টা করিতেছেন, কত স্থানে লাঞ্ছিত হ'তেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু কর্‌তে পার্‌ছেন না। বিবাহের ভাবনায় তাঁরা আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রেছেন। বোন, আমিও তো অজ্ঞান নই, সমস্তই বুঝি। বাবা ও মা ক্রমশঃ যেন হতাশ হ'চ্ছেন—আর তাঁদের মনঃকষ্ট দেখে আমিও সর্ব্বক্ষণই ভগবানের কাছে আমার মরণ প্রার্থনা কর্চ্ছি।' নলিনী তাঁহার সই চমৎকারের শেষ কথায় ভীতা হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "সই! অমন অলক্ষণের কথা বলিস্‌নে। মায়ের বাছা! বাপ মায়ের কোল জোড়া হ'য়ে বেঁচে থাক্। বাবার মুখে শুনিছি বিবাহ ব্যাপারটা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। যে দিন হ'বার সেদিন নিশ্চয়ই হ'বে! তখন পয়সা নেই ব'লে কিছুতেই বিবাহ আটকাবে না।" নলিনী চমৎকারের সমবয়স্কা হইলেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কন্যা, সুতরাং সে এই সকল কথা তাহার পিতার মুখে সর্ব্বদা শুনিত। দুই সখীতে এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বিদায়কালে নলিনী কহিল, "সই! তুমি আর অমন মুখ বিরস ক'রে থেকো না। তা'দেখে তোমার বাপ মা বিশেষ কষ্ট পান। যাহ'ক ভাই আজ আমার চিঠিলেখা থাক্, ইহার ভিতর একদিন তখন দিও—এখন আমি চলিলাম।" নলিনী চলিয়া গেল।

নলিনীর পিতা এই পল্লীর অধিবাসী। চণ্ডীবাবু কলিকাতায় আসিয়া এই পল্লীতে বাসা ভাড়া করিলে দিন কয়েকের মধ্যে নলিনীর সহিত চমৎকারের ভালবাসা জন্মে, সেই সুত্রে' উভয়ে 'সই' পাতায়।

(৫)

আজ বৈকালে পুনরায় কামিনী ঘটকীর আসিবার কথা। তাহাকে একেবারে জবাব দিবেন কি হাতে রাখিবেন, চণ্ডীবাবু তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন, "জবাব দিতে পারিব না, এ কথা একেবারে বলিয়া কাজ নাই! অথচ অন্য কোন উপায়ও দেখিতেছি না। আমার গহনাগুলি যাহা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া কতইবা হবে! যে ফর্দ্দ দিয়াছে তাহা যে অনেক টাকায় খেলা! আমি মেয়ে মানুষ আর তো কোন উপায় খুজিয়া পাই না!" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "আমি মনে কর্চি যে একবার না হয় নিজে গিয়ে তাদের হাতে পায়ে ধ'রে যতটা পারি, কমাইতে চেষ্টা করিব।"

আজ তাহার নবপরিণীতা "সই" আসিয়াছে। বিবাহের পর এই প্রথম দেখা ; কিন্তু চমৎকার আজ তাহাকে বিশেষ খাতির যত্ন করিল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে স্বামীস্ত্রীতে কি কথাবার্ত্তা হইল,—না হইল, তাহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া নলিনী কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হইল! এবং মনে মনে বড় ব্যথিতাও হইল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, ফুলশয্যার রাত্রের কথা সই ভিন্ন অপর কাহারও সহিত বলিবে না ; কিন্তু এই কয়দিনে সই যে তার ভালবাসা ভুলিয়া গিয়াছে—ভাবিয়া সে বিস্ময়াবিষ্ট হইল! সে তাহার সই চমৎকারদের ঝিকে কহিল, "ঝি! সইয়ের এমন ভাব কেন হ'ল তা' তুই জানিস্? আমি বিবাহের পর এই প্রথম দেখা করিতে আসিলাম ; কিন্তু একটু ভাল করে কথাও কহিতেছে না—ইহার বৃত্তান্ত কি তুই বলিতে পারিস্?" ঝি বলিল, "নলি! দিদি! তুমি তা' এখনও বুঝিতে পারিলে না! একে একে তোমাদের সকলের বিবাহ হ'য়ে গেল—কিন্তু উহার বিবাহ এখনও হইতেছে না—বাপ মা বিবাহ দিতে এত দেরী করিতেছেন বলে' মেয়ে কাল সন্ধ্যাথেকে কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন ; আজও বেলা দুপুর পর্য্যন্ত ঘরে খিলদিয়ে পড়ে'ছিলেন। কলিকালের মেয়েদের আর কত কি দেখিব!" ঝির কথায় চমৎকার কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া সজোরে একটি কিল কসাইয়া দিল। ঝি মার খাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

নলিনী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহার সইকে জিজ্ঞাসা করিল, "সই! তোমার কি হ'য়েছে, আমায় খুলিয়া বল। তুমি মুখখানি বিরস করে থাকিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। সই! দেখ, তুমি বাপমায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে। তাঁ'রা তোমার মুখ বিরস দেখিলে মনে কি পর্য্যন্ত ব্যাথা পান, তা বলে প্রকাশ করা যায় না! তুমি তো অজ্ঞান নও, বোন্!" নলিনীর কথায় চমৎকার কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল "সই! আমায় গর্ভে ধ'রে বাপ মা'র এত কষ্ট! এ দেখে আর আমার বাঁচ্তে একদণ্ডও সাধ নাই। দেবতার নিকট সর্ব্বক্ষণই প্রার্থনা করতেছি যে, গরীব কায়েতের ঘরে যেন মেয়ের জন্ম না হয়।" নলিনী বলিল, "কেন সই! এমন কথা বলিতেছ?" চমৎকার বলিল, "সই বলিব কি? আমার বিবাহ দিবার জন্য বাবা আমার

কত চেষ্টা করিতেছেন, কত স্থানে লাঞ্ছিত হ'তেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছেন না। বিবাহের ভাবনায় তাঁরা আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রেছেন। বোন, আমিও তো অজ্ঞান নই, সমস্তই বুঝি। বাবা ও মা ক্রমশঃ যেন হতাশ হ'চ্ছেন—আর তাঁদের মনঃকষ্ট দেখে আমিও সর্ব্বক্ষণই ভগবানের কাছে আমার মরণ প্রার্থনা কর্চ্ছি।' নলিনী তাঁহার সই চমৎকারের শেষ কথায় ভীতা হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "সই! অমন অলক্ষণের কথা বলিস্‌নে। মায়ের বাছা! বাপ মায়ের কোল জোড়া হ'য়ে বেঁচে থাক্। বাবার মুখে শুনিছি বিবাহ ব্যাপারটা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। যে দিন হ'বার সেদিন নিশ্চয়ই হ'বে! তখন পয়সা নেই ব'লে কিছুতেই বিবাহ আটকাবে না।" নলিনী চমৎকারের সমবয়স্কা হইলেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কন্যা, সুতরাং সে এই সকল কথা তাহার পিতার মুখে সর্ব্বদা শুনিত। দুই সখীতে এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বিদায়কালে নলিনী কহিল, "সই! তুমি আর অমন মুখ বিরস ক'রে থেকো না। তা'দেখে তোমার বাপ মা বিশেষ কষ্ট পান। যাহ'ক ভাই আজ আমার চিঠিলেখা থাক্, ইহার ভিতর একদিন তখন দিও—এখন আমি চলিলাম।" নলিনী চলিয়া গেল।

নলিনীর পিতা এই পল্লীর অধিবাসী। চণ্ডীবাবু কলিকাতায় আসিয়া এই পল্লীতে বাসা ভাড়া করিলে দিন কয়েকের মধ্যে নলিনীর সহিত চমৎকারের ভালবাসা জন্মে, সেই সূত্রে উভয়ে 'সই' পাতায়।

(৫)

আজ বৈকালে পুনরায় কামিনী ঘটকীর আসিবার কথা। তাহাকে একেবারে জবাব দিবেন কি হাতে রাখিবেন, চণ্ডীবাবু তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন, "অত দিতে পারিব না, এ কথা একেবারে বলিয়া কাজ নাই! অথচ অন্য কোন উপায়ও দেখিতেছি না। আমার গহনাগুলি যাহা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া কতইবা হবে! যে ফর্দ্দ দিয়াছে তাহা যে অনেক টাকায় খেলা! আমি মেয়ে মানুষ আর তো কোন উপায় খুজিয়া পাই না!" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "আমি মনে কর্চি যে একবার না হয় নিজে গিয়ে তাদের হাতে পায়ে ধ'রে যতটা পারি, কমাইতে চেষ্টা করিব।"

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অভিমানিনী, বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীলোক, সহজে আত্মসম্ভ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে। কমলাও চণ্ডীবাবুর ন্যায় সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব হইয়া স্বামীর এবম্ভূত প্রস্তাবে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন, "হা ভগবান্! আজ কন্যার বিবাহ দায়ে পড়িয়া কিনা আমাদিগকে যার তার কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হ'তে হ'ল!" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "কি ক'রবে বল? মানুষ অবস্থার দাস। বিশেষতঃ চাকরীসর্ব্বস্ব কায়স্থ-সমাজের অবস্থা শোচনীয়। আজ কাল পিতৃমাতৃদায় অপেক্ষা কন্যার বিবাহ-দায় অধিক হইয়াছে। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তবুও বালির পিণ্ড দান, অভাবে অরণ্যে রোদন করিবার প্রথা সমাজে প্রচলিত আছে, কিন্তু কন্যার বিবাহ দায়! তাহার কোন নির্দ্দেশ শাস্ত্রেও দেখি না। সুতরাং শাস্ত্রের দাস সমাজও এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন!"

এই সময়ে সদুঃখে কমলা আবার কহিলেন "কতদিকে তুমি সামলাইবে বল? এদিকে বাড়ীওয়ালাও বাড়ী ভাড়ার তাগাদা করচেন। তাঁহারও ৩.৪ মাসের বাড়ী ভাড়া প্রায় ৭০৷৮০ টাকা হয়েছে। তিনি নালিস করবেন বলেছেন।" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "তা" তাঁর অপরাধ কি? এত দিন যে ফেলে রেখেছেন এই যথেষ্ট!" কমলা বলিল, "আমি বলি কি! একবার ও বাড়ীর ঠাকুরপোর কাছে যাইলে হয় না! তিনি নাকি এখানে এসেছেন।" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ, "মণিলালের কথা!" বলিয়া নীরব হইলেন। আবার কিয়ৎকাল পরে কহিলেন, 'দায়ে পড়ে' সকল স্থানেই যখন যাইতে আরম্ভ করেছি, তখন আপন খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা ক'র্ব, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কমলা! অপরে প্রত্যাখ্যান করিলে সে অপমান বরং সহ্য হয়, আপনার জন প্রত্যাখ্যান করিলে সে সময় মনে হয় যে "হে পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও আমি তোমার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করি!"

স্বামী সোহাগিনী কমলা স্বামীর কথায় অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "না আমি তোমাকে তাহার নিকট প্রার্থনা করতে বলছি না। আমি বলি কি! "বিষয় বাঁধা রেখে যদি তিনি অন্ততঃ বিবাহের খরচের টাকাটা ধার দেন!" পথভ্রান্ত চণ্ডীবাবু এই কথায় যেন পথ পাইলেন এবং বলিলেন যে যখন বিষয় বাঁধা

দিতে হ'বে তখন বিবাহের যা কিছু খরচ সমস্তই লইতে হ'বে, কেন না তোমার গহনা বিক্রয় করি, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়" বলিয়া বহির্ব্বাটীতে নামিলেন। এই সময় কামিনীও আসিয়া উপস্থিত হইল।

চণ্ডীবাবু স্বয়ং যাইয়া ছেলের বাপের হাতে পায়ে ধরিয়া কিছু কমাইবার জন্য ঘটকীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, কামিনী বলিল—'সেখানে যা'বেন! যাবেনতো, কিন্তু তাতেও যে কিছু হয়, এমন বোধ হয় না। ছেলের বাপ খুব ভাল লোক,—সাতেও নাই পাঁচেও নাই; কিন্তু ছেলের মায়ের মন যে নরম হয় এমন বোধ হয় না। বল্‌ব কি বাবু ত'ার যে তেজ! তেজের আর কিছু নাই ঐ এক পাস করা ছেলের তেজেই তিনি ফেটে বেড়ান। বাপ এ বিবাহের কোন কথাতেই থাকে না—মায়ে পোয়ে এই বিবাহের কর্ত্তা! তা' হ'ক চেষ্টা করে দেখাত ভাল। ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়ী কেঁদে কেটে হাতে পায়ে ধ'র্‌লে হয়তো তাদের মন নরম হলেও হতে পারে।" চণ্ডীবাবু বলিলেন, "তবে কালই সেখানে যাব।" কামিনী চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ক্ষত্রিয়-সমস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে অন্তরীক্ষে অশরীরিণী বাণী বলিলেন, "রে মূঢ়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা কি তুমি জান না? ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিয়া ইহলোকে প্রজাশাসন করেন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি তুষ্ট হইলে ভূতনিচয় সৃষ্টি ও রুষ্ট হইলে তৎসমুদয় বিনাশ করিতে সমর্থ। অতএব বাক্য মন ও কর্ম্মদ্বারা আমাপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ নহে। ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যবাদ পূর্ব্ব-পক্ষ আর ক্ষত্রিয়গণের আধিক্যবাক্য সিদ্ধান্ত পক্ষ, তুমি হেতুযুক্ত উক্তবাক্যদ্বয় বলিলে, কিন্তু তদ্বিষয়ে বিশেষ দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে না। বিপ্রগণ বেদাধ্যয়ন-ছল-নিবন্ধন ভূমণ্ডলে ক্ষত্রিয়গণকে উপজীব্য করিয়া থাকে। প্রজাগণের ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় সমুদয়ে আশ্রিত রহিয়াছে, ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণের

জীবিকা হইয়া থাকে। অতএব সেই ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণেরা কিরূপে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? আমি সেই সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা প্রধান ভিক্ষাবৃত্তিশালী আত্মসম্ভাবিত বিপ্রগণকে আপন অধীনে আনিব। * আমি অবশ্য অজিনবসনধারী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে জয় করিব। ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে আমাকে রাজ্যচ্যুত করে। অতএব আমি বিপ্র হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, আমি ব্রাহ্মণ-প্রধান লোককে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। যে হেতু আমার বল সহ্য করিতে কাহারও উৎসাহ নাই।" ইহা শুনিয়া আকাশবাণী বিত্রস্তা হইলেন। তখন বায়ু তাঁহাকে ঐরূপ কলুষভাব ত্যাগ করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি পাপাচরণে রাজ্যের ভাবি-বিপ্লব ও তাঁহার রাজ্যচ্যুতি ঘটিতে পারে, তাহারও উল্লেখ করিলেন।'

(২) হৈহয় দেশে কৃতবীর্য্যতনয় সহস্রবাহু অর্জ্জুন নামে মহাবলশালী এক নরপতি ছিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহাতেজা অর্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে অস্ত্র ও বাহুবলপ্রভাবে সমরে সমগ্র পৃথ্বীজয় করত রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে উক্ত জয়লব্ধা গিরিকাননসমান্বিতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করেন। (মহাভারত, শান্তি ৫৯ অধ্যায়)

(৩) যে হৈহয়াধিপ অর্জ্জুন প্রজাগণকে অতি দুষ্কর ধর্ম্মানুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। (মহাভারত আদি ১০৪ অধ্যায়)

(৪) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সূর্য্যসঙ্কাশ রথারোহণে একাকী সহস্রবাহু বলে ভূমণ্ডল জয় করত সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হন। অযুতবর্ষ কঠোর তপস্যায় দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করায় তিনি তাঁহাকে চারিটী বর দেন—(১) সহস্রবাহুপ্রাপ্তি, (২) অধর্ম্মচিন্তাপরায়ণদিগকে নিবারণ, (৩) ক্ষত্রধর্ম্মে পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন, (৪) অসংখ্য শত্রু নিপাতনপূর্ব্বক বহুতর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে প্রবলের নিকট সংগ্রামে মৃত্যু। যুদ্ধকালে তাঁহার বাহুসহস্র প্রাদুর্ভূত হইত। এই সাগরমেখলা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেই পরাজয় এবং সপ্তদ্বীপে ৭০০ যজ্ঞ সাধন করেন। * * ফলতঃ দান, তপস্যা, বিক্রম কি শাস্ত্রজ্ঞান কিছুতেই কোন রাজা কার্ত্তবীর্য্যের অনুকরণ করিতে পারিবেন না। * * খড়্গাশস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে সপ্তদ্বীপ পরিভ্রমণ ও যোগাচরণ করিতেন। তিনি এরূপ প্রভাবে ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা রক্ষণ করিতেন যে, তাঁহার শাসনকালে রাজ্যমধ্যে কোন দ্রব্যের অপচয়, শোক, বা বিভ্রম কিছুই ছিল না। * * যোগবলহেতু তিনি ক্ষেত্রপাল, পশুপাল, ও তোয়বর্ষী পর্য্যন্তরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। * * তিনি কর্কোটক নাগগণকে পরাজিত করিয়া মাহিষ্মতীপুরীতে রাজধানী সংস্থাপিত তথা লঙ্কেশ রাবণকে বাণবিদ্ধ করত বিমোহিত করিয়া সবংশে সমানয়ন ও স্বপুরীতে বন্ধন করিয়া রাখিলে ব্রহ্মতনয় পুলস্ত্য আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন। (হরিবংশ ৩৩ অঃ)

(৫) নরপতি কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়প্রসাদে সহস্রবাহুঃ লাভপূর্ব্বক প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া নিখিল বসুন্ধরায় আধিপত্য লাভ করেন।

(অগ্নিপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়।)

(৬) কৃতবীর্য্যের অর্জ্জুননামে পুত্র হয়। তিনি সহস্র বাহুশালী ও সপ্তদ্বীপাধিপতি ছিলেন। ইনি ভগবানের অংশ অত্রিকুলোৎপন্ন দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া সহস্র বাহু, অধর্ম্মসেবানিবারণ, ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবীজয় ও তদ্দ্বারাই উহার প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয় এবং অখিলভুবনপরিচিত পুরুষের হস্তে মৃত্যু, এই কয়টী বর চাহিলে মুনিবর তাহাই দিয়াছিলেন তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সুপালন ও অযুতযজ্ঞ করেন। বহুতর যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা বিনয় দ্বারা অন্য কেহই নিশ্চয়ই কার্ত্তবীর্য্যের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত না। ৮৫০০০ বর্ষ পরে তিনি ভগবান্ নারায়ণের অংশ পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১)

* কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়কে সন্তুষ্ট করায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলায় অর্জ্জুন কহিলেন, "যৎপ্রভাবে আমি সর্ব্বতোভাবে প্রজাপালনে সমর্থ হই এবং কখনও যেন অধর্ম্মে লিপ্ত না হই, এরূপ উৎকৃষ্ট ঋদ্ধি আমাকে দান করুন। তদ্ব্যতীত আমার যেন পরের অভিপ্রায়াদি বুঝিবার বিশেষ জ্ঞান জন্মে। যুদ্ধে যেন কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, আমি যেন সহস্রবাহু ও লঘুহস্ত হই। শৈল, সলিল, ভূমি, আকাশ, পাতাল কুত্রাপি যেন আমার গতি প্রতিহত না হয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি যেন উৎপথপ্রবৃত্ত লোকের সৎপথপ্রদর্শক হইতে পারি, অতিথিকে যেন অক্ষয় ধনদানে সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করি, আমায় স্মরণ করিলেই আমার রাজত্বে যেন কাহার কোনরূপে দ্রব্য বিনষ্ট না হয় এবং আপনাতেই যেন আমার নিত্য অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে। ঋষি কহিলেন, "তোমার কথিত যাবতীয় বরই পাইবে, অধিক কি আমার প্রসাদে তুমি চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইবে।" (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০ অ০)

DOUBLE COLOUR

(৭) মহাত্মা বশিষ্ঠ অভিসম্পাত করিলেও শৌর্য্যসম্পন্ন, শমপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, শরণাগতপালক দানশৌণ্ড, মহাতেজা, বলবান্ অর্জ্জুন তাহা গণনা করিলেন না। (মহাভারত শান্তি ৪৯ অঃ)

(৮) দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ ধীমান্ অর্জ্জুনকে বর দেন যে, তোমার এই বাহুদ্বয় রণক্ষেত্রে সহস্র হইবে। তুমি সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালন করিবে ও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে শত্রুগণ তোমার প্রতি চাহিতে পারিবে না।

(হরিবংশ ৪১ অধ্যায়)

(৯) হৈহয়দিগের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন পরিচর্য্যায় নারায়ণের অংশাংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া সহস্র বাহু, শত্রুগণের অজয় এই বর এবং অব্যাহত ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, প্রাণসামর্থ্য, শ্রী, তেজ, বীর্য্য, যশ, শারীর বল, যোগৈশ্বর্য্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। তিনি পবনের মত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিতেন না। তিনি রাবণকে বন্দী করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৫)

(১০) অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলে তাঁহার প্রভাবে প্রজাগণের তৃণ পর্য্যন্তও অপচয় হয় নাই। (হরিবংশে ৩৩ অঃ)

উপরে উদ্ধৃত অংশনিচয় হইতে ধর্ম্মাত্মা কৃতবীর্য্য-তনয় মহাবল অর্জ্জুনের প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি হয়। তিনি যে আদৌ বেদদ্বেষী বা অধার্ম্মিক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে অণুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং মহামুনি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে অতুল ক্ষমতাশালী হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ্য হইয়াছিলেন। যে মহাত্মা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পতি হইয়া শত সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া উঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন—তিনি যে মোহবশে ব্রহ্মহিংসা করিবেন, এইরূপ ধারণা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হৃদয়ে স্থান দিবেন না। এতদ্ভিন্ন তিনি মহর্ষি দত্তাত্রেয়কে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মে পৃথিবী জয়পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে তাহার সুপালন করিতে সমর্থ হই।"—এইরূপ বর প্রার্থনা কি অধার্ম্মিক দুষ্টচেতা দুরাচার নরপালের পক্ষে সম্ভবপর? মহর্ষি দত্তাত্রেয়ও ত্রিকালজ্ঞ মহান্ যোগী, তিনি কি অর্জ্জুনের ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতেন না—যদি বুঝিতেন, এইরূপ লোককে বর দান করিলে পৃথিবীর অনিষ্ট হইবে—তাহা হইলে তিনি তাহা দিবেন কেন? শিষ্য দুর্ব্বৃত্ত হইলে গুরু কি তাহার ফলভাগী নহেন?

উপযুক্ত পাত্রেই অসীম ঐশ্বর্য্য প্রদান বুদ্ধিমানেরা অব্যাজে করিয়া থাকেন। প্রমাণ—প্রহ্লাদ, ধ্রুব, অর্জ্জুন, বিভীষণ প্রভৃতি—কৈ অত দুষ্কর তপস্যা করিয়া হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ নিজ নিজ অভীষ্ট বরলাভে কি সমর্থ হইয়াছিলেন? আধারের দোষে আধেয়ের দুর্গতি কে না বুঝে? সুতরাং কার্ত্তবীর্য্য যে দুরাচার ছিলেন, তাহা মনে লয় না। আর এক কথা ভগবান্ মনু তদ্রচিত সংহিতায় বলিয়াছেন, অনেক সপরিচ্ছদ রাজারা অবিনয়নিবন্ধন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন এবং বিনয়নিবন্ধন অনেক বনস্থ রাজাও রাজ্য পাইয়াছেন। বেণ, নহুষ, সুদাস, যাবনি, নিমি ও সুমুখ অবিনয়নিবন্ধন বিনষ্ট এবং বিনয়নিবন্ধন পৃথু ও মনু রাজ্য, কুবের ধনৈশ্বর্য্য ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছেন। (৩৫) যদি কার্ত্তবীর্য্য অবিনয়নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুসংহিতায় ইঁহার নামোল্লেখ কেন হয় নাই বুঝিতে পারিলাম না। পুরাণাবলীতে যেরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে উঁহার নামও উক্ত সংহিতায় লিপিবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কারণ মহারথ অর্জ্জুন উক্ত পুরাণাবলীর মতে উপরে উল্লিখিত দুরাচার নরপতিগণমধ্যে বেণ ভিন্ন অপর রাজগণের উপরের আসন পাইবার উপযুক্ত ছিলেন—কিন্তু এইরূপ দ্বিতীয় স্থানের উপযুক্ত অধিকারীর নামোল্লেখ না থাকায় কার্ত্তবীর্য্যের নৃশংসতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। আবার গাধিজ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ যে বিনয়মূলক ইহাও নূতন কথা। পুরাণাবলির মতে বিশ্বামিত্র উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু সংহিতার মতে তিনি বিনয়গুণান্বিত হওয়ায় অভীষ্ট লাভ করেন—স্মৃতি ও পুরাণের মত এক না হওয়ায় আমরা কোনটী সত্য বলিয়া ধরিব? কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে স্থলে স্মৃতির সহিত পুরাণের মতের ঐক্য নাই, তথায় স্মৃতির

(৩৫) বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥
বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥ মনুসংহিতা ৭।৪০—৪২

মতই গ্রাহ—সুতরাং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রসম্বন্ধীয় পৌরাণিক আখ্যানটীর মূল্য কি? তাহা পণ্ডিতগণই বিচার করুন।

কি কারণে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের মত এমন ধার্ম্মিকের সংহার করেন, তাহা জানিতে হইলে পুরাণাবলীর সাহায্য প্রয়োজন; কিন্তু উহার প্রকৃত কারণও উক্ত গ্রন্থগ্রহনিচয় হইতে পাওয়া সুকঠিন—কারণ সকলেই একমত নহে—পাঠক মহোদয়গণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য যে কএকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই তাঁহারা বুঝিয়া লউন।

(১) রাম যে হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনকে বিনাশ করেন, তাঁহার সহস্র বাহু ও দত্তাত্রেয় প্রসাদে কাঞ্চনময় বিমান ছিল এবং পৃথিবীমধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি আধিপত্য হইয়াছিল। সেই মহাত্মার লব্ধবর-প্রভাবে রথের অব্যাহত গতি ছিল, এজন্য তিনি সর্ব্বদা সেই রথারোহণে সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক দেব, যক্ষ, ঋষি ও সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে পীড়ন করিতেন। তাহাতে দেব ও মহাব্রত ঋষিগণ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া "আপনি প্রাণীগণের রক্ষার্থ হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনকে বিনাশ করেন। সে শচীসহায় ক্রীড়নশীল বাসবকে ধর্ষণ করিয়াছে"—নিবেদন করেন। তখন নারায়ণ ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করেন।" মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৫ অধ্যায়।

(২) অর্জ্জুন কোন সময়ে নিজতেজে দর্পিত হইয়া সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করত শত শরদ্বারা সমুদ্রকে সমাচ্ছন্ন করায় সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করত কহিলেন, "হে বীর! আপনি আমাতে নারাচ নিক্ষেপ করিবেন না। আমাকে আপনার কি প্রয়োজন আদেশ করুন। মদাশ্রিত প্রাণিগণ আপনাকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট শরনিকরদ্বারা নিহত হইতেছে। হে বিভো, তাহাদিগকে অভয় দিন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "যদি সমরে মৎসদৃশশরাসনধারী কেহ থাকেন ও আমার সহিত যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তবে আমাকে তাঁহার কথা বল।" সমুদ্র বলিলেন, "রাজন্, যদি আপনি মহর্ষি জমদগ্নিকে জানেন, তবে তাঁহার পুত্রের কাছে যান, তিনি যথাবিধানে আপনার আতিথ্য করিতে সমর্থ হইবেন।" তখন রাজা কার্ত্তবীর্য্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার আশ্রমে যাইয়া পরশুরামকে দেখিতে পান। তথায় বন্ধুগণসহ রামের প্রতিকূল কার্য্য করায় তাঁহার আয়াস উৎপাদন করেন। তখন রাম কুপিত হইয়া

শত্রুসৈন্য দগ্ধ করত পরশু লইয়া সহস্রবাহু অর্জ্জুনকে ছেদন করেন। বন্ধুগণ রাজাকে নিহত ও পতিত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া অসি ও শক্তি লইয়া রামের প্রতি ধাবিত হয়। তখন ভার্গব রাম শত্রুর দত্ত শরাসন লইয়া রথারোহণে নৃপবল ছিন্ন ভিন্ন করেন। (মহাভারত অশ্বমেধ ২৯ অধ্যায়)

(৩) একদা জমদগ্নিতনয়গণ আশ্রমের বাহির হইলে অনূপদেশাধিপতি বীর কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রমে আসেন। রেণুকা কার্ত্তবীর্য্যকে অভ্যাগত দেখিয়া তাহার যথোচিত অর্চ্চনা করেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধমদমত্ততায় তাঁহার অর্চ্চনায় প্রীত না হইয়া বলপূর্ব্বক আশ্রমকে প্রমথন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপিভঞ্জন ও আশ্রমস্থ হোমধেনুর বৎসহরণ করিয়া স্বীয় পুরীতে চলিয়া যান। রাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃমুখে রাজার বিসদৃশ ব্যবহারের কথা শুনিয়া কোপে রাজার অনুসরণ করেন। তিনি মনোহর ধনু লইয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের পরিঘোপম সহস্র বাহু ভল্লাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলেন। অর্জ্জুন কালধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া রাম কর্ত্তৃক পরাভূত হন। ইহার পর একদিন রামের অনুপস্থিতিতে অর্জ্জুনতনয়েরা সেই আশ্রমে যাইয়া জমদগ্নিকে নিহত করে। ভার্গব সমিৎহস্তে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পিতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত তথা কুপিত হন। অনন্তর পিতার দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়কে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। (মহা০ বন০ ১৬৬ অ)

(৪) একদা তিনি (কার্ত্তবীর্য্য) মৃগয়ার্থ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে একান্ত শ্রান্ত হইলে মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিয়া স্বীয় আশ্রমে আনাইয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। মুনি কামধেনুপ্রভাবে যাবতীয় আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাজা ও তদীয় সৈন্য সামন্তগণকে দিলেন। কামধেনুর অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ দেখিয়া নৃপতি মহর্ষির নিকট উহা চাহিলেন। মুনি তাহা না দেওয়ায় রাজা বলপূর্ব্বক হরিয়া লইয়া চলিলেন। সুতরাং ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সেই যুদ্ধে পরশুরাম পরশুদ্বারা নৃপতির শিরশ্ছেদ করিয়া ধেনুটী লইয়া আশ্রমে আসিলেন। (অগ্নিপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়)

(৫) একদা অর্জ্জুন মৃগয়ায় বাহির হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে যান। মহামুনি কামধেনুর সাহায্যে তাঁহাকে ও তাঁহার সৈনিক, অমাত্য বাহনদিগকে আবশ্যক মত ভোজ্যপানীয়াদি দিয়া আতিথ্য করিলেন। সেই গোরত্নকে আপন

ঐশ্বর্য্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া রাজার ও হৈহয়গণের উঁহাতে অতিলাষ জন্মে; অতএব ভূপতি মুনির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হন নাই। গর্ব্ববশতঃ অনুচরগণকে আজ্ঞা করিলেন, ঋষির হোমধেনু হরণ কর। তাহারা সবৎসা হোমধেনুকে রাজধানীতে লইয়া গেল। পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া রাজার দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সশরশরাসন তথা পরশুগ্রহণপূর্ব্বক রাজার অনুসরণ করিয়া রাজধানীর পুরদ্বারে তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক সংহার করিলেন। তদনন্তর হোমধেনু লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। পিতার নিকট অর্জ্জুন-বধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করায় তিনি বলিলেন, "রাম, তুমি পাপ কর্ম্ম করিয়াছ, কারণ সর্ব্বদেবময় নরদেবকে অনর্থক সংহার করিয়াছ। বৎস ক্ষমাগুণ থাকায় আমরা পূজ্য হইয়াছি। ক্ষমাগুণ থাকায় লোকগুরু দেব পদ্মযোনি পরমেষ্ঠিপদ লাভ করেন। * * * মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার বধ ব্রহ্মবধের সমান। তুমি অচ্যুতে চিত্ত বন্ধন করিয়া তীর্থসেবা ও যমনিয়মাদি দ্বারা ঐ পাপ নাশ কর। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৫)

(৬) কোন সময়ে রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ায় গিয়া জমদগ্নি মুনির আশ্রমে অতিথি হন। মুনিবর তাঁহার আশ্রমস্থিতা কপিলা ধেনুর সাহায্যে রাজাকে উত্তমরূপ ভোজন করান। তাহা দেখিয়া রাজা মুনির নিকট ঐ কপিলাটী চাহেন। মুনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না করায় নরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটে। কপিলাসৃষ্ট সৈন্যসমূহ কর্ত্তৃক রাজা বারংবার পরাজিত হইলেও অবশেষে দত্তাত্রেয়প্রদত্ত শক্তি অস্ত্র মুনির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে মুনি পঞ্চত্ব পান। মুনিকে নিহত দেখিয়া কপিলা কাঁদিতে কাঁদিতে গোলোকে যান। তৎকালে কপিলার অশ্রুজল ধরাতলে পতিত হওয়ায় রত্নসমূহ উৎপন্ন হয়। জমদগ্নি-পত্নী রেণুকা পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণে পুত্র পরশুরামকে স্মরণ করেন। স্মরণমাত্র পুষ্করতীর্থ হইতে রাম মাতৃসন্নিধানে আসিলেন। পিতাকে মৃত দেখিয়া বহু বিলাপপূর্ব্বক চন্দনকাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করিয়া বলিলেন, "আমি একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয়া ও ক্ষত্রিয়রুধিরে পিতৃতর্পণ করিব। কার্ত্তবীর্য্যকে পশুবৎ বধ করিব।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, গণেশখণ্ড ২৭ অধ্যায়)

(৭) একদা অগ্নি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি

তাঁহাকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা দেন। তখন অগ্নি পুরগ্রামাদি গ্রাসার্থ জ্বলিয়া উঠিল। কার্ত্তবীর্য্য সহায় অনলের প্রভাবে বরুণপুত্র আপব বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ হয়। তাহাতে মুনি কুপিত হইয়া রাজাকে শাপ দেন "যখন তুমি আমারও আশ্রম পর্য্যন্ত ছাড়িলে না, তখন ভৃগুবংশীয় তপস্বী মহাবাহু পরশুরাম স্বভুজবলে তোমার সহস্রবাহু ছেদন করিয়া তোমাকে বিনাশ করিবেন।" অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলে তাঁহার প্রভাবে প্রজাগণের তৃণ পর্য্যন্তও অপচয় হয় নাই। কিন্তু মুনিবর বশিষ্ঠের শাপে তিনি পরশুরাম হস্তে নিহত হন। (হরিবংশ ৩৩ অধ্যায়)

(৮) কোন সময় অগ্নিদেব বুভুক্ষু হইয়া কতকগুলি দ্রব্য দগ্ধকরণাভিলাষে সেই পরাক্রান্ত রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাকে ঘোষপল্লী সহিত গ্রাম পুর ও রাষ্ট্র সমর্পণ করেন। তাহাতে অগ্নি তুষ্ট ও কার্ত্তবীর্য্যের বাণাস্ত্র হইতে প্রজ্বলিত হইয়া শৈল ও বনস্পতি সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি হৈহয়াধিপের সাহায্য প্রাপ্ত ও বায়ুদ্বারা প্রবৃদ্ধশিখ হইয়া মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠের নির্জনস্থিত মনোরম আশ্রমটী পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ করেন। তাঁহার আশ্রম দগ্ধ হওয়ায়, বীর্য্যবান্ বশিষ্ঠ রোষপরবশ হইয়া অর্জ্জুনকে শাপ দেন, "যেহেতু তুমি আমার মহাবনটী দগ্ধ করিলে, এই অপরাধে পরশুরাম তোমার সমস্ত হস্ত ছিন্ন করিবেন।" মহাত্মা বশিষ্ঠ অভিসম্পাত করিলেও শৌর্য্যসম্পন্ন শমপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শরণাগতপালক, দানশৌণ্ড মহাতেজা বলবান্ অর্জ্জুন তাহা গণনা করিলেন না। কিন্তু তাঁহার বলশালী পুত্রেরা তাঁহার বধের হেতু হইয়া উঠিল। তাহারা সেই শাপপ্রভাবে অতিশয় গর্ব্বিত ও নিরত নৃশংস ভাবাপন্ন হইয়া রামের অসাক্ষাতে মহর্ষি জমদগ্নির হোমধেনুর বৎসহরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঐ কার্য্যটী ধীমান্ অর্জ্জুনের অজ্ঞাতসারে হইয়াছিল, তথাপি মহাত্মা জমদগ্নির সহিত তাঁহার ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় রাম সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের সমস্ত বাহু ছিন্ন করত রাজান্তঃপুরস্থিত স্বীয় ধেনুবৎস আশ্রমে প্রত্যানয়ন করিলেন।

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়)

(৯) তুষিত নামক কোন মুনি তুষ্ট হইয়া সহস্রবাহু বিক্রান্ত অর্জ্জুনকে বর দেন। অর্জ্জুন বরদৃপ্ত হইয়া বাণদ্বারা কয়েকটী গ্রাম নগর পত্তন ও ঘোষাদি

দগ্ধ করেন। দৈববশে সেই অনল প্রজ্বলিত হইয়া আপস্তম্ব ঋষির আশ্রম ভস্মীভূত করে। তাহাতে সেই ঋষি তাঁহাকে শাপ দেন যে, "রাম তোমার শিরশ্ছেদ করিবে।" ইত্যবসরে ভার্গব রাম হর সন্নিধানে অস্ত্র শিখিতে যান। তথায় দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া পিতৃ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যে দুরাচার হৈহয় তাঁহার পিতার কামধেনুকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি তৎপ্রতিচিকীর্ষু হইয়া হৈহয়ের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জ্জুন নিহত হওয়ায় পরশুরাম তাঁহার ধেনু লইয়া আশ্রমে আসিলেন। (শিবপুরাণ ধর্ম্ম-সংহিতা, ৩০ অধ্যায়) (মৎস্য ৪৩-৪৪ অধ্যায়)

উদ্ধৃত অংশনিচয়ে একমতের অসদ্ভাব স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ অর্জ্জুনের প্রকৃতিসম্বন্ধে মহাভারতীয় বনপর্ব্বের ১১৫ অধ্যায়ে আছে "তিনি দিব্যরথারোহণে সর্ব্বত্র যাইয়া দেব, যক্ষ, ঋষি ও সমস্ত প্রাণীকে পীড়ন করিতেন।" দেবরাজ ইন্দ্রও তৎকর্ত্তৃক ধর্ষিত হন। সুতরাং তিনি ত্রিলোককণ্টক। শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, তিনি "মহাতেজা শৌর্য্যসম্পন্ন, শমপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, শরণাগতপালক, দানশৌণ্ড ও বলবান্" ছিলেন। আবার হরিবংশের ৩৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে "অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলে তাঁহার প্রভাবে প্রজাগণের তৃণ পর্য্যন্তও অপচয় হয় নাই।" এই উদ্ধৃতাংশত্রয়ের কোন্‌টী মানিব? তিনি কি বাস্তবিকই লোককণ্টক না সুপালনে প্রজাগণের পিতৃস্বরূপ ছিলেন? ইঁহারি বিনাশের জন্য অবতারের অবতারণাটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। দ্বিতীয়তঃ— মৃগয়ায় যাইয়া ধেনুহরণ রাজোচিত কার্য্য নহে। প্রজার ধনরক্ষা রাজার ধর্ম্ম, তৎপ্রতি লোভ অধর্ম্ম। যে কার্ত্তবীর্য্য ধার্ম্মিক নৃপতি বলিয়া জগতে পূজ্য ও প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি যে সামান্য ধেনুটীর লোভ সামলাইতে পারেন নাই, কি করিয়া বিশ্বাস করি? যিনি শত শত যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিলেন, তিনি যে একজন তপস্বীর হোমধেনু অপহরণ করিবেন, তাহা মনোমধ্যে আনিলেও পাপ স্পর্শে। যাহা হউক পুরাণাবলীর মতে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, অর্জ্জুন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জমদগ্নির হোমধেনু বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রাণটী হৃত হয়। এ সম্বন্ধেও পুরাণাবলীর একতা নাই। মহাভারতীয় বনপর্ব্ব মতে অর্জ্জুন "রেণুকার অভ্যর্থনায়

DOUBLE COLOUR

অনাদর করিয়া আশ্রমটীকে প্রমথন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপীভঞ্জন ও আশ্রমস্থ হোমধেনুর বৎস হরণ করেন।" ভাগবত-মতে "জমদগ্নি কামধেনুর সাহায্যে তাঁহাকে ও তদীয় অনুচরগণকে ভোজ্য পানীয়াদি দিয়া আতিথ্য করিলে, রাজার ও হৈহয়গণের ঐ ধেনুটীতে লোভ হয়, সুতরাং উহা কাড়িয়া লইয়া যান।" শিবপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে আছে,—দুরাচার হৈহয় তাঁহার (রামের) পিতার কামধেনুকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মতে, "তাঁহারা (কার্ত্তবীর্য্যের সন্তানেরা) অতিশয় গর্ব্বিত ও নিয়ত নৃশংস হইয়া রামের অসাক্ষাতে মহর্ষি জমদগ্নির হোমধেনুর বৎসটী হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঐ কার্য্যটী শ্রীমান্ অর্জ্জুনের অজ্ঞাতসারে হইয়াছিল।" অগ্নিপুরাণ মতে জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া যান। তথায় কামধেনুর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাজা উহা চান। মহর্ষি উহা না দেওয়ায় রাজা বলপূর্ব্বক উহা হরণ করেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উপরে প্রদর্শিত কএকটী অংশের সমতা অতি অল্প থাকায় কোনটী আমরা সত্য বলিয়া লইব? রাজাকে অভিনন্দন করিলে রাজার উহা অগ্রাহ্য করায় অভদ্রতা, আবার নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ঐরূপ বিসদৃশ আচরণে নীচতা তথা দুর্ব্বৃত্ততা প্রকাশ পায়। রাজা হইয়া যে এরূপ করিবেন, তাহা বোধ হয় কোন সুধীজন স্বীকার করিবেন না। যে সময়ের ইতিহাস বিবৃত হইতেছে, সেই সময়ে এইরূপ অভদ্র ও দুর্বিনীত ব্যক্তির সিংহাসনে আরোহণ অসম্ভব। বিশেষতঃ মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শিষ্য হইয়া ধার্ম্মিক নরপাল কার্ত্তবীর্য্য যে ঐরূপ হইবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে কেমন কেমন লাগে।

আবার মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্বের ২৯শ অধ্যায় হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কার্ত্তবীর্য্যের ক্ষত্রোচিত বীরত্বের কথা উল্লিখিত আছে। তিনি যুদ্ধার্থে রামসন্নিধানে যাইয়া তাঁহার আয়াস উৎপাদন করিলে, পরশুরাম পরশু দ্বারা তাঁহাকে ছেদন করেন। ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। নচেৎ ধেনু-হরণাভিযোগ রাজার বিরুদ্ধে আরোপ করা ঠিক নহে। ঐরূপ ধেনু লইয়া যুদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজেন্দ্র বিশ্বামিত্রে ঘটিয়াছিল। আমাদের বোধ হয় রাজেন্দ্র-মুনীন্দ্রে যুদ্ধ ঘটিলে পুরাণকার ধেনু-হরণভিন্ন অন্য কোন

দগ্ধ করেন। দৈববশে সেই অনল প্রজ্বলিত হইয়া আপস্তম্ব ঋষির আশ্রম ভস্মীভূত করে। তাহাতে সেই ঋষি তাঁহাকে শাপ দেন যে, "রাম তোমার শিরশ্ছেদ করিবে।" ইত্যবসরে ভার্গব রাম হর সন্নিধানে অস্ত্র শিখিতে যান। তথায় দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া পিতৃ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যে দুরাচার হৈহয় তাঁহার পিতার কামধেনুকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি তৎপ্রতিচিকীর্ষু হইয়া হৈহয়ের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জ্জুন নিহত হওয়ায় পরশুরাম তাঁহার ধেনু লইয়া আশ্রমে আসিলেন। (শিব-পুরাণ ধর্ম্ম-সংহিতা, ৩০ অধ্যায়) (মৎস্য ৪৩-৪৪ অধ্যায়)

উদ্ধৃত অংশনিচয়ে একমতের অসদ্ভাব স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ অর্জ্জুনের প্রকৃতিসম্বন্ধে মহাভারতীয় বনপর্ব্বের ১১৫ অধ্যায়ে আছে "তিনি দিব্যরথারোহণে সর্ব্বত্র যাইয়া দেব, যক্ষ, ঋষি ও সমস্ত প্রাণীকে পীড়ন করিতেন।" দেবরাজ ইন্দ্রও তৎকর্তৃক ধর্ষিত হন। সুতরাং তিনি ত্রিলোককণ্টক। শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, তিনি "মহাতেজা শৌর্য্যসম্পন্ন, শমপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, শরণাগতপালক, দানশৌণ্ড ও বলবান্" ছিলেন। আবার হরিবংশের ৩৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে "অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলে তাঁহার প্রভাবে প্রজাগণের তৃণ পর্য্যন্তও অপচয় হয় নাই।" এই উদ্ধৃতাংশত্রয়ের কোন্‌টী মানিব? তিনি কি বাস্তবিকই লোককণ্টক না সুপালনে প্রজাগণের পিতৃস্বরূপ ছিলেন? ইঁহারি বিনাশের জন্য অবতারের অবতারণাটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। দ্বিতীয়তঃ—মৃগয়ায় যাইয়া ধেনুহরণ রাজোচিত কার্য্য নহে। প্রজার ধনরক্ষা রাজার ধর্ম্ম, তৎপ্রতি লোভ অধর্ম্ম। যে কার্ত্তবীর্য্য ধার্ম্মিক নৃপতি বলিয়া জগতে পূজ্য ও প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি যে সামান্য ধেনুটীর লোভ সামলাইতে পারেন নাই, কি করিয়া বিশ্বাস করি? যিনি শত শত যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিলেন, তিনি যে একজন তপস্বীর হোমধেনু অপহরণ করিবেন, তাহা মনোমধ্যে আনিলেও পাপ স্পর্শে। যাহা হউক পুরাণাবলীর মতে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, অর্জ্জুন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জমদগ্নির হোমধেনু বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রাণটী হৃত হয়। এ সম্বন্ধেও পুরাণাবলীর একতা নাই। মহাভারতীয় বনপর্ব্ব মতে অর্জ্জুন "রেণুকার অভ্যর্থনার

অনাদর করিয়া আশ্রমটীকে প্রমথন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপীভঞ্জন ও আশ্রমস্থ হোমধেনুর বৎস হরণ করেন।" ভাগবত-মতে "জমদগ্নি কামধেনুর সাহায্যে তাঁহাকে ও তদীয় অনুচরগণকে ভোজ্য পানীয়াদি দিয়া আতিথ্য করিলে, রাজার ও হৈহয়গণের ঐ ধেনুটীতে লোভ হয়, সুতরাং উহা কাড়িয়া লইয়া যান।" শিবপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে আছে,—দুরাচার হৈহয় তাঁহার (রামের) পিতার কামধেনুকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মতে, "তাঁহারা (কার্ত্তবীর্য্যের সন্তানেরা) অতিশয় গর্ব্বিত ও নিরত নৃশংস হইয়া রামের অসাক্ষাতে মহর্ষি জমদগ্নির হোমধেনুর বৎসটী হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঐ কার্য্যটী শ্রীমান্ অর্জ্জুনের অজ্ঞাতসারে হইয়াছিল।" অগ্নিপুরাণ মতে জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া যান। তথায় কামধেনুর অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাজা উহা চান। মহর্ষি উহা না দেওয়ায় রাজা বলপূর্ব্বক উহা হরণ করেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উপরে প্রদর্শিত কএকটী অংশের সমতা অতি অল্প থাকায় কোনটী আমরা সত্য বলিয়া লইব? রাজাকে অভিনন্দন করিলে রাজার উহা অগ্রাহ্য করায় অভদ্রতা, আবার নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ঐরূপ বিসদৃশ আচরণে নীচতা তথা দুর্ব্বৃত্ততা প্রকাশ পায়। রাজা হইয়া যে এরূপ করিবেন, তাহা বোধ হয় কোন সুধীজন স্বীকার করিবেন না। যে সময়ের ইতিহাস বিবৃত হইতেছে, সেই সময়ে এইরূপ অভদ্র ও দুর্বিনীত ব্যক্তির সিংহাসনে আরোহণ অসম্ভব। বিশেষতঃ মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শিষ্য হইয়া ধার্ম্মিক নরপাল কার্ত্তবীর্য্য যে ঐরূপ হইবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে কেমন কেমন লাগে।

আবার মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্বের ২৯শ অধ্যায় হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কার্ত্তবীর্য্যের ক্ষত্রোচিত বীরত্বের কথা উল্লিখিত আছে। তিনি যুদ্ধার্থে রামসন্নিধানে যাইয়া তাঁহার আয়াস উৎপাদন করিলে, পরশুরাম পরশু দ্বারা তাঁহাকে ছেদন করেন। ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। নচেৎ ধেনু-হরণাভিযোগ রাজার বিরুদ্ধে আরোপ করা ঠিক নহে। ঐরূপ ধেনু লইয়া যুদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজেন্দ্র বিশ্বামিত্রে ঘটিয়াছিল। আমাদের বোধ হয় রাজেন্দ্র-মুনীন্দ্রে যুদ্ধ ঘটিলে পুরাণকার ধেনু-হরণ-ভিন্ন অন্য কোন

DOUBLE COLOUR

কারণ স্থির করিতে না পারায় এইরূপ লিখিয়াছেন। আর এইরূপ ব্রাহ্মণ পর্শাইলে সাধারণে ইহা গ্রাহ্য করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না জানিয়াই পুরাণকারগণ ঐরূপ গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ শাপনিবন্ধন অর্জ্জুন রামহস্তে নিহত হন। বুভুক্ষু অগ্নিদেবকে পরিতুষ্ট করিতে যাইয়া আপব বশিষ্ঠ বা আপস্তম্বের শাপপ্রভাবে অর্জ্জুন বিমূঢ় হইয়াছিল—এইরূপ বর্ণনায়ও কিছু অভিনবত্ব আছে। খাণ্ডবপ্রস্থ যৎকালে পাণ্ডব অর্জ্জুন দাহ করেন, তৎকালে অনেক জীব জন্তু অকালে কাল সদনে প্রেরিত হয়; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনকে কেহই শাপ দেন নাই। কিন্তু হায়! কালচক্রে কার্ত্তবীর্য্যের অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিয়াছিল। বনদাহন উভয়ে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কার্ত্তবীর্য্যের লাভ শাপ ও পার্থের লাভ রাজ্য, তাই কবিও বলিয়াছেন—

"বিষমপ্য কচিদমৃতং ভবেৎ, অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"

যাহা হউক সহস্রবাহু মহাবল অর্জ্জুন রামহস্তে নিহত হইলেন। রাজার মৃত্যু জমদগ্নির বাঞ্ছনীয় যে ছিল না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ হইতে বুঝা যায়—রাম পিতার নিকট অর্জ্জুনের বধ-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করায় তিনি বলেন, "রাম, তুমি পাপকর্ম্ম করিয়াছ, কারণ দেবময় নরদেবকে অনর্থক সংহার করিয়াছ। বৎস, ক্ষমা গুণ থাকায় আমরা পূজ্য হইয়াছি, ক্ষমা গুণ থাকায় লোক-গুরু দেব পদ্মযোনি পরমেষ্ঠি পদ লাভ করেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার বধ ব্রহ্মবধের সমান। তুমি অচ্যুতে চিত্ত বন্ধন করিয়া তীর্থসেবা ও যম নিয়মাদি দ্বারা ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ কর।" ৯।১৫ অধ্যায়ের এই বাক্যে "অনর্থক সংহার" করার অর্থ কি? ইহাতে কি বুঝায় না যে রাজা বাস্তবিকই, ধেনু-হরণ-সম্বন্ধে পাপী ছিলেন না।

ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্ষত্রিয়ের ষোড়শ সংঘর্ষে ভগবান্ পরশুরামসহ হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্য ও তদ্বংশীয় বীর ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য আর যে সকল নৃপগণের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার বিস্তৃতবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সবিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা এই সামান্য বর্ণনায় তুষ্ট নহেন, তাঁহারা উক্ত মহাপুরাণখানি একবার পাঠ করিলেই বুঝিবেন যে পরশুরাম বাহুবীর্য্যবলে কাহাকেও জয় করিতে পারেন নাই, তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজাদিগের নিকট তাঁহাদের প্রাণ প্রার্থনা করায় সেই সকল ধার্ম্মিক দানশৌণ্ড নরপতিগণ অকুণ্ঠচিত্তে রণস্থলে তাঁহাদের পরিহিত দুর্ভেদ্য কবচাদি রামকে প্রদান করায় তিনি তাঁহাদিগকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণ-তনয় "আমি তোমার পরাজয় প্রার্থনা করি" এইরূপ বলিলে কোন ক্ষত্রিয় তাঁহার প্রার্থনা পূরণ বা আবদার রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই পরশুরামের জয় হইয়াছিল, নচেৎ ক্ষত্রধর্ম্মে ক্ষত্রিয়কে জয় বড় সুকঠিন। দুর্ভেদ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সুদূরপরাহত। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

রায়রাঞা বাণীকান্ত।

পূজ্যপাদ নরদাস ঠাকুরের পুত্রচতুষ্টয় মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীধরের বংশোজ্জলকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বাণীরায় অন্যতম। গৌড় রাজধানীর স্বাধীন রাজসিংহাসনে সুপ্রসিদ্ধ হুসেন সাহ অধিরূঢ় থাকিয়া স্বীয় পরাক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ের হুসেন সাহ ও দিল্লীশ্বর আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্ব কালে, কি রাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই অভিনব হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ের জাতীয় ইতিহাস গবেষণা করিলে অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির গৌরববহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

সেকালের প্রবাদ আছে যে, দেবতাগণকে আরাধনা করিলে তাঁহারা অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। একালে কিন্তু একথার কোনরূপ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সেকালে যিনি যেরূপ ভাবনা করিতেন, তিনি তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ করিতেন। একালে কিন্তু ক্ষেত্র অন্যরূপ। সুতরাং সেকালের কথার প্রকৃত রহস্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। ভারতের পুরাণ-কাব্য-নাটকাদিতে সাধকের প্রতি দেবদেবীর প্রসন্নতার বহুল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে সেকালের বাঙ্গালীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরূক ছিল বলিয়াই জাতীয় ইতিহাসে ধনসম্পদাদি লাভ সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে।

বাণীকান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে গৌড়ের রাজসরকারে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। রাজ সরকারের উচ্চতম কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা তদানীন্তন অভিভাবকগণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শৈশবাবস্থায় তদীয় পিতৃ মাতৃ-বিয়োগ হেতু এবং তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ 'আদুরে ছেলে' ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বভাব উদ্ধত হইয়াছিল। এ সময়ে বাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ মজুমদার গৌড়ের জমা-সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন। গৌড়ের দরবারে কাজকর্ম্মে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বাণীকান্তকে গৌড়ের রাজধানীতে আনয়ন করা হয়। বাণীকান্ত অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতি ও কলহপ্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রতি-বেশীগণের সহিত নিয়ত কলহ হইত। এজন্য তদীয় জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে প্রতি নিয়ত তিরস্কার করিতেন। এইরূপ তিরস্কারের ফলে, তিনি এক দিন রাত্রি-কালে গৃহ হইতে পলায়ন করেন।

বাণীকান্ত গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া সন্ন্যাসীর বেশে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের সহিত পরিভ্রমণ ও তাঁহাদিগের নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেন বটে। কিন্তু সেই সকল তত্ত্বকথা তদীয় চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। কারণ তাঁহার বাহে যাহাই থাকুক, তদীয় হৃদয় সংসারের সুখলালসায় আচ্ছন্ন ছিল। ভ্রাতার তিরস্কার তাহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। কিরূপে ভ্রাতৃগণ হইতে অধিকতর ধনসম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী হইবেন, ইহাই তদীয় সাধনার একমাত্র বিষয়ীভূত ছিল। এই সাধনার ফল ব্যর্থ হয় নাই।

বাণী রজনীযোগে বৃক্ষতলে নিদ্রিত আছেন। এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব দর্শন দিব্যাঙ্গনামূর্ত্তি তদীয় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "শুন বৎস আমি গঙ্গাদেবী, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তোমার শিরোদেশের নিম্নে স্পর্শমণি প্রোথিত আছে। উহা লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সাবধান, ঐ স্পর্শমণি আমি ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে না।"

বাণীকান্ত জাগরিত হইয়া অপূর্ব্ব স্বপ্নের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বপ্নদেবী তাঁহাকে ছলনা করিলেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় মণিমুক্তার সমাবেশ হওয়া নিতান্ত

অসম্ভব ছিল। অনেক চিন্তার পর, তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড লাভ করিলেন, তাহাই স্পর্শমণি। স্পর্শমণির গুণে তিনি মুগ্ধ হই-লেন। স্পর্শমণি লাভ করিয়া তদীয় ঔদাসীন্য দূরীভূত হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাণীকান্তের স্পর্শমণি লাভের কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হইল। এ বৃত্তান্ত গৌড়ের রাজদরবারে ও পরিশেষে সম্রাট্ হুসেন শাহের কর্ণগোচর হইল, সম্রাট স্পর্শমণিমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উহা লাভের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এজন্য বাণীকান্তকে রাজদরবারে আনয়ন করা হইল। সম্রাট্ স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে উচ্চতম রাজপদে নিয়োগ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা তৎ-কালে অসাধ্য ব্যাপার ছিল। সম্রাটের নিরতিশয় উত্তেজনায় বাণীকান্ত সম্রাট হস্তে স্পর্শমণি প্রদান করিবার যে অন্তরায় আছে, তাহা জ্ঞাপন করি-লেন। তিনি বলিলেন, "আমি যে দেবীর নিকট হইতে স্পর্শমণি লাভ করি-য়াছি, তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব, আপনি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করি-বেন।" হুসেন ভাবিলেন, এ প্রস্তাব মন্দ নহে। কারণ দেবী দর্শন হইবে এবং আমি সম্রাট্ এজন্য তিনি আমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

হুসেন শাহ স্বীয় পারিষদবর্গসহ জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। বাণীকান্ত গঙ্গায় অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, "মা তোমার প্রদত্ত রত্ন গ্রহণ কর, পাতসাহ চাহিতেছেন"। এই কথা বলিবামাত্র জলের মধ্য হইতে একখানি হস্ত উত্থিত হইয়া স্পর্শমণি গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই অলৌকিক ঘটনা হুসেন শাহ ও বাণীকান্ত ব্যতীত সম্রাটের পারিষদবর্গের মধ্যে অন্য কেহই সন্দর্শন করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ এই স্পর্শমণি লাভ করিতে না পারিয়া হতা-শাস হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন, তাহাতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন এবং বাণীকান্তের প্রতি তদীয় অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। এই অনুরাগ ও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির ফলে সম্রাট্ বাণীকে রায়রাঞা পদে নিয়োগ করেন।

বাণীকান্তের স্পর্শমণি লাভের ও তিরোধানের বিষয়ক প্রবাদটী উপন্যাসের ন্যায় সন্দেহ নাই। স্পর্শমণি বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমান সময়ে

পরিলক্ষিত হয় না। একদা কোন বস্তু স্পর্শমণি বলিয়া এ দেশে পরিচিত ছিল এবং সম্রাট্ হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই উহার মাহাত্ম্য শ্রবণে বিমোহিত হইতেন। বাণীকান্তের স্পর্শমণি লাভ ও তিরোধানের প্রবাদ সম্বন্ধে যিনি যাহাই মনে করুন না কেন, ফলে বাণীকান্ত গৌড়ে রায়রাঞা পদ লাভ করেন। এজন্য বাণীকান্তের বংশধরগণ বারেন্দ্রসমাজে প্রাগুক্ত প্রবাদ স্পর্শমণি ও রায়রাঞা পদের জন্য স্পর্শমণি বা "পরসপাথরের" রায় বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং স্পর্শমণি লাভের প্রবাদ-মূলে অবশ্যই কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

বাণীকান্ত প্রাগুক্ত উচ্চতম রাজপদ প্রভাবে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর নামক পল্লীতে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে মেহেরপুর অঞ্চলে বারেন্দ্র-কায়স্থগণের অনেকগুলি সমাজ-স্থান ছিল। জোড়বাঙ্গলা নামক একটী অট্টালিকায় যে বাণলিঙ্গ স্থাপিত ছিল, তাহা বাণীরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রবাদ আছে।

স্বকীয় সমাজসংস্করণ সম্বন্ধে প্রধান সচিব দেবীদাসের ন্যায় বাণীরায়ের কোনরূপ অনুষ্ঠান নেত্রগোচর হয় না। যদুনন্দনের ঢাকুর গ্রন্থে বাণীরায় সম্বন্ধে যে বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় তাহা অতি সংক্ষিপ্ত :—

"কেহ সাধখালী রৈলা, কেহ স্থানান্তরে গেলা,
পদস্থ হইলা সর্ব্বস্থানে।
কুলেশীলে কীর্ত্তিবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
সমাজ প্রধান বলি গণে।
সেই বংশে বাণীরায়, বাঙ্গলায় রায়রাঞা হয়,
কংশ, গোপাল জমিদার।"

ঢাকুরে মেহেরপুর-সমাজের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু তথায় এক্ষণে বাণীকান্তের বংশধরগণের বসতি নাই। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ এদেশে বর্গী বা নাগা নামে কথিত হইত। এই বর্গীর হাঙ্গামা এদেশে হুলস্থুল ব্যাপার ছিল। বর্গীর লুণ্ঠন লাঞ্ছনা ভয়ে সকলেই ভীত ছিলেন। কেবল শিশুর নিদ্রাকর্ষণের জন্য বর্গীর নাম ব্যবহৃত হইত এমত নহে। পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণও বর্গীর নামে শঙ্কিত হইতেন। এমন কি বর্গীর ভয়ে নবাব

আলীবর্দ্দী খাঁ স্বীয় পরিজনবর্গ ও জহরতাদি নিরাপদ করিবার মানসে পদ্মার উত্তরতীরে গোদাগাড়ীর ফৌজদারের কাছারীতে প্রেরণ করেন। এই বর্গীর উপদ্রবের সময় বাণীকান্তের অধস্তন ষষ্ঠস্থানীয় কন্দর্প রায় বৃদ্ধ বয়সে পুত্র ও পৌত্রসহ পদ্মানদীর উত্তরতীরস্থ ভূখণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কন্দর্পের অপর পৌত্র অভয় পলায়ন সময়ে অতি শিশু ছিল। বর্গীর ভয়ে পলায়ন জন্য শিশুকে সকলেই নাগারায় বলিয়া ডাকিত।

উক্ত কন্দর্প রায়ের অধস্তন অর্থাৎ কন্দর্পের পুত্র হইতে এখন পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের জন্ম হইয়াছে। বাণীকান্তের অধস্তন ১২ পর্য্যায় পরিলক্ষিত হয়। রাজা মানসিংহের সমসাময়িক গোপীকান্ত নেউগীর বংশের কোন কোন শাখায় ১২শ পুরুষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ পার্থক্য তাবের অবশ্যই সঙ্গত কারণ আছে।

নরদাস ঠাকুরের প্রকরণে শ্রীধরের ধারা হইতে প্রথমে বাঁকী সমাজ ও পরে সাধুখালী সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীধর হইতে বাণীকান্ত পর্য্যন্ত ১১শ পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে মোট ২৪শ পুরুষের নাম হইতেছে।

মুরসিদাবাদ ইতিহাস ১ম খণ্ড শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল সম্পাদিত গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, "সুতরাং যে যে বীজপুরুষ হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজকায়স্থগণের উৎপত্তি হইয়াছে, উত্তরাঢ়ীয়গণও সেই সেই বীজপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। বারেন্দ্রকায়স্থগণের উৎপত্তি প্রকরণও সেইরূপ। তবে তাঁহাদিগকে অনেক পরিমাণে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহাদিগের বীজপুরুষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১৪।১৫ পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তররাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ হইতে ২৮।২৯ পুরুষ ও বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের আরো ৩।৪ পুরুষ ঊর্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।"

উক্ত গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন, "বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীতে বল্লালী কৌলীন্য হইতে ২১।২২ পুরুষ ও আদিশূরের সময় হইতে ৩২।৩৩ পুরুষ হইয়াছে।"

অন্য সমাজের পর্য্যায় হিসাব সম্বন্ধে নিখিল বাবু যে অভিমত পরিব্যক্ত

করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এ স্থলে আলোচনা সঙ্গত নহে। তবে বারেন্দ্রসমাজের পর্য্যায় হিসাব সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয়ের পত্র ঢাকুরে যে অসম্পূর্ণ বংশতত্ত্ব মুদ্রিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে নিখিল বাবু কেন অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বারেন্দ্রসমাজের যে যে বীজপুরুষ কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন, তদ্বিষয় ঢাকুরগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বল্লালের সময় কয়েক জন এদেশে আগমন করেন। গৌড়ের রাজসিংহাসন মুসলমানগণের করায়ত্ত হইলে পর যে সকল ব্যক্তি উচ্চ রাজপদে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহার ইতিহাস সাধারণের নিকট প্রবাদের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। সম্রাট্ হুসেন সাহ ও আকবরের সময় যে সকল ব্যক্তি পদস্থ ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন; তাঁহাদিগের সময় হইতে কুর্শীনামা আলোচনা করিলেই ১২।১৩ পুরুষ বদ্ধ হয়। সেই সকল ব্যক্তির ঊর্দ্ধে প্রকরণকর্ত্তাকে কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না।

নরদাসঠাকুরের প্রথম পুত্র শ্রীধর, দ্বিতীয় পুত্র কুলানন্দ, তৃতীয় ভুবন, ৪র্থ বিদ্যানন্দ। ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"চারিপুত্র তথা হৈল, ভুবন বনপুরে রৈল,
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্থিত বাকী গ্রাম।
মধ্যম বোধপুরে গেলা, বগুড়া কনিষ্ঠ রৈলা,
এ তিন সমাজ হইল নাম ॥"

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাকীগ্রামবাসী শ্রীধরের বংশতত্ত্ব হইতে সাধুখালী সমাজের অস্তিত্ব হয়। সাধুখালী সমাজের অস্তিত্ব কোন সময় হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা সুকঠিন। তবে ইহা একরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, রমানাথ ও বাণীকান্তের পিতা পিতামহ প্রভৃতি সাধুখালী সমাজে বসতি করিতেন। কেন না রমানাথ মজুমদারের বংশধরগণ সাধুখালী সমাজের এবং বাণীরায়ের বংশ মেহেরপুর সমাজের পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই দুই ব্যক্তির বংশধরগণ ব্যতীত, কেবল বাকী গ্রামের পরিচয়ে পরিচিত অনেকগুলি বংশ সমাজে বিদ্যমান আছেন। তাহারাও প্রাগুক্ত শ্রীধরের বংশধর বটেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বংশতত্ত্ব আলোচনা দ্বারাও ১৪।১৫ পুরুষ পূর্ব্বে বীজপুরুষের বাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

রাঢ় প্রদেশে সম্ভবতঃ বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে বারেন্দ্র-কায়স্থগণের কতিপয় সমাজ-স্থান বহুমূল হয়। তন্মধ্যে কয়েকটা স্থান কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই বিলুপ্ত সমাজ স্থানের মধ্যে কতকগুলি বর্গীর হাঙ্গামার সময় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল সমাজ-স্থান বর্গীর হাঙ্গামার সময় পরিত্যক্ত হয়, সেই সকল সমাজ-স্থানবাসী বারেন্দ্র কায়স্থগণের পূর্ব্ব-পুরুষগণ কোন্ স্থান হইতে কোথায় বসতি করেন, তাহার নিদর্শন কিয়ৎপরিমাণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং কেবল মাত্র সমাজস্থানের শাখা প্রশাখা ধরিয়া পুরুষ-সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে। মুরশিদাবাদ অঞ্চলে প্রথমে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের বসতি ও প্রাধান্য ছিল। তৎপরে গৌড়ের সিংহাসনে মুসলমানপ্রধান সময়ে বারেন্দ্র ও বঙ্গজগণ ঐ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবীদাস খাঁর মহিমাপুর-সমাজ বারেন্দ্র-বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর একটী কথা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য বটে। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে, যে সকল ব্যক্তি পদ্মা নদীর উত্তরতীরস্থ বরেন্দ্রভূমির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমাজ স্থান ব্যতীত সম্পূর্ণ নূতন স্থানে বসতি আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই সকল স্থান যদুনন্দনের পদ্য ঢাকুরে উল্লেখ নাই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাণীকান্তের বংশধরগণ বর্গীর ভয়ে পদ্মার উত্তরতীরস্থ ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ঢাকুরে সেই সকল স্থানের বংশ সামাজিক মর্য্যাদাচ্যুত ছিলেন না। ইহার দ্বারা এক দিকে ঢাকুরখানি অন্ততঃ বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ব্বে বিরচিত হওয়া প্রমাণ হইতেছে, আবার অন্য দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, ঐ সকল বংশ কোন স্থান হইতে কত দিবস স্থানান্তরিত হইয়াছেন, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে ;—

"এইত দাসের শ্রেণী, সমাজ প্রধান জানি,
বাকী গ্রামবাসী যত দাস।
বহু গোষ্ঠী ক্রমে হৈয়া, স্থানে স্থানে রৈল যাইয়া,
সেই সব হইল সমাজ ॥"

যদুনন্দনকৃত ঢাকুরে এই সমস্ত স্থানের নাম প্রদত্ত হয় নাই। যদুনন্দনের সমাজ স্থানগুলির বিশেষ বর্ণনার মধ্যে বাণীরায়, রামভদ্র ও রমানাথ

মজুমদারের বংশধরগণ যে যে স্থানে বসতি করিতেন, তাহার নাম মাত্র লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিপছিল ও চৌপাখি নামক সমাজে বাগীরায়ের যে বংশধরগণ বাস করিতেন, তাঁহারা বর্গীর হাঙ্গামার বহু পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল সমাজস্থানে বাস করেন। এখন উক্ত দুই স্থানে বা মেহেরপুরে তাঁহাদিগের সমাজস্থান নাই। যদুনন্দন অভিনব সমাজ স্থানের নাম উল্লেখ করিলে সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইবে মনে করিয়া তাহার উল্লেখ করেন নাই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, যদুনন্দন যে সকল সমাজ স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ১৪।১৫ পুরুষ পর্য্যন্ত বসবাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৪।১৫ পুরুষ পূর্ব্বে একই বীজপুরুষ নানা স্থানের সমাজে বসতি করিয়াছেন, তাহা কখনই হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

ফতেয়াবাদ-সমাজ।

এই ফতেয়াবাদ বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। ইহা পূর্ব্বে পদ্মানদীর গর্ভে ছিল। ক্রমশঃ ভূমি হইয়া আবাদযোগ্য হইলে, ফতেয়ালি নামক একজন কৃষক তাহা প্রথমে আবাদ করে, সেই জন্য তাহার নামানুসারে ফয়তাবাদ নাম হইয়াছে। কেহ কেহ এই স্থানকে ফতেয়াবাদও বলিয়া থাকে।

এই ফতেয়াবাদ জেলার অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানই বোধ হয় নদীগর্ভ হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে আবাদযোগ্য হয়, এবং তথায় প্রথমে বসতি হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে দত্তপাড়া, আলগী, মোচনা, কাঁইচেল, গজেরপুর, ধুতুরাহাটী প্রভৃতি স্থান নদীগর্ভ হইতে উদ্ভূত হয়।

এই সকল স্থানের কতকাংশ এখনও জলাকীর্ণ রহিয়াছে।

এই ভূষণায় এখনও একটি পুলিষ ষ্টেশন অর্থাৎ থানা আছে। বারেন্দ্র

ব্রাহ্মণ মধ্যে ভূষণাপটির সৃষ্টি এই ভূষণা হইতে হয়। বঙ্গজ-কায়স্থ দেববংশীয় মুকুন্দরাম রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভূষণায় প্রথমে রাজধানী স্থাপন করেন। মুকুন্দরাম রায় বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের অনৈক ভৌমিক ছিলেন। তিনি এই স্থানে রাজধানী করায় উপরোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে এই ভূষণাই বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। তৎকালে বসুবংশীয় পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। তিনি কুলীনগণের নবম সমীকরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই সময় বিক্রমপুরের চাঁদরায়, কেদার রায় এবং এই ভূষণার মুকুন্দরাম রায় তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হয়েন ও বিশেষ সাহায্য করেন। সেই জন্য পরমানন্দের নবম সমীকরণ সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই সময় কতকগুলি কুলীন চন্দ্রদ্বীপস্থ বাক্‌লাসমাজ পরিত্যাগ করিয়া আলগী, কাইচেল, মোচনা, ওলপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করেন। ঐ সকল স্থান ফতেয়াবাদের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। আবার কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, যে সকল কুলীন, রাজা পরমানন্দের নবমসমীকরণে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহারাই ফতেয়াবাদ ও বাজু সমাজে আসিয়া বাস করিয়াছেন। যাহা হউক বাক্‌লাসমাজ হইতে ফতেয়াবাদে কুলীন আসিবার ইহাও একটি কারণ। তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

কুলীন সকল উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে আরম্ভ করায়, তাহা নিবারণ জন্য চন্দ্রদ্বীপাধিপতি মহারাজ পরমানন্দ এই বিধান করেন যে; কুলীনগণ স্থানভ্রষ্ট হইলে পদচ্যুত হইবেন। অর্থাৎ কৌলীন্য হারাইয়া কুলজ হইবেন।

"ভ্রষ্টস্থাননিবাসী চ সদ্বংশজো ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যতে কুলভূষণৈঃ॥"

ফয়তাবাদে যে সকল কুলীন আসিয়া বাস করেন, তাহাদের অধিকাংশ চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। কেবল গাব বসু ও আঁশ গুহ ইহাদের অনেক পরে যশোহর সমাজ হইতে আসিয়াছিলেন। ফতেয়াবাদে কেহ সমাজপতি না থাকায় কুলীনগণ সম্যক্ প্রকারে চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতির অধীনে ছিলেন। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপস্থ রাজার কৃতনিয়মানুসারে ইহারা কুলজরূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

যদিও ফতেয়াবাদ একটি স্বতন্ত্র সমাজ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নানাপ্রকারে চন্দ্রদ্বীপের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ফতেয়াবাদে কুলাচার্য্য কেহই ছিল না। চন্দ্রদ্বীপের কুলাচার্য্যগণের অধীনেই থাকিতে হইত। উক্ত কুলাচার্য্যগণ সময় সময় ফতেয়াবাদে আসিয়া আধিপত্য করিতেন। এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে সমাজপতিও নাই। সে সমাজও নাই, থাকিলেও মৃতবৎ। এক্ষণে সকলেই স্ব স্ব অধীন। ফতেয়াবাদ যদিও চন্দ্রদ্বীপের নিয়মাধীন ছিল বটে, কিন্তু পর্য্যায় দেখিবার নিয়ম ছিল না, ও এক্ষণেও নাই। বিপর্য্যায়ে কার্য্য করিবার রীতি আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার কৃত বঙ্গজ-কায়স্থতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত মুকুন্দরাম রায়ের বংশে সীতারাম রায় নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। অদ্যাপিও তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। আবার শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় অনেক দিন হইল, 'নব্য ভারতে' ঐ সীতারাম রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে প্রকাশ যে, উক্ত সীতারাম রায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। উত্তররাঢ় বীরভূমের অন্তর্গত, গিধিনী গ্রামে সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল। তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। যথা—

"হাল চষে তাল খায় গিধিনীতে বাস।
তাহাতে জন্মিল বংশ বিশ্বাস খাস।"

অর্থাৎ সীতারাম রায় বিশ্বাস-খাসবংশে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিশ্বাস খাসবংশের বাস গিধিনীতে অর্থাৎ বীরভূমে ছিল।

উক্ত সরকার মহাশয় সীতারাম রায়ের দশভুজার মন্দিরের শীর্ষদেশে থাকায় যে কবিতাটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কথার পোষকতা করে। উক্ত কবিতাটিতে এইরূপ আছে—"বিশ্বাসখাসকুলকমলভাসকো ভানুতুল্যঃ।"

বাস্তবিকই সরকার মহাশয়ের কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ সীতারামের উত্তরপুরুষ নবকান্ত রায়ের দৌহিত্র বংশ অদ্যাপি মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, বহড়ানের দাস নামে খ্যাত। বারেন্দ্রকায়স্থসমাজভুক্ত যশোহর জেলার

অন্তর্গত মাগুরা সবডিভিসনের অধীন কাদিরপাড়ানিবাসী মুন্সীগণের পূর্ব্বপুরুষ দুর্গারাম মুন্সী নামে একব্যক্তি উক্ত সীতারাম রায়ের সেনাপতি ছিলেন। সীতারাম রায়ের অধঃপতনের পর নবাবের আমলে উপরোক্ত ভূষণা একটি বৃহৎ চাকলা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ফতেয়াবাদের বর্ত্তমান চতুঃসীমা এইরূপ যথা—

দক্ষিণে ভুরঘাটের খাল, বা ইছামতী, উত্তর এবং পূর্ব্বে পদ্মানদী, পশ্চিমে চন্দনা নদী, এই সীমানার মধ্যবর্ত্তী স্থানই ফতেয়াবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

ফতেয়াবাদের দক্ষিণাংশে অনেক কুলীনের বাস, উত্তরাংশে যে ২।১ ঘর কুলীন আছেন, তাঁহারা দক্ষিণাংশেরই পরিচয় দিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত স্থানের কুলীনগণ ফতেয়াবাদ সমাজের কুলীন। যথা—

১। কাঁইচেলের পদ্মনাভঘোষ।
২। গয়েরপুরের রায় উপাধিধারী আঁশ গুহ।
৩। ধতুরাহাটীর—পদ্মনাভ ঘোষ।
৪। পূর্ব্ব আলগীর—চক্রপাণি বসু, ও পশ্চিম আলগীর গাব বসু।
৫। মোচনার—পদ্মনাভ ঘোষ।
৬। গোঁড়দিয়া ও আপরার রায় উপাধিধারী আঁশ গুহ।
৭। পশ্চিম আলগী ও ভাজনডাঙ্গার এড় গুহ।

ফতেয়াবাদের শ্রেষ্ঠ কুলজ।

১। ইদিলপুরের কার্ণ্য ঘোষ—ইহারা কমলনারায়ণরায়ের বংশধর।
২। চান্দড়ার ঘোষ—কার্ণ্য বংশে দিগম্বরের সন্তান।
৩। রামনগরের পৃথ্বীধর বসু—রায় কেশবের সন্তান।
৪। পশড়ার—চক্রপাণি বসু।
৫। জফরাকান্দির ও হাঁসড়ার কার্ণ্য ঘোষ।

এতদ্ভিন্ন আরো অনেক কুলজ আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ না জানায় লেখা গেল না।

ইদিলপুর সমাজ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে; কেহ ইদিলপুরকে ফতেয়াবাদের অন্তর্গত, কেহ বা স্বতন্ত্র সমাজ মনে করেন। এইক্ষণে উক্ত সমাজকে স্বতন্ত্র গণ্য করিয়া

তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইদিলপুর বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ফতেয়াবাদ সমাজ গঠিত হওয়ার অনেক দিন পরে ঘোষবংশীয় রামচরণ রায় নামক এক ব্যক্তি ঐ পরগণার জমিদার হয়েন। উক্ত পরগণার অন্তর্গত নলঘরি গ্রামে তাঁহার বাস ছিল, তাঁহার পুত্র কমল-নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় বুদ্ধিমান্ ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর সমাজ হইতে কতকগুলি কুলীন কায়স্থ আনাইয়া ইদিলপুরে স্থাপন করেন। ঐ সকল কুলীনদিগের বৃত্তি, বাসস্থান ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া একটি সমাজ গঠিত করেন। সেই সময় হইতে ইদিলপুর একটি স্বতন্ত্র সমাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তৎপরে তিনি চন্দ্রদ্বীপ হইতে এক ঘর কুলাচার্য্য আনাইয়া উক্ত ইদিলপুরের অন্তর্গত মিত্রসেনপট্টি গ্রামে স্থাপন করেন, এজন্য ইদিলপুরের কুলীনগণের গৌরব সুরক্ষিত হইয়াছিল। ফতেয়াবাদে কুলাচার্য্য না থাকায় তথাকার কুলীনগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন।

উক্ত কমলনারায়ণ রায়ের আট পুত্র তাঁহারা ঐ ইদিলপুর পরগণা আট ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়া ছিলেন। এক্ষণে তাহাদের বংশধরগণ নলঘরি, টেঙ্গরা ও বেজনিসার গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের অবস্থা ভাল নয়, কাহারও কাহারও অবস্থা ভাল আছে। কেহ কেহ বা পদ্মানদীর কুলভাঙ্গা হেতু স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। ইদিলপুর-সমাজের কুলীনগণ যখন পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করেন, তখন পর্য্যায়ের গণনা করেন না; বিপর্য্যায়ে বিবাহ দিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

সামাজিক সমস্যা।

পৌরাণিক চরিত্রের সহিত মানব-চরিত্রের যেন সমান্তরাল সম্বন্ধ। পুরাণ-বর্ণিত দেবতা ঋষি মুনি দানব ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ পিশাচের ন্যায় মানব-চরিত্রেও এই সকল বর্ত্তমান! মানুষের ভিতরও দেবতা আছেন, দানব আছে, মুনি ঋষি আছেন, ভূত প্রেত আছে, আবার যক্ষ রক্ষ রাক্ষসও আছে। পক্ষান্তরে মানব-শরীরের সহিত মানব-সমাজেরও তুলনা করা যাইতে পারে। মানবের যেমন অবস্থা-বিপর্য্যায় আছে, মানব-সমাজেরও তেমনি অবস্থা-বিপর্য্যায় ও উত্থানপতন আছে। মানব-সমাজও আবার কখন কখন দৈবী-ভাবাপন্ন হয়, কখন কখন রাক্ষসী প্রকৃতিরও হইয়া থাকে। আমরা এই বঙ্গীয় বিরাট্ কায়স্থ-সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল কথা বলিতেছি। এখনকার কায়স্থ-সমাজের অবস্থাও ঠিক রামায়ণবর্ণিত রাক্ষস কুম্ভকর্ণের মত বহুকাল হইতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত! ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথায় কোন্ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া সমাজদেহ বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা এই কুম্ভকর্ণ-বিশেষ কায়স্থ-সমাজ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিতেছে না। যদি কেহ কখন তাহার এই বিষম ঘুমঘোর অস্বাভাবিক উপায়ে (অসময়ে) ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করে, তবে হয়ত দেখিব, কুম্ভকর্ণ-রূপী কায়স্থ-সমাজ একবার পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কায়স্থ-সমাজ মৌতাতের ঝোঁকে অহিফেনসেবীর ন্যায় হতচেতনা-বস্থায় পড়িয়া আছে। তখন সে বুঝিতে পারে না যে, কোন লোকে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় কায়স্থ-মহাসভা যে আজ কয়েক বৎসর হইতে, বিরাট্ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের অনবরত চেষ্টায় কায়স্থসমাজও যেন পাশমোড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। জানিনা, এই উত্থান কুম্ভকর্ণের ন্যায় অসময়ে হইতেছে কিনা?, যে কথাটা বলিবার জন্য এতটা ভূমিকার আয়োজন হইল, সে কথাটা বড় যে সে কথা নহে, কায়স্থের কন্যাবিবাহদায়ের কথা!

ঐই বিষম কথাটাই এখন কায়স্থসমাজের হাড়ে হাড়ে বিঁধিতেছে। কায়স্থ-সমাজে অন্নবিস্তর অনেকগুলি ব্যাধি দেখা দিয়াছে, তন্মধ্যে পুত্রের বিবাহে অর্থগ্রহণপ্রথাই প্রধান। কায়স্থ-সমাজ বিবিধ ব্যাধিতে রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সব চেয়ে পুত্রবিবাহে পণগ্রহণপ্রথারূপ মহাব্যাধিই এখন বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। তথাপি কিন্তু কায়স্থ সমাজরূপ কুম্ভকর্ণের বিরাট দেহ স্থির নিশ্চল হইয়া হতচেতন পড়িয়া আছে। আর তাহার ক্ষতস্থানে চিকিৎসা-করণার্থ দেখিতেছি আবাল বৃদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই রোগের উৎপত্তিস্থাননির্ণয় না করিয়া কেবল ক্ষতমুখে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। বস্তুতঃ এরূপ চিকিৎসা যে সর্ব্বাবস্থাতেই ব্যর্থ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রোগীর এই বৈষম্য সঙ্কটাবস্থায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন যে আশাপ্রদ নহে, তাহা যাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, সেও বুঝিতে পারে। কলিকাতার কায়স্থ-মহাসভা বিশেষ চেষ্টা করিয়া রোগনির্ণয় ও তৎসঙ্গে সেই রোগের চিকিৎসা-বিধানের উপায় করিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু কই তাহাকে সাহায্য করিতে এ পর্য্যন্ত কয়জন বদ্ধপরিকর হইয়াছে? "সভা" এই কয়েক বৎসর ধরিয়া যে মহতী আশার আশায় প্রাণ ধরিয়া রহিয়াছেন, দেখিতেছি ক্রমশঃ যেন তাঁহার সে আশা নিরাশায় পরিণত হইতেছে। বোধ হয় যেন "কায়স্থ মহাসভার" অতৃপ্ত বাসনা ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কাতরধ্বনি প্রকাশে অপ্রকাশে সকল সময়েই সমুত্থিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি, কাহার দোষে এইরূপ হইতেছে?

কেহ কেহ বলিবেন, এ দোষ আমাদের নহে—আমাদের দারিদ্রের। কেহ বলিবেন, না,—দারিদ্রের জন্মদাতা বিলাতী অবাধ বাণিজ্যের, কেহ বলিবেন—শুধু তাই নয়, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে সর্ব্বাগ্রেই মজিয়াছি (মরিয়াছি বলাই সঙ্গত) এবং তজ্জন্য বিলাসবিভ্রমে গা ঢালিয়া দিয়া সর্ব্ববিষয়েই কেবল পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ-চেষ্টায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি এবং সেই কারণেই আমরা নানা অভাব অনুভব করিতেছি। সমগ্র দেশের লোকের কথা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। সমগ্র দেশের লোকে দারিদ্রের করাল-কবলে সর্ব্বদা নিপীড়িত হইতেছে কিনা অর্থাৎ দরিদ্রতাবশতঃ নিত্য নিত্য ঘোর অভাব অনুভব করিতেছে কিনা,

তাহা রাজা ও প্রজা পরস্পরের তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের দারিদ্র যে শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বিনা তর্কে প্রমাণীকৃত হয়। অধিক কথায় কাজ কি। পুত্রকন্যার বিবাহ ব্যাপারের বিষয়ই আলোচনা করা যাউক না। দারিদ্রের কঠিন করে নিপীড়িত না হইলে গরীব কেরাণী কায়স্থগণ কখনই এই কসাইয়ের ব্যবসায়ে পুত্রের বিবাহে নগদ অর্থগ্রহণ করিত না। ইহাকে পুত্রবিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন আর কি বলিব? অবশ্য বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় না হউক, কিন্তু ইহা যে বিনিময়ে অর্থগ্রহণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিতান্ত কষ্টে না পড়িলে আর লোকে যে কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করে না। শুনিয়াছি, ৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে) অনেক পিতা মাতা দারুণ জঠর জ্বালায় আপন আপন শিশুপুত্রের প্রাণসংহাররূপ ঘোর নৃশংস কার্য্যও করিয়াছিল। বিবাহে পুত্রবিক্রয় তো সামান্য কথা! কিন্তু কথা এই, কায়স্থের এই অবৈধ প্রথায় অনুরক্তির কারণ কি? এখানে কায়স্থদিগের সেই দারিদ্রের কথাই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, দারিদ্র যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই ঘরে সর্ব্বদা বিরাজমান, তখন আর আর সম্প্রদায়ে এরূপ কুপ্রথার প্রচলন হয় নাই কেন? আদৌ হয় নাই একথা বলা যায় না। এক্ষণে সকল সম্প্রদায়েই অল্পবিস্তর এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে, তবে কায়স্থসম্প্রদায়ের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। কিন্তু কথা এই সর্ব্বাপেক্ষা কায়স্থেরই বা এত অভাব কেন? কেন? তাহার কারণ অবশ্যই আছে। প্রধান কারণ, কায়স্থের কোন জাতীয় ব্যবসায় নাই। কায়স্থ সন্তানের অর্থোপার্জ্জনের যদি কোন উপায় থাকে তবে সে একমাত্র লিপিবৃত্তি (কেরাণীগিরি?), কিন্তু বিনা লেখা পড়ায় চাকরী পাওয়া অসম্ভব। এই কারণে আবহমান কাল হইতে কায়স্থকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া শিখিতে হইতেছে। কায়স্থ সন্তানের লেখা পড়া না জানা বড় নিন্দার কথা! এই কারণে বহু দিন হইতে আমাদের দেশে কায়েতের ঘরের "মূর্খ" বলিয়া একটি প্রখ্যাত প্রবাদ প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান অর্থকরী বিদ্যা ইংরাজি শিক্ষা এতদ্দেশে প্রচলিত হইবার পর হইতে কায়স্থের দেখাদেখি অন্যান্য সম্প্রদায় ও আপন আপন জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে এবং ক্রমশঃ প্রতিযোগিতায় কায়স্থদিগের মুখের গ্রাস চাকরী কাড়িয়া লইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে কায়স্থ

সম্প্রদায় উদরান্নের অন্য উপায় না দেখিয়া বোধ হয় প্রাচীন দাস ব্যবসায় ন্যায় এই নীচ বর্ব্বর প্রথা অবলম্বন করিয়া আপনাদের অসচ্ছলতা বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, অন্ততঃ ইহাই আমার বিশ্বাস। কায়স্থদিগের দেখাদেখি যাঁহারা জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আপাতঃমধুর অর্থকরী বিদ্যা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহারাও (হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া হীন শূদ্রবর্ণ পর্য্যন্ত) পুত্রের বিবাহে নগদ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে এখনও সম্যক্‌রূপে এই নীচ-প্রথার প্রচলন হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের সমাজে এখনও জাতীয় ব্যবসায় লোপপ্রাপ্ত হয় নাই এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আধুনিক বিলাসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পাশ্চাত্য অভিধান কথিত "সুসভ্য" নামে অভিহিত হন নাই। এখনও তাঁহাদের সমাজের লোকে কৌলিকপ্রথা বা জাতীয় আচারব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; সুতরাং তাহাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মত স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে এই অবৈধ পুত্রবিক্রয়প্রথার প্রচলন করিবার প্রয়াস পাইলেও সম্পূর্ণ সফলকাম হইতেছেন না। ঐ সকল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণকে বিবাহকালে তাঁহাদের অশিক্ষিত সমাজের (পাশ্চাত্য মতে) মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বান্-লেখাপড়াজানা কুটুম্ব পাওয়া অসম্ভব এবং সেই কারণেই তাঁহাদের বিবাহ-ব্যাপারে "হাত পাতা" শোভা পায় না! আর কিছু দিন ধরিয়া যদি তাঁহারা লেখাপড়ার মোহে জাতীয় ব্যবসায় ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য-সভ্যতার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হন ও কায়স্থের ন্যায় কেরাণীগিরি করেন, তবে তাঁহারাও চাকরীসর্ব্বস্ব কায়স্থের ন্যায় অবশেষে আর্থিক অভাবকে আপনাদের সমাজে আরাধনা করিয়া আনিবেন। দুর্লভ কেরাণী-জীবন লাভ করিয়া হয় ত ক্রমশঃ কায়স্থদিগের ন্যায় বিবাহক্ষেত্রে পুত্রবিক্রয়-ব্যবসায়ে রত হইবেন। তখন কিন্তু কায়স্থসম্প্রদায় অপেক্ষাও যে তাঁহাদের "হাড়ীর হাল" হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক্ষণে "শিবের গীত" ত্যাগ করিয়া প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক।

কায়স্থদিগের-পুত্র-বিক্রয় ব্যবসায়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেকে অনেক

কথা কহিয়াছেন; কিন্তু কেহই এই এ পর্য্যন্ত কোনরূপ সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। স্বপক্ষে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমার "ভাল ছেলে", আমি নগদ টাকা না পাইলে বিবাহ দিব না; যদি তুমি (মেয়ের বাপ) নগদ অর্থ দিতে না পার, তবে আস্তে আস্তে পথ দেখ। আবার কেহ কেহ আরও বলেন, এখনকার বাজারে কত অর্থব্যয় ও কত কষ্ট ক'রে তবে ছেলে মানুষ করিতে হয়; সুতরাং তাহার বিবাহ সময়ে যদি সুদে-আসলে সে সব আদায় করিতে না পারিলাম, তবে আমার বৃথা অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে লেখাপড়া শিখাইলাম কেন? তাহাকে বেশী দরে বিক্রয় করিবার জন্যই যেন—তাঁহাদের (পিতার) লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্য। কেহ বা বলেন, "হিন্দুর বিবাহ দানকার্য্য! এই জন্য বিবাহের অপর নাম সম্প্রদান এবং তজ্জন্য কন্যার পিতা বরকে যৌতুক-স্বরূপ কিছু দান করিয়া থাকেন—তাহাতে লোকে কেন যে বিরক্ত হয়, তাহা বলিতে পারি না।" কিন্তু কন্যার পিতা যদি স্ব-ইচ্ছায় যৌতুকস্বরূপে কিছু দান করেন এবং তাহাতেই যদি সম্মত হইয়া বরপক্ষ সন্তুষ্ট চিত্তে বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে আর এই সমস্ত দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলনের কোন আবশ্যক ছিল না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছেলে পছন্দ হইলে ছেলের বাপ "ঝোপ বুঝিয়া কোপ" মারিয়া থাকেন। এই জন্যই কন্যার বিবাহে পিতার এত কষ্ট হয়! কন্যার পিতার কষ্টের কথায় কোন কোন স্বপক্ষবাদী বলিয়া থাকেন, "ভাল জিনিষের চড়াদর চিরদিনই আছে। তোমার অবস্থা ভাল না হয়, বেশী খরচ করিতে না পার, তবে চোককাণ বুজিয়ে যা'রে ইচ্ছা কন্যাসম্প্রদান কর, কষ্ট হইবে না। যেমন অবস্থা সেই মত পাত্রের অনুসন্ধান কর। অবস্থার অতিরিক্ত চাও, তাই তোমাদের কষ্ট হয়। আর যদিই একান্ত সর্ব্বগুণে গুণবান্ অর্থাৎ ধনেমানে কুলেশীলে শ্রেষ্ঠ ছেলেকে তোমার সাধের জামাতা করিবার বাসনা থাকে, তবে যেমন করিয়াই হউক, যৎকিঞ্চিৎ রজতখণ্ড খরচ করিয়া এই কুলীনপুত্রের মান ও মন উভয়ই রক্ষা কর।" এই ত গেল ভালছেলের পক্ষের কথা! আবার মুর্খছেলের বাপও তাঁহার গুণধর পুত্রের বিবাহে যৎকিঞ্চিৎ পাইবার আশা করেন, তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও অধিকাংশ স্থলে তাহা তাঁহার অবস্থার অতিরিক্ত, তথাপি ছেলে মুর্খ বলিয়া যে কিছু পাইবেন না, এমন কথা

পাছে উঠে, তজ্জন্ম তিনি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলেন, ছেলের বিবাহে ঘরথেকে খরচ করে এমন মূর্খ কে আছে? "মাছের তেলে মাছভাজার ন্যায় ছেলের বিবাহের টাকা ঐ বিবাহেই ব্যয় করিব।" এ সকল কথায় কোন উত্তর না দিয়া পুত্রবিক্রয়-প্রথার বিরুদ্ধবাদীগণ একপ্রকার নীরব থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের এ নীরবতা যে কোনপ্রকার সদুত্তরদানে অশক্ত বলিয়াই তাহা নহে। পরন্তু শিক্ষিত সমাজের মতি গতি নীচগামী দেখিয়াই বোধ হয় তাঁহারা মনের ক্ষোভে নীরব থাকেন।

স্বপক্ষবাদীদিগের এই সকল যুক্তি কায়স্থসম্প্রদায়ের বিবাহ-বাজারে ঢক্কানিনাদের ন্যায় সতত কর্ণ বধির করিতেছে। ইহাদের কোন কোন কথার সমর্থনকারী জনৈক * সুশিক্ষিত প্রবীণ সমাজ-সমালোচক মহাশয়ের মত সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। প্রবীণ সমালোচক মহাশয়ও পূর্ব্বোক্ত স্বপক্ষবাদীদিগের মতে মত দিয়া শেষে বলিতেছেন, "দোষ বরকর্ত্তার নয়, দোষ কন্যাকর্ত্তার। তিনি বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে কেন গিয়াছিলেন"? তিনি এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, তাহার কথার অনেক সারবত্তা আছে, যুক্তিও যে না আছে এমন নয়। তিনি স্বীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে এ সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অনেক কথা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; অপিচ তাঁহার দু'এক কথায় ছল ধরিয়া যে তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না এমন নয়! তিনি বলিতেছেন, "ভাল জিনিষের ভাল দর হইবে না তো কিসের হইবে?" ঠিক কথা, বাজারে ভাল জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা চড়াদরেই বিক্রীত হয়। নীলামেও পছন্দসহী জিনিষের খরিদ্দার অধিক থাকিলে উহাও উচ্চ-হারে বিক্রয় হইয়া থাকে। আর অতি নিকৃষ্ট জিনিষ অতি সুলভে বিক্রয় হয়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর বিবাহপ্রথা কি ক্রয়বিক্রয়ের সামিল? তাহা হইলে ইহার ন্যায় জঘন্য বর্ব্বরপ্রথা আর জগতের কোন সমাজেই নাই! আর এক কথা! আজকাল ভালছেলে বলি কাহাকে? বিশ্ববিদ্যালয়ের

* বঙ্গ সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের "সমাজতত্ত্ব" ১৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ২০২ পৃষ্ঠা পাঠ কর।

চাপরাসধারী ছেলেকে! কেন না সেই ছেলেই লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া পরিণামে উপার্জ্জনশীল এবং সম্পত্তিশালী হইয়া স্বীয় কুলের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন এরূপ আশা হয়। এই শ্রেণীর ছেলেদের প্রবীণ সমালোচক মহাশয় "কুলীন" (শ্রেষ্ঠ) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু লেখা-পড়া শিখিলে সকলেই যে বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইবেন, এমন কথা কি আছে? অবশ্য লেখাপড়া শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ হইয়া লোকে একদিকে যেমন দেশের ও দশের মধ্যে একজন হইয়া থাকেন, অপর দিকে সেইরূপ লেখাপড়া শিখিয়াই তেমনি লোকে "বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদিগ্‌গজ" হইয়া উঠেন! অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই দুর্ব্বিনীত যথেচ্ছাচারী লঘুগুরুজ্ঞানহীন পিতৃমাতৃদ্রোহী মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া থাকে। এখন বলুন দেখি, এই শ্রেণীর লেখাপড়া জানা লোক কি কুলীন (শ্রেষ্ঠ) আখ্যা পাইবার যোগ্য?—না যথাসর্ব্বস্ব পণ দিয়া ইহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গবিভূষিতা সালঙ্কারা কন্যাসম্প্রদান করা উচিত? অবশ্য লেখাপড়া জানা লোকের ভিতর পরিণামে কে ভাল বা মন্দ দাঁড়াইবে—তাহা কেহ বলিতে পারে না, মেয়ের অদৃষ্টগুণে পাত্র ভালমন্দ হইয়া থাকে—ইহা সত্য কথা! মেয়ের বাপমা হয় ত "ভালঘর ভালবর" দেখিয়া বিবাহ দিলেন, ভাল ছেলের লোভে পড়িয়া—মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে ভাবিয়া, অনেক টাকা খরচ করিলেন, শেষে কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিল! ছেলের অপরিণামদর্শিতার ফলে হয় ত মেয়েকে ভিখারিণী হইতে হইল—আর হয় ত অভাগিনী কন্যা "সধবায় বিধবা" হই-লেন! এরূপ ক্ষেত্রে লেখাপড়া জানার গৌরব কি রহিল? সুতরাং বলিতে হয় "কুলীনের সমস্ত গুণ বিদ্যা" (লেখাপড়া জানা) নহে; পরন্তু ছেলেকে নবধা কুললক্ষণসম্পন্ন অর্থাৎ বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র বংশ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভাল হইতে হইবে। প্রবীণ সমালোচক মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন। এহেন নবধাকুললক্ষণসম্পন্ন পুত্রে কন্যা না দিয়া যিনি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাসের সংখ্যা গণিয়া মেয়ের বিবাহ দেন, তিনি যে মহা ভুল করেন এবং তাহার সেই বিষম ভুলের জন্য পরিণামে যে তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা অপেক্ষা উপার্জ্জনশীল অথবা সম্পত্তিশালী পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে অপেক্ষাকৃত সুলভে হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতেও

ভবিষ্যতে অমঙ্গলের ভয় আছে। প্রথমতঃ সম্পত্তিশালীর পুত্রের আশা করিতে গেলেও সেই টাকার কথা আসিয়া পড়ে। কেন না টাকা আর বিদ্যা উভয়ই তুল্যমূল্য, উভয়েরই দাবীদাওয়া সমান। কিন্তু ইহাতেও কন্যার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভয় আরও বেশী। কারণ সম্পত্তিশালীর পুত্র প্রায়ই চরিত্র-দোষে কলঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহারই ফলে তাহারা ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব (গরীব) হইয়া পড়ে—সে অতুল সম্পত্তি "দেব অংশে"র ন্যায় কোথায় উড়িয়া যায়। তথাপিও লোকে কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সম্পত্তিশালীর পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন। ইঁহাতেও দেনাপাওনা বড় সামান্য হয় না। সুতরাং কায়স্থের বিবাহের প্রধান কথা পয়সা। এখন কথা এই, ছেলে ভাল হইলেই যে তাঁহাকে নগদ অর্থ দিয়া জামাতৃরূপে বরণ করিতে হইবে, এমন অভাবনীয় কথা শাস্ত্রে নাই। যাহা শাস্ত্রে নাই, তাহা হিন্দুমাত্রেরই সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অধিকন্তু বহুদিন হইতে যদি এমন অবৈধ প্রথার প্রচলন হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা যদি সমাজ বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হয়, তবে সে প্রথার সংস্কার হওয়া উচিত। জিজ্ঞাসা করি, হে হিন্দু সামাজিকবর্গ! ছেলের বিবাহে নগদ অর্থ না লইলে কি সে বিবাহ সিদ্ধ নয়! না অর্থ না থাকিলে ভাল মন্দের বিচার হওয়া অসম্ভব? তবে নগদ অর্থই কি বিবাহবিপণীর সামাজিক কষ্টিপাথর? দেনা পাওনায় কম বেশীতে যাহারা ছেলে ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করেন, তাহাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি অতি অল্পই আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, হিন্দুবিবাহ কি তবে সহজাতমূলক ব্যাপার নহে? তবে কি ইহা বিলাতী চুক্তিমূলক বিবাহ? আর বর বেচারী বুঝি বিলাতী পণ্য দ্রব্যের সামিল? এরূপ সংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া না ভাবিলেও ইহা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

হিন্দু বিবাহ ব্যাপারে আদানপ্রদান কার্য্য কে কি ভাবে দেখিয়া থাকেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যে প্রধানতঃ ধর্ম্ম কর্ম্মে কিছু দান করিতে হয়। এইজন্য দান হিন্দুধর্ম্মের প্রধান মঙ্গলময় ও পুণ্যময় কার্য্য। শ্রাদ্ধে দান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান এবং সে দান ভূরি পরিমাণ হইলেও তাহার সহিত নগদ অর্থের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দাতার সামর্থ্যানুসারে দান করাই শাস্ত্রবিহিত কার্য্য। তাই "যৎ-

কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য যথাসম্ভব" ইত্যাদি মন্ত্র হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ, সামাজিক ব্যাপারেও দান করিবার বিধি আছে। কন্যাকে পাত্রস্থ করার নাম সম্প্রদান, সাধারণ নাম বিবাহ! এই শুভ কার্য্যকে মঙ্গলজনক করিবার জন্য কন্যাকর্ত্তার যৌতুক স্বরূপ কিছু না কিছু দান করিতে হয়। এরূপ দান যে অবস্থাসাপেক্ষ তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট আয়ের কোন কথাই নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চিরকালই আছে। কৌলীন্যপ্রথার প্রাধান্যকালে বঙ্গের হিন্দু জমিদার প্রধানতঃ কায়স্থ জমিদারদিগের মধ্যে কুলীনের ছেলেকে কন্যা সম্প্রদান করিবার সময়ে কন্যাকর্ত্তা যৌতুকস্বরূপ কিছু জমাজমি অথবা "তালুক মুলুক" দান করিতেন। ইংরাজ আগমনের সময় কলিকাতার শোভাবাজার রাজবংশ ও স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল সরকার মহাশয় ও অন্যান্য সম্পত্তিশালী কায়স্থ জমিদার কন্যাদিগের বিবাহ উপলক্ষে যৌতুকস্বরূপ প্রভূত সম্পত্তি দান করিয়া বহুদূর দেশ হইতে কয়েক-ঘর কুলীন কায়স্থ সন্তানকে আনয়ন করিয়া কলিকাতায় বাস করাইয়াছিলেন। এখন কিন্তু কন্যার বিবাহে ধনী পিতা সেরূপ দান করেন না বটে, বরং তৎপরিবর্ত্তে নগদ অর্থ অথবা কোম্পানীর কাগজ, বহুমূল্য অলঙ্কার ও আসবাব প্রভৃতির আতিশয্যে তাহাদিগকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। যাহার আছে, সে জলের ন্যায় খরচ করে করুক তাহাতে সমাজের বিশেষ কোন কষ্ট নাই, পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার মেয়ে ও জামাতাকে দিবেন ইহা অপেক্ষা আর সুখের কথা কি আছে! কিন্তু এরূপ সম্পত্তিশালী লোকের সংখ্যা কায়স্থ-সমাজে কয় জন? কায়স্থসমাজের অবস্থা এখন যে শোচনীয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মুষ্টিমেয় ধনীর আচার ব্যবহার লইয়া সামাজিক বিচার বিতর্ক করা চলে না। সমাজে গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক, ইহাদের লইয়াই সমাজ; সুতরাং সামাজিক কথার আলোচনা করিতে গেলে ইহাদের কথায়ই আলোচনা করিতে হয়। আসল কথা, ইহাদিগকে ঘর হইতে কিছু নগদ অর্থ বাহির করিতে হইলেই ইহাদের বিষম কষ্ট হয়। বস্তুতঃ নগদ কথাটাই যত অনর্থের মূল। এই নগদ অর্থ গ্রহণ প্রথাই অধুনাতন বঙ্গীয় কায়স্থসমাজকে অতি হীন করিয়া তুলিয়াছে। এই হীন প্রথা

তিরোহিত না হইলে আর কায়স্থসমাজের মঙ্গলের কোন আশা নাই। বিবাহ ব্যাপারে উভয়পক্ষ বর ও ক'নেকে যদি একান্তই কিছু দান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তাহা দাতার স্বেচ্ছানুরূপ হওয়াই প্রার্থনীয়। তাহা না হইয়া কালীঘাটের বলিদানের নিরীহ জীব (?) ব্যবসায়ীর ন্যায় বরের বাপ ছেলের বিবাহে একটা অসম্ভব নির্দ্দিষ্ট উচ্চহারের দাবি করিয়া যে কোট করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা যে ঘোর অত্যাচারমূলক ও বর্ব্বরতার নামান্তর তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বলিতে কি এ হেন প্রথায়ও আবার সমর্থনকারী এই অতি সভ্য কায়স্থসমাজেও বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা কষ্ট কল্পনায় ক্ষীণ যুক্তির সাহায্যে সভাস্থল অথবা সংবাদপত্রস্তম্ভ কিম্বা সুহৃৎ-সম্মিলনী প্রতিধ্বনিত করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে এই অর্থগ্রহণপ্রথার সমর্থনে স্বীয় "অর্থপিশাচত্ব" জাহির করিতে কিছু মাত্র লজ্জিত হন না।

কায়স্থ-সম্প্রদায়ের এই কুপ্রথার প্রচলন স্রোত বন্ধ করিবার জন্য আমাদের বিবেচনায় প্রধান উপায় জাতীয় ধনবল-বৃদ্ধিকরণ। কায়স্থ সম্প্রদায়ের দারিদ্র ভাব যতদিন না বিদূরিত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের কোন অভাব ঘুচিবে না। কিন্তু তাহাও আবার বলি, চাকরীতে দারিদ্র ঘুচিবেনা। দারিদ্র ঘুচাইতে হইলে "নাপার্জ্জিমানের ব্যবস্থার" ন্যায় চাকরীকে দেখিতে হইবে অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় না হইলে তখন চাকরীর চেষ্টা করিবে। যাহাহউক যত দিন না ধনবল বৃদ্ধি হয়, ততদিন নিম্নের উপায়গুলি অবলম্বিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অনেক রোগ যেমন চিকিৎসকের বিধি ব্যবস্থায় আরাম হয় না অথচ টোট্‌কা ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়, তেমনি কায়স্থদিগের বর্ত্তমান সামাজিক নিদানে ইহার কোন বিধান নাই দেখিয়া আমরা নিম্নের লিখিত কয়েকটী "টোটকার" ব্যবস্থা করিলাম। আশা করি, এই অব্যর্থ টোটকাগুলি বিষম ব্যাধিগ্রস্ত কায়স্থ সম্প্রদায়কে নিরাময় করিবে। (১) অস্বাভাবিকতার বিনাশ সাধন অর্থাৎ অবস্থাহীনের অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে বিরত হওন। (২) উভয় পক্ষের পছন্দ হইলে পর দেনা পাওনা সম্বন্ধে কন্যাকর্ত্তার উপর ভার অর্পণ। (৩) নগদ অর্থ গ্রহণে বিরাগ প্রদর্শন। (৪) হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় শাস্ত্রদর্শী ধার্ম্মিক এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের অভ্যুত্থান ও হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব ভার

গ্রহণ। ঐ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা এইরূপ শাস্ত্রানুশাসন প্রচার করিতে হইবে যে, যে হিন্দু সন্তান (কায়স্থ) পুত্রের বিবাহে নগদ অর্থ গ্রহণ করিবে, তাহার কোন অনুষ্ঠানেই কোন ব্রাহ্মণ (গুরু পুরোহিত) উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। থাকিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই বিধি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটী অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারে। তৃতীয় বিধিতে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের কথা থাকায় স্বার্থপর কায়স্থ সমাজ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় বিধিতেও যখন স্বার্থত্যাগের গন্ধ আছে, তখন তাহাও কায়স্থ-সামাজিকবর্গ কর্ত্তৃক গ্রহণীয় হওয়া সম্ভবপর নহে। কেবল চতুর্থ বিধি দ্বারা কায়স্থ-সমাজে উপরি উক্ত বিধিত্রয় প্রচলন করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যতদিন না বঙ্গের ব্রাহ্মণ সন্তান পুনর্ব্বার আপনাদের সেই প্রনষ্ট ব্রহ্মণ্যশক্তির উদ্ধার করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন, ততদিন অবধি উক্ত বিধিচতুষ্টয় সহজে প্রচলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু হায়! বঙ্গের সে শুভ দিন কি আর আসিবে? আবার কি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী উদরান্নের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ফলাহারতত্ত্বকে সারজ্ঞান না ক'রয়া কেবল শাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎতত্ত্বের দ্বারা জগতের হিতের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবেন। এই নিরন্নদেশে সে আশা বৃথা, তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ এখনকার পাশ্চাত্য স্বাধীনতার ধ্বজাধারী নব্য শিক্ষিত কায়স্থসমাজ পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্ব কি আর স্বীকার করিবেন? কিন্তু যিনি হিন্দুসমাজে বাস করিয়া হিন্দু সন্তান বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেওয়া গৌরব বিবেচনা করিবেন, তিনি অবশ্যই সদ্‌ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যশক্তির নিকট চির দিনই অবনত থাকিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, হিন্দু সমাজের মূল মেরুদণ্ড ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের উন্নতির উপর অপরাপর শ্রেণীর, প্রধানতঃ কায়স্থের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। "প্রধানতঃ" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণের সহিত, কায়স্থের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, এত আর অন্য কোন সম্প্রদায়ের সহিত নয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণের উন্নতিতে কায়স্থের উন্নতি

এবং কায়স্থের উন্নতিতে ব্রাহ্মণের উন্নতি নির্ভর করিতেছে, কেননা আজিও কায়স্থের নিকটই ব্রাহ্মণের সম্মান অভ্রভেদী চূড়ার ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বোঝার উপর শাকের আটির ন্যায় আরও দুটী বিধি প্রচলিত হইতে পারে। (১) পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ হইলে যেমন সমাজে কেহ দোষ ধরে না, তেমনি কন্যাদিগের বিবাহও যদি অর্থের অভাবে অধিক বয়স পর্য্যন্ত না হয় এবং তাহাতেও সমাজ যদি কোন দোষ না ধরে, তবে পুত্রের (পাত্রের) দর কমিতে পারে। (২) ভাল ছেলেরা যদি বিবাহের দেনা পাওনার ভার কিছু দিনের জন্য আপনারা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও এই জবরদস্তি প্রথা বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু নগদ অর্থলোলুপ কায়স্থ সামাজিক-বর্গের বংশধরগণ কি নিঃস্বার্থ ভাবে এরূপ কাজ করিতে পারিবেন? কেন যে না পারিবেন, তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি না, কারণ তাহাতে তাঁহাদের যে লাভ নাই এমন নয়। তাহাতে তাঁহাদের প্রথম লাভ আপনার পছন্দানুসারে সুন্দরী স্ত্রীলাভ! ইহাত সামান্য লাভ নহে! দ্বিতীয় কন্যাকর্ত্তার নিকট (নগদ অর্থ বাদে) যৌতুকস্বরূপ যাহা পাওয়া যায়, তাহা বহু আদরণীয় হইবে। পাত্রের পক্ষে এটীও সামান্য প্রলোভন (লাভ) নহে, কিন্তু ইহাতেও একটা বিষম সমাজবিগর্হিত বিপ্লবের কথা আসিয়া পড়িতেছে। পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ বর্ত্তমানে ছেলের ইচ্ছানুসারে বিবাহ দেওয়াইবেন,তাহা সম্ভবপর নহে। কথনই হিন্দু সমাজ (কায়স্থসমাজ) ইহার সমর্থন করিবেন না। এই বিধিরও যে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে না, এমন নয়। কন্যাপক্ষের বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিবার ভার অভিভাবকগণের হস্তে রাখিয়া ক'নে পছন্দ ও পাত্রের প্রাপ্য (যৌতুকদান) অর্থাৎ ঘড়ী ঘড়ীর চেন্ আংটী প্রভৃতির পছন্দ পুত্রের উপর অর্পণ করিলে কন্যার অভিভাবকগণ কতকটা অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন এবং বোধ হয় কাজটা সমাজবিগর্হিত ও পিতা মাতার বিরাগের কারণ বলিয়া বিবেচিত না হইলেও হইতে পারে।

কায়স্থ সামাজিকবর্গকে ছাটিয়া যে তাঁহাদের বংশধরগণকে এই প্রস্তাবে প্রণোদিত করিতেছি, ইহা দেখিয়া যেন এমন কেহ মনে না করেন যে, আমরা সেই প্রাচীন হিন্দু কলেজের নব্য বঙ্গের (ইয়ং বেঙ্গলের) নেতা শিক্ষকপুঙ্গব "ডিরোজিওর" পদ গ্রহণ করিয়া আবার একটা সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা

করিতেছি; বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা ইহাও জানি যে নব্য যুবকগণই বঙ্গের জাতীয় উন্নতির এক মাত্র আশা ভরসার স্থল! এইরূপ বুঝিয়াই এতদ্দেশের কয়েক জন সহৃদয় স্বদেশহিতৈষী দেশের শিল্পোদ্ধারকল্পে উৎসাহ দিবার জন্য নানাপ্রকারে নব্য যুবকগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইহারই মধ্যে তাঁহারা যেন কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কেন না, দেখিতেছি যে নবপ্রতিষ্ঠিত কয়েকটী দেশীয় শিল্পবিপণিতে যুবক খরিদারগণ অধিক পরিমাণে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। ইহা অবশ্য সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই জীবন্ত উদাহরণ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, বিবাহব্যাপারে বিবাহযোগ্য যুবক (পাত্র) গণকে নগদ অর্থ গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারিলে হয়ত ভবিষ্যতে এই জঘন্য প্রথা লোপ হইতে পারে। কিন্তু হায়! আমাদের সে আশা কি পূর্ণ হইবে?

এক্ষণে হে কায়স্থ-সামাজিকবর্গ! আপনাদের সুশিক্ষিত সুসভ্য সম্প্রদায়ে বিবাহব্যাপারে পুত্রবিক্রয়রূপ যে জঘন্য বর্ব্বরপ্রথা প্রত্যহ সংঘটিত হইতেছে, তাহা বিদূরিত করিতে আপনারা এত কাতর কেন? অথচ দেখিতেছি, আপনারাই সংবাদপত্রের স্তম্ভে অথবা সভাসমিতিতে স্বীয় হস্ত ও মুখের কণ্ডুয়নপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। কার্য্যকালে অর্থাৎ স্ব স্ব পুত্রের বিবাহকালে যেন-তেন-প্রকারেণ যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিতে পারিলেই যেন আপনাদের জন্ম সফল বলিয়া মনে করেন। এটা কি নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণার কথা নহে! বস্তুতঃ ইউরোপের "দাস-ব্যবসায়ের" ন্যায় এই জঘন্য বর্ব্বরপ্রথা যতদিন আমাদের এই বঙ্গীয় বিরাট কায়স্থসমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, ততদিন আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ও উপনয়ন প্রথার পুনঃপ্রচলন করিয়া যতই কেন বড় হইবার চেষ্টা করি না, আমরা নিশ্চয়ই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করিব; আর ততদিন কায়স্থসভার মহৎ উদ্দেশ্যও কিছুতেই সফল হইবে না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মণঃ।

ব্রাত্য-রহস্য।

অতি প্রাচীনকালে যখন আর্য্যগণ নিজ বাসভূমি ছাড়িয়া পশ্চিমোত্তর দেশ হইতে উর্ব্বর পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন; যখন তাহাদের বাহুবলে ভারতের আদিমজাতিগণ পরাজিত হওয়ায় মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া নিবিড় জঙ্গলে, দুর্গম পর্ব্বতমালায় আশ্রয় লইয়া আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হয়, তখন সেই ঔপনিবেশিক আর্য্যগণ মধ্যে যে এখনকার মত জাতিভেদ প্রথা ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থনিচয় হইতে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক আর্য্যগণ আদিম কৃষ্ণবর্ণ দাসগণের অধিকৃত ভূভাগনিচয় কাড়িয়া লইয়া আপনাদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া লইয়া তাহার সুবন্দোবস্তের জন্য যখন সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন, তখন তাঁহারা যে একজাতি ছিলেন, সকলেই যে একমাত্র "বিশ্" নামে অভিহিত হইতেন, তাহা বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আধুনিক বিদ্বন্মণ্ডলীর মতে ঋগ্বেদই অতি প্রাচীন গ্রন্থ—ইহার পূর্ব্বরচিত অপর কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায়—ইহাই আমাদের আদিগ্রন্থ বলিয়া সকলের নিকট সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছে। এই ঋগ্বেদের রচনার প্রারম্ভকালে ভারতে যে চারি জাতি ছিল না—কেবলমাত্র আর্য্য ও অনার্য্য বা দস্যু নামে দুইটী-মাত্র জাতি ছিল, তাহা উক্ত মহাগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। (১) ঋগ্বেদ-রচনা-কালের শেষে আর্য্যগণ-মধ্যে ঋত্বিক্ বা পুরোহিত শ্রেণী, রাজপুরুষগণ ও সাধারণ, শ্রমজীবী বা ব্যবসায়ী লোক এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়াছিল। কিন্তু তখনও এই বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে আহারাদি বা

(১) আমি দস্যুজাতিকে আর্য্য এই নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। ঋগ্বেদ ১০।৪৯।৩। এই দস্যুজাতিই দাস জাতি নামে বৈদিক যুগে অভিহিত হইত। ঋগ্বেদ ৩।৩৪।২, ৪।২৮।৩-৪, ৪।৩০।২১, ৪।৩৮।১, ৫।২৯।১০, ৫।৩৪।১২, ৫।৪৫।৬, ৫।৭০।১, ৬।১৮।৩, ৬।২২।১০, ৬।২৫।২, ৬।৪৭।১, ১০।৪৭।১৮, ১০।৪৮।২, ১০।৪৯।৬, ১০।৫৪।১, ১০।৫৫।৮, ১০।৬২।১২, ১০।৬৯।৬, ১০।৭৫।৫-৭, ১০।৮৩।১,৩,৬; ১০।৮৬।১৯, ১০।৯৯।৬, ১০।১০২।৩ ১০।১৩৮।৩-৪, ১০।১৪৮।২।

বিবাহাদি ব্যাপার নিবিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং তখনও এই শ্রেণীত্রয়ে তিনটী জাতি হয় নাই; বরং এই সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) যাঁহারা ইহকাল ও পরকাল পর্য্যালোচনা, স্তুতি অভ্যাস ও সোমযাগ করিতেন, তাঁহারাই স্তোতা হইতেন, জাতিগুণে স্তোতা হইতেন না। যাঁহারা ঐ সকল ধর্ম্ম-ক্রিয়া-সাধনে অশক্ত ছিলেন, তাঁহারা কৃষক বা তন্তুবায় হইতেন, জাতিদোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইতেন না। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধি বা কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, নচেৎ জন্ম অনুসারে কেহ কোন শ্রেণীভুক্ত হইতেন না; হইবেও তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদার কোনরূপ হানি ঘটিত না। কারণ ইচ্ছা করিলে উচ্চতর ব্যবসায় নিরত হইবার ক্ষমতা সকলেরই থাকায় ব্যবসানিবন্ধন কাহাকেও সমাজে হেয় হইতে হইত না।

আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদে যে "বর্ণ" শব্দের প্রয়োগ নাই, এরূপ কথা আমরা বলি না,—কারণ যেখানে উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ "রঙ্" ভিন্ন অন্য কোন ভাবব্যঞ্জক নহে। (৩) ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের

(২) ঋগ্বেদের ৮।৪৭।১৫ ঋকে মালাকার ও স্বর্ণকার, ৯।১১২ সূক্তে ছুতার, বৈদ্য, কর্ম্মকার, স্তোত্রকার, যবভর্জনকারিণী প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও উহা যে জাতিত্ববোধক নহে, তাহা উক্ত নবমমণ্ডলের ১১২ সূক্তের ৩য় ঋক্ পাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কারণ উক্ত ঋকে আছে "আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জনকারিণী। সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীরা গোষ্ঠে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনার্থ তোমায় পরিচর্য্যা করিতেছি।" ভারতে জাতিবিধিসৃষ্টি হইবার পর স্তোত্রকারের পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা যবভর্জনকারিণী হইতে পারিতেন না। ঋগ্বেদরচনাকালে এরূপ অস্বাস্থ্যকর বিধি ছিল না। সুতরাং তৎকালীন স্তোত্রকারগণই জাত্যংশে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ ধারণা মনোমধ্যে স্থান পায় না। উঁহাদিগকে যে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া মানিতে হইবে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগও নাই, বরং উহারা যে একটী ব্যবসায়ী শ্রেণী মধ্যে গণিত ছিল, তাহা বলিলে কোনরূপে দোষ আইসে না। এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের প্রায় সকলস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাঁহারা ঋষি তাঁহারাই যোদ্ধা, যাঁহারা যোদ্ধা তাঁহারাই স্তুতিকারী ঋষি—সুতরাং তৎকালে স্তোতা ও যোদ্ধৃগণের ভিন্ন ভিন্ন "জাতি" যে সৃষ্ট হয় নাই—ইহাও একটী জ্বলন্ত প্রমাণ।

(৩) ঋগ্বেদের ১।১০০।১৮ ঋকে শ্বেতবর্ণ ও ৩।৩৪।৯ ঋকে "হত্বী দস্যূন্ প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ" (দস্যুগণকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।) অনার্য্যগণ সম্বন্ধে ৩।৩১।২১ "কৃষ্ণান্";

দেহের বর্ণ আর্য্যগণের দেহের বর্ণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকায় আর্য্য ও অনার্য্য জাতি বুঝাইবার জন্য "বর্ণ" শব্দের উল্লেখ উক্ত মহাগ্রন্থের ২।১ স্থলে পাওয়া যায়, নচেৎ উহা যে আধুনিক ব্রাহ্মণাদি জাতি-বাচক শব্দদ্যোতক তাহা নহে। আজ কাল যেমন "ব্রাহ্মণ" শব্দে যজনযাজনধর্ম্মবিশিষ্ট জাতি বুঝায়, তখন উহা ঐরূপ কোন স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইত না। ঋগ্বেদের ৬।৭৫।১০ ঋকে "ব্রাহ্মণাস", ৭।১০৩।১ ঋকে "ব্রাহ্মণাঃ", ৭।১০৩।৮ "ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ ব্রাহ্মণাসঃ" (স্তুতিকারী স্তোতারা), ১০।৭১।৮ ঋকে "ব্রাহ্মণাঃ" (ব্রহ্ম অর্থাৎ স্তোত্র তৎ উচ্চারণকারী স্তোতা) ও ঐ সূক্তের নবম ঋকে "ন ব্রাহ্মণাসঃ ন সুতে করাসঃ" (যাহারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না) "ব্রাহ্মণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় সায়ণ উহা জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও উহা যে ঐ সকল স্থলের উপযোগী অর্থপ্রকাশক নহে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই কিঞ্চিৎ আয়াস-স্বীকার-সহকারে অর্থ-বোধের চেষ্টা করিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ সকল স্থলে "ব্রাহ্মণ" অর্থে যে স্তোত্রকার তাহা সহজেই বুঝা যায়। আবার ঋগ্বেদের ৮।১১।৬ ঋকে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" বাক্যে বিপ্র শব্দের উল্লেখ থাকায় অনেকে ভাবিতে পারেন উহা জাতিবাচক, ফলতঃ তাহা নহে। ঐ স্থলে "বিপ্র" অর্থে "মেধাবী"। আর যদি "বিপ্র" অর্থে ব্রাহ্মণ জাতি ধরা হয়—তাহা হইলেও অর্থের দোষ ঘটে। কারণ পরবর্ত্তী কালে অগ্নিদেবকে ক্ষত্রিয় জাতিরূপে দেবসভায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৭।৬৪।২ ঋকে "ক্ষত্রিয়" ও ৭।৮৯ সূক্তে "সুক্ষত্র" শব্দের উল্লেখ থাকিলেও উহারা যে জাতি-বাচক শব্দ নহে, তাহা বেদাধ্যায়ীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঐ সকল স্থলে

৪।১৬।১৩ "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা সহস্রা" ৯।৭৩।৫ যে কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে ইন্দ্র দেখিতে পারেন না, তাহার ক্ষমতাবলে সেই কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে দূর করিয়া দেয়। ঐ সকল বর্ব্বরজাতিগণের উপর আর্য্যগণ যে সদয় ছিলেন না—তাহাদিগকে যে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন, তাহার প্রমাণ ১০।২২।৮ ঋকে পাওয়া যায় "অকর্ম্মা অমন্তঃ অন্যব্রতঃ অমানুষঃ" অর্থাৎ যজ্ঞহীন, কিছুই মানে না, স্বতন্ত্রক্রিয় ও মনুষ্যের মধ্যে গণ্য নহে। ৬।৩১।১৯ ঋকে "অদেবীঃ দ্রুহ" দেবশূন্য দ্রোহকারী ইত্যাদি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ৪।১৬ সূক্তের ৯-১০, ১২-১৪, ও ১৭-২০ ঋকে, ৪।৪৫।৬, ৯।৯২।৫, ৯।৯৭।৫৩-৪, ৯।৯৮।১১, ১০।২২।৮, ১০।২৭।২৩ ও ১০।৩৮।৩ ঋকে অনার্য্যগণের উল্লেখ আছে।

ঈশব "বলবান্" ও "অতিশয় বলবান" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐরূপ ৮।৩৫।১৮ ঋকে "বিশ্" শব্দও "লোকসকল" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১২ ঋকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নামোল্লেখ আছে। ঐ সূক্তটী অবিকৃত ভাবে অপর বেদত্রয়ে উদ্ধৃত হওয়ায় বেদ-চতুষ্টয়ে "শূদ্র" শব্দটী পাওয়া যায়। যজুর্ব্বেদের পুরুষমেধ অধ্যায়ে নরবলি-সম্বন্ধে যেখানে পশুর জাতির উল্লেখ আছে, তথায় ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিত্রয়ের সহিত শূদ্রের নামোল্লেখ আছে। এই সমস্ত পাঠে কি বলিতে হইবে যে বৈদিকযুগে জাতিভেদপ্রথা আর্য্যসমাজে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল? এই "শূদ্র" শব্দেই স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, তৎকালে আর্য্যগণ আপনা আপনি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং জাতিভেদপ্রথা বহুদিনের—এমন কি আর্য্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন—তখন হইতে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। যদি তাহা না হইবে, তবে "শূদ্র" শব্দের প্রয়োগ বেদের বিভিন্ন স্থলে দেখিতে পাই কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তটী অতি প্রাচীন কালে রচিত হয় নাই—বরং ঋগ্বেদের যত সূক্ত আছে, তাহাদিগের অপেক্ষা ইহা যে আধুনিক তাহা ভাষাবিৎ পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সায়ণ ও মহীধর এই সূক্তটী রূপক বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত সুধীমাত্রেই বলিবেন যে, ঐ সূক্তটী রচনা-কালে ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে ব্যবসায়দ্বারা, নিজ নিজ অনুষ্ঠিত জীবিকা-বৃত্তিদ্বারা চারিটী শ্রেণী দেখা দিয়াছিল—তাই সূক্তদ্রষ্টা এই শ্রেণিচতুষ্টয়কে বিরাট্ পুরুষের চারিটী অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত সূক্তটীর নবম ঋক্ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের রচনার পরে জাতি-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে যে পঞ্চজন (৪) পঞ্চক্ষিতি (৫) বা পঞ্চকৃষ্টির (৬) উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ভাষ্যকার যে পঞ্চজাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা

---

(৪) পঞ্চজন—ঋগ্বেদ ৬।১১; ৬।৫৪; ৮।৩২ ও ৯।৫৫

(৫) পঞ্চক্ষিতি—ঐ ১।৭, ১।১৭৬; ৬।৪

(৬) পঞ্চকৃষ্টি—ঐ ২।২।১০, ৪।৩৮।১০

বাস্তবিক আধুনিক বর্ণবাঞ্জক নহে। আর্য্যগণ যখন পশ্চিমোত্তর দেশ হইতে ভারতে আসিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে পঞ্চনদতীরে উপনিবেশস্থাপনপূর্ব্বক আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা যথাক্রমে যদু, তুর্ব্বশ্, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু নামে অভিহিত হন।(৭) এই শব্দপঞ্চই বৈদিক যুগে মনুষ্য(৮) শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা মুনিবর যাস্কের(৯) নিরুক্ত হইতে জানা যায়। পরবর্ত্তীকালে পৌরাণিকগণ ঐ পঞ্চজনকে যে রাজর্ষি যযাতির পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া, তত্তৎ হইতে যে পঞ্চবংশের বিস্তার হইয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর্য্যগণের এই পঞ্চশাখার মধ্যে পৌরবগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। পৌরাণিকগণ রাজর্ষি যযাতির উপাখ্যানে পৌরববংশীয় আর্য্যগণ কিরূপে সিংহাসন পাইলেন, তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্বৃত্তান্ত পাঠে বুঝা যায় যে, রাজর্ষি যযাতির যদুপ্রমুখ পুত্র-চতুষ্টয় তাঁহার জরাগ্রহণে অসম্মত হওয়ায় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত তথা অভিশপ্ত হন, কিন্তু তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরাগ্রহণে সম্মত হওয়ায় রাজপদ প্রাপ্ত তথা সুসমৃদ্ধবংশের প্রতিষ্ঠাতা হন।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৯০ সূক্তটী পুরুষসূক্ত নামে অভিহিত। উক্ত সূক্তের দ্বাদশ ঋক্‌টী এই—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয়কে রাজন্য (ক্ষত্রিয়) করা হইল, উরুদ্বয় বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। এ স্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিদ্যমানতা—অস্তিত্ব বিরাট্‌পুরুষের দেহবিভাগের পূর্ব্বে যে ছিল, তাহা

(৭) ঋগ্বেদের প্রথমমণ্ডল ৫৯, ১০৮, ১৩০ ও ষষ্ঠমণ্ডলের ২০শ সূক্তে যদু আদি পঞ্চজাতির উল্লেখ আছে।

(৮) নিরুক্তে এই পঞ্চবিংশতি শব্দ মনুষ্য-বোধক—অনু, আয়ু, কৃষ্টি, ক্ষিতি, চর্ষণি, জগৎ, জন্তু, তন্ম্যাষ, তুর্ব্বশ্, দ্রুহ্য, ধব, নর, নহুষ, পঞ্চজন, পুরু, পৃতনা, মনুষ্য, মর্ত্ত, মর্ত্ত্য, মর্য্য, যদু, বিবস্বান্, বিট্, ব্রাত ও হরি।

(৯) যাস্ক মুনি বৈদিক অভিধান প্রণয়ন করেন।

স্পষ্টই বুঝা যায়, তবে শূদ্রসম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। "শূদ্র বিরাট্‌পুরুষের পদ হইতে উৎপন্ন হইল" বাক্যে বুঝাইতেছে যে, এই সূক্তটী যখন রচিত হয় তাহার কিছু-কাল পূর্ব্বে বা তৎসময়ে ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে শূদ্র বলিয়া এক শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে আর্য্যসমাজ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সমাজের উন্নতি-সাধনে নিরত ছিলেন। যজ্ঞাদি দেবকার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বা স্তোত্রকার, রাজ্যশাসন ও শত্রুদমন জন্য ক্ষত্রিয় বা রাজন্য, কৃষি-কার্য্য ও ব্যবসায় করিয়া দেশের ধনাগম যাহাতে হয় তাহার সুবিধানকরণার্থ বৈশ্য, এবং শিল্প ও সেবাদি কার্য্যজন্য শূদ্র শ্রেণীর আবির্ভাব স্বতঃই হইয়াছিল। যে যে শ্রেণীতে যাহার কার্য্যকুশলতা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল, তিনি সেই সেই শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে যত্নপর হন। দেবগণকে কি ভাবে যজ্ঞে আহ্বান করিতে হয়, যজ্ঞের অনুষ্ঠানই বা কিরূপে করিতে হয়—কিরূপ স্তোত্র কখন পাঠ করিতে হয়, তাহার বিধি যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইতেন। যাঁহারা বলবিক্রমে শত্রুগণকে পরাজয়পূর্ব্বক দেশের শান্তি ও সুবিধান-সংস্থাপনে নিরত ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেন। কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় সমাজের প্রধান অবলম্বন—যাঁহারা উক্ত কার্য্যনিচয়ে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারাই বৈশ্য নামে অভিহিত হন। উপরোক্ত শ্রেণীত্রয়ের পরিচারণা বা সেবার জন্য যে সকল আর্য্যগণ নিরত থাকিতেন, তাঁহারাই শূদ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহারা জন্মগত কোন জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন না। কারণ উক্ত সূক্ত হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীচতুষ্টয় মূলতঃ এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন। তবে তাহাদের উৎপত্তি স্থানের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে তাহাদের সম্মানের—সামাজিক মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ—তারতম্য ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হইয়া-ছিল। স্তোত্রাদি রচনা ও মন্ত্রপ্রয়োগাদি মুখের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া স্তোত্রকার বা ব্রাহ্মণগণ বিরাট্‌পুরুষের মুখরূপে কল্পিত হইয়াছেন। বাহুবলে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগদ্বারা দুষ্টের দমন ও রাজ্যশাসন সংঘটিত হয় বলিয়া তদ্বলে বলী রাজন্যগণ বিরাটের বাহু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। দেহমধ্যে উরুদ্বয় দৃঢ়—উহা দৃঢ় না হইলে উত্তমাঙ্গ স্থির থাকিতে পারে না,—সুতরাং উহা দেহের উর্দ্ধভাগের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ,—তাই সমাজের প্রধান অবলম্বন-

স্বরূপ কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী বৈশ্য জাতি বিরাটপুরুষের উরুরূপে কল্পিত হইয়াছেন। উৎসাহ ও সজীবতার জীবন্ত মূর্ত্তি পদযুগল—প্রকৃত কৃষিজনের উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর সমস্ত সমাজ নির্ভর করে—তাই শূদ্রগণ বিরাটপুরুষের পদরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জাতিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য কোন কথায় উল্লেখ নাই। আবার ব্রাহ্মণাদি শব্দের উল্লেখ থাকিলেও উহাদের সহিত 'বর্ণ' বা জাতি শব্দের উল্লেখ না থাকায় ঐ ব্রাহ্মণাদি শব্দ জাতি-সংজ্ঞক কি ব্যবসায়ী শ্রেণী-বোধক তাহাও স্থির করা সুকঠিন। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, যখন ঔপনিবেশিক আর্য্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হন, তখন ব্রাহ্মণগণকে সমাজের শীর্ষস্থান, ক্ষত্রিয়গণকে তন্নিম্নপদ ও বৈশ্যগণকে ক্ষত্রিয়ের নিম্নে আসন দেওয়া হয়; সুতরাং শূদ্রগণ আর্য্যসমাজের সর্ব্বনিম্নস্তর-রূপে গণ্য হইলেন। কিন্তু এই চারিশ্রেণী যে এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার অবান্তর প্রমাণ তাঁহাদের ভাষা। ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের ভাষার কোনরূপ বিভিন্নতা বা পার্থক্য ছিল না, সকলেই যে এক ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা পরবর্ত্তিকালের ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থ মহাভারতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে—

"ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী ॥"

(শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)

কিন্তু অনার্য্যগণের ভাষা আর্য্যগণের ভাষা হইতে যে স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন ছিল তাহার প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট উদ্ধার করা যাইতে পারে। ফলতঃ, সেই সময়ে আর্য্যগণের সামাজিক আচার-ব্যবহারাদি যেমন বিভিন্ন, তাহাদের ভাষারও তেমন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। যদি শূদ্রগণ আর্য্যসম্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের ভাষাও পৃথক্ হইত—তাহা যখন ছিল না—তখন শূদ্রগণও যে আর্য্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করা যুক্তি-যুক্ত নহে। আবার বেদের কোন স্থলেও অনার্য্যগণকে শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত করা হয় নাই। তবে কেমন করিয়া শূদ্রগণকে অনার্য্য বলা যাইতে পারে, ইহা সুধীজনমাত্রেরই বিবেচ্য।

এই জাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে মনুসংহিতাপ্রমুখ স্মৃতিগ্রন্থেও উল্লেখ আছে—ভগবন্মনু বলিয়াছেন,—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥" মনু ১।৩১।

হারীত-সংহিতায় আছে,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোঃ বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ ॥১২
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ" ।১৩

হারীত-সংহিতা ১ম অধ্যায়।

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

সুতরাং উপরে উদ্ধৃত বাক্যত্রয় হইতে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে, চাতুর্ব্বর্ণের মূল এক। একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে জাতিচতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়া বিশাল ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে। পুরাণাবলী এই জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এক মত না হইলেও মূলতঃ সকলই যে এক হইতে উৎপন্ন, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥"

মৎস্যপুরাণে ১৪৪ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—

"যথা কৃতযুগে পূর্ব্বমেকবর্ণমভূৎ কিল।
তথা কলিযুগস্যান্তে শূদ্রীভূতাঃ প্রজাস্তথা ॥ ৮। (মৎস্য ১৪৪ অ)
"তেষু বৈ মধ্যমো বিষ্ণুঃ সত্ত্বদেহঃ সনাতনঃ।
তস্যাভবন্ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদসমাশ্রয়াঃ ॥
বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজারক্ষণহেতবে :
উরুতো বণিজো জাতা ধনরক্ষণহেতবে ॥
ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতাস্তু পাদতঃ ॥" (বৃহদ্ধর্ম্ম উত্ত০ খ০)

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৯৬ অধ্যায়ে আছে—

"মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥"

আবার উক্ত মহাভারতেরই শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়ে দেখা যায়—

স্বরূপ কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী বৈশ্য জাতি বিরাটপুরুষের উরুরূপে কল্পিত হইয়াছেন। উৎসাহ ও সজীবতার জীবন্ত মূর্ত্তি পদযুগল—প্রকৃত কৃষিজনের উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর সমস্ত সমাজ নির্ভর করে—তাই শূদ্রগণ বিরাটপুরুষের পদরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জাতিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য কোন কথার উল্লেখ নাই। আবার ব্রাহ্মণাদি শব্দের উল্লেখ থাকিলেও উহাদের সহিত 'বর্ণ' বা জাতি শব্দের উল্লেখ না থাকায় ঐ ব্রাহ্মণাদি শব্দ জাতি-সংজ্ঞক কি ব্যবসায়ী শ্রেণী-বোধক তাহাও স্থির করা সুকঠিন। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, যখন ঔপনিবেশিক আর্য্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হন, তখন ব্রাহ্মণগণকে সমাজের শীর্ষস্থান, ক্ষত্রিয়গণকে তন্নিম্নপদ ও বৈশ্যগণকে ক্ষত্রিয়ের নিম্নে আসন দেওয়া হয়; সুতরাং শূদ্রগণ আর্য্যসমাজের সর্ব্বনিম্নস্তররূপে গণ্য হইলেন। কিন্তু এই চারিশ্রেণী যে এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার অবান্তর প্রমাণ তাঁহাদের ভাষা। ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের ভাষায় কোনরূপ বিভিন্নতা বা পার্থক্য ছিল না, সকলেই যে এক ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা পরবর্ত্তিকালের ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থ মহাভারতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে—

"ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী ॥"

(শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)

কিন্তু অনার্য্যগণের ভাষা আর্য্যগণের ভাষা হইতে যে স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন ছিল তাহার প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট উদ্ধার করা যাইতে পারে। ফলতঃ, সেই সময়ে আর্য্যগণের সামাজিক আচার-ব্যবহারাদি যেমন বিভিন্ন, তাহাদের ভাষারও তেমন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। যদি শূদ্রগণ আর্য্যসম্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের ভাষাও পৃথক্ হইত—তাহা যখন ছিল না—তখন শূদ্রগণও যে আর্য্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আবার বেদের কোন স্থলেও অনার্য্যগণকে শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত করা হয় নাই। তবে কেমন করিয়া শূদ্রগণকে অনার্য্য বলা যাইতে পারে, ইহা সুধীজনমাত্রেরই বিবেচ্য।

এই জাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে মনুসংহিতাপ্রমুখ স্মৃতিগ্রন্থেও উল্লেখ আছে—ভগবন্মনু বলিয়াছেন,—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥" মনু ১।৩১।

হারীত-সংহিতায় আছে,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বো বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ ॥১২
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্টা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ" ।১৩

হারীত-সংহিতা ১ম অধ্যায়।

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

সুতরাং উপরে উদ্ধৃত বাক্যত্রয় হইতে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের মূল এক। একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে জাতিচতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়া বিশাল ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে। পুরাণাবলী এই জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এক মত না হইলেও মূলতঃ সকলই যে এক হইতে উৎপন্ন, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্যে একাগ্নির্বর্ণ এব চ ॥"

মৎস্যপুরাণে ১৪৪ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—

"যথা কৃতযুগে পূর্ব্বমেকবর্ণমভূৎ কিল।
তথা কলিযুগস্যান্তে শূদ্রীভূতা প্রজাস্তথা ॥ ৮। (মৎস্য ১৪৪ অ)
"তেষু বৈ মধ্যমো বিষ্ণু সত্ত্বদেহঃ সনাতনঃ।
তস্যাভবন্ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদাসমাশ্রয়াঃ ॥
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজারক্ষণহেতবে;
উরুতো বণিজো জাতা ধনরক্ষণহেতবে ॥
ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতাস্তু পাদতঃ ॥" (বৃহদ্ধর্ম্ম উত্ত০খ০)

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৯৬ অধ্যায়ে আছে—

"মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥"

আবার উক্ত মহাভারতেরই শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়ে দেখা যায়—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥”

কর্ম্মানুসারে বর্ণতা লাভ হয় তৎপ্রমাণও স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। বশিষ্ঠ সংহিতায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের লক্ষণ এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

“যোগস্তপো দমো দানং সত্য শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥” বশিষ্ঠ সং, ৬।২১।
“দীর্ঘবৈরং অসূয়াঞ্চ অসত্যং ব্রহ্মদূষণম্।
পৈশুন্যং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ জানীয়াচ্ছূদ্রলক্ষণম্ ॥” বশিষ্ঠ, ৬।২৪।

এই শূদ্র লইয়া পুরাণাবলীর মতান্তর সবিশেষ দেখা যায়। কোন পুরাণকার বলেন শূদ্রেরা ব্রহ্মার পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অপর বর্ণত্রয় হইতে নিকৃষ্ট জাতি। কেহ বলেন,“ব্রাহ্মকল্পে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়—সকলেরই সাম্যভাব থাকায় উচ্চনীচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের একের আধিক্যনিবন্ধন অপর গুণদ্বয়ের অপ্রকাশহেতু উচ্চ ও নীচ বৃত্তি উদ্ভূত হওয়ায় জাতিচতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার অঙ্গবিশেষ হইতে জন্মনিবন্ধন জাতিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্ভাবিত হয় নাই—শুদ্ধ গুণত্রয়ের একের প্রভাব ও অপরের অভিভবহেতু উৎকৃষ্ট বর্ণবিভাগ ঘটিয়াছে। এই সকল পৌরাণিক মত হইতে যাহা জানা যায়, তাহা যে বৈদিক যুগের প্রচলিত মতের অনুরূপ তাহা বলাবাহুল্য মাত্র। বৈদিক যুগের অবসান-প্রায় কালেও আর্য্যগণ শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াও যে এক জাতি ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ব্যাপার যে অনায়াসে সংঘটিত হইত—এক শ্রেণীর পাত্র অপর শ্রেণীর কন্যাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিতেন, তাহাতে সামাজিকতার কোনরূপ হানি হইত না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে তাঁহাদের বৃত্তি অনুসারে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হইতেন এবং ঐ শব্দচতুষ্টয় যে জন্মগত জাতি-সংজ্ঞক নহে কিংবা আধুনিক বর্ণ-ব্যঞ্জক নহে,তাহার প্রমাণ উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। তখনও ব্রাহ্মণাদি শব্দ যাজক, সামরিক-ব্যবসায়ী বা কৃষী এবং সেবক শ্রেণী বোধক ছিল। কিন্তু পৌরাণিক যুগে এই শ্রেণীচতুষ্টয় বৃত্তিগত হইতে জন্মগত নির্দ্ধারিত হয়। তাহাও যে ২।১

শতাব্দীতে ঘটে নাই তাহার প্রমাণও পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। একোন কোন ঋষির মতে ব্রাহ্মণ জাত-মাত্র ব্রাহ্মণ। অপরের মতে “ব্রহ্মবংশে জন্ম পরিগ্রহমাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয় তাবৎ কাল ব্রাহ্মণ-তনয় শূদ্র-তুল্য। পাদ্ম উত্তরখণ্ড, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মনুসংহিতায় আছে—

“জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

আবার অত্রি মুনির মতে

“জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ ॥ ১৪০

ভগবন্মনু বলেন—

“ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে ॥১৭২
কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥” ১৭৩

মনু সং, ২য় অধ্যায়।

“মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্। ৩৭ তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা ত্বাচার্য্যঃ ॥ ৩৮ এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্। ৩৯ প্রাক্ মৌঞ্জিবন্ধনাৎ দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি।৪০—(বিষ্ণুসং ২৮ অ০)

“দ্বে জন্মনী দ্বিজাতিনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ।
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদ্বিধিবদ্‌গুরোঃ ॥ ২১
এবং দ্বিজাতিমাপন্নো বিমুক্তো বাচ্যদোষতঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ ॥২২ (ব্যাসসংহিতা ১ম অ)
“ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্তু বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ॥৬
আচার্য্যস্তু পিতা প্রোক্তঃ সাবিত্রী জননী তথা।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাঞ্চৈব মৌঞ্জিবন্ধনজন্মনি ॥৬

বিপ্রা শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।
যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্ ॥৮ শঙ্খ সং ১ অ০।
ন হ্যস্য বিদ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
বৃত্ত্যা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো যাবদ্বেদে না জায়তে ॥ বশিষ্ঠসং ২য় অ০।
যদ্যুপনয়তি যৎসাধু করোতি।—বশিষ্ঠ ঐ
মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৯।
জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ স্কন্দপুরাণ।
জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবদ্ যাবদষ্টৌ সমা বয়ঃ।
স হি গর্ভসমো জ্ঞেয়ো ব্যক্তিমাত্রপ্রদর্শিতঃ ॥৪
ভোক্ষ্যাভোক্ষ্য তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথানৃতে।
তস্মিন্ কালে ন দোষোঽস্তি স যাবন্নোপনীয়তে ॥৫
উপনীতস্য দোষোঽস্তি ক্রিয়মাণৈর্বিগর্হিতৈঃ।
অপ্রাপ্তব্যবহারোঽসৌ যাবৎ ষোড়শবার্ষিকঃ ॥"৬

আবার শূদ্রসম্বন্ধেও মহাভারতে পাওয়া যায়—"যে সকল দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাঁহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মদ্বারা পৃথক্কৃত দ্বিজগণই বর্ণান্তরে গিয়াছে। তাহাদিগের যজ্ঞক্রিয়া ও ধর্ম্ম নিত্য প্রতিষিদ্ধ নহে।" ব্রাহ্মণেরা বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভবশতঃ জ্ঞানহীন হইল, সেই শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই। ইহাই বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে।

"হিংসানৃতপ্রিয়াঃ লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণা শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তাঃ দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মযজ্ঞে ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥মহাভা°, শান্তি ১৮৮ অ০।

আবার উক্ত মহাগ্রন্থের অন্যত্র আছে, যে নিয়ত সর্ব্ববস্তু ভক্ষণে অনুরক্ত, সর্ব্বকর্ম্মকর, অশুচি, বেদত্যাগী ও অনাচারী সেই শূদ্র।

"সর্ব্বভোক্ষ্যরতি নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচি।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচার স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥" মহাশান্তি ৩৮ অঃ।

এই সকল ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে জাতিভেদ জন্মগত ছিল না। উহা যে বৃত্তি বা গুণগত, তাহা স্মৃতিকারগণও কহিয়াছেন।

"শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাস্তথৈব চ ॥" মনু ১০।৬৫।
"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥" মনু ১০।৪২
"বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।" গৌতম।
"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥"
মনু ১০।৪০, বিষ্ণু ১৬।১৭।
শূদ্রে চেদ্যস্তবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥
মহা, বন ১৮০।২৫।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥" ভাগবত ৭।১১।৩৫।

আবার গুণনিবন্ধন অনার্য্যগর্ভজাত আর্য্যসন্তানও যে আর্য্যসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মনু-সংহিতায় পাওয়া যায়—

"জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।"
মনু ১০।৬৭।

মন্বাদি সংহিতাকারেরা ব্রাহ্মণগণের যে ইতর বিশেষ করেন নাই, এমন নহে—তাঁহারাও বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও মূর্খ মন্ত্রসংস্কারহীন ব্রাহ্মণ-তনয়ের হীনতা স্বীকার করিয়াছেন। * জন্মনিবন্ধন ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় তাহা তাঁহারা তাহাদের সংহিতায় ২।১ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলেও সত্য কথা আপনা হইতে অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাই আমরা দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মবীজ-সমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেদ্ ব্রাহ্মণঃসম ॥৪১

* মনু ৭।৮৪, দক্ষ ৩।২৬, ব্যাস ৪।৪০।

গর্ভধানাদিভির্মন্ত্রৈর্ব্বেদোপনয়নেন চ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥৪২
ব্যাস-সংহিতা ৪ অ।

ইহা ছাড়া আরও একটী কথার উল্লেখ ধর্ম্মসংহিতায় পাওয়া যায়—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥
মনু ২।১৫৭, পরাশর ৮।২৩, ব্যাস ৪।৩৭,৪৩ ॥

আবার—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"
মনু ২।১৬৮, দক্ষ ২।৩, বিষ্ণু ২৮।২৬, উশন ৩।৭২ বশিষ্ঠ ৩।

ইহা ছাড়া আর এক কথা মনুসংহিতায় আছে—

"ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥২।১০৩
যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥২।১২৬

এই সকল প্রমাণাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, পূর্ব্বকালে বর্ণ-ধর্ম্মের নিয়মের কঠোরতা জন্মগত ছিল না, বরং ব্যক্তিগত ছিল। যিনি ব্রাহ্মণ হইতে চান তাঁহার এই রূপ হওয়া চায়ই, তাহা হইলে সমাজে মাননীয় হইবেন, নচেৎ অন্য বর্ণরূপে স্বীকৃত হইবেন। ব্রাহ্মণ-তনয় বলিয়াই যে মন্ত্রসংস্কারহীন মূর্খ ব্রাহ্মণ হইবে এরূপ ভাব পূর্ব্বে ছিল না, থাকিলে এই সকল শ্লোক কখনই সংহিতায় স্থান পাইত না। তখনই ঐরূপ নিয়ম থাকায় সমাজের সুশৃঙ্খলাও ছিল। কালে যখন উহা জন্মগত হইল, তখনই গোল বাঁধিল। সমাজে নানারূপ বিভীষিকার সূত্রপাত হইল। তৎফলে আর্য্যগণ ক্রমশঃ হীনাবস্থ হইলেন। এ বিষয়ের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, তাহা সুধীজনমাত্রেই সম্যক্ উপলব্ধি করণে সমর্থ। যাহা হউক উহা জাতিগত হওয়ায় একরূপ "একচটিয়া" বন্দোবস্তে পরিণত হইল। তখন আর্য্যগণ উদারতা ছাড়িয়া রক্ষণশীল ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ অনুদারচরিত হইলেন। কাজেই বর্ণ-বৈষম্য-নিবন্ধন পরস্পরের সহানু-

ভূতির হ্রাস হইল। তখন বিদেশীয়গণ ভারত অধিকারের সুযোগ পাইলেন। শক, তুখার, দরদ, যবনাদি জাতির ভারতে অভ্যুদয় হইল। কাজেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল শিথিল হইল। পরিণাম যাহা ঘটিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যাহা হউক জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও উহার বিধানগুলি প্রথমতঃ যে কঠোর ছিল না, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। পুরাণাবলীতে ঋষিগণের বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়—তৎপাঠে জানিতে পারা যায় যে, প্রজাপতিগণের দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণপদ বাচ্য হইয়াছেন ও পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। পুত্রাপেক্ষা দৌহিত্রের সম্মাননা কেন অধিক হইয়াছিল—এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে, মনুগণ পুত্রদিগকে রাজ্যভোগাধিকার দেওয়ায়, তাহারা পিতৃ-আজ্ঞাহেতু রাজ্যভার লইয়া তাহাতেই একান্ত আসক্ত হওয়ায় রাজন্য (ক্ষত্রিয়) আখ্যা পান। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পিতৃমর্য্যাদানুসারেই প্রায় সন্তানের জাতি-নির্ণয় হয়। তাই মনুর দৌহিত্রগণ ব্রাহ্মণ। ভিন্ন বংশীয় বলিয়া তাঁহারা রাজ্যভোগে অধিকারী ছিলেন না। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে স্বীয় স্বীয় মাতুল অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন আসনে প্রতিষ্ঠিত করাইবার অভিপ্রায়ে বিষয়বাসনাবিমুখ হইয়া স্বজাতীয় ব্যবসায়ে ষট্‌কর্ম্মে নিরত হইয়া ব্রহ্মনির্ণয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাহাতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ উপাধি ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণিরূপে সমাজে গণ্য হইলেন। যিনি সত্ত্বগুণাবলম্বী, শান্ত, দান্ত, তপস্বী, সন্তুষ্টচিত্ত, অন্তর্বাহ্য শৌচসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সরলমনা, ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তিমান্ ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন তিনি স্বতঃই সকলেরই পূজ্য। ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপিচ তাঁহারা ষট্‌কর্ম্মশালী ছিলেন—অধীত বিদ্যার অধ্যাপনা, অনধিগত বিদ্যার অধ্যয়ন, যজ্ঞসম্পাদনার্থ যজমান ও অন্যের যজ্ঞসিদ্ধির জন্য যাজক, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ—এই ছয়টী তাঁহাদের বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় ও তাঁহারা তদনুরূপ ধর্ম্ম পালন করায় সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। ঐ সকল গুণ ও কর্ম্মদ্বারাও কয়েকজন মহাপুরুষ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যতকাল অমানুষিক ক্ষমাপ্রদর্শনে অসমর্থ ছিলেন

ততকাল মধ্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কালে ব্রাহ্মণ্য লাভের প্রকৃত গুণাবলী বিভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেরই নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত হন। সুতরাং এই সকল প্রমাণাদি হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, পূর্ব্বে বর্ণ জন্মগত ছিল না। যে ব্যক্তি যে গুণে গুণী হইতেন—তিনি তদনুরূপ বৃত্তিলাভ করিয়া সমাজে তৎশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইবে তৎসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল না—থাকিলে গৌতমসূত্রে "বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্" বাক্য স্থান পাইত না, কিংবা ভগবান্ মনুও "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভি" বিধান দিতেন না।

স্মৃতি ও পুরাণাবলীর মতে সংস্কারদ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হয়। এই সংস্কার দশবিধ, তন্মধ্যে উপনয়ন সংস্কারটী প্রধান। যথাকালে উপবীত গ্রহণ না করিলে দ্বিজাতি-তনয় ব্রাত্য আখ্যায় আখ্যাত হন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে ব্রাত্যতা ঘুচিয়া যায়, তাহারও বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী যুগে যে সকল আর্য্যসন্তানগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুমত চলিতেন না, তাঁহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হইতেন।(১১) উহাদিগকে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে স্থান দিতে হইলে, উহাদিগকে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত—ঐ যজ্ঞই ব্রাত্য-স্তোম নামে আর্য্যসমাজ আখ্যাত হইয়াছে। তৎকালে ব্রাত্যকে কেহ ঘৃণ্য ভাবিত না বা কেহ তাহাকে উপেক্ষা করিত না—কারণ প্রশ্নোপনিষদে পরমব্রহ্মও ব্রাত্য নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতি।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বন্॥

প্রশ্নোপনিষৎ, ২য় প্রশ্ন ১১।

প্রথমে তুমি জন্মিয়াছ বলিয়া তোমার সংস্কারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি পবিত্র। হে প্রাণ, তুমি এক মাত্র ঋষি, তুমি ভোজক, সকলের সৎপতি, আমরা তোমাকে আজ্য দিতেছি, তুমি বায়ুর পিতা।

(১১) এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ, আচার ও মত সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কেহ কেহ যে নাস্তিকতার আশ্রয় লয় তাহার প্রমাণও উপনিষদে পাওয়া যায়। সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে ব্রাত্যস্তোমের উল্লেখ আছে।

তাণ্ড্যোপনিষদে ব্রাত্যসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"ব্রাত্যেরা অনাবৃত যুদ্ধ রথ চালাইতেন। ধন ও বর্শা বহন করিতেন। তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ ও রক্তপ্রান্ত-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। ঐ সকল পরিচ্ছদ বায়ুবেগে সমধিক কম্পিত হইত। তাঁহাদের জুতা ও মেষচর্ম্ম দুই ভাঁজ করিয়া পরিধানের ব্যবহার ছিল। তাহাদের নায়ক বা নেতৃগণ কপিশবর্ণের পরিচ্ছদ ও রৌপ্যবিনির্ম্মিত হারাদি কণ্ঠাভরণ পরিতেন। তাঁহারা ব্যবসা বা চাষ বাস করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধির (আইনের) বড় শৃঙ্খলতা ছিল না। তাঁহাদের ভাষা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীর ভাষা হইলেও উচ্চারণের জটিলতা ছিল।(১২)

কল্পসূত্রেও ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ আছে। যাহারা অসবর্ণজ তাহারাই ব্রাত্য, এইরূপ বিধান কল্পসূত্রে বিহিত হইয়াছে। বৌধায়ন বলেন "ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ক্ষত্রিয়া-সুত ব্রাহ্মণ, বৈশ্যাজ অম্বষ্ঠ ও শূদ্রা-তনয় নিষাদ বা পারশব; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাজ উগ্র; বৈশ্যের ঔরসজ শূদ্রাতনয় রথকার; শূদ্রের ঔরসজাত বৈশ্যানন্দন মাগধ, ক্ষত্রিয়াসুত ক্ষত্তা ও ব্রাহ্মণী-তনয় চণ্ডাল; বৈশ্যের ঔরসসম্ভূত ক্ষত্রিয়াসুত আয়োগব ও ব্রাহ্মণীতনয় সূত এই এগার জাতি। এতদ্ভিন্ন উগ্র ও ক্ষত্রীজ শ্বপাক, বৈদেহক ও অম্বষ্ঠা-সুত বৈণ, নিষাদ ও শূদ্রাসম্ভূত পুক্কস এবং শূদ্র ও নিষাদী জাত কুক্কুটক জাতি উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞেরা বলেন এই অসবর্ণজাত পুত্রেরা ব্রাত্য।"

(বৌধায়ন, ধর্ম্মসূত্র ১।৯।১৬-১৭)

কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণাবলীর ব্যাখ্যা অন্যরূপ। মনুসংহিতায় আছে দ্বিজাতিগণের সবর্ণা গর্ভজাত ব্রত ও সংস্কারবিহীন সন্তানেরাই ব্রাত্য আখ্যায় অভিহিত হন। সুতরাং ব্রাত্যও ত্রিবিধ—ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্য-বৈশ্য। দেশভেদে ইঁহাদের নামও বিভিন্ন। ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান পুষ্পধ ও শৈখ—ইহারা ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ; ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড়গণ

(12) Is it possible that this description refers to some hordes—probably Turanians, who pressed into Behar through the Himalayas and gradually adopted Hindu language and civilization.—R. C. Dutt's Ancient History of India. First Edition. Vol I. p. 287

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় এবং সুধন্বন্, আচার্য্য, করূষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বতগণ ব্রাত্য-বৈশ্য।

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২০
ব্রাত্যা তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্য বাটধানো চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥২১
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥২২
বৈশ্যাং তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥ ২৩ মনু ১০ম অ০

মনু-সংহিতায় উক্ত ঝল্লাদি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কতিপয় ক্ষত্রিয়ের ক্রিয়াদি বিলোপ হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণের অদর্শননিবন্ধন যে কোন কোন স্থানের ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখও উক্ত স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস প্রভৃতি জাতিরা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াও সংস্কারাদি ক্রিয়াবিহীন হওয়ায় দস্যু নামে অভিহিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর্য্য ভাষায় ও কতকগুলি ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা কহে।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥৪৪ (১৩)
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥৪৫

মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায়।

(১৩) পৌণ্ড্রক—উত্তর বঙ্গবাসী, উড্র—উড়িষ্যাবাসী উড়িয়া, দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় দেশের লোক, কাম্বোজ—কাবুলী, যবন—বাকট্রিয়ার গ্রীক্‌গণ, শক—তুরেণীয় জাতিবিশেষ যাঁহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, পারদ ও পহ্লব—পারসিক জাতি, চীন ও কিরাত পার্ব্বতীয় জাতি, দরদ—দার্দিস্থানের অধিবাসীবৃন্দ ও খস—পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

পঞ্চম বেদ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব ৩৩শ অধ্যায়ে আছে—"শক (১৪) যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতিরা ব্রাহ্মণের অননুগ্রহনিবন্ধন চণ্ডালত্ব পাইয়াছেন। দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প, মাহিষক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহাভাবে বৃষলত্ব লাভ করিয়াছে।"

উক্ত ইতিহাস গ্রন্থের উক্ত পর্ব্বের ৩৫ অধ্যায়ে আছে—"মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কৌম্বশিরা, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌর, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা ব্রাহ্মণগণের কোপসহনে অসমর্থ হওয়ায় চণ্ডালত্ব পাইয়াছেন।"

হরিবংশে আছে—সূর্য্যবংশীয় বাহু রাজা নিতান্ত অধার্ম্মিক বলিয়া শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন। তৎপুত্র সগর ঔর্ব্ব মুনি হইতে অস্ত্র লাভ করিয়া যুদ্ধে হৈহয়গণকে বিনষ্ট করিয়া শকাদির উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করে। বশিষ্ঠ শরণাগতকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাহাদিগকে অভয় দিয়া সগর রাজাকে নিবারণ করেন। তখন তিনি গুরুবাক্য তথা স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কেবল তাহাদের ধর্ম্ম ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। তাহাতে শকগণ অর্দ্ধমুণ্ডিত, পারদগণ মুক্তকেশ ও পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। কাহারো বেদ ও মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার রহিল না (১৫) মহাত্মা সগর বশিষ্ঠবাক্যে এইরূপে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলসর্প্য, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, কেরল, খস, তুখার, চীন, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ, শাল্ব ও কোঙ্কণকদিগকে পরাজিত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট করিলেন। শিবপুরাণের ধর্ম্মসংহিতায়ও ঐরূপ পাওয়া যায়।

সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়াস্তাত ধর্ম্মহীনাঃ কৃতা পুরা।
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্ ॥৪৩

শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা ৬০।৪৩

উল্লিখিত স্মৃতি ও পুরাণাবলী নির্দ্দিষ্ট ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় জাতি সংখ্যায়

(১৪) শকগণ—নরিষ্যানের পুত্র (হরি ১০অ) "নরিষ্যতঃ শকা পুত্রাঃ"—শিব, ধর্ম্ম-সং ৬০।১৯।
(১৫) হরিবংশ ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়।

৪১টী।(১৬) উহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে রাজ্যে বিপ্লব ঘটায় উহারা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হন; সুতরাং ব্রাত্য আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। পরবর্ত্তিযুগে ইঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভে যত্নবান না হওয়ায় কিংবা তদ্ধর্ম্মে উপেক্ষা করায়, উহারা স্বতন্ত্র জাতি রূপে ভারতে ও তৎসান্নিধ্য দেশে বসতি করিয়া সুবিধা পাইলে ভারতের আর্য্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে যে বিপন্ন করিত তাহার প্রমাণও পুরাণাবলীতে পাওয়া যায়। ইঁহারা চেষ্টা করিলে যে পুনরায় ক্ষত্রিয়সমাজে স্থান পাইতেন না ইহাই বা কিরূপে বলি। কারণ পরবর্ত্তী যুগে কলিঙ্গ, কাম্বোজ, তালজঙ্ঘ, দরদ, দ্রাবিড়, পৌণ্ড্রক, মদ্র, শাল্ব ও হৈহয়গণ ক্ষত্রিয়া-স্বয়ম্বরে যে নিমন্ত্রিত হইত, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং উহাদের সহিত আর্য্যবংশীয় পৌরব ও রাঘবগণের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিবেন। কিন্তু উহারা যে ব্রাত্যস্তোম বা ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত (১৭) করিয়াছিলেন কি না তাহার উল্লেখ না থাকায় উহাদের স্থান সমাজের কোন স্থলে তাহা সঠিক স্থির করা সুকঠিন। তবে উহাদের সহিত আর্য্য-ক্ষত্রিয়গণের আহার ব্যবহার, আদানপ্রদান প্রভৃতি সামাজিকতা যে ছিল তৎসম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদিক ব্রাত্য-জাতি ও পৌরাণিক যুগের ব্রাত্যগণ বিভিন্ন জাতি হইলেও তাঁহারা যে অনার্য্য ছিলেন না তাহা বলা বাহুল্য। তবে প্রশ্নোপনিষদের ব্রাত্য শব্দ যে সংস্কার-বিহীনতা বোধক তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—ঐ সংস্কার মধ্যে উপনয়ন একটী মুখ্য সংস্কার। এই উপনয়ন সংস্কারের সৃষ্টি কবে হইয়াছে তাহার নির্দ্ধারণ সুকঠিন। তবে বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগে যে উহার প্রচলন ছিল তাহা তৎকালীন বিরচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই যুগে

(১৬) উশীনর, উড্র, করণ, কলিঙ্গ, কাম্বোজ, কিরাত, কিষ্কিন্ধক, কেরল, কোঙ্কণক, কোলিসর্প্য, কৌন্তল, কৌম্বাশরা, খস, চীন, চোল, চোর, জবন, ঝল্ল, তালজঙ্ঘ, তুখার, দরদ, দর্ব্ব, দ্রাবিড়, নট, নিচ্ছিবি, পহ্লব, পারদ, পুলিন্দ, পৌণ্ড্রক, মদ্র, মল্ল, মাহিষক, মেকল, লাট, বঙ্গ, বর্ব্বর, শক, শবর, শাল্ব, শৌণ্ডিক ও হৈহয়।

(১৭) ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত—যে পিতৃমাতৃরহিত দরিদ্র, যথাকালে তাহার উপনয়ন না হইলে তিনটী প্রাজাপত্য বা নয় কাহন কপর্দ্দক দান ও ১ কাহন দক্ষিণা দান দিবেন। মনুর মতে ব্রাত্যে তটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া পরে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্ম-মার্গের একটী যুগের পরিবর্ত্তন হয়। এই সময় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্তোত্রকারগণ বৈদিক মন্ত্র লইয়া তাহাদের প্রয়োগাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিব্রত হইয়া ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সংগ্রহে যত্নপর হইলেন। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজন্যগণ ঈশতত্ত্বে মনোযোগ দিলেন। তাঁহাদের শ্রমজাত ধর্ম্মগ্রন্থই উপনিষৎ নামে লোকসমাজে আবির্ভূত হইল। এতকাল আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশে ও ব্রহ্মাবর্ত্তে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোমাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া আর্য্য-মহিমা বিস্তারে নিরত ছিলেন। এই সময়ে পঞ্চালভূমি, কাশী ও বিদেহপুরী মিথিলা সম্যক্‌রূপে সমৃদ্ধ হইয়া যাবতীয় আর্য্যগণকে ঈশতত্ত্ব শিক্ষা দিতে ভারতের মুখ্যস্থল রূপে পরিগণিত হয়। এই সকল কেন্দ্রে যাইয়া অনেক ব্রাহ্মণ জ্ঞানার্জ্জন করেন। বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগে কর্ম্ম এবং উপনিষদে জ্ঞানসম্বন্ধীয় উপদেশ বিবৃত আছে। সুতরাং এই সময়ে আর্য্যগণমধ্যে এক সম্প্রদায় কর্ম্মমার্গে ও অপর এক দল জ্ঞানমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত দল ব্রাহ্মণ ও শেষোক্ত দল ক্ষত্রিয় নামে এই সময় হইতে আখ্যাত হন। যিনি যে বিষয়ে নিরত থাকেন, তিনি সেই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাই ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মমার্গে ও ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞানমার্গে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ তাহা সুধীগণমাত্রেই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। স্থূলবুদ্ধিগণ কর্ম্মদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জ্ঞানী হয়। সাধারণ মানব কর্ম্মই অনায়াসে বুঝিতে পারে, কারণ উহার ফল আশু, তাই তাহারা কর্ম্মেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। নিত্যানিত্য জ্ঞান তথা বিবেকের উদয় সহজে হয় না। লোকে ঠেকিয়াই শিখে দেখিয়া শিখিতে চায় কয় জন? যাহা হউক ব্রাহ্মণগণ কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের আস্বাদ পাওয়ায় জ্ঞানলাভের জন্য সমধিক চেষ্টিত হন। তাই তাঁহারা এই সময়ে জ্ঞানপিপাসু হইয়া পাঞ্চালেশ প্রবাহন জাবালী, বিদেহরাজ জনক ও কাশীপতি অজাতশত্রু প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণের শিষ্যত্ব পরিগ্রহ করেন। কালে স্বার্থপরতানিবন্ধন আর্য্যগণের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিল। তখন জাতিবিভাগ প্রথা যাহাতে প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা ব্রাহ্মণেরা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

সামাজিক ব্যাধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

শ্রাবণের সন্ধ্যা। ইতিমধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা মিউনীসিপালিটীর সুবন্দোবস্তের সাক্ষ্যস্বরূপ সেই এক পসলা বৃষ্টিতেই সহরের রাস্তায় এক হাঁটু জল! সারি সারি ট্রামগাড়ী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সেই জলের উপর দিয়া—কিন্তু লোকের যাওয়া আসার বিরাম নাই। গ্যাসের আলো জ্বালিয়াছে গলিঘুঁজির গ্যাস এখনও জ্বালে নাই। এরূপ দুর্য্যোগে চণ্ডীবাবু কাঁসারীপাড়ায় কোন গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া অতি কষ্টে একখানি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার সদর দ্বারের কড়া নাড়িতে ডাকিলেন "মনিলাল আছ" ভিতর হইতে উত্তর হইল, "হাঁ! কিয়ৎকাল পরে সদর দ্বার খুলিয়া জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "কারে খোঁজেন মশাই।" চণ্ডীবাবু সেই ঘনান্ধকার রজনীতে মানুষটীর স্থুলকায় কৃষ্ণবর্ণ দেহটি পর্য্যন্ত দেখিতে না পাইয়া তাহার স্বর ধরিয়া কহিলেন, "কেও মণিলাল! ভাই আমার বড় বিপদ্!" মনিলাল সবিস্ময়ে কহিল "কেও চণ্ডীদাদা? কি বিপদ দাদা! কি হয়েছে?" চণ্ডীবাবু মেয়ের বিবাহের আদ্যন্ত সমস্তই বলিলেন এবং কহিলেন ভাই! এ যাত্রা তুমি রক্ষা না করিলে আমার জাত কুল মান সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হয়। সেই অন্ধকার রজনীতে সময় সময় ঈষৎ বিদ্যুৎমালার আবির্ভাবে দেখা গেল মণিলাল যেন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। সে কহিল 'আমায় কি করিতে বলেন?' চণ্ডী বাবু বলিলেন 'আমায় কিছু টাকা ধার দাও, অবশ্য তাহার জন্য তোমায় লেখা-পড়া ও রেজেষ্টারী করিয়া দিব!' মণিলাল কহিল 'দাদা! আপনার কন্যার বিবাহে টাকা ধার দিব তাহা আর বড় কথা কি? কিন্তু দেখুন এ বৎসর আমার অবস্থা তেমন ভাল নয়, তার উপর আবার আর একটা ব্যবসা চালাচ্ছি তাহাতে অনেক টাকা ফেল্‌তে হইয়াছে, হাতে নগদ এক পয়সা নাই বল্লিলেই হয়।' চণ্ডীবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হইল! কিন্তু কি করিবেন মেয়ের বিবাহ দায়

যেন ঐ বজ্রাঘাত অপেক্ষাও অধিক! তিনি তখন অতি বিনয় সহকারে বলিলেন, "মণি! আপনার জন না দিলে আর কে দিবে বল?" মণিলাল বলিল, 'দাদা! আমি ভাবিতেছি যে, আপনাকে টাকা ধার দিলে আপনি শোধ দিবেন কিরূপে, আপনার যে শোধ দিবার কোন উপায়ই নাই।' কথা শুনিয়া চণ্ডীবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "মণিলাল! ভাই, তবে দেশের বিষয় বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দাও, নচেৎ আমার আর অন্য উপায় নাই।"

মণিলাল বিষয় বন্ধকের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং অন্তরের ভাব অন্তরে রাখিয়া বলিলেন, "কত টাকা চাই?" চণ্ডীবাবু বলিলেন, 'দেড় হাজার টাকা!' দেড় হাজার টাকার কথা শুনিয়া মণিলাল বলিল, 'দেড়—হা-জা-র! তাইত দাদা বিষয়ের মোট দাম কত? মার্জ্জিন্ থাক্‌বে তো!' তাহার কথায় চণ্ডীবাবুর এই দুঃখের সময়েও হাসি আসিল। একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, "ভাই! তুমি কি জান না যে আমাদের পৈতৃক বিষয় বাঁটোয়ারা হইবার সময় আমাদের প্রত্যেক অংশীদারের ভাগে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকার বিষয় প'ড়েছিল!' চণ্ডীবাবুর কাতরতায় মণিলাল আর একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ চণ্ডীবাবুর অসচ্ছলতা মনে মনে আলোচনা করিয়া মণিলাল ভাবিলেন, বিষয়টা হস্তগত হইলে হয়, তার পর সুদে-আসলে বিষয়টা কিনিয়া লইব। সুতরাং তিনি আর কোন আপত্তি করিলেন না। চণ্ডীবাবুও "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" জানিয়া চলিয়া গেলেন।

(৭)

চমৎকারের বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। নলিনী ও তাহার মাতা তাহা শুনিয়া কমলার নিকট আসিল ও আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন নিদাঘের প্রখরকরদীপ্ত আতপতপ্ত মধ্যাহ্ন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে, কমলাও আহার করিয়া তখন সবে মাত্র উঠিয়াছেন। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সই কোথা? সই মা!" কমলা বলিলেন, 'তার আজ অসুখ করিয়াছে, তাই একটু ঘুমুচ্চে!' কমলাকে নলিনী সই-মা বলে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "সই মা সয়ের না কি বিবাহের সব ঠিক হ'য়ে গেছে?" কমলা বলিলেন, "হাঁ মা! সব এক রকম ঠিক! এখন আমরা সব যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে

পারি—তবে না ?” নলিনীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘টাকার যোগাড় হ’য়েছে ?’ কমলা সদুঃখে বলিলেন, ‘দেশের বিষয় বাঁধা দিয়ে অনেক কেঁদে-কোকিয়ে তবে টাকা পাওয়া গেছে।’ নলিনীর মা বলিল, “বিষয় বন্ধক রেখে টাকা, তবে আবার “কেঁদে-কোকিয়ে” কি ?” কমলা একটু হাসিয়া বলিলেন, ‘বোন্! জ্ঞাতির নিকট টাকা ধার করিতে গেলে অনেক মাথা হেট করে, অনেক অপদস্থ হ’য়ে তবে টাকা পাওয়া যায়!’ নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, ‘হাঁ সই মা! কর্ত্তা নূতন ব্যাইয়ের বাড়ী যে জন্যে গিয়েছিলেন তার কি হ’ল?’ কমলা বলিলেন, “হ’বে আর কি মা—মাথা আর মুণ্ড। ছেলের বাপ যদিও বা একটু নরম হ’য়েছিলেন, কিন্তু ছেলের মা কিছুতেই নরম হ’ল না। সে বলে “হাজার এক টাকার এককড়া কম লইব না। ছেলের বাপ তবু ব’লেছিলেন যে ভদ্রলোক জাত যাবার ভয়ে আমাদের দ্বারস্থ হ’য়েছেন, তাঁর মনঃ ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। যা পারেন তাই নিয়ে ছেলের বিবাহ দেওয়া যাক্। ছেলের মা তাই শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে এঁদের সম্মুখেই তার স্বামীকে যা’ইচ্ছে তাই দু’কথা শুনিয়ে দিলে। ছেলের বাপ লজ্জায় গা ঢাকা দিলেন। আমাদের বাড়ীওয়ালা বাবু সঙ্গে ছিলেন, তিনি মহারাগে কর্ত্তার হাত ধ’রে তখনি চ’লে আসছিলেন, কিন্তু কর্ত্তার মেয়ের বিবাহ, তিনি কি একটা কথা শেষ না করে আস্‌তে পারেন ?” নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “কিছুই কমিল না ?” কমলা বলিল, ‘দেড় খানা গহনা!—বালা আর মল!’ নলিনীর মা হা হা ক’রে হেসে উঠে বলিল ‘ও হরি! সে আর কমা কি বোন্! সে সব তো ছেলের বাপের দিবার কথা। তবুও নগদ টাকা কমালে না ?’, কমলা সদুঃখে কহিলেন ‘তা তাঁরা না কমালে আর কি করিব—বল! তাঁদের এমন ইচ্ছা যে আমরা গায়ে হলুদের তত্বটাও করি।’ এই কথা শুনিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল ‘তাঁরা জাত চামার—আস্ত চামার!’ নলিনীর কথায় কমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “যাই বল মা! তাঁরা ছেলের বাপ মা—তাঁদের সাত খুন মাপ।”

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় চণ্ডীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া নলিনীর মা নলিনীকে লইয়া প্রস্থান করিল। চণ্ডীবাবু আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন “চমী কোথায় ? সে কি খেলে ?” কমলা বলিলেন ‘সে

ঘরে ঘুমাইতেছে একটু দুধ খেয়েছে।’ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বাড়ীওয়ালার কাছে গিয়েছিলে ? তিনি কি বলিলেন ?’ চণ্ডীবাবু বিষণ্ণমনে বলিলেন “বলবেন আর কি! নালিশ ক’রে ডিক্রী ক’রেছেন মায় সুদ ও খরচে প্রায় তিন শত টাকা হ’বে।” ‘এত টাকা কেন হ’ল ?’ বলিয়া কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। চণ্ডীবাবু বলিলেন ‘কেন হ’ল তা কেমন করে জানিব ? কয়েক মাসের বাড়ী ভাড়ার দরুণ বড় জোর ৯০৲ টাকা হ’বে আর তার সুদ ও খরচা না হয় আরও ১৫ টাকা হ’ল, কিন্তু বাকি টাকা!—” বলিয়া চণ্ডীবাবু নীরব হইলেন। কমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বাকি টাকা কোথা হতে আসিল!’ চণ্ডীবাবু বলিলেন ‘যে দিন ছেলের বাপমায়ের নিকট হইতে আমরা ফিরে আসি সেইদিন বাড়ী ভাড়ার টাকার দরুণ তিনি আমার নিকট প্রায় ১৫০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন। বোধ হয় সেই টাকা আবার বাড়ীভাড়া এই দু’য়ে মিলিয়ে তিন শত টাকা হ’বে; নচেৎ আর কি ক’রে হ’তে পারে!’ কমলা বিস্মিত হইয়া বলিলেন ‘এঁ্যা বল কি তবে ঐ টাকাটা সবই মিছে! তুমি বল বাড়ীওয়ালা বড় ভদ্রলোক! দেখিলে! আর তুমিই বা কি ক’রে আলাদা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলে! দেখছি তোমায় নিতান্তই শনিতে ঘিরেছে!’ এই বলিয়া কমলা সদুঃখে প্রস্থান করিলেন।

(৮)

উভয়পক্ষের পাকা দেখা হইয়া গেল। পাকা দেখার দিন ছেলের বাপ রামধন বাবু একেবারে স্বীয় গৃহলক্ষ্মীর স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কন্যাপক্ষের ঘাড়ে সকল খরচ চাপাইতে চাহিলেন, কিন্তু বাড়ীওয়ালা দেবেন্দ্র বাবুর তীব্র বিদ্রূপ-বাণে জর জর হইয়া এবং চণ্ডীবাবুর কাকুতিমিনতির পর, চড়কের বুড়ো শিবের ন্যায় ছেলের বাপ রামধনবাবুর মাথা থেকে কুমাড়ি ফুল পড়িয়া গেল, আর মূল-সন্ন্যাসী চণ্ডীবাবু যেন আহ্লাদে আটখানা হইলেন! শেষে মীমাংসা হ’ল যে উভয়পক্ষ আপনার খরচ আপনি করিবেন।

আজ চমৎকারের বিবাহ। সইয়ের বিবাহে নলিনী নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া আসিয়াছে। তার মাতাও আসিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। নলিনী পান সাজিবার ভার লইয়াছে; আর চমৎকার তাহার নিকট বসিয়া তাহার সহায়তা করিতেছে। নলিনী নানা মতো মন খুলিয়া

তাহার প্রাণের "সই" চমীকে ঠাট্টা করিতেছে। চমৎকারের কিন্তু আজ তাহা ভাল লাগিতেছে না। এই বিবাহ-ব্যাপারে তাহার পিতামাতা যেরূপ মনোকষ্ট পাইয়াছেন—আর যেরূপ লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছেন চমৎকার তাই ভাবে আর কাঁদে এবং মনে করে "হা ঈশ্বর! কেন আমার কায়স্থের গৃহে পাঠাইয়া ছিলে? যদি পাঠাইলে তবে পিতামাতাকে গরীব করিলে কেন?"

চণ্ডীবাবু আজ যেন অধিকতর চিন্তান্বিত। যতক্ষণ না সম্প্রদান-কার্য্য শেষ হইতেছে, ততক্ষণ আর তিনি সুস্থ হইতে পারিতেছেন না; কিন্তু এখনও তিনি গহনার কোন কিনারা করিতে পারেন নাই, তাই ব্যস্ত ভাবে আসিয়া কমলাকে ডাকিলেন। কমলার আজ আর এক দণ্ডও বিশ্রামের সময় নাই। তথাপি স্বামী ডাকিলে গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া সোহাগিনী কমলা নিকটে আসিলেন। চণ্ডীবাবু বলিলেন "গহনার কি হ'বে? কমলা নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত গহনার সম্বন্ধে আদৌ ভাবিবার অবকাশ পান নাই, স্বামীর কথায় তখন তাহার সে কথা স্মরণ হইল! বলিলেন "আপাততঃ আমার যে ক'খানা গহনা আছে, তাহাই দিয়া বিবাহ হউক, পরে বিষয় যখন বাঁধা প'ড়েছে বিশেষ জ্ঞাতির কাছে, তখন তো বিষয় বেচিতেই হইবে! তখন না হয় বাকি গহনা গড়াইয়া দেওয়া যাইবে।" চণ্ডীবাবু কমলার কথায় নীরব হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে কমলার গহনা নষ্ট করেন, কিন্তু কি করিবেন অন্য উপায়ও দেখিতেছেন না। উভয়ের কথাবার্ত্তা নলিনীর কাণে গেল। সে পান সাজিতে সাজিতে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল "সত মা! গয়নার জন্য ভাব্‌ছো কেন? আজ রাত্রের মান-রক্ষা আমি করিব। পরের কথা পরে হইবে! কার্য্যোপলক্ষে নলিনীর মাতাও সেখানে আসিলেন। তিনি নলিনীর মুখে সমস্ত শুনিয়া অন্তরাল হইতে তাহাকে দিয়া বলিলেন যে তা'র জন্যে আর চিন্তা কি? নলিনীর কতক গহনা চমৎকারকে আজ পরাইয়া দাও, পরে যা হয় হইবে। মাতার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে নলিনী স্বীয় গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া তাহার "সই—চমৎকার" ওরফে চমীকে জোর করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিল। নলিনীর কাণ্ড দেখিয়া চণ্ডীবাবু ও তাহার গৃহিণী কমলা এই দুঃসময়েও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

(৯)

আজ গোধূলি লগ্নে চমৎকারের বিবাহ! তাই পাছে বিবাহে লগ্ন-ভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে চণ্ডীবাবু বাড়ীওয়ালা দেবেনবাবুকে পুনঃ পুনঃ ঘড়ী দেখিতে বলিতেছেন! দেবেন বাবু জাতিতে যাহাই হউন, চণ্ডীবাবুর সম্পর্কীয় কেহ নহেন। তিনি চণ্ডীবাবুর নামে ডিক্রী করিয়াছেন বলিয়া যে তাঁহার বাড়ী আসা যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহা নহে। চণ্ডীবাবুর কন্যার বিবাহ-ব্যাপারের তিনিই প্রধান উদ্যোগী। লগ্নের কিছু পূর্ব্বেই বর আসিতেছে বলিয়া একটা রব উঠিল। অমনি বিবাহ-বাড়ীতে সমাগত বালকবৃন্দ উৎসব-পতাকার ন্যায় অগ্রে অগ্রে দৌড়িল; বাদ্যকর ও রস্থনচৌকীওয়ালা স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্রে ঘা দিল। অন্তঃপুরস্থ মহিলাবৃন্দের শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে বিবাহ-বাড়ীর আনন্দ-উৎসব বৃদ্ধি পাইল। সেই অবসরে দেবেন্দ্রবাবুও গা ঢাকা দিলেন!

বরকর্ত্তা রামধন বাবু স্বদলবলে বর লইয়া উপস্থিত হইলেন! লগ্নও প্রায় নিকটবর্ত্তী। অগত্যা বিবাহ-ব্যাপারের আরম্ভ হইল। বরের নিজ শ্যালক সম্পর্কীয়গণ তাহার কর্ণে ও পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া যথাযোগ্য আদর আপ্যায়নে বরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি—সম্পর্কে বোধ হয় বরের দাদা-শ্বশুর—বালকবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "দেখ হে ভায়ারা! আমার দাদা-ভাইয়ের কর্ণ ও পৃষ্ঠচর্ম্ম যেন স্থানচ্যুত না হয়। তাহা শুনিয়া জনৈক বালক বলিল, হাজার-এক টাকায় কিনেছি, অমনি বটে! কাণের চামড়া কাণপুর ট্যানারীকে যাচাইবার জন্য পাঠাইতে হইবে, আর পিঠের চামড়া আগরাট্যানারীতে পাঠাইব মনে করিতেছি।" তখন বৃদ্ধ বলিলেন, তবে ডুগডুগী বাজাবে কে? বালকবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনি! আপনি!" বরযাত্রিগণ এই কথা শুনিয়া মহারাগ করিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে একজন বলিল 'আপনারা দেখিতেছি ভদ্রলোক, অথচ এমন ব্যবহার অবলম্বন ক'রেছেন।' পূর্ব্বোক্ত বালকটি কহিল 'চামড়া হ'লে কি হয়? পয়সার মাল দুই এক টাকার নয়! হাজার-এক টাকায় কিনেছি! ফেলে দিব না কি?' এইরূপে উভয়পক্ষের বাক্‌বিতণ্ডায় মহাগণ্ডগোল হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু প্রবীণগণের মধ্যস্থতায় তাহা থামিয়া গেল!

এদিকে আহারেরও ডাক পড়িল। বরকর্ত্তা ব্যতীত আর সকলেই আহার

করিতে গেলেন। বরকর্ত্তা রামধনবাবু যেখানে দানসামগ্রী সজ্জীভূত রহিয়াছে তথায় আসিয়া হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলেন দেখিয়া জনৈক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বলিলেন, "মহাশয়! একদৃষ্টে থালার উপর কি দেখিতেছেন?" আর একজন বলিল, 'উনি আকাশের তারা গণিতেছেন।' এবং বরকর্ত্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন 'মহাশয়! আপনার ভুল হইয়াছে উহারা তারা নয়! চণ্ডীবাবুর গায়ের রক্ত!' রামধন বাবু সে কথা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না।

এদিকে বরযাত্রিগণ আহারে বসিয়া দেখিলেন আরও খান কয়েক পাতা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া জনৈক বরযাত্রী বলিলেন, "আমাদের বরযাত্রীর সঙ্গে আর কেহ বসিতে বাকি নাই, কন্যাযাত্রীর মধ্যে এই কয় খানা পাতে বসাইলে হয় না?" কন্যাযাত্রীর মধ্যে জনৈক পরিবেশক মহাশয় বলিলেন,'আপনারা বসুন না,আপনাদের হইলে তবে আমাদের হইবে। বিশেষতঃ আমরা ছেলে-বেচার দলের সঙ্গে খাই না।' এই কথা শুনিয়া বরযাত্রিগণ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিবাহ-বাড়ীতে তখনি একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল! চণ্ডীবাবু প্রমাদ গণিলেন এবং যোড়হস্তে গলায় বস্ত্র দিয়া অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া তাহাদের আহারে বসাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কে কা'র কথাই বা শুনে! সকলেই হুড় মুড় করিয়া একেবারে নিম্নতলে বরকর্ত্তা রামধনবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই সম্প্রদানকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। বরও এখন বাড়ীর অভ্যন্তরে মেয়ে মহলের মধ্যে অবরুদ্ধ! কিন্তু সেই সপ্তরথীপ্রায় সুসংরক্ষিত স্থানে সসৈন্যে প্রবেশ করে এমন কার সাধ্য। রামধনবাবু তখন সবে মাত্র টাকা গুলি গণিতেছেন।

উত্তেজিত বরযাত্রিগণের দিকে চাহিয়া জনৈক অভ্যাগত বলিলেন "মহাশয়েরা বরকর্ত্তাকে খুঁজিতেছেন? দেখিতে পাইতেছেন না! ঐ যে তিনি—ব্যবসায়ী আড়তদারের মত টাকা গণিয়া পুঁটলা বাঁধিতেছেন।" এই কথায় বরযাত্রিগণ আরও চটিয়া গেল। তাঁ'রা বরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ইচ্ছা তাহাকেও লইয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু রামধনবাবু তাহাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া টাকা সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ছোট আদালতের বেলিফ্ সমেত বাড়ীওয়ালা দেবেন্দ্রবাবু

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া রামধন বাবুর নিকটস্থ টাকাগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেলিফ্‌কে বলিলেন, 'বেলিফ্ সাহেব! আগে এই টাকা গুলি ক্রোক কর।' রামধন বাবু তখনও সমগ্র টাকার পোঁটলা বাঁধিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে বোধ হয় কাহাকেও তাহার বিশ্বাস হয় নাই। তাই তিনি একাকী ঐ টাকা গণিতেছিলেন। একবার গণিয়া আবার কম হইল বলিয়া সন্দেহ হয়, আবার গণিতে থাকেন—বার বার এইরূপ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছিল। এমন সময়ে বেলিফ্ সহ দেবেন্দ্র বাবু আসিয়া ঐ টাকার উপর ক্রোক দিলেন। উত্তেজিত বরযাত্রিগণ হইতে বিবাহ-বাড়ীর নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই অবাক্! বিবাহ-বাড়ী একেবারে নীরব! বেলিফ্ টাকাগুলি লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে রামধনবাবু বাধা দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বেলিফ্ বলিল "মহাশয়! আপনার বাড়ী ভাড়ার দেনার দরুণ ডিক্রী, আপনি বাধা দিয়া কেন বে-আইনী করিতেছেন!" রামধন বাবু ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'আমার কোন পুরুষেও কখন বাড়ীভাড়া করে নাই। আমরা চাঁপাতলার বিখ্যাত সরকার। আমাদের চেনে না এমন লোক সহরে অতি অল্পই আছে, আমার কোন পুরুষে কেহ কখন ভাড়া বাড়ীতে বাস করে নাই।' বেলিফ্ তখন দেবেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"তবে চণ্ডীচরণ মিত্র কাহার নাম"? চণ্ডীবাবু তখন অদূরে দাঁড়াইয়া ইষ্ট-নাম জপ করিতেছিলেন। তাহাকে তলপ হইতেছে দেখিয়া তিনি যূপকাষ্ঠনিকটস্থ বলিদানের নিরীহ জীবের ন্যায় সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বলিলেন, "আমার নাম চণ্ডীচরণ মিত্র, আমিই এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া।" তখন দেবেন্দ্রবাবু তাহার সুবিস্তৃত গুম্ফরাশির ভিতর হইতে ঈষৎ হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ টাকা কাহার?" চণ্ডীবাবু বলিলেন, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমার ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে এ টাকা (রামধন বাবুকে দেখাইয়া) ইঁহার।' বেলিফ্ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এ টাকা গুলি এই বাবুকে ধার দিতেছেন—না ধার করিয়াছিলেন,তাই শোধ দিতেছেন?' চণ্ডীবাবু বলিলেন 'পূর্ব্বজন্মের ধার এ জন্মে শোধ দিতেছি বটে—ইঁহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যৌতুকস্বরূপ এই টাকা দান করিয়াছি।

উপস্থিত জনৈক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক বলিল,—"না বেলিফ্ সাহেব! যৌতুক নয়—ছেলে বিক্রীর টাকা!!" বেলিফ্ সে কথার উত্তর না দিয়া চণ্ডীবাবুকে বলিল 'বাবু! আপনি যখন স্বীকার করিতেছেন যে এ টাকা আপনার এবং এখনও যখন সমগ্র টাকাটা হস্তান্তর হয় নাই তখন এই অবশিষ্ট টাকার উপর আমি ক্রোক দিলাম। কেহ বাধা দিলে আমি তাহাকে পুলিশের হস্তে দিব।' এইবার রামধন বাবু প্রকৃতই কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে চণ্ডীবাবু বলিলেন, "ব্যাই মশাই! এ আপনার কি রকম ব্যবহার? ভিতর ভিতর ষড়যন্ত্র ক'রে বুঝি আপনি এই সব কাণ্ড বাধালেন! আপনি ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিলেন না।" দেবেন্দ্রবাবু আর থাকিতে পারিলেন না—বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, 'আর কাজ কি মশাই! আপনি এত ভদ্রলোক ক'বে হলেন? কৈ বিবাহের পূর্ব্বে তো এমনটি ছিলেন না।'

চণ্ডীবাবু দেখিলেন, বিষম বিপদ! হায়! দেবেন বাবুর মনে এতও ছিল! নব-কুটুম্বের লাঞ্ছনা দেখিয়া চণ্ডীবাবুর চক্ষে জল আসিল। আর ভাবনাও হইল পাছে তাহার আদরের কন্যা আজীবন কষ্ট পায়। এই ভয়ে তিনি দেবেন বাবুর পা দুটী ধরিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার নিকট টাকা পাইবেন, আমায় জেলে দিন্, আমি জেলে যাইয়া এ যাতনার উপশম করি। আপনার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি আপনি ও টাকার উপর ডিক্রীজারি করিবেন না!" দেবেন বাবু পুনরায় তাহার আকর্ণবিস্তৃত গুম্ফ রাশির ভিতর হইতে মৃদুমন্দ হাসি হাসিয়া কহিলেন, চণ্ডীবাবু আপনাকে জেলে দিয়া আমার কি লাভ হইবে? টাকা তো আদায় হইবে না। আপনি মেয়ের বিবাহে সম্ভ্রান্ত হইবার জন্য যখন বিষয় নষ্ট করিতেছেন, তখন বাড়ী ভাড়ার দেনাটার কথা কি একবার ভাবিয়া ছিলেন? চড়া দরে ছেলে কিনিয়া বড় মানুষী ফলাইতেছেন—এদিকে বাড়ীভাড়ার ডিক্রী আপনার নামে রহিয়াছে, অথচ তাহা পরিশোধ করিবার আদৌ চেষ্টা নাই। ঋণীলোকের দান করিতে লজ্জা হয় না? আমি কোন কথাই শুনিতে চাহি না! বেলিফ্ সাহেব তুমি ক্রোক দিয়া টাকা আদালতে জমা করিয়া দাও।' বেলিফ্ বলিল 'তবে সর্ব্ব জন সমক্ষে টাকাটা একবার গণিয়া দেখিতে হইবে। কি জানি পাছে কেহ বেশী টাকার দাবী করেন।' এই বলিয়া সে টাকা গণিতে আরম্ভ করিল। গণনা

শেষ হইল। দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কত টাকা? বেলিফ্ বলিল, চারি শত! দেবেনবাবু বলিলেন, যথেষ্ট। আমার ডিক্রীর টাকা মোট ৩০০৲ বাকি ১০০৲ টাকা, টাকার যিনি মালিক তিনি গাঁট থেকে আরও কিছু খরচ ক'রে তবে আদালত থেকে টাকা তুলিয়া লইবেন। রামধনবাবু প্রমাদ গণিলেন—এবং মনে করিলেন যে যদি ঐ ৩০০৲ টাকার মায়া ত্যাগ না করি, তাহা হইলে হয় আমাকে মকর্দ্দামা করিতে হইবে—অথবা যদি এক্ষণে না মিটাইয়া আদালত হইতে ঐ ১০০৲ টাকা তুলিয়া লইতে চাই, তাহা হইলেও হাঙ্গাম বিস্তর; সুতরাং ইহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া এখান হইতেই ইঁহার একটা মীমাংসা করিয়া লই না কেন? এই ভাবিয়া তিনি দেবেন্দ্রবাবুর দু'টী হাত ধরিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বেহাই মহাশয়ের বাড়ীভাড়ার দরুণ ডিক্রীর টাকা বাদে বাকি ১০০৲ টাকা আমায় দিন, কেন আর আমার বৃথা-দণ্ড লাগান! আপনার পায়ে পড়ি আমি ডিক্রী দরুণ ঐ ৩০০৲ টাকা ছাড়িয়া দিতেছি। দেবেন্দ্রবাবুও তাই চাহেন, কিন্তু সে ভাব তখন চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "আপনি ঐ ৩০০৲ টাকাই বা ছাড়েন কিরূপে? সে দিন আপনার গৃহিণী নগদ এক পয়সাও কমাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার মনে নাই! আপনাদের সে দিনকার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল যে এ বিবাহে আপনি নামমাত্র কর্ত্তা। আপনার অন্তরালে যিনি আছেন, তিনিই আপনার ছেলের বিবাহে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা!" রামধনবাবু অবনত মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। দেবেন্দ্রবাবুও বেলিফ্‌কে ইসারা করিলেন—বেলিফ্ রামধনবাবুকে ১০০৲ টাকা ফেরত দিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনায় এই খানেই যবনিকা ফেলিলে ভাল হয়, কিন্তু বাড়ীওয়ালা দেবেন্দ্র বাবুর এইরূপ ব্যবহারের একটু আভাস না দিলে আমাদের উদ্দেশ্য যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পাঠকগণের স্মরণ আছে, যে দিন চণ্ডীবাবু নগদ টাকার পরিমাণ কমাইবার জন্য রামধন বাবুর বাড়ী উপস্থিত হন, সে দিন বাড়ীওয়ালা দেবেন্দ্র বাবুও তাঁহার সহিত গমন করেন। চণ্ডীবাবুর কাতরতায় রামধন বাবুর বিশেষতঃ তাঁহার গৃহলক্ষ্মী অর্থাৎ চণ্ডীবাবুর বর্ত্তমানে বেহান-ঠাকরুণের মন নরম হওয়া দূরের কথা "এক পয়সাও কম লইব না" বলিয়া ভীষণ প্রতিজ্ঞা ও শেষে স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের বিতণ্ডায় স্বামী বেচারী

পৃষ্ঠ-প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে দেবেন্দ্র বাবু বস্তুতঃই হাড়ে চটিয়াছিলেন। এই কারণে ইহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার ছলে মনে মনে এই কৌশল খাটাইয়া ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রবাবু ঐ ৩০০৲ টাকা সমস্তই চণ্ডীবাবুকে ফেরত দিয়াছিলেন। এতদিনের পর চণ্ডীবাবু দেবেন্দ্র বাবুর কাণ্ড কারখানার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। শেষে বলিলেন, দেবেন বাবু! আপনি আমার উপকার করিতে যাইয়া আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিলেন। সেদিনকার কাণ্ডে তাহারা আমার কন্যারই দোষ দিবে—শুধু দোষ দিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। নানারূপে জ্বালাযন্ত্রণাও দিবে। তাহার শাশুড়ী কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা আপনার স্মরণ আছে তো? দেবেন্দ্র বাবু শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সমস্তই জানি"! সেই জন্যই তো ঐ টাকা আপনাকে ফেরত দিলাম। আপনি ঐ টাকায় "চমীর গহনা গড়াইয়া দিউন, দেখিবেন অর্থ পিশাচেরা সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।" বস্তুতঃ ঘটিলও তাই। আমরা শুনিয়াছি পুত্রবধূর গহনা পাইয়া রামধনবাবু ও তাঁহার গৃহলক্ষ্মী বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

আমরা আরও শুনিয়াছি যে রামধনবাবুর আক্কেল-ছেলামীর কথা তাঁহাদের চাপাতলা পল্লীতে প্রচারিত হইলে অনেক বিবাহ যোগ্য পুত্রের পিতা এইরূপ চামার-প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া পাওনা-গণ্ডা সমস্ত কন্যার পিতার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

ব্রাত্য-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যজ্ঞ দানাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুমত। সম্রাট ক্ষত্রিয়গণ নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। সময়ে সময়ে দক্ষিণার আধিক্য এত হইত যে, ব্রাহ্মণগণের অর্থের অনাটন হইত না বরং উদ্বৃত্ত থাকিত। তাঁহারা ঐ সঞ্চিত অর্থ উত্তরকালে পুত্রদিগকে দিয়া যাইতেন। ক্ষত্রিয়গণের বাহুবলে অর্জ্জিত ধন ব্রাহ্মণের বুদ্ধিবলে সহজে হস্তগত হইত; সুতরাং তাহারা এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না; বরং কর্ম্মকাণ্ডে (১৮) যাহাতে সকলেই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বিধি-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কর্ম্মফলে কর্ম্মভূমি ভারতে কর্ম্মের মাহাত্ম্য বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়া যাহাতে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার বিধান তাহারা করিতে লাগিলেন। ঈশতত্ত্ব বা পরকাল সম্বন্ধে কয়জন স্থির নির্দ্ধারণে সমর্থ? উহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বুদ্ধির সম্যক্‌ বিকাশের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিলেও উহা কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? জগৎ অনিত্য, জগতের যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা অলীক, বিনশ্বর প্রভৃতি কাল্পনিক বিষয়সমূহে কয়জনের দৃঢ় বিশ্বাস হয়? এই জ্ঞানমার্গের পথিকও অল্প, এমন কি মুষ্টিমেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কিন্তু কর্ম্মমার্গানুসারী লোকের সংখ্যা কম নয়—বরং অপরিমেয়। [illegible] নিতান্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন, কারণ উহা সহজেই বিশ্বাস হয়। মরিলে কি হইবে, তাহা না ভাবিয়া

---

(১৮) বৈদিকযুগের শেষভাগে পুরোহিতগণ যে লোভী হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্ত পাঠে অনায়াসে উহার ধারণা বদ্ধমূল হয়। এই লোভনিবন্ধন ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্‌ পুরোহিতগণ যজমানকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে বিশেষ যত্নপরায়ণ হইতেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

উপস্থিত কিরূপে কাটিবে তাহা লইয়াই সাধারণে ব্যস্ত। বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণ সুযোগ বুঝিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র সংগ্রথিত করিয়া, কার্য্যে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সাধারণের মনে এক নব ভাবের সৃষ্টি করিলেন। ইহকালে এই কর, পরকালে এই হইবে। দান কর পরকালে কোনরূপ অনাটন ঘটিবে না—ইত্যাদি স্তোকবাক্যে সাধারণকে আশ্বস্ত করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পান। উহাতে যে ঐহিক কোন ফল নাই এমন কথাও ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিতেন না। কারণ যজ্ঞাদানাদিতে ঐহিক যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি ইহার আশু ফল। লোকসমাজে সকলেই তোমার সম্মান করিবে—ধার্ম্মিক বলিয়া মানিবে, তুমিও অনিত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া—অসার বিষয়ে নিরত হইয়া, নিত্যতত্ত্ব হইতে অলক্ষিত ভাবে দূরে যাইয়া পড়িবে। ক্রমে নিত্য বস্তু কি তাহা ভাবিবারও সময় পাইবে না। কালে যদি কখন অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, তখন বুঝিবে হেলায় হারাইয়াছি।

বৈদিক যুগে দ্বিজাতিগণের উপনয়ন-সংস্কার-সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ তৎসাময়িক কোন গ্রন্থে নাই। পরবর্ত্তীযুগে যখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ সমূহ প্রকাশ পাইল, তখন হইতে উহার প্রচলনের সূত্রপাত হয়। সর্ব্বপ্রথম কৌষিতকী উপনিষদে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত উপনিষদে আছে—"সর্ব্বজিৎ কৌষিতকী যজ্ঞোপবীত পরিয়া উদীয়মান সূর্য্যের উপাসনা করেন।"

"সর্ব্বজিদ্ধ স্ম কৌষিতিকরুত্থস্তমাদিত্যমুপতিষ্ঠতে যজ্ঞোপবীতং কৃত্বোদকমানীয়।" (২।৭)

সুতরাং ইহা হইতে বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বে দ্বিজাতিগণ বৈদিক উপাসনাকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। যজ্ঞকালে উপবীতধারণের বিধি থাকায় উহার নাম যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে "যজ্ঞার্থে গৃহীত উপবীত" না হইয়া "যজ্ঞে গৃহীত উপবীত" বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞোপবীত হইয়াছে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইহা যে সর্ব্বদা পরিধেয় এরূপ বিশেষ বিধি বৈদিকযুগের পরবর্ত্তীযুগে ছিল না। যদি ঐরূপ ব্যবহারের প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে কৌষিতকী উপনিষদে "যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা" পদ প্রযুক্ত হইত না, বরং উহা বিশেষণরূপে কৌষিতকীগণের বিশ্লেষণ করিত।

তাহাতে মূলে "যজ্ঞোপবীতধারী কৌষিতকীগণ উদীয়মান সূর্য্যের উপাসনা করেন"—এইরূপ বাক্য স্থান পাইত। বৈদিক হোমাদির অনুষ্ঠানকালে যেমন উষ্ণীষাদি ধারণের বিধি আছে, তেমন উপবীত বা সূত্রগুচ্ছ তৎকালে ব্যবহার্য্য, ইহাই তৎকালীন প্রচলিত বিধি। পণ্ডিতপ্রবর জয়রাম পারস্কর গৃহ্য-সূত্রের ২।২।১১ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"কিম্ভূতং যজ্ঞোপবীতং যজ্ঞেন প্রজাপতিনা যজ্ঞায় বেদোক্তকর্ম্মাধিকারায়েতি বা উপবীতং রচিতং পরমং পর আত্মা নীয়তে জ্ঞাপ্যতে তেন বাক্যোপদেশাধিকারিত্বাৎ।" আবার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী এই সম্বন্ধে বলেন, "বস্তুতো বেদাধ্যয়নায়াচার্য্যসমীপে নয়নমেবোপনয়নং, যজ্ঞোপবীতধারণন্তু দৈবকার্য্যানুষ্ঠানার্থমেব সূত্রকারেণ বিহিতমিতি। যদা যদৈব দৈবকার্য্যং কর্ত্তব্যং ভবেৎ তদা তদৈব ধার্য্যং স্যাদিতি।"

শুদ্ধ দ্বিজাতিরাই যে যজ্ঞোপবীত লইতেন এমন নহে। শতপথব্রাহ্মণে আছে দেব ও পিতৃগণও উহা পরিতেন। "সমুদায় জীব প্রজাপতিসন্নিধানে যখন যাইতেন তখন দেবগণ যজ্ঞোপবীতী ও পিতৃগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া যাইতেন।

"প্রজাপতিং বৈ ভূতান্যুপাসীদন্। প্রজা বৈ ভূতানি বি নো ধেহি যথা জীবমেতি ততো দেবা যজ্ঞোপবীতিনো ভূত্বা দক্ষিণং জান্বাচ্যোপাসীদংস্তানব্রবীদ্ যজ্ঞো বোঽন্নমমৃতত্বং ব উর্জ্জঃ সূর্য্যো বো জ্যোতিরিতি ॥১ অথৈনং পিতরঃ প্রাচীনাবীতিনঃ সব্যং জান্বাচ্যোপাসীদংস্তানব্রবীস্মাসি—মাসি বোঽশনং স্বধা বো মনোজবো নশ্চন্দ্রমা বো জ্যোতিরিতি ॥২" শতপথব্রাহ্মণ ২।৪।২।১-২।

এই বাক্য হইতে কি বুঝায় না যে দেব ও পিতৃগণ উহা সর্ব্বদা ধারণ করিতেন না। যদি উহা সর্ব্বদা ধৃত হইত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সময় "যজ্ঞোপবীত পরিয়া আসেন" পদের উল্লেখ থাকিতে পারে না, বরং "যজ্ঞোপবীতবিশিষ্ট দেব ও পিতৃগণ" বাক্যের উল্লেখ থাকিত। তাই মনে স্বতঃই উদিত হয় যে, উপবীত-ধারণ বৈদিক উপাসনার সময় ব্যবহার ছিল। স্তোত্রকারগণ মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া, স্কন্ধদেশে যজ্ঞসূত্র ঝুলাইয়া বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন।

শূদ্রগণও উপনয়ন সংস্কার হইতে বঞ্চিত ছিলেন না, তাহার প্রমাণও পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। উক্ত গৃহ্যসূত্রের ২।৪ ভাষ্যে "রথকার ও সদাচারী শূদ্রের"ও উপনয়নের ব্যবস্থা আছে। উক্ত ভাষ্যে গদাধর আপ-

স্মৃতের বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "শূদ্রানামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নং অদুষ্টকর্ম্মণাং মদ্যপানাদিরহিতানামিতি কল্পতরুঃ॥" অর্থাৎ অদুষ্টকর্ম্মা মদ্যপানাদিরহিত শূদ্রগণও উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারেন।

উপরে দেখাইয়াছি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, দেবগণ ও পিতৃগণ যজ্ঞোপবীত পরিতেন। উঁহারাই যে কেবল যজ্ঞোপবীত-ধারণের অধিকারী ছিলেন এমন নহে—আর্য্যমহিলারাও এক সময়ে যজ্ঞোপবীত পরিতেন, তাহার প্রমাণ সামবেদীয় গোভিল গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে আছে—বস্ত্রাবৃতা যজ্ঞোপবীতিনী কন্যাকে ভাবি পতি আপনার অভিমুখ করিয়া নিকটে আনাইয়া "সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায়" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবেন এবং অগ্নির পশ্চাতে স্থাপিত কট বা ঐরূপ কোন আসন সেই কন্যা পা দিয়া ঠেলিয়া অগ্নির নিকট আস্তরণ পর্য্যন্ত আনিবেন। তখন ঐ ভাবী বধুকে "প্র মে" ইত্যাদি মন্ত্র পড়াইবেন।(১৯)

"প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ঞ্জপেৎ সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায়েতি পশ্চাদগ্নেঃ সংবেষ্টিতং কটমেবং জাতীয়ং বাঽন্যৎ পদা প্রবর্ত্তয়ন্তীং বাচয়েৎ প্র মে পতি যানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি স্বয়ং জপেৎ॥"

(গোভিল গৃহ্যসূত্র ২। ১। ১৯-২১)

যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর-গৃহ্যসূত্রেও "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ" ইত্যাদি বচনে উপনীতা ও অনুপনীতা এই দ্বিবিধা স্ত্রীর উল্লেখ আছে।

মাধবাচার্য্যও পরাশর-সংহিতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—স্ত্রীগণ দ্বিবিধ, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু সদ্যোবধূর বিবাহকালে নামমাত্র উপনয়ন করিয়া বিবাহ কর্ত্তব্য।

"দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং

(১৯) স্ত্রীলোকের হোম করিবার অধিকার যে পূর্ব্বে ছিল, তাহাও গোভিল-গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। উক্ত সূত্রগ্রন্থের ১। ৩। ১৫ আছে, এই অগ্নিকে গৃহ্য ও পত্নীকে গৃহ্য বলা যায়, এজন্য পত্নী ইচ্ছা করিলে সায়ং ও প্রাতঃ উভয় প্রকার হোমই করিবেন।

"কামং গৃহ্যেঽগ্নৌ পত্নী জুহুয়াৎ সায়ং প্রাতর্হোমৌ গৃহাঃ পত্নী গৃহ্য এষোঽগ্নির্ভবতীতি॥"

গোভিল গৃহ্যসূত্র [illegible] ৩। ১৫

অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি। বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিৎ উপনয়নং কৃত্বা বিবাহকার্য্যঃ।" (মাধবাচার্য্য)

এই সকল প্রমাণাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, পূর্ব্বে যখন যজ্ঞোপবীত পরিধান কেবলমাত্র বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে বিহিত ছিল, তখন উহা সকলেই পরিতেন। কালে স্ত্রী ও শূদ্রগণ উহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তখন উহার ধারণ সর্ব্বকালীন কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইল। তখন ব্রহ্মোপনিষদেও ইহার মহিমার উল্লেখ হইল—

"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"—ব্রহ্মোপনিষৎ।

যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র যাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মার সহজাত। আয়ুষ্য, মুখ্য, শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করি। উহা বল ও তেজঃপ্রদ হউক।

পূর্ব্বে প্রশ্নোপনিষৎ হইতে দেখান হইয়াছে যে, "পরমব্রহ্ম" ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারবিহীন, কিন্তু এস্থলে প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাত্য নহেন, কারণ তাঁহার যজ্ঞোপবীত সহজাত; পাশাপাশি এই দুটী শ্লোক রাখিয়া বিচার করিলে কি ধারণা হয়? অসংস্কৃত হইয়া পরব্রহ্ম শোভা পাইলেন—সর্ব্বসাধারণের পূজ্য হইলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে সেই "ব্রাত্য" সমাজচ্যুত হইয়া জাত্যন্তর মধ্যে পরিগণিত হইলেন! কিন্তু সেই ব্রাত্যের উদ্ধারের উপায় যে কিছু ছিল না এমন নহে। তাহাদের উদ্ধারের জন্য ব্রাত্যস্তোম ও ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইল। (২০)

যাহা হউক শূদ্র ও স্ত্রীগণ এই যজ্ঞোপবীত হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর ইহার অর্থ অন্যরূপ হয়। তখন যথাবিহিত যজ্ঞ করিয়া এই উপবীত লইতে হয়, তাই ইহার নাম যজ্ঞোপবীত—এই অর্থ প্রকাশ পাইল। আবার উপনয়নের অর্থও এইরূপ দাঁড়াইল, বেদাধ্যয়ন জন্য গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া হয়, তাই এই সংস্কার উপনয়ন নামে অভিহিত। উপ শব্দের অর্থ গুরুসমীপ, যে কর্ম্মদ্বারা গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাই উপনয়ন পদবাচ্য।

(২০) তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ও মনুসংহিতা।

"গৃহোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়নং বিদুঃ ॥" (স্মৃতিঃ)

এই সময়ে সংস্কারের অধিকার আরো অনেকের বাড়িল। পারস্কর-গৃহসূত্র ২।৪ ভাষ্যে হরিহর স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "দ্বিজাতিগণের দ্বাদশবিধ পুত্রভিন্নও কুণ্ড ও গোলক সংস্কারার্হ" (২১)। আবার ইহাতেও স্মৃতিকারগণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা শূদ্র ও নারীগণকে যজ্ঞোপবীত হইতে বঞ্চিত করিয়া দ্বিজাতিগণের ষণ্ড, অন্ধাদি অকর্ম্মণ্য সন্ততি-গণকে যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকার দিয়াছেন। (২২) ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তখন আর্য্যসমাজে জাতিভেদপ্রথা বদ্ধমূল না হইলেও উহা যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীযুগে যৎকালে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ ও ন্যায়, সাঙ্খ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রের বিমল জ্যোতিঃতে আর্য্য-সমাজ উদ্ভাসিত ছিল, যখন পঞ্চাল, কাশী ও মিথিলার রাজসভায় পণ্ডিত-মণ্ডলী শাস্ত্রালোচনায় নিরত থাকিয়া সাধারণ প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব

(২১) "ঔরসঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গূঢ়জস্তথা।
কানীনশ্চ পুনর্ভূজো দত্তঃ ক্রীতশ্চ কৃত্রিমঃ ॥
দত্তাত্মা চ সহোঢ়শ্চ অপবিদ্ধসুতস্ততঃ।
পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ ॥
এতে দ্বাদশাপুত্রাশ্চ সংস্কার্য্যাঃ স্যুর্দ্বিজাতয়ঃ।
কেচিদাহুর্দ্বিজৈর্জাতৌ সংস্কার্য্যো কুণ্ড-গোলকৌ ॥"
(হরিহর-কৃত পারস্কর-গৃহসূত্র ভাষ্যধৃত স্মৃতিবচন)

দ্বিজাতিগণের ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন, পুনর্ভূজাত, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়ংদত্ত, সহোঢ় ও অপবিদ্ধ এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র ও তদ্ভিন্ন কুণ্ড ও গোলকাখ্য পুত্রদ্বয় উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবার অধিকারী।

(২২) "ষণ্ঢান্ধবধিরস্তব্ধ-জড়-গদ্গদ-পঙ্গুষু।
কুব্জবামনরোগার্ত্তশুষ্কাঙ্গিবিকলাঙ্গিষু ॥
মত্তোন্মত্তেষু মূকেষু শয়নস্থে নিরিন্দ্রিয়ে।
ধ্বস্তপুংস্ত্বেঽপি চৈতেষু সংস্কারাঃ স্যুর্যথোচিতাঃ ॥"
হরিহর-কৃত পারস্কর-গৃহসূত্র ভাষ্যোদ্ধৃত স্মৃতিবচনম্।

উদ্দীপিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, যখন সূত্র-শাস্ত্র দ্বারা সমাজ শাসিত হইতে-ছিল, তখন ভারতে জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও ও আর্য্যগণ জাতি-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও উহা কঠোরতাবিহীন ছিল। কালে যখন জাতি-ভেদের নিয়ম—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধানগুলি কঠিন হইল, তখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। এই সময় ভারতের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধ-যুগের পর যখন পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল, তখন স্মৃতিশাস্ত্র ভারতীয় হিন্দু-সমাজকে শৃঙ্খলিত করিল। কালে সেই শৃঙ্খল এত কঠিন হইল যে তাহার ছেদন তৎকালীন হিন্দুগণের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণেরা হীনবল হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয় তাঁহাদের হস্তগত হয়। কারণ তখন অনেকেই হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থাবান্ হইয়া বৌদ্ধমতাবলম্বী হন। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ উপনিষদের উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধযুগে তাঁহারা আর ধর্ম্মগ্রন্থ নিজহস্তে রাখিলেন না, কারণ তাঁহাদের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা বরাবরই বৌদ্ধদ্বেষী, তাঁহারা তৎকালে বৌদ্ধগণের সর্ব্বনাশ-সাধনে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম দেখিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় কাল-যাপন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে হতাশ হন নাই। বরং সুবিধা ভাবিয়া, কালে সুফলের আশা করিয়া, তাঁহারা সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় ছাড়িয়া না দিয়া নিজ দখলে রাখিলেন। তাহার ফলে ব্রাহ্মণেরাই হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের একমাত্র অধিকারী হইলেন ও সুবিধামত এ সময়েই শাস্ত্রীয় বিধানগুলির কিছু কিছু বদলাইয়া দিয়া আপনাদের সন্তান-সন্ততি—উত্তরাধিকারিগণের আধি-পত্য বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে লাগিলেন। যাহা হউক বৌদ্ধ-যুগের অবসানপ্রায় সময়ে যখন স্মৃতিশাস্ত্রের শাসনে ভারতীয় হিন্দুসমাজ শৃঙ্খলিত হইতেছিল, তখনও উপবীত-ধারণ-সম্বন্ধে কোনরূপ কঠিন নিয়ম ছিল না। প্রথমে উহার ধারণ-সম্বন্ধে যাহা বিধি ছিল, তাহা অতি সামান্য ও সহজ—বিশেষত্ব অতি অল্প। দ্বিজাতিত্রয় উহা ব্যবহার করিলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ভেদে উহা কার্পাস, শোণ ও মেষরোম হইতে নির্ম্মিত হইত। কার্পাস ব্রাহ্মণের, শোণ ক্ষত্রিয়ের ও মেষরোম বৈশ্যেরই ব্যবহার্য।

"কার্পাসমুপবীতং স্যান্নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিবৃৎ সূত্রং শোণমাবিকমেব বা ॥" উশনঃসং ১।৬।

উহা কিরূপে প্রস্তুত হইত ও কি ভাবে ধারণ করিতে হয় ও উহার পরিমাণ কি তাহাও স্মৃতিশাস্ত্রে ও তৎপরবর্ত্তী পুরাণগ্রন্থে পাওয়া যায়—

"ত্রিবৃদূর্দ্ধবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতম্।
ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে ॥২
পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাঞ্চ ধৃতং যদ্বিন্দতে কটিম্।
তদ্ধার্য্যমুপবীতং স্যান্নাতো লম্বং নচোচ্ছ্রিতম্ ॥"৩

কাত্যায়ন-সং ১ম খণ্ড।

"ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্ম্মিতং শনৈঃ।
তন্তুত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্বুধাঃ ॥
ত্রিগুণং তদ্‌গ্রন্থিযুক্তং বেদপ্রবরসম্মিতম্।
শিরোধরান্নাভিমধ্যং পৃষ্ঠার্দ্ধপরিমাণকম্ ॥
যজুর্বিদাং নাভিমিতং সামগানাময়ং বিধিঃ।
বামস্কন্ধেন বিধৃতং যজ্ঞসূত্রং বলপ্রদম্ ॥" কল্কিপুং ৪ অধ্যায়।
"উপবীতং বামবাহু সব্যবাহুসমন্বিতম্। উশনা ১।৯।
অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ মেখলাঞ্চোপবীতকম্।
ধারয়েদপ্রমত্তশ্চ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ হারীত সং ৩।৬।
উপনীতো গুরুকুলে বসেন্নিত্যং সমাহিতঃ।
বিভৃয়াদ্দণ্ডকৌপিনোপবীতাজিনমেখলাঃ ॥" ব্যাস ১।২৩।

উপবীতী না হইলে যে বেদাধ্যয়ন বা হোম করিবার অধিকার নাই। তাই ঋষিপ্রণীত সংহিতাগুলিতে এইরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়—

"কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ। উশনা ৯।৪।
যজ্ঞোপবীতিনা হোমঃ কর্ত্তব্যঃ কুশপাণিনা ॥ উশনা ৫।৪।
প্রাঙ্মুখো নির্ব্বপেৎ পিণ্ডানুপবীতী সমাহিতঃ ॥ উশনা ৫।৯৭।
আচামেৎ ব্রাহ্মতীর্থেন সোপবীতিহ্যদঙ্মুখঃ।
উপবীতী দ্বিজোনিত্যং প্রাঙ্মুখো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥সংবর্ত্ত ১৬।
উপনীয় গুরু শিষ্যং বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি। শঙ্খ ৩।১।
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে হোমে জপ্যে তথৈব চ।
স্বাধ্যায়-ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ ॥১১

উপাসনে গুরূণাঞ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতন ॥১২ উশনঃসং ১ম অঃ

মহর্ষি উশনারচিত সংহিতার শেষোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে উপবীত ধারণের সময় স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা হইতে আরো বুঝা যায় যে, ঐ সকল কার্য্য বা সময় ভিন্ন অপর সময় উহা ধারণ না করিলে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। উহা যদি সর্ব্বদা ধারণীয় হইত, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্য বা সময় নির্দ্দেশের আবশ্যকতা ছিল না, বরং এইরূপ পাওয়া যাইত—

সদোপবীতী চৈব স্যাৎ সদা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ।৭
উপবীতী ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠলম্বনম্। উশন-সং ১ম অধ্যায়

কিন্তু কাত্যায়ন মুনি বলেন—

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন চ।
বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎকৃতম্ ॥৪

কাত্যায়ন ১ম খণ্ড

ইহাতে কি বুঝায় না যে, সর্ব্বসময়েই উপবীত ধারণ করিতে হইবে এরূপ প্রথা পূর্ব্বে ছিল না, যদি থাকিত তাহা হইলে স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ বিধি স্থান পাইত না। শুদ্ধ যে কাত্যায়ন মুনি বলিয়াছেন এমন নহে, সংবর্ত্ত ও শঙ্খ সংহিতায় আছে—

অকৃত্বা পাদশৌচন্তু তিষ্ঠন্ মুক্তশিখোঽপিবা।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽপ্যশুচি দ্বিজঃ ॥১৫

সংবর্ত্ত-সংহিতা।

বিনা যজ্ঞোপবীতেন তথা মুক্তশিখোঽপিবা।
অপ্রক্ষালিতপাদস্তু আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥১৪ শঙ্খ ৯।১৪

উহা যে কখনও অপবিত্র হয় না, এমন নহে। তাই শঙ্খ বলিয়াছেন—

"শয্যা ভার্য্যা শিশুবস্ত্রমুপবীতং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ কথিতং শুদ্ধং ন তং শুদ্ধং পরস্য চ ॥ (২৩) শঙ্খ ১৬।১৫ অঃ।

(২৩) আত্মশয্যা চ বস্ত্রঞ্চ জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচিরেতানি পরেষামশুচীনি তু ॥ আপস্তম্ব—২।৪।

উপানহৌশ্চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং স্রজং করকমেব চ ॥ মনু ৪।৬৬।

যাহা হউক যে ব্যক্তি নিত্য স্বাধ্যায়শীল, নিত্য যজ্ঞোপবীতী, সত্যবাদী ও জিতক্রোধ তিনিই যে "ব্রাহ্মণ" পদ বাচ্য তাহাও উশনা মুনি বলিয়াছেন—এ বিষয়ে যে কাহারও অন্যমত হইবে, তাহা বোধ হয় না।

নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যং যজ্ঞোপবীতকঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ উশনা ৩৮৯

বৌদ্ধযুগে বৈদিকধর্ম্ম বিলোপপ্রায় হওয়ায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণমধ্যে পবিত্রধারণের শিথিলতা ঘটে, যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে কেন "ব্রাত্য" শব্দ স্মৃতি মধ্যে স্থান পাইল? মনু ত্রিবিধ ব্রাত্যের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু অপরাপর স্মৃতিকারগণ ব্রাত্যের জাতীয়তা-সম্বন্ধে কোনরূপ বিভাগ করেন নাই। তাঁহারা ব্রাত্যকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাই সংহিতায় পাওয়া যায়—

সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা ॥ (মনু ২।৩৯, বিষ্ণু ২৭।২৭)
— — — — সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতা।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতৌ ॥ (যাজ্ঞবল্ক ১।৩৮)
সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালশ্চেৎ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তুপনয়নাদধঃ ॥ (কাত্যায়ন ২৫।১৭)
বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্যঃ স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি। (ব্যাস ১।২০)
ত্রিজাতয়স্ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ ॥ (শঙ্খ ২।৮)

"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃকাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য আচতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অতঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্ন যাজয়েন্নৈভির্ব্বিবাহয়েয়ুঃ। পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ॥" বশিষ্ঠ ১১শ অধ্যায়।

এই সকল স্মৃতির বচন হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি অনেকেরই আস্থা না থাকায় তাঁহারা যথাসময়ে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইতেন না। বৌদ্ধগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া মানিতেন না—সুতরাং বেদ-পাঠ জন্য যে উপনয়নের আবশ্যকতা তাহা তাঁহারা স্বীকারও

করিতেন না। অর্থাৎ উপনীত না হইলে যে বেদ পড়িবার অধিকার নাই ইহা বৌদ্ধগণ মানিতেন না, এতদ্ভিন্ন বৈদিক অনুষ্ঠানও বিলোপপ্রায় হওয়ায় অনেকেই সংস্কারহীন হন। বৌদ্ধগণ বিদেশ হইতে আসেন নাই—এই ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগেরই কিয়দংশ নিজ স্বার্থ ও স্বামিত্ব বজায় রাখিতে, তথা কূটশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণের স্মৃতির শাসন এড়াইতে বৌদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ক্রমশঃ কম হয়। কাজেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা কমিয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা লোপ হইবে, 'তাঁহাদের আর সমাজের উপর পূর্ব্বেকার মত দাবী দাওয়া' চলিবে না, তাহা ব্রাহ্মণেরা সবিশেষ বুঝিয়াই এই ধর্ম্মবিপ্লব হইতে যথাসাধ্য দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা জাতিভেদনিবন্ধন অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেন। এক্ষণে এই ধর্ম্মবিপ্লবে সকলের অধিকার সমান হওয়ায়, তাহারা, স্মৃতির শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহারই উন্নতিকল্পে নিরত হইলেন। এই অবসরে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থনিচয় নিজস্ব করিলেন। যথাকালে কালের কুটিল চক্রে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব হইলে তখন ব্রাহ্মণগণ নবজাতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে ভারত হইতে বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিলেন। এই সময়েই পুরাণগুলির সৃষ্টি হয়। এই নবসৃষ্ট শাস্ত্রনিচয়েও ব্রাত্য-সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়।

"ব্রাত্যত্বং ব্রতসংত্যাগে অনাচারনিষেবণম্ ॥"
শিবপুং ধর্ম্ম সং ১৮।৫৪

"সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যাস্তোমাদৃতে ক্রতৌ ॥"
গরুড়পুরাণ পূর্ব্ব ৯৫।২৩।

বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইলেও বৈদিকধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটে। পূর্ব্বে বৈদিকধর্ম্মানুসারে লোকে যজ্ঞ ও হোম করিতেন, এক্ষণে যজ্ঞ ও হোম লোপ পাইয়া পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইল। পুরাণে দেবদেবীর মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণিত হইয়া জনসাধারণকে নব ভাবে মোহিত করিল। তাঁহারা কলিযুগে নরমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার

অধিকারী নহেন, এইরূপ শাসন ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থান পাওয়ায়, জনসাধারণ যজ্ঞ হোম ছাড়িয়া দিলেন, তৎপরিবর্ত্তে প্রতিমাপূজা ও তীর্থস্থানে যাত্রা লইয়া ব্যস্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধযুগে সমুদয় হিন্দুশাস্ত্র নিজ আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। এখন সুবিধা পাইয়া উহা পুনরায় প্রচার করিতে লাগিলেন। এবার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শাস্ত্রপাঠ হইতে বঞ্চিত হইলেন। উহা কেবল ব্রাহ্মণেরই একচেটিয়া অধিকার হইল। তখন তাঁহারা সুবিধামত উহাতে নূতন শ্লোকনিচয় রচনা করিয়া আপনাদের প্রাধান্যবিষয়ক অনেক আখ্যান পুরাণাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রও যে কলুষিত হয় নাই, একথা আমরা বলি না, কারণ পরাশর-সংহিতায় আছে—

"ব্রাহ্মণা জঙ্গমংতীর্থং নির্জ্জনং সর্ব্বকামদম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ॥
ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা॥"
পরাশর-সং ৬।৬০-৬১, শাতাতপ ১।৩০, ২৭।

"দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥ পরাশর ৮।৩২।
স এব নিয়মস্ত্যাজ্যো ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
তথা তস্যোপবাসঃ স্যান্ন স পুণ্যেন যুজ্যতে॥
স এব নিয়মো গ্রাহ্য যং যং কোঽপি বদেদ্দ্বিজঃ।
কুর্য্যাদ্বাক্যং দ্বিজানাঞ্চ অকুর্ব্বন্ ব্রহ্মহা ভবেদ্॥ পরা° ৬।৫৭-৫৮
অস্ত্রমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্যুঃ কুলক্ষয়ম্।
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রাশ্চক্রপ্রহরণো হরিঃ॥ বৃহস্পতি সং ৪৯

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য-সূচক এইরূপ অনেক শ্লোক সংহিতা-নিচয়ে পাওয়া যায়। আবার অনেক সংহিতায় ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধেও নাই একথা বলি না, কারণ অত্রিমুনি বলিয়াছেন—"শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ।"২৮৭

এতদ্ভিন্ন তিনি ব্রাহ্মণের দশশ্রেণী (২৪) নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—

(২৪) সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

দেবো মুনি র্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥৩৬৪

আবার শূদ্রসম্বন্ধে এক ভয়ানক কথা মনুসংহিতায় আছে। ভগবান্ উক্ত জাতিকে ব্রাহ্মণের দাস রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন (২৫) ইহা বলা কতটা যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত তাহা আমরা বুঝি না। কারণ এইরূপ শ্লোক থাকায় শূদ্রগণের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের উপর অনাস্থাবান্ হইয়া বৌদ্ধ হন। তাহা হইবারই কথা। ভগবানের পবিত্র নামোল্লেখপূর্ব্বক যাঁহারা স্বজাতীয় হীনবৃত্তিসম্পন্ন লোক-

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্য-যোগ-বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসংমুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষা-লবণ-সংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥" অত্রিসংহিতা ৩৬৫-৩৭৪।

(২৫) "শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥" মনুসংহিতা।

গণকে এইরূপ অযথা নিয়মে বাধা করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লব কেন না হইবে? তাহাদের শোচনীয় পরিণাম কেন না ঘটিবে? তাহাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী। সে যাহা হউক শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হয়। এই সময় রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ এই নব রাজপুত জাতিকে ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বৌদ্ধগণকে ভারত-সীমান্তের বাহির করিয়া দেন। তখন পুরাণ-শাস্ত্র ভারতে প্রচারিত হইল। পুরাণের পর তান্ত্রিকতা আসিল। এই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রলোভনে অনেকেই তান্ত্রিক হইলেন। তান্ত্রিকতায় বৈদিক যজ্ঞাদি নাই, বরং বৌদ্ধগণের মত কঠোর জাতিভেদও স্বীকৃত হয় নাই। "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।" ইত্যাদি জাতিসম্বন্ধীয় অনেক কথা তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল অভিনব মত প্রচার হওয়ায় সাধারণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। যাঁহারা অল্পজ্ঞানী, তাঁহারাই পৌরাণিক ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া পৌত্তলিক হইলেন। আর যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা তান্ত্রিক হইয়া জাতিগত বৈষম্য মানিতে অসম্মত হইলেন। এমন কি এই সময়ে অনেকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া তন্ত্রদীক্ষিত কৌল হন।

কালদর্শী ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে পুরাণের পাঠ বদলাইতে আরম্ভ করেন। অবসর-মত নিজ বর্ণের প্রভুত্ব তথা শ্রেষ্ঠত্বসূচক শ্লোকনিচয় পুরাণে সন্নিবেশ করিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর জাতির তিরোভাব সম্বন্ধে ২।১ পংক্তি লিখিয়া চিরকালের জন্য ভারতের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির লোপ হইয়াছে প্রচার করেন। ধর্ম্মবিপ্লব তথা সমাজবিপ্লবে ভারতের অবস্থান্তর ঘটিল। সকল ক্ষত্রিয়ই যে যুদ্ধ করিত, ইহা আমরা মানি না;—যখন দেশমধ্যে কোনরূপ বিপ্লব বা সমরের সূচনা হইত, তখনই ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জীভূত হইতেন, অন্য সময়ে তাহাদের রাজসরকারে কাজ করিতে হইত। ব্রাহ্মণ কখন চাকুরী করিবেন না—ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম, তদ্ভিন্ন কোন ব্যবসায়েও যে নিরত হইবেন না, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কাজেই রাজসেবায় ক্ষত্রিয়গণই ব্যাপৃত থাকিতেন, সামরিক বিভাগ তথা রাজস্বাদি আদায় এবং লেখা পড়ার কাজও ক্ষত্রিয়গণের ছিল। বৈশ্যগণ লাভকর বাণিজ্য ব্যবসায় ছাড়িয়া রাজসেবায় নিরত হইতে চাহিতেন না। তাঁহারা দেশ বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিতেন। দেশমধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটায়, সুবিধা ও স্বার্থের জন্য রাজসেবক ক্ষত্রিয়গণ ও ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ যে নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া থাকিবেন ইহা আমাদের বোধ হয় না, বরং তাহাতে তাহাদের জাতিগত বৃত্তির ব্যত্যয় হয় নাই। আধুনিক হিন্দুগণের মধ্যে রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসায়িগণের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা যেরূপ দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-বিপ্লবে ঐ সকল শ্রেণীস্থ লোকের যে ঐরূপ ঘটে নাই, তাহা আমরা কি করিয়া বলিব। মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সহজ নহে—উহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে মানবহৃদয়ে প্রকাশিত থাকে। অবশ্য সকলে না হইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশই যে বৌদ্ধবিপ্লবে আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা অপ্রাকৃতিক। কারণ মানবের ধর্ম্ম চিরকালই একরূপ। রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগরসমূহ ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল সকলের অধিবাসীরাই বিপ্লব-স্রোতে সম্ভবতঃ সমধিক বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পল্লী ও দূরস্থিত গণ্ডগ্রামগুলির নিরীহ অধিবাসীরা সহজে আচারভ্রষ্ট হইতে সাহসী হন নাই। তাই বৌদ্ধগণের সংখ্যাবৃদ্ধি রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগরী ও ব্যবসায়স্থলেই অধিক ঘটে; সুতরাং ঐ সকল স্থানের লোকেরাও অধিক আচারভ্রষ্ট হয়। এইরূপ ঘটনা বিরল নহে এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বৌদ্ধবিপ্লবের অবসানে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানেও ঐরূপ ঘটিয়া থাকিবে—আবার যখন তন্ত্রের প্রচার আরম্ভ হয়, তখনও ঐ সকল স্থলে তান্ত্রিক অধিবাসীর সংখ্যা অন্যান্য অধিবাসীর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করায় বৈদিক ও পৌরাণিক কার্য্যনিচয় উপেক্ষিত হয়। এই সময়ে অনেকেই যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিলেন। তাই সকলেই শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সমাধি হইল। এই সকল শূদ্রীভূত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানগণকে আর ব্রাত্য আখ্যায় আখ্যাত করা হইল না। কারণ তাহাতে বিপদ আছে—ব্রাত্য-সংসর্গে বা তাঁহাদিগের যাজনেও ব্রাহ্মণগণ পতিত হইবেন। সুতরাং তাঁহারা শূদ্রগণ মধ্যে স্থান পাইলেন। তাঁহাদের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটায় হিন্দুসমাজের-ও যে কিছু ক্ষতি হইয়াছিল এমন বোধ হয় না—কারণ তাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও

তাঁহাদের আহার, বিহার, আদানপ্রদানাদি স্বজাতিমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা স্বজাতি বা স্বগণভিন্ন অন্য কাহারও সহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারাদি বিষয়ে মিশিতেন না। ফলতঃ সকলেই শূদ্র হইয়াও স্বতন্ত্র জাতি-রূপে সমাজে স্থান পাইলেন। কাজেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নামে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিম্নে তাঁহারা পূর্ব্বের মত আসন অধিকার করিলেন। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরাও তাঁহাদের সম্মাননা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, পরেও করেন নাই; সুতরাং যজ্ঞসূত্রত্যাগে তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদার কোনরূপ হানি না হওয়ায়, তাঁহারা উক্ত সূত্রের পুনর্গ্রহণ-জন্য সবিশেষ লালায়িত হন নাই। ফলে তাঁহারা যজ্ঞসূত্র-বিহীন হইয়াই সমাজে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যদি ভারতে এইরূপ বারবার ধর্ম্মবিপ্লব না হইত, তাহা হইলে সর্ব্ববর্ণেরই আচার-ব্যবহার শাস্ত্রানুরূপ দেখা যাইত—তাহাদের অণুমাত্র পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইত না। ইহার জলন্ত প্রমাণ অগ্ন্যুপাসক পারসীকগণ। ইঁহারাও বৈদিক যুগে হিন্দুগণ-সহ মধ্য-এসিয়ায় বাস করিতেন। হিন্দুরা আদিম বাসভূমি ছাড়িয়া ভারতে আসিলে, ইঁহাদের আচারাদি যাহা ছিল এক্ষণে আজ চারি হাজার বৎসর পরেও সেইরূপ আচার ইঁহাদের সম্প্রদায় মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইঁহাদেরও যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে নাই—এমন নহে, ইঁহারাও স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই হিন্দুস্থানে আশ্রয় লইয়া প্রাচীনকালের রীতির অনুমত চলিতেছেন। ইঁহাদের নরনারীগণও আজ পর্য্যন্ত সূত্র পরিধান করিয়া আপনাদের ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আর আমরা রাজ্যবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে "নাকানি চোবানি খাইয়া" অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়া পূর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরস্থ হইয়াছি। ফলতঃ আমরা আমাদের ক্রিয়ানুষ্ঠানে ব্রাত্য দাঁড়াইয়াছি। ইহা সুধীগণমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে এই ব্রাত্যতা ঘুচান উচিত বিবেচনায়, আমরা আজকাল সচেষ্ট হইয়াছি। সফলতা-লাভ ঈশ্বরাধীন। আমরা কোন্ বংশসম্ভূত, তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আব-শ্যক বিধায়, আজকাল অনেকেই শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন—কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থনিচয়—বিশেষতঃ পুরাণাবলী যে ভাবে কলুষিত হইয়াছে, তাহা হইতে সত্য-নিষ্কাশন অতীব শ্রমসাধ্য। শাস্ত্রের মৌলিকতা বৌদ্ধযুগে স্বার্থপর

ব্রাহ্মণগণের কৃপায় বিনষ্ট হইয়াছে—উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থের রূপক ও প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়া লইয়া আসল খাঁটী মাল বাহির করা মানবের সাধ্যাতীত—আমরা বলি না, তবে সময়সাপেক্ষ। যাহা হউক আমরা যে ভাবে আমাদের জাতিতত্ত্ব-নির্ণয় জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য করিতেছি, তাহাতে আমরা যতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি, ভারতীয় অন্যান্য জাতিগণের পক্ষে ততটা সহজ নয়। তবে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক আমরা যে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।*

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

---

* প্রবন্ধলেখকের মতের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের একমত নাই। বিশেষতঃ তিনি স্থানে স্থানে যেরূপ পূজ্য ব্রাহ্মণ-সমাজের উপর আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। সত্য বটে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রালোচনা অনেকটা হ্রাস হইয়াছে, সত্য বটে হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ নানাপ্রকার বিপ্লবব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অবনত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণ হিন্দু সমাজের যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতন ঘটিয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসমাজকে তজ্জন্য দোষী বা দায়ী করিতে পারি না। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।—পত্রিকা-সম্পাদক।

স্বর্গীয় রমানাথ।

কায়স্থ-সমাজের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কায়স্থসভার সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমাদের রমানাথ ঘোষ মহাশয় গত ১১ শ্রাবণ মঙ্গলবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার নির্ম্মলচরিত, প্রত্যেক কায়স্থের স্মরণীয় মনে করিয়াই এই স্মৃতিলেখ প্রকটিত হইল। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধ রচিত হয় নাই, বলিতে কি, তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিবারও এখন সময় হয় নাই। যে উদ্দেশে যে উদ্যোগে কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছে, যখন সেই মহদুদ্দেশ্যসমূহ প্রস্ফুটিত হইবে, তখনই রমানাথের বিস্তৃত চরিত প্রকাশের সময় আসিবে।

ভারতের প্রথম ইংরাজগবর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের অভ্যুদয়ে ঘোষবংশীয় রামপ্রসাদ ও রামলোচন নামে দুই ভ্রাতা সহায়সম্পত্তি লাভ করেন। হেষ্টিংস্ প্রথমে রামপ্রসাদকে, তৎপরে রামলোচনকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার স্বনামখ্যাত ৺খেলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত রামলোচনের পৌত্র এবং দেবনারায়ণের পুত্র। স্বর্গীয় রমানাথ রামলোচনের জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্রের ঔরসজাত। ৺খেলচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তিনি রমানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে রমানাথ প্রথমে কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুলে, তৎপরে হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করেন। এই সময় হইতেই তিনি নিয়ত পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ও তাঁহাদের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ৺খেলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তাঁহার গৃহে "সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়; সভায় সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। রমানাথ বালক কাল হইতেই সুযোগ্য পিতার সহিত এই সভার কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; তাহারই ফলে যৌবনে তিনি সকল সভা-সমিতি ও দেশহিতকর কার্য্যে যোগদানে করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন, বালককাল হইতেই তিনি সমাজের

অভাব ও অভিযোগ শুনিতেন, কালে তিনি সেই অভাব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

৺খেলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলে বালক রমানাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অল্প বয়সে বিষয়সম্পত্তি হাতে পড়িলে প্রায়ই ধনিসন্তান বঙ্গীয় যুবকগণের চরিত্র দূষিত হইতে দেখা যায়, প্রায়ই স্বধর্ম্মে আস্থাশূন্য ও বিলাতী আদবকায়দার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, সৌভাগ্যের বিষয় সুচরিত রমানাথে সেরূপ কোনপ্রকার চরিত্র-দোষ ঘটে নাই, তিনি স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ও গোঁড়া হিন্দু বলিয়াই আজীবন পরিচিত।

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রমানাথের উদারহৃদয়ের বিকাশ পাইতে লাগিল। এই সময় হইতেই তিনি হিন্দুসমাজের সম্ভ্রমরক্ষার দিকে যত্নবান্ হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বহু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যথোচিত সাহায্য ও নানা টোলে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি মাতার আদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যই করিতেন না। শুনা যায় যে, তাঁহার মাতুলগোষ্ঠী বৈষয়িক গোলযোগ নিবন্ধন তাঁহাকে নানাপ্রকারে বিপদাপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু মাতার মুখ চাহিয়া এবং তাঁহার মনস্তুষ্টিবিধানের জন্য তিনি মাতুলগোষ্ঠীর নিদারুণ ও দুঃসহ উপদ্রব সহ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি মাতার নিকট কখন কোন কথা বলিতে সাহসী হন নাই।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার উদ্বোধন করেন—বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের মতামত লইয়া যাহাতে সমাজরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা হয়, তজ্জন্যই এই সভার পুনরনুষ্ঠান হইয়াছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের কার্য্যকারিতার সূত্র প্রকাশ পাইল। তিনি তৎকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের সাহায্যে কায়স্থসমাজের অনর্থকর বিবাহ-ব্যয়সংক্ষেপ ও অপরাপর সামাজিক ব্যয়হ্রাসের জন্য একটী জাতীয় সভা আহ্বান করেন।

তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতার নামে "খেলচন্দ্র বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয়েই তিনি যথোচিত সাহায্যদানে কুণ্ঠিত

ছিলেন না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁহার যত্ন লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সম্মানপত্র (The Certficate of Honour) প্রদান করিয়াছিলেন। এবং কএকবর্ষ পরে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে কৈসর-ই-হিন্দ (K.I.H.) মেডল লাভ করেন।

শিক্ষা ও সমাজ ব্যতীত রাজনৈতিক ব্যাপারেও যোগদানে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়ানের সহকারী সভাপতিরূপে আপনার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরলতা ও সহৃদয়তার জন্য বঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে আদর ও উপযুক্ত সম্মান করিতেন।

বড়লাট এল্‌গিনের সময় যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষ কম্পিত ও আকুলিত হইয়াছিল, সেই সময় রমানাথ দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে এককালে পাঁচ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্লেগের সময় যখন কলিকাতাবাসী সকলেই সশঙ্কিত, সেই সময়ে রমানাথ নিজ বাটীতে স্থানীয় লোকদিগকে আহ্বান করিয়া এক সমিতি গঠন করেন, এবং স্থানীয় প্লেগপীড়িত রোগীদিগের সুবিধার জন্য একটী স্বতন্ত্র হাঁসপাতালের বন্দোবস্ত করেন। এই হাঁসপাতালের সাজসরঞ্জামের জন্যও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

রমানাথের সৌজন্যে বিমুগ্ধ হইয়া সর্ আলেক্‌জান্দার মেকিঞ্জী ও সর্ জন উডবরণ ছোটলাটদ্বয় তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন।

যে সকল মহোদয়ের যত্নে ভারতীয় সঙ্গীতসমাজের সৃষ্টি, তন্মধ্যে রমানাথ একজন প্রধান। তিনি সঙ্গীতসমাজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, রমানাথ-প্রমুখ সঙ্গীতসমাজের কর্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় কলিকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট্ শোকসভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক যোগদান করিয়া রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বড়লাট কুর্জ্জন এই সভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার যে বিরাট্ আয়োজন চলিতেছে, সেই স্মৃতিভাণ্ডারেও রমানাথ ২৭০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

দিল্লীর দরবারে রমানাথ নিমন্ত্রিত হইয়া বাস্তবিক গবর্মেণ্টের নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সৃষ্টি। কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদকের ও প্রাতঃস্মরণীয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের চেষ্টায় এবং মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে রমানাথ বঙ্গদেশীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থের সম্মিলনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহারই ফলে কায়স্থ-সভার সৃষ্টি। রমানাথবাবুই এ সভার প্রথম সম্পাদক এবং তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ও উৎসাহে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা যে সকল কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা কায়স্থপত্রিকার পাঠকগণের অবিদিত নাই। বলিতে কি তাঁহার তিরোধানে কায়স্থসভার মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইয়াছে।* তিনি যে ৩৯ বর্ষ বয়সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ শোকাভিভূত।

পরম মঙ্গলময়ের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা যে, রমানাথ সেই মঙ্গলময় শান্তিধামে চিরশান্তি লাভ করুন,—এবং তাঁহার কর্ম্মজীবনের নিদর্শন "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা" প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই মহাত্মার মহদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করুন।

---

*কায়স্থসমাজ তাঁহাকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠে সকলেই অবগত হইবেন, তাহার বিশেষ পরিচয়দান এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

প্রাপ্ত কায়স্থ গ্রন্থের সংবাদ।

কায়স্থ-কথা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। গ্রন্থখানি ডিমাই ৮ পেজি ও ২৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থারম্ভে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব ও উপবীতিত্ব সপ্রমাণ করিয়া এবং নিরুপবীতত্ব বা ব্রাত্যত্ব খণ্ডন ও তাহার কারণ দর্শাইয়া গ্রন্থকার ধীরে ধীরে পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের দশবিধ সংস্কারের একটী আনুপূর্ব্বিক কর্ম্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপবীত ও দ্বিতীয়ে নিরুপবীতের কারণ নিদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়ে সদাচারসম্পন্ন কায়স্থ জাতির ব্রাত্যতা-খণ্ডন এবং চতুর্থে উপনয়ন ব্যতীত অপরাপর দ্বিজোচিত সংস্কারের প্রচলন বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চমে উপবীতত্যাগ জনিত কায়স্থ সমাজের ইষ্টানিষ্টতা ও ষষ্ঠে পুনরুপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা এবং সপ্তমে অশৌচ বিধির সম্যক্ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তিকার অষ্টম অধ্যায়ে দাস শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার স্বয়ং বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত একজন কায়স্থপ্রধান, এই হেতু তাঁহার অবলম্বিত হিন্দুশাস্ত্রনিবদ্ধ ও স্মৃত্যনুমোদিত সংস্কার পদ্ধতিগুলি সর্ব্বতোভাবে চারি শ্রেণীর কায়স্থ সমাজের কৌলিক প্রথার উপযোগী হইতে পারে নাই; উহাতে বারেন্দ্রকুলাচারপ্রসিদ্ধ কতকগুলি পদ্ধতিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদিও দক্ষিণ ও উত্তররাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজে সে সমুদায় ক্রিয়ার আদৌ অনুষ্ঠান নাই, তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, শেষোক্ত শ্রেণীত্রয় এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ লাভবান্ হইবেন। সংস্কার প্রকরণের আবশ্যকীয় অনেকানেক মন্ত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদির একটী তালিকা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকায়, পুত্রপৌত্রগণের দশসংস্কারাভিলাষী কর্ম্মকর্ত্তৃগণের পক্ষে এই গ্রন্থখানি "Hand-book" স্বরূপ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি যে, উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজের কৌলিক আচারসম্বলিত ঐরূপ একটী সংস্কারপ্রকরণ প্রকাশিত হইলে চারিশ্রেণীর কায়স্থ সমাজের আভ্যন্তরিক গঠন নির্ণীত হইয়া পরস্পরের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের সম্ভবতা পক্ষে প্রশস্ত পথ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

সংস্কার-পদ্ধতি।

শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমনান্তে স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে যথা—

শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-ভাতৃবর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকভাতৃবর্ম্মণঃ শুভোপনয়নকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণা-ধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজাবসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।

পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া গণপত্যাদি নানা দেবতা ও যথাক্রমে ষোড়শ-মাতৃকার পূজা, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও বসুধারাদি সম্পাদন করিবে।

অনন্তর চতুর্দ্দিকে একহস্ত পরিমাণ একটী স্থণ্ডিল করিয়া তাহার উপর বালি দিয়া গোময় ছিটাইয়া দিবে এবং তাহাতে চুল, অঙ্গার, পোড়ামাটী ইত্যাদি না থাকে। পরে স্থণ্ডিল মধ্যে সাগ্র তিন গাছা প্রাদেশ* প্রমাণ কুশ লইয়া বেদীর মধ্যে পূর্ব্বাগ্র করিয়া পাতিবে, তাহার পর খড়্গাকৃতি কাষ্ঠ অথবা সাগ্র কুশ দ্বারা পূর্ব্ব-স্থাপিত ঐ কুশ তিনটীর ধারে ধারে জলের চিহ্ন করিয়া দিবে, পরে ঐ চিহ্ন হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির দ্বারায় পূংকরা লইবে, পরে ঐ পূংকর ঈশানকোণে ফেলিয়া দিয়া স্থণ্ডিল মধ্যে জলে ছিটাইয়া দিবে। তাহার পর নিজের দক্ষিণ-ভাগস্থ কাংস্যপাত্র হইতে অগ্নি লইয়া "ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় অপর অগ্নি লইয়া "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজের দিকে মুখ করিয়া আস্তে আস্তে স্থণ্ডিলে রাখিবে। পরে "ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি প্রণয়ন করিবে, পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি" এই মন্ত্রে নামকরণ করিয়া "ওঁ সমুদ্ভবনাম্নোগ্নে

* প্রাদেশ—বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত।

† পূংকর—পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন হইতে বালী লওয়াকে পূংকর কহে।

ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া অগ্নির পূজা করিবে। পরে অগ্নির উত্তরদিক্ দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া কুশাদি আসনে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে, স্বয়ং উত্তরমুখে বসিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মা "ওঁ আহোদৈবি সব্যোদ্যতস্তিষ্ঠাম্যস্ত সদনে সীদ যোঽস্মৎপাকতরঃ" এই মন্ত্রে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মার আসন দেখিবে। তদনন্তর সেই আসন হইতে এক গাছা কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা গ্রহণ করিয়া "ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বয়ং দ্বিষ্মঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিয়া "ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি। প্রসূত্তো দেবেন সাবিত্রি তদগ্নে প্রব্রবীমি তদ্বায়বো তং পৃথিব্যৈ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির সম্মুখে উপবেশন করিবে। তদনন্তর হোতা "ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে অথবা কুশময় ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইয়া যে পথ দিয়া গিয়াছিল পুনরায় সেই দিক্ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন করিবে। পরে অগ্নির উত্তরে কুশের দ্বারা পূর্ব্বাগ্র দুইটী আসন কল্পনা করিয়া যজ্ঞডুম্বুরকাষ্ঠের দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ চারি অঙ্গুলি খাত চমস প্রণীতাপাত্র বামহস্তে করিয়া দক্ষিণহস্তের দ্বারা পাত্র উত্তোলন করিয়া জল দ্বারা পূরণ করিয়া পশ্চিমাসনে রাখিয়া পুনরায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাসনে রাখিবে; পূর্ব্বাগ্র কুশমুষ্টি দ্বারা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বার উদক চিহ্ন গুলিকে অগ্র দ্বারা মূলকে আচ্ছাদন করিবে। এইরূপ দক্ষিণদিকে তিনবার ও পশ্চিমদিকে তিনবার আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে অথবা পশ্চাদ্দিকে আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলিকে স্থাপন করিবে, যথা—পবিত্রচ্ছেদনন তিন গাছা কুশ, দুইটী পবিত্র, প্রোক্ষণীপাত্র-বারুণ দ্বাদশাঙ্গুলী দীর্ঘ, করতল পরিমিত চমস, আজ্যস্থালী, সম্মার্জ্জন কুশ ছয় গাছা, উপযমন কুশ তের গাছা, সমিধ্ তিনটী, স্রুব, ঘৃত, ব্রহ্মদক্ষিণা পূর্ণপাত্র রাখিবে। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত পবিত্র লইয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ কুশের দ্বারা ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতেস্থঃ" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর বামহস্তে প্রোক্ষণী-পাত্র লইয়া দক্ষিণহস্তে পবিত্র দ্বারা প্রোক্ষণী জল কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার সেই পাত্রে রাখিয়া নিজের বামভাগে প্রণীতাপাত্রের সন্নিধানে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া সেই জল যাবতীয় দ্রব্যে ছড়াইয়া দিয়া নিজের নিকটে রাখিবে।

অনন্তর আজ্যস্থালী নিজের সম্মুখে আনিয়া সেই স্থালীতে ঘৃত রাখিয়া অগ্নি সংস্পর্শ করিবে। একটী প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বার সেই অগ্নিসংস্পর্শ করিয়া সেই প্রজ্বলিত কাষ্ঠ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত স্রুব লইয়া অধোমুখে অগ্নি উত্তপ্ত করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত সম্মার্জ্জন কুশের দ্বারা মূল হইতে অগ্র অগ্র হইতে মূল সমগ্র সম্মার্জ্জন করিয়া সম্মার্জ্জন কুশগুলি পরিত্যাগ করিবে, পুনর্ব্বার স্রুব লইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া জলের ছিটা দিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে, অনন্তর আজ্যস্থালী নিজের সম্মুখে আনিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া ব্যস্তহস্তে ঘৃত ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া আজ্যকে দেখিবে। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। স্রুবের দ্বারা আজ্য লইয়া "ওঁ ভূঃ স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নিকে, পুনরায় ঘৃত লইয়া "ওঁ ভুবঃ স্বাহা এই বলিয়া বায়ুকে, পুনরায় ঘৃত লইয়া "ওঁ স্বঃ স্বাহা" এই বলিয়া সূর্য্যকে, পুনরায় ঘৃত লইয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে।

অনন্তর প্রায়শ্চিত্তহোম যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে" এই বলিয়া সংকল্প করিবে। "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধু নামাসি" এই নাম করিয়া অগ্নির পূজা করিবে। "ওঁ ত্বন্নো ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নী-বরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হে লো অবযাসি সীষ্ঠা। যোজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুবানু বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা॥ ইদং অগ্নীবরুণাভ্যাং॥" এই বলিয়া অগ্নি ও বরুণের উদ্দেশে দিবে। "সত্বন্নোঽগ্নে ইতি বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নীবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সত্বন্নোঽগ্নেঽবসো ভবতীনেদিষ্ঠৌ অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ণো বরুণং ররাণো ব্রীহি মৃলীকং সুহবোন এধি স্বাহা। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্। অয়াশ্চাগ্ন ইতি প্রজাপতিঋষির্বিরাট্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্য নাভি শস্তিপাশ্চ সত্যমি ত্বময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা ইদমগ্নয়ে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির উদ্দেশে দিবে। "যে তে শতমিতি শুনঃশেফঋষির্জগতীচ্ছন্দো বরুণঃ সবিতা বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মরুতঃ স্বর্কা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে

মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো-দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। উদুত্তমমিতি শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা অয়নে রুক্মপাশয়োরুন্মোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্ম দবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম স্বাহা ইদং বরুণায়” এই বলিয়া বরুণের উদ্দেশে দিবে। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা” এই বলিয়া প্রজাপতিকে দিবে। “ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা” এই বলিয়া অগ্নিস্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দিবে। তদনন্তর পূর্ণ হোম।

সাবিত্রীমুক্তলক্ষণামাহ শাতাতপঃ।
“তৎসবিতুর্বরেণ্যমিতি সাবিত্রী ব্রাহ্মণস্য।
দেবসবিতরিতি রাজন্যস্য বিশ্বারূপাণীতি বৈশ্যস্যেতি॥”

ক্ষত্রিয়সাবিত্রী যথা—

“দেবসবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচং নঃ স্বদতু স্বাহা”

তদনন্তর গুরু ব্রহ্মচারীর হৃদয়দেশের নিকটে হস্তাঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। “প্রজাপতিঋষিবৃর্হস্পতির্দ্দেবতা। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মাণবকস্য হৃদয়ালম্বনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জয়স্ব বৃহস্পতিস্ত্বা পরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগতে। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্॥ ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা আরাতীঃ। সনঃ সমস্তমনুপরেহি ভদ্রয়া ধর্ত্তারস্তে মেখলে মারিষাম। তদনন্তর দেখিতে সরল সুশ্রী বালকের গলদেশপরিমিত বিল্বদণ্ড ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, “ওঁ স্বস্তি নো মিমীতেতি স্বস্ত্যাত্রেয়ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দো দণ্ডধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতেত্যাদি পঞ্চর্চ্চেনা ইত্যাদি।

শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ,

ব্যাধির চিকিৎসা।

(১)

কলিকাতার হেয়ার স্কুলের দক্ষিণদিক্ দিয়া যে রাস্তাটী বরাবর পশ্চিমমুখে গিয়াছে তাহার নাম “প্যারীচরণ সরকারস্ ষ্ট্রীট”। উহা সেই “ফার্ষ্ট বুক” প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা আদর্শশিক্ষক পরলোকগত প্যারীচরণ সরকারের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ঐ রাস্তা ধরিয়া কিয়দ্দূর যাইলে বামদিকে গড়ের মাঠের ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের ন্যায় যে একটী সুবৃহৎ প্রাসাদ দৃষ্ট হয় উহার নাম “হিন্দুহোষ্টেল” অর্থাৎ মফস্বলস্থ সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানের পাঠ্যাবস্থার আবাসস্থল। শিক্ষাবস্থায় গুরুগৃহে অবস্থানকালে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয় ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ এবং ছাত্রগণ যে স্থানে এইরূপ কঠোর জীবন অতিবাহিত করেন তাহার নাম “ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম”। এই মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্যারীচরণ সরকারপ্রমুখ মহাত্মগণ প্রথমে উক্ত হিন্দুহোষ্টেলের প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈশাখ মাস। আজ বৈকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে, স্কুলকলেজের ছেলেরা বৃষ্টিবাদলা বলিয়া নয়, সকল সময়েই চাদর বা ছাতা ব্যবহার করিতে একান্ত নারাজ। এ সব বহনে যেন তাহাদের ভার বোধ হয়। শিক্ষাবস্থা হইতেই তাহারা যেন পরের ভার গ্রহণে প্রস্তুত নহে। তাহাদের এই স্বার্থপরতার হাতে খড়ি বুঝি ছাতা ও চাদর হইতে আরম্ভ! বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে স্কুলকলেজে যাইব, ভিজিতে ভিজিতে আসিব তথাপি ছাতা লইব না। এ সব বাহাদুরী বুঝি শিক্ষাবস্থাতেই শোভা পায়। আজ এই ঘোর বর্ষার দিনে কতকগুলি ছাত্র (বোধ হয় কলেজের) সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া হিন্দুহোষ্টেল নামক পাশ্চাত্যধরণের এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিল।

যুবকেরা পাঁচ ইয়ারে একত্র হইলেই যেন তাহাদের মাথায় কত হুজুগের ধূয়া পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। তখন বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, সাকার-নিরাকার উপাসনা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, রবীন্দ্র প্রভৃতি

বঙ্গের ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ; এমন কি, থিয়েটারে অভিনেতা অভিনেত্রী পর্য্যন্ত কেহই সে সব হুজুগে সমালোচনায় বাদ যায় না। প্রবাসী পিতার পরিশ্রমলব্ধ মাসিক মনিঅর্ডারে কলিকাতায় মেস্ হোষ্টেলের ছেলেরা এইরূপেই সময় ক্ষেপণ করে। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা হইতে দেশের অভিভাবকগণ পর্য্যন্ত সকলেই মনে করেন যে, এই সকল ছাত্রাবাসগুলি বুঝি বা সেই প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুরূপ, কিন্তু যিনি এই সকল স্থানবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন যে ব্রহ্মচর্য্যের মূল সংযম এখনকার ত্রিসীমানা পর্য্যন্তও যায় না; পরন্তু এখানে অসংযমই পুরাদমে চলিয়া থাকে। কি আহারে, কি বিহারে, কি শয়নে, কি ভ্রমণে, কি বিলাস-বিভ্রমে, আর কি আমোদ-প্রমোদে সকল সময়েই সকলবিষয়েই পুরামাত্রায় অসংযমতা বর্ত্তমান।

হোষ্টেলের উক্ত কলেজের ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে সকলে একস্থানে বসিল। তাঁহাদের অদ্যকার সম্মিলনীতে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়েই আন্দোলন-আলোচনা হইল না। কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতার "কায়স্থসভা"র বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছিল। সেই "সভা"র কার্য্যকলাপই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। তন্মধ্যে প্রধান কথা কায়স্থের কন্যাদায় সমস্যা! কেহ বরপক্ষের হইয়া, কেহ বা কন্যাপক্ষের হইয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের তর্ক ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত হোষ্টেল বাটী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ছাত্রেরাও তাহাতে আসিয়া যোগ দিল। ইহাদের ভিতর অবশ্য হিন্দু নামধারী "ছত্রিশ জাত"ই বর্ত্তমান! তবে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ কায়স্থ। অপরাপর সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা মাঝে মাঝে তর্কের ধূয়া ধরিয়া দিয়া মজা দেখিতে লাগিল। হেমেন্দ্র করুণাময় চারুচন্দ্র এবং চারুচন্দ্রের প্রাণের বন্ধু সুশীলকুমার প্রভৃতিই অদ্যকার তর্কযুদ্ধে অধিকতর মত্ত হইয়াছেন। উপস্থিত ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে বলিতেছেন যে "কলিকাতার কায়স্থ মহাসভা" যে সকল প্রস্তাবে হাত দিয়াছেন, তন্মধ্যে এই প্রস্তাবটাই প্রধান। ইহার সংস্কার করিতে পারিলে "কায়স্থসভা" একটা বড় কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন। আবার কেহ বলিল, এখনকার স্বাধীনতা-সংক্রামক-রোগপরিব্যাপ্ত শিক্ষিতসমাজের দ্বারা সে চেষ্টা কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা যায় না। অপর একজন (সম্ভবতঃ ইনি অন্যসম্প্রদায়ভুক্ত) বলিল "কায়েত্গুলার দেখাদেখি আমাদের সম্প্রদায়েও

এই রোগ প্রবেশ করিয়াছে। আমার এক গরীব আত্মীয় স্বীয় কন্যার বিবাহের জন্য বড় লালায়িত হইয়াছেন। ইহার কথা শুনিয়া প্রিয়নাথ নামক জনৈক বণিক্পুত্র কহিল, অন্যান্যজাতির অবস্থা এত হীন নহে যে তাহারা কায়স্থদিগের ন্যায় ছেলে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে উদ্যত হইবে। তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় সুখে থাক! সে সব ব্যবসায় যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাহারা যে ছেলের বিবাহে টাকা লইবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিবে না ইহা নিশ্চয়! কায়স্থদের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় নাই, তাই তাহারা এই জঘন্য ব্যবসায় ধরিয়াছে। প্রিয়নাথের কথা শুনিয়া কায়স্থসন্তানগণ যেন মরমে মরিয়া গেল! তন্মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ বলিল "তোমরা যাই বল আমাদের "কায়স্থ মহাসভা" শত চেষ্টা করিয়াও কিন্তু দুর্ম্মতি কায়স্থ অভিভাবকগণের মতিগতি ফিরাইতে পারিবেন না! কেন না মানুষ যে পরিমাণে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে স্বার্থপরও হইয়া থাকে। বঙ্গের কায়স্থসম্প্রদায় অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত; সুতরাং বেশী স্বার্থপর। যেখানে যে কাজে স্বার্থহানির কথা, সেখানে সেকাজে কায়স্থসম্প্রদায় বড় একটা অগ্রসর হইবে না। করুণা বলিল "হেমেন্দ্র! তা'হলে তুমি বলিতে চাহ যে উচ্চশিক্ষার সহিত স্বার্থের বড় নিকট সম্বন্ধ! সুশীল এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, করুণার কথায় সে বলিল "অন্য স্বার্থ তো বেশী কিছু নাই! এক নগদ টাকায় স্বার্থ। সেইটে কিসে বন্ধ হয় সেই চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। নচেৎ আমাদের মত গরীব লোকের ভগিনী বা মেয়ের বিবাহ দিতে যে কি কষ্ট, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবে না!" অদ্যকার বন্ধু-সম্মিলনে কেবল চারুচন্দ্র কোন কথা কহিল না।

(২)

চারুচন্দ্র বলদেবপুরের জমিদার হরিচরণ বসুর একমাত্র বংশধর। বলদেবপুরের কায়স্থ জমিদারেরা পুরন্দর খাঁর বংশধর বলিয়া এতদঞ্চলে তাঁহাদের বংশের বিশেষ সম্মান। একে জমিদার তায় কুলীনের সেরা! চারুচন্দ্র প্রেসিডেন্সীতে বি,এ পড়িতেছেন, হিন্দুহোষ্টেলেই থাকেন। পূর্ব্বোক্ত সুশীলকুমারের সহিত তাঁহার বড় বন্ধুত্ব! সুশীলও পূর্ব্বে চারুর সহিত একই শ্রেণীতে পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার পারিবারিক নানা বিপদআপদে ও দুইবেলা প্রাইভেট টিউটারী করিয়া কলিকাতার মেসের খরচ ও কলেজের মাহিনার সংস্থান করিতে হয় বলিয়া তিনি

একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাই চারুচন্দ্র বি, এ, পড়িতেছেন ও সুশীল এল, এ পড়িতেছেন। তথাপি উভয়ে বড় প্রণয়। এমন কি, চারুচন্দ্র সুশীলের আর্থিক অভাবও সময় সময় পূরণ করিয়া থাকেন। সুশীল নিকটে পটলডেঙ্গার একটা মেসেই থাকেন।

গ্রীষ্মাবকাশের দিনকয়েক পূর্ব্বেই সুশীলকুমার দেশে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। কারণ বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে যে তাঁহার পিতার বড় ব্যায়রাম। ছুটীর পর আসিবেন মনস্থ করিয়া তিনি মেসের দেনা পাওনা সমস্তই চুকাইয়া দিলেন। বাড়ী যাইবার সময় হিন্দুহোষ্টেলে তাঁহার বন্ধু চারুচন্দ্রের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলেন এবং ছুটী হইলে তাঁহার বাড়ী দিয়া যাইতে চারুচন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। চারুচন্দ্রও যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের দেশে যাইবার পথঘাট গাড়ী প্রভৃতির বিবরণও জানিয়া লইলেন।

সুশীলের আরও একটু পরিচয় এখানে বলিয়া রাখি। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ-পুত্র। তাঁহার পিতার নাম কমলকুমার ঘোষ, রাজসরকারে প্রায় ৩০ বৎসর অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন! পেন্সনের টাকা অতি যৎসামান্য হইলেও তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কমলবাবু তাঁহার আর পাঁচটী অপগণ্ডকে একরকমে মানুষ করিতেছেন। সুশীলের ভার তাঁহাকে বইতে হয় না। এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সে আপনার ভার আপনি লইয়াছে, উপরন্তু কখন কখন আবার পিতাকেও সাহায্য করে। সুশীল যখন এণ্ট্রেন্স পড়ায় উত্তীর্ণ হয় তখন সে তাহার পিতাকে এই বলিয়া পত্র লিখে যে, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি কলেজে ভর্ত্তি হই, আর যদি অর্থোপার্জ্জনেই আমার প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অগত্যা চাকরির চেষ্টা দেখি! তাঁহার পিতা লিখিয়াছিলেন যে তুমি যেমন ভাল বুঝিবে তাহাই করিবে। লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকে আমাদের শত কষ্ট দেখিয়াও তুমি তাহা ত্যাগ করিও না—কেন না তুমি ভালরূপ লেখাপড়া শিখিলে তোমার কনিষ্ঠেরাও তোমারে দেখিয়া শিখিবে, বিশেষ আমি যখন তোমায় একপয়সা দিয়াও সাহায্য করিতে পারি না, তুমি আপনার খরচ আপনি চালাইতেছ তখন আমার মতামতের অপেক্ষা বৃথা"! সুশীল সেই অবধি লেখা-পড়া করিতেছেন।

(৩)

গ্রীষ্মোপলক্ষে কলিকাতার স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়াছে। চারুচন্দ্র দেশে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। পথে সুশীলদের বাড়ী দুই দিন কাটাইবেন এরূপ মনস্থ করিয়া দেশে পিতাকে পত্র লিখিয়াছেন। সমস্ত গুছাইয়া লইতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইল। ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। টিকিট কালেক্টারকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন আর একখানি ট্রেন আছে, কিন্তু সে বৈকালে ৬।॰ টার সময় ছাড়িবে। চারুচন্দ্র মহাফাঁকরে পড়িলেন। বৈশাখ মাসের শেষ, প্রায় ঝড় বৃষ্টির সময়; বিদেশে অজানা পথে বেলাবেলি যাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় গাড়ী (ট্রেণ); ষ্টেসনে নেমে কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে যাইব! পল্লীগ্রামের রাস্তা চলা অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তার উপর পথে ঝড় বৃষ্টি আসিলে বড়ই বিভ্রাট। চারুচন্দ্র ষ্টেসনে বসিয়া এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা দিল। টিকিট পূর্ব্বাহ্নেই কিনিয়াছিলেন। অগত্যা গাড়ীতে উঠিলেন। যখন গন্তব্যস্থানের ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি আটটা! শুনিলেন ষ্টেসন হইতে মল্লীনাথপুর (সুশীলদের দেশ) প্রায় চারিক্রোশ! শুনিয়া তাঁহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন;—পল্লীগ্রামের কাঁচা-রাস্তা, তায় বৃষ্টি হইয়া গাড়ী চলাচলেরও অসুবিধা। পূর্ব্বাহ্নে গ্রাম হইতে পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া না আসিলে উপায় নাই। এ ক্ষেত্রে কি করিবেন? অগত্যা তাঁহাকে হাঁটিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে একপশলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। চারুচন্দ্র দেখিলেন—সেই কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় এতদঞ্চলের লোকে কলিকাতার গরীব কেরাণীকুলের ন্যায় অল্পবেশ ধরিয়া জামাজোড়া প্রভৃতির পুঁটলী একহস্তে লইয়া অপর হস্তে জুতা জোড়া ধরিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা একবার চারুচন্দ্রের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে আরবার রাস্তার দিকে দেখিয়া হাসেন। চারুচন্দ্র অবশ্য তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব চাপিয়া চারুচন্দ্র (বহুমূল্য পোষাক ও জুতার মায়া না করিয়া) তাহাদের সহিত সমভাবেই চলিতে লাগিলেন। ক্রমে আকাশ যেন আরও ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল! অন্ধকারে নিকটস্থ মানুষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া দুর্ঘট। দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল, গভীর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার উদয় হইতে লাগিল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে

লাগিল। পথিকেরা সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। তাহাদের পথঘাট সমস্তই জানা আছে। ক্রমে ক্রমে সে রাস্তায় লোকের গমনাগমন বন্ধ হইল। চারুচন্দ্র বিদ্যুতালোকে দেখিলেন অদূরে দু'একটি লোক যাইতেছে, দেখিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে দৌড়িতে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দৌড়িয়া দৌড়িয়া চারুচন্দ্রের প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এরূপ অবস্থায় আর কিয়ৎকাল যাইলে প্রকৃতই শ্বাসরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মল্লীনাথপুর আর কতদূর আছে! তাঁহার ভয়বিহ্বল স্বর শুনিয়া লোকটা প্রথমে একটু ভয় পাইয়াছিল। শেষে বলিল এখনও অর্দ্ধক্রোশ; শুনিয়া চারু বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। ভয়ে তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন হইতে লাগিল। চারুচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই লোকটী চারুর ভাবগতিক দেখিয়া বলিল 'দেখ্‌ছি মশাই আপনি এ অঞ্চলের পথঘাট জানেন না, সুতরাং আজ আর মল্লীনাথপুরে না যাইয়া নিকটে কামারপুর গ্রামে কোন গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লউন। চারুচন্দ্র নিকটে ভদ্রগ্রামের কথা শুনিয়া যেন দেহে প্রাণ পাইলেন! কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে নানা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন লোকটার যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর যাইলে তাঁহার সঙ্গী বলিল "মহাশয়! আপনি এই পথ দিয়া কিয়দ্দুর যাইলেই লোকালয় দেখিতে পাইবেন" বলিয়া সে অন্যপথে চলিয়া গেল।

রুদ্ধকণ্ঠ চারুচন্দ্র চলিতেছেন, ক্রমে তাঁহার গা-হাত-পা-কাঁপিত লাগিল, দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইবার উপক্রম হইল। অদূরে জনৈক গৃহস্থের বাড়ীর বাতায়নপথ হইতে আলোকরশ্মি দেখিয়া চারুচন্দ্র সেইদিকে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি সহসা চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার সংজ্ঞালুপ্ত হইল।

(৪)

পতনের শব্দ শুনিয়া জনৈক রমণী আলোকহস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চারুচন্দ্রকে তথায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার কন্যা চপলাকে ডাকিয়া কহিল 'মা চপি! দৌড়ে আয় মা, কা'দের একটী

ছেলে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে' আছে। মায়ের স্বর শুনিয়া চপলা তাড়াতাড়ি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া 'মা! শ্রীনাথ দা'কে ডাকি' বলিয়া চীৎকার করিয়া শ্রীনাথকে ডাকিতে লাগিল। চপলার চীৎকারে জনৈক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, কি হ'য়েছে? ভয় পেয়েছেন নাকি? চপলার মা বলিল 'শ্রীনাথ! দেখ দেখি কা'দের একটী ছেলে এখানে অজ্ঞান হ'য়ে কাদায় পড়ে আছে! শ্রীনাথ আলোক সাহায্যে দেখিয়া বলিল 'মা! এ গ্রামের কোন ছেলে নয়! আমি মাঠথেকে আসিবার সময় দেখিয়াছিলাম যে, এইরূপ একটী ভদ্রসন্তান ঊর্দ্ধশ্বাসে এই দিকে দৌড়ে আ'স্‌ছে। দেখে বোধ হ'ল, এই ঝড় বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় পাবার জন্য তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। চপলার মা তাহার হস্ত হইতে প্রদীপটী লইয়া বলিল তবে তুমি, বাবা, ইহাকে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আইস"। শ্রীনাথ চারুচন্দ্রকে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর উপস্থিত করিল। চপলার মা তাড়াতাড়ি একখানি শুষ্কবস্ত্র আনিয়া শ্রীনাথকে বলিল, তুমি উহার জামা কাপড় প্রভৃতি খুলিয়া এই কাপড় পড়াইয়া দাও। শ্রীনাথ বলিল মা! ব্যস্ত হ'বেন না, আগে উহার জ্ঞান হউক, তারপর কাপড় ছাড়িবার ব্যবস্থা হইবে। এই বলিয়া শ্রীনাথ চারুচন্দ্রের মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে চারুচন্দ্র নয়ন উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একজন সা'জোয়ান পুরুষ আর পার্শ্বে আলোক সমীপে জনৈক রমণী তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি শ্রীনাথের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এখানে কোথায় আসিলাম? তাঁহাকে কথা কহিতে দেখিয়া সকলেই হর্ষান্বিত হইল। শ্রীনাথ কহিল "মহাশয়! ভয় নাই! আপনি কামারপাড়া গ্রামে আসিয়াছেন। এখন উঠিয়া ভিজে কাপড়চোপড় ছাড়ুন বলিয়া চপলার হস্ত হইতে কাপড় খানা লইয়া তাঁহাকে দিলেন। চারুচন্দ্র এই সময় একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন একটী অনূঢ়া যুবতী বিমর্ষভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। চারুচন্দ্র অমনি চক্ষু ফিরাইলেন।

চারুচন্দ্র কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন "আজ আপনারা দয়া করিয়া আমায় আশ্রয় না দিলে হয়ত আমি প্রাণে মারা পড়িতাম। আশ্রয় দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। শ্রীনাথ বলিল মহাশয়! আপনি আমার আশ্রয়ে এসেছেন, এ আশ্রয়ে আগে কত লোক আশ্রয় পেয়েছে। আজ আর ইহাদের সে অবস্থা নাই! বলিয়া শ্রীনাথ নীরব হইল। চপলার মাও একটু দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া চারুচন্দ্রকে কহিলেন "বাবা! একটু সাম্‌লেছো? যা'হক ভিজে কাপড়গুলি দাও, আমি কেচে শুখাইতে দেই। আহা! জল কাদায় কাপড়গুলির কি অবস্থা হ'য়েছে দেখ। এই বলিয়া কাপড়গুলি লইয়া চপলাকে বলিলেন "চপি! মা, টবের জলে কাপড়গুলি বেশ করে, কেচে দাওগে। এই অবসরে চারুচন্দ্র আর একবার চপলার দিকে চাহিলেন—আবার চারিচক্ষের মিলন হইল লজ্জাবনতমুখী চপলা তড়িৎগতিতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। শ্রীনাথ কহিল,—চপীদিদি! আমি উপস্থিত থাকিতে তোমরা কেন কষ্ট করিবে! আমায় দাও, আমি পুকুর থেকে ভাল ক'রে কেচে আনি" বলিয়া চপলার হস্ত হইতে কাপড়গুলি লইয়া শ্রীনাথ পুকুরের উদ্দেশে চলিল। চপলাও অন্তরালে চলিয়া গেল।

পাঠক! শ্রীনাথের মুখে এই পরিবারের অবস্থার একটু আভাস পাইয়াছেন, এক্ষণে চপলার মাতার সহিত চারুচন্দ্রের কথাবার্ত্তায় আরও একটু পরিচয় লউন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথেরও পরিচয় পাইবেন।

(৫)

চপলার মা কহিল "বাবা! দেখ্‌ছি তুমি ছেলে মানুষ, কিন্তু এ দুর্য্যোগে কোথায় যাইতেছিলে? এ সময় কেহ কি বাড়ীর বাহির হয়? চারুচন্দ্র এ কথার কি উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। চারুচন্দ্র উত্তর দিবেন কি? তিনি কেবল চপলার মনোহর মূর্ত্তি ভাবিতেছিলেন। আহা মেয়েটী যেন সৌন্দর্য্যের সার! এমন অনিন্দনীয়া রূপবতী কখন দেখি নাই! চারু এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীনাথ কাপড়গুলি কাচিয়া লইয়া আসিল। চপলার মা বলিল "শ্রীনাথ কাপড়গুলি তবে ঐ আল্‌নায় শুকাইতে দাও"। শ্রীনাথও কাপড়গুলি একে একে টাঙ্গাইয়া দিতে দিতে চারুকে জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়ের নিবাস কোথায়? আর এই দুর্য্যোগেই বা যা'চ্ছিলেন কোথা? চারুচন্দ্র বলিলেন,—আমাদের বাড়ী বলদেবপুর! মল্লীনাথপুরের কমলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। কমলকৃষ্ণ ঘোষের নাম শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। পরে শ্রীনাথ বলিল, "কমল বাবুর বাড়ী? কেন; তাঁদের সঙ্গে কি কোন কুটুম্বিতা আছে নাকি? চারু বলিল

না, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুশীলকুমারের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব। এক সঙ্গে পড়ি, আমাদের কলেজের ছুটী হওয়ায় তাহাদের দেশে বেড়াইতে যাইতেছিলাম! কমল বাবুদের চেনেন না কি? শ্রীনাথকে কোন কথা বলিতে হইল না, চপলার মা বলিতে লাগিলেন, কমলবাবু আমার ভগিনীপতি। আমার ভগিনী মানদার বড় ছেলে সুশীল। তা' বাবা তুমি যখন আমার সুশীলের বন্ধু, তখন আর পর নও। সে আমার বেঁচে থাক, বাবা! তা'রই মুখ চেয়ে আমি আমার চপলাকে নিয়ে এই শ্মশানপুরীতে বাস করিতেছি। যাহ'ক বাবা! যখন দয়া করে এ অভাগিনীর বাড়ী এসেছো, তখন আজ রাত্রে আর তোমার সেখানে যাওয়া হ'বে না। দেখ্‌ছি অনেক ক্ষণ খাওয়া হয়নি বলে মুখখানি শুখিয়ে গেছে। খাবার তৈয়ারী করে দিই, খেয়ে আজ রাত্রি এখানে থাক। কাল সকালে তখন সুশীলদের বাড়ী যেও। এই বলিয়া চপলাকে খাবার প্রস্তুতের ইঙ্গিত করিলেন। চপলা অন্তরাল হইতেই চলিয়া গেল। আর শ্রীনাথকে জল খাবার আনিবার জন্য পয়সা দিলেন।

চারুচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, আপনারা আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না, যখন পরিচয় পেলেম তখন আর আমি পর নই, ঘরে যা' আছে আমায় দিন, আমি তাই খা'ব, খাবার কিনিয়া আনিবার আবশ্যক নাই। শ্রীনাথ সে কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল।

চারুর সহিত পরিচিত হইয়া অবধি চপলার মা নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সমস্ত পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির কথা, শেষে একে একে আত্মীয়দিগের মৃত্যু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিলেন "বাবা! আমার শ্বশুরের "রাবণের পুরী" ছিল, কিন্তু কি পাপে বলিতে পারি না একে একে যেন সগর-রাজবংশের মত সমস্ত ধ্বংস হ'য়ে গেল। আর এই শ্মশানপুরীতে সন্ধ্যা দিবার জন্যই বুঝি আমি অভাগিনী এখনও বেঁচে আছি। বলিতে বলিতে চপলার মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। চারু তাঁহার কথা চাপা দিবার জন্য চপলার কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "চপলা কি আপনার কন্যা? চপলার মা বলিল হাঁ বাবা! ও যখন খুব ছোট তখন উহার পূজনীয়ের মৃত্যু হয়। আমি সেই ঘোর দুর্দ্দিনে দিশে হারা হ'য়ে শয্যায় পড়িয়াছিলাম। সেই অবসরে জ্ঞাতিরা আসা যাওয়া করিত; কিন্তু তাহাদের আসা যাওয়া যে নাবালিকা চপলার সর্ব্বনাশের

কারণ তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাহারা মুখে আত্মীয়তা জানাইয়া বিষয় সম্পত্তির সমস্ত কাগজপত্র নগদ টাকা ও গহনাপত্র সমস্তই আত্মসাৎ করিল, এখন যে কি কষ্টে দিন চলে, তাহা ভগবান্ই জানেন আর শ্রীনাথ নামে আমাদের ঐ প্রজাটী জানে। শ্রীনাথই এখন আমাদের অন্ধের যষ্টির মতন ডাক্তে হাঁকতে বিপদে আপদে শ্রীনাথই আমাদের সব। শ্রীনাথের আচার ব্যবহার আর আমাদের প্রতি যেরূপ দয়া তা'দেখে অনেক ভদ্রলোকেরও লজ্জা হয়। তার উপর বাবা! এই মেয়েটী ক্রমে বড় হ'য়ে উঠ্ছে, এখনও উহার বিবাহ দিবার কোন উপায় করিতে পারি নাই! এক ভরসা সুশীল আর তাঁহার পিতা কমল বাবু! চারুচন্দ্র সুশীলদের অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন, তাই মনে ভাবিলেন যে তাহাদেরই বা এমন কি অবস্থা যে কায়স্থকন্যার বিবাহে সাহায্য করে? চারুচন্দ্র দেখিলেন চপলার মা কাঁদিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি প্রবোধ বচনে কহিলেন, মাসি মা! আপনি মেয়ের বিবাহের জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন? যিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তিনি অগ্রেই তাহার উপায় ক'রে তবে এখানে পাঠিয়েছেন! চারুর অমিয় বচন শ্রবণে চপলার মা চক্ষু মুছিয়া আশীর্ব্বচনে কহিলেন বাবা! তুমি চিরজীবী হও, তোমার মত সুশীলও আমায় সাহস দেয়। যা'হক তোমরা কি বাবা? চারু একটু হাসিয়া বলিলেন "আমি কুলীন কায়স্থ সন্তান, আমার নাম চারুচন্দ্র বসু, আমাদের আদি বাস সিয়াখালার নিকট। আমরা পুরন্দর খাঁর বংশ! কিন্তু সে কথা যাউক আপনার অমন সুন্দরী মেয়ের বিবাহের জন্য ভাবিবেন না। কলিকাতায় আমাদের বন্ধু বান্ধবের ভিতর থেকে একটী ভাল ছেলে দেখে উহার বিবাহ দিব। আমি তো সুশীলদের বাড়ী যাইতেছি, সেখানে তাহার সহিত এ বিষয়ের একটা পরামর্শ করিব।"

এমন সময় শ্রীনাথ জলখাবার লইয়া আসিলে চপলার মা কন্যাকে জলখাবার পাত্রে করিয়া সাজাইয়া দিয়া যাইতে বলিলেন। চপলা জলখাবারের পাত্র হস্তে সলজ্জভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে লজ্জাবতী লতার ন্যায় লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মা বলিলেন "তুই হাবি মেয়ে, চারুকে দেখে আবার লজ্জা কি? তোর সুশীলদা' আর চারু কি ভিন্ন? সে কথায় চপলার আরও যেন লজ্জা হইল তাই তাড়াতাড়ি জলখাবারের পাত্র রাখিয়া একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীনাথও চলিয়া গেল।

(৬)

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও কর্দ্দমাক্ত রাস্তা হাঁটিয়া চারুচন্দ্রের শরীর বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—একটু শয়ন করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন। ক্ষুধাও যথেষ্ট পাইয়াছে, তাই চপলার মাতার পুনঃপুনঃ অনুরোধে সমস্ত জলখাবার নিঃশেষিত করিলেন। এক্ষণে অবসন্ন দেহে একখানি ভগ্ন আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন গৃহের আস্‌বাব্ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ধূলা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। দেখিয়াই বুঝিলেন কর্ত্তাহীন সংসারে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য ব্যতীত বিলাসবিভ্রমের অথবা গৃহসজ্জার দ্রব্যে হিন্দুবিধবার কোন যত্ন থাকে না। দেয়ালে নানাপ্রকার হিন্দু দেবদেবী ও বিলাতী ছবি ঝুলিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলিও যেন যত্নাভাবে মাকড়সা প্রভৃতির আশ্রয় হইয়া রহিয়াছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আরও দুইখানি ছবি আছে। একখানি একটী পুরুষের তৈলচিত্র (Oil-Painting) অপরখানিও উহারই অনুকরণে কার্পেটে অঙ্কিত! ঐ কার্পেটে অঙ্কিত ছবির নীচে কি লেখা আছে চারু একবার উঠিয়া তাহা পাঠ করিলেন। লেখা এই—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

উক্ত দুই ছত্রের নীচে আবার নিম্নের দুইটী ছত্র লেখা আছে—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম, জপতপ পিতা
পিতার প্রীতিতে তুষ্ট সকল দেবতা।

চারুচন্দ্র উভয় পদ্য দুটী পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে দ্বিতীয়টী প্রথমটীর পদ্যানুবাদ। প্রথমটী একটী সংস্কৃত শ্লোক। যতবার পাঠ করেন ততবারই তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়। তিনি স্থির করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই চপলার স্বহস্তের এবং সেই সৌম্যমূর্ত্তি দিব্যপুরুষ আর কেহ নহেন—চপলারই স্বর্গীয় পিতা।

কিয়ৎকাল পরে চপলা লুচি তরকারী প্রভৃতি একখানি থালায় সজ্জিত করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চপলা এই বয়সেই দুঃখের সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মেই শিক্ষিতা হইয়া ক্রমে ক্রমে সুদক্ষ হইয়াছেন। ইহারই নাম প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা! পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা হাতে-কলমে শিক্ষাই হিন্দুরমণীর প্রকৃত শিক্ষা।

চপলা যখন খাবার লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন চারুচন্দ্র কার্পেটে অঙ্কিত ছবিখানির দিগে একদৃষ্টে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। সহসা চপলার আবির্ভাবে তিনি দৃষ্টি ফিরাইলেন দেখিয়া চপলা মহাফাঁপরে পড়িলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সেস্থানে খাবার ফেলিয়া যে পলায়ন করিবেন তাহার উপায় নাই, অথচ গাছ-কোমর বাঁধা অনূঢ়া যুবতীর দুইহস্ত খাবারের থালায় আবদ্ধ, এরূপ অবস্থায় দেহের কাপড় যথাস্থানে রক্ষা করা অসম্ভব। চপলা মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার মা হয় ত সেখানে আছেন কিন্তু মা সেখানে নাই দেখিয়া চারুচন্দ্রের সম্মুখে চপলা কিরূপ ফাঁপরে পড়িলেন, পাঠক! তাহা দেখিতেছেন। চারুচন্দ্রও চপলার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "চপলা! কতক্ষণ খাবারের থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ঐ স্থানে রাখিয়া দাও না। সে কথায় চপলা যেন লজ্জাবতী-লতার ন্যায় আরও সঙ্কুচিতা হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চারুচন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া প্রশ্ন করিলেন—বলিলেন "চপলা! ঐ তৈলচিত্রখানি কাহার? চপলা সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বলিল, আমার বাবার। চারুচন্দ্র আবার প্রশ্ন করিলেন "আর এই কার্পেটে আঁকা ছবিখানিও কি তোমার বাবার ছবি? চপলা ঘাড়নাড়িয়া বলিল, "হাঁ"। চারুচন্দ্র স্বীয় অনুমান যথার্থ হইল দেখিয়া সাহ্লাদে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ কার্পেটের ছবিখানি কে আঁকিয়াছে চপলা? এবার চপলা নীরব, হাসির ঈষৎ আভা যেন তাঁহার সলজ্জ বদনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। চারুচন্দ্র চপলার মুখের মধুর ভঙ্গিমা ও তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া বুঝিলেন চপলাই তবে "চিত্রলেখা"! তাই একটু পরিহাসচ্ছলে কহিলেন "চপলা! আজ হ'তে তোমার নাম "চিত্রলেখা" হইল! উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় চপলার মা আসিয়া একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। চপলা তথায় খাবারের থালাখানা রাখিয়া প্রস্থান করিল। এবং অন্তরাল হইতে মাকে বলিলেন যে একগেলাস জল দেওয়া হয় নাই। তাহার মা একগেলাস জল দিয়া বলিলেন "চপি! তুই এত লজ্জা করিতেছিস্ কাহাকে? চারু কি আমাদের পর না কুটুম্বের ছেলে! আমার সুশীলও যে চারুও সে। চারুচন্দ্র আহারে বসিয়া বলিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি এত খাবার কি করিয়া করিলেন? চপলার মা বলিলেন "বাবা আমি কি আর কিছু পারি! ঘরের কাজ-কর্ম্ম থেকে রান্না প্রভৃতি সমস্তই আমার চপী করে, আমায় কিছুই করিতে দেয়

না। চারু বলিলেন "মাসিমা! চপলা এত অল্প বয়সে দেখিতেছি সব কাজেই বেশ দক্ষ হ'য়েছে—কেহ হাতে ক'রে না শিখালে কি এমনটী হয়? চপলা দেখ্ছি যেমন রন্ধনে দ্রৌপদী, তেমনি শিল্পকর্ম্মেও যেন চিত্রলেখা! আপনি না শিখালে কি এত অল্পবয়সে চপলা আপনা আপনি এত শিখিতে পারে? চপলার মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার শরীরের যে অবস্থা তা'তে আমি কি আর হাতে করে কিছু শেখা'তে পারি! চপী আপনার যত্নে আপনিই শিখেছে। কিন্তু বাবা! উহার বিবাহের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমি সারা হইতেছি। কি ক'রে যে মেয়ের বিবাহ দিব তাহা বলিতে পারি না। শুনেছি পয়সা না হ'লে নাকি আজকাল কায়স্থদের মেয়ের বিবাহ হয় না? তবে কি আমার চপীর বিবাহ হ'বে না? আমার যে বাবা! পয়সার গন্ধও নাই। আজ উহার পূজনীয় বাঁচিয়া থাকিলে—"চপলার মা আর বলিতে পারিলেন না, দুই চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াই যেন তাঁহার অবশিষ্ট কথাগুলি প্রকাশ করিয়া দিল। চারুচন্দ্র তাহা দেখিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বেই তো আপনাকে বলেছি যে মেয়ের বিবাহের জন্য অত ভাবিবেন না, বিবাহ বিধির লিপি—যেমন করিয়াই হউক হইবে। টাকার অভাবে কাহারও মেয়ের বিবাহ হইল না এমন কথা কখন শুনিয়াছেন কি"? পরে বিবাহের কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "মাসিমা! চপলার হাতের রান্না দেখ্ছি বড় চমৎকার! এরূপ রান্না অনেক দিন খাই নাই। বছরে বছরে স্কুল কলেজ বন্ধ হইলে যখন বাড়ী যাই, সেই সময় এইরূপ রান্না খেয়ে মুখের তৃপ্তি হয়। যা'হক্ সব্চেয়ে চপলার কার্পেটের ছবি আঁকা দেখে আমি বড়ই আহ্লাদিত হ'য়েছি। চপলা আত্মপ্রশংসা শুনিয়া দ্বারদেশের নিকট হইতে অদৃশ্য হইল। চপলার মা বলিলেন, "আমার সুশীলও চপীর রান্নার কত প্রশংসা করে। মেয়েটার বিবাহের জন্য যেমন ভাবি' আবার তারে পরের ঘরে পাঠিয়ে যে কেমন ক'রে থাক্‌বো, সে কথাও ভাবি!"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় চারুর আহার শেষ হইল। ইতিমধ্যে চপলা একটী গৃহে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, চপলার মা বলিলেন, "না বাবা! আজ তোমার অনেক কষ্ট হ'য়েছে, আর অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকা উচিত নয়, ঐ ঘরে বিছানা হ'য়েছে, শুইবে চল।" চারু শয়ন করিল।

(৭)

চারুচন্দ্র শয়ন করিয়া কেবল চপলার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। চপলার রূপের কথা, গুণের কথা যতই আলোচনা করেন, ততই যেন সে তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। হায়! এমন সর্ব্বগুণে গুণবতী রমণীর পয়সার অভাবে বিবাহ হইতেছে না। কায়স্থসমাজটা কি এতই পয়সা-পিয়াসী! কায়স্থসমাজে বিদ্যা-বুদ্ধির আদর আছে, কিন্তু রূপগুণের আদর নাই কেন? কায়স্থদিগের চির-দরিদ্রতাই কি তবে এই বৈষম্যের কারণ? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে চারুচন্দ্র অবসন্ন দেহে শয্যায় পড়িয়া অসাড় হইলে—একঘুমেই রজনী প্রভাত হইল!

গৃহবাতায়ননিকটস্থ বৃক্ষ হইতে পক্ষীকুল আকুল প্রাণে কলরব করিয়া উঠিয়া জগতে রজনী প্রভাতের সংবাদ দিল। চারুচন্দ্র জাগরিত হইয়া একেবারে শয্যা-ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, চপলার মা ও চপলা তাহার কাপড়-গুলি গুছাইয়া রাখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চপলার মা বলিলেন, "বাবা! তোমার কাল কতই কষ্ট হ'য়েছে? আমার পোড়া অদৃষ্ট, তাই তোমায় কাল পরি-তোষপূর্ব্বক খাওয়াইতে পারিলাম না। চারুচন্দ্র সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন, "সে কি? আমি কাল যেমন পরিতোষপূর্ব্বক খেয়েছি, এমন খাওয়া অনেক দিন হয় নাই। চপলা চমৎকার রাধে। আমার ইচ্ছা করে, চপলার হাতের রান্না খাইয়ে একবার আমার বাড়ীর লোকদের কিরূপে রাঁধিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিই" বলিয়া চারুচন্দ্র একবার চপলার মুখের দিকে চাহিলেন। চপলা লজ্জায় অধোবদন হইয়া মায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, হায়! আমার কি আর সে অদৃষ্ট হইবে? এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে তোমার মত রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে সিদ্ধ ছেলেকে (আমার চপীর বিবাহ দিয়া) জামাই করিব।

চারুচন্দ্র স্বীয় পোষাকপরিচ্ছদ পরিয়া সুশীলদের দেশে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে—চপলা তাহার মাতাকে বলিল, "শ্রীনাথ দা'কে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে আসিতে বল না"। চপলার কথায় তদীয় মা বলিলেন, চপি! ঠিক্ বলোছস্, শ্রীনাথকে ডাকি, সে খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আসবে এখন। চারু বলিলেন, তার জন্যে কিছু ভাবিবেন না, আমি পথের লোকদের জিজ্ঞাসা করে ঠিক যা'ব! চপলার মা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রীনাথকে ডাকিয়া

মল্লীনাথপুরের পথ দেখাইয়া দিয়া আসিতে বলিলেন। শ্রীনাথের সহিত যাত্রাকালীন চারুচন্দ্র কহিলেন, "মাসি মা! চপলার বিবাহের জন্য কিছু ভাবিবেন না, আমি সুশীলদের সহিত পরামর্শ করে—একটা ঠিক করিব! আবার চপলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, চিত্রলেখা! কিছু ভাবিসনে, আমরা শীঘ্রই তোমার জন্য একটী টুক্‌টুকে বর যোগাড় করিব। এবার চপলা মুখে কাপড় দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে কথায় চপলার মা ও শ্রীনাথ উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। চারু প্রভৃতি যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর গিয়াই একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, চপলার মা ও চপলা উভয়ে তখনও পর্য্যন্ত তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আর পাঠক! একবার চারুর হৃদয় পরীক্ষা করিলে দেখিবেন যে, তাহার সমস্ত হৃদয়টা চপলাময় হইয়া গিয়াছে।

(৮)

চারুচন্দ্র গৃহে আসিয়া মাতাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার মা বুঝি-লেন, "ছেলে গরীবের মেয়ে ঘরে আনিতে ইচ্ছুক।" মায়ের প্রাণ ছেলের আব্দার অভাব পূর্ণ করিতে সদাই প্রস্তুত, তাহাতে শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সন্তান-জননী কখনই পশ্চাদ্‌পদ হন না, অধিক কি সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বীয় সন্তানের সন্তোষবিধানে যত্নবতী হন—ছেলের বিবাহে অর্থ গ্রহণ তো সামান্য কথা। চারুচন্দ্রের মা ও পুত্রের মুখে পাত্রীর রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে তাহাকেই পুত্রবধূ করিবেন, এইরূপ মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন, "এখন কর্ত্তা রাজি হইলে হয়! তিনি যে রকম লোক, তা'তে যে রাজি হন, এমন বোধ হয় না।" মায়ে পোয়ে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইল।

চারুর পিতা হরিচরণ বাবু বাটীর ভিতর আসিলে, গৃহিণী এ কথা সে কথার পর চারুর বিবাহের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "দেখ, ছেলে বড় হ'য়েছে—আর ভাল দেখায় না, আমরা কবে আছি, কবে নাই; এই বেলা তাকে সংসারী ক'রে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।" কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, আমি নিশ্চিন্ত আছি! একটা সম্বন্ধও এসেছে—তারা খুব বড়লোক, দেবে থোবেও বেশ! ঘটক ঘটকীও বলে রেখেছি! গৃহিণী বলিল, তাদের দ্বারা চেষ্টা করিলেও মেয়ে প্রায় ভাল হয় না। তুমি যে টাকার লোভে তাদের কথায় ভুলে—যা' তা' দেখে মেয়ে আন্‌বে, তা হবে না। আমার কত আদরের চারু,

পাঁচ জন্যে একটী ভাল মেয়ে আ'ন্‌তে হ'বে। তা' তারা টাকা দিতে পারে ভাল, আর না পারে তা'তেও বড় দুঃখ নাই! গৃহিণীর কথায় কর্ত্তা একটু চটিলেন, বলিলেন "আমি সম্বন্ধ করিলেই যদি তোমার চারুর ক'নে কাল হবে বিবেচনা কর, তবে তুমিই না হয় গামছা মাথায় ক'রে ঘট্‌কী সেজে পথে বাহির হও।" গৃহিণী বলিলেন, যারা দশমাস দশদিন জঠরে ধরে, তারা যেমন সন্তানের ভাল মন্দ বুঝ্‌তে পারে, এমন আর কে পার্‌বে? সন্তানকে সুখী কর্‌তে এ পৃথিবীতে হেন কাজ নাই যা' কর্‌তে মায়ে কষ্ট বা লজ্জাবোধ ক'রে! তা' গামছা মাথায় দিয়ে ঘট্‌কী সেজে বাহির হ'বার কথা কি ব'ল্‌ছ? সে যা'হ'ক, আমি কোন কথাই শুন্‌ব না; যে সম্বন্ধই হ'ক, মেয়েটী ভাল হ'লেই হ'ল। এবার কর্ত্তা একটু নরম হ'য়ে বলিলেন, দেখ, ভাল মেয়ে আন্‌তে গেলে—এ দিকে কিছু হ'বে না। চারুর কুল ক'র্‌তে হ'বে, কুলের ঘরে প্রায় ভাল মেয়ে মিলে না। সে কথা শুনে গৃহিণী তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে বলিলেন, কেন পাওয়া যাবে না? খুঁজ্‌লে—পাওয়া না যায় কি? আর সুবিধার কথা ব'ল্‌ছ, কি সুবিধা হ'বে না? ছেলে বেচে—পয়সা রোজগার হ'বে না? পোড়াকপাল পয়সায়! চারু আমার বেঁচে থাক্‌লে, কত পয়সা রোজগার ক'র্‌বে। আমার তো আর মূর্খ ছেলে নয়। তুমি জমিদার হ'য়ে ছেলে বেচে টাকা রোজগার কর্‌তে চা'চ্ছ, এতে তোমার কি মান বৃদ্ধি হ'বে? কর্ত্তা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া—পরে বলিলেন, "দেখ, তুমি আজ এমন জেদ্ ক'র্‌ছ কেন? কোথাও কি ভাল মেয়ের সন্ধান পেয়েছো? কথা শেষ হইতে না হইতে গৃহিণী বলিল, হাঁ পেয়েছি। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? গৃহিণী বলিলেন, কামারপাড়ায় ঘোষেদের বাড়ী! কর্ত্তা বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া—বলিলেন, কোথায় কামারপাড়ায়! কামারপাড়ায় আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল। আহা! তা'র সঙ্গে কত আমোদ প্রমোদই না করেছি, কলেজে ছুটী হ'লে তাদের বাড়ী গিয়ে কতদিন কাটিয়ে এসেছি। সে যত দিন বেঁচে ছিল, ততদিন সে আমার এখানে এসে কত আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিত! আজ কয়েক বৎসর আর তা'র সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই; শুনেছি সে মারা গিয়াছে। মেয়ের বাপের নাম কি বল দেখি শুনি! গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিল, তোমার সে বন্ধুটীর নাম কি বল দেখি শুনি। "কালীচরণ" বলিয়া কর্ত্তা উত্তরের প্রতীক্ষায় গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণী বলিল, হাঁ আমিও মেয়ের বাপের নাম ঐ রকম কি একটা

শুনেছি। আরও শুনেছি যে মেয়ের বাপ বেঁচে নাই। তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জ্ঞাতি শত্রুতে সমস্তই ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। মেয়ের মা কেবল ঐ মেয়েটীর ভরসায় সেই পুরীতে অতি কষ্টে বাস করিতেছে। গৃহস্থের ঘরের মেয়ে পয়সা না হ'লে আজকাল বিবাহ হয় না। পাঁচ জ্ঞাতিতে উহাদের বিষয় কেড়ে নিয়েছে, আর কেমন ক'রে বিবাহ হবে বল? মেয়ের পর্য্যায় চারুর পর্য্যায়ের সহিত মিলেছে, অথচ মেয়েটী পরমা সুন্দরী। আমার চারুর সঙ্গে সুশীল বলে যে ছেলেটীর বড় ভাব, মাঝে মাঝে এখানে আসে। সে সেই মেয়ের মাসতুতো ভাই। কর্ত্তা নীরবে সমস্ত কথাই শুনিলেন, শুনিয়া বোধ হইল, যেন রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। তাই বলিলেন, "ওঃ এই তুমি এতক্ষণ এত বক্তৃতা ক'র্‌ছিলে? আমি হরিচরণ বসু, পুরন্দর খাঁর বংশধর! কায়স্থ সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি! আমি যা'র বাড়ী পদার্পণ কর্‌ব, সে বেটা কায়েত হ'বে। আমার ছেলে দু'টো পাস করেছে! আমি কি বিনা পয়সায় সেই গরীব "হাঘরে" ঘরের মেয়ে আন্‌তে পারি? তা'তে আমার মানতো নষ্ট হ'বেই, তা' ছাড়া সে মরা কুটুম্ব লইয়া কোন আমোদ আহ্লাদও হ'বে না। আমি সে সম্বন্ধ কখনই কর্‌ব না।" গৃহিণীর আর সহ্য হইল না, রাগে তাঁর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। বলিল, "যখন মেয়ের বাপ বেঁচে ছিল, তখন তার সঙ্গে কত বন্ধুত্ব ছিল; কত আমোদ আহ্লাদ হ'ত; আর সে এখন বেঁচে নেই ব'লে কি মেয়েটা "হাঘরে" ঘরের মেয়ে হ'য়ে গেল! কপট পুরুষগুলোর বন্ধুত্বই বুঝি এইরূপ! ভদ্রলোকের ঘরের যদি ভাল মেয়ে পাওয়া যায়, তা তার অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? তা'র উপর তোমার বন্ধুর মেয়ে। বলি, টাকাটাই কি তোমার এত হ'ল"? কর্ত্তা দেখিলেন, গৃহিণীর সহিত কথায় পারিবেন না। অগত্যা আর কোন কথা না কহিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

(৯)

আজ সমস্ত দিনটাই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সূর্য্যের সে প্রখর প্রদীপ্ত কর মেঘাবরণে হীনপ্রভ রহিয়াছে। নৈসর্গিক অবস্থাবৈচিত্রের সহিত জগতে মানবমনের অবস্থা-বৈচিত্রের কোন ঘনিষ্ঠতা আছে কি না জানি না! কিন্তু দেখিতে পাই, কি দিবায় আর কি নিশায় প্রকৃতির হাসিভরা মুখ দেখিয়া মানুষও যেন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তিবোধ করে না, পরন্তু হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়।

কিন্তু যদি প্রকৃতির সে ভুবনভুলান রূপের বিপর্য্যয় হয়, অমনি মানবহৃদয়ও প্রকৃতির সহিত সেইরূপ বিপরীত দশা প্রাপ্ত হয়।

আজিকার দিবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অবস্থার সহিত চারুর পিতা হরিচরণ বসুর হৃদয়ও যেন কি এক ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিমর্ষভাবে বহির্বাটীর বিশ্রামকক্ষে দিব্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুগোল তাকিয়া হেলানে একদৃষ্টে যেন কি দেখিতেছেন! কিন্তু বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখিবেন, তাঁহার দৃষ্টি কোন বিশেষ দ্রব্যে আকৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ তিনি একদৃষ্টে যেন অকূল ভাবনাসাগরে নিমগ্ন! মুখের ভাব ঘোর বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন। পার্শ্বের কক্ষে তাঁহারই জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীবর্গ আগন্তুক প্রজাবৃন্দের সহিত হিসাব নিকাশের জন্য বচসা করিয়া বহির্বাটীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; এমন সময় জনৈক নাতিবৃদ্ধ কর্ত্তার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "কি বাবাজি! একমনে এত কি ভাবিতেছ? তোমরাও তা'হলে ভাবনাশূন্য নও!" তাঁহার কথায় কর্ত্তার চমক ভাঙ্গিল। কহিলেন, এস খুড়ো! আমি আরো তোমায় ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইতেছিলাম। আগন্তুকের নাম বামাপদ বসু, সম্পর্কে কর্ত্তারই জনৈক জ্ঞাতিপিতৃব্য ও সমবয়স্ক। অবস্থা অবশ্য তেমন নয়, 'তা' না হউক, তা' বলিয়া—তিনি কাহারও নিকট কখন কিছু প্রত্যাশা করেন না। আপনার অবস্থায় আপনি সদা সন্তুষ্ট। তাঁহার চরিত্রের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি বড় স্পষ্টবাদী। যেটা সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইত, তাহার সমর্থন করিতে সতত চেষ্টা করিতেন। তাহাতে অনেক সময় আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মতান্তর ও মনান্তর হইত, তথাপি তিনি কখন সত্যপক্ষ সমর্থনে ভীত হইতেন না। আত্মীয়, বন্ধু কিম্বা বড়লোকের অযথা খাতির কখন করিতেন না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায়ও লোকে সর্ব্বদা শঙ্কিত হয়। কর্ত্তার কথায় বামাপদ বাবু বলিলেন, "কেন হে বাপ! এ গরীব খুড়োকে এত কি দরকার?" চারুর পিতা পুত্রের বিবাহের সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া কহিলেন, "খুড়ো, এখনকার ছেলে মেয়ে কি বেহায়া! তাহারা বাপ মাকে উপেক্ষা করিয়া আপনাদের সম্বন্ধ আপনারাই করিয়া থাকে! কিসে বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়, কিসে বাপমায়ের মুখোজ্জ্বল হয়, সে চেষ্টা তাহারা করে না। হায়! চারু লেখাপড়া শিখে শেষে এমন হইল! আগে জানিলে তাহাকে কখনই ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইতাম না।

বামাপদ বাবু নীরবে সমস্ত শুনিয়া একটু হাসিলেন; পরে বলিলেন, "বাবাজি! তোমার ছেলে যদি মন্দ হয়, তা'র জন্য লেখাপড়াকে দোষ দাও কেন? আর এক কথা, আমি তো ইহাতে চারু বা তাহার মাতার এমন কোন দোষ দেখিতেছি না, যাহার জন্য তোমার মুখহেঁট হইবার উপক্রম হইয়াছে? বরং তাহাদের এরূপ সৎসাহসের আমি প্রশংসা করি। কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব কায়স্থের জাতিকুল রক্ষা করার মত মহৎ কাজ আমি আমাদের সমাজে আর কিছুই দেখি না। যে বংশের প্রশংসা দ্বারা সেই মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়, সে বংশের প্রশংসা গীতি আপামর সাধারণ সকলের মুখেই অনুক্ষণ গীত হইতে থাকে। তুমি জমিদার—বড়লোক, শত শত বিষয়ে অর্থকে উপেক্ষা করিতে পার; তাতে তোমার বাহাদুরী কিছুই নাই, কিন্তু যদি ছেলের বিবাহে "পাওনার" দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া গরীব স্বজাতির কন্যাকে তোমার সংসারের গৃহলক্ষ্মী কর, তবে তাহাতে তোমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি হইবে বই কমিবে না।

হরিচরণ বাবু বলিলেন, 'বল কি খুড়ো! তুমিও যে দেখিতেছি উহাদের মতন প্রলাপ বকিতেছ। সমাজপ্রচলিত চিরপ্রথার বিরুদ্ধে কাজ করিলে কি আর সমাজে আমার মুখ থাকিবে? আমার এত সম্মান, এত নাম, এত সম্ভ্রম! এরূপ অবস্থায় আমি কি বিনা সম্বলে গরীবের মেয়েকে ঘরে আনিতে পারি? বিশেষ আমার একটী ছেলে এত বিষয় আশয়, তারপর ছেলেটী সুশিক্ষিত, এমন ঘরের এমন ছেলের বিবাহ কি না একটা গরীব কন্যার সহিত দিতে বল! তাহাতে যে কুটুম্ব আহ্লাদের কোন সাধই পূর্ণ হইবার নহে—তাহাও কি একবার ভাবিতেছ না"! এবার বামাপদ বাবু একটু তুচ্ছভাবে হাসিয়া বলিলেন, বাবাজি! প্রলাপ তুমিই বকিতেছ, দেখিতেছি। তোমার ঐ প্রলাপের ভিতর হইতেও কিন্তু আমি কতকটা তোমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার ঐ "চিরপ্রথা বিরুদ্ধ" আর "বিনা সম্বল" হইতেই বুঝিয়াছি যে, তুমি তোমার সমকক্ষ বা তোমার অপেক্ষা বড় ঘরের মেয়ের সহিত বিবাহ দিয়া—হয়, আরও খানিকটা "তালুক মুল্লুক" আর না হয় দু'দশহাজার টাকা পাইবার প্রার্থনা কর এবং তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত ও তৎসঙ্গে চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার হইল বলিয়া মনে কর, কেমন, এই না? চারুর পিতাও বামাপদ বাবুর কথায় একটু চটিয়া বলিলেন, "আমি কি একাই এইরূপ

মনে করি? না এখনকার প্রথাই এই। সুতরাং চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে কাজ করাকে তুমি প্রার্থনা বা ভিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিতে পার না। পট্টবাসী বামাপদ-বাবু বিছানা চাপড়াইয়া—মহা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "যদি মেয়ের বাপ স্ব ইচ্ছায় কিছু দেয়, তবে তাহাকে ভিক্ষা বলিতে পারি না বটে, কিন্তু যদি ছেলের বাপ ফর্দদ্বারা আদায়ের চেষ্টা করে, তবে প্রচলিত প্রথা হইলেও—তাহাকে যে ভিক্ষা করা বলিব না কেন, আমি আদৌ বুঝিতে পারি না"। পরে উত্তেজনা ভাব প্রশমিত করিয়া কর্ত্তার গায়ে হাত দিয়া বামাপদ বাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ! বাবাজি! সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে। 'অতি সর্ব্বত্র' ভাল নয়। এই দেখ না পূর্ব্বে ইংরাজি জানিলেই চাকরী হইত। তার পর যখন ইংরাজি পাসের চাপরাস ঘাটে মাঠে পথে ছড়াছড়ি গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন শুধু পাস করিলেও চাকরী পাওয়া যাইত না। কোন আপিসে দিনকতক শিক্ষনবীশ (এ্যাপ্রেন্‌টীস্) থাকিলে তবে চাকরী পাওয়া যাইত, এখন আবার তাহাতেও কিছু হয় না, তা'র উপর আবার স্বীয় যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু যখন চাকরী প্রাপ্তিতে বিশেষ কষ্ট লোকে বেশ বুঝিতে পারিবে, চাকরী-জীবি বঙ্গবাসী চাকরীর অভাবে যখন 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া পথে পথে বেড়াইবে তখন তাহাদের চিরপ্রচলিত পথের বিপরীত দিকে গমন ভিন্ন গত্যন্তর নাই! আমাদের সমাজের বিবাহ ব্যাপারও ঠিক তেমনি। পূর্ব্বে মেয়ের বিবাহ দিতে এত ব্যয় বাহুল্য ছিল না, হাতে শাঁখা ও পরিধানে চেল মাত্র সম্বল ছিল। ছেলেকে কুল করিতে হইলে ঘরের কড়ি খরচ করিয়া অতি দূর দূরান্তর হইতে কুলীনের মেয়েকে ঘরে আনিতে হইত। তার পর বিলাতী বিলাসস্রোত এদেশে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিবাহটাকেও কি ঘোর বিলাসে পরিণত করিয়াছে, দেখিতছ? সুতরাং বর্ত্তমান বিবাহ যে চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে হয় একথা বলিতে পার না। জগতে কিছুই যখন নিত্য নহে, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তখন সামাজিক প্রথাও কি অপরিবর্ত্তন থাকিতে পারে? কালের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাহা টেঁকিয়া থাকিবে, তাহাই চিরপ্রচলিত সনাতন প্রথা মধ্যে পরিগণিত হয়। এ জগতে কালের প্রভাব অতিক্রম করে, কাহার সাধ্য? বিশেষতঃ পৃথিবীতে যখন যে অভাব উপস্থিত হইয়াছে, যে কোন বিপ্লবে সমাজবিধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে, বিশ্ববিধাতা তখনই সেই অভাব পূরণার্থ হয় স্বয়ং বা তাঁহার কোন প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন, আর নয়ত অন্য কোন অদৃষ্ট উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কায়স্থসমাজে এই যে কন্যার বিবাহ দায়ে, দিন দিন যে যেরূপ হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, অর্থগৃধ্নু ছেলের বাপেরা বিবাহব্যাপারে যেরূপ পিশাচত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় করুণাময় ভগবান্ এই পাপপূর্ণ কলিকাতায় স্বয়ং অবতীর্ণ না হইয়া "বিষ দিয়া বিষ নষ্ট" করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তুমি কি মনে কর, কন্যাপক্ষের অভিভাবকদিগের কাতর ক্রন্দন শুনিয়াও দয়ালু হরি যোগনিদ্রায় অবস্থান করিবেন! কায়স্থসমাজের এই ঘোর বর্ব্বরতা বিষ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বোধ হয় ছাত্র-সম্প্রদায়কে অলক্ষ্যে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন! পরে তাহাতেও যদি এই বর্ব্বর প্রথা তিরোহিত না হয়, তাহা হইলে হয় ত স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া স্বহস্তে এই প্রথায় মূলোচ্ছেদ করিবেন! হিন্দু সন্তান কায়স্থ মাত্রেই অন্ততঃ এইরূপ আশা করেন :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

বামাপদ বাবুর বক্তৃতাবাণীতে চাকুর পিতার যে চৈতন্য হইল, তাহা বোধ হয় না—বক্তৃতাবাগীশদিগের বক্তৃতায় আমাদের অসাড় সামাজিক দেহ কোন কালে চৈতন্য প্রাপ্ত হয় নাই, হইবে কি না তাহাতেও সন্দেহ! বামাপদ বাবু যে এত কথা কহিলেন, সমস্ত কথাই যেন কর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিয়াই লীন হইতে লাগিল। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই একই ভাবে আবার একদিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া বামাপদ বাবু ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে রামধন চাকর তামাকু সাজিয়া কর্ত্তাকে দিল, কর্ত্তা যেন চমকাইয়া উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিলেন। বোধ হয় বামাপদ বাবুকে খুঁজিলেন, দেখিতে পাইলেন না বলিয়া তামাকু টানিতে টানিতে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "এও কি একটা কথা! আমি বাপ, তারে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিলাম, লেখাপড়া শিখাইলাম, সে কিনা আমাকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিতেছে? তাহার কি বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় নাই! আমায় এত অশ্রদ্ধা! আচ্ছা দেখি, সে কেমন ক'রে বিবাহ ক'রে এ বাড়ীতে আসে! না তা' হবে না, তাদের সম্বন্ধের পাকাপাকির পূর্ব্বেই

আমায় একটা সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে। সেখানে অগ্রিম কিছু টাকাও পাওয়া যাইবে। ঘটক ঠাকরুণ এলে হয়! ৪০০০ হাজার টাকা! বড় সামান্ত কথা কি? এ টাকার মায়া ত্যাগ করিলে লোকে আমায় কায়েতের ঘরের মূর্খ বলিয়া গালি দিবে!"

এদিকে ঘটক ঠাকুরুণও পাওনা গণ্ডা পাছে হাতছাড়া হয় তাই দেখে কর্ত্তার সঙ্গে উঠে পড়ে লেগেছেন। কন্যাকর্ত্তার নিকট দিন রাত আসা যাওয়া করিতেছে। রামধন সমস্তই জানিয়া চারুকে বলিল। রামধন বাটীর পুরাতন চাকর, চারুকে হাতে করে মানুষ করেছে। তাহার মুখে সমস্ত শুনিয়া চারু বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। কলিকাতার ইস্কুল কলেজ খুলিতেই মফঃস্বলের ছাত্রেরা একে একে কলিকাতায় আসিয়া যে যাহার আস্তানায় উঠিতে লাগিল। ইস্কুল কলেজের মেস্ ও হোটেল দুই এক দিনের জন্য যেন বিজয়া দশমী হ'য়ে দাঁড়া'ল। পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রণয়সম্ভাষণসূত্রে পরস্পরকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হিন্দু হোষ্টেলও ছাত্রপূর্ণ হইল। চারুরও ছুটী ফুরাইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আজ বৈকালে সুশীলচন্দ্রও হিন্দুহোষ্টেলে যাইয়া বন্ধু চারুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উপস্থিত বন্ধুবর্গও সুশীলের সহিত গোলদীঘীতে বেড়াইতে গেলেন। চারুও সঙ্গে চলিল। অবিবাহিত ছাত্রবৃন্দ বিবাহিত ছাত্রবৃন্দকে ঠাট্টা বিদ্রূপে আপনাদের বিকৃত রসিকতার পরিচয় দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদের হাসির রোলে গগন বিদীর্ণ হইয়া সমাগত বহুতর ছাত্রবৃন্দের এমন কি পথিকদিগের মনও আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের বিকট হাসির তরঙ্গে পথিকগণ মনে করিল, বুঝি খৃষ্টান পাদরীসম্প্রদায় ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া বক্তৃতাচ্ছলে ভ্রমণনিরত ছাত্রবৃন্দকে আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবিয়া তাহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। যুবকদিগের মধ্যে সকলেই বিবাহিত; অবিবাহিতের মধ্যে কেবল চারু আর সুশীল। সকলেই চারু ও সুশীলকে এ পর্য্যন্ত বিবাহ না করায় নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে। সুশীল আপনার অসচ্ছলতার দোহাই দিয়া সে যাত্রা রেহাই পাইল, কিন্তু চারুর আজ আর নিস্তার নাই। চারু অগত্যা সুশীলের সুরে সুর ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি বড়লোকের ছেলে বটে, কিন্তু আমার অবস্থা সুশীলের

অপেক্ষাও শোচনীয়। এই বলিয়া চারু তাঁহার বিবাহবিভ্রাটের সমস্ত কথা বন্ধুদিগের নিকট খুলিয়া বলিলেন। শেষে বলিলেন, "বল দেখি ভাই! একদিকে পিতা পরম গুরুর আদেশ, অপর দিকে গরীব ভদ্র গৃহস্থের কন্যাদায়! কোন্ পথে যাই বল? কোন্ পথে যাইলে আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়। একদিকে পিতার অর্থলোলুপতা অন্যদিকে গরীব অনাথার অর্থব্যয়ে অক্ষমতা! এ অবস্থায় কাহার মনরক্ষা করি, ভাই! আমার কি কর্ত্তব্য, বলিয়া দাও।" বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন "হিন্দুসন্তান পিতার অমতে কাজ করিবে কি করিয়া?" আর একজন বলিলেন "ঠিক কথা! তিনি ত আর অন্যায় আদেশ করিতেছেন না। তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে লাভ বই লোক্‌সান নাই।" হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন, "ভাই! তোমাদের মতে আমি সম্পূর্ণ মত দিতে পারি না। কেননা স্বার্থের লোভে মানুষ অন্ধ হয়। বেশী টাকা বা কিছু টাকা দিবে বলিয়া তাহার ঘর দেখিব না বা যাহাকে লইয়া আজীবন সংসার করিব, তাহার গুণাগুণ কিছুরই বিচার করিব না? সে কাল কি ধলো, কাণা কি খোঁড়া তাহাও দেখিব না? কেবল বাপ মা বলিতেছেন, মত করিয়াছেন বলিয়াই যে আমাকে সেইস্থানে বিবাহ করিতে হইবে? এ কেমন কথা! পিতা কিছু চিরদিন থাকিবেন না। ভালমন্দ সমস্ত আমাকেই সহ্য করিতে হইবে। পিতামাতার কেবল ঘর দেখা উচিত অর্থাৎ কুটুম্ব কেমন ভদ্রলোক কি অভদ্রলোক তাহারই অনুসন্ধান করিবেন, আর যাহাতে বর কিংবা কন্যার বংশ নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হয় ইহাই দেখিবেন। আরও একটু অধিকার তাঁহাদের উপর দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বর ও ক'নের চরিত্রের সম্বন্ধে। কেবল এই পর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলে যেন পিতামাতা পিতামাতার ন্যায় কাজ করিলেন বলিয়া বোধ হয়, তদতিরিক্ত কিছু করিতে গেলেই তাঁহারা ঘোর স্বার্থপর হইয়া সমাজের উপর অত্যাচার করিতে থাকিবেন।"

হেমেন্দ্রের কথায় উক্ত বন্ধুদ্বয় নীরব হইয়া রহিলেন। আর আর বন্ধুরাও তাঁহার যুক্তির সমর্থন করিলেন। চারু মনে মনে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলেও প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। সুশীল এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, হেমেন্দ্রের কথায় তাঁহার দেহে যেন তড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। তাহার মুখেও যেন প্রফুল্লতার রেখা দেখা গেল। হেমেন্দ্রও চারুর ন্যায় ধনী পিতার একমাত্র

পুত্র, তাঁহার বিবাহে কিন্তু তাঁহার পিতা বিশেষ বিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রের ন্যায় সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের ছেলেকে কন্যাসম্প্রদান করিতে কে না ইচ্ছা করে? হেমেন্দ্রের পিতা হেমেন্দ্রের বিবাহ দিবেন শুনিয়া চারিদিক্ হইতে ঘটকঘটকী বহুতর সম্বন্ধ আনিতে লাগিল। রূপার দানসামগ্রী জড়োয়া বাউটী সুটের গহনা ভাল ঘড়ী ঘড়ীর চেন আর নগদ দুই চারি হাজার টাকা প্রভৃতি কত প্রলোভনের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার কর্ণ ঝালাপালা হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিবেচক ও বুদ্ধিমান্; এই জন্য কোন প্রলোভনে প্রলোভিত না হইয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, যে স্থান হইতে বেশী দর পাইতেছি, সেই সেই সম্বন্ধে কোন না কোন খুঁত আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্বন্ধ হয় ভাল বংশ নহে, নয় ক'নে কাল। আবার কোন কোন সম্বন্ধ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাহাদের বংশের দু'একটী কলঙ্কের কথা সাধারণে রাষ্ট্র হইয়াছে। অতএব নিখুঁত নির্দোষ সম্বন্ধ পাইতে হইলে প্রাপ্যের দিকে নজর দিলে চলিবে না। এই কারণে তিনি সদ্বংশজাত একটী পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত হেমেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। তাহাদের অবস্থাও ভাল বলিয়া তাহারা বর ও ক'নেকে যথাসাধ্য ধন দিয়াছিল। হেমেন্দ্রের পিতার ফর্দ্দ ফেলিয়া দর দিতে হয় নাই। হেমেন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে এই সকল বর্ণনা ও পিতার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আপনাকে যেন বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিলেন। হেমেন্দ্রের মুখে তদীয় পিতার মহৎ কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া উপস্থিত অপরজাতীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন বলিল, "তাইত হে! কায়স্থদিগের মধ্যে এমন ভদ্রলোক আছেন নাকি? আমি মনে করি কায়েতদের ছেলের বাপ মা Shylock!" সুশীল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আছে বই কি। আছে বলিয়াই বঙ্গীয়সমাজে এখনও কায়স্থগণ বিশেষ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশ্রেণীর জাতি বলিয়া বিখ্যাত!" তাহার কথা শুনিয়া অপরাপর জাতীয় বন্ধুবর্গ পরস্পর আকারে ইঙ্গিতে একটা বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ করিলেন। এমন কি তন্মধ্যে জনৈক বন্ধু বলিয়া ফেলিলেন যে "তা' হ'বে না গা! ছেলে বিক্রীর ব্যবসায়ে সম্মান কত!! তাহার কি আর অবধি আছে?"

এইরূপ জাতিত্বের বৃথা আড়ম্বরে পাছে বন্ধুত্বের বিনাশ হয়, এই ভয়ে তাহাদের সে কথা চাপা দিয়া হেমেন্দ্র চারুচন্দ্রকে কহিলেন, চারু! বল দেখি ভাই

তোমার কি ইচ্ছা? গরীব সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা সদ্বংশজাতা রূপসী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তোমার সুখ? না তোমার অর্থলোলুপ পিতার অন্যায় আদেশ প্রতিপালনে সুখ?" চারু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ভাই! আমি ত প্রথম পরিচয়েই তাহাদিগকে কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি দিব বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম! আমার জননীরও ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে; কিন্তু পিতার ভীষণ প্রতিজ্ঞা "ছেলে আমার অমতে বিবাহ করিলে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বিষয়ভোগে বঞ্চিত করিব"! সে কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চরোলে "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাহাতে তোমার ভয় কি? তুমি ত আর কায়েতের ঘরের মূর্খ নও, যে পয়সা উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে। লেখাপড়া যখন শিখিয়াছ, তখন যেমন করিয়াই হউক পয়সা উপার্জ্জনের পথ আপনিই করিয়া লইবে।" আর একজন বন্ধু ইনি বোধ হয় বি,এল পড়িতেছেন, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাপের বিষয় পৈতৃক না স্বকৃত? আইন অনুসারে পৈতৃকলব্ধ বিষয় নষ্ট করিতে বা পুত্রদের বঞ্চিত করিতে তিনি অক্ষম। তবে যদি সে বিষয় তাহার স্বকৃত উপার্জ্জনলব্ধ হয়, তবে তাহা তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। চারু সে কথায় কোনই উত্তর দিলেন না। সুশীল বলিল, "চারু পিতার একমাত্র আদরের ছেলে! আমি যতদূর জানি, উহার পিতা উহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন। সুতরাং তিনি মুখে যাহা বলিবেন কাজের বেলা তাহা কতদূর হইবে বলিতে পারি না! মোট কথা তিনি কেবল কথার কথা অথবা পুত্রকে শাসন করিবার জন্যই বোধ হয় বলিয়াছেন। আমি তাঁহার পুত্রবাৎসল্য বিশেষরূপে জানি।"

তখন সকলে সমস্বরে "হো হো" শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। হেমেন্দ্র মহা উত্তেজিত হইয়া চারুর হস্তধারণ করিয়া বলিল, "ভাই! এই স্থানে একদিকে নব্যবঙ্গের উন্নতির মূল মহামতি ডেভিড্ হেয়ারের পবিত্র সমাধি! আর অপরদিকে সেই ইয়ংবেঙ্গলের নেতা শিক্ষকশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর কীর্ত্তিস্থান হিন্দুকলেজ! এই উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া এস, প্রতিজ্ঞা কর যে আজ হইতে অর্থদানে অক্ষম গরীব ভদ্রবংশের কন্যাকে বিনা সম্বলে বিবাহ করিয়া কায়স্থের কন্যাদায়-ব্যাধির উপশম করি! এবং আজ হইতে আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধবদিগকেও এ সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ করিব! আইস, আজ এই মহামন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হই। এস, চারু! আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানে এক্ষণে তোমার দ্বারা পরীক্ষা করি'! হেমেন্দ্রের

কণ্ঠায় বন্ধুমণ্ডলীর সকলেই মহা উত্তেজিত হইয়া আবার "হো-হো" রবে চিৎকার করিতে করিতে প্রস্থান করিল। তাহাদের সেই গগনভেদী চিৎকারে সকলে মনে করিল, "আবার বুঝি সেই নব্যবঙ্গের ইয়ংবেঙ্গলদলের উদ্ভব হইল। হেমেন্দ্রের নাম সেই অবধি 'ইয়ংডিরোজিও" রাখা হইল।

(১১)

ইয়ংডিরোজিও হেমেন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে চারুর বন্ধুগণ সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আজ অবধি আমরা আমাদের অথবা আমাদের আত্মীয়গণের বিবাহ উপলক্ষে দেনা পাওনার ভার কন্যাপক্ষের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব। শুধু তাহাই নয়, তাঁহাদের এই মহামন্ত্রে সাফল্যলাভের পরীক্ষা করিবার জন্য চারুকে প্রথমে দীক্ষিত করিলেন। সুশীলের মাতৃস্বসা কন্যা চপলার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে চারুর মা ও রামধন চাকর ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের বিশেষভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। সকলের পরামর্শ স্থির হইল অগ্রে কন্যাটীকে একবার দেখা দরকার। একা চারুর দেখা কোন কাজেরই নয়। এই কারণে রামধন ও হেমেন্দ্র উভয়েই কন্যা দেখিয়া আসিয়াছে। তাহারা চারুর মায়ের নিকট কন্যার রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা শত মুখে বলিতে লাগিল। রামধন বলিল, "মা! টাকার লোভে এমন সুন্দর মেয়ে হাত ছাড়া হইতেছিল।" চারুর মা বলিল, কর্তার মত হউক আর না হউক, যেমন করিয়া হউক ঐ স্থানে বিবাহ দিতেই হইবে।

এদিকে কর্ত্তাও নিশ্চিন্ত নহেন। একটী সম্বন্ধ আসিয়াছে। মেয়েটী তত ভাল নহে, কিন্তু কলিকাতারই কোন বড় ঘরের মেয়ে, প্রাপ্যও যথেষ্ট আছে; এই কারণে তাহার ইচ্ছা যে শীঘ্রই একটা পাকা কথা কহিয়া রাখেন। পাছে গৃহিণী সেই হাঘ'রে ঘরের মেয়েটার সহিত বিবাহ দিয়া ফেলে! আজ কয়েক দিন হইতে গৃহিণী চারু ও রামধনের সহিত কি একটা পরামর্শ আঁটিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী কথাটা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়েন, তাহাতে কর্ত্তার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। ঘটক ঠাকরুণের সহিত পাকা দেখিবার দিন ধার্য্য করিয়া তিনি বাটীর ভিতর আসিয়া গৃহিণীকে সুখবরটা দিলেন। গৃহিণী বলিলেন, ইহারই মধ্যে পাকা দেখার কথা না কহিলে নয়! কর্ত্তা বলিলেন "কেন তাহাতে দোষটা কি? সম্বন্ধটা আমার বড় পছন্দ হ'য়েছে।"—কথায় বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন,

কেন বেশী টাকা পাবে বলে নাকি? আর তা'হলে তোমার একখানা কোম্পানীর কাগজ হয়? বলি টাকাটাই কি এত হ'ল!" কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন "হাঁ তুমিত কেবল আমার টাকা পেতেই দেখ। আমি যেন কখন টাকার মুখ দেখি নাই। তবু যদি আমার পৈতৃক জমিদারী না থাকিত, তাহ'লে না জানি আমার অদৃষ্টে আরও কি হইত?"

গৃহিণী দেখিলেন, কর্ত্তা বড় মর্ম্মাহত হইয়াছেন; সুতরাং নীরব হইলেন। তখন কর্ত্তা আবার কহিলেন, "দেখ তুমি ছেলের যেমন একজন আপনার জন আমিও তেমনি একজন আপনার! সকল আপনার জনেরই ইচ্ছা যে ছেলে ভাল ঘরে বিবাহ করে। আমি যেখানে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, তাহারা কলিকাতার খুব বনিয়াদি ঘর সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ। আমি যে পুরন্দর খাঁর বংশধর সামাজিক সম্মানে তাঁহারা আমরই সমকক্ষ! তা' ছাড়া তাহাদের সংসার জাজ্বল্যমান বাপ মা ভাই ভগিনী প্রভৃতিতে একটী "রাবণের পুরী" বলিলেও হয়। সহরের বড় লোক হ'লে যে সকল আসবাব থাকা দরকার, তাহাদের সে সকলের কিছুরই অভাব নাই। সেই বড় বাড়ী যুড়ি গাড়ী রাঁধুনী চাকরাণী চাকর সমস্তই আছে। এমন সম্বন্ধ না হ'লে আমার মত লোকের মান সম্ভ্রম বজায় থাকবে কেন?" গৃহিণী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, আসল কথা মেয়েটী কেমন? মেয়েটীর কথা হইবামাত্রই কর্ত্তার মুখ যেন একটু বিবর্ণ হইয়া গেল, তাই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, মেয়েটী মন্দই বা কি? সম্ভ্রান্ত ভদ্র ঘরের মেয়ে যেমন হয়। পরমাসুন্দরী না হউক আর পরমাসুন্দরীরই বা দরকার কি? ভদ্র ঘরের মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে কে কোথায় ঘরের ছবির মতন সুশোভিত হইয়া দর্শকের নয়ন তৃপ্তি করে! গৃহিণী বলিলেন, হরিবোল হরি! বীজমোল্লায় গলদ! কথার ভাবে বোধ হয় যে, তবে মেয়েটী তত ভাল নহে। তা' যদি হয়, তাহা হ'লে নিশ্চয় জানিও আমি চারুর বিবাহ সেখানে দিব না। ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে কর্ত্তা বলিলেন, তবে কোথায় দিবে? সেই হা'ঘরে ঘরের মেয়েটীর সঙ্গে। কর্ত্তার কথা শেষ হইতে না হইতে গৃহিণী বলিলেন, "কেন তাঁরা হা'ঘরে কিসে? এক্ষণে যেন ঘরেই ভাত নাই। গরীবই যেন হ'য়েছে তা' মানুষের সময় অসময় কি নাই? তোমার মুখেই তো শুনেছি যে পূর্ব্বে তাহাদের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল। সে সময় তুমি অতুল বিষয়ের অধিকারী হ'য়েও সে স্থানে

যাইয়া এখন ঘ'রে হা'ঘরে বলিতেছ। তাহারই সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাটিয়ে আসিতে! এখন কি আর সে সব কথা মনে নাই! তুমি না বড়লোক? বড়লোক কি কেবল টাকা আর জমিদারীতে হয়?"

কর্ত্তা আর কোন কথা না বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে, অন্য কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চুপে চুপে সমস্ত স্থির করিয়া রাখিব। পাকা দেখিয়া দিনস্থির করিতে পারিলে তখন বোধ হয় কেহ অমন করিতে পারিবে না!

(১৩)

হেমেন্দ্রপ্রমুখ চারুর বন্ধুবান্ধবগণও নিশ্চিন্ত নহেন। চারুর মা তাঁহাদিগকে কর্ত্তার মনের ভাব সমস্তই লিখিয়া পুনঃ পুনঃ চপলার সহিত চারুর বিবাহের তাগাদা করিতেছেন। তাঁহারাও সুশীলের দ্বারা তাঁহার পিতার সহিত সমস্ত কথা স্থির করিয়া মায় পাকাদেখা ও সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য করিয়া চারুর পিতাকে পাকা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হরিচরণ বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তদুত্তরে বিস্তর অপমানজনক পত্র লিখিলেন। তাঁহারা কিন্তু সে সব কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তাহার কারণ তাঁহারা মনে করিলেন যে, যখন সামাজিক সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়া "সংস্কারকের দলে নাম লেখাইয়াছি, তখন হয় ত ইহা অপেক্ষাও অধিক অপমান, এমন কি হয়ত প্রহার পর্য্যন্তও সহ্য করিতে হইবে। সংস্কার ব্রতের এই সবেমাত্র হাতেখড়ী বইতো নহে!

এদিকে চারুর মাও তাঁহাদের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিলেন, অধিকন্তু লিখিলেন, তোমরাই যাইয়া বিবাহ দাও। খরচের জন্য ভাবনা নাই। তাহাতে সকলে মহা উৎসাহিত হইয়া বিশেষ ধুমধামের সহিত চারুর বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বরযাত্রাকালে জমিদার প্রভৃতি বড়লোকদিগের ছেলের যে সব জাঁক জমক দরকার, তাহার সমস্তই বন্দোবস্ত ছিল। ক'নে বাড়ী সাজান প্রভৃতিও সুশীলের দ্বারা সম্পন্ন হইবে কথা হইল। সে খরচও চারুর মা দিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা প্রীতি উপহার প্রভৃতি পদ্য রচনা করিয়া সোণার জলে ছাপাইয়া রাখিলেন। যাতায়াতের গাড়ী, রেলগাড়ী ও ক'নের বাড়ী যাইবার গাড়ী সমস্তই বন্দোবস্ত ছিল। এমন কি চারুর "বউভাতে" এক রাত্রি থিয়েটার হইবে, এরূপ পরামর্শও হইল। চারুর মা বংশের তিলক একমাত্র

ছেলের বিবাহে মনের সাধে খরচ করিতে লাগিলেন,—কাহারও মনে কিছুরই ক্ষোভ রাখিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র ক্ষোভ—কেবল এই শুভ ব্যাপারে যোগদানে কর্ত্তার উদাসীনতা। চারুও তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

চারু এই ব্যাপারে পিতাকে নির্লিপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসকলকে বলিলেন যে, পিতা সন্তুষ্টমনে এই বিবাহে অনুমতি না দিলে আমি কখনই বিবাহ করিব না। চারুর "ধনুকভাঙ্গা" পণের কথা শুনিয়া বাটীর অপরাপর অভিভাবকেরা সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। পিতার মনঃকষ্টে পুত্রের দয়াপ্রবণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া গরীব-কন্যার জাতি-রক্ষার কথা—হায় হায়! বুঝি ভাসিয়া যায়! বুঝি বা অযত্নরক্ষিত সদ্য বিকশিত বন্য কুসুমের ন্যায় সুধামাখা হাস্যময় আস্য চারুর পিতার মনঃক্ষুণ্ণে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়! হায়! হায়! বিপুল অর্থনাশ করিয়া এত আয়োজন এত বন্দোবস্ত সবই বুঝি চারুর এক নিশ্বাসে উড়িয়া যায়। কেবল রামধন চাকর ও চারুর বন্ধুবান্ধবেরা তাহার সে পণের কথা গ্রাহ্য না করিয়া তবুও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বাটীর অপরাপর অভিভাবকেরা কিন্তু এই শুভ কাজে অশুভের সূচনা দেখিয়া ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ছেলে ছোক্‌রার হিতাহিত কোনও দায়িত্ববোধ খুব কম—বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপার। কাল চারুর অন্নপ্রাশন উৎসব! আজ তাহার একটা শেষ মীমাংসা না করিলে নয়! এই ভাবিয়া গ্রামের বিচক্ষণ প্রাচীনগণ ও চারুর অভিভাবকগণ একত্র চারুকে লইয়া কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল। চারুও অপরাধীর ন্যায় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

(১৩)

লজ্জায়, ক্ষোভে ও মনের কষ্টে কর্ত্তা হরিচরণ বাবু ম্রিয়মাণ হইয়া আপনার বহির্ব্বাটীর বিশ্রামকক্ষে বসিয়া আছেন। একমাত্র পুত্র চারুর বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীতে ধূম পড়িয়া গিয়াছে! তিনি বাড়ীর কর্ত্তা, ছেলের বাপ হইয়াও আজ একাকী কেন উদাসীনভাবে বসিয়া আছেন? দেখিলেই বোধ হয় যেন সর্ব্বদাই কি ভাবিতেছেন! তিনি ভাবিতেছেন,—ছেলে সুশিক্ষা পাইয়াও তাঁহার অবাধ্য হইল! তাঁহার এতটা মান সম্ভ্রম—এতটা বংশগৌরব একটা ছেলের অপরিণাম-

দর্শিতার ফলে কি না সে সব নষ্ট হইতে চলিল? আমি তাহার অভিভাবক জন্মদাতা পিতা, গুরুর গুরু! আমাকে উপেক্ষা করিয়া আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া কি না একটা হাঘরে নিরন্ন অভিভাবকহীনাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে? এই সকল ভাবিতেছেন, আর অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। এমন সময় উক্ত প্রবীণ আত্মীয় কুটুম্বগণের সহ পুত্র চারুচন্দ্র পিতৃ-পদতলে আসিয়া পতিত হইল। চারুকে দেখিয়া কর্ত্তার মনের কষ্ট আরও দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। পিতার চক্ষে জল দেখিয়া চারু কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা! অভাগার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এমন কাণ্ড হইবে জানিলে কে এ কাজে প্রবৃত্ত হইত! না বুঝিয়া আপনার অমতে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি—তজ্জন্য এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। অধিকন্তু আমি আপনার পদস্পর্শে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনার অনুমতি ব্যতীত আমি কোথাও বিবাহ করিব না!" বলিয়া চারু কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ত্তা কিন্তু ক্রোধ ও অভিমানে দিশেহারা হইয়া বলিলেন, "না বাপু! এতদূর অগ্রসর হইয়া এমন কঠোর শপথ করা তোমার উচিত হয় নাই! তোমার গর্ভধারিণীর কুপরামর্শে আমায় উপেক্ষা করিয়া তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ এবং দেখিতেছি তজ্জন্য তোমাদের অনেক খরচও হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমি বাধা দিয়া তোমাদের মনঃক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। আমার চক্ষের জল যাহা পড়িবার তাহা পড়িয়াছে। আমার মান সম্ভ্রম যতদূর নষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে। এক্ষণে "বিবাহ করিব না" বলিলেই কি সে সব ফিরিয়া পাইব? লোকে সুসন্তানের কামনা করে কেন? বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে বলিয়া; কিন্তু তোমা হ'তে তাহার বিপরীত হইল! এক্ষণে দেখিতেছি তোমার লেখাপড়ার জন্য যাহা খরচ করিয়াছি সে সমস্তই "ভস্মে ঘৃত" ঢালিয়াছি! আর তোমারও লেখাপড়া শিক্ষা পণ্ডশ্রম হইয়াছে; হায় হায়! ইংরাজি লেখাপড়া শিক্ষায় মানুষ এমন দুর্ব্বিনীত ও অপদার্থ হয়!! যাহ'ক আমি মনে করিতেছি কল্যই আপাততঃ কিছুদিনের জন্য তীর্থভ্রমণে যাইব; পরে বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী হইব। এ পাপসংসারে থাকিতে আর আমার তিলার্দ্ধও ইচ্ছা নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করি, বাপু! তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সহিত সুখে সংসারধর্ম্ম পালন কর।" চারু আর কথা

কহিতে পারিলেন না, কেবল কর্ত্তার পদদ্বয় ধরিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন, কাহারও মুখে কোন কথাটী নাই। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ বোধ হয় কর্ত্তার গুরুতর সম্পর্কীয় লোক, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দেখ, যাহা হ'বার হইয়াছে। এখন আর তজ্জন্য ক্ষোভ করা বৃথা; অথবা ছেলে পরিবারের উপর রাগ করে বসে থাকাও তোমার পক্ষে শোভা পায় না। বিশেষতঃ এই শুভকাজে তুমি পিতা হ'য়ে যে কারণেই হউক চক্ষের জল ফেলিলে তাহাতে তোমার চারুরই অমঙ্গল হইবে। অথবা তুমি যদি রাগের ভরে এ সময় সংসার ত্যাগ করে চলে যাও, তাহা হইলেও উহারা আজীবন নিমিত্তের ভাগী হইয়া দুঃখানলে দগ্ধ হইবে। আজ তুমিই কি কোথাও যাইয়া সুখী হইতে পারিবে? মনে কর বাপু তুমিই ক'দিন বাঁচিবে! তবে যে ক'টা দিন বেঁচে থাক—ছেলেকে সংসারী দেখে নিজে সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে করিতে শেষদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাক!" স্পষ্টবাদী বামাপদ খুড়োও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বৃদ্ধ ব্যক্তির কথায় সমর্থন করিয়া বলিলেন, "তা ছাড়া সমস্তই যখন ঠিক হ'য়েছে। কন্যাপক্ষে আজ রাত পোহাইলে কাল গাত্রহরিদ্রা দিবে, তখন এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইলে তাহাদের যে কি বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তাহা আর তোমায় বুঝাইয়া বলা বৃথা! সেই ভদ্রঘরের গরীবের মেয়ে জাতিচ্যুত হইয়া থাকিবে, ইহ জন্মে আর তাহার বিবাহ হইবে না। তাহাতে তাঁহাদের মনে যে কি নিদারুণ ব্যথা লাগিবে তাহাও তোমার ভাবনার বিষয়! দেখ, তুমি অর্থশালী, তোমার ছেলের বিবাহ অবশ্য হইবেই হইবে, কিন্তু তাহাদের উপায় কি? সে মেয়ের যে বিবাহ কোথাও হইবে না তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমিতো বিবেচক ও বুদ্ধিমান্, সমস্তই বুঝিতে পারিতেছ! কর্ত্তা বামাপদ খুড়োর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ খুড়ো তোমরা যতই বল আর যতই বুঝাও আমার মন কিন্তু কিছুতেই বুঝিতেছে না। দেখিতেছি তীর্থদর্শন বিনা আমার মনের শান্তি কিছুতেই হইবে না।"

তখন সকলেই বুঝিলেন যে কর্ত্তার এ বিষম অভিমান কিছুতেই যাইবার নহে; সুতরাং আর অধিক কিছু না বলিয়া সকলে মিলিয়া বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন যে, অন্ততঃ বিবাহের ক'টা দিন তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

তাহা না হইলে লোকে তাঁহাকেই নিন্দা করিবে! সে জন্য হয় ত তোমার পত্নী ও পুত্রের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য শেল বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অহরহ যাতনা প্রদান করিবে। স্নেহের টানে অন্ততঃ এই কয়টা দিনও তাঁহার অপেক্ষা করা উচিত।

হরিচরণ বাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না দেখিয়া সকলে "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" জানিয়া চারুকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

(১৪)

কর্ত্তা অন্ততঃ বিবাহের এই কয়টা দিন উপস্থিত থাকিবেন শুনিয়াও চারুর মায়ের প্রাণে যেন শীতল বাতাস বহিল। তাঁহারই প্ররোচনায় তাঁহারই উৎসাহে যে এতটা কাণ্ড ঘটিবে, তিনি তাহা বুঝিয়াও কিন্তু কেবল পুত্রের মুখ চাহিয়া, একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র সুখী হইবেন ভাবিয়া তিনি স্বীয় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও উভয় পক্ষের খরচ যোগাইতেছেন। এক্ষণে কর্ত্তার নিমরাজী ভাব দেখিয়া যেন তাঁহার ধড়ে প্রাণ আসিল! তিনি পরদিন মহাসমারোহে চারুর আইবড়ভাত ও গায় হলুদ দিলেন। কর্ত্তা ষোল আনা রকম না হউক, কতকটা লোকলজ্জার খাতিরে বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণকে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। নিরানন্দ জমিদারবাড়ী আবার যেন আনন্দময় হইয়া উঠিল! জমিদার বাড়ীর "দোবে চোবে" দ্বারবানেরা লাল রঙে ছোবান পায়জামা, গায়ে জোব্বা ও মাথায় লাল পাগড়ীতে সুসজ্জিত হইয়া সদর দ্বারের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত আগন্তুকগণকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর সেলামে সম্মানপ্রদর্শন করিতে লাগিল। চাকর চাকরাণীরা আপনাদের সোণার তাগার গরবে গরবিণী হইয়া লাল কাপড়ে অঙ্গ ঢাকিয়া তাহাদের দাদাবাবুর বিবাহ ব্যাপারে কতই না ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল। আর রামধন! যে চারুকে হাতে করে মানুষ ক'রেছে! সে আজ একপ্রকার এই বিবাহবাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা।

কল্য চারুর বিবাহ। বরযাত্রার সমস্ত উদ্যোগ! হেমেন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত বন্ধুবান্ধব আজ মহোৎসাহে ও মহানন্দে বন্ধু-বিবাহে যোগ দিয়াছেন! আজ তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি নাই! তাঁহারা যে মহৎ ব্রত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারই প্রথম উদ্যম যে এমন সহজে সফল হইবে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কলিকাতায় চারুর বন্ধুবর্গের সংখ্যা যে কত তাহা বলা যায় না। চারুর সহপাঠিগণ ব্যতীত হিন্দু হোষ্টেলের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বর্ণের ছাত্রবর্গ হইতে কলিকাতায় যাবতীয় হোষ্টেল, মেস প্রভৃতির প্রায় সমস্তই নিমন্ত্রিত হইয়াছে। হইবার কথা—একে চারু আপনার সুবিমল চরিত্রগুণে সকলকেই আপনার করিয়াছিলেন, তাহার উপর আবার চারুর বিবাহটায়ও একটু অপূর্ব্বত্ব ও নবীনত্ব আছে। কায়স্থের ছেলের বিবাহে থলেপুরে টাকা নিয়ে ক'নের বাপ মাকে পথে না বসিয়ে চারু যে একটা গরীবের কন্যাকে বিনা সম্বলে বিবাহ করিতেছে, এ সংবাদ এখনকার দিনে কেবল বিস্ময়কর নহে, পরন্তু দেখিয়া শিখিবার বিষয়ও বটে! কারণ বিবাহ উপলক্ষে ছেলে-বিক্রয়ের যেরূপ হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে এরূপ অভাবনীয় বিবাহে সকলেই চমৎকৃত হইতে পারে! এত অধিক ছাত্র সহর ছাড়িয়া সুদূর পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার আড্ডায় যাইয়া যে জমায়েৎ হইয়াছে, এরূপ একত্র সমাবেশ আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ হইবার আর একটু প্রধান কারণও আছে। হেমেন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারেই এরূপ হইয়াছে। কেননা তাহাতে তাঁহাদের এই "সংস্কারব্রত" ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত নানা ব্যাধিপীড়িত বঙ্গীয় সমাজের ছাত্রবর্গের মধ্যে সহজে প্রচারিত হইবে।

(১৫)

বলদেবপুরস্থ পল্লীর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও অপরাপর অনুগত অভ্যাগত সকলেই সুসজ্জিত হইয়া বরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শুভক্ষণে সকলে মিলিয়া আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। সে আনন্দ-কোলাহলে কর্ত্তাও যেন কিয়ৎকালের জন্য স্ত্রীপুত্রের উপেক্ষা উপেক্ষা করিয়া—মনে মনে বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন! বামাপদ খুড়ো প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীনেরা যাত্রাকালীন তাহাকে একবার বিশেষভাবে অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি নিজের শারীরিক অসুস্থতার অছিলায় তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন। পরন্তু বলিলেন যে, আমিও যে—তোমরাও সে। আমি উপস্থিত থাকিয়া পুত্রের বিবাহ দিলে যে ফল, আমার অবর্ত্তমানে বিবাহস্থলে তোমরা উপস্থিত থাকিলেও সেই ফল! কর্ত্তার নিকট হইতে এইরূপ কাষ্ঠ-লৌকিকতায় আপ্যায়িত হইয়া সকলে 'বর' লইয়া যাত্রা করিলেন।

ষ্টেসন হইতে কামারপুরে যাইবার রাস্তা তত ভাল নহে; একারণ যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা। লোকের পরিবার পরিজন লইয়া যাইবার সময় হয় পাল্কী আর না হয় গোশকট মাত্র ভরসা। বরযাত্রীর মধ্যে প্রাচীনেরা গোযানে চড়িয়া চলিলেন, ছাত্রবৃন্দ পদব্রজেই চলিলেন। যাত্রাকালে আনন্দ কোলাহল হাসির রোল আর থিয়েটারের চুট্‌কী গানে সমস্ত রাস্তাই যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে যুবকবৃন্দের সমস্বরে ডাকাতপড়া চীৎকারে রাস্তার পথিক হইতে চতুর্দ্দিকের পল্লীগ্রামসমূহ যেন সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সহুরে প্রেতদিগের নিকট হারি মানিল! দেখিতে দেখিতে বিবাহবাড়ীর দ্বারদেশে সকলে উপস্থিত হইল। বরের পাল্কী উপস্থিত হইলে সুশীল ও তাহার পিতা আসিয়া বরকে লইয়া গেলেন। নহবতে ঘা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলারা আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিল। এই সময়ে শ্রীনাথ আসিয়া চারুকে বলিল—দাদাবাবু! ভাগ্যে আপনি সে রাত্রে দায়ে পড়িয়া এখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাই আজ আপনার দারগ্রহ হইল! চারু মাথা হেঁট করিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর করিলেন না।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধানুসারে জমিদারপুত্র চারুচন্দ্রের সহিত গরীবকন্যা চপলা সুন্দরীর বিবাহ হইয়া গেল। তজ্জন্য সকলেই চপলাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। নবীন ভট্টাচার্য্য নামে উক্ত গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ অল্প অল্প জ্যোতিষ জানিতেন। তিনি আজ সর্ব্বজন সমক্ষে বক্ষ স্ফীত করিয়া উচ্চ গলায় আপনার গণনার যথার্থতা প্রচারার্থ একবার সুশীলের নিকট; আর একবার সুশীলের পিতার নিকট বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন মহাশয়! আমিই গণনা করিয়া ক'নের মাকে এই শুভসম্মিলনের কথা বহুপূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছিলাম। আজ আমার বাক্য সফল হইয়াছে।" হেমেন্দ্র প্রভৃতি সুশিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ তাহার এইরূপ দোকানদারীতে বিরক্ত হইয়া সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই আচার্য্য ব্রাহ্মণটী উপযাচক হইয়া এত ওকালতী করিতেছে কেন?" সুশীল হাসিয়া বলিল, বুঝিতে পারিতেছ না? "ভবতি ভিক্ষাং দেহি'র দল" কি বিনা স্বার্থে এরূপ আত্মীয়তা করে?

(১৬)

পরদিন ক'নের মা বরক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া অবিরলধারে

অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আজ এমন শুভদিনে মনের মত ছেলের হাতে তাঁহার সাধের কন্যাকে সমর্পণ করিতেছেন, কোথায় হাসি মুখে আশীর্ব্বাদ করিবেন? না কাঁদিয়াই আকুল হইতেছেন। কিন্তু এই অবস্থায় যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন যে চপলার মায়ের ক্রন্দন অভাবনীয় নহে! বস্তুতঃ তাঁহার এরূপ অশ্রুপাত হর্ষ-বিষাদ-জড়িত! ইহাকে আনন্দাশ্রুও বলিতে পার, আবার শোকাশ্রুও বলিতে পার। সুশীলের বন্ধু চারু দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া যদি সে রাত্রে তাঁহাদের বাড়ীতে আশ্রয় না পাইত, তাহা হইলে কি আর আজ এমন সোণার ছেলেকে তিনি তাঁহার আদরের একমাত্র কন্যা চপলাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন। সেই দুর্য্যোগরাত্রে তিনি চারুর নিকট আপনার অক্ষমতায় পরিচয় দিয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সে দিনকার দুঃখপ্রকাশ যথার্থ হৃদয়বান্ ভদ্রসন্তানের নিকটই হইয়াছিল! বস্তুতঃ তিনি স্বপ্নেও একদিন ভাবেন নাই যে তাঁহার ন্যায় নিরন্ন গরীব অনাথা বিধবার কন্যা, চারুর ন্যায় সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র জমিদারপুত্রের স্ত্রী হইবে! চপলার মা এই সকল অভাবনীয় ঘটনার কথা ভাবিতেছেন আর অশ্রুপাত করিতেছেন। আবার পরক্ষণেই তাঁহার শোকসন্তপ্তহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া সে আনন্দাশ্রুকে বিষাদাশ্রুতে পরিণত করিয়া তুলিল। তাই তিনি মনে মনে কহিতেছেন, হায়! আজ যদি "তিনি" বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে কি আর আমায় কোন কথা ভাবিতে হইত? তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন, তাঁহার সাধের কন্যা চপলা কি সোণার স্বামী লাভ করিয়াছে! দেখিতেন আর মনে মনে কতই না আনন্দানুভব করিতেন!" এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চপলার মা কাঁদিয়াই আকুল হইতেছেন। মায়ের ক্রন্দনে অবগুণ্ঠনবতী চপলাও কাঁদিতেছে! তাহার এ কান্না চিরপ্রচলিত বিদায়ের কান্না নহে। বিদায়ের কান্না হইতে শত গুণে অধিক। আজ পিতৃহীনা বালিকা চপলাও ভাবিতেছে, হায়! আজ যদি আমার বাবা থাকিতেন, তবে কতই না আহ্লাদ করিতেন! বালিকার পিতৃশোকের সহিত মাতৃবিচ্ছেদশোকও উথলিয়া উঠিতেছে। বালিকা ভাবিতেছে, "আমার মায়ের উপায় কি হইবে? তাঁহার আর এমন কেহ নাই, যে তাঁহার রোগে শোকে আহারে নিদ্রায় আমার অভাব পূরণ করে। হায়! এ সময় আমার একটি যদি ছোট ভাইও থাকিত! আমি যে মায়ের অন্ধের নড়ীর

স্বরূপ ছিলাম! চপলা এই সব কথা ভাবিতেছেন, আর অবিরল ধারে অশ্রুপাত করিতেছেন। মাও মেয়ের এইরূপ অনর্গল ক্রন্দনে উপস্থিত আত্মীয়গণও চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে উভয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন! যাত্রার শুভ সময় পাছে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাই ভাবিয়া সুশীল ও তদীয় পিতৃদেব বরক'নেকে পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন! চপলার মা আর একবার মেয়ে ও জামাইকে দেখিয়া আসিলেন। হায়! মায়ের স্নেহপ্রবণ প্রাণ সন্তানের জন্য এমনি ব্যাকুল হয় বটে।

(১৭)

বরক'নে বাড়ী আসিয়াছে। বাড়ীর ঝি চাকর আত্মীয় স্বজন হইতে দেশের আপামর সাধারণ সকলেই জমিদার-বধূকে দেখিয়া পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। চারুর মাও স্বীয় গলার হার ও হাতের বালা খুলিয়া মনের মতন নববধূর মুখ দেখিলেন! সকলের মুখে ক'নের রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা শুনিয়া রামধন গর্ব্ব করিয়া বলিতে লাগিল, "সাধে কি দোমুড়ী চেলে" (দুই পক্ষের খরচ করিয়া) ছেলের বিবাহ দেওয়া হইল ?"

কর্ত্তাকে বৌ দেখাইবার জন্য বাটীর সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চারুর মা তা' শুনিয়া বলিলেন, এমন জিনিস দেখা যাঁর ভাগ্যে নাই, তিনি দেখিবেন কেন ? কর্ত্তা কিন্তু বরক'নে আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে; বৌ যেমন হইতে হয়!! এমন রূপ হাজারের ভিতর একটা দেখিতে পাওয়া যায়! বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের মুখেও বৌয়ের রূপের প্রশংসা শুনিয়া তিনি বৌ দেখিবার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া চারুর মা বৌ কোলে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। তাহা দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "ওগো তোমার আর একলা বৌমা নয়! এ বাড়ীতে আমিও তোমার মত একজন আছি! বৌ নিয়ে এস আশীর্ব্বাদ করি।" চারুর মা একটু অভিমান ভরে অথচ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, হাঘ'রের ঘরের মেয়ে আমি ছাড়া আর কাহারও দেখিবার অধিকার নাই! বলিয়া কর্ত্তার নিকটে যাইয়া আবার বলিলেন, "তুমি চক্ষুকর্ণ ও মনের বিবাদভঞ্জন কর! আজ সত্য করিয়া বল দেখি, টাকার লোভে বনিয়াদিঘরের যে সম্বন্ধ আমার চারুর জন্য স্থির করিয়াছিলে, তাহা এমনটী কি না ?" এই বলিয়া গৃহিণী চপলার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। কর্ত্তা পুত্রবধূর ভুবনভুলান রূপমাধুরী দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং

তাঁহার হস্তে একটী মোহর দিয়া কায়মনবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন! চারুর মা শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন! কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে বার বার আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

শুনিয়াছি চারুর বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার মা আপনার অলঙ্কাররাশি বিক্রয় করিয়াছিলেন। কর্ত্তা বধূদর্শনে আনন্দিত হইয়া গৃহিণীর সে সমস্ত অলঙ্কার আবার নূতন করিয়া গড়াইয়া দিলেন! অধিকন্তু বৌভাতের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করিলেন।

উপসংহার।

চারুর "আইবুড়" ভাতে বন্ধু সুশীল উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বৌভাতে উপস্থিত থাকিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের আনন্দ-কোলাহলোৎসবে যোগ দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইলেন। আর থিয়েটারপ্রিয় কলিকাতার যুবকেরা আজ ক'দিন হইতে আপনাআপনি "বিবাহ-বিভ্রাট" 'রিয়ার্সাল' দিয়া অভিনয় করিল। উদ্দেশ্য "লোকশিক্ষা"! আর সঙ্গে সঙ্গে চারুর পিতার ন্যায় অর্থপ্রিয় অভিভাবকগণের জ্ঞানলাভার্থ "দায়েপ'ড়ে দারগ্রহ" নামক তাঁহাদেরই রচিত একখানি নূতন ধরণের সামাজিক নাটকও অভিনয় করিল। চারু সে নাটকের নায়ক আর চপলা নায়িকা।

হেমেন্দ্র প্রভৃতি স্বদেশের এই কল্যাণকর মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া প্রথমেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাই অভিনয় ভঙ্গে আজ সকলে মিলিয়া একবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সে ভীষণ জয়জয়রবে বোধ হইল যেন "কায়স্থ-সমাজের ব্যাধিগ্রস্ত রুগ্নদেহ সবল হইয়া উঠিল। এবং ক্রমশঃ এইরূপ প্রথার প্রচলনে সমাজ-দেহ নিরাময় হইতে লাগিল"।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মণঃ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সমাজরক্ষা ও সমাজশক্তি গঠনের জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সৃষ্টি। সেই মহদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার আশাতেই কায়স্থ সভা তিনটী গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার ১মটী সমাজে সংস্কার প্রবর্ত্তন, ২য়টী বিশুদ্ধ শ্রেণী-চতুষ্টয়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহসম্বন্ধস্থাপন এবং ৩য়টী বিবাহব্যয় ও আনুষঙ্গিক সামাজিক ব্যয়হ্রাস। এই সাধু প্রস্তাবত্রয় গত মহাসভায় এইরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে :—

১ম প্রস্তাব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, এ সভা পুনরায় দৃঢ়ভাবে তাহার অনুমোদন করিতেছেন এবং বিশিষ্ট শাস্ত্রানুযায়ী বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাশয়গণের ব্যবস্থানুসারে নিম্নলিখিত প্রণালী মতে * চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতগ্রহণ, অশৌচ এবং অন্যান্য বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব—চিত্রগুপ্ত-সন্তান বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন। তবে চারিশ্রেণীর কুলীন কায়স্থদিগের কুলকার্য্য সম্বন্ধে যে যে নিয়ম স্ব স্ব শ্রেণীতে এইক্ষণ প্রচলিত আছে, তাহাতে ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে কুলকার্য্য হওয়া আপাততঃ সম্ভবপর নহে।

৩য় প্রস্তাব—(ক) গত সাধারণ অধিবেশনের মন্তব্য অনুসারে এই সভা আরও প্রকাশ করিতেছেন,—বিবাহব্যয় বাহুল্যরূপ সামাজিক অনর্থ নিবারণের জন্য কায়স্থমাত্রেরই বিশেষরূপে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রাচীন রীত্যনুসারে কুলমর্য্যাদা ভিন্ন কোনরূপ যুক্তি দ্বারা কোন টাকা বা অপর সম্পত্তি গ্রহণ না করেন ও তাঁহার (কন্যাকর্ত্তার) ইচ্ছা বা অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করাইতে বাধ্য না করেন, তদ্বিষয়ে এই সভা কায়স্থবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন ও অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা তৎপক্ষে যত্নবান্ হউন।

---

* তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী ॥৴০ পৃষ্ঠায় প্রণালী দ্রষ্টব্য।

(খ) বিবাহের আনুষঙ্গিক ব্যয় অর্থাৎ গাত্রহরিদ্রা, ফুলশয্যা এবং এক বর্ষের তত্ত্বাদির ব্যয়-বাহুল্যকারণ সমাজে নানা অসুবিধা ও বিপত্তি ঘটিতেছে। এ কারণ এ সভা কায়স্থ সাধারণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছেন যে, গাত্রহরিদ্রা, ফুলশয্যা ও এককর্ষের তত্ত্বাদির খরচ অবস্থানুসারে যতদূর সংক্ষেপে করিতে পারেন, তৎপ্রতি সকলেই বিশেষ যত্নবান্ হউন।

(গ) বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক দ্রব্যাদি বিতরণপ্রথা নিবারণ করা এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ভিন্ন অন্যের নিকট অব্যূঢ়ান্নের লৌকিকতা স্বরূপ বস্ত্রাদি বা অন্য কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অতএব এ সম্বন্ধে কায়স্থ সাধারণ যত্নবান্ হউন।

(ঘ) নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্রানুসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার জন্য কায়স্থ সাধারণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।

প্রতিজ্ঞা-পত্র।

বিবাহ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যয় হ্রাসের জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—আমি যে যে বিবাহে বরকর্ত্তারূপে কার্য্য করিব, সেই সেই স্থলে আমি কন্যাপক্ষের নিকট প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রাচীন রীত্যনুসারে কুলমর্য্যাদা ভিন্ন নগদ টাকা, অলঙ্কার অথবা অপর কোন সম্পত্তি চাহিতে পারিব না এবং কোনরূপ চুক্তি দ্বারা কন্যাপক্ষকে বাধ্য করিব না। কন্যাপক্ষ তাঁহার অবস্থা ও ইচ্ছানুসারে বর বা কন্যাকে যাহা দিবেন, তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ করিব। গাত্রহরিদ্রা ও অপর তত্ত্বাদিতে বাহুল্যরূপ ব্যয় করিব না। এতদ্ব্যতীত আমি যে বিবাহে কন্যাকর্ত্তারূপে কার্য্য করিব, সেই সেই স্থলে অসাধ্য না হইলে আমার অবস্থা ও স্বচ্ছলতার অতিরিক্ত ব্যয় কখনই করিব না ও যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বরপক্ষীয়দিগের যাহাতে অতিরিক্ত দাবী প্রাপ্তিপক্ষে সহায়তা ঘটে, এমন কোন কার্য্য আমি করিব না। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক দ্রব্যাদি বিতরণ করিব না এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ভিন্ন অন্যের নিকট আইবড়ভাতে লৌকিকতাস্বরূপ বস্ত্রাদি বা অন্য কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করিব না বা দিব না।

সমাজ-হিতৈষী উদারনৈতিক মাত্রেরই দৃঢ়বিশ্বাস, কায়স্থ মহাসভায় যে তিনটী গুরুতর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কায়স্থসমাজ নিঃসঙ্কোচে যদি ঐ প্রস্তাবত্রয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে আজ না হউক দুইদিন পরেও যে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত কায়স্থসমাজের দুঃখরজনী প্রভাত হইবে; বঙ্গদেশের কায়স্থসমাজ যে মহাশক্তি হারাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছেন, আবার বঙ্গগগনে সৌভাগ্যসূর্য্যের অভ্যুদয়ের সহিত তাঁহারা সেই মহাশক্তি খুঁজিয়া পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় একতাই সমাজের মহাশক্তি। যতই আমরা নানা শ্রেণীভেদে ও নানা সম্প্রদায়ভেদে

সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতেছি, যতই আমরা কুলের আঁটাআঁটি ও বাঁধাবাঁধি করিয়া, পরস্পরকে ছোট বড় মনে করিয়া সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিতেছি, ততই আমরা জাতীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হারাইয়া শক্তিহীন ও নির্জীব হইয়া পড়িতেছি। তাই উদারনৈতিকগণ বলিতেছেন, কায়স্থসভা সমস্ত কায়স্থসমাজকে এক মহাশক্তিতে উদ্বোধিত করিবার জন্য বর্ণধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, শ্রেণীভেদজ্ঞানরূপ সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিয়া সকলকে সাবিত্রীরূপিণী জ্ঞানময়ী মহাশক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্যই এরূপ চতুঃসাগরী সম্মিলনের চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গীয় কায়স্থসন্তানগণ চিরদিন দেবদ্বিজ ও পিতৃভক্ত, শাস্ত্রানুশাসন প্রতিপালনে সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং পিতৃপুরুষাচরিত আচারানুষ্ঠানে নিয়ত উদ্‌যুক্ত ! এ হেন কর্ম্মনিষ্ঠ জাতি যে পিতৃপুরুষগণের পূর্ব্বগৌরব ও মর্য্যাদারক্ষায় বিমুখ হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। এখন যেরূপ দেশ, কাল ও অবস্থা গতিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মানসম্ভ্রম যাইতে বসিয়াছে, তাহা কি কায়স্থসন্তানগণের জানা নাই ? আজ কায়স্থেতর বঙ্গের সকল জাতি স্ব স্ব উচ্চ জাতিত্ব ঘোষণা ও স্ব স্ব পূর্ব্বপিতৃগণের নষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা কি কায়স্থসমাজ দেখিতে পাইতেছেন না ? হিন্দু ও মুসলমান রাজদরবারে যে কায়স্থ এক দিন উচ্চ বর্ণ বলিয়া উচ্চাসনলাভ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই সন্তানগণ গ্রহবৈগুণ্যে বর্ত্তমান কালপ্রভাবে পূর্ব্বপদলাভে বঞ্চিত এবং শূদ্রবৎ গণ্য হইতেছেন! আজ সেই “রাজবল্লভ” কায়স্থজাতি রাজা ও প্রজা সাধারণের নিকট কি সেই পূর্ব্বপদমর্য্যাদালোপের আশঙ্কা করিতেছেন না ? সময় থাকিতে কি আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত নহে ? রক্ষণশীলের পক্ষে সামাজিক মর্য্যাদা ও পিতৃপুরুষগণের মানসম্ভ্রমরক্ষার্থ যত্ন করা কি একান্ত কর্ত্তব্য নহে ?

যখন মুসলমানপ্রভাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কম্পায়মান, যখন হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও শাস্ত্রচর্চ্চা বিরল হইয়া পড়িয়াছিল, একপ্রকার বেদচর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যখন শাস্ত্রগ্রন্থ এখনকার মত সুলভ ছিল না, যখন সঙ্কীর্ণহৃদয়তা হিন্দুসমাজের প্রতিগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, সামাজিক দলাদলীই যে সময়ের লক্ষ্য ছিল, যে সমাজচিত্র শত শত কুলগ্রন্থে এখনও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে,—সে সময়ে কি সমাজসংস্কার ও জাতীয়

মহাশক্তি-সঞ্চয়ের কল্পনা সম্ভবপর ? সেই অশান্তির সময়ে, সেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিরীহ কায়স্থসন্তান মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, নিজের জমিজমায় যাহা পাইতেন, তাহাতেই আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন, পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল; সুতরাং নিকটে কুটুম্ব পাইলে কখনই দূরে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না, এরূপ স্থলে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কে না বলিবে, তাঁহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল! সেই সঙ্কীর্ণহৃদয় হইতেই কি শ্রেণীবিভাগের দৃঢ়তা সাধিত হয় নাই ? এই শ্রেণীবিভাগের মূলে প্রচ্ছন্ন মুসলমানরাজশক্তিও কি জলসিঞ্চন করিতেছিল না ? বিদেশীয় ও বিজাতীয় রাজার পক্ষে ইহা কি ভেদনীতির প্রধান সহায় নহে ? কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তখনও কায়স্থসমাজ অপর জাতিসাধারণের ন্যায় জাতীয় উপজীবিকা ও জাতীয় সম্মান হারান নাই, এ সময়ে তান্ত্রিকতার প্রভাবে সঙ্কীর্ণতার তাড়নে বর্ণধর্ম্ম অনেকটা হারাইলেও কায়স্থ “রাজবল্লভতা” ও রাজকীয় পদ লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। তাই বর্ণধর্ম্মবিপর্য্যয়ের সহিত তখনকার সঙ্কীর্ণচেতা পল্লবগ্রাহী স্মার্ত্তগণের নিকট কায়স্থসন্তান ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও তাঁহারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকায় বর্ণোচিত সম্ভ্রমরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই ; তাহা হইলে সেই কায়স্থসমাজের প্রতাপ-সূর্য্য অস্তমিত হইবার প্রাক্‌কালে আজ যাহা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই নিতান্ত সুহজসাধ্য হইত সন্দেহ নাই।

এখন সে দিন গিয়াছে। এখন যদিও পাশ্চাত্য আদর্শে মুগ্ধ কায়স্থসমাজ মোটা ভাতকাপড়ে সন্তুষ্ট নহেন, যদিও এখন কায়স্থের একচেটিয়া বৃত্তি অপর সকল জাতি গ্রহণ করায় কায়স্থসাধারণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে ! কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি ও শাস্ত্রচর্চ্চায় কায়স্থগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, এখন শিক্ষাদীক্ষাপ্রভাবে কায়স্থগণ কতকটা আপনাদের পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং শাস্ত্রযুক্তির আশ্রয়ে স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মরক্ষার ও লুপ্ত পদগৌরব উদ্ধারের কর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। ইতিহাস তাঁহাদের ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত রাজকীয়প্রভাব ঘোষণা করিতেছে, সনাতন হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাদের বর্ণধর্ম্মের উপযোগী প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিতেছেন, প্রাচীন কুলশাস্ত্র তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের সদাচার ও ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করিতেছে এবং উদার সমাজনীতি নির্দ্দেশ করিতেছেন যে যদি সমাজের ভাবী মঙ্গলের স্থায়ী আশা রাখিতে চাও, যদি

এই পতিত সমাজকে উচ্চ আদর্শে পরিণত করিতে চাও, যদি একতারূপ মহাশক্তি সঞ্চয়ের কোন দিন আশা রাখ, তাহা হইলে সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া শ্রেণীভেদ ভুলিয়া যাও; আমরা চারিশ্রেণীস্থ কায়স্থই যখন এক চিত্রগুপ্তসন্তান, আমাদের সকলেই যখন এক ধর্ম্মে কর্ম্মে অধিকারী, আমাদের পিতাপিতামহের পূর্ব্ব পিতৃগণ যখন সকলেই একতা ও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তখন কেন আর আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকি, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এই কলঙ্কাপবাদ কেন না দূর করি?

আজ যদি আমরা বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ের শক্তি সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে আমরা আর্য্যক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত হইব, আমাদের গুরুপুরোহিতগণও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়া সম্মানিত হইবেন, অভাব ও প্রয়োজন হইলে আবার বেদবিদ্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটিবে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রীত হইবেন, উচ্চ আদর্শে উন্নত হৃদয়ে মহাশক্তি সঞ্চালিত হইবে। আমাদের শূদ্র অপবাদ বিদূরিত হইবে।

কাহারও কাহারও আশঙ্কা, যখন একশ্রেণি অপর শ্রেণির ভিতরের অবস্থা সম্যক্ অবগত নহেন, তখন কায়স্থসমাজের শ্রেণীভেদ উঠাইয়া দিয়া সমাজবন্ধন আলগা করিয়া দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার সম্ভাবনা। এ আশঙ্কা বৃথা। সকল সমাজেই কুল ও বংশপরিচায়ক গ্রন্থ রহিয়াছে, সকল সমাজেই সমাজতত্ত্বজ্ঞ বহু লোকের বাস রহিয়াছে, সকল সমাজেরই যখন বিশুদ্ধিতা-রক্ষার দিকে যত্ন দেখা যাইতেছে, তখন ঐ প্রকার আশঙ্কা বৃথা। বিশেষতঃ যখন পরস্পরে ঘর বর ও বংশমর্য্যাদা না দেখিয়া পরস্পরে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন না, তখন আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত হইলে উক্ত প্রথা অনুসারেই কার্য্য চলিবে। তাহাতে ভাবী অমঙ্গল না হইয়া বরং সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

উদার হিন্দুশাস্ত্রসমূহে একজাতির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিভেদ বা কুলপার্থক্য নির্ণীত হয় নাই, শাস্ত্রকারগণ কোন স্থলে এরূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেন নাই। রাজা বল্লালসেন্ বা পুরন্দর খাঁ যে কুলপদ্ধতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঋষিবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য নহে। সেই সেই কুলপদ্ধতি সেই সেই মহাপুরুষ-গণের সমকালের উপযোগী হইলেও এখন তাহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা

অনেকেই স্বীকার করিবেন না। রাজা ও রাজপুরুষের নিকট সম্মানিত কুলীন-সন্তানগণ পূর্ব্বে যেরূপ সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও মর্য্যাদাবিশিষ্ট ছিলেন, এখন কি তাঁহাদের বংশধরগণের সেই পূর্ব্ববৎ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান আছে? এখন কি আর অকুলীন গৃহস্থ কুলীন-সন্তানকে ঘরে পাইলে পূর্ব্বের ন্যায় কি আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন? এখন সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই, এখন নামমাত্র আছে—নামের সাফল্য গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে? যাঁহারা বিভিন্ন সমাজের একজাই বা সমীকরণের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে এই কায়স্থসমাজ বরাবর এক নিয়মে বা এক কুলপ্রথায় পরিচালিত ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-গণের উৎসাহে কতই পরিবর্ত্তন না সংসাধিত হইয়াছে;—এখন আবার কি সমাজশোধনকল্পে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই? কায়স্থসভা সমাজসংস্কার-কল্পে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যে সময়োপযোগী তাহা সদ্বিবেচক-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কায়স্থসভা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। গত তিনটী সাধারণ মহাসভার কার্য্যবিবরণী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, সভাপতি-প্রমুখ স্বনামধন্য কায়স্থ মহোদয়গণের বক্তৃতাবলি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থসভার সাধু উদ্দেশ্য জানিয়া একমনে একপ্রাণে সকলেই কায়স্থ-সভার সাধু প্রস্তাবত্রয়ের সমর্থন করিবেন।

সভা আন্তর্গণিক বিবাহের মন্তব্যের শেষভাগে চারিশ্রেণির কুলীনের কুলকার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। চারিশ্রেণির কুলীনের সম্মিলন যে উচ্চহৃদয় কায়স্থমাত্রেই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে প্রত্যেক শ্রেণির কুলীনগণের কুলকার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকায় ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির কুলনিয়মের সামঞ্জস্য না করিয়া বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে কুলকার্য্য করিলে কাহারও কাহারও অসন্তোষের কারণ হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া সম্মিলনের প্রণালী স্থির করিবার জন্য সামাজিকগণকে অবসর দিয়াছেন এবং সাধারণের মতামত লইয়া কায়স্থ-সভা কর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণে ক্রমে অগ্রসর হইবেন।

বিবাহব্যয়বাহুল্যে বরপণনিবন্ধন কায়স্থসমাজ উৎসন্ন যাইতেছে,—আজ

কায়স্থসভার চেষ্টায় বিবাহব্যয়-হ্রাসের যে মহৎ অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাহাতে কি কায়স্থ-সমাজের আশুমঙ্গলের সম্ভাবনা ও দীন কায়স্থের পক্ষে সুবিধাজনক দেখা যাইতেছেনা? আজ নির্ম্মম বরকর্ত্তাদিগের কন্যাপক্ষের নিকট সর্ব্বস্ব হরণের অভিলাষ কতকটা শিথিল হইতেছে কি না? আজ সমাজে প্রকাশ্যে অযথোচিত-ভাবে বরপণের টাকা লইবার জন্য চুক্তি করিতে বরপক্ষ একটু সঙ্কুচিত হইতেছেন কি না? এ সভার এই সাধু প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিলে সমাজের ভীষণ কলঙ্ক কি দূর হইবে না?

কায়স্থসভার উক্ত তিনটী প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে কিরূপ শুভ ফল ফলিবে, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিলাম। বলিতে কি, কায়স্থ-সভার এই তিন বর্ষের কার্য্যে কেহ কেহ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই তিন বর্ষে কায়স্থসভা কি করিয়াছেন? সত্য বটে, এই গুরুতর সামাজিক সমস্যা দুই একদিনে মিটিবার নহে। কিন্তু বলিতে কি, এই প্রস্তাবত্রয়েরই ফল ফলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। অনেক স্থানে কায়স্থসন্তান সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। যাহা অসাধ্য ছিল, এখন তাহা সুসাধ্য হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকেরই ধারণা ছিল যে আন্তর্গণিক বিবাহ আদবেই হইতে পারে না। এখন সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা লোপ পাইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়া, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কএকটী প্রধান বংশ মধ্যে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি আন্তর্গণিক বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে, উক্ত শ্রেণীচুত-ষ্টয়ের অনেক লোকই সোৎসাহে এই শুভসম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন। আমরা শতশত প্রমাণ পাইয়াছি যে, কায়স্থসভার নাম করিয়া অনেকেই বিবাহাদির অনর্থক ব্যয় হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। আজ যে আইবড়ভাত, সামাজিক লৌকিকতা কায়স্থ-সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, কায়স্থসমাজের শত২ নিমন্ত্রণপত্রে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বলিতে কি, কায়স্থসভার সৃষ্টির পূর্ব্বে কি এরূপ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল? নিগৃহীত সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকেরই হৃদয় কি বিচলিত হয় নাই? যশোড়া, ডায়মণ্ড-হারবার প্রভৃতি স্থানের বিবাহক্ষেত্রে শিক্ষিত কায়স্থসন্তান স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই। কায়স্থসভার গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন কোন কোন উচ্চশিক্ষিত বরের পিতা পুত্রের বিবাহ দিয়া এক

কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই, সেই সঙ্গে তিনি কন্যাকর্ত্তাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাই-য়াছেন যে, যে যে বিবাহে তিনি বরকর্ত্তা হইবেন, সেই সেই বিবাহে তিনি কন্যা-কর্ত্তার নিকট কিছুই চাহিতে পারিবেন না। বলিতে কি, এরূপ প্রতিজ্ঞা-পত্রে অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তবে ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, বঙ্গবাসী লক্ষ লক্ষ কায়স্থের মধ্যে ঐ রূপ মহাপ্রাণ কায়স্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প!—মুষ্টিমেয়। তবে ইহাও কি ঠিক নহে, সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলে ও তাহার শুভফল হৃদয়ঙ্গম করিলে অনেকেই তাহার অনুবর্ত্তী হইবেন? বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের ঐ রূপ স্থায়ি-মঙ্গলবিধানের জন্যই কায়স্থসভা এইরূপ ৪র্থ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—

(ক) কায়স্থজাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ নিঃস্ব-কায়স্থগণের বিবাহের সাহায্যকল্পে এই সভা 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থভাণ্ডার' নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপন করিতেছেন এবং কায়স্থসাধারণকে এই ভাণ্ডারে অর্থদান করিতে আহ্বান করিতেছেন।

(খ) প্রত্যেক বিবাহে অবস্থানুসারে প্রত্যেক কায়স্থপরিবার যাহাতে স্থায়ি-ভাণ্ডারের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করেন, কায়স্থসভা তজ্জন্য কায়স্থসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন।

কায়স্থ-সমাজ যদি শেষোক্ত প্রস্তাব অনুসারে সমাজের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া "বঙ্গদেশীয় কায়স্থভাণ্ডার" রক্ষায় অগ্রসর হন, যদি সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমে আমরা জাতীয় মহৎকার্য্য ভাবিয়া অগ্রসর হই; যে যেরূপ লোক—যাঁহার যেরূপ অবস্থা, তিনি যদি অবস্থা অনুসারে নিজ সমাজের জন্য, নিজ আত্মীয় কুটুম্বের জন্য যথাসাধ্য ভাণ্ডারে সাহায্যদানে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কায়স্থ-সমাজের দুঃখরজনী অচিরে প্রভাত হইবে। কায়স্থ স্বজন-প্রতিপালক বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ, আজ সেই প্রসিদ্ধি সভ্যজগতে প্রকৃত বলিয়া ঘোষিত হইবে! যে উদ্দেশ্যে কায়স্থ-মহাসভার সৃষ্টি, সেই মহদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার উপায় হইবে।

রাজা সীতারাম রায়।

কায়স্থসভার প্রস্তাবত্রয় হইতে আমাদের কতদূর সামাজিক মঙ্গল হইতে পারে, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবত্রয় লইয়া কায়স্থসমাজে যে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দুই শতবর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে এখনকার মত আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সূত্রপাতের মূল বঙ্গের শেষ স্বাধীননৃপতি মহাপ্রতাপশালী রাজা সীতারাম রায়।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে দাসবংশে রাজা সীতারাম রায়ের জন্ম। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধ্‌নাগ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস মাতৃশ্রাদ্ধে গজদান করিয়া গজদানী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই রামদাস গজদানীর অধস্তন ৮ম পুরুষ রামদাস রাজমহলে নবাবসরকারে খাসসেরেস্তায় যোগ্যতার সহিত কার্য্য করায় "বিশ্বাস খাস" উপাধি লাভ করেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র নবাবসরকারে "রায়-রাঁয়া" হইয়াছিলেন। এই "রায়রাঁয়া" হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ রায়ের ঔরসে দয়াময়ীর গর্ভে সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামে দুই পুত্র এবং রঙ্গিনী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণও নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন।

তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহ আরঙ্গজেব এবং ঢাকায় নবাব সায়েস্তা খাঁ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে প্রতাপশালী জমিদার কায়স্থ-বীর মুকুন্দরাম রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর-প্রেরিত সংগ্রামশাহনামক একজন রাজপুত সর্দ্দার সসৈন্যে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ সেই রাজপুত-সেনানীর সহিত ভূষণায় আসিয়া বাস করিলেন। বীর মুকুন্দরামের পতন সাধিত হইল। সংগ্রামশাহ এদেশীয় রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গবাসী হইলেন। ভূষণার জলবায়ুর গুণে তিনিও দিল্লীশ্বরের অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু হিন্দুর দুরদৃষ্টবশতঃ বেশী দিন তাঁহার

স্বাধীনতা ভোগ হইল না। তিনি নবাব-সৈন্যের নিকট শীঘ্রই পরাজিত হইলেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় জমিদারগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ভূষণায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। উদয়নারায়ণ তাঁহার অধীনেও রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

ভূষণার সংগ্রামশাহের প্রভাবে যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেছিল, স্থানীয় অধিবাসীর হৃদয়ে যে সময়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের আশা সঞ্জীবিত হইতেছিল, সেই সময়ে ভূষণার এক নিভৃত পল্লীতে সীতারামের জন্ম হইল। তাঁহার পিতা এখানে রাজস্ববিভাগে প্রতিপত্তির সহিত কার্য্য করিয়া গোপালগঞ্জে বাটী নির্ম্মাণ করিলেন এবং হরিহরনগর ও শ্যামগঞ্জ নামে দুইটী জোত ক্রয় করিয়া ক্রমে এক-জন ছোট জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম তৎকালের উপযোগী বাঙ্গালা ও হিন্দী এবং কিছু পারসী শিখিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তীর, ধনুক, লাঠী, সড়কী, গুলেল বাঁশ প্রভৃতি খেলা শিখিয়া লইলেন। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার কার্য্যকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া উদয়নারায়ণ তাঁহার ভাবী উন্নতিবিধানের জন্য তাঁহাকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। গুণ কখন চাপা থাকে না। গুণগ্রাহী নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট শীঘ্রই তিনি পরিচিত হইলেন। এইখানেই তাঁহার সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইল। অল্পদিন পরেই ইব্রাহিম্ খাঁ বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদার হইয়া আসিলেন। সীতারাম ক্রমে তাঁহার নিকট একজন বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য হইলেন। এই সময় ফতেয়াবাদ পরগণায় পাঠান-জায়গীরদার করিম খাঁ অবাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সুবাদার সীতারামকে পাঠাইয়া দিলেন। মোগলসৈন্য-সাহায্যে অতিকৌশলে করিম খাঁকে বন্দী করিয়া সীতারাম ঢাকায় ফিরিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রাঁয়রাঁয়া" উপাধি ও করিম খাঁর অধীনস্থ নলদী পরগণা জায়গীর দিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের সহিত তাঁহার নাম ও বীরত্ব ঢাকায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভাল সময় পড়িলে অনেক উমেদার আসিয়া জোটে। বঙ্গজ কুলীন মুনিরাম রায় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন রূপরাম ঘোষ নামে দুইজন ভদ্রকায়স্থ সন্তান আসিয়া জুটিলেন। মুনিরাম সুচতুর, লিপিকুশল ও বাক্যবাগীশ, আর রূপরাম ঘোষ অসীমশক্তিশালী ভীমকায় বীরপুরুষ। বিশেষতঃ রূপরাম একদিন অমানুষিক

শক্তির পরিচয় দিয়া ঢাকাবাসী মোগলরাজপুরুষগণের নিকট "মেলা-হাতী"* উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মেলাহাতী ও মুনিরাম উভয়েই ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ঢাকায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবসরকারে কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই। সীতারাম উভয়কে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে উপযুক্ত ভাবিয়া উভয়কেই আপনার সঙ্গী করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভূষণার জাতীয় অভ্যুত্থানের সময় বঙ্গবীর সীতারামের জন্ম। যাঁহারা একদিন হিন্দুর হইয়া, ধর্ম্মের হইয়া দেশের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সীতারামের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের কীর্ত্তিগাথা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ এবং মুসলমানপ্রভাবের নিকট তাঁহাদের অধঃপতনকাহিনী শুনিতে শুনিতে সীতারাম আপনিও প্রস্তুত হইতেছিলেন।

জায়গীরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়নিহিত স্বদেশবৎসলতা জাগিয়া উঠিল। তখন বঙ্গের অবস্থা অতি শোচনীয়! বলশালী প্রসিদ্ধ দ্বাদশদস্যুর উৎপীড়নে সকল গৃহস্থই সশঙ্কিত ও প্রাণরক্ষায় তৎপর। অর্থগৃধ্নু মোগল ফৌজদার বা ডিহিদারদিগের অত্যাচারে ধন, মান ও সতীত্ব-রক্ষা করাও তৎকালে কঠিন ছিল! এ সময়ে "জোর যার মল্লুক তার" এই বর্ব্বরতার অভিনয় হইতেছিল। বীর সীতারাম দেশের এই নিদারুণ দুরবস্থা মনে মনে ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কিসে আবার বঙ্গভূমে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, সঙ্কীর্ণতা ও পরশ্রীকাতরতা বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশবাসী আবার কিরূপে সুখ শান্তি ও উদারতা লাভ করিবে, অতুল ধনবান্ ভূম্যধিকারী হইতে দীনদরিদ্র কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলে কিরূপে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে, কিরূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে, তজ্জন্য বীরহৃদয় সীতারাম চিন্তিত ছিলেন। আজ তিনি সহায় ও সম্পত্তি লাভ করিয়া দেশের প্রধান কণ্টক দস্যুদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীরু মুনিরাম তাঁহার এই কঠোর ও বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রতিকূল হইলেন, লক্ষ্মণ বা ভীমের ন্যায় নিঃশঙ্কহৃদয় মহাবীর রূপরাম ঘোষ (মেলাহাতী) তাঁহার এই মহাকার্য্যের অনুষঙ্গী হইয়াছিলেন।

সীতারাম দস্যুতাস্থলে সশস্ত্র উপস্থিত হইয়া দস্যুদমন করিতে লাগিলেন।

* বহু গ্রন্থকার "মেনা-হাতী" নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত উপাধি "মেলাহাতী"। হস্তীর শক্তির সহিত তাঁহার মিল বা তুলনা করা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উপাধি বা নাম "মেলাহাতী" হয়।

প্রথমে তিনি দুই একজন দস্যুসর্দ্দারকে প্রাণে না মারিয়া তাহাদিগকে কৌশলে আপন দলভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশিক্ষা ও সংসঙ্গে নীচও যে উচ্চ-হৃদয় হইতে পারে, সীতারামের অনুগ্রহভাজন দস্যুসর্দ্দারগণ তাহার দৃষ্টান্ত। ক্রমে অপরাপর দস্যুদমনে সেই সর্দ্দারেরাই সীতারামের দক্ষিণহস্ত হইয়াছিল। বলিতে কি, স্বদেশভক্ত সীতারাম অনাহারে অনিদ্রায় ভয়াবহ বনজঙ্গলে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করিয়া গৃহস্থের প্রধান শত্রু দস্যুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। দস্যু-দিগের মধ্যে যাহাদিগকে একটু হৃদয়বান্, সৎসাহস ও কর্ম্মঠ মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি আপন দলভুক্ত করিয়া জমিজমা দিয়া শান্ত ও অনুরক্ত অনুচর করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক নৃশংস তাঁহার আশ্রয়ে প্রশস্য বীর ও রাজভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সীতারামের দস্যুদলন সম্বন্ধে তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র ভূষণা পরগণায় আজও এই গাথা শুনা যায়—

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥
এখন বাঘ মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
এখন রামী শ্যামী পোঁটলা বেধে গঙ্গাস্নানে যাবে।"

দল ও বলসঞ্চয় করিয়া জায়গীরদার সীতারাম জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে মোগলসংস্রব হইতে একটু দূরে থাকিবার জন্য ও আপনার অভীষ্ট পথ পরিষ্কার করিবার জন্য তিনি কালীগঙ্গাতীরে হরিহর নগর পত্তন করিয়া এখানে বাস করিলেন। তিনি দস্যুদলন করিয়া গৃহস্থের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি দীনবৎসল, পরহিতব্রত, মহাবীর ও অসীম ক্ষমতাশালী জানিয়া নানাস্থান হইতে দলে দলে লোক আসিয়া হরিহরনগরের জনতা বৃদ্ধি করিল। মহম্মদপুরের অন্তর্গত সূর্য্যকুণ্ডের কাছারী বাড়ী নলদী পরগণার তহসীল কাছারী হইল।

মুনিরাম দেওয়ান হইলেন, তাঁহারই পরামর্শ ও যুক্তি অনুসারে প্রজাপত্তন ও রাজস্ব আদায় চলিতে লাগিল। তখনও উদয়নারায়ণ ভূষণার ফৌজদার আবু-তোরাপের অধীনে সাজোয়ালের কর্ম্ম করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর মন যোগাইয়া চলিতেন, একারণ ফৌজদার সীতারামের উন্নতিতে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।

সীতারাম প্রথম প্রথম যাহাতে মোগল ফৌজদারের বিরক্তিকর না হয়, সেই-

রূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ সময় মোগল রাজপুরুষদিগের ও দেশীয় অর্থ-পিশাচ জমিদারগণের অত্যাচার ভিন্ন আরাকানী মগ, আসামী ও পোর্ত্তুগীজদস্যু-দিগের অত্যাচারেও দেশে হাহাকার পড়িয়াছিল। সীতারাম দেশে নানাস্থানে সেনা রাখিয়া ঐ সকল দস্যুতস্কর দুরাত্মাদিগকে শাসন করিয়া বৈদেশিক শত্রু হইতে দেশকে প্রথমে রক্ষা করিলেন। এইরূপে দেশরক্ষার্থ তিনি স্থানে স্থানে পাঠান, রাজপুত ও দেশীয় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এখনও সেই সেই স্থানে ঐ সকল সেনার বংশধরগণ বাস করিতেছে।

বহিঃশত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া তিনি দেশের অন্তঃশত্রুবিনাশের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন ভারতে মোগলের একাধিপত্য, কিন্তু তখনও বঙ্গের স্থানে স্থানে স্বাধীনতাচ্যুত পাঠানরাজবংশ ও পাঠানবীরগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলেন। সীতারাম সেই সকল পাঠান যোধগণকে নিজ পক্ষভুক্ত করিয়া হিন্দু মুসলমানে মিলন সাধন করিলেন। সংগ্রামশাহের সময় যে সকল রাজপুতবীর অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এখন সেই বৃদ্ধ বীরগণ আসিয়া সীতারামের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি দক্ষিণ-রাঢ়ীয় রূপরাম ঘোষ (মেলাহাতী), বেলদার সৈন্যের অধিনায়ক মদনমোহন বসু, ঢালী সেনার কর্ত্তা রূপচাঁদ ঢালী, রায়বাঁস অস্ত্রধারীর অধিনায়ক কালুমাল ও ফকিরা মাছকাটা এবং মুসলমানসেনার অধিনায়ক বক্তার খাঁ ও আমিনবেগ সকলেই সীতারামের সহিত দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই সময় সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সীতারাম মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার অছিলায় মুনিরাম ও রূপরামকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে দিল্লাযাত্রা করিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর মুখে পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেব সীতারামের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। এখন তাঁহার সৌজন্যে, মুনিরামের বাক্‌পটুতায় এবং রূপরামের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ সীতারামকে "রাজা" উপাধি ও নিম্নবঙ্গের আবাদী সনদ ও প্রজাপত্তনের ফরমাণ প্রদান করিলেন। সীতারাম সেই ফরমাণ লইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপযুক্ত নজর দিয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলিও তাঁহাকে ১০ বৎসর কর ছাড় দিয়া আর একটী সনদ দিয়াছিলেন। এই সময় সীতারাম গড়বেষ্টিত বাটী নির্ম্মাণের ও অত্যাচার

আক্রমণ নিবারণের জন্য সৈন্য রাখিবার অনুমতি পাইলেন। এতদিন পরে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল হইবার সুবিধা হইল। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ফকির মহম্মদ আলীর পরামর্শে নারায়ণপুর গ্রামে রাজধানী করাই স্থির করিলেন। এই স্থানের চারিদিকে নদনদী ও খাল বিল থাকায় শত্রুর পক্ষে দুর্গম ছিল। এখানে চারিদিকে গড়খাই, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় ও নানা দেবদেবীর মন্দির সহ নিজ বাসার্থ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন। ফকিরের সম্মানার্থ নারায়ণপুরের পরিবর্ত্তে তিনি এই স্থানের মহম্মদপুর নাম রাখিলেন। এখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। কএকজন প্রধান মৌলবী আনাইয়া তৎকালের উপযোগী পারসীশিক্ষার জন্যও মোক্তাব বসাইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে যথাশাস্ত্র তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ ক্ষত্রোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইয়াছিল, রাজা প্রতাপাদিত্যের অভিষেককালে তিনি যেমন আপনাকে ক্ষত্রিয়রাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, মসিজীবীর বংশধর রাজা সীতারামও সেইরূপ আজ অসিজীবিক্ষত্রিয় বলিয়াই আপনাকে পরিচিত করিলেন। ভূষণাসমাজের সমস্ত পণ্ডিত তাঁহার ক্ষত্রোচিত অভিষেক-সংস্কারে উপস্থিত ছিলেন। *

কায়স্থের ক্ষাত্রতেজ কিছুদিনের জন্য আবার বঙ্গসমাজে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সীতারাম দিল্লীতে যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এখন নিজ রাজধানীতে উপযুক্ত কারিকর আনিয়া সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মুনিরামকে তাঁহার পক্ষে উকীলস্বরূপ তথায় রাখিয়া দিলেন। দুঃস্থ ও নিঃস্ব প্রজাবৃন্দকে অন্নদান, বস্ত্রদান ও জলদান করিয়া অপরাপর জমিদারের অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকেও বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণবঙ্গের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ সকলেই সীতারামের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সকলেই সীতারামের প্রজা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এমন কি দেশীয় অধিবাসিগণের

* এই সকল পণ্ডিতগণের নাম শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "রাজা সীতারাম রায়" নামক গ্রন্থে ৭৭ হইতে ৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

সমবেত চেষ্টায় রাজা সীতারাম ৫৮ খানি পরগণার অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার বার্ষিক আয়ও কোটি মুদ্রার কাছাকাছি হইয়া পড়িল। আজকালকার সময়ে সে আয় দশকোটীর অধিক সন্দেহ নাই।

এইরূপে ধনবলে ও জনবলে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও মৌলবী বেষ্টিত হইয়া রাজা সীতারাম আপনাকে স্বাধীন হিন্দুনরপতি বলিয়া পরিচিত করিলেন। শক্তিসঞ্চয় ও সার্ব্বজনিক একতাস্থাপনের জন্যও তিনি এক অপূর্ব্ব সাম্যরাজ্য প্রবর্ত্তন করিলেন।

রাজা সীতারাম রায়ের জীবনীলেখক লিখিয়াছেন, "সীতারাম শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্নতা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের পার্শ্বে শিব, এবং দশভুজার পার্শ্বে রাধার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য সীতারামের বংশের শাক্তগুরু ও কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবগুরু ছিলেন। তিনি উভয় গুরুর উপর তুল্যভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি বৈষ্ণবগুরুকে শান্তি ও দৈবকার্য্যের উপদেষ্টা এবং শাক্তগুরুকে সমরাদি কার্য্যের পরামর্শদাতা করিয়া উভয় গুরুদেবের আজ্ঞাবহ থাকিয়া হিন্দুমুসলমান-বিদ্বেষরহিত ব্রাহ্মণচণ্ডালে পার্থক্যবর্জ্জিত সুদৃঢ়ভিত্তিতে শান্তিময় সুখময় সনাতন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বেলগাছী পরগণার অন্তর্গত নারায়ণপুরের রায়, মহিমসাহী পরগণার ইন্দুরদির দত্ত, সাহাউজিয়াল পরগণার আমতৈলের চক্রবর্ত্তী, সাঁতৈর পরগণার কুমরুলের দত্ত ও আমগ্রামের সরকার, নলদী পরগণার নহাটার রায় প্রভৃতির শিবোত্তরসম্পত্তি-দৃষ্টে আমরা অনুমান করিতে পারি,—মহাদেবের বাসন্তী চড়ক উৎসবে নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একতা ও সদ্ভাবস্থাপনই এইরূপ শিবোত্তর দানের উদ্দেশ্য। ... (এ ছাড়া) প্রত্যেক হিন্দুর জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়া নারায়ণ, গোপীনাথ, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। রামাত প্রভৃতি ভিক্ষুকসম্প্রদায়ের লোকদিগকে সমাজের উপকার করিবার ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে নিষ্কর দেবোত্তর দিয়া শীতলা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেন। এই শীতলার সম্পত্তিতে সম্পত্তিশালী হইয়া তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে সীতারাম ইতরসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের ক্ষীণালোক প্রবেশ করাইয়া শীতলা উৎসবে সমবেত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতে-

ছিলেন।* সমাজপতিত হউক, আচারভ্রষ্ট হউক সকলেরই পতন নিবারণ করা এবং দুষ্ট অবস্থা হইতে লোককে লজ্জাশূন্য সদবস্থায় উন্নীত করাও সীতারামের মূল ধর্ম্মনীতি ছিল।" সীতারাম দেশের জলকষ্ট-নিবারণের যেরূপ অসাধারণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। দিল্লী হইতে আবাদী সনদ আনার পর তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই বাইশহাজার বেলদার সৈন্য থাকিত। তাহারা যুদ্ধকালে ঢাল, সড়্‌কি, অসি, ধনুর্বাণ ও গুলালবাঁশ লইয়া যুদ্ধ করিত এবং অন্য সময়ে পুষ্করিণী খনন করিয়া বেড়াইত। এইরূপে পাবনা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, নদীয়া ও বরিশাল জেলার মধ্যে রাজা সীতারাম শত শত পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অক্ষয়-জলদানকীর্ত্তি উক্ত জেলাসমূহে আজও তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তন করিতেছে।

এখনকার মত সে সময়ে বরপণের দায়ে সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসে নাই,—তখন বরং কন্যাপণই বেশী চলিত ছিল। অনেক স্থলে বরং পুত্রের বিবাহ দেওয়া কষ্টকর হইত। রাজা সীতারাম তজ্জন্য শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও স্বজাতীয়ের বিবাহকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বিবাহে পণগ্রহণ অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাহা তুলিয়া দিতে যত্নবান্ ছিলেন। তিনি শত শত কুলীনব্রাহ্মণ-কন্যার ভরণপোষণ করিতেন। কিন্তু কুলীন-ব্রাহ্মণের বিবাহে কখন সাহায্য করিতেন না। তিনি জানিতেন যে বহুবিবাহকারী ঐ সকল কুলীনব্রাহ্মণের দোষে শ্রেষ্ঠ হিন্দুসমাজ কলঙ্কিত হইতেছে। সীতারামের জীবনীলেখক এইরূপ ঘটককারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"কুলীনে কন্যার দায়ে গেলে রাজা পাশে। সুবামণে কন্যা দেও ব'লে রাজা হাসে।
অর্থদানে মুক্তহস্ত কুলদায়ে নয়। ঢাল সড়্‌কি গড়ে রাজা করে অর্থক্ষয়॥"

বলিতে কি, যে সকল গুণ থাকিলে মানব সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে, রাজা সীতারামে সেই সকল গুণের অভাব ছিল না। তিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্গোপসাগর এবং নদীয়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে বরিশাল জেলার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য পত্তন করিয়াছিলেন। যে মহাপুরুষ দেশের জন্য ও স্বধর্ম্মের জন্য এরূপ মহাকার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি কি আপনার স্বজাতির, নিজ কায়স্থ-সমাজের,

* শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের "রাজা সীতারাম রায়" ১৩৭-১৩৯ পৃষ্ঠা।

প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তিনি কি নিজ সমাজের উন্নতিসাধনে উদাসীন ছিলেন? তাহা কখন সম্ভবপর নহে! তিনি জানিতেন যে, আপনার লোককে নিঃস্বার্থভাবে আপনার করিতে না পারিলে, পরকে কখন স্থায়িভাবে আপনার করিতে পারা যায় না। ঘর বাঁধিতে না পারিলে পরকে শাসন অসম্ভব! তিনি জানিতেন, যে, নিজে পথ দেখাইতে না পারিলে অপরে কেহ তাহার অনুবর্ত্তী হইবে না। তাই তিনি নিজ উত্তররাঢ়ীয়-সমাজ ছাড়া অপরাপর সমাজের কুলীনকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত দাসপলসা গ্রামে সরল খাঁ ঘোষের কন্যার সহিত। সরল খাঁ একজন শ্রেষ্ঠ উত্তররাঢ়ীয় কুলীন ছিলেন। সীতারামের দ্বিতীয় বিবাহ অগ্রদ্বীপের নিকট পাটুলীগ্রামে, এখানেও তিনি উত্তররাঢ়ীয় কুলীনকন্যা বিবাহ করেন। ৩য় বিবাহ ভূষণা পরগণার ইলিলপুরে, এখানে বঙ্গজকায়স্থকন্যার সহিত বিবাহ, এই কন্যার পিতার নাম রূপনারায়ণ গুহ। ৪র্থ বিবাহ রায়গ্রামের নিকট মেলাহাতীর এক আত্মীয়-কন্যার সহিত। ঐ কন্যার পিতা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। ৫ম বিবাহ পাবনা জেলার এক বারেন্দ্র কন্যা সহ। প্রবাদ এইরূপ, দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনকালে কাশী হইতে গৃহাভিমুখী এক দরিদ্র বারেন্দ্র-পরিবারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের নৌকায় একটী সুন্দরী বারেন্দ্র-বালিকা ছিল। সীতারাম তাহাদের অবস্থা-বৈলক্ষণ্যের পরিচয় পাইয়া যথাসময়ে উপযুক্ত পাত্রে সেই কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সীতারামের সৌভাগ্যের সময় সেই কন্যার আত্মীয়গণ আসিয়া সীতারামের পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি জানাইল। সীতারাম কন্যার উপযুক্ত পাত্র খুঁজিতে বলায় তিনিই যে উপযুক্ত পাত্র ও এখন তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবে, সে কথাও কন্যার আত্মীয়গণ বলিল। কাজেই সীতারাম নিজেই সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রকারান্তরে চারিশ্রেণীর কায়স্থের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। তাঁহার সময় কৌলীন্যনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কায়স্থ-সমাজ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে যে সমাজে স্থায়ী মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, তাহাতে বরং দ্বেষাদ্বেষী ও অভিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তাহা সীতারাম বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই কারণেই তিনি কায়স্থ-সমাজের আয়তন বিশাল ও উদার করিবার আশায় সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত চারিসমাজের লোককেই নিজ সেনা ও রাজস্ববিভাগে নিযুক্ত

করিয়া, সহস্র সহস্র কায়স্থকে বৃত্তি ও লাখরাজ জমি দান করিয়া সমাজশক্তি-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই সীতারামের মহদুদ্দেশ্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কূটবুদ্ধি পরশ্রীকাতর কুলীন মুনিরামের প্রতিকূলতায় বঙ্গজসমাজ সীতারামের মহদুদ্দেশ্য বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। মুনিরাম সীতারামের বিষয়বুদ্ধির প্রধান সহায়, তিনি সীতারামের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সীতারাম নবাবের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য মুর্শিদাবাদে তাঁহাকে উকীল করিয়া রাখিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার সহিত বংশপরম্পরায় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে সীতারাম নিজ পুত্রের সহিত তাঁহার একটী কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে মুনিরামের মন ফিরিতেছিল। যে মুনিরাম একদিন অন্নের জন্য সীতারামের উমেদার ছিলেন, সেই মুনিরাম সীতারামের অসম্ভব উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যদর্শনে ঈর্ষায় মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, এখন সীতারামের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে চটিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র রাজা সীতারামের প্রস্তাবে প্রকাশ্যে সম্মতিদান করিলেন বটে, কিন্তু গোপনে বিষ-প্রয়োগে ভগিনীর প্রাণ সংহার করিয়া পিতার নিকট তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইলেন! সঙ্কীর্ণমনা মুনিরাম সীতারামকেই তাঁহার কন্যার মৃত্যুর কারণ ভাবিয়া এখন সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন! ঘরভেদী বিভীষণের পথ অবলম্বন করিয়া বিশ্বাসঘাতক সীতারামের অভ্যুদয়ের কথা, তৎ-কর্ত্তৃক মোগলরাজ্যহানির সম্ভাবনার বিষয় একে একে মুর্শিদকুলীর কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন। নাটোরের জমিদার রঘুনন্দন মুনিরামের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। এই সময় কর দিবার চুক্তি না থাকিলেও নবাব ভূষণার ফৌজদার আবুতোরাপকে সীতারামের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া পাঠাইতে হুকুম দিলেন। হীনচেতা আবুতোরাপ একজন সামান্য অনুচর পাঠাইয়া অতি ঘৃণিতভাবে কর তলব করিয়া তেজস্বী সীতারামের প্রখরকোপে পতিত হইলেন। মেলাহাতী সসৈন্যে ভূষণা কেল্লা দখল করিয়া আবুতোরাপের মুণ্ড আনিয়া রাজা সীতারামের পদে উৎসর্গ করিলেন, সেই সঙ্গে মোগলাধিকৃত সমস্ত ফতেয়াবাদ (ভূষণা) পরগণা সীতারামের অধিকারভুক্ত হইল।

এ সংবাদ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলে অবিলম্বে মোগলসেনা সীতারামকে

শাসন করিবার জন্য আসিল, কিন্তু সীতারামের শিক্ষিত সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলার মুখে মোগলসৈন্য তিষ্ঠিতে সমর্থ হইল না। মোগলসেনার পরাজয় শুনিয়া নবাব মুর্শিদকুলী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দেশের সঙ্কীর্ণমনা জমিদারগণ সীতারামের অভ্যুদয়ে প্রথম হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন, এখন সুযোগ পাইয়া সীতারামের ধ্বংসের জন্য নবাবের পক্ষে সাহায্য করিতে সকলে উদ্যোগী হইলেন। দীঘাপতিয়ার দয়ারাম রায় জমিদার সৈন্যের এবং সংগ্রাম সিংহ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চারিদিক্ হইতে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিলেন। গুপ্তভাবে মহাবীর রূপরাম ঘোষ শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। প্রথম কএকটী যুদ্ধে জয়ী হইলেও অবশেষে প্রবল শত্রুর নানা কৌশলজালে রাজা সীতারাম রায় জড়িত হইয়া পড়িলেন, সেই-সঙ্গে বাঙ্গালীর শেষ আশা ভরসা চিরতরে অতলসলিলে নিমগ্ন হইল। বঙ্গের একটী আদর্শ চরিত্র প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে বাঙ্গালীর দুরদৃষ্টক্রমে মুকুলেই বৃন্তচ্যুত হইল!

কায়স্থ-সমাজ! আমাদের সীতারামের বিশালহৃদয়, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা, তাঁহার সমাজের স্থায়ী মঙ্গলকামনা, একবার আলোচনা করিয়া দেখুন! যদি বঙ্গজসমাজ মহামনা সীতারামের সাধু প্রস্তাব সমর্থন করিতেন, যদি বিশ্বাসঘাতক মুনিরাম রাজা সীতারামের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালার মানচিত্র বিভিন্নবর্ণে চিত্রিত হইত কি না কে বলিতে পারে? যদি আর কিছুদিন সীতারাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে সমাজসংস্কারের উচ্চ আশা সফলা হইত, সন্দেহ নাই; তাহা হইলে আজ এই বিশাল কায়স্থ-সমাজকে ছিন্ন বিছিন্ন না দেখিয়া এক মহাশক্তিসম্পন্ন দেখিতাম। তাহা হইলে মসিজীবী দীন কায়স্থসন্তান আজ অসিজীবী ক্ষত্রিয় বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বদেশে বিদেশে কীর্ত্তিত হইতেন! এখন বিচার করিয়া দেখুন, কায়স্থসভা যে তিনটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন,—তাহা কার্য্যে-পরিণত হইলে কায়স্থ-সমাজের কি অবস্থা হইবে। একবার চিন্তা করুন,—কায়স্থ-কুলগৌরব মহাবীর সীতারাম আমাদের সমক্ষে যে আদর্শচরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় কি আছে?

BLOCKED INFORMATION.

BLANK PAGE(S)

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR
INSECT DAMAGE
Tight Binding

কায়স্থ পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩১৭। } নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২৪শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৩১৬।

(কলিকাতা আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার কেন্দ্র)।

১।	শ্রীকৃপারাম ঘোষ রায়,	সাং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,	কলিকাতা।
২।	,, জীতেন্দ্রনাথ রায়,	ঐ	ঐ
৩।	,, নৃপেন্দ্রনাথ রায়,	ঐ	ঐ
৪।	,, পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ,	ঐ	ঐ
৫।	,, বিরাজবিহারী রায়,	ঐ	ঐ
৬।	,, মোহিনীমোহন রায়,	ঐ	ঐ
৭।	,, যামিনীকান্ত মিত্র,	ঐ	ঐ
৮।	,, রাধামোহন মিত্র,	ঐ	ঐ
৯।	,, রামেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী,,	ঐ	ঐ
১০।	” অতুলচন্দ্র দত্ত,	সাং হ্যারিসন্ রোড,	ঐ
১১।	” অমরনাথ দাস,	ঐ	ঐ
১২।	” আনন্দকুমার চৌধুরী,	ঐ	ঐ
১৩।	” চন্দ্রকুমার দত্ত,	ঐ	ঐ
১৪।	” নবীনচন্দ্র বসু,	ঐ	ঐ
১৫।	” ফকিরচাঁদ কর,	ঐ	ঐ

১৬। শ্রীরাই[illegible] সরকার, সাং হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।
১৭। " হরিমোহন সরকার, ঐ ঐ
১৮। " উপেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, সাং খুল্না।
১৯। " জয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সাং নদীয়া।
২০। " তিনকড়ি ঘোষ, ঐ
২১। " মন্মথনাথ ঘোষ, ঐ
২২। " প্রিয়নাথ দত্ত, সাং ফরিদপুর।
২৩। " যোগেশচন্দ্র দে, ঐ
২৪। " রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
২৫। " চন্দ্রশেখর বসু, সাং বাগমারি, ২৪ পরগণা।
২৬। " শশীশেখর বসু (ডাক্তার), ঐ ঐ
২৭। " সুধাংশুশেখর বসু, ঐ ঐ
২৮। " হিমাংশুশেখর বসু, ঐ ঐ
২৯। " বঙ্কিমচন্দ্র কর, সাং বারাকপুর।
৩০। " ব্রজেন্দ্রনাথ পালিত, ঐ
৩১। " হেমন্তকুমার সরকার, ঐ
৩২। " কৈলাসচন্দ্র সেন, সাং বারাসত।
৩৩। " তারাপদ সরকার, সাং মাঝেরগাঁ, নদীয়া।
৩৪। " যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং মুর্শিদাবাদ।
৩৫। " নরেন্দ্রনাথ হালদার, সাং যশোহর।
৩৬। " বরেন্দ্রনাথ হালদার, ঐ

মাঘ, ১৩১৬।

(ওসমানপুর, শ্রীকিশোরীমোহন সরকার দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীষষ্ঠীচরণ সরকার, সাং পেমটিয়া (বারেন্দ্র)
২। " হরিপদ চাকী, সাং ওসমানপুর ঐ

মাঘ, ১৩১৬।

(কমলাপুর, শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমরনাথ বিশ্বাস, সাং একতারপুর (বারেন্দ্র)।
২। " বিশ্বেশ্বর দত্ত, সাং কমলাপুর, ঐ
৩। " মোহিনীমোহন দত্ত, ঐ ঐ
৪। " গোপালচন্দ্র নিউগী, সাং খোকসা, ঐ
৫। " পঞ্চানন নন্দী, ঐ ঐ
৬। " বিজয়লাল বিশ্বাস, ঐ ঐ
৭। " শশধর সরকার, ঐ ঐ
৮। " বিধুভূষণ বিশ্বাস, সাং চৌড়াস, ঐ
৯। " হীরালাল সরকার, ঐ ঐ
১০। " চিরঞ্জীব সেন, সাং জগতি ঐ
১১। " অশ্বিনীকুমার দত্ত, সাং হাবাসপুর, ঐ

(কুরসা, শ্রীগোলকনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীগোলকনাথ মজুমদার সাং কুরসা, নদীয়া (বারেন্দ্র)।

(খলিসাকুণ্ডী, শ্রীকালাচাঁদ সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

কালাচাঁদ সেন, সাং খলিসাকুণ্ডী, নদীয়া (বারেন্দ্র)

(জয়নাবাদ, শ্রীহৃদয়নাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র সরকার, সাং মালঞ্চি, পাবনা (বারেন্দ্র)।
২। " হৃদয়নাথ সরকার, সাং জয়নাবাদ, ঐ ঐ

(লাহিনীপাড়া, শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র চৌধুরী, সাং লাহিনীপাড়া (বারেন্দ্র)

(হেমরাজপুর, জেলা পাবনা, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র ভৌমিক, সাং কুড়িপাড়া (বারেন্দ্র)।
২। " সতীশচন্দ্র রায়, সাং হেমরাজপুর, ঐ
৩। [illegible]শচন্দ্র রায়, ঐ ঐ

১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির পঞ্চম কেন্দ্র।)

১। শ্রীকুলদাভূষণ ঘোষ, সাং ইশিবপুর, ফরিদপুর।
২। ,, হেমচন্দ্র বসু, ঐ ঐ
৩। ,, শ্রীনাথ মিত্র, ঐ ঐ
৪। ,, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, সাং দুধখালি ঐ

১৮ই ফাল্গুন ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির ষষ্ঠ কেন্দ্র)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু, সাং উলা, নদীয়া।

৭ই চৈত্র ১৩১৬।

(দিনাজপুর, মাননীয় মহারাজা গিরিজা নাথ রায় বাহাদুরের বাটীর কেন্দ্র।)

মহারাজকুমার জগদীশনাথ রায়, সাং দিনাজপুর।

৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির সপ্তম কেন্দ্র।)

১। শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র, সাং কুচিয়ামোড়া।
২। ,, কালীপদ মিত্র, সাং চন্দনী।
২। ,, নলিনীরঞ্জন মিত্র, ঐ
৪। ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সাং মহেশ্বরদী।
৫। ,, সতীশচন্দ্র বসু, সাং রম্পানগর।
৬। ,, অবিনাশচন্দ্র দেব মহলানবীস, সাং সমাজ, দত্তপাড়া।
৭। ,, কুঞ্জবিহারী ঘোষ রায়, ঐ ঐ
৮। ,, মনোমোহন ঘোষ রায়, ঐ ঐ
৯। ,, যশোদালাল বসু, ঐ ঐ
১০। ,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, সাং সোলপুর।
১১। ,, হরলাল দাস, ঐ

(মুন্সীপাড়া, দিনাজপুর, শ্রীঈশানচন্দ্র তরফদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।)

১। শ্রীরামচন্দ্র দেব, সাং চাকলা, পাবনা জেলা।
২। ,, মাধবচন্দ্র সরকার, সাং জোড়পুখুরিয়া, ঐ
৩। ,, ঈশানচন্দ্র তরফদার, সাং ডেম্‌রা, ঐ
৪। ,, ব্রজলাল তরফদার, ঐ ঐ
৫। ,, রামরাখাল তরফদার, ঐ ঐ
৬। ,, অবনীনাথ সরকার, সাং নৈহাটী, ২৪ পরগণা।
৭। ,, ফণীভূষণ সরকার, ঐ ঐ
৮। ,, ললিতমোহন সরকার, ঐ ঐ
৯। ,, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, সাং মাগুরাবিনোদ, জেলা পাবনা।
১০। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ঐ ঐ
১১। ,, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সাং রাতুলপাড়া, নদিয়া।
১২। ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাং সোলকুপা, যশোহর।

(গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীপ্রসন্ন কুমার বসু (উকীল), সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, মন্মথ কুমার বসু (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর (দক্ষিণরাঢ়ী)।

———

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়ঃ—

১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬। কলিকাতা। ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোড্ নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্রের সহিত বাগবাজার রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটের ৺গোকুল মিত্রের পৌত্র শ্রীকৃষ্ণলালের প্রথম কন্যার।

২১শে ফাল্গুন, ১৩১৬। কলিকাতা। ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোড্ নিবাসী ৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্মথনাথ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্রের সহিত শ্রীগণেশ চন্দ্রের কনিষ্ঠা পৌত্রীর।

২১শে ফাল্গুন, ১৩১৬। কলিকাতা। যশড়া-চাকদহনিবাসী ময়ুরভঞ্জের ষ্টেট্-জজ শ্রীহরিদাস বসু মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথের সহিত ভবানী-পুর জেলেপাড়ানিবাসী কটকের ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রথমাকন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়ঃ—

২১শে ফাল্গুন ১৩১৬। কলিকাতা। ধপধপেনিবাসী শ্রীদ্বারকানাথ দত্তের প্রথম পুত্র শ্রীমাখমলালের সহিত কলিকাতা, ১০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৩শে ফাল্গুন ১৩১৬। ক্যাঁকশিয়ালী চুঁচুড়া। কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনীলকৃষ্ণ দেববর্ম্মার সহিত ক্যাঁকশিয়ালী নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রলাল বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকিশোর বসু দেববর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যার।

বারেন্দ্রঢাকুর সমালোচনা।

(৮ম বর্ষ, ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ১৩১৬ সালের কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিতের পর)

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল,
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল।
উত্তম কে ছোট করি নিজকে বাড়ায়,
শুদ্রকে দিলা কুল কাশর নিন্দিত"

*   *

সেই ক্ষণে শত দাঁড় নৌকা আনাইয়া,
ধীবর গণকে চক্তি করি পাঠাইলা।

*   *   *

তাহারা আনিল গিয়া লক্ষ্মণ সেনেরে,,
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তা সবা আচারে।
"এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর,
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার।
"নাগ কহে শুনিয়াছি, বল্লাল বলিত,
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত।"

*   *

সুতরাং দেবঘর অচলা হইলে নন্দী তাহাকে করণ চলিবার জন্ত গ্রহণ করিবেন কেন? এবং যদি করণ চলিবার জন্য অচলা ঘর গ্রহণ করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে বল্লাল সেনের সমাজ মধ্যে না থাকিয়া "হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার" বলিয়া বল্লাল সমাজ হইতে বাহির হইলেন কেন? এবং বাহির হইবার কারণই বা কি? এবং উত্তর কালে দাস, নন্দী, চাকি সকলে দেব বংশের অন্তর্ভুক্ত হইলেন কেন? এই কুল দেব ও বুধ দেরের বংশ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া কেহ কেহ কাগদহ, হিড়িম দিয়া, চিথ লিয়া প্রভৃতি স্থানে গেল।

অন্যান্য জ্ঞাতিগণ কে কোথায় গেল ঢাকুরকার তাহা না জানায় তাহারা অন্য ভাবে গেল ঢাকুরে এই উক্তি করিয়াছেন। তদপর ঢাকুরে চড়িয়া বাসী দেবের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে

"আর এক কহি শুন দেবে অনুপম,
চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম

*   *

ধনবান কীর্ত্তিমন্ত বিষয় ব্যাপারে,
তার পুত্র চাকুরী কৈল নবাব সরকারে।
সেইবংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়,
পিতামহ কার্য্য কৈলা বারেন্দ্র আশ্রয়।

নিরাবিল কার্য্য সব করিতে লাগিল,
দাস, নন্দী, চাকী সবে অন্নভুক্ত হইল।"

(ক্রমশঃ)

এই শ্লোক পাঠে জানা যায়, বলরাম রায়ের পিতামহ বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত হন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় তাঁহার কৃত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে ১০২ পৃষ্ঠায়, চড়িয়ার বর্দ্ধনকুঠির, রায় কালীয় দেবঘর, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারেন্দ্র সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, বলিয়াছেন। ঢাকুরে বর্দ্ধ কুঠীর দেবঘর সম্বন্ধে বর্ণনা আছে—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী,
আর্য্যবর মণ্ডলবাস কৈলা বর্দ্ধনকুঠী।
* *
রাজা বিশ্বনাথ তস্য সুতনামধারী।
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈলা,
বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে মর্য্যাদা পাইলা।
নিরাবিল সিদ্ধঘরে হইল করণ,
সেই অনুসারে দেব সমাজে চলন।"

দেবঘরের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুইটী দেববংশ বিভিন্ন সমাজ হইতে বারেন্দ্র সমাজে আসিয়া মিলিত হয়। সম্ভবতঃ এই বিভিন্ন সমাজ রাঢ়ীয় বা বঙ্গজ সমাজ হইবে। দাস, নন্দী, চাকি, তাহাদের অন্নভুক্ত হন এবং তাহারা নিরাবিল সিদ্ধঘরে করণ করিয়া সমাজে চলিত হয়। ভৃগুনন্দী সমাজ বন্ধনকালে যে দেবঘর আনয়ন করেন তাহাদের বংশ মধ্যে গুণাকরের বংশছাড়া অন্য কোন বংশের বিবরণ ঢাকুরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

ইহার পর দত্ত বংশের বর্ণনা আরম্ভ হইল। কাউনাড়ী ও বটগ্রাম দুইটী দত্তের সমাজ। বটগ্রামী দত্তের মধ্যে নারায়ণ দত্ত রাধা নগরে যাইয়া বাস করেন নারায়ণ দত্ত, বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন দেবের সান্ধিবিগ্রহিক অমাত্যছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীতেও এই নারায়ণ দত্তের বংশ বিদ্যমান আছে। নারায়ণ দত্তের পূর্ব্বে বারেন্দ্র সমাজের কেহ রাধানগরে যাইয়া বাস করেন নাই। সুতরাং

নারায়ণ দত্ত রাজধানীতে বাস না করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং রাজপ্রদত্ত নিজবাসস্থান বটগ্রাম ত্যাগ করিয়া রাধানগরে যাইয়া বাস করিলেন কেন? এবং সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বাসস্থান পরিত্যাগের এমন কি কারণ উপস্থিত হইল? সম্ভবতঃ নারায়ণ দত্ত বংশীয় কেহ উত্তর-কালে রাধানগরে যাইয়া বাস করিয়া থাকিবেন।

"আগে আগে যে মেল মিছিলে কার্য্য ছিল,
ধনহীন হয়ে সবে লুপ্ত হয়ে গেল।
* *
অতএব দত্তঘর নীচে প্রবেশিল,
পঠীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল।"

উক্ত শ্লোক হইতে বিবেচিত হয় যে সমাজে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কন্যাপুত্রের বিবাহে অর্থগ্রহণের প্রথা ছিল। তাহা না হইলে ধনহীন হওয়ায় উপযুক্ত ঘরে আদান প্রদানের অভাবে নীচে প্রবেশিবে কেন? আর ৭২ ঘরে কার্য্যাদি করিলেই বা নীচে প্রবেশ হইবে কেন? পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, নন্দী, চাকী প্রভৃতিবংশে ও ৭২ ঘরে কার্য্যাদি আছে। ঢাকুরে উক্ত হইয়াছে—

"পঠীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন,
কুল বান্ধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ।
কন্যা কিম্বা পুত্রে যদি কুল বান্ধা হয়,
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়।
* * *
অতএব কুল বান্ধা নিষেধ এ কারণে।
নবকৃত কুল বান্ধা কোন প্রয়োজন
সকলের মূলকুল দান গ্রহণ।"
"বল্লাল মর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটায়
কুলের কারণে মহাপাপগ্রস্ত হয়।"

উপরোক্ত শ্লোক পাঠে জানা যায় বারেন্দ্র সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় কন্যা কিম্বা পুত্রে কুল বান্ধা ছিল না সুতরাং করণ তাৎপর্য্যে কুলের ব্যতিক্রমে ঘটিতে পারিত না এবং সকলের পক্ষে দান ও গ্রহণই শ্রেষ্ঠকুল ছিল।

"তাৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা
দান গ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা।"

সুতরাং যিনি কন্যা পুত্রের বিবাহে অর্থগ্রহণ করিতেন না সমাজে তাঁহার কুল অর্থগ্রহীতার কুল অপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজে অর্থ লালসা এতদূর প্রবল হইয়াছে যে এক্ষণে লোকে কন্যাদানকে শ্রেষ্ঠদান মধ্যে না ধরিয়া গলগ্রহ স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন এবং এক একটী কন্যা পাত্রস্থ করিতে গরীব পিতার সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বিবাহে যখন অর্থগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল তখন ধনহীন হওয়ায় সমাজে ক্রিয়া লোপের সম্ভাবনা কোথায়? "পঠি মধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল।" দত্তঘর ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত সপ্তঘরের অন্তর্গত। দত্তঘর কোন পঠী মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে নাই!

"দাস নন্দী চাকি নাগ সিংহ দেব ছয়,
আধুনিক অমূলজ এই দায় দেয়।
জ্ঞাতি বিচারিলে কিন্তু অমূলজে মিশে,
কার্য্য প্রয়োজন সর্ব্ব ঘরেতে প্রকাশে।"

উক্ত শ্লোকে যদুনন্দন দত্তঘরকে আধুনিক অমূলজ বলেন নাই; এবং কেহ বলে না, উল্লেখ করিয়াছেন! দত্তঘর জ্ঞাতি বিচারিলেও যদি অমূলজ না হয়, তবে নীচে প্রবেশিল, পঠীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল—এই সকল অপ্রাসঙ্গিক কথার মূল কোথায় পাইলেন। কাউনাড়ী দত্ত মধ্যে দুই একজন কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া সমাজে হেয় হইতে পারেন, তাই বলিয়া সমস্ত দত্ত বংশের প্রতি উক্ত উক্তি ঢাকুরকারের ঈর্ষা প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। কন্যার পণ গ্রহণ যেরূপ দোষযুক্ত, পুত্র পণ গ্রহণও সেইরূপ দোষ জনক। উভয়েই কন্যাপুত্র বিক্রয় করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজ যেরূপ পথে চলিয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে অনেকেই লক্ষ্যহীন, কেন না সকলেই একদোষে দূষী।

যদুনন্দন কৃত ঢাকুরে সপ্তঘরের যে বর্ণনা আছে আমরা উপরে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। ঢাকুরের বর্ণনা পাঠে জানা যায়, ভৃগুনন্দী হে সপ্তঘর লইয়া বারেন্দ্র পঠীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঐ সপ্তঘরের প্রতিঘরের দুই একটী শাখা বিশেষের বিবরণ ব্যতীত সমগ্র বারেন্দ্র সমাজের সম্পূর্ণ শাখার বিবরণ ঢাকুরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং যদুনন্দন কৃত ঢাকুরকে বারেন্দ্র

সমাজের ঢাকুর নামে অভিহিত না করিয়া বারেন্দ্র সমাজের শাখা বিশেষের ঢাকুর নামে অভিহিত করা সঙ্গত। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বারেন্দ্র সমাজের কোন ঢাকুর গ্রন্থ নাই। আমরা ঢাকুরে নন্দী বংশের মধ্যে কানু মাধবের বংশের গোপীকান্ত রায়, শিবানন্দ সরকার, এবং দেবীদাস খাঁর বংশধরের দুই চারিটী নাম ও বর্ত্তমান বাসস্থানের বিবরণ দেখিতে পাই। শিবশঙ্করের সন্তান মধ্যে কাহারও বিবরণ লিখিত হয় নাই, তবে তাহাদের বাসস্থানের উল্লেখ আছে এবং এই বংশের একজন পশ্চিমে বিবাহ করিয়া কাকর পাতের নন্দী নামে অভিহিত হন। দাস বংশের মধ্যে বানীরায়, রামভদ্র ও রামনাথের বংশের বিবরণ ও তাহাদের বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থানের নাম ঢাকুরে লিপিবদ্ধ আছে।

চাকিবংশের কোন ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ ঢাকুরে নাই, তবে বর্ত্তমান বাসস্থানের উল্লেখ আছে এবং অনেকে স্থানান্তরে গিয়াছে একথাও বলিয়াছে। নাগ বংশের মধ্যে গড়ূঢধ্বজ, বানেশ্বর ও গোপীরায়ের বংশবিবরণ ও বর্ত্তমান বাসস্থান ঢাকুরে স্থান পাইয়াছে। সিংহ বংশের মধ্যে চৌঁয়ার সিংহের নাম ও উধুনীয়াবাসী সিংহের নামমাত্র উল্লেখ আছে, কোন বিবরণ নাই। দেববংশের মধ্যে বানাধিপতি গুণাকরের বংশধর রাধাবল্লভ চৌধুরীর নাম ও তাহার বংশধরের বর্ত্তমান বাসস্থান, বাসুদেব তালুকদারের বংশধর বলরাম রায়ের নাম ও বাসস্থান এবং বর্দ্ধনকুঠির বংশ বিবরণ ঢাকুরে লিখিত আছে। দত্তবংশের কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বা বাসস্থান ঢাকুরে লিখিত হয় নাই।

ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক সমাজ স্থাপনের প্রায় ৭০০ বৎসর পরে যদুনন্দন কর্ত্তৃক এই ঢাকুর গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই সময় মধ্যে সমাজ প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করায় এই বৃহৎ সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করা ও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। যদুনন্দন যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন সেই সকল বিবরণ এবং তাহার কল্পনা হইতে ঢাকুর গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সামাজিক ইতিবৃত্ত না থাকায় সম্ভবতঃ দেবীদাস খাঁর পৌত্র রণজিতের দোঁহাবলী হইতে কোন কোন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ঢাকুরের উক্তি সকল যদুনন্দনের ব্যক্তিগত উক্তি ভিন্ন ভৃগুনন্দী বা তাঁহার সামসাময়িক কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি নয়। সুতরাং ঢাকুরে ভৃগুনন্দীর নিয়ম বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যে প্রকৃত ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত নিয়ম তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং ভৃগুনন্দী যে কি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা জানিবার

উপায় নাই। যদুনন্দন নিজ ব্যক্তিগত অভিমতের বশবর্ত্তী হইয়া এক বংশের বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে, এমন কি সহোদর ভ্রাতাকেও বিভিন্ন স্থানে বসতি নিমিত্ত বিভিন্ন মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। বারেন্দ্র সমাজে উত্তররাঢ়ী সমাজের ন্যায় স্থান পরিত্যাগে কুলচ্যুত হইতে হয়, এমন কোন বিধান যদুনন্দ উল্লেখ না করায় যদুনন্দনের উক্ত উক্তির কোন ভিত্তি নাই। স্থানত্যাগে কুলচ্যুত হইতে হইলে বারেন্দ্র সমাজের সকলেই সেই দোষে দূষী. কেন বারেন্দ্র সমাজের আদি পুরুষগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়াছিলেন উত্ত কালে তাহাদের বংশধরেরা সেই সকল পৈতৃক বাসস্থান ও সম্পত্তি ত্যা করিয়া স্থানান্তরে বাস করিয়াছেন।

"ছোট বড় মধ্যম ভাব হইল গঠন,
করণ তাৎপর্য্যে তাহা জানিবে নিয়ম।
মূলজ সমাজস্থান বুঝার কারণ,
সপ্তঘর সিদ্ধ সাধ্য লিখি নিদর্শন।"

ঢাকুরের উপরোক্ত শ্লোকে যদুনন্দন স্বীকার করিয়াছেন যে মূলজ সমাজ স্থান বুঝার জন্য সিদ্ধ, সাধ্য দুইটী বিভাগের এবং তাৎপর্য্যে ছোট, বড়, মধ্য ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ঢাকুর হইতে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে সমাজ বন্ধনকালে কুলবন্ধন করা হয় নাই এবং সমাজকারীগণ কুলবন্ধন ক দোষাবহ ও পাপজনক মনে করিতেন। সমাজবন্ধনকালে সপ্তঘরের মধ্যে আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এবং বল্লালের কুল মর্য্যাদায় সপ্তঘরের প্রায় সমান আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, বিভিন্ন সমাজের কুলগ্রন্থে তাহা পাওয়া যায়।

"এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর,
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার।"

ঢাকুরের এই শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের প মধ্যে ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া সপ্তঘর উত্তম কায়স্থ লই নিজ সমাজ স্থাপন করেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে গেলে অনুমি হয় যে ভৃগুনন্দীর সময়ে বারেন্দ্র সমাজে সিধ্য, সাধ্য, উচ্চ, নীচ, করণ তাৎপ কুলমর্য্যাদার সৃষ্টি হয় নাই। ঐরূপ বিভাগ যদুনন্দনের কল্পনাপ্রসূত। ব্যা বিশেষকে শ্রেষ্ঠ করাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে এ

বিভাগ থাকিলে চোঁয়ার সিংহবংশ বারেন্দ্র সমাজ ভুক্ত হইতেন না এবং বারেন্দ্র সমাজস্থ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তিগণকে সমাজমধ্যে স্থান দিতে পারিতেন না। বল্লালসেনের কুল মর্য্যাদা প্রদান সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ তুচ্ছ করিয়া বল্লালের মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই এবং সমাজ মধ্যে কুলমর্য্যাদা সৃষ্টি করায় এবং কুল মর্য্যাদা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা কুলবন্ধন দোষাবহ ও পাপজনক মনে করিয়া স্বতন্ত্র পঠির সৃষ্টি কর্‌লেন; উদ্ধৃত অংশেই তাহা প্রমাণিত হইবে:—

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল,
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল।
উত্তমকে ছোট করি নিজকে বাড়ায়।"

* * *

"এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার।"
কন্যা কিম্বা পুত্র যদি কুল বান্ধা হয়,
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়।
অতএব কুল বান্ধা নিষেধ এ কারণ
নবকৃতকুল বান্ধা কোন প্রয়োজন।
সকলের মূল কুল দান গ্রহণ।

* * *

"বল্লাল মর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটয়
কুলের কারণে মহা পাপগ্রস্থ হয়।"

* * *

"নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লাল চরিত
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত।"

* * *

"দাস নন্দী চাকী নাগ সহায় করিয়া
বল্লাল সহিত জিদ্দি দিলেক ভাঙ্গিয়া।"

* * *

"তুচ্ছ করি বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা।"

তখন পুনরায় সিদ্ধ, সাধ্য দুইভাবে কুল মর্য্যাদার সৃষ্টি করিবেন কেন ? বিশেষতঃ বারেন্দ্র সমাজে মূলজ সমাজ স্থান বুঝার জন্য সিদ্ধ, সাধ্য দুই ভাবের প্রয়োজন হয় না। সপ্তঘর যে যে স্থানে বাস করেন তাহাই মূলজ সমাজস্থান। যখন স্থানত্যাগে কুলচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন স্থানপরিত্যাগে বাধা কি ? এবং করণ-তাৎপর্য্যে ছোট, বড়, মধ্যম, ভাব প্রচার করারও প্রয়োজন হয় না। সপ্তঘর লইয়া কার্য্য প্রয়োজন করার কথা সমাজবন্ধনকালে স্থির হয়। ভৃগুনন্দী নিজে দেবঘরের কন্যা বিবাহ করেন; মুরারী চাকী ও নীচ ৭২ ঘরে বিবাহ করেন। উত্তরকালে দেবীদাস খাঁ, গোপীকান্ত রায় প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজে এবং নীচকায়স্থ কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তড়াসবাসী দেবঘরের সহিত এবং বর্দ্ধনকুঠির দেবঘরের সহিত দাস, নন্দী, চাকী, কার্য্য করিয়া তাহাদের অন্নভুক্ত হইয়াছেন এবং নিরাবিল সিদ্ধঘর তাহাদের সহিত আদান প্রদান করায় সমাজে হীন বা সম্মানচ্যুত হন নাই, সকলেই শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন আছেন, তখন করণ তাৎপর্য্যে ছোট, বড়, মধ্যম ভাব কিরূপে উৎপত্তি হইল ? পরন্তু যদি পঠি বন্ধনকালে ভৃগুনন্দী সিদ্ধ, সাধ্য দুইভাবের সৃষ্টি করিতেন এবং সিদ্ধ ঘরকে সাধ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেন, তাহা হইলে বল্লালসেনের কুল বিভাগের ন্যায় তাহার বিভাগ মধ্যেও কুলমর্য্যাদায় সৃষ্টি হইত এবং সিংহ, দেব ও দত্ত ঘর, যাঁহাদিগকে ভৃগুনন্দী যত্ন করিয়া আনিয়া নিজ সমাজ পুষ্ট করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সেনের কুলমর্য্যাদায় নন্দীর সহিত সমান এবং চাকী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মৌলিকের আসন পাইয়াছিলেন, তাহারা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া রাজার প্রবর্ত্তিত সমাজের মৌলিকের আসন ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত সমাজে রাজার মতের বিরুদ্ধে পুনরায় মৌলিকের আসন গ্রহণ করিতে আসিবেন কেন ? এবং দাস, নন্দী, চাকী কর্কটনাগকে সিদ্ধপদ দিতে যত্ন করা সত্বেও কর্কটনাগ সিদ্ধ পদ গ্রহণ করিলেন না কেন ?

"তিনজন ভাবি চিতে, সিদ্ধপদ নাগে দিতে
বহুরূপ যতন করিল।
নাগ কৈল সম্মান তিনকে করিল মান
সিদ্ধপদ তিনের হইল।
নাগ হইল সাধ্যবর সবার চলন ঘর
সিদ্ধ তুল্য মর্য্যাদা পাইল।"

(ক্রমশঃ)

কায়স্থ সূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ সূত্র।

মহারাজা দনুজামাধব কুলীন কায়স্থচতুষ্টয়ের উত্তরপুরুষদিগের মধ্যে প্রথম যে সমীকরণ করেন, তাহাতে কেবল মাত্র বঙ্গজকুলীনদিগেরই সমীকরণ করিয়াছিলেন এইরূপ বিবেচনা হয়। বঙ্গজ সমাজের বহির্ভাগে থাকিয়া যাহারা বঙ্গজে সম্বন্ধ আদি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা ভবিষ্যতে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন; ফলতঃ তাহাদের কোনরূপ যেন রাঢ়, বঙ্গভেদ ছিল না। রাঢ়ীয় কায়স্থগণ যেন এই সময়েই "রাঢ়ীয়" এই আখ্যা গ্রহণ করিতেছিলেন, কেন না এই সময়ই দেশমধ্যে বহুবিধ গোলযোগ হইতেছিল।

অতঃপর মহারাজা দনুজামাধবের মৃত্যু হইলে তদাত্মজ রাজা রমাবল্লভ, তৎপুত্র রাজাকৃষ্ণবল্লভ, তৎপুত্র রাজা হরিবল্লভ, তদঙ্গজ রাজা জয়দেব। এই নৃপতিচতুষ্টয়ের রাজত্বকাল প্রায় ১৫০ দেড় শত বৎসর। ইহারা সমাজের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি রাখেন নাই। এই অনবধানতার দোষে অর্থলোভী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অনার্য্যদিগের মধ্যে লেখা পড়ার বিস্তার করিয়া ঘটকব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া দেয়; ঐ সকল নব কায়স্থ আখ্যা শূদ্রগণ প্রকৃত শূদ্রের ন্যায় সর্ব্বজাতির সর্ব্বদা সেবাপরায়ণ, অথচ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় ইহাতে প্রকৃত কায়স্থগণ অন্য স্থানীয় আর্য্যজাতির নিকট কিঞ্চিত হীনপ্রভ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই সময়েই রাজা জয়দেব কালকবলিত হন। ইহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় বঙ্গজ থাক বসুবংশীয় বলভদ্রবসুর পুত্র পরমানন্দ (দৌহিত্রপিণ্ডদানকারী এই বিধানানুসারে,(১) সন ৮৭৫ বঙ্গাব্দে মাতামহের চন্দ্রদ্বীপ রাজসিংহাসনে আরোহন করেন।(২)

১। ঋক্‌বেদ ৪ মণ্ডল ৩১ সূক্ত ১ মন্ত্র। অপিচ ঋষিবাক্য এইরূপ আছে—

অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং।
অস্যাম্ যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রোভবেদিদি॥

সায়ণাচার্য্য।

২। তস্যমাতা মহকৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশসমুদ্ভবঃ॥

পরমানন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পদিন পরেই ব্রাহ্মণ কায়স্থের সামাজিকতার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কায়স্থদিগের সমাজে যে বিশৃঙ্খলা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের পুনরায় সমীকরণ করিতে হইল ইহাতে নূতন কায়স্থগণ সমাজে নিম্নলিখিতরূপে পরিত্যক্ত হইল।

ইহাতে কুলীনগণের মধ্যে দুইটী ভাগ হইল। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা বল্লাল নিয়মের বাহিরে দুই একবার যাইয়া পুনরায় আর্য্যগৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন তাঁহারা কুলজ।(৩) ওদিকে যে সকল অনার্য্য আত্মগোপন করিয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সমানপদবী, অথচ পৃথক গোত্র, তাহারা ডেঙ্গর এবং যাহারা পৃথক পদবী তাহারা অচলা(৪) বলিয়া এই উভয়বিধ কায়স্থকেই বর্জ্জন করিতে আদেশ করিলেন।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতির এইরূপ আদেশ আর্য্যকায়স্থগণ মধ্যে প্রচারিত হইলে অধিকাংশ পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আবার কুলীন বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের বাহিরে অবস্থান করিয়া স্বীয় বীর্য্য ও প্রতিভা বলে আর্য্যগৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন তাঁহারা কুলজ বলিয়া কুলজ্ঞ দ্বারা কথিত হইতে লাগিলেন। বস্তুত কুলীন ও কুলজে আর বেশি কিছু পার্থক্য রহিল না। এই সময় কুলীনগণের পুনরায় সমীকরণ হয়। ইহাই বঙ্গজ কায়স্থের শেষ সমীকরণ।(৫)

রাজা পরমানন্দের পুত্র রাজা জগদানন্দ। ইনি মহাভগবতভক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়। ইনি সর্ব্ব-শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। সীমান্তবর্ত্তী রাজাগণ ইহাঁর ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। পদ্মনাভঘোষ বংশীয় গাভার পরমানন্দ ঘোষ এই সময় স্বীয় ভগ্নীকে পাণ্ডববর্জ্জিত ভুলুয়ার ক্ষত্রিয় রাজা লক্ষ্মণমাণিকের ভ্রাতা রাম-মাণিকের সহিত বিবাহ দেওয়ায় দেশ হইতে বিতাড়িত হন।

পরমানন্দ ঘোষ এইরূপে কতকদিন ভুলুয়াতে বাস করিয়া পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে আসিবার জন্য রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুরপর রাজা রামচন্দ্রের নিকট এক আবেদন পাঠান; তাহাতে চন্দ্রদ্বীপেশ্বর কোন প্রতিকার না করায় তিনি পুনরায় ভুলুয়াধিপতি লক্ষ্মণমাণিকের দ্বারায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলে চন্দ্রদ্বীপরাজ রাম-চন্দ্রের নিকট বিচার প্রার্থি হন। তখন রাজা রামচন্দ্র সীমান্তবর্ত্তী নৃপতি

মৃত্যুকালপ্রাপ্যসহিততোপকণ্ঠমাগতঃ।
পরমানন্দকস্তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ॥

মহাবংশাবলী।

৩। ভ্রষ্টস্থান নিবাসিচ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তেনৃপশেখরৈঃ
কুর্য্যাচ্চেৎ কালকর্ম্মানি তত্রকুলেক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যন্তে গ্রহকারকৈঃ॥

মহাবংশাবলী।

৪। "যদ্যপি প্রদত্তেদার্য্যঃ সুতাং তু ডেঙ্গরাচলে।
প্রমাদং তস্য কলসৎ নৈত শক্নোমি বর্ণিতুং॥
অসৌকুলং ক্ষয়ংযাতি অপি শৌত্রভবৎে কিল।
নহি প্রজায়তে সিদ্ধঃ সহস্র কুল কর্ম্মভিঃ॥"

কুলদীপিকা।

(৫)। এইস্থলে প্রধান প্রধান কুলীনগণের কএকটী সমীকরণ লিখিত হইল:—

গুহোরুদ্রশ্চ শাক্রিশ্চ কার্য্যপীতাম্বরাখ্যকৌ।
তথা শূলপাণিমিত্রঃপঙ্ক্তে সমতাং গতাঃ॥ ২
বসুচাক্রিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকোভায়িকস্তথা।
তপনস্তিলমিত্রশ্চ পঙ্ক্তে সমতাং গতাঃ॥ ৪
ঈশ্বরো ঘোষকশ্চৈব ভগীরথস্তু ঘোষকঃ।
শ্রীধরো মাঘিঘোষশ্চ কন্দর্পচক্রপাণিকঃ॥
তথা রবিবীরমিত্রৌ সমাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১১
গুহ আশোবসু থাকিঃ ছয়কড়িশ্চ ঘোষকঃ।
গোবিন্দরঘুমিত্রকৌ পঙ্ক্তে সমতাং গতাঃ॥ ১৩
সারঙ্গদত্তকশ্চৈব রবিনাগ স্তথাপরঃ।
ধনদত্তস্তথা নাগৌ দিগাম্বরকভীমকৌ।
শ্রীরামনামথানকশ্চৈব সামন্ত দাস এবচ।
গৌরীনাথাখ্যদত্তশ্চ গোপীনাথাভিধানকঃ
এতে দশ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বেমাধালা কুশলাঃ॥ ২৩

সমীকরণ।

ত্রয়ের অনুরোধে পরমানন্দ ঘোষকে চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতে অর্দ্ধম দেন। (৬)

এই নৃপতিচতুষ্টয়ের মিলনই বঙ্গজ কায়স্থের শেষ মহাসম্মিলন। কি কালে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির ইহাতে মহা বিপদ ঘটাইয়াছিল। প্রথম ভুলুয়া রা দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য। যদিও ভুলুয়ারাজা মিথিলার ক্ষত্রিয়রাজ আদিশূরে বংশধর, তথাপি তিনি পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে বাস করিতেন। তথায় ভেদাভে কিছু ছিল না। আর্য্যগণ তথায় গমন করিলে পতিত হইতেন। এজন্য চন্দ্র দ্বীপের পূর্ব্বতম নৃপতিগণ ভুলুয়া রাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কায়স্থগণকে তথা যাইতে দিতেন না। যদিও ভুলুয়াপতি অর্থলোভী ঘটকদিগের দ্বারা নবশা ও পার্ব্বত্য জাতি প্রভৃতি হইতে শিক্ষিত শ্রেণীকে কায়স্থ বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন কিন্তু তাহারা সমাজের শীর্ষস্থান চন্দ্রদ্বীপেশ্বর কন্দর্পনারায়ণ দ্বার অচলা বলিয়া পরিত্যাক্ত হইয়াছিল (৭)। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক এই মনোক্ষোভে এত কাল সময় ক্ষেপণ করিতেছিলেন এখন সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দী নৃপচূড়াম কন্দর্প নারায়ণ ইন্দ্রের অর্দ্ধসিংহাসনের অধিকারী হইয়া সুরপুরে গমন করিয়া ছেন। রাজা রামচন্দ্র কিশোর বয়স্ক তাই বিক্রান্ত লক্ষ্মণ ও প্রতাপ চন্দ্রদ্বী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে চন্দ্রদ্বীপের পথ ঘাট দেখিয়া গিয়া প্রথমে লক্ষ্মণ মাণিক চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিলেন।

(৬)। নব্যভারত।

(৭)। ইহারা সংখ্যায় ৭২ ঘর হওয়ায় বাহাত্তুরে বলিয়াই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

হোড়শ্চ স্মরকশ্চৈব ধরণী বাণ এবচ।
আইচঃ পৈঃশূর শ্চৈবশাণশ্চভঞ্জবিন্দকৌ॥
গুইশ্চ বললোধশ্চশর্ম্মা বর্ম্মাচ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব গুড়াদিত্যৌ চ পিলকঃ॥
খিলশ্চগুপ্তচাক্রিশ্চ বন্দশ্চ শাক্রী সংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ সুমন্নুর্গণ্ডো রাণা রাহুত দাঁহকাঃ॥
দানাগণাপমানাখ্যাঃখাস ক্ষেমশ্চ তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌ চভূতার্ণবক ব্রহ্মকাঃ॥
ইন্দ্রশ্চ শক্তি সঙ্গৌ চ ক্ষামাশৌ বর্দ্ধনস্তথা।
ক্ষেমশ্চবদ্ধকশ্চৈব অঙ্কঃ কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥

রাজা রাম চন্দ্র যদিও বয়সে বালক ছিলেন তথাপি তিনি তাঁহার পিতার অযোগ্য পুত্র ছিলেন না। লক্ষ্মণ মাণিকের চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণের সংবাদ শুনিতে পাইয়াই রামচন্দ্র ক্ষিপ্রতার সহিত স্বীয় অস্ত্রাচার্য্য সিংহবংশোদ্ভব প্রধানতম সেনাপতি রামমোহন (৮) অগ্রবর্ত্তী করিয়া লক্ষ্মণের বাহিনী অভিমুখে নৌকা-পথে মেঘনানদী মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রতি পক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিককে বন্দী করিয়া রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন।

রাজা লক্ষ্মণমাণিকের চন্দ্রদ্বীপ রাজদরবারে প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়। কিন্তু রাজমাতা বীর লক্ষ্মণকে নিহত করিতে নিষেধ করত পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি করিলে তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইল। একদা রাজা রামচন্দ্র স্নানার্থ পিঞ্জরের নিকটে অন্যমনস্ক হইয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় লক্ষ্মণ রাজাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পিঞ্জর সংলগ্ন নারিকেল বৃক্ষ সবলে আঘাত করিয়া বৃক্ষ পাতিত করিলেন। দৈবাৎ রাজা বাঁচিয়া গেলেন। রাজা তখন মাতৃ আজ্ঞা লইয়া লক্ষ্মণের শিরচ্ছেদনের আদেশ দেওয়ায় তাহাকে নিহত করিয়া, ভুলুয়াতে তৎভ্রাতা রামানুজকে নিজ করদ

ধনুগুণোষশশ্চৈব মনোবিত্তিশ্চ দাড়িকঃ।
চাকিশ্চ শ্যাম পুক্রিশ্চগণ্ডকো নাদক স্তথা॥
পানশ্চ হোমকশ্চৈ চাশকশ্চ তথেবচ।
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্য চলাস্মৃতাঃ॥

হোড়, স্মর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শান, ভঞ্জ, বিন্দ, গুই, বল, লোধ; শরমা বরমা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাক্রী, বন্দ, পাক্রি, হেশ, সুমন্নু, গণ্ড, রাণা রাহুত, দাঁ, দানব, গণ, অপ, মান, খাস, ক্ষেম তোষক, বাক্রি, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষাম, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বদ্ধ, অঙ্ক, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশা, মান, রীতি, দাঁড়ি চাকি, শ্যাম, পুক্রি, গণ্ড, নাদ, মহান, হোম, চাশক ঢোল ও দূত। এই বাহাত্তুর-কায়স্থ আখ্যাত বংশ অচলা, ইহাদের শ্লোকে শব্দ ছন্দানুরোধে হ্রাস বৃদ্ধি আছে এজন্য যাহা পদবীতে লিখিত আছে তাহা বাঙ্গালায় লিখিত হইল।

(৮)। ইনি উজির পুরের চৌধুরী বংশের মূল। ইনি রাজ সরকার হইতে কালিকাপুর পরগণাবৃত্তি পাইয়া অস্ত্র শস্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন এজন্য ঐ স্থলে এখন লৌহ শিল্পির শিল্প কৌশল বঙ্গে প্রসিদ্ধ এই বংশ বঙ্গজ মহা পাত্রের মধ্যে। এক শ্রেষ্ঠ ঘর

নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (৯)। এই সময় নৌ সেনাপতি গোপাল-ব বংশীয় রামচন্দ্র মীরবহর বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায়ের সন্দ্বীপের প্রতিনি কার্ণ্যঘোষবংশীয় মন্দরায়কে, রাজা রামচন্দ্রের আদেশে তথা হইতে দূরীভূত করায় বিপুল জমিদারী বৃত্তি পাইয়া নথুল্লাবাদে বাস গ্রহণ করেন।

যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপের সর্ব্ববিষয় গরিষ্ঠ ও বরিষ্ঠত্ব দর্শনে বিমূঢ় হইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হস্তগত করিবার আশায় নানা চিন্তা করিতেছিলে কিন্তু সহসা অমিত বিক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য রাজা লক্ষ্মণ মাণিকের শোচনী পরিণাম দর্শন করিয়া ভীত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রা চন্দ্রকে আহ্বান না করিয়া কৌশলে চন্দ্রদ্বীপ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাপকর্ম্মের উপায়ের অভাব থাকে না তাই তাহার মনে পৈশাচিক ভাব উদয় হইল, স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্রের ক সম্প্রদান করিয়া, সেই সম্প্রদান সূত্রে জামাতাকে নিহত করিয়া চন্দ্রদ্বী অধিকৃত করিবে ইহাই স্থির করিল। কিন্তু তাহাতেও বিঘ্ন জন্মিল, রাজ রামচন্দ্র বিবাহের দিন স্থির হইলে যথাকালে যশোহরের রাজ কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন; রাজা প্রতাপাদিত্য এদিকে গোপনে, রাজা রামচন্দ্রে প্রত্যাগমন পথ যমুনা নদীতে কাষ্ঠের দ্বারা (পথ প্রায় এক মাইল স্থান রুদ্ধ করিয়া জামাতা সংহারের উপায় প্রস্তুত করিলেন। এদিকে রাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত খালিসধিপ ধর্ম্মপ্রাণ রাজা বসন্তরায় প্রতাপে দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া রাজা রামচন্দ্রের জনৈক বিদূষককে স্ত্রীবে সজ্জিত করিয়া রামচন্দ্রকে স্বীয় অমঙ্গল বিজ্ঞাপিত করেন। তখন রাজা কিংকর্ত্তব

(৯)। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাসলেখক ৺ব্রজসুন্দর মিত্রমজুমদার লিখিয়াছে রাজ মাতা প্রত্যন্ত বীরত্ব প্রিয়া ছিলেন, তাই লক্ষ্মণের পূর্ব্বের বীরত্বের কথা শুনিয়া তাহ প্রথম শিরচ্ছেদনের নিষেধ করিয়াছিলেন সংস্কৃত গ্রন্থে এই অভিযান সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

রামচন্দ্র সুতোস্তত: গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো শূরো ভীম সেন সমবলী॥
জিত্বা লক্ষ্মণ মানিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরম্।
স্বরাজ্যে হানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দুলং॥

মহাবংশাবলী।

বিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে থাকায় নববধূ তাহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাহাকে সমস্ত ব্যক্ত করেন। তখন বুদ্ধিমতী রাণী রাজাকে স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত করত সেনাপতি মোহন মল্লের নিকট পাঠাইয়া দেন। রামমোহন রাজ সমীপে সমুদয় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করত (রাজা বিবাহ করিতে) স্বীয় কামানাদি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সুবৃহৎ চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকায় আরোহন করিলেন. কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন গন্তব্য যমুনা নদীর জল রাশি কাষ্ঠ ও শিলা সমূহ দ্বারা অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তখন বীরবর রামমোহন ভীমবিক্রমে নৌকা গ্রহণ করিয়া সেই এক মাইল বিস্তৃত কাষ্ঠবদ্ধ পথের উপর দিয়া টানিয়া বাহির পূর্ব্বক কামান গর্জ্জন করিয়া স্বীয় রাজার বিজয় ঘোষণা করিলেন (১০)। প্রতাপাদিত্যের সকল আশা তখন শূন্যে বিলিন হইল। তখন সেই ক্রোধরাশিকে স্বীয় সংসারে প্রবেশ করাইয়া এক বিশাল রাজসংসার ধ্বংশ করিয়া ফেলিলু, সে কলঙ্ক লিখিয়া আর জাতীয় গৌরব নাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

(১০)। যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতিং মহাসতী মুপায়েমে নৃপোত্তমঃ॥
ততো বিবাহ যামিনাং ক্রুরোযশহরেশ্বরঃ।
সমাজস্যাধি পত্যর্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ॥
মন্ত্রণাপাত্রভিঃ সার্দ্ধং কৃতোহসৌভীম বিক্রম.।
কুচক্রং কল্পয়ামাস স্বজামাতুর্ব্বধং প্রতি॥
এতৎসর্ব্বং রামচন্দ্রঃশ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোহভবৎ॥
সিংহ কুলোদ্ভবো মল্লরামনারায়ণ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবল সমন্বিতঃ॥
শ্রুত্বা সকল সম্বাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুষষ্টী দণ্ডযুক্তো নৌয়ানিত মহামতিঃ॥
নালীকৈ সজ্জিতঃ স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতিঃ।
তস্যান্মারোহণং কৃত্বা প্রহাস্য নালীকায়ুধং॥
তূর্ণং গমন বার্ত্তাঞ্চ নালীকধ্বংনিভি দদৌ।
কম্পয়িত্বা শ্বশুরপুরী স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ॥

মহাবংশাবলী।

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক এবং রাজা প্রতাপাদিত্য উভয়েই চন্দ্রদ্বীপের বিরুদ্ধা চরণ করিয়া বিধ্বস্ত ও বিমুখ হইলেন। রাজা মুকুন্দরাম সখ্যতার বলে মোগ দিগকে অধিকতর ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিলেন এবং উভয়ে সমাজের অশে কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র স্বরাজ্যে প্রত্যাগম করিয়া পুনরায় বিবাহ করেন। বিন্দুমতীকে আর গ্রহণ করেন নাই (১১)।

রাজা রামচন্দ্র এতই প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার পরাক্রান্ত পু জগদেকরায় অর্থাৎ নৌযুদ্ধ বিশারদ কীর্ত্তি নারায়ণকে ঢাকার নবাব কৌশ ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ভয়ে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।—

কীর্ত্তি নারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরসোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃসহ।
অদ্ভুত সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বান্ তাড়যৎ॥
জাহাঙ্গির পুরাধিশো নবাব যবন স্ততঃ॥
স্থাপয়ামাস, মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥
স নবাবশত্রুপুরিং যুদ্ধার্থং প্রযযৌতদা।
ভ্রান্ত্বা যবন ভোজ্যাদীন্ জাতি ভ্রষ্টোভবৎকিল॥

মহাবংশাবলী।

যবন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিনারায়ণের জাতিপাত হওয়ায় তিনি মহাযোগে দেহত্যাগ করি লেন। তিনি পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তৎকনিষ্ঠ বাসুদেবনারায়ণ, তৎপ তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি ব্রাহ্মণ কায়স্থে একযাই সমীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থদিগে সমুদয় বংশের সহিত সদভাব রাখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পিতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা, উলাইলের পাইমিত্রের কুলে খা মিত্রের বংশ সম্ভূত গৌরীনারায়ণ মিত্র মজুমদারের পুত্র উদয়নারায়ণ ও রা নারায়ণ ১০৩৬ বঙ্গাব্দে চন্দ্রদ্বীপের রাজ্য প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণ মা পাশার রাজসিংহাসন এবং কায়স্থ সমাজ পতিত্ব; কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপে

(১১)। এ সম্বন্ধে গুহ বংশাবলীতে বলা হইয়াছে।

রাজমীতাতালুক মহাল ছিস্তাজাত, মহাল উজুহাত, প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপপুরে বাস গ্রহণ করেন। এবং ইনিও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

উদয়নারায়ণমিত্র চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিলেন। ইনি রাজা হইলে তৎকালিক নবাব সায়েস্তা খাঁর শ্যালক ঐ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ব্রজবল্লভমজুমদার (১২) উদয়কে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করত নিজে চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা উদয়ের কিছুদিন যবন কারাগারে অবস্থানের পর বিচারে ঠিক হইল তিনি যদি ইশলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রদান করা যাইবে। নতুবা নরভূক ব্যাঘ্র দ্বারা তাঁহার জীবন নষ্ট করা হইবে। ক্ষত্রিয় বলদৃপ্ত বন্দি রাজা উদয় মৃত্যুই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া যবন ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অচির কালমধ্যে নবধৃত এক মহাশার্দ্দুলের সম্মুখে উদয়কে প্রদান করা হইল। উদয় ব্যাঘ্র সম্মুখে নীতমাত্র দুর্দ্দান্ত শার্দ্দুল তৎপ্রতি লক্ষ করিয়া দূরে সরিয়া গিয়া শিকার মানসে লম্ফ করিয়া আপতিত হইল। বিক্রান্ত উদয় এক মুষ্টাঘাতে সেই ব্যাঘ্রকে সর্ব্ব সমক্ষে নিপাতিত করিলেন। অস্থির চিত্ত নবাব ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করতঃ প্রচুর উপঢৌকন দ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রদান করিয়া ব্রজবল্লভকে অপসারিত করতঃ তৎসিংহাসন প্রদান করেন। ইহার মৃত্যুর পর কুমার শিবনারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময়ে মগদস্যু চাঁদদাস রায়বাঘানের মুকুট রায় (১৩) ত্রিপুরা হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রোপকূলে উৎপাত আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। ইহার মৃত্যুর পর যথাক্রমে কুমার লক্ষ্মীনারায়ণ, কুমার বরনারায়ণ, কুমার মদননারায়ণ রাজা হন। ইহারা সকলেই অল্পদিন রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে গমন করিয়াছেন। তৎপর সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার জয়নারায়ণের

(১২) ইহার বাসস্থান চামার গ্রামে ছিল। ইনি 'থ্যাদি মজুমদার' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

(১৩) মুকুট রায় ত্রিপুরারাজের সেনাপতি ছিলেন এবং বৈদিক, গ্রহবিপ্র, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র চারি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যারই পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালি নির্জ্জানগরের জমিদার সাগাজীর প্রতি চাঁদ অত্যাচার করিলে ইনি স্বীয় বন্ধু চাঁদকেনিহত করেন। কিন্তু গাজী মুকুটের কন্যাকে যোর করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। ইহাতে মুকুটরায় গাজীকে নিহত করিয়া তৎ জমিদারী গ্রহণ করতঃ কোটচাঁদপুরে বাস গ্রহণ করে। শ্রীযুত মধুসূদন সরকার বলেন ইনিই ঢোল সমুদ্র নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। তাহার জমির পরিমাণ ৫২, বিঘা হইবে।

অভিভাবিকস্বরূপে মহারাণী দুর্গাবতী (১৪) চন্দ্রদ্বীপের অধিশ্বরী হন। এ
সময়ে বাঙ্গলার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১১৭৯ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ মা
চন্দ্রদ্বীপ নবাব সরকারে বন্দোবস্ত করিয়া আইসেন। অতঃপর জয় নারায়
রাজা হন। ইনি দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। ইনি একদিন তাঁহার সভা
জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পণ্ডিতবর আমার আয়ু গণনা করিয়া দেখু
আমি এই মর জগতে আর কত কাল কষ্ট পাইব। জ্যোতিষী তদনুসারে গণি
দেখিলেন যে রাজার আগামী কল্যই যবন হস্তে মৃত্যু। ইহা দেখিয়া তিনি নীর
রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন,—আমার মৃত্যু নিকটে হইলে আপনা
বলিতে ভয় কি, বলুন। জ্যোতিষী তখন বলিলেন যে একদিন মাত্র আ
আয়ু দৃষ্ট হয়। তখন রাজা কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া গুরু পুরোহিত
দরিদ্রদিগকে প্রচুর দান করিয়া পরদিন সমুদ্রকূলে উপাসনার জন্য গম
করিতেছেন, এমন সময় যবনগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে একটু ভণ্ড যুদ্ধ হই
এবং সেই যুদ্ধেই শত্রু কৃপাণে দেহ ত্যাগ করিলেন। তৎপর কুমার নৃসিং
নারায়ণ রাজা হন। ইনি অত্যন্ত রূপবান্ ছিলেন। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবে
প্রধান মন্ত্রী বশিষ্ট গুহবংশীয় প্রভুরাম রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া তাঁহাকে
কৌলিন্য প্রদান করেন।(১৫) ইনি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। সেইজন্য কতিপ
বিশ্বাস ঘাতক প্রধান ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী জমিদারী নষ্ট করিয়া দেন। তৎকালে
পরগণা সুলতান প্রতাপ, কোটালীপাড়া, ইদিলপুর সুলতানাবাদ, বুজরুক
উমেদপুর খারিজ হইয়া যায়। ইহা যাইয়াও যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও এক
বৃহত্তর জমিদারী। ইহাঁর পুত্রাদি না হওয়ায় যথাক্রমে নরেন্দ্র নারায়ণ, বীরেন্দ্র
নারায়ণ ও দেবেন্দ্র নারায়ণ-তিনটী দত্তক গ্রহণ করেন। এই সময় মাণিক মুি
নামক জনৈক তিলির সহিত কুচক্রে মোকদ্দমায় রাজ্য হীন হইয়া পড়েন। এখন
আর ইহাদের রাজত্ব নাই। সমাজ পতিত্ব মাত্র আছে। এই বংশে এখন রাজ
যোগেন্দ্র নারায়ণ বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারই পিতা বাটাজোড়ের দত্ত বংশকে
মধ্যলত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ছোট হিস্যার রাজা রাজ নারায়ণের বংশে রাজা

(১৪) বরিশালের সুবৃহৎ দুর্গা সাগর ইহার কীর্ত্তি।

(১৫) এই গুহবংশ লক্ষ্মীকুল সমাজের সমাজপতি রাজা সূর্য্যকুমার রায় বর্ত্তমান আছেন।
এই কৌলীন্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ বচন শুনিতে পাওয়া যায়।—"বশিষ্ঠ বিশিষ্ঠ হ
প্রভুরাম রায় হতে।"

উপেন্দ্রনারায়ণ ও ভুপেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান। উপেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমানকালে একজন সুবিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দেশের নেতৃ মণ্ডলী মধ্যে একতম। বেদসংহিতা প্রকাশক শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার বলেন যে এখন এই রাজবংশে পুত্র জন্মিলে সূতিকা গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সময় ক্ষত্রিয়োচিত তীরধনুক কুমারের হস্তে প্রদান করা হয়।(১৬)

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী।

গৃহস্থের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্য।

প্রাচীন কালে ভারতের বিদ্যা, ভারতের বীর্য্য, ভারতের সমৃদ্ধি পৃথিবী-খ্যাত ছিল। সে কালের সুখ্যাতির কথা সর্ব্বজনবিদিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাস, বাল্মীকির ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাকবি ও মহাজ্ঞানী ভারত ভিন্ন কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের চতুর্ব্বেদ, ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের ব্যাকরণাদি শাস্ত্র এখনও সমস্ত জগতের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আর অধুনা আমাদের দুর্দ্দশা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতীত সুখের

(১৬) যে বঙ্গীয় রাজার দ্বারা 'কায়স্থ' শব্দ প্রচার হওয়ায় সেই বঙ্গীয় রাজন্যগণ উত্তরকালে কিরূপ কায়স্থদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন তাহা এ স্থলেই শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কায়স্থ-সূত্রে রাঢ় দেশীয়দিগের অবজ্ঞাসূচক 'বাঙ্গাল' দেশকেই (পূর্ব্ববঙ্গকেই) ঠিক রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। বিশেষতঃ ঋক্‌বেদের ১ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১১ মন্ত্রোদ্ধৃত বঙ্গজ নৃপতি য শতপুর নামকস্থানে বাস করিতেন, ঐ শতপুর স্থান পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া যায়, রামায়ণ মহাভারত ত্যাদিতে যে "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ" কিম্বা ঐতরেয় আরণ্যকের ২।১।১ মন্ত্রে "বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা" একত্রে দৃষ্ট হয় তাহা দুই বৃহৎদেশেরই উল্লেখ, নতুবা ইহার মধ্যে কোশিকিকচ্ছ, পুণ্ড্রক প্রভৃতি অনেক রাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে ঐ দুইদেশ কোন কারণ বশতঃ প্রাধান্য লাভ করায় অঙ্গবঙ্গ পুনঃপুনঃ এক সঙ্গে উল্লেখ হইয়াছে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আইন-ই-আকবরী লেখকও ভাটদেশের পশ্চিম উত্তরে বাঙ্গাল দেশের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলেও তাই করা হইল।

কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান দুর্দ্দশার তুলনা করিবার সাহস আমাদের নাই,—এবং সে তুলনায় লাভ কি? তবে সেই প্রাচীন সময়ে আর্য্যগণ কিরূপভাবে জীবন-যাপন করিতেন, তাঁহারা কিরূপ সামাজিক রীতি নীতি প্রতিপালন করিতেন,—কিরূপে তাঁহারা সেই উন্নত অবস্থা রক্ষা করিতেন,—তাহার সম্বন্ধে আলোচনায় ফল আছে। সেই আলোচনার ফলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজনীতির দোষ সকল প্রকট হইয়া পড়িতে পারে এবং দোষ বুঝিতে পারিলে তাহার নিরাকরণ সহজসাধ্য হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, যে সেই লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি আলোচনা করা এক্ষণে নিষ্ফল, কারণ সে কালের রীতি নীতি একালের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা সেই প্রাচীন রীতি নীতি সমাজে অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না। প্রাচীন রীতি নীতি আলোচনা করিয়া তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা এবং যাহা মন্দ তাহা পরিহার করা সামাজিকগণের কর্ত্তব্য। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্রাচীন সমাজ এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মাননীয় সামাজিকগণ ইহার দোষগুণ বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে আশ্রমধর্ম্মের একান্ত আধিপত্য ছিল। শতবর্ষ মনুষ্য পরমায়ু সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে চারি আশ্রমের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক দ্বিজ সন্তান নিজ জীবনের প্রথমাংশ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, দ্বিতীয়াংশ গৃহস্থাশ্রমে, তৃতীয়াংশ বানপ্রস্থে এবং চতুর্থাংশ সন্ন্যাসাশ্রমে ক্ষেপন করিতেন। আমরা প্রধানতঃ এই আশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে অতীতকালের সমাজ ও ধর্ম্ম নীতির আলোচনা করিব।

জীবনের প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য। "ব্রহ্মণে বেদাদি বিদ্যায়ৈচর্য্যতে ইতি ব্রহ্মচর্য্যম্"; বেদ বিদ্যার নাম ব্রহ্ম, সেই বেদাভ্যাস নিমিত্ত যে ব্রতাচরণ তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। দ্বিজ বালকের উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মে। শ্রীশ্রীমনু মহারাজ বলিয়াছেন;—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ ৩৬॥
ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥ ৩৭॥

আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্বিশঃ॥ ৩৮॥
মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ বালকের গর্ভাষ্টমে, ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্য বালকদের গর্ভদ্বাদশে উপনয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষে, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠবর্ষে এবং বৈশ্যের অষ্টমবর্ষে উপনয়নই উত্তম কল্প। আর ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না দিলে উহারা ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত মনু বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণ বালকের পঞ্চমবর্ষে, ক্ষত্রিয় কুমারের ষষ্ঠ বর্ষে এবং বৈশ্য সন্তানের অষ্টম বর্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশের মুখ্য কাল।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বিস্তৃত বিধি-নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। মনুসংহিতা যাবতীয় স্মৃতিগ্রন্থের শীর্ষস্থানীয়,—সেই জন্য আমরা মনুসংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে অতিশয় সংক্ষেপে কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিধি নিষেধের উল্লেখ করিতেছি:—

"উপনীয় গুরুঃশিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ॥ ৬৯॥

গুরু শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিয়া প্রথমেই শৌচ, আচার, হোম, সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন। তাহার পর শিষ্যকে গায়ত্রী জপ, বেদাভ্যাস, বেদাঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদাদি শিক্ষা দিবার পর বেদের রহস্যভাগ শিক্ষা দিবেন। ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ, মন্ত্র সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ-সমেত অধ্যয়ণ করার নাম বেদাধ্যয়ণ। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং জ্যোতিষ (১) এই ছয় শাস্ত্রের নাম বেদাঙ্গ এবং সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা এই ছয় শাস্ত্রের নাম উপাঙ্গ। যুদ্ধশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রকে যথাক্রমে ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, আয়ুর্ব্বেদ এবং অর্থবেদ বলে। ইহাদিগেরই নামান্তর উপবেদ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বিশ্বে যত প্রকার বিদ্যা থাকিতে পারে বা আছে, তৎসমুদায়ই এই

(১) শিক্ষা=বেদের উচ্চারণের নিয়ম। কল্প=কল্পসূত্র। নিরুক্ত=বৈদিক অভিধান। ব্যাকরণ=Grammar, ছন্দঃ=Prosody, জ্যোতিষ=Astronomy, astrology নহে।

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ বিদ্যার অন্তর্গত। জড়বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগ এই সকল বিদ্যার নাম জানিতেন না, প্রত্যুত আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগ ইহাদের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহারা মনে করেন যে আর্য্যঋষিগণ কেবল মা আত্মতত্ত্বের অনুধ্যানে রত এবং উন্মত্ত ছিলেন এবং তদ্ধেতু তাঁহারা জ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে পারেন নাই। এবম্বিধ ধারণা যে ভ্রমাত্মক এব বিদেশীয় গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রসূত, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। উল্লিখি শাস্ত্রসমূহ যে কেবলমাত্র লৌকিকজ্ঞানের আকর এবং উহা দ্বারা সাক্ষাৎভা আত্মতত্ত্ব লাভ যে অসম্ভব, তাহা ত' তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিখিল বেদ বিদ্যাকে "অপরা-বিদ্যা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মবিদ্যাকে তাঁহারা "পরা-বিদ্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "অ পরা ময়া তদক্ষরমধিগম্যতে" (২) যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষ বা পরমাত্মা জ্ঞান লাভ হয় তাহার নাম পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার সহায়তায় আত্মজ্ঞা লাভ হয় না। বেদের রহস্যভাগ অথবা উপনিষদ্ শাস্ত্রে এই পরাবিদ্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে! অপরাবিদ্যার সহায়তায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এব জীবাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতি নিজেই জড়,—প্রকৃতির জ্ঞা লাভ না করিতে পারিলে কখনই পুরুষের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান লাভে অধিকা জন্মে না। বেদে যে অখিল বিদ্যার বীজ নিহিত রহিয়াছে এবং বৈদিব ঋষিগণ যে জড় প্রকৃতির তাবৎ রহস্য অবগত ছিলেন, তাহা মহর্ষি শ্রীশ্রীদয়ানন্দ স্বরস্বতী স্বামি জী নিজ অতুলনীয় বেদভাষ্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক মহিমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

বিদ্যার্থী বালক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করতঃ নিখিল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অধ্যেয় শাস্ত্রসমূহের সংখ্যা দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অসীম ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্য না করিলে এই বিদ্যাবারিধি উত্তীর্ণ হওয়া যায় না! শ্রীমন্ মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

(২) [illegible]

"ষটত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ ১ ॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবশেৎ ॥ ২ ॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিজ বালকের পক্ষে ষটত্রিংশ, অষ্টাদশ, নবম বৎসর পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত না হয়, ততকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইবে। সমস্ত বেদ, অভাবপক্ষে দুই বেদ, অন্ততঃপক্ষে একটী বেদ অধ্যয়ন শেষ করতঃ ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। মহর্ষি মনুর মতে তত বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা করিলে তবে সাধারণ মেধাবী বালকের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অষ্টম বৎসর বয়সে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিলে চতুর্চত্বারিংশৎ বর্ষে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ইহাই উত্তম কল্প। ছান্দোগ্য উপনিষদে আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করার উপদেশ আছে। প্রাচীনকালে যে দ্বিজ বেদ পাঠ করিতেন না তিনি নিতান্ত অপদস্থ হইতেন। ঋষিদের মতে অবেদজ্ঞ দ্বিজ (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ) শূদ্রবৎ নিন্দনীয়। মনু বলেন,—

"ন হায়নৈর্ন পালিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥ ১৫৪ ॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি ॥ ১৫৭ ॥
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ ॥ ১৫৮ ॥
বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে ॥ ১৬৬ ॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বয়স, জরা, সম্পত্তি কিম্বা লোকবল প্রভৃতি লোকের দ্বারা মহত্ত্ব সূচিত হয় না। ঋষিগণের মতে বেদজ্ঞতাই মহত্ত্বের চিহ্ন। কাষ্ঠময় হস্তী যেমন

প্রকৃত হস্তী নহে, চর্ম্মময় মৃগ যেমন মৃগ নহে, তদ্রূপ বেদহীন ব্রাহ্মণও ব্র
ব্রাহ্মণ নহে, উহারা যথাক্রমে নামমাত্র হস্তী, নামমাত্র মৃগ এবং নামম
ব্রাহ্মণ। নপুংসকের পক্ষে স্ত্রী সম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, গাভীর সহিত গাভ
সংসর্গ যেরূপ নিষ্ফল, অজ্ঞ ব্যক্তিকে দান যেরূপ নিষ্ফল অবেদজ্ঞ ব্রাহ্ম
তদ্রূপ নিষ্ফল। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদাই বেদাভ্যাস করিবেন, কারণ বেদাভ্যা
বিপ্রের পক্ষে পরম তপস্যা। যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বি
পরিশ্রম করে, সে ইহ জীবনেই পুত্র পৌত্রাদি সমেত শূদ্রত্ব লাভ করে।

বেদাধ্যয়নের এইরূপ প্রশংসা সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ
সুদুর্লভ বেদ বিদ্যা গ্রহণের জন্যই দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়
ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সম্বন্ধে পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে বিস্তর উপাখ্যা
আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল উপাখ্যান বলিবার স্থানাভাব। অগত
ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত কতিপয় নিয়ম অতি সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। মহর্ষি ম
বলেন,—

"অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যামধঃ শয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥ ১০৮॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিজ বালকের উপনয়ন হওয়ার পরে যতদিন পর্য্যন্ত তাহার পাঠ শে
ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশাধিকার না হয়, ততদিন প্রত্যহ হোম, সমিৎ-সংগ্র
ভিক্ষা, অধঃশয্যায় শয়ন এবং গুরুসেবা করিতে হইবে। আরঃ—

"নিত্যং স্নাত্বাশুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি পিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চনঞ্চৈব সমিদ্ধানমেবচ॥ ১৭৬॥
বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥ ১৭৭॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥ ১৭৮॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্যচ॥ ১৭৯॥
একঃশয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধিস্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ ১৮০॥

স্বপ্নেসিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ॥ ১৮১॥
উদকুম্ভং সুমনসোগোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যঞ্চাহরহশ্চরেৎ॥ ১৮২॥
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচর্য্যাহিরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্॥ ১৮৩॥
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতি কুলবন্ধুষু।
অলাভেত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জয়েৎ॥১৮৪॥
সর্বংবাপি চরেদ্গ্রামং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচমভিশস্তাংস্ত বর্জয়েৎ॥১৮৫॥
দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াত্তাভিরগ্নিনতন্দ্রিতঃ॥১৮৬॥
অকৃত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য স পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ॥১৮৭॥
ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা॥১৮৮॥" (৩)

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করতঃ নিত্য স্নান দ্বারা শুচি হইয়া দেব, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ এবং অগ্নিতে সমিধ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক হোম করিবে। মদ্য, মাংস. গন্ধদ্রব্য, মাল্য, সুমিষ্ট দ্রব্য, (মিষ্টদ্রব্য উৎসেবিত হইয়া অম্লরসযুক্ত হইলে শুক্ত বলে) সমুদয় শুক্ত, প্রাণিহিংসা, তৈলমর্দ্দন, চক্ষুতে অঞ্জনপ্রলেপ, পাদুকা, ছত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, দেশের সাধারণ লোকচর্চ্চা, পরনিন্দা, মিথ্যা, স্ত্রীলোককে কামভাবে দর্শন এবং স্পর্শন, পরাপকার, পরিত্যাগ করিবে। একাকী অধঃশয্যায় শয়ন করিবে,

---

৩। এরূপ কঠোর ব্রত ব্রাহ্মণের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। যথা মনু,—

"ব্রাহ্মণস্যৈব কর্মৈত দুপদিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্য বৈশ্যয়োস্ত্বেবং নৈত্যকর্ম বিধীয়তে॥ ২।১৯০।

তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ব্রত করিলে উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইবেন সন্দেহ নাই।

কদাচ শুক্রস্খলন হইতে দিবে না। ইচ্ছা করিয়া শুক্রস্খলন করিলে ব্র
ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যদি স্বপ্নযোগে রেতঃস্খলন হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ন
করতঃ পরমাত্মারূপী সূর্য্য পূজা করিয়া "পুনর্মামেত্বিন্দ্রিয়ত্ব" এই ঋক্ প
করিবে। স্বয়ং আবশ্যক মত প্রতিদিন কলসী করিয়া জল, ফুল, গোম
মৃত্তিকা, কুশ আহরণ করিবে এবং নিত্য ভিক্ষা করিবে। বেদজ্ঞ, যাজ্ঞি
এবং নিত্যকর্ম্মপরায়ণ এরূপ সুগৃহীর গৃহ হইতে প্রত্যহ নিয়ম মত ভিক্ষ
হরণ করিবে। গুরু, গুরুর জ্ঞাতিবন্ধুও নিজ জ্ঞাতি বন্ধুগণের গৃহে ভি
করিবে না; যদি অনুরূপ গৃহ না পাওয়া যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহ ত্যাগ করিবে
অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক গৃহ না মিলিলে নিজ জ্ঞাতি বন্ধুদিগের গৃহে এবং তদভা
গুরুর বন্ধুদিগের গৃহে ভিক্ষা করিতে পারে। যদি সহজে সুগৃহীর গৃহ না মি
তাহা হইলে সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করিবে কিন্তু ভিক্ষা প্রার্থনার সময় অধি
বাক্যব্যয় করিবে না,—এবং পাতকী দিবার গৃহে ভিক্ষা করিবে না। দূরস্থা
হইতে সমিধ্ সংগ্রহ করিয়া শূন্যে (উচ্চস্থানে) তুলিয়া রাখিয়া দিবে এব
নিরলস হইয়া সায়ং প্রাতঃ হোম করিবে। পীড়িত না হইলে ভিক্ষা এব
সমিধ্ সংগ্রহ পরিত্যাগ করিবে না; সুস্থ শরীরে ক্রমাগত সাতাদন ভিক্ষাচর
এবং হোম না করিলে অবকীর্ণি ব্রত (ব্রহ্মচারী পতিত হইলে অবকীর্ণ
বলে,—একাদশ অধ্যায়ে ইহার প্রায়শ্চিত্ত লিখিত হইয়াছে।) করিতে
হইবে। প্রত্যহ একই ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা লইবে না, পরিভ্রমণ করতঃ বহু
ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ ভিক্ষা দ্বারাই ব্রহ্মচারীকে
জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এইরূপ ভিক্ষান্ন ভোজন উপবাসের সমান
পুণ্যপ্রদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

DOUBLE COLOUR

প্রাপ্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সমালোচনা।

অলৌকিক রহস্য। মাসিক পত্র। ৪৭।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ। মাঘ সংখ্যা পাইয়াছি। অনেকগুলি সত্য ঘটনা বিশিষ্ট অলৌকিক সংবাদ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের গলি, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। নিয়মমত আমরা পাইতেছি ও কায়স্থ সংবাদও প্রকাশিত হইতেছে।

আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা। মাসিক কায়স্থ পত্রিকা। ফরিদপুরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ দেব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹ আনা। ফাল্গুন সংখ্যা পাইয়াছি। কায়স্থ মাত্রেরই ঐরূপ জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক সাধারণ পত্রের গ্রাহক হওয়া উচিত। এ সংখ্যাতেও অনেকগুলি কৌতূহলপ্রদ ও আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

কায়স্থ, প্রদীপ ১ম ভাগ। বাগেরহাট খুলনা কায়স্থ সম্মিলনী সভা হইতে দেব শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মন্মথ বাবু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একজন উদ্যোগী নিস্বার্থ প্রচারক। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তকখানিতে অনেক বিষয় জানা যাইবে। এই সারবান পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। মন্মথ বাবু যেরূপ নিঃস্বার্থ স্বজাতি প্রেমিক তাহাতে কায়স্থ মাত্রেরই নিকট এরূপ পুস্তকের আদর হইবে আশা করা যায়।

গৃহস্থ। মাসিক পত্র। ২৪ নং মিডিল্ রোড্, ইটালী হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য একটাকা। চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর চিত্রটী চিত্তাকর্ষক।

জন্মভূমি। মাসিক পত্রিকা। ৯৩ নং মাণিক বসুর ঘাট্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। কায়স্থ কুল-উজ্জ্বলকারী স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। "মায়া" গল্পটী বড়ই মনোহর। "শিশুদিগের রোগ নিবারণের উপায়" সকলেরই জানা আবশ্যক।

শ্রীবৈষ্ণব সেবিকা। মাসিক পত্রিকা। ১২ নং সেণ্ট্ জেমস্ লেন্ হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ৸৶৹ আনা মাত্র। এত অল্প মূল্যে এরূপ সামাজিক মাসিক পত্রিকা বিরল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট ইহা মূল্যবান্ সামগ্রী।

প্রচারক আচার্য্য দেব শ্রীযুক্ত রামাপদ পাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের প্রচার-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১লা চৈত্র, ১৩১৬। ঢাকায় প্রচার করেন। তথাকার গবর্ণমেণ্টের উকীল রায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর সপুত্র ও বান্ধবাদি সহ আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। সাহিত্য-রথী রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্থানীয় অনেকগুলি শিক্ষিত কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ মহোদয়গণও উপনয়ন সংস্কার শীঘ্রই গ্রহণ করিবেন। আমাদের সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট মহোদয় ঢাকায় ঐ সকল মহোদয়গণের উপনয়নের নির্দ্ধারিত শুভদিনের সংবাদ তারযোগে পাইলেই বা তাঁহাদের পত্র পাইলেই পুত্রপৌত্রাদি সহ ঐ শুভদিনেই উপনয়ন গ্রহণ করে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৭ই চৈত্র, ১৩১৬। দিনাজপুর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তরকদার (প্রধান মোক্তার) ও ঢাকার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার (এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন) মহোদয়গণ পুত্রাদিসহ উপনয়ন গ্রহণ করেন ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সহিত ৮ই চৈত্র রায় সাহেব মহাশয়ের বাটীতে সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করেন।

শোক প্রকাশ।

—:*:—

গত ৭ই মে, ১৯১০ (২৪এ বৈশাখ, ১৩১৭) শনিবার আমাদের প্রজাবৎসল, মহা-প্রতাপশালী, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড্ ৬৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া পরমধামে গমন করিয়াছেন। চারিদিকে শোকের বেগ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বিশাল সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবাসী রাজভক্ত প্রজাগণের মর্ম্মান্তিক বেদনারাশি তোমার ত্রিদিবের সিংহাসনে কিম্বা এই অখিল জগতের কোন এক স্বর্গসম উচ্চ স্থানে যাইয়া তোমার অমর আত্মার নিকট পৌছিতেছে কিনা জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডের হিরণ্ময় রাজসিংহাসনে তোমার আত্মজের সমীপে তাহা পৌছিতেছে। তোমার বিয়োগ ব্যথায় বিশাল ভারতের রাজভক্ত সমগ্র প্রজা-মণ্ডলীর মধ্যে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির মর্ম্মস্থলে যে কি এক গভীর যন্ত্রনা অনুভূত হইতেছে তাঁহা প্রকাশ করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির একীভূত সভা 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের শোকের দীর্ঘনিশ্বাস সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, বি এল, মহাশয় তারযোগে তোমার আত্মজ, বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সকল জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির এরূপ গভীরতর শোকের একমাত্র কারণ এই যে স্বর্গগত সম্রাট এই জাতিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও সকল বিষয়ে আদর করিয়া এই জাতিকে উচ্চ উচ্চ অধিকার প্রদান করিতেন। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ, সর্ব্বপ্রথম কমিশনারের পদ ও ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ সদস্য পদ এই জাতির মধ্যে ও 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার' সভ্যগণের মধ্যেই প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি এতদূর স্নেহ করিতেন, তাঁহার বিয়োগে এ জাতি কাঁদিবে না ত কে

আর কাঁদিবে? সকলসময়ে এরূপ রাজার প্রিয়চিকীর্ষু সরলান্তকরণ
প্রজা আর ভারতে দ্বিতীয় ছিল না ও নাই। সেইজন্যই রাজনীতি-বিশা
রাজাগণ চিরদিনই ক্ষত্রিয় কায়স্থগণকেই রাজ্যশাসন ও রাজ্যপালন কা
নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট প্রার্থনা—রাজরাজেশ্বরী দয়াম
পিতামহী ও রাজর্ষভ পিতার ন্যায়—এ জাতিকে সেইরূপ করুণা
স্নেহবারি সিঞ্চনে সঞ্জীবিত রাখিবেন। রাজা কৌমার কালে যখন ভার
পদার্পণ করেন, তখন 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' হইতে আমরা যে আনন্দে
অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি যেরূপ রাজোচিত উত্ত
প্রদানে আশান্বিত রাখিয়াছেন, আশা আছে চিরদিন তাঁহার অনুগ্রহ লা
করিয়া এ জাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

এক্ষণে পরম পুরুষোত্তম ত্রিলোকেশ্বর শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাকে
প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহার অমর আত্মা তাঁহাতেই প্রবেশ লাভ করুক,—
রাজপরিবারবর্গের ও রাজভক্ত প্রজাগণের শোকসন্তপ্ত হৃদয় প্রশমিত হউক
শ্রীভগবানের শ্রীমুখের কথায় বলিতে হয়:—

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

এবং স্বর্গগত সম্রাটের অমর আত্মার অমরত্ব স্মরণ করিয়া কবির কথা
আমরা এই শোকে এই শান্তি পাই:—

"চৈতন্যে মিশিল চিত্ত, স্নেহ হ্রদে স্নেহ নদী,
কিরণে কিরণ;
সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্য ধারা হাসির তরঙ্গে হাসি,
জীবনে জীবন।"

L. N. Press,—43 Grey Street, Calcutta.

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

—:০:—

৩রা মাঘ, ১৩১৬।

(তেন্তুলা, জেলা বরিশাল)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস, সাং তেন্তুলা, জেলা বরিশাল। (বঙ্গজ)
,, বসন্তকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
,, ললিতকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ

২রা ফাল্গুন, ১৩১৬।

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট কেন্দ্র)

১। শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার, সাং দাঁইহাট, পাইকপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান।
২। ,, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
৩। ,, বটকৃষ্ণ মিত্র, ঐ
৪। ,, ব্যোমকেশ মিত্র, ঐ

১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

(ফরিদপুর জেলাস্থ পোঁড়াব্যুহ, শ্রীঅমলচন্দ্র বসুমহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমলকৃষ্ণ বসু, সাং পোড়াব্যুহ, জেলা ফরিদপুর।
২। ,, কালীকুমার পাল, ঐ
৩। ,, বসন্তকুমার দত্ত, ঐ
৪। ,, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ

২৩শে ফাল্গুন, ১৩১৬।

(শোভাবাজার রাজবাটীর কেন্দ্র)

১। কুমার শ্রীঅনীলকৃষ্ণ দেব, বিএ, সাং শোভাবাজার, রাজবাটী।
২। ,, গুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ঐ

৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীমনীন্দ্রকুমার বসু, সাং নিত্যানন্দকাটী, জেলা যশোহর। (দক্ষিণরাঢ়ী)
২। " যতীন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ
৩। " সত্যেন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ
৪। " সুকুমার বসু, ঐ ঐ
৫। " সুরেন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ
৬। " হেমেন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট কেন্দ্র)

১। শ্রীকেদারনাথ মিত্র, সাং দাঁইহাট, পাইকপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান।
২। ,, শরৎচন্দ্র মিত্র, ঐ
৩। ,, দ্বিজপদ সিংহ, সাং দাঁইহাট, জেলা বর্দ্ধমান।
৪। ,, মনীন্দ্রমোহন দত্ত, ঐ
৫। ,, রাধাগোবিন্দ দত্ত, ঐ
৬। ,, হরেরাম দত্ত, ঐ
৭। ,, শিবচন্দ্র দেব, ঐ

(কাঞ্চনতলা, জেলা মুর্শিদাবাদ)

শ্রীশরৎভূষণ বসু, সাং কাঞ্চনতলা, জেলা মুর্শিদাবাদ। (বঙ্গজ)

১২ই চৈত্র, ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন সমিতির অষ্টম কেন্দ্র)

১। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, সাং আলগী, জেলা ফরিদপুর।
২। ,, প্রমথনাথ ঘোষ, ঐ ঐ
৩। ,, রামলাল দত্ত, সাং বাঁশগ্রাম, জেলা যশোহর।

৪। ,, তারণচন্দ্র বিশ্বাস, সাং ভাসড়া, জেলা ফরিদপুর।
৫। ,, প্রতাপচন্দ্র দত্ত, সাং শৌলপুর, জেলা যশোহর।
৬। ,, মথুরানাথ চন্দ্র, ঐ ঐ
৭। ,, যাদবচন্দ্র দত্ত, ঐ ঐ

১৩ই চৈত্র, ১৩১৬।

(ফরিদপুর জেলাস্থ হাবাসপুর, শ্রীকৈলাশচন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার দত্ত মহোদয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীকুঞ্জলাল রায়, সাং কুটিয়া, জেলা নদিয়া (বারেন্দ্র)
২। ,, অভয়চরণ সরকার, সাং বসোয়া। ঐ
৩। ,, অশ্বিনীকুমার সরকার, ঐ ঐ
৪। ,, জলধর সরকার, সাং রঘুনন্দনপুর। ঐ
৫। ,, বিরজানাথ সরকার, ঐ ঐ
৬। ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ
৭। ,, কেদারনাথ দত্ত, সাং হাবাসপুর। ঐ
৮। ,, কৈলাসচন্দ্র ,, , ঐ ঐ
৯। ,, দ্বারকানাথ ,, , ঐ ঐ
১০। ,, মন্মথনাথ ,, , ঐ ঐ
১১। ,, মুকুন্দলাল ,, , ঐ ঐ
১২। ,, রাধাগোবিন্দ ,, , ঐ ঐ
১৩। ,, শ্রীমন্তলাল ,, , ঐ ঐ
১৪। ,, অভয়চরণ সরকার, ঐ ঐ
১৫। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ,, , ঐ ঐ
১৬। ,, তারাপদ ,, , ঐ ঐ
১৭। ,, রাধাপদ ,, , ঐ ঐ
১৮। ,, শরৎচন্দ্র ,, , ঐ ঐ
১৯। ,, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, ঐ ঐ

১৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(বৃন্দাবন কেন্দ্র)

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, সাং গোবিন্দপুর, জেলা যশোহর।

২৩শে চৈত্র, ১৩১৬।

(ঢাকাজেলা, ব্রাহ্মণগাঁও কেন্দ্র)

১। শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা, সাং ব্রাহ্মণগাঁও, জেলা ঢাকা। (বঙ্গজ)
২। ,, জয়চন্দ্র সরকার, ঐ ঐ
৩। ,, নগেন্দ্রচন্দ্র দেব, ঐ ঐ
৪। ,, নিবারণচন্দ্র সরকার, ঐ ঐ
৫। ,, বিধুভূষণ গুহ-ঠাকুরতা, ঐ ঐ
৬। ,, মন্মথনাথ গুহ-ঠাকুরতা, ঐ ঐ
৭। ,, মহিমচন্দ্র সরকার, ঐ ঐ
৮। ,, মনোরঞ্জন গুণরায়, ঐ ঐ
৯। ,, রজনীকান্ত দেব, ঐ ঐ
১০। ,, রেবতীনাথ দত্ত, (উকীল), ঐ ঐ
১১। ,, হীরালাল সরকার, ঐ ঐ

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির নবম কেন্দ্র)

১। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, সাং ইশিবপুর, জেলা ফরিদপুর। (বঙ্গজ)
২। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সাং দোলকুণ্ডী, ঐ ঐ
৩। ,, যজ্ঞেশ্বর মিত্র, ঐ ঐ ঐ

৯ই বৈশাখ ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির দশম কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমূল্যরতন ঘোষ, সাং জয়রাঙ্গা পোঃ, জেলা যশোহর (উত্তররাঢ়ী
২। ,, আশুতোষ ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৩। ,, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ঐ ঐ ঐ
৪। শ্রীলালগোপাল দত্ত কবিরঞ্জন (কবিরাজ), সাং গাদগাছী.
নরেন্দ্রীয়া পোঃ, জেলা যশোহর (উত্তররাঢ়ী

শ্রীনীলমণি দত্ত, সাং ঘোষপুর, ঘোয়াইল পোঃ, জেলা যশোহর। (উত্তররাঢ়ী)
৬। ,, রমেশচন্দ্র ঘোষ, সাং রামনগর, রংমহল পোঃ, জেলা যশোহর, (উত্তররাঢ়ী)।
৭। ,, কৃষ্ণনাথ সিংহ, সাং শিবনগর, নলডাঙ্গা পোঃ, জেলা যশোহর। (উত্তররাঢ়ী)
৮। ,, শরৎচন্দ্র সিংহ, ঐ ঐ ঐ
৯। ,, উপেন্দ্রনাথ সিংহরায়, সাং সাঁড়াপোল, রংমহল পোঃ, জেলা যশোহর। ঐ

(ওশমানপুর কেন্দ্র)

১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, সাং ওশমানপুর।
২। ,, বনয়ারিলাল দাস, ঐ

১১। ১৪ই বৈশাখ, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির একাদশ কেন্দ্র)

১। শ্রীচিন্তাহরণ চন্দ্র, সাং কালারায়েরচর, জেলা ফরিদপুর।
২। ,, উপেন্দ্রনাথ দাস, সাং কাশিমপুর, ঐ
৩। ,, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ ঐ
৪। ,, অমৃতলাল দত্ত, সাং দত্তপাড়া, ঐ
৫। ,, অবনীমোহন বসু, ঐ ঐ
৬। ,, রাজকুমার মিত্র, ঐ ঐ
৭। ,, যাদবচন্দ্র দত্ত, সাং বাজিৎপুর, ঐ
৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং মানিকদহ, ঐ
৯। ,, হেরম্বচন্দ্র ঘোষ, সাং সরিপাবাদ, ঐ

বিবাহ।

—০—

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। যব্বলপুরের শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের মধ্যম পুত্রের সহিত দর্জ্জিপাড়ার গুহবংশীয় শ্রীহরিচরণ গুহের কন্যার।

১৬ বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। শ্যামপুকুরনিবাসী কুমার শ্রীমন্মথনাথ

মিত্রের তৃতীয় পুত্রের সহিত গোয়াবাগান নিবাসী ৺ ডাক্তার হরনাথ
পৌত্রীর।

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। শ্যামপুকুরনিবাসী কুমার শ্রীমন্মথ
মিত্রের মধ্যম পুত্র শ্রীবসন্তকুমারের বিবাহে :—
উপরিউক্ত দুই বিবাহে কোন চুক্তি হয় নাই, বরানুগমনেও কোন অপ
হয় নাই এবং কন্যাপক্ষ হইতে বরকর্ত্তা কিছু মাত্র লয়েন নাই।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায় :-

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। হরিনাভিনিবাসী শ্রীঅমৃতলাল ব
জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাজকুমারের সহিত হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের লেনস্থ ১০।১ হলধরবর্দ্ধন
লেনের শ্রীদুর্গাচরণ মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যার।

অশৌচ।

—ঃ০ঃ—

দ্বাদশ দিন।

১৯শে চৈত্র, ১৩১৬। ফরিদপুরজেলাস্থ পোড়াবুহ গ্রাম নিবাসী শ্রীকৈল
চন্দ্র পাল দেববর্ম্মার শ্রাদ্ধ।

ভাগলপুর কায়স্থ সম্মিলনে বক্তৃতা।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ—

অদ্য আমরা একটি গুরুতর আলোচনার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি, —জা
উন্নতি ; কিন্তু আমি, 'জাতি' শব্দ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি—কায়স্থ জা
উন্নতি। আমি কায়স্থ ; এ কথা মনে করিলে আমার আত্মশ্লাঘা পরিবর্দ্ধ
হয়। যে জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রভাবে বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ আর্য্যপ্রদে
উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যে জাতীর নাম ও নিশান বৈদিকক
হইতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, যে জাতি ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে রাজ্যশা
কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতেন, যাঁহাদের অভাবে রাজস্ব ও বি
বিভাগের কার্য্য চলিত না বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আমি সেই জা

জন্মগ্রহণ করিয়াছি—এ কথা কেনই বা শ্লাঘার বিষয় হইবে না ? বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি কায়স্থজাতি "যাবৎচন্দ্র-দিবাকর" ভারতবর্ষে আধিপত্য যাপন করিয়া রহিয়াছে। সে কালে—আমার বাল্যকালে—গুরুমহাশয়ের কাছে শিক্ষা করিয়াছিলাম—

প্রশ্ন,—কায়স্থ জাতির উৎপত্তি কি ?

উত্তর—"যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য গগণে, আমি জান্‌ব কেমনে"।

কিন্তু আর্য্যরবি অস্তমিত হইবার দিন হইতেই, যেদিন তিরোরির যুদ্ধ পৃথ্বিরাজ ও সমর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণের সহিত কায়স্থগণের অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। মুসলমান রাজ্যকালে কায়স্থগণের কার্য্য অপর জাতি—বিশেষতঃ মুসলমানগণ করিতেছিল। তৎপরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধের পর শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিলে, ক্রমশঃ রাজস্ব ও বিচার বিভাগে অন্য জাতি প্রভূতপরিমাণে পদ পাইতেছে। কায়স্থগণের প্রতিভা, কায়স্থগণের পদমর্য্যাদার প্রতিদিন হ্রাস হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশসম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক দিকে আমাদের জাতির সংখ্যা ক্রমঃশ বৃদ্ধি হইতেছে ; অপর দিকে আমাদের জীবনযাত্রার পন্থা সংক্ষিপ্ত হইতেছে। যে বিষয়ে আমাদের একচেটিয়া ছিল এখন তাহাতে অন্যান্য জাতি আমাদের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিগণ মসিজীবীর কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করিতেছেন। রাজ্যশাসনে পদস্থ হওয়া ভালই ইহতেছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

বিদ্যালোচনার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোনিবেশ আবশ্যক। বেদ, বেদাঙ্গ দর্শনাদি আর্য্য-বিদ্যায় আমাদের সম্যক প্রবেশ করা আবশ্যক। অনেক প্রদেশে কায়স্থগণ উচ্চপদস্থ হইলেও, বিদ্যা বুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হইলেও, তাঁহারা শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ওঁঙ্কার উচ্চারণে অনধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা শূদ্র নহেন, তাঁহারা আর্য্যবংশসম্ভূত—দ্বিজাতির অন্তর্গত হইবার যোগ্য। জাতিশ্রেণীর মধ্যে তাঁহারা উচ্চাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা অনেকেই প্রকৃত শূদ্রবৎ অমন্ত্রক। জাতীয় উন্নতির ও প্রত্যেক কায়স্থের আত্মোন্নতির

নিমিত্ত বেদাধিকার আবশ্যক। কতকগুলি কুনীতি কায়স্থ-সমাজের অ ক্ষতি করিতেছে। আন্তর্গনিক বিবাহের অভাব, বিবাহব্যয়, বরকর্ত্তার গ্রহণ, সমুচিত স্ত্রীশিক্ষার অভাব প্রভৃতি অনেকবিষয়ে আমাদের মনো আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থের একীভূত হইয়া আমাদিগের প্র বৃদ্ধি করার আয়োজনও নিতান্ত আবশ্যক। অদ্য এইসকল বিষয়ের আলে করিবার নিমিত্ত আমরা সমবেত হইয়াছি।

কায়স্থ-জাতির আদি কি? এ কথা নিঃসন্দেহ বলা সহজ নয়। পূর্ব্বকা ইতিহাস সর্ব্বত্রই তমসাচ্ছন্ন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ স কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন না। অনেকে মনে করেন যে 'কায়স্থ' শ অর্থ যোগরূঢ়—মসিজীবী। যিনি রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে লেখনীধারীর ক করিতেন তিনিই কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁহাদের সন্তানেরা কালক্রমে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়বর্ণা করিয়াছেন। কায়স্থজাতির মূল যাহাই হউক, আমরা সকলেই এক শ্রেণীস্থ আমরা যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি তাহার প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমবেত চেষ্টা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। মূলের বিচারে কোন আবশ্যকতা নাই। তবে এ নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে আমরা শূদ্র নহি। আমাদের শূদ্রত্বের নাই। আমাদের যে শাস্ত্রে অধিকার ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

Sir Herbert Risley সাহেব আমাদিগকে মোঙ্গল ও দ্রাবিড়িয় বলি অপর স্থানে বলিয়াছেন যে অন্ততঃ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আর্য্যসন্তান। বঙ্গদেশস্থ, কি পশ্চিমাঞ্চলস্থ সকল কায়স্থই ৮ চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান, সক এক ব্যবসায়ী। আমরা কেন একত্রিত হইতে পারি না? বঙ্গদেশীয় কা গণের আচার নিবন্ধন শূদ্রাপবাদ আছে। সে অপবাদের সহজেই মে হইতে পারে। তাহারা অনেকেই এখন সংস্কারযুক্ত হইয়াছে। দ্বিজাতিসম্ম আচার হইলে সমস্ত ভারতবর্ষীয় কায়স্থের সামাজিক একতা অতি সহজ হই হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে আচারভ্রষ্ট মনে করিয়া থাকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ উপবীতধারী হইলে সে ভাব তিরোহিত হইবে।

অনেকে মনে করেন যে লিপির ও ভাষার বিভিন্নতা থাকায় সামাজিক এ অসম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্ণমালা একই, লিপির পার্থক্য গুরুতর নহে। পার্থক্য যাহাতে না থাকে তজ্জন্য বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই যত্নবান হইয়াছে আশা করি সে পার্থক্য বেশী দিন থাকিবে না।

ভাষার পার্থক্য গুরুতর বোধ হইতে পারে। স্বামী স্ত্রীর ভাষা বুঝিবে না, স্ত্রী স্বামীর ভাষা বুঝিবে না, কথাটা একটু গুরুতর বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে আমি দেখাইয়াছি যে ভাষার পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। আর সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী স্ত্রীলোক অতি সহজেই পরস্পরের ভাষা শিখিতে পারে। বিশেষতঃ সকল বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ভারতবাসীগণের পরস্পরের প্রধান প্রধান ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা ফরাসী ভাষা শিখিব, হিন্দী শিখিব না, একথা মনে হইলে আমাদের আত্মগ্লানির উদ্রেক হওয়া উচিত। আমরা সকলেই এক সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী, এক দেশস্থ, এক রাজশাসনাধীন, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা একই, আমরা কি এত অপদার্থ যে আমরা ভাষায় এক হইতে পারি না? সামান্য বিভিন্নতায় আমরা সঙ্কুচিত হইতেছি কেন?

আসুন আমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে প্রেমালিঙ্গন করি।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

রাজা রাজবল্লভ সেন
ও
বৈদ্যজাতি।

বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্যজাতির প্রসঙ্গে, রাজা রাজবল্লভ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যজাতির মধ্যে উপবীত ধারণ তিনিই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন; তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাক্তার বুকানন লিখিয়াছেন—

"Rajballav, the grandfather of the present representative, was in very affluent circumstances, and purchased from the Brahmins at a great expense (it is said 10 lakhs of rupees) the privilege for the medical caste of wearing a thread like the sacred order".

Buchanan's Eastern India, Vol. II, page 615.

স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"বাদসাহি দেওয়ান নবাব শহামৎ জঙ্গ্‌ বড় দাতা ছিলেন। তাঁহার দেওয়ান বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ। তিনিও বড় দাতা দিলেন। তিনি বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত দিলেন। পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের যজ্ঞোপবীত ছিল না"।

রাজাবলী, ১১০ পৃষ্ঠা।

কি সূত্রে বৈদ্যজাতির মধ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রবর্ত্তিত হইল, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিতেছি। রাজা রাজবল্লভ "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলি একস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ! উপবীতধারী শুদ্ধাচারী আর্য্য ব্যতীত এই যজ্ঞে অন্যের অধিকার নাই।" এই কথায় রাজবল্লভ মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বৈদ্যজাতির উৎকর্ষসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অর্থের অসাধারণ ক্ষমতা, সকল যুগে, সকল সময়েই আছে। অর্থের দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে এমন কার্য পৃথিবীতে কিছু নাই। নিমেষের মধ্যে দশলক্ষ টাকা রাজবল্লভের ধনাগার হইতে অন্তর্হিত হইল। হিন্দু-শাস্ত্রাদি ও নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতে বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্য বিষয়ক প্রমাণ বাহির হইতে লাগিল; বৈদ্যদিগকে "অম্বষ্ঠ" বলিয়া পরিচয় করা হইল। গৌড়েশ্বর সেনরাজগণকে বৈদ্য নির্ণয় করিয়া রাজবল্লভ আপনাকে তাঁহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

"অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা" নামে বৈদ্যদিগের একখানি কুলজি গ্রন্থ আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, বৈদ্যদিগের পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত ছিল, কিন্তু তাহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করায় রাজবল্লভ অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৈদ্যদিগকে পুনর্ব্বার যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে বৈদ্যগণও প্রকারান্তরে আমাদের বাক্য স্বীকার করিতেছেন। আমরা বঙ্গদেশের কুলজি পুস্তকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রামাণ্য আদৌ স্বীকার করি না। পরন্তু, বৈদ্যকুলজিগুলি নিতান্ত অভিনব। "অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা," ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অভিনব ও মূল্যহীন পুস্তক হইতে বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, কোনও কোনও লেখক বিশ্ববিজয়ী বীরের ন্যায়, সাহিত্য-রণক্ষেত্রে পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। যাহা হউক, পক্ষপাতে অন্ধ "অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা" লেখকও প্রকারান্তরে আমাদের উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা সুখের বিষয় বটে।

রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেনরাজগণ সমাজে "কায়স্থ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তদনুসারে সচিবশ্রেষ্ঠ আবুল্‌ফজল্‌ তাহাদিগকে 'কায়স্থ' লিখিয়া গিয়াছেন।

রাজবল্লভ এইরূপে আপনাকে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ রাজবংশজ প্রতিপন্ন করিয়া "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ মনে করিয়াছিলেন যে বৈদ্যগণ "অম্বষ্ঠ" হইলেই হিন্দুসমাজে বিশুদ্ধ ও উচ্চ-জাতিতে পরিণত হইবে; কিন্তু মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৬, ৬৭, ৬৮ শ্লোক, এবং দশম অধ্যায়ের ৮ শ্লোক, এবং উশনসংহিতার "বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা অম্বষ্ঠ জাতি "বর্ণশঙ্কর" ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় না।

রাজবল্লভের সাতপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাস পিতার সহকারী হইয়া ঢাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। রামদাস নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন। সতীর সতীত্বনাশ তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। অদ্যাপি ঢাকানিবাসীগণ তাহার এই পাপের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্ত রামদাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ কেবলকৃষ্ণ পিতার সাক্ষাতে মানবলীলা সংবরণ করেন। কেবলকৃষ্ণের কনিষ্ঠ গঙ্গাদাস। ইনিও রামদাসের ন্যায় দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তৎকনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস। বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ বলেন—"এই কৃষ্ণদাসই বাঙ্গলার নবাব সিরাজদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া, ইংরেজ কর্ম্মচারী ড্রেক্‌ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন।" আমার বোধ হয় অম্বিকা বাবু অন্যায়রূপে সিরাজের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য যে বিশ্বাসঘাতক রাজা রাজবল্লভ ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে দুই কোটি টাকা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সিরাজ যখন ঢাকা নেবায়তির নিকাশ ও রাজস্ব তলব করেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই সকল লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন সিরাজ দুর্ব্বৃত্ত কি রাজবল্লভ ও তাহার পুত্র দুর্ব্বৃত্ত। কোন কোন ঐতিহাসিক সিরাজকে ইতিহাসপটে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হই।

কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ। প্রবাদ আছে যে গোপাল, কান্তিকপুরের মুন্‌সিদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তৎকনিষ্ঠ রাধামোহন ও কেবলরাম। রাজবল্লভের একটী কন্যা অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছিলেন।

রাজবল্লভ সেই বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে, বিক্রমপুর-বাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য-যন্ত্রণা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব ও পশ্চিম নানা দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিলেন, যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকটও ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব। তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে আসিলে, কৃষ্ণচন্দ্র সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোগত ইচ্ছা অন্য প্রকার ছিল।

পরদিবস রাজবল্লভের পণ্ডিতেরা রাজসভায় সমবেত হইলে, রাজা নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, "রাজা রাজবল্লভ যে ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হইবে। যদি শাস্ত্রানুমোদিত নাও হয়, তথাপি, যখন তিনি ইহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে এ ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিতে হইবে।" পণ্ডিতেরা রাজার মনোগত ভাব অনুমান করিয়া নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া উক্ত ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ নিরাস হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজবল্লভও এই অনুষ্ঠান সাধনে ক্ষান্ত হইলেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় অবস্থান কালে রাজবল্লভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ শুনিয়াছি। প্রবাদ এই যে রাজবল্লভ যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন রজণীতে তাঁহার জননী স্বপ্নে দেখিলেন যেন একটী পূর্ণচন্দ্র তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি তিনি তাঁহার স্বামীকে জাগরিত করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তৎশ্রবনে, রাজবল্লভের পিতা বাক্যব্যয় না করিয়া, পত্নীর কপোলে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজবল্লভের জননী রোদন করিয়া অবশিষ্ট রজণী যাপন করিলেন। নিশা অবসান হইলে পতি

পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমাকে ক্লেশ দিবার অভিলাসে আমি চপেটাঘাত করি নাই। তুমি আর নিদ্রা না যাও, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন সুস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা গেলে সে স্বপ্ন কখনই সফল হয় না।" রাজবল্লভজননী পতির এই সকল বাক্য শ্রবণে বিষাদ পরিহার করিলেন। কালক্রমে এই গর্ভে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

আর একটী প্রবাদ অনুসারে মগধ দেশের অধিপতি খ্যাতনামা জরাসন্ধ কৃষ্ণজীবন মজুমদারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবল্লভ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যথা "আদৌ রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ"। বলা বাহুল্য যে নীচাশয় চাটুকারগণ এই সকল প্রবাদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাজবল্লভের জীবনচরিত ও রাজকার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। রাজবল্লের চেষ্টাতেই যে বৈদ্যজাতি হিন্দু সমাজে উন্নীত হইয়াছে ইহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। স্বজাতিপ্রেমিক কায়স্থ সন্তানগণ প্রাণপনে চেষ্টা ও যত্ন করিলে কায়স্থজাতি যে সত্বরই হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার দেব বর্ম্মা, বি, এল্।
মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।

আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে দুএকটী কথা।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য—বঙ্গীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থ চিত্রগুপ্তসন্তান ও মসীজীবী ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের আদিপুরুষগণ ৺চিত্রগুপ্ত দেবের ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের সন্তান হইতে পারেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহারা বঙ্গদেশে নিবাস গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা এক জাতীয় ও সবর্ণ। তাঁহাদের ভাষায় ও আচার ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁহাদের পরস্পরের আহার ব্যবহার সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী নহেন; বরং সম্পূর্ণ অনুকূল। সুতরাং একত্রে আহার ও পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রার্থনীয়। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজে অনেকগুলি বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে সমাজে বিপ্লবের লক্ষণ কিছুই দেখা যায় না; উপকারই হইয়াছে।

কৌলীণ্য প্রথাসমূহ বেশী বৎসরের নয়; তাহা বেদবেদান্তাদিভিত্তিমূলক নহে; তাহাও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনের বাধা কি? পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতাও নাই। ইহাতে সমাজের সমূহ উন্নতি হইবে।

প্রবন্ধের সুক্ষ্ম আলোচনা সত্বরই প্রকাশিত হইবে।]

গত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র বহরমপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার যে বিরা অধিবেশন হয় ঐ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—"চিত্রগুপ্তসন্তান বঙ্গদেশীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগে মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথা সম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন"। সে সময়ে আমি চারিশ্রেণী কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহ সম্ভব নহে এই আপত্তি করিয়াছিলাম। কি কি যুক্তির বলে আন্তর্গনিক বিবাহ সম্ভব নহে তাহা দেখাইবার জন্য এইপ্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথম। উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণী কায় স্থের বীজ পুরুষ যে একই মূলসম্ভূত তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান নাই এবং চারিশ্রেণী কায়স্থের বীজপুরুষ এক সময়ে, একই রাজার রাজত্বকালে উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই তাহা বো হয় সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কতকগুলি কায়স্থ কুল পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া এইসকল তথ্য অবিষ্কার করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ বলেন যে তাঁহাদের বীজপুরুষ সৌকালিনগোত্রীয় সূর্য্য ধ্বজবংশসম্ভূত ভট্টনারায়ণশিষ্য মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় চেদিরাজ বসুঃ বংশসম্ভূত দক্ষশিষ্য দশরথবসু, কাশ্যপগোত্রীয় অগ্নিকুলোদ্ভব শ্রীহর্ষশিষ দশরথগুহ, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব ছান্দড়শিষ্য কালিদাস মিত্র ও মৌদ্গল অগ্নিদত্তকুলোদ্ভব বেদগর্ভশিষ্য পুরুষোত্তমদত্ত মহারাজা আদিশূরের সময়ে কনৌজ বাসী পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গজ কায়স্থ গণ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষ হইতে তাঁহাদে উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণ বল্লালসেনের সময়ে চাকুরী উপলক্ষে আগত ভৃগু নন্দী, মুরহর দেব ও নরহরি দাস এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত দেবদত্ত বংশজাত জটাধর নাগ, সিংহবংশীয় পরীক্ষিৎ সিংহ, দক্ষিণরাঢ়ী শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত বুধুদেব ও কুলদেব এবং পুরুষোত্তম দত্ত বংশজাত বটগ্রামস্থ নারায়ণ দত্ত এই সাতজন লইয়া বারেন্দ্র শ্রেণীর সৃষ্টি বলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে মহারাজা আদিশূরে সময়ে আগত অযোধ্যানিবাসী সৌকালিন গোত্রীয় সোমেশ্বর ঘোষ, বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ, মথুরানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দাস, বটগ্রাম নিবাসী

বিশ্বামিত্রগোত্রীয় সুদর্শন মিত্র, হরিদ্বারনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় দেবদত্ত এবং গৌড়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ ১ঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দাস ১ঘর, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ পোওয়া ঘর ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় কর পোওয়া ঘর, এই সাড়ে সাত ঘর লইয়া উত্তররাঢ়ীয় সমাজ গঠিত। কিন্তু যে আদিশূরের সময়ে কায়স্থপঞ্চকের আগমন শুনা যায় সেই আদিশূরের রাজত্বকাল, তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল ও কোন সময়ে এবং কি কারণে কি উপলক্ষে তিনি পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। আজকাল আবার কেহ কেহ দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের বীজপুরুষগণ মহারাজা আদিশূরের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণ কেহবা আদিশূরের সময়ে কেহ বা পরে, কেহ বা পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া থাকেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

আদিশূরের রাজত্বকাল।

যদি পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আদিশূরের সময় আগমন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদিগের আগমনের সময় জানিতে পারিলে আদিশূরের রাজত্বকাল জানা যাইতে পারে। আদিশূরের সময় লইয়া বিভিন্ন মত নিম্নে দেখা যাইবে!

১ম। নূল পঞ্চানন ঘটক রচিত সারাবলীধৃত 'কুলার্ণব' মতে ৮ ৫৪ শকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন।

২য়। 'ভট্টগ্রন্থ' মতে ৯৯৪ শকে ব্রাহ্মণদের আগমন।

৩য়। 'বারেন্দ্র কুলপঞ্জী' মতে ৬৫৪ শকে আদিশূর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৪র্থ। বাচস্পতি মিশ্র কুলরামের মতে ৯৫৪ শকে গৌড়দেশে বিপ্রগণের আগমন।

৫ম। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' মতে ৯৯৯ শকাব্দের পূর্ব্ব হইতে কল্পিত আবাসে ব্রাহ্মণগণ নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। 'দত্তবংশমালার' মতে দত্ত বংশের আদিপুরুষ ৮০৪ শকে গৌড়ে উপস্থিত হন।

৭ম। 'কায়স্থকৌস্তুভ' রচয়িতামতে ৮১৪ শকে।

৮ম। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৮৮৭ শকে।

৯ম। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা ৺মহিমচন্দ্র মজুমদারের মত ৯৫৪ শকে।

১০ম। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধির মতে ৮৬৪ শকে।

১১শ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চীনপরিব্রাজক হিউ এন্ সিয়াং এর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রাহ্মণদের শুভাগমন হয়।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর' উপর বিশ্বাস করিয়া মহারাজ আদিশূর ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বিশ্বকোষে' আদিশূরশীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে ব্রাহ্মণেরা ৭৭৯—৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আসেন এবং তাঁহারই প্রণীত 'ব্রাহ্মণ কাণ্ডে' লিখিয়াছেন যে ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনে গৌড়মণ্ডল নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে কনোজপতি যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে গৌড়ভূমি বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়াই তিনি প্রথমে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। পরে ৭৫১ কি ৭৫২ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্যের হস্তে পরাজিত হইয়াই তিনি ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(কায়স্থপত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় অন্যস্থলে ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আদিশূরের রাজত্বকাল নিরূপন করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের সাগরদিঘী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সাগরদিঘী নামীয় বৃহৎ জলাশয়ের তটে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে লিখিত আছে:—

"শাকে সপ্তদশধিকেস্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশে কৃতং য়াদং পাপস্মুক্তিহেতুনা॥"

এই শ্লোকটী হইতে জানাযায় যে ১৭শ শকে অর্থাৎ ৯৫ খৃষ্টাব্দে এই দিঘী খনন করা হইয়াছিল। যদি আইন আকবরীর মতে ৭০০বৎসর পাল বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল স্থির হয় তাহাহইলে অষ্টম শতাব্দীতে আদিশূরের রাজত্বকাল নির্ণয় হয়, কারণ আদিশূর পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নামীয় গ্রন্থে লিখিয় ছেন যে অনুমান ৭৬০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে পদার্পণ করেন।

৯৭৭ খৃষ্টাব্দে কাশীর নিকটস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষের তীথসারনাথে একখানি প্রস্তরফলক উদ্ধৃত হয়। তদুৎকীর্ণ অক্ষরমালা হইতে বুঝা যায় যে তদানীন্তন গৌড়াধিপের নাম মহীপাল এবং তিনি ১০৮৩ সংবতে (৯৩৯শকে) বিদ্যমান ছিলেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ; আদিশূর ইঁহাদের শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড়েশ্বর হন।

'লঘুভারত'—প্রণেতা বলেন আদিশূর মহীপালবংশ উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ে রাজা হন। তাঁহারমতে কলির ৪১৩০ বৎসরের গতে অর্থাৎ ৯৫১ খৃষ্টাব্দে অদিশূর রাজত্ব প্রাপ্তহন। লাসেন সাহেব বলেন ১০৪০ খৃষ্টাব্দে পালবংশীয়ের রাজত্ব শেষ হয়। তাহাতে ৯৬২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল প্রতিপন্ন হয়।

তাহা হইলে ৮ম শতাব্দীতে মহারাজা অদিশূরের গৌড় মণ্ডলে আবির্ভাব ঠিক হয় না।

এক্ষণে আদিশূরের রাজত্বকাল লইয়াই এত মতভেদ, অতএব পঞ্চব্রাহ্মণের গৌড়ে শুভাগমন করিবার কাল নির্ণয় করা দুরূহ।

আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল।

এবিষয়েও বিভিন্নজনের বিভিন্নমত। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-প্রণেতা বলেন যে আদিশূর বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহার মতে পঞ্চব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিয়া বারি স্থাপিত করা হেতু যে চিরশুষ্ক মল্ল কাষ্ঠ পুনর্জ্জীবিত হয় এখনও সেই অমর গজারি বৃক্ষ বর্ত্তমান ও রামপাল বল্লালদিঘীর উত্তরে অবস্থিত।

'লঘু ভারত' প্রণেতা বলেন যে বঙ্গদেশের রামপাল নগরীই আদিশূরের আদি রাজধানী ছিল।

"আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যা রামপালেতিবিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
আসীৎ রামনামৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংজ্ঞিতাঃ॥"

লঘুভারত, ২য় খণ্ড, ১২৭—১২৮ পৃষ্ঠা।

তাহার পর মহারাজা আদিশূর যজ্ঞশেষে পঞ্চব্রাহ্মণকে বাস করিবার জন্য যে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাপি সে সমুদায় গ্রাম "পঞ্চসার"

পঞ্চগ্রাম (পাঁচগাও) নাম লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে দণ্ডায়মান। মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঞ্চসার গ্রামস্থ লোক পঞ্চব্রাহ্মণের আবাসভূমি দর্শন করিয়া থাকেন।

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর তাঁহার প্রণীত 'ভক্তির জয়' গ্রন্থে বিক্রমপুরের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহারাজ আদিশূরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ছিল ও ঐস্থানে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমনস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় তাহাতেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন রঙ্গপুরের মধ্যে, কেহ বলেন পাবনায় ও কাহারও মতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কানসোনাই আদিশূরের রাজধানী। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে মালদহের নিকটবর্ত্তী পুড়োঁবা নামক স্থানেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্তপ্রণেতা শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল আদিশূরের রাজধানী ছিল না। তাঁহার মতে রামপাল দিঘীর সন্নিকটে গজারিবৃক্ষ দুইশত আড়াই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন ব্রাহ্মণগণ "সুরসরিদ্‌বিধৌতপাদ" গৌড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী বলেন,—

"সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ॥
নিজপরিবারবর্গৈঃপাবনং পাপমুক্তং।
সুরসরিদবিধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্॥"

প্রাচীনকালে পবিত্রসলিলা গঙ্গা মালদহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, সুতরাং গৌড় যে "সুরসরিদ্‌বিধৌতং" এই বিশেষণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল বোধ হয়।

তাহা হইলেই আদিশূরের রাজধানী যে বঙ্গদেশের মধ্যে কোথায় ছিল ও কোনস্থানে তিনি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই।

কি কারণে ও কি উপলক্ষে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

এবিষয়ও আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে ছাদের উপর গৃধ্র বসায় অমঙ্গলের হেতু কেন তাহার কারণ ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করায় সদুত্তর নাপাওয়ায় মহারাজ আদিশূর পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিতে লোক পাঠান। "দুর্গামঙ্গল কাব্য" প্রণেতা বলেন যে আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে সে সময়ে অতি বৃষ্টির জন্য প্রজার কষ্ট হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানার্থে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলাচার্য্যগণের মতে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়কার' প্রণেতার মতেও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ যজ্ঞনিপুন ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।

এই বিভিন্নমতের মধ্যে কোন মতটী ঠিক তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

যখন আদিশূরের রাজত্বকাল নিরূপন সম্বন্ধে, তাঁহার রাজধানীর স্থান নিরূপন, কোন সময়ে ও কি উপলক্ষে তিনি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে নানামুনির নানামত দেখা যায় তখন কুলগ্রন্থবর্ণিত কিম্বদন্তীর উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা সুসাধ্য নহে। যখন মোটামুটি পরিচয় সম্বন্ধে এত গোলযোগ তখন যে ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের বীরপুরুষগণ কোন্ সময়ে কোন্ রাজার রাজত্ব কালে কোন রাজার সভায় বঙ্গদেশে আগমন করেন ও তাঁহারা যে একই মূলসম্ভূত তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে। তবে কুলকাহিনীর সহিত ইতিহাসের কতকটা সামঞ্জস্য দেখাইয়া যতদূর সম্ভব নির্ণয় করিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ইতিহাসলেখক ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

যদি কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ৭৫২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে কয়েক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল প্রতিপন্ন হয়। ঐ পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাহা কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই। ঐ পাঁচজন কায়স্থই দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের আদিপুরুষ

দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থমাত্রেই স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও আর দুই একজন আদিশূরের সময় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বীজপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করেন নাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা যে বৃথা তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ব্রাহ্মণদিগের ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের পর্য্যায় মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে "বঙ্গদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস যে মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীব্রাহ্মণের আদিপুরুষ বিপ্রপঞ্চকের সহিত দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের আদিপুরুষ পঞ্চকায়স্থ আগমন করেন, কিন্তু এক্ষণে সকল কুলগ্রন্থ আলোচনা করায় তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বাস্তবিক একথা জানিতে পারিতেছি যে আদিশূরের সময় পঞ্চবিপ্রের সহিত উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন। তাহার বহু পরে গৌড়াধিপ বিজয়সেন ও শ্যামল বর্ম্মার সময়ে কনৌজ হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর আদিপুরুষ কয়েক জন পাশ্চাত্যে বৈদিকের সমকালে এদেশে আসিয়াছিলেন।"

নগেন্দ্র বাবুর মত সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মিত্র কায়স্থ পত্রিকায়, ৪র্থ বর্ষের, ২য় সংখ্যা, ৪২ পৃষ্ঠায় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ গণের আগমন বিজয় সেন ও শ্যামল বর্ম্মার সময়ে স্থির করিয়াছেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও সেন মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত জানিনা। কুলপঞ্জিকায় পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি পাঁচজন কায়স্থেরই আগমন জানা যায় এবং বহুদিন হইতে এ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বসু মহাশয় সুবিধানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বীজপুরুষগণ কোন সময় কি উপলক্ষে ও কোন্ রাজার সভায় বঙ্গদেশে আগমন করেন তদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনিই সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনেকেই অনাধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মাননীয় কুমার শরদিন্দু নারায়ন রায় প্রাজ্ঞ মহাশয় কায়স্থ পত্রিকায় লিখিয়াছেন:—

"মহারাজ আদিশূর যে সময় কান্যকুব্জ হইতে স্বীয় যজ্ঞার্থ পঞ্চ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণসহ পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গ দেশে আনয়ন করেন, কাহারও মতে তৎকালে বঙ্গ দেশে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের আগমন হয় নাই। আদিশূর যে পাঁচজন কায়স্থ

আনয়ন করেন, যজ্ঞ সমাপান্তে তাঁহারা আবার দেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু তঁহোদের কান্যকুব্জ সমাজ বঙ্গদেশে গমন হেতু তাঁহাদিগকে পুনরায় স্বীয় সমাজে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন বলিয়াই হউক কিংবা অপর যে কোন কারণেই হউক তাঁহাদিগকে পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই মতানুসারে তাঁহাদের পরে পাঁচজন উত্তররাঢ়ীর কায়স্থ আপনাপন পাঁচজন ভৃত্য ও পাঁচজন পুরোহিত সঙ্গে লইয়া বঙ্গে আদিশূরের সভায় আগমন করেন। ইহার মত পোষক একটী বচনও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, যথা,—

"বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্য পুঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চকে উপনীত আদিশূরের ভবন॥"

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের মূলপুরুষদিগের সহিত উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সকল মূলপুরুষদিগের নামের ঐক্য নাই ও পর্য্যায় গণনাতেও বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। (কায়স্থ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠা।)

(২) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলেন "উত্তররাঢ়ীয়গণের কুলজী হইতে জানাযায় যে আদিশূরের সময় যাঁহারা বিদ্যমানছিলেন তাঁহাদের ৩।৪ পুরুষ পরে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের বীজপুরুষেরা উত্তর রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, সুতরাং পালবংশীয়দেরসময় যে তাঁহারা উত্তররাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।" (কায়স্থ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠা।) নিখিল বাবু কোন কুলজী হইতে পাইয়াছেন জানিতে চাহি।

(৩) 'বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় বলেন "উত্তর-রাঢ়ীয়েরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের পাঁচজন আদিপুরুষ আদিশূরের আনীত, কিন্তু সোমেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি পাঁচজন যে কি কারণে মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক এতদ্দেশে আনীত হইয়াছিলেন বলা যায় না। তবে তাঁহারা চন্দ্রমুখীর ব্রত সম্পাদনার্থে স্বর্ণকৌশিকাদি পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণের এতদ্দেশে আগমন বৃত্তান্ত জানা যায়। উক্ত পঞ্চ কায়স্থের ঐ সঙ্গে আসাই সম্ভব।"

এ প্রমান তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কোন বিবরণ তিনি নিজ গ্রন্থে দেন নাই। সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানের উপর।

(৪) 'কায়স্থসূত্র'-লেখক বলেন বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের সময় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণ বঙ্গদেশে শুভাগমন করেন।

কায়স্থ পত্রিকায় বঙ্গীয় কায়স্থ পরিচয় প্রবন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিতে পাই।

“ঘটক-কেশরীর উত্তররাঢ়ী তালিকায় লিখিত আছে—যেসময় ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আদিশূরের আহ্বানে গৌড়রাজ সভায় আগমন করেন সেই সময় উত্তররাঢ়ীয়দিগের পঞ্চবীজপুরুষও বঙ্গে আসিতেছিলেন, পথে পঞ্চ সাগ্নিকের সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা, গৌড় রাজসভায় না গিয়া রাঢ় দেশে মাধব নামক এক রাজার সভায় প্রথমে আগমন করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কারিকা মতে “দেব বানাঙ্গ শাকেতু গৌড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ” অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে (৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চ সাগ্নিক গৌড়রাজসভায় উপস্থিত হন। উত্তররাঢ়ী কায়স্থকারিকায় মাধব ও আদিত্যাশূর প্রভৃতি শূরবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়।”

কুলনন্দের উত্তররাঢ়ীয় কারিকা হইতে জানা যায় যে গৌড়দেশে সিংহেশ্বর গ্রাম নিবাসী মহারাজ আদিত্যশূর সমাদরে পঞ্চগোত্র শ্রীকরণ আনয়ন করেন। গৌড়, মাথুর ভট্, সকসেন, শ্রীকরণ, শ্রীবাস্তব, অহিষ্ঠান ও অম্বষ্ঠ মধ্যে শ্রীকরণই শ্রেষ্ঠ। সৌকালিনগোত্রজ ও বাৎস্য গোত্রজ দুইজন অযোধ্যায়, মৌদগল্যনন্দন মথুরায় বিশ্বামিত্র বটগ্রামে ও কাশ্যপনন্দন হরিহর গ্রামে বাস করিতেন।

“অবধান করি শুন কুলের বন্ধন।
বিবরিয়া কহি আমি যে পঞ্চী করণ॥
বিধি কৈল একজন কর্ম্ম লিখিবারে।
চিত্রগুপ্ত নাম তার হইল অতঃপরে॥
কায়স্থ উৎপত্তি হৈল যমের সমান।
পাপপুণ্য লিখিবারে হইল বিধান॥
কাল ক্রমে হইল তাঁর তিনটী তনয়।
চিত্রসেন চিত্র রথ বিচিত্র নাম হয়॥
চিত্রসেন গেল স্বর্গে বিচিত্র পাতালে।
চিত্র রথ মধ্যে আইলা সেনী যারে বলে॥
যমুনার বিভাকরে হরিষ অন্তরে
সুখে নিবসয় সেনী ভার্য্যার মন্দিরে

যমুনারে গর্ভে হইল বহুজন।
গৌড় মাথুর ভট্ট সক্সেন শ্রীকরণ॥
শ্রীবাস্তব অহিষ্ঠান অম্বষ্ঠা।
মুনির যাজনে সভার গোত্রের লিখন॥
তপোবলে শ্রেষ্ঠ বলি শ্রীকরণ গণ্য।
তাহাতে অনেক গোত্র সভে বহু মান্য॥
বাৎস্য সৌকালীন দোঁহে অযোধ্যা গমন॥
মথুরায় স্থিতি কৈল মৌদ্‌গল্য নন্দন॥
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র করি নিকেতন।
হরিহর গ্রামে ছিল কাশ্যপ নন্দন॥
গৌড় দেশে মহারাজা আদিত্যাশূর নাম।
গঙ্গার সমীপেবাস সিংহেশ্বর গ্রাম॥
আদর করিয়া আনেন বিপ্র পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আইলা শ্রীকরণ॥”

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের পর্য্যায় গণনা করিয়া জানা যায় যে আদি বীজ পুরুষ হইতে এখন ২৬ হইতে ৩০ পুরুষ। ১০০ বৎসরে তিন পুরুষ ধরিলে ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে বীজ পুরুষদের বঙ্গে আগমন স্থির করা যায়। তাহা হইলে আদিশূর একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন স্থির করিতে হইবে ও কুলপঞ্জীগণের বিবরণ অবিশ্বাস করিতে হইবে। যদি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণের একাদশ শতাব্দীতে আসিয়া থাকেন ও আদিশূরের রাজত্ব কাল অষ্টম শতাব্দীতে স্থির হয় তাহা হইলেই অষ্টম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে (আদিশূর ও বল্লাল সেনের মধ্যে) কোনও রাজার রাজত্বকালে আসিয়া থাকিবেন প্রতিপন্ন হয়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে ব্যাস সিংহের বল্লালসেনের মন্ত্রিত্বই বা কিরূপে সম্ভব ?

এই সকল কারণে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ কোন সময়ে ও কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন তাহা এপর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ রূপে নির্ণয় হয় নাই ও নির্ণয় করাও সহজ নহে। তবে কুলপঞ্জী হইতে জানা যায় করণবংশীয় ৫ জন কায়স্থ অযোধ্যা, মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রাম হইতে বঙ্গদেশের রাজা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী সিংহেশ্বর গ্রাম বাসী আদিত্যা

শূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। অদিত্যাশূর কোন শতাব্দীতে রাজ্য করিয়াছিলেন যানা যায় না।

চারি শ্রেণীর কায়স্থ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিলেও সকল শ্রেণীর কায়স্থের মূল যে এক তাহার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। চিত্রগুপ্তের পুত্র চিত্রসেণীর যে দ্বাদশটী পুত্রের নাম কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে সে নাম পুত্রের নাম নহে বংশের নাম। বিভিন্ন স্থানে বাস করাতে ও অন্যকারণে বিভিন্ন আখ্যা হইয়াছে যথা—

(১) শ্রীবাস্তব্যের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া শ্রীবাস্তব্য আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

(২) ভটনাগরের পূর্ব্ব কালে ভটনদীরতীরে বাস করিতেন বলিয়া আখ্যা।

(৩) শকসেনবংশীয়েরা ফরক্কাবাদ জেলায় প্রাচীন রাজধানী শঙ্কাশ (বর্ত্তমান সঙ্কিস) হইতে উৎপত্তি বলেন।

(৪) অম্বষ্ঠ এর পূর্ব্বপুরুষগণ গির্ণার পাহাড়ে বাস করিয়া অম্বা দেবীর পূজা করিতেন বলিয়া ঐনাম।

(৫) আহিষ্টান বা অষ্টানেরা কাশীর রাজাকে আট প্রকার মুক্তা দিয়াছিলেন বলিয়া নাম।

(৬) বল্মীক—বিভানুর দেহ তপস্যাকালে বল্মীকে পরিনত হইয়াছিল।

(৭) মাথুর—মথুরায় বাস করা হেতু।

(৮) সূর্য্যধ্বজ—বিভানুসুরসেনের রাজত্যকালে সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া উপাধি।

(৯) কুলশ্রেষ্ঠ—পরম ধার্ম্মিক বলিয়া।

(১০) করণ—নর্ম্মদাতীরে কর্ণালি গ্রামেবাস হেতু।

(১১) গৌড়—গৌড়ে বাস হেতু।

(১২) নিগম—নিগম অবলম্বন করিয়া চলিতেন বলিয়া।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশী কায়স্থগণ এ দ্বাদশ কায়স্থের উৎপত্তি এই প্রকার উল্লেখ করেন :—

১। শ্রীবাস্তব্য—ভানুর বংশধর।
২। ভটনাগর—চিত্রের সন্তান।
৩। শকসেন—মতিমানের বংশধর।
৪। অম্বষ্ঠ—হিম বানের সন্তান।

৫। অষ্ঠান—বিশ্বভানুর বংশধর।
৬। বাল্মীক—বিভানু বা বীর্য্যভানুর বংশধর।
৭। মাথুর—চারুর বংশধর।
৮। সূর্য্যধ্বজ—বিভানুর বংশধর।
৯। কুলশ্রেষ্ঠ—অতীন্দ্রিয় বা জিতেন্দ্রিয়ের সন্তান।
১০। করণ—অরুণের বংশধর।
১১। গৌড়—সুচারুর সন্তান।
১২। নিগম—চিত্রচারুর বংশধর।

যদি দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হইতে আগমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত দ্বাদশপ্রকার কায়স্থের বংশ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক মকরন্দ (যিনি সূর্য্যধ্বজ বংশসম্ভূত বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা পরিচয় দেন) ব্যতীত অন্য কোন বীজপুরুষ উক্ত দ্বাদশ প্রকারের কায়স্থসম্ভূত বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু এই মকরন্দ, যিনি সূর্য্যধ্বজ বংশসম্ভূত, ও উত্তররাঢ়ী মকরন্দ, যিনি করণবংশসম্ভূত, উভয় মকরন্দ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীকে এক করিতে চাহেন।

যাহাহউক ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের অরুণের বংশধর কর্ণালি দেশবাসী করণবংশীয় হইতে উৎপত্তি ও তাঁহারা অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থ হইতে বিভিন্ন ও এক মূলীভূত নহে প্রমাণ হয়। ইহা ছাড়া উত্তররাঢ়ী কায়স্থকুলদীপিকা হইতে জানা যায় যে আট প্রকার কায়স্থ মধ্যে শ্রীকর্ণ বংশ হইতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থের উৎপত্তি ও শ্রীকর্ণ বংশই অন্যান্য বংশ হইতে শ্রেষ্ঠ।

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজিতঃ।
সেনীপুত্রাষ্টকাঃ পৃথ্যাং সর্ব্বসম্পতিসংযুতাঃ॥
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সকৃসেনো ভট্টনাগরঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে॥
পুত্রানামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃকর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শ্রীকর্ণ ইতি সংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ।
তস্যবংশে সমুদ্ভুতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞাঃ মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোহনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেনচ॥

পুরুষোত্তমো মৌদগল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা"

করণ শ্রেণী কায়স্থ যে শ্রেষ্ঠ তাহা দক্ষিণরাঢ়ী ঘটককারিকাতেও দেখা যায়—

"উত্তরে করিয়া বাস তাহারা সকলে।
দাসত্ব স্বীকার আগে কভু নাহি কৈলা॥
*　　*　　*　　*
দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা গুণেতে অতুল।
দাসত্ব স্বীকার কৈল জানি শুদ্ধমূল॥"
"দয়াচ সর্ব্বভূতেষু দৃঢ়ভক্তিশ্চ কেশবে।
দ্বিজসেবা এবতুপূর্ব্বং এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥"

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ এপর্য্যন্ত নিজনামের পরে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন।

করণ বংশ শ্রেষ্ট বংশ বলিয়াই মনু কেবল মাত্র করণ যে ব্রাত্যক্ষত্রি সন্তান লিখিয়া গিয়াছেন! বোধ হয় সে সময়ে কায়স্থের মধ্যে করণ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ছিল এজন্য করণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রেণী কায়স্থগণের উল্লেখ নাই তাহার কারণ কি? কায়স্থ জাতি মনুক্ত ব্রাত্যক্ষত্রি সন্তান ও কায়স্থের যে করণ শব্দ আছে তাহা এই মনুক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান।

তাহা হইলেই উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ মনুক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় অরুণবং সম্ভূত করণবংশীয়ের বংশধর ও অন্যান্য শ্রেণী হইতে বিভিন্ন ও এক মূলী ভূত নহেন।

দ্বিতীয়।—আজ প্রায় হাজার বৎসর হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছেন, নি শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, আচার ব্যবহারও পৃথক্ তখন এই বিরাট সামাজিক সম্মিলন কি সহজ ব্যাপার? শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচা ব্যবহার, মেয়েলী আচার অনুষ্ঠান, জাতি মর্য্যাদা, কুলশীল সকল বিষয়েই প্রভে ও পার্থক্য। কেবল কতকগুলি মন্তব্য সভা হইতে গৃহীত হইলেই তাহ কার্য্যে পরিণত করা সুসাধ্য নহে। যে ভাবে মন্তব্য হইয়াছে তদনুসা কার্য্য হইলে সমাজের কি ক্ষতি বৃদ্ধি কি ইষ্টানিষ্ট সম্যকরূপে চি

করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়।

দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন যে বহুদিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্য আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের ঘরে বিবাহ করিয়া মিলিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু বলেন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বীজপুরুষ মকরন্দ ঘোষ ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থের সোম ঘোষের পৌত্র মকরন্দ ঘোষ এক অভিন্ন ব্যক্তি। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে সোমেশ্বর ঘোষ মহাশয় কি এখানে আসিয়া পুনরায় পশ্চিমাঞ্চল প্রত্যাগমন করেন ও সেখানে অবস্থিতি করেন ও তাঁহার পৌত্র মকরন্দ ঘোষ আদিশূরের সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন? প্রথমতঃ, উত্তররাঢ়ী সোম ঘোষ করণবংশীয় দক্ষিণরাঢ়ী মকরন্দ ঘোষ সূর্য্যধ্বজ বংশসম্ভূত, তাহার পর সোমেশ্বর ঘোষ মুর্শিদাবাদ জেলার জজান গ্রামে বাস করিয়া সোমেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁহার বংশাবলীর বঙ্গদেশে থাকা পরিচয় পাওয়া যায়। যদি উভয়ই অভিন্ন ব্যক্তি হন তাহা হইলে সোমেশ্বর ঘোষ আদিশূরের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণে ও কোন রাজার সময়ে তিনি আগমন করিয়াছিলেন জানা যায় না। ঐ মকরন্দ ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলজী গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে যে মকরন্দ দক্ষিণরাঢ়ে গত। তাঁহার বংশাবলীর কোন পরিচয় কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় না। বোধ হয় তিনি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহাকে কুলত্যাগ করিতে হইয়াছিল ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় বলেন যে ব্যাস সিংহের পুত্র পরীক্ষিৎ সিংহ বারেন্দ্র শ্রেণী ভুক্ত হন। ঐ ব্যাস সিংহ করতোয়া গ্রামে বাস হেতু করাতিয়াখ্যাতি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ব্যাস সিংহের পরীক্ষিৎ নামে কোন পুত্র উত্তররাঢ়ীয় কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় না। করণগুরু লক্ষ্মীধর সিংহের পুত্র ব্যাস সিংহের ভ্রাতা ভগীরথ সিংহ বঙ্গেগত এই কথা লেখা আছে। ইহাতে বোধ হয় তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতু তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। যদি উত্তররাঢ়ী ২।১ জন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতু কুলত্যাগী ও

সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন তাহা হইলে যে বিবাহসম্বন্ধ ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

ব্যাস সিংহ করতোয়াবাসী ছিলেন না। তিনি বল্লাল সেনের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করার আদেশ দেন ও করাত দ্বারা উঁহার শিরশ্ছেদন করা হয় এজন্য তাঁহার নাম করাতিয়া ব্যাস সিংহ হইয়াছে। তাঁহার পিতাও এজন্য করণ গুরু উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন।

শুনিতে পাই যে বারেন্দ্র সমাজের দেবীদাস খাঁ উত্তররাঢ়ীয় সিংহের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ভূষনার রাজা সীতারাম রায়ও অন্য সমাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিকগণ আন্তর্গণিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না এজন্য তাঁহাদের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ী শ্রেণী সমাজ হইতে বহির্ভূত।

চারি শ্রেণীর সম্মিলন লইয়া অধিকাংশ কায়স্থ ব্যস্ত কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে কায়স্থগণ নিজ নিজ সমাজের নীচ শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন ও আহার ব্যবহারে এখনও অনুৎসুক। সকল শ্রেণীর মধ্যেই সামাজিক ও অসামাজিক কায়স্থ আছেন। যাঁহারা সমাজে পরিচিত তাঁহারা সামাজিক ও যাঁহাদের কুল পরিচয় জানা যায় নাই তাঁহারা অসামাজিক। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সমাজের পরিচিত কায়স্থের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণ নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এমন কি একত্র আহার করিতেও এখনও কুণ্ঠিত। অনেক কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু কুলজ্ঞেরা তাঁহাদের সংবাদও জানেন না। বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াও অনেক কায়স্থ পরিচয় দেন। অজ্ঞাত কুলশীল এইরূপ কায়স্থগণের সহিতসম্বন্ধ স্থাপন করিতে কি কোন সদ্বংশজাত কায়স্থ শীঘ্র সম্মত হইবেন? যখন প্রত্যেক শ্রেণী সমাজ নিজসমাজের নীচ শ্রেণীর কায়স্থগণকে কিংবা অসামাজিক কায়স্থগণকে নিজ সমাজস্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত তখন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শীঘ্র অন্য শ্রেণীর কায়স্থকে নিজ সমাজস্থ করিবে বোধ হয় না। আমার স্মরণ হয় কয়েক বৎসর হইলে এক জন সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ নিজ সমাজে সঙ্গতিপন্ন পাত্র পাওয়া যায় না বলিয়া নিজ কন্যাকে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া

উত্তররাঢ়ী সমাজের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে একার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন। অবশেষে তিনি নিরস্ত হন। আমিও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলাম।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ এক মূলসম্ভূত হইলেও বিবাহসম্বন্ধ প্রচলন হয় নাই, বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন তো দূরের কথা।

মুসলমানের মধ্যে সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, চারিশ্রেণীর আন্তর্গণিক প্রচলন নাই।

বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনে সকলেই উচ্চবংশ বা বিশুদ্ধ শোনিত-সঞ্চারের এজন্য চারি শ্রেণীর একীকরণ যে শীঘ্র হইবার সম্ভব তাহা বোধ হয় না।

তৃতীয়।—বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের কুলপ্রথা বিভিন্ন, এরূপ অবস্থায় উভয় শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কিরূপে কুলকার্য্য সম্ভব? উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে কন্যাগত কি পুত্রগত কুল একেবারে নাই। তাঁহাদের কুলীন প্রথা কুলাচার্য্যগণের সৃষ্ট ভাবানুসারে যথা অমুকস্থানের অমুকের সন্তানের ষোলআনা ভাব, অমুক স্থানের অমুকের সন্তানের ৸০ কি ৸৶০ আনা ভাব। তাহার পর উত্তররাঢ়ীয় দিগের মধ্যে পর্য্যায় অনুসারে বিবাহ পদ্ধতি নাই—এরূপস্থলে সর্ব্বশ্রেণীর কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বিবাহ কিরূপে হইতে পারে বুঝিতে পারা যায় না। যেপর্য্যন্ত চারি শ্রেণী কায়স্থের বিভিন্ন সমাজের কুলনিয়ম এক না হইবে, যে পর্য্যন্ত কায়স্থ সমাজের সংস্কার না হইবে ও যেপর্য্যন্ত সামাজিক কায়স্থের তালিকা না হইবে সেপর্য্যন্ত আন্তর্গণিক বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখনও কায়স্থ সমাজ এতদূর উন্নত ও অগ্রসর হয় নাই যে সমগ্র চারি শ্রেণী সম্মিলিত হইয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিবে।

চতুর্থ।—চারি শ্রেণীর কায়স্থমধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইলে সমাজের উন্নতি না হইয়া বরং সমাজের মধ্যে দলের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভব। সমাজের সকল লোকই আন্তর্গণিক বিবাহের পক্ষপাতী নহে। যাহারা আন্তর্গণিক বিবাহের বিরোধী তাঁহাদের একদল ও যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের একদল হইবে, ফলে সমাজে দলাদলি ও গৃহবিবাদ ঘটিবে। দলাদলি ও গৃহবিবাদ না হয় এরূপ উপায় করা আমাদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভিন্ন শ্রেণীতে পুত্র কন্যায় বিবাহ দিবেন তাঁহাদের সহিত হয় তো উক্ত বিবাহের বিরোধিগণ আদান প্রদান ও আহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। এরূপে সমাজ বিভক্ত হইয়া বিবিধ সমাজ গঠিত হইবে। সামাজিক শক্তি দৃঢ়তর হওয়া দূরে থাকুক শিথিল হইয়া যাইবে।

পঞ্চম।—উত্তররাঢ়ী কায়স্থের বেশী ভাগই গরীব ও দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ কায়স্থের বেশীভাগ সঙ্গতিপন্ন। দরিদ্র সমাজ ও সঙ্গতিপন্ন সমাজে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনে শুভফল আশা করা যায় না। যদিও বিবাহে ব্যয় সংক্ষেপ জন্য চেষ্টা হইতেছে তাহা হইলে দরিদ্রকে যদি সঙ্গতিপন্নের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে ব্যয় বেশী আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। অপর শ্রেণীর ব্যয় বাহুল্যে আর এক শ্রেণী সর্ব্বস্বান্ত হইবে। তাহার পর প্রত্যেক সমাজের ধনী ও কৃতবিদ্যগণ নিজ নিজ সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ধনী ও কৃতবিদ্যগণ স্বকীয় সমাজ পরিত্যাগ করিলেই সমাজের ধনহীন ও অকৃতবিদ্যগণ পড়িয়া থাকিবে। ভিন্ন শ্রেণীর কৃতবিদ্য পাত্র পাইলে অন্য সমাজ যথাশক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ পাত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। গরীব সমাজ কৃতবিদ্য বর হইতে বঞ্চিত হইবে। এখন নিজ নিজ সমাজের মধ্যেই খুঁজিয়া সুপাত্র ঠিক করিয়া লওয়া হয় কিন্তু ভিন্ন সমাজে সুপাত্রগুলি লইলে তখন সুপাত্র মেলা একেবারে কঠিন হইবে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্ এ, মহাশয় বহরমপুরের অধিবেশনে বলিয়াছেন "বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ, উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইলেও বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ী মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে এবং তাঁহাদের মধ্যে অপর দুই শ্রেণীর ন্যায় শিক্ষা ও কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইতেছে। সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে অন্য দুই শ্রেণীর প্রতিযোগিতা দ্বারায় তাঁহাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।" শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় বোধ হয় উত্তররাঢ়ী কায়স্থের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপে অবগত নহেন, এজন্য তিনি উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তররাঢ়ী মাত্রেই গরীব। বেশী ভাগ লোকই ২।৪ বিঘা জমীর উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও চাকরী করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। স্থাবর সম্পত্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। শিক্ষা ও কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি হওয়ায় আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। দরিদ্র উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বালকগণ অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা পায় না ও তজ্জন্য চিরজীবন কষ্টে কাটাইতে হয়। এজন্য কয়েকজন বদান্য ও মহানুভব ব্যক্তি একটী শিক্ষা ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দরিদ্র বালকের শিক্ষার উপায় করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে।

ষষ্ঠ।—চারি শ্রেণীর কায়স্থমিলিত হইলে সমাজের আয়তন অতিশয় বৃদ্ধি

হইবে। তাহাতে সমাজের উন্নতি পক্ষে প্রতিবন্ধক ঘটিবে। সমাজের আয়তন ছোট হইলে উন্নতির আশা করা যায়। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সমাজ নিজ সমাজের জন্য যতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছে ও যত সংখ্যা বালকের শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করিতে পারিতেছেন আমার বোধহয় চারি সমাজ মিলিত হইলে এতদূর উন্নতি এক উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের হইবে কিনা সন্দেহ। সাধারণ সমাজে যে টাকা উঠিবে সে টাকা হইতে বিরাট সমাজের কয় জন বালকের শিক্ষার ও কয়টী অনাথা বিধবার সাহায্য হইবে? নিজ নিজ সমাজে যত চেষ্টা ও যত্ন হইবে সমগ্র সমাজের তত চেষ্টা বা যত্ন হইবে না, এজন্য যাহাতে নিজ নিজ সমাজের উন্নতি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। আন্তর্গনিক বিবাহ হইতে প্রতিবন্ধক।

সপ্তম—বিভিন্ন শ্রেণীর আচার ব্যবহার ও ভাষা পৃথক। আচার ব্যবহার ও ভাষার পার্থক্য থাকিলে বিবাহাদি সম্বন্ধ যে সুখকর হইবে তাহা আশা করা যায় না। কন্যা বরের কথা বুঝিতে পারিবেনা, কি বর কন্যার কথা বুঝিতে পারিবে না, কিম্বা পরস্পরের আচার ব্যবহার পরস্পরের নিকট প্রীতিকর হইবে না। এক্ষেত্রে এরূপ অসুখকর সম্বন্ধস্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন যে শিক্ষাবিস্তার ও পরস্পর মেলামেশা দ্বারা এবিষয়ে পার্থক্য দূর হইতেছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগে আমার বোধ হয় দিন দিন পার্থক্য আরও বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

সভার প্রচার কার্য্য।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩১৭। যশোহর।

সভার উদ্যোগে এবং সভার সভ্য চাঁচড়ার জমীদার কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ রায় মহাশয়ের চেষ্টায় যশোহর টাউনহলে কায়স্থগণের একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কুমার সতীশকণ্ঠ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনা করেন। সভায়

যশোহর সহরের এবং নিকটস্থ সকল গ্রামের গণ্যমান্য কায়স্থ মাত্রেই এবং সভার প্রচার সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরি বর্ম্মা (সভার প্রচারক) উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণকুলতিলক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ও সভার সদুদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত থাকিয়া সভাকে অলঙ্কৃত করেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং কুমার সতীশকণ্ঠ রায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় কায়স্থগণের বর্ত্তমান অবস্থা এবং কিরূপে স্বজাতির উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। *

তৎপরে চাকদহ-যশড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ী) আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে এরূপ বিবাহের অভাবে কায়স্থ সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে এবং বিবাহে শাস্ত্রীয় কোন বাধা নাই। যশোহর-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় (বঙ্গজ) এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে বঙ্গদেশে আগত মূল পঞ্চজন কায়স্থেরই বংশধরগণই বর্ত্তমান চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বিবাহ কাজে কাজেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। তৎপরে তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। স্থানীয় ২।১ জন উকীল ও মোক্তার এই প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি করিলে শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করেন। পরে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে খ্যাতনামা স্থানীয় উকীল ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) বিবাহব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই কুপ্রথা সমাজকে শোষণ করিতেছে এবং ইহা বিরোহিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষিত লোকেদেরও এরূপ উৎপীড়ন করিতে দেখা যায়। আজকাল কন্যা হওয়া বড়ই বিপদের কথা

*। বক্তৃতার সারাংশ পরে প্রকাশ হইবে।

পড়িতেছে। কন্যার বিবাহ দিয়াও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, শ্বশুরালয়ে পাঠাইতেও অনেক অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যতদিন না public opinion হইবে, অর্থাৎ যতদিন না লোকে এই দুর্নীতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিবে ততদিন এ বিষয়ে কোন উপায়ই হইবে না। সামাজিক শাসন একান্ত বাঞ্ছনীয়। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে যাহারা পুত্রের বিবাহে জোর করিয়া টাকা আদায় করিবে তাহাদের বাটীতে সে সকল বিবাহে আমরা যাইব না। এ দুর্নীতি কায়স্থ সমাজকে এতই প্রপীড়িত করিতেছে যে আইনের আশ্রয় লওয়া নীতিবিরুদ্ধ না হইলে তাহা গ্রহণেও ক্ষতি ছিল না।

বাগেরহাটের উকীল শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপে গৃহীত হইল :— বিবাহ ব্যয়সঙ্কোচ নিতান্ত আবশ্যক এবং যে ব্যক্তি কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায় করিবেন তাহাকে সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন।

তৎপরে সভার বর্ত্তমান বর্ষের দক্ষিণরাঢ়ী সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কায়স্থদের ক্ষত্রিয়োচিত আচার ও সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা সংস্কার গ্রহণের কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন করেন। সভার সভ্য অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় (বঙ্গজ) এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং এই সূত্রে ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে সভাস্থলে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে গোলমাল থামিলে মহেন্দ্র বাবু পুনরায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় প্রতিবাদকারীদের যুক্তির অসারতা দেখাইয়া দিলে উক্ত প্রস্তাবটীও গৃহীত হইল।

তৎপরে যশোহরের খ্যাতনামা বক্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্রবর্ম্মা মহাশয় কায়স্থগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন বিষয়ে উপায় অবলম্বন ও যশোহরে কায়স্থ সভা সংস্থাপন বিষয়কে চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ই বৈশাখ, ১৩১৭।

বাঘুটিয়া, জেলা যশোহর।

সভার চেষ্টায় এখানে যশোহর ও খুলনা জেলার কায়স্থদের লইয়া একটী সভা আহুত হয়। প্রায় এক সহস্র কায়স্থ-মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রচার সমিতির শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বেদবর্ম্মা ও নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যাবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সমবেত কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াচার ও সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং অনেকেই উপবীত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩১৭।

কলিকাতা, সাহিত্য-পরিষদ গৃহে।*

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ।

সভার উদ্যোগে সার্ব্বজনীন একটা সভা আহুত হয়। সভায় কেবলমাত্র বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ লইয়া বক্তৃতাদি হয়। জ্ঞানী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বেহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র (যশোহর), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রসরকার দেববর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র (হাইকোর্টের উকীল), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় বক্তৃতা করেন। চোর বাগানের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ২।৪টী আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছিলেন তিনি বলেন, "বক্তৃতা বেশী করিয়া আর লাভ নাই। কাজ আবশ্যক আমি আমার তিন ভ্রাতুস্পুত্রকে কিছুই না লইয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি আমি প্রকাশ্য বলিতেছি। নাম কিনিবার জন্য বলিতেছি না, পূর্ব্বেও আমার পুত্র ও ভ্রাতুস্পুত্রদের বিবাহ কিছুই না লইয়াই দিয়াছি।

সভাপতির বক্তৃতার পর কায়স্থ-সভার পক্ষে সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃ- বল্লভ রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের উকীল) তাহার অনুসরণ করিয়া বক্তৃতা করেন।

---

* বক্তৃতাগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে।

বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রসঙ্গ।(১)

(১)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণ বি, এ, এল এল বি, মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কানপুর-শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মাকে ১৯১০ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ :—

আমি আগ্রার উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু শুনিলাম কায়স্থ সম্প্রদায়ের বৃহৎ দুইটী শ্রেণীকে একীভূত করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। শুনিলাম অধিকাংশ লোকই স্পষ্টরূপে আপনার মতের পোষকতা করিয়াছেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ অতি শীঘ্রই সম্মিলিত হইবেন। দুঃখের বিষয় আগ্রার কায়স্থ-সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয় নাই। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দপ্রসাদকে এতদ্‌সম্বন্ধে পত্রাদি লেখেন তাহা হইলে আমার বিবেচনায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

(২)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ এম্ এ, মহোদয়ের ১৯১০ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ তারিখের পত্রের সারাংশের অনুবাদ :—

সভায় এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। সমীকরণের বিরুদ্ধমত যে কাল্পনিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপত্তি যথা :—

প্রথমতঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যখন স্বেচ্ছায় কায়স্থশিক্ষা-সম্মিলনীতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, এই সভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সামাজিক পরিচয় ভালরূপ জানা নাই। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা দ্বিজধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়াচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন